ওতম্

গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য

[বৈদিক গীতা]

গীতার মূল শ্লোক, পদচ্ছেদ, পদার্থ সহিত
বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য-ব্যাখ্যা, স্বামী শঙ্করাচার্য কৃত
ভাষ্যের খণ্ডন এবং টীকাটিপ্পনী সংবলিত
বাংলায় সর্বপ্রথম বৈদিক ব্যাখ্যা

ভাষ্যকার

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর্যমুনি

ওওম্

গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য

[বঙ্গানুবাদ]

ভাষ্যকার

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর্যমুনি

অনুবাদক

শ্রী রজিৎ চন্দ্র

গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র সম্পূর্ণ বৈদিক ব্যাখ্যা)

বেদ গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

(সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে)

প্রচ্ছদ

বেদ গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি, ২০২৫ ইং

মুদ্রণ সংখ্যা : ০০ কপি।

মুদ্রণে : .... ,

.... ।

মূল্য : ৮০০ টাকা।

এই গ্রন্থে কোনো প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে কৃপাপূর্বক আমাদের জানান।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন — vedicgita88@gmail.com

॥ সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥

উৎসর্গ

॥ বিশ্বের সকল বাবা-মায়ের প্রতি ॥

পিতা-মাতার আদেশ সন্তানের প্রতি, কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে

হে বিজ্ঞানযুক্ত পুত্র ! তুমি বিদ্যাগ্রহণ হেতু দৃঢ় হও । নীতি প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় অত্যন্ত বলবান্ অবয়বযুক্ত শীঘ্র কর্ম সম্পাদনকারী হও । তুমি অগ্নিসম্পর্কীয় সুন্দর ব্যবহারে স্থিত এবং পালনাদি শুভ কর্ম প্রদানকারী সুখের বিস্তারকারী হও ॥

— যজুর্বেদ ১১। ৪৪ —

॥ আরোহ তমসো জ্যোতিঃ ॥

॥ ভূমিকা ॥

গীতার উপদেশ, অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্মের উপদেশ প্রদানের জন্য ছিল। যখন উভয় দিকের সেনার যোদ্ধা একত্রিত হয়ে কুরুক্ষেত্রের ভূমিতে এই প্রকার যুদ্ধার্থ উদ্যত হয় —

বাদিত্রশব্দস্তুমুলঃ শঙ্খ ভেরী বিমিশ্রিতঃ।
শূরাণাং রণশূরাণাং গর্জতামিতরেতরম্।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ মহান্ ব্যতিকরোঽভবৎ ॥
অন্যোঽন্যং বীক্ষ্যমাণানাং যোধানাং ভরতর্ষভ।
কঞ্জরাণাং চ নদতাং সৈন্যনাং চ প্রহৃষ্যতাম্ ॥
[মহাভারত ভীষ্মপর্ব ২৪/৬,৭]

অর্থ – রণে শূরবীর এবং নিজেদের মধ্যে গর্জনকারী যোদ্ধাদের বাদ্যের শব্দ শঙ্খ এবং ভেরীর শব্দ একত্রিত হয়ে তুমুল হতে লাগলো এবং হে রাজন্। উভয় সেনার যোদ্ধাদের দেখতে দেখতে নিজেদের মধ্যে বৃহৎ ব্যতিকর অর্থাৎ পরস্পর মিলে যুদ্ধ করার জন্য জমা হয়ে গেল। এবং হাতি তথা অন্য সাধারণ সৈনিকও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের জন্য একে অপরের সম্মুখ হয়ে গেল। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কে জিজ্ঞাসা করলো যে "**ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে**" ধর্মের ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আমার এবং পাণ্ডুর পুত্ররা পুনরায় কি করলো। এই প্রকার সেই সময়ের যোদ্ধাদের কুরুক্ষেত্র ভূমিতে যুদ্ধার্থ একত্রিত হওয়াই গীতার উপধারা ছিল। এই কথা প্রসঙ্গে মুখ্য প্রয়োজন ক্ষাত্রধর্মে প্রবৃত্ত করতে "**নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি**" [গীতা ২/২৩] ইত্যাদি আত্মবিবেকের বাক্য দ্বারা ষটশাস্ত্রের ভাব কে এমনভাবে সঙ্গত করে যে, অর্জুনবিষাদযোগাধ্যায় এর অনন্তর অর্জুনকে উক্ত শ্লোক দ্বারা জীবাত্মার নিত্যতা প্রতিপাদন করে কর্মবিভাগ এর প্রতিপাদন করেছে। এই দ্বিতীয় সাংখ্যশাস্ত্রকে আত্মবিবেক দ্বারা সঙ্গত করে দিয়েছে যে, "*যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মবিবেক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মবিবেক হতে পারে না* "। এই প্রকার সাংখ্যাদি ষটশাস্ত্র গীতায় গতার্থ হয়ে যায়। আধুনিক বেদান্তি এবং নৈয়ায়িকাদি সকল লোক ষটশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কে নিজেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কথন করে। যেরূপ আধুনিক বেদান্তি

এবং নৈয়ায়িক ২১ প্রকার দুঃখের নিষ্পত্তিকে মুক্তি মান্য করে। সেই ২১ প্রকার দুঃখ এগুলো — শরীর, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ষষ্ঠ মন, এই ছয়ের শব্দাদি ছয় বিষয় তথা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই ছয় বিষয়ের জ্ঞান এবং সুখ তথা দুঃখ — এই দুঃখের অভাব কে নবীন নৈয়ায়িক "**মুক্তি**" বলে। এবং শরীরাদি ২০ টি পদার্থকে দুঃখের উৎপাদক হওয়ায় দুঃখ কথন করা হয়েছে অর্থাৎ দুঃখসম্বন্ধী হওয়ায় দুঃখ শব্দ থেকে সেগুলোও কথন করা হয়েছে। যেমনঃ বিষ যুক্ত অন্ন গ্রহণের মাধ্যমে বিষ ভক্ষণ শব্দের প্রয়োগ আসে এই প্রকার দুঃখ সম্বন্ধী হওয়ায় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান এবং শরীর তথা সুখ-দুঃখ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এবং বৈশেষিক শাস্ত্রের মান্য কারীও দুঃখের নাশ কেই "**মুক্তি**" মান্য করে। সাংখ্য শাস্ত্রীগণ প্রকৃতি থেকে পুরুষ এর অসঙ্গ হয়ে থাকাকেই "**মুক্তি**" মনে করে। এই সিদ্ধান্ত নবীন যোগমতাবলম্বিদেরও। সাংখ্য শাস্ত্রী প্রকৃতি আর পুরুষ এর বিবেক [জ্ঞান] থেকে "**মুক্তি**" মান্য করে এবং তাঁদের মতে প্রকৃতি থেকে পুরুষ এর অসঙ্গ হওয়াই "**মুক্তি**"। যোগ শাস্ত্রীদের কৈবল্য-মুক্তিতে এঁদের সহিত এতটুকুই পার্থক্য যে, কেউ অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা "**মুক্তি**" মনে করে এবং পুরুষকে অসঙ্গ মান্য করায় নবীন সাংখ্য এবং যোগ উভয়ই সমান। মীমাংসকগণ অক্ষয় সুখের প্রাপ্তিকে "**মুক্তি**" মান্য করে, এবং নবীন বেদান্তি অবিদ্যার নিবৃত্তি দ্বারা জীবের ব্রহ্ম হওয়াকে "**মুক্তি**" মনে করে। রামানুজের মতে ঈশ্বরের সত্য সঙ্কল্পাদি ভাবকে ধারণ করার নাম "**মুক্তি**", বল্লভাচার্যের মতে গোলোকে কৃষ্ণজীর সহিত রাসলীলা করার নাম "**মুক্তি**" এবং মাধবাচার্যের মতে মুক্তি চার প্রকারের অর্থাৎ "***সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সায়জ্য***" – বিষ্ণুলোকে গিয়ে থাকার নাম ***সালোক্য,*** সেই সাকার বিষ্ণুর কাছে গিয়ে থাকার নাম ***সামীপ্য,*** তাঁর সমান রূপযুক্ত হওয়ার নাম ***সারূপ্য*** এবং তাঁর সহিত সিংহাসনাদিতে উপবেশনের নাম ***সায়ুজ্য।*** এই প্রকারের অবৈদিক সিদ্ধান্তকে মানার মাধ্যমে আর্যশাস্ত্রের মহত্ত্ব প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে বিদেশীয় ধর্মাবলম্বীগণ আর্য দর্শনের উপর ষটদর্শনার্পণাদি গ্রন্থ লিখে এই সিদ্ধান্ত করে যে, আর্যদের মুক্তি পাষাণ তুল্য, ইত্যাদি আক্ষেপের কারণে নবীন বৈশেষিকাদি মত রয়েছে, যেখানে কেবল দুঃখভাবকেই মুক্তি মানা হয়েছে। মূল দর্শনে সুখ-দুঃখের অভাব থেকে পাথর তুল্য হয়ে যাবার নাম মুক্তি কোথাও নেই। "**দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানাম্**" [ন্যায় দর্শন ১/১/২] ইত্যাদি সূত্রে যেই মুক্তি বর্ণন করা হয়েছে তা অবৈদিক নয় প্রত্যুত বৈদিক। কেননা এই সূত্রে কেবল দুঃখভাবের নাম মুক্তি নয় বরং দুঃখভাব হওয়ার থেকে যে জীবের ঈশ্বরের সত্যসঙ্কল্পাদি ধর্মের ধারণ দ্বারা অবস্থা বিশেষ হয় তার নাম মুক্তি।

যেরূপ "**জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্**" [গীতা ২/৫১] মধ্যে কর্মযোগরূপ বুদ্ধি সহিত যুক্ত ব্যক্তি অনাময় নামক দুঃখ রহিত পদকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই পদে কেবল দুঃখাভাবের নয় বরং দুঃখের অভাব হয়ে পরমাত্মার নিরবধিক [অতুল] সুখের প্রাপ্তি হয়। যেরূপ "**রসং হ্যবায়ং লব্ধ্বানন্বী ভবতি**" ইত্যাদি বাক্যে মুক্ত ব্যক্তিকে আনন্দের ভোক্তা কথন করা হয়েছে। উক্ত গীতা শ্লোকে ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রকে সঙ্গত করে দিয়েছে যে, এই দুই শাস্ত্রে কেবল দুঃখাভাবের নাম মুক্তি নয় বরং দুঃখের অভাব এবং ঈশ্বরের স্বরূপভূত আনন্দের উপলব্ধির নাম মুক্তি। এবং উক্ত ন্যায়সূত্রের এই অর্থ হয় যে, তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে মিথ্যাজ্ঞান নাশ হয়ে যায় এই মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হওয়ার মাধ্যমে দোষ নাশ হয়ে যায় এবং দোষের নাশ হওয়ার থেকে প্রবৃত্তির নাশ হয়ে যায়, প্রবৃত্তির নাশ থেকে জন্ম এবং জন্মের নাশ হওয়ার মাধ্যমে সাংসারিক দুঃখের নাশ হয়ে যায়। এবং শুদ্ধ ব্যক্তি হয়ে পরমাত্মার তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে ন্যায় তথা বৈশেষিক শাস্ত্রের মুক্তি পাষাণের সদৃশ নয়। এবং "**এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু**" [গীতা ২/৩৯] এই শ্লোকে সাংখ্য তথা যোগশাস্ত্রকে এবং "**ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব**" [গীতা ১৩/৪] এই শ্লোকে বেদান্তশাস্ত্রকে সঙ্গত করে দিয়েছে, ব্রহ্মসূত্র এখানে মীমাংসাশাস্ত্রেরও উপলক্ষণ। এই প্রকার ষটশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত গীতায় গতার্থ [যথার্থ] হয়ে যায়।

প্রশ্ন – যখন ষটশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নিজেদের মধ্যে এই প্রকার বিরুদ্ধ হয় যে, ***সাংখ্য-যোগ*** কেবল প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক থেকে মুক্তি মান্য করে অর্থাৎ জীব প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞান থেকে মুক্তি মান্য করে এবং ***ন্যায়-বৈশেষিক*** সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে তথা ***মীমাংসা*** কর্ম এবং ***বেদান্ত*** ব্রহ্মজ্ঞান থেকে। এবং ভিন্ন-ভিন্ন কারণ থেকে উক্ত শাস্ত্রকার মুক্তি মান্য করে তো তাহলে এইরকম স্থানে ভেদের বিরোধ পরিহার কিভাবে হতে পারে ?

উত্তর – উক্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নেই কেননা সকল শাস্ত্র বেদোক্ত মুক্তিরই সাধনাদি নিরূপণ করে। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, যদিও মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান, কেবল প্রকৃতি পুরুষের বিবেকাদি জ্ঞান নয় তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতি থেকে পুরুষ — আত্মতত্ত্বের বিবেক জ্ঞান হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত যাবৎ পদার্থের সাধর্ম বৈধর্ম দ্বারা সেগুলোর তত্ত্বের জ্ঞান হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্বের বিবেকজ্ঞান হওয়াও অসম্ভব। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধিকে সম্পাদন করা না হয় ততক্ষণ

পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীও হতে পারে না। এইজন্য যজ্ঞাদি কর্ম, পদার্থতত্ত্বজ্ঞান এবং প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক, এই সবই মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন, ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানের সাধন হওয়ায় মুক্তিরই সাধন। অতএব ***মীমাংসা*** যজ্ঞাদি কর্মকে, ***ন্যায়-বৈশেষিক*** পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানকে, ***সাংখ্য-যোগ*** প্রকৃতি পুরুষ বিবেককে মুক্তির সাধন কথন করে। এই প্রকারে উক্ত শাস্ত্রে মুক্তির সাধনের ভিন্ন-ভিন্ন নিরুপণ হওয়ার পরও কোনো বিরোধ নেই। কেননা প্রক্রিয়ায় পার্থক্য হওয়ার পরও সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য একই। এবং পাঁচটি দর্শনে প্রকৃতি পুরুষ বিবেকের বর্ণনা সর্বাঙ্গ পূর্ণ হওয়ায় "**তমেব বিদিত্বানিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়**" [যজুর্বেদ ৩১/১৮] বৈদিক ভাব থেকে মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন ব্রহ্মজ্ঞানকে মহর্ষি ব্যাস ***ব্রহ্মসূত্রে*** বর্ণন করেছে এবং সেই পরম মোক্ষাৎকার শ্রবণ মননাদির ব্যাতিত সর্বথা অসম্ভব। অতএব উপনিষদে কথন করা "**আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ**" এই শ্রবণাদি সাধন দ্বারা দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার ব্রহ্মসূত্রে বিস্তারিত বর্ণন করেছে। "**দ্রষ্টব্য**" এর অর্থ পরমাত্মার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করা, "**শ্রোতব্য**" গুরুমুখ থেকে বেদের বর্ণন করা, সেই শ্রবণকে তর্ক দ্বারা বিচার করার নাম "**মনন**" এবং শ্রবণ তথা মনন করা অর্থকে বারংবার চিন্তন করার নাম "**নিদিধ্যাসন**"। এই শ্রবণাদি সাধন থেকে মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন একমাত্র পরমাত্মবিজ্ঞানকে ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা উত্তর মীমাংসাকার মহর্ষি ব্যাস পূর্ণ করেছে। এই প্রকারে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে বিরোধ নেই।

আর যে ***সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত*** এই তিন শাস্ত্র প্রকৃতিকে উপাদান কারণ মান্য করে এবং ***ন্যায়, বৈশেষিক*** *তথা* ***মীমাংসা*** এই তিন শাস্ত্র পরমাণু সমূহকে উপাদান কারণ মান্য করে। ইহা বিরোধ এইজন্য নয় যে, পরমাণু প্রকৃতির এক স্থূলাবস্থা অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞানার্থে তাকে পরমাণু সমূহের অবস্থা থেকে বর্ণন করা হয়েছে। যেরূপ প্রকৃতির বোধনার্থ গুণত্রয় সংঘাতরূপ থেকে প্রকৃতিকে বর্ণন করে এবং পরমাণুরূপে প্রকৃতির বর্ণন। আর যদি এইরূপ না হতো তো পরস্পর একে অপরের মান্য করা উপাদান কারণকে একে অপরের অবশ্য খণ্ডন করতো। কিন্তু এইরূপ লেখা শাস্ত্রে কোথাও নেই, এবং সব শাস্ত্রে একমত রয়েছে, এই অর্থজাতকে গীতায় স্পষ্ট রীতিতে বর্ণন করেছে অর্থাৎ —

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।
[গীতা ১৩/২৪]

এই শ্লোকে ধ্যান দ্বারা বৈশেষিকাদি যুক্তিপ্রধান শাস্ত্রের গ্রহণ রয়েছে। সাংখ্য যোগ এর মধ্যে স্পষ্ট তথা কর্মযোগ থেকে মীমাংসার গ্রহণ এবং বেদান্তকে এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে। এই প্রকার গীতা ষড়দর্শন বা ষটশাস্ত্রের অর্থের ভাণ্ডার এবং কর্মোপাসনা জ্ঞানরূপ বেদার্থের সার। উক্ত কারণে গীতা সকল মনুষ্যের মনোহারিণী মানা হয়েছে। এই কারণে গীতা মাহাত্ম্যে এইরকম শ্লোক পাওয়া যায় যে —

মলনির্মোচনপুন্সাং জলস্নানং দিনেদিনে।
সংকৃদগীতাম্ভসি স্নান সংসারমলনাশনম্।।

অর্থ – শরীরের শুদ্ধির জন্য প্রতিদিন স্নান করতে হয় কিন্তু গীতারূপী জলে একবার স্নান করার মাধ্যমে সংসাররূপী সম্পূর্ণ মল নাশ হয়ে যায়।

প্রশ্ন – যখন গীতামাহাত্ম্যের উক্ত শ্লোক থেকে আপনি গীতার মহত্ত্ব বর্ণন করছেন তো — **গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।**
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুক্তপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।
ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করা ভাবকে গ্রহণ কেন করেন না ?

উত্তর – এই শ্লোক [গীতা ১৮/৭৫] থেকে বিরুদ্ধ, কেননা এই শ্লোকে এইরূপ লেখা রয়েছে যে, সঞ্জয় ব্যাসজীর প্রসাদে গীতাকে শ্রবণ করেছে। এর থেকে পাওয়া যায় যে, গীতা কৃষ্ণজীর মুখ থেকে নয় বরং ব্যাসজীর মুখ থেকে নিসৃত গ্রন্থ।

প্রশ্ন – এখন গীতাকে ব্যাসজী গ্রন্থ করেছেন। তো [গীতা ১৮/৭৮] এর সঙ্গতিতে এটা কিভাবে কথন করলো যে, এখন সঞ্জয় নিজের নিপুণতা থেকে পাণ্ডবদের বিজয় কথন করছে ?

উত্তর – ব্যাসজী স্বয়ং মহাভারতের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং যুদ্ধের সমাচারকে সঞ্জয়ের কাছে প্রতিদিন পাঠাতেন যার থেকে সঞ্জয় ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পরিণামকে অনুমান দ্বারা জেনে এইরূপে বলেছেন। একে পৌরাণিক ভাবযুক্ত লোকেরা দিব্যদৃষ্টি কথন করে যে, ব্যাসজী সঞ্জয়কে এইরূপ দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন যার সাহায্যে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসে সমস্ত যুদ্ধ দেখতেন, অস্তু। যদি কোনো যন্ত্রবিশেষের শক্তিতে এইরূপ হতো তো এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না কিন্তু এখানে খণ্ডনীয় বচন এই যে, যার নাম মিথ্যে কল্পিতভাবে দিব্যদৃষ্টি রাখা হয়েছে তা ঠিক নয়। কেননা মহাভারতের সেই প্রকরণে এই দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সঞ্জয় ৮৪ সহস্র যোজন উঁচু সুবর্নের মেরু পাহাড়কে দেখেন এবং মেঘ থেকে মাংসের

বৃষ্টি হতে দেখেন, ইত্যাদি অনেক কথাকে সেখানে ঈশ্বরীয় নিয়মের বিরুদ্ধ বর্ণনা করা হয়েছে। এই পর্যন্তই লিখলাম অধিক লিখলে গ্রন্থ বড় হয়ে যাবে। জম্বুদ্বীপের যে চিত্র দিয়েছে তা মিথ্যা সাগরের পৌরাণিক ঘূর্ণিপাকে পূর্ণ, এইজন্য বিশ্বাসের যোগ্য নয়।

এই বিচার থেকে সারা এই বের হয় যে, গীতা গ্রন্থ মহর্ষি ব্যাসজী বলেছেন, অতএব এই গ্রন্থ সকল শাস্ত্রের সার এবং একমাত্র পরমাত্মার অনন্য ভক্তির আধার।

প্রশ্ন – গীতায় তো অনেক স্থানে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে ঈশ্বর বর্ণন করেছে তাহলে একে ঈশ্বরের অনন্য ভক্তির আধার কিভাবে বলা যায় ?

উত্তর —

অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ।।
[ঋগ্বেদ ১০/১২৫/৬]

অর্থ – আমিই রুদ্ররূপ পরমাত্মার ধনুষকে প্রত্যায়ন করি, আমিই বেদের দ্বেষকারী দের হত্যার জন্য উদ্যত তথা আমিই দৈবী সম্পত্তির বিরোধীর নাশ করি এবং আমিই দ্যুলোক তথা পৃথিবীলোকের ভেতর অন্তর্যামী রূপে ব্যাপ্ত। এই মন্ত্রে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীর দিক থেকে পরমাত্মা আত্মভাবের করেছে। অর্থাৎ "অহংগ্রহ" উপাসনার ভাব থেকে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী নিজেই নিজেকে পরমাত্মদেব দ্বারা কথন করে অথবা ব্রহ্মকে উপাস্য মান্যকারী স্ত্রী পরমাত্মার গুণকে ধারণ করে "অহংভাব" থেকে পরমাত্মার কথন করে। একই ভাবে কৃষ্ণজীও গীতায় অহংভাব থেকে কথন করেছেন। স্ত্রীর দিক থেকে এই অহংভাবের প্রকাশিত করার কারণ এটাও যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়য়ের বেদে সমান অধিকার। যেরূপ জিজ্ঞাসুদের দিক থেকে বেদের অন্য স্থানেও এই কথন পাওয়া যায় যে, এই বচন ধীর ব্যক্তিদের থেকে শ্রবণ করো, এবং এখানেও ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীর দিক থেকে অহংভাবের কথন রয়েছে। এই ভাব ইন্দ্রপ্রতর্দনাধিকরণে মহর্ষি ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে কথন করেছে যে, পরমাত্মার গুণকে ধারণ করে জীব তাঁর অহংভাব দ্বারা কথন করতে পারে। এবং এই ভাব থেকে কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলেছেন যে, আমি ব্রহ্ম। অধিক আর কি, বেদ-উপনিষদের অনেক স্থানে এই প্রকারের অহংভাবের উপদেশ পাওয়া যায়, যার তাৎপর্য বক্তার ব্রহ্ম হওয়ার নয় বরং পরমাত্মার দিক থেকে এই উপদেশ হয়ে থাকে। এই ভাব দ্বারা যোগেশ্বর কৃষ্ণ গীতায় পরমাত্মার দিক থেকে উপদেশ করেছে কিন্তু এই

মর্মকে অবিদ্যান্ধতম দ্বারা নিরোহিত নয়নধারী, ঈশ্বরীয় যোগে অযুক্ত ব্যক্তি জানতে পারে না। এইজন্য "**গীতাযোগপ্রদীপ**" ভাষ্য প্রকাশিত করা হয়েছে।

— আর্যমুনি

ন দ্বিতীয় ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে।
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥
[অথর্ববেদ ১৩/৪(২)/১৬-১৮]

ব্রহ্ম এক, তিনি ছাড়া কেউই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম ঈশ্বর বলে অবিহিত হন না।

অনুবাদকের নিবেদন

মনুস্মৃতিতে বর্ণিত রয়েছে "**বেদোঽখিলো ধর্মমূলং**" [মনু০ ২/৬, বিশুদ্ধ মনু০ ১/১২৫] অর্থাৎ, বেদ সনাতন ধর্মের মূল আধার। তাই সনাতন ধর্মের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ কার্যসিদ্ধির জন্য বেদ সর্বমান্যতায় স্বীকার্য। বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে বেদকে যতটা না গুরুত্ব দেয় তার থেকে বেশি দেয় গীতাকে। গীতাতে যোগেশ্বর কৃষ্ণ অর্জুনকে সনাতন ধর্মের প্রকৃত জ্ঞানকে জ্ঞাত করিয়ে মায়া, মোহ, লোভ, লালসা ত্যাগ করে অন্যায়ের [দুর্যোধনাদির] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই কথোপকথন পরবর্তীতে মহর্ষি ব্যাস লিপিবদ্ধ করেন। গীতায় অর্জুনকে জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয় কথন করেছেন। গীতা সমগ্র সংসারের জন্য কল্যাণ প্রদায়ী, বিশ্বের সকল মনুষ্যের উচিৎ গীতার অধ্যায়ন করা। তবে, আজকাল বিভিন্ন মত-পথের লোকেরা গীতাকে নিজিস্ব মতের আলোকে ব্যাখ্যা করে গীতার মূলভাব থেকে গীতাকে বিচ্যুত করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে গীতা হচ্ছে পবিত্র বেদের অনুকরণে জ্ঞান প্রদায়ী উপদেশ গ্রন্থ, তাই এখানে যা বলা হয়েছে তা অবশ্যই পবিত্র বেদের সহিত সম্পর্কিত। গীতায় বেদ বিরুদ্ধ কোনো বচন কখনোই থাকতে পারে না। গীতার প্রতিটি শ্লোকের অর্থ এবং ব্যাখ্যা হবে পবিত্র বেদের উপর নির্ভর করে। তবেই গীতার প্রকৃত অর্থ এবং মূলভাব সঠিক রূপে বোধগম্য হবে, নচেৎ নয়।

মনুষ্যদেরকে কল্যাণকারী দিক প্রদর্শনের জন্য এই "**গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য**" [বৈদিক গীতা] নামক গীতাভাষ্যের পণ্ডিত আর্যমুনি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে অনেক স্থানে সরাসরি চলিত ভাষায় লেখা সম্ভব হয় নি, তাই বেশ কিছু স্থানে চলিত ভাষার সাথে সাধুভাষার মিশ্রণ রয়েছে। এবং বিশেষ প্রয়োজনে অনেক স্থানে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। আমি মনে করি এতে পাঠকদের কোনো প্রকার অসুবিধা হবে না। এই গ্রন্থ প্রচলিত হিন্দি অনুবাদে এবং বাংলা অনুবাদে শাস্ত্রীয় রেফারেন্স সমূহে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায়, সেগুলো একে-একে খুঁজে বের করে তারপর সংশোধন করেছি। এই কারণে অনুবাদ অনেক আগেই সমাপ্ত হবার পরেও এটি প্রকাশ করতে পারি নি। এইজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এই গ্রন্থটি অনুবাদে ভাষাগত কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সেই স্থানে প্রচলিত হিন্দি অনুবাদে যা রয়েছে তাই মান্যতা পাবে। আশা করি সকল বাংলা ভাষা-ভাষী এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবে।

এই গ্রন্থের অধ্যয়ন থেকে পাঠকগণের নিকট গীতার যথার্থ ভাব প্রকট হবে এবং গীতা অমৃত সুধা আস্বাদন করতে পারবে।

— **রজিৎ চন্দ্র**
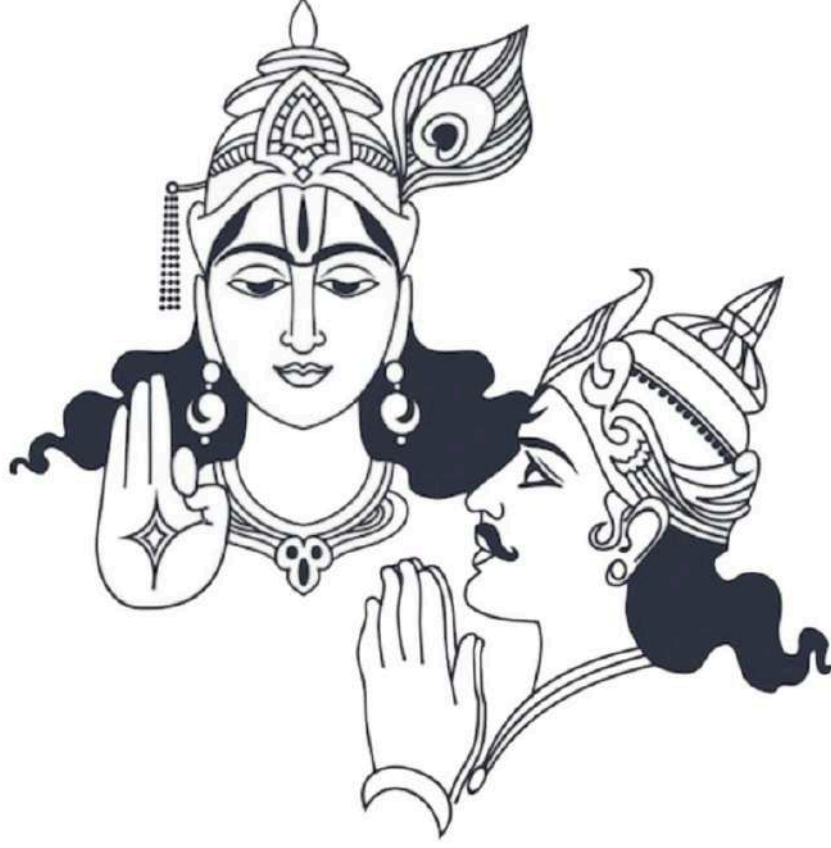
गीतायोगप्रदीपार्य्यभाष्य

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र धनुर्धरः ।
तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

[গীতা ১৮/৭৮]

যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে গাণ্ডীবধারী অর্জুন থাকেন সেখানেই শোভা, লক্ষ্মী, বিজয় এবং ন্যায় নিশ্চিত রূপে অবস্থান করে, ইহাই আমার মত।

গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য

ওতম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ

সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা

~~~~~~

ও৩ম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

শ্রীমদ্ভগবদগীতায়া প্রথমং ষটকং

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[অর্জুনবিষাদযোগঃ]
~~~~~~

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ।। ১ ।।

পদ — ধর্মক্ষেত্রে । কুরুক্ষেত্রে । সমবেতাঃ । যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ । পাণ্ডবাঃ । চ । এব । কিং । অকুর্বত । সঞ্জয় ।

পদার্থ – ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলো যে (**সঞ্জয়**) হে সঞ্জয়! (**ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে**) ধর্মের ক্ষেত্রস্থান কুরুক্ষেত্রে (**মামকাঃ**) আমার (**চ**) এবং (**পাণ্ডবাঃ, এব**) পাণ্ডুর পুত্র (**সমবেতাঃ**) একত্রিত হয়ে (**যুযুৎসবঃ**) যুদ্ধের ইচ্ছে করে (**কিং, অকুর্বত**) কী করলো।

সরলার্থ – ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলো যে, হে সঞ্জয় ! ধর্মের ক্ষেত্রস্থান কুরুক্ষেত্রে আমার এবং পাণ্ডুর পুত্র একত্রিত হয়ে যুদ্ধের ইচ্ছে করে কী করলো।

ভাষ্য – কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র এই অভিপ্রায় থেকে বলা হয়েছে যে, সেই স্থান যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত করা ছিল এবং ক্ষাত্রধর্মের পূর্তির স্থান হওয়ার কারণেও এই স্থানকে ধর্মক্ষেত্র মানা হয় অথবা প্রথমে এই স্থানে কোনো এক যজ্ঞ হওয়ার কারণেও এই স্থানকে ধর্মক্ষেত্র কথন করা হয়েছে, এর বর্ণন শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট রয়েছে।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা ।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ।। ২ ।।

পদ — দৃষ্ট্বা । তু । পাণ্ডবানীকং । ব্যূঢ়ং । দুর্যোধনঃ । তদা ।
আচার্যং। উপসঙ্গম্য । রাজা । বচনং । অব্রবীৎ ।

পদার্থ – (**পাণ্ডবানীকং**) পাণ্ডবদের অনেক সেনাকে (**দৃষ্ট্বা, তু**) দেখে, যে (**ব্যূঢ়ং**) বিচিত্র রচনা দ্বারা সজানো হয়েছিল (**দুর্যোধনঃ**) রাজা দুর্যোধন (**তদা**) তখন (**আচার্যং,**

উপসংগম্য) দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হয়ে (**বচনং, অব্রবীৎ**) এই কথা বললো যে,,,।

সরলার্থ – পাণ্ডবদের অনেক সেনাকে দেখে, তাঁরা যে বিচিত্র প্রকারে সাজিয়েছিল সেসব দেখে রাজা দুর্যোধন তখন দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হয়ে এই কথা বললো যে,,,।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্ ৷
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ৷৷ ৩ ৷৷

পদ — পশ্য । এতাং । পাণ্ডুপুত্রাণাং । আচার্য । মহতীং । চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং। দ্রুপদ । পুত্রেণ । তব । শিষ্যেণ । ধীমতা ।।

পদার্থ – হে আচার্য ! (**পশ্য**) দেখুন (**এতাং**) এই (**পাণ্ডুপুত্রাণাং**) পাণ্ডুর পুত্রদের (**মহতীং, চমূম্**) বিশাল সেনাকে যা (**তব**) আপনার (**ধীমতা**) বুদ্ধিমান (**শিষ্যেণ**) শিষ্য (**দ্রুপদপুত্রেণ**) দ্রুপদ রাজার পুত্র দ্বারা (**ব্যূঢ়াং**) সাজানো হয়েছে।

সরলার্থ – হে আচার্য ! দেখুন এই পাণ্ডুর পুত্রদের বিশাল সেনাকে যা আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদ রাজার পুত্র দ্বারা সাজানো হয়েছে।

অত্র শূরা মহেষ্বসা ভীমার্জুনসমা যুধি ৷
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ৷৷ ৪ ৷৷

পদ — অত্র । শূরাঃ । মহেষ্বসাঃ । ভীমার্জুনসমাঃ । যুধি ।
যুযুধানঃ । বিরাটঃ । চ । দ্রুপদঃ । চ । মহারথঃ ।

পদার্থ – (**অত্র, শূরাঃ**) এই সেনায় অনেক শূরবীর (**মহেষ্বসাঃ**) বড় ধনুর্ধর এবং (**যুধি**) যুদ্ধে (**ভীমার্জুনসমাঃ**) ভীম অর্জুনের সমান আরও যাদের নাম যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ এবং এরা সকলেই মহারথী ।

সরলার্থ– এই সেনায় অনেক শূরবীর বড় ধনুর্ধর রয়েছেন এবং যুদ্ধে ভীম অর্জুনের সমান

আরও যোদ্ধা রয়েছে যাঁদের নাম যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ এবং এরা সকলেই মহারথী ।

ভাষ্য – যে একাই দশসহস্র সেনার সহিত যুদ্ধে লড়াবে অর্থাৎ যে দশসহস্র সেনার নেতা হবে তাঁকে "**মহারথ**" বলা হয়েছে।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্ ৷
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ৷৷ ৫ ৷৷

পদ — ধৃষ্টকেতুঃ । চেকিতানঃ । কাশিরাজঃ । চ । বীর্যবান্ ।
পুরুজিৎ । কুন্তিভোজঃ । চ । শৈব্যঃ । চ । নরপুঙ্গবঃ ।

সরলার্থ – ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বলবান কাশীরাজ তথা অনেক বিজয়ধারী কুন্তিভোজ এবং নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা শিবির পুত্র ।

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য়বান্ ৷
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ৷৷ ৬ ৷৷

পদ — যুধামন্যুঃ । চ । বিক্রান্তঃ । উত্তমৌজাঃ । চ । বীর্যবান্ ।
সৌভদ্রঃ । দ্রৌপদেয়াঃ । চ । সর্ব । এব । মহারথাঃ ।

সরলার্থ – বড় পরাক্রমশালী যুধামন্যু, শক্তিশালী উত্তমৌজা তথা সুভদ্রার পুত্র এবং দ্রৌপদির পুত্র এঁরা সকলেই মহারথী ।।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ৷
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ৷৷ ৭ ৷৷

পদ — অস্মাকং । তু । বিশিষ্টাঃ । যে । তান্ । নিবোধ । দ্বিজোত্তম ।
নায়কাঃ । মম । সৈন্যস্য । সংজ্ঞার্থং । তান্ । ব্রবীমি । তে ।

পদার্থ – **(দ্বিজোত্তম)** হে দ্বিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ **(অস্মাকং, তু, বিশিষ্টাঃ, যে)** যাঁরা আমাদের সাথী হয়েছে **(তান্)** তাঁদেরকেও **(নিবোধ)** জ্ঞাত হোন **(নায়কাঃ, মম, সৈনস্য)** যাঁরা আমরা সেনার প্রধান সেনাপতি **(তে)** আপনাকে **(সংজ্ঞার্থ)** তাঁদের নাম **(ব্রবীমি)** বলছি ।

~~~~~~

সরলার্থ – হে দ্বিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ! যাঁরা আমাদের সাথী হয়েছে তাঁদেরকেও জ্ঞাত হোন, যাঁরা আমরা সেনার প্রধান সেনাপতি, আপনাকে তাঁদের নাম বলছি ।।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ।। ৮ ।।

পদ — ভবান্ । ভীষ্মঃ । চ । কর্ণঃ । চ । কৃপঃ । চ । সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা । বিকর্ণঃ । চ । সৌমদত্তিঃ । তথা । এব । চ ।

সরলার্থ – আপনি, ভীষ্মপিতামহ, কর্ণ, সভার জয়কারী কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সৌমদত্তি ।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ।। ৯ ।।

পদ — অন্যে । চ । বহব । শূরাঃ । মদর্থে । ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানা । শস্ত্র । প্রহরণাঃ । সর্বে । যুদ্ধ । বিশারদাঃ ।

পদার্থ – **(অন্যে, চ, বহবঃ, শূরাঃ)** আরও অনেক শূরবীর **(মদর্থে, ত্যাক্তজীবিতাঃ)** আমার জন্য নিজের জীবনকে ত্যাগ দিয়েছে অর্থাৎ আমার জন্য মরতে উদ্যত রয়েছে **(নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ)** বিভিন্ন অস্ত্র রয়েছে শত্রুকে মারার উপায় যাঁদের **(সর্বে, যুদ্ধবিশারদাঃ)** এবং এঁরা সকলে যুদ্ধে বিশারদ অর্থাৎ চতুর ।

সরলার্থ – আরও অনেক শূরবীর আমার জন্য নিজের জীবনকে ত্যাগ দিয়েছে অর্থাৎ আমার জন্য মরতে উদ্যত রয়েছে বিভিন্ন অস্ত্র রয়েছে শত্রুকে মারার উপায় যাঁদের জ্ঞাত এবং এঁরা সকলে বিশারদ অর্থাৎ চতুর।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ।। ১০ ।।
~~~~~~

~~~~~~

পদ — অপর্যাপ্তং । তৎ । অস্মাকং । বলং । ভীষ্মাভিরক্ষিতং ।
পর্যাপ্তং । তু । ইদং । এতেষাং । বলং । ভীমাভিরক্ষিতং ।

পদার্থ – (তৎ, অস্মাকং) এই সেই আমাদের সেনাশক্তি **(অপর্যাপ্তং)** সম্পূর্ণ নয়, কেননা **(ভীষ্মাভিরক্ষিতং)** এর সেনাপতি ভীষ্ম **(ইদং, এতেষাং, বলং, তু)** এবং পাণ্ডবদের শক্তি তো **(পর্যাপ্তং)** সম্পূর্ণ, কেননা **(ভীমাভিরক্ষিতং)** তাঁদের সেনাপতি ভীম অর্থাৎ ভীম উভয় পক্ষপাতী নয় সে এক পক্ষেই দৃঢ়, এইজন্য তাদের এই শক্তি সম্পূর্ণ ।

সরলার্থ – এই সেই আমাদের সেনাশক্তি [যা] সম্পূর্ণ নয়, কেননা এর সেনাপতি ভীষ্ম এবং পাণ্ডবদের শক্তি তো সম্পূর্ণ, কেননা তাঁদের সেনাপতি ভীম অর্থাৎ ভীম উভয় পক্ষপাতী নয় সে এক পক্ষেই দৃঢ়, এইজন্য তাদের এই শক্তি সম্পূর্ণ ।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাধিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ।। ১১ ।।

পদ — অয়নেষু । চ । সর্বেষু । যথাভাগং । অবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মং । এব । অভিরক্ষন্তু । ভবন্তঃ । সর্ব । এব । হি ।

পদার্থ – (অয়নেষু, চ, সর্বেষু) সকল অংশে = কিনারায় **(যথাভাগং, অবস্থিতাঃ)** নিজ নিজ ভাগে থেকে **(ভবন্তুঃ)** আপনারা **(সর্ব, এব, হি)** সকলেই **(ভীষ্মং, এব, অভিরক্ষন্তু)** ভীষ্ম পিতামহকে রক্ষা করুন।

সরলার্থ – সকল অংশে = কিনারায় নিজ নিজ ভাগে থেকে আপনারা সকলেই পিতামহকে রক্ষা করুন।।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিমদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ।। ১২ ।।

পদ — তস্য । সংজনয়ন্ । হর্ষং । কুরুবৃদ্ধঃ । পিতামহঃ ।
~~~~~~

সিংহনাদং । বিনদ্য । উচ্চৈঃ । শঙ্খং । দধ্মৌ । প্রতাপবান্ ।

পদার্থ – এর পরেই (**তস্য**) দুর্যোধনকে (**সংজনয়ন্, হর্ষ**) হর্ষ উৎপন্ন করে (**কুরুবৃদ্ধঃ**) কুরুবংশের মধ্যে বৃদ্ধ (**পিতামহঃ**) ভীষ্ম পিতামহ (**উচ্চৈঃ**) উচ্চস্বরে (**সিংহনাদং,বিনদ্য**) সিংহের ন্যায় গর্জিয়ে যুদ্ধের বাদ্যবিশেষ শঙ্খ (**দধ্মৌ**) বাজালেন।।

সরলার্থ – এর পরেই দুর্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করে কুরুবংশের মধ্যে বৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহ উচ্চস্বরে সিংহের ন্যায় গর্জিয়ে যুদ্ধের বাদ্যবিশেষ শঙ্খ বাজালেন।।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ।। ১৩ ।।

পদ — ততঃ । শঙ্খাঃ । চ । ভের্যঃ । চ । পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসা । এব । অভ্যহন্যন্ত । সঃ । শব্দঃ । তুমুলঃ । অভবৎ।

পদার্থ – (**ততঃ**) এর পরে (**শঙ্খাঃ**) শঙ্খ (**ভের্যঃ**) ভেরী, রণশিঙ্গা (**চ**) আরও ইত্যাদি অনেক বাদ্য (**সহসা, এব**) একসাথেই (**অভ্যহন্যন্তঃ**) বেজে উঠলো (**সঃ, শব্দঃ, তুমুলঃ, অভবৎ**) সেই শব্দ তুমুলভাবে বৃদ্ধি হয়ে অর্থাৎ নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল ।।

সরলার্থ – এর পরে শঙ্খ, ভেরী, রণশিঙ্গা আরও ইত্যাদি অনেক বাদ্য একসাথেই বেজে উঠলো সেই শব্দ তুমুলভাবে বৃদ্ধি হয়ে অর্থাৎ নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ।। ১৪ ।।

পদ — ততঃ । শ্বেতৈঃ । হয়ৈঃ । যুক্তে । মহতি । স্যন্দনে । স্থিতৌ ।
মাধবঃ । পাণ্ডবঃ । চ । এব । দিব্যৌ । শঙ্খৌ । প্রদধ্মতুঃ ।

পদার্থ – **(ততঃ)** এর পরে **(শ্বেতৈঃ, হয়ৈঃ, যুক্তে)** শ্বেত ঘোড়াযুক্ত **(মহতি)** বিরাট **(স্যন্দনে)** রথের উপর **(স্থিতৌ)** অবস্থিত **(মাধবঃ)** কৃষ্ণ **(চ)** এবং **(পাণ্ডবঃ)** অর্জুন **(দিব্যৌ, শঙ্খৌ, প্রদধ্মতুঃ)** দিব্য শঙ্খ বাজাতে লাগলেন।

সরলার্থ – এর পরে শ্বেত ঘোড়াযুক্ত বিরাট (আকারে বড়) রথের উপর অবস্থিত কৃষ্ণ এবং অর্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাতে লাগলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ৷
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — পাঞ্চজন্যং । হৃষীকেশঃ । দেবদত্তং । ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং । দধ্মৌ । মহাশঙ্খং । ভীমকর্মা । বৃকোদরঃ ।

পদার্থ – **(পাঞ্চজন্যং)** পাঞ্চজন্য শঙ্খ **(হৃষীকেশঃ)** কৃষ্ণ **(দেবদত্তং)** দেবদত্ত **(ধনঞ্জয়ঃ)** অর্জুন এবং 'পৌণ্ড্র' নামক মহাশঙ্খ **(ভীমকর্মা)** বৃহৎ কার্মশীল ভীমসেন বাজালেন।

সরলার্থ – পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ বাজালেন অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন এবং 'পৌণ্ড্র' নামক মহাশঙ্খ বৃহৎ কার্মশীল ভীমসেন বাজালেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ৷
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — অনন্তবিজয়ং । রাজা । কুন্তীপুত্রঃ । যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ । সহদেবঃ । চ । সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ।

পদার্থ – **(অনন্ত বিজয়ং)** অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ **(রাজা, কুন্তীপুত্রঃ, যুধিষ্ঠিরঃ)** কুন্তির পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এবং **(নকুলঃ)** নকুল **(চ)** তথা **(সহদেবঃ)** সহদেব **(সুঘোষমণিপুষ্পকৌ)** সুঘোষ এবং মনিপুষ্পক নামক শঙ্খকে বাজালেন ।

~~~~~~

সরলার্থ – অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ কুন্তির পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এবং নকুল তথা সহদেব সুঘোষ এবং মনিপুষ্পক নামক শঙ্খকে বাজালেন ।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চপরাজিতঃ ।। ১৭ ।।

পদ — কাশ্যঃ । চ । পরমেষ্বাসঃ । শিখণ্ডী । চ । মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ । বিরাটঃ । চ । সাত্যকিঃ । চ । অপরাজিতঃ ।

পদার্থ – (কাশ্যঃ, চ, পরমেষ্বাসঃ) বড় ধনুর্ধর কাশীর রাজা, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং যাঁকে শত্রুরা জয় করতে পারে না এইরকম সাত্যকি ।

সরলার্থ – বড় ধনুর্ধর কাশীর রাজা, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং যাঁকে শত্রুরা জয় করতে পারে না এইরকম সাত্যকি ।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ।। ১৮ ।।

পদ — দ্রুপদঃ । দ্রৌপদেয়াঃ । চ । সর্বশঃ । পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রঃ । চ । মহাবাহুঃ । শঙ্খান্ । দধ্মুঃ । পৃথক্ । পৃথক্ ।

সরলার্থ – দ্রুপদ রাজা এবং দ্রৌপদীর পুত্র তথা মহা-শক্তিশালী সুভদ্রার পুত্র, এই সমস্ত রাজা যুদ্ধের উপযোগী নিজ নিজ বাদ্য বাজালেন।।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ।। ১৯ ।।

পদ — সঃ । ঘোষঃ । ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং । হৃদয়ানি । ব্যদারয়ৎ ।
নভঃ । চ । পৃথিবীং । চ । এব । তুমুলঃ । অভ্যনুনাদয়ন্ ।
~~~~~~

~~~~~~

পদার্থ – যুদ্ধের বাদ্যের (**তুমুলঃ**) সেই তীব্র শব্দ (**নভঃ**) আকাশ (**ব**) এবং (**পৃথিবীং**) পৃথিবীকে (**অভ্যনুনাদয়ন্**) প্রতিধ্বনিরূপ গুঞ্জন উৎপন্ন করে (**ধার্তরাষ্ট্রাণাং**) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের (**হৃদয়ানি**) হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছিল।

সরলার্থ – যুদ্ধের বাদ্যের সেই তীব্র শব্দ আকাশ এবং পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিরূপ গুঞ্জন উৎপন্ন করে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছিল।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ৷
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধরুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ৷৷ ২০ ৷৷

পদ — অথ । ব্যবস্থিতান্ । দৃষ্ট্বা । ধার্তরাষ্ট্রান্ । কপিধ্বজঃ ।
প্রবৃত্তে । শস্ত্রসম্পাতে । ধনুঃ । উদ্যম্য । পাণ্ডবঃ ।

পদার্থ – (**অথ**) এর পর (**ব্যবস্থিতান্**) যুদ্ধের জন্য সংবদ্ধ হওয়া (**ধার্তরাষ্ট্রান্**) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধনাদিকে (**দৃষ্ট্বা**) দেখে (**কপিধ্বজঃ**) কপির চিহ্ন যুক্ত ধ্বজা যাঁর এইরকম (**পাণ্ডবঃ**) অর্জুন (**শস্ত্রসম্পাতে, প্রবৃত্তে**) শস্ত্র চালানোর সময় (**ধনুঃ, উদ্যম্য**) ধনুষকে উঠিয়ে বললো যে,,,।

সরলার্থ – এর পর যুদ্ধের জন্য সংবদ্ধ হওয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধনাদিকে দেখে কপির চিহ্ন যুক্ত ধ্বজা যাঁর এইরকম অর্জুন শস্ত্র চালানোর সময় ধনুষকে উঠিয়ে বললো যে,,,।

অর্জুন উবাচ

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ৷
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ৷৷ ২১ ৷৷

পদ — হৃষীকেশং । তদা । বাক্যং । ইদং । আহ । মহীপতে ।
সেনয়োঃ । উভয়োঃ । মধ্যে । রথং । স্থাপয় । মে । অচ্যুত ।

পদার্থ – (**মহীপতে**) হে রাজন্ (**তদা**) তখন অর্জুন (**হৃষীকেশং**) কৃষ্ণকে (**ইদং, বাক্যং**) এই বাক্য (**আহ**) বললো যে (**অচ্যুত**) হে কৃষ্ণ ! (**সেনয়োঃ, উভয়োঃ, মধ্যে**) উভয় সেনার মধ্যে (**মে**) আমার (**রথং**) রথ (**স্থাপয়**) স্থিত করো ।
~~~~~~

সরলার্থ – হে রাজন্ তখন অর্জুন কৃষ্ণকে এই বাক্য বললো যে, হে কৃষ্ণ ! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থিত করো।

[হৃষীকেশ = হৃষীক নামক ইন্দ্রিয়ের ঈশ/স্বামী অর্থাৎ শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হওয়ার কারণে কৃষ্ণ কে "হৃষীকেশ" বলা হয়েছে]

ভাষ্য – অচ্যুত কৃষ্ণ কে এই অভিপ্রায় থেকে বলা হয়েছে যে, তিনি যেকোনো দেশ কালেও নিজের দৃঢ় নীতি এবং প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত হতেন না।।

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ৷
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — যাবৎ । এতান্ । নিরীক্ষে । অহং । যোদ্ধুকামান্ । অবস্থিতান্ ।
কৈঃ । ময়া । সহ । যোদ্ধব্যং । অস্মিন্ । রণসমুদ্যমে ।

পদার্থ – (**যাবৎ**) যতক্ষণ (**এতান্**) এদের (**নিরীক্ষে, অহং**) আমি দেখবো (**যোদ্ধুকামান্, অবস্থিতান্**) যাঁরা যুদ্ধের কামনায় স্থিত রয়েছে (**কৈঃ**) কার সাথে (**অস্মিন্, রণসমুদ্যমে**) এই রণে (**ময়া, যোদ্ধব্যং**) আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।
সরলার্থ – যতক্ষণ এদের আমি দেখবো যাঁরা যুদ্ধের কামনায় স্থিত রয়েছে, কার সাথে রণে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।

যোৎস্যামানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ৷
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ৷৷ ২৩ ৷৷

পদ — যোৎস্যামানান্ । অবেক্ষে । অহং । যে । এতে । অত্র । সমাগতাঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য । দুর্বুদ্ধেঃ । যুদ্ধে । প্রিয়চিকির্ষবঃ ।

পদার্থ – (**যোৎস্যামানান্**) যুদ্ধ করতে উদ্যত ব্যক্তিদেরকে (**অবেক্ষে, অহং**) আমি দেখলাম (**যে, এতে, অত্র, সমাগতাঃ**) যাঁরা এখানে এসেছে এবং (**ধার্তরাষ্ট্রস্য,**

দুর্বুদ্ধেঃ) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের **(যুদ্ধে)** যুদ্ধে **(প্রিয়চিকির্ষবঃ)** শ্রেয়ের ইচ্ছে রাখে।

সরলার্থ – যুদ্ধ করতে উদ্যত ব্যক্তিদেরকে আমি দেখলাম যাঁরা এখানে এসেছে এবং [যাঁরা] ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের যুদ্ধে শ্রেয়ের ইচ্ছে রাখে।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ৷
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ৷৷ ২৪ ৷৷

পদ — এবং । উক্তঃ । হৃষীকেশঃ । গুড়াকেশেন । ভারত ।
সেনয়োঃ । উভয়োঃ । মধ্যে । স্থাপয়িত্বা । রথোত্তমং ।

পদার্থ – সঞ্জয় বললো যে, হে ভারত! **(এবং)** এই প্রকার **(গুড়াকেশেন)** নিদ্রাকে বশীভূতকারী অর্জুন কৃষ্ণ কে বললো তখন **(হৃষীকেশঃ)** কৃষ্ণ **(সেনয়োঃ, উভয়ো, মধ্যে)** উভয় সেনার মধ্যে **(স্থায়িত্বা, রথোত্তমং)** উত্তম রথকে স্থাপিত করে,,,।

সরলার্থ – সঞ্জয় বললো যে, হে ভারত ! এই প্রকার নিদ্রাকে বশীভূতকারী অর্জুন কৃষ্ণকে বললো তখন কৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে উত্তম রথকে স্থাপিত করে,,,।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ৷
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ । সর্বেষাং । চ । মহীক্ষিতাং ।
উবাচ । পার্থ । পশ্য । এতান্ । সমবেতান্ । কুরূন্ । ইতি।

পদার্থ – **(ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ)** ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য **(চ)** এবং **(সর্বেষাং, চ, মহীক্ষিতাং)** সব রাজার সম্মুখে **(উবাচ)** বললো যে, হে অর্জুন ! **(পশ্য, এতান্, সমবেতান্)** এই সব যুদ্ধে উপস্থিত রাজাদের দেখো।

~~~~~~

সরলার্থ – ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং সব রাজার সম্মুখে বললো যে, হে অর্জুন ! এই সব যুদ্ধে উপস্থিত রাজাদের দেখো।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ।। ২৬ ।।

পদ — তত্র । অপশ্যৎ । স্থিতান্ । পার্থঃ । পিতৃন্ । অথ । পিতামহান্ । আচার্যান্ । মাতুলান্ । ভ্রাতৃন্ । পুত্রান্ । পৌত্রান্ । সখীন্ । তথা । শ্বশুরান্ । সুহৃদঃ । চ । এব । সেনয়োঃ । উভয়োঃ । অপি ।

পদার্থ – **(তত্র)** সেই যুদ্ধে **(অপশ্যতিস্থিতান্, পার্থঃ)** অর্জুন স্থিত লোকদের দেখলো **(পিতৃন্, অথ, পিতামহান্)** যাঁদের মধ্যে কেউ পিতার মতো, কেউ পিতামহের মতো, যেমন ভীষ্ম পিতামহ **(আচার্যান্)** কেউ আচার্য, যেমন দ্রোণাচার্য প্রভৃতি **(মাতুলান্)** কেউ মামার মতো যেমন শকুনি আদি **(ভ্রাতৃন)** কেউ ভাইয়ের মতো যেমন দুর্যোধনাদি **(পুত্রান্)** কেউ পুত্র, যেমন লক্ষ্মণাদি **(পৌত্রান্)** কেউ পৌত্র, যেমন লক্ষ্মণ আদির পুত্র **(সখীন্)** কেউ মিত্র, যেমন অশ্বথামা আদি।

সরলার্থ – সেই যুদ্ধে অর্জুন স্থিত লোকদের দেখলো যাঁদের মধ্যে কেউ পিতার মতো, কেউ পিতামহের মতো, যেমন ভীষ্ম পিতামহ। কেউ আচার্য, যেমন দ্রোণাচার্য প্রভৃতি, কেউ মামার মতো যেমন শকুনি আদি, কেউ ভাইয়ের মতো যেমন দুর্যোধনাদি, কেউ পুত্র যেমন লক্ষ্মণাদি, কেউ পৌত্র যেমন লক্ষ্মণ আদির পুত্র, কেউ মিত্র যেমন অশ্বথামা আদি।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ।। ২৭ ।।

পদ — তান্ । সমীক্ষ্য । সঃ । কৌন্তেয়ঃ । সর্বান্ । বন্ধূন্ । অবস্থিতান্ । কৃপয়া । পরয়া । আবিষ্টঃ । বিষীদন্ । ইদং । অব্রবীৎ ।

পদার্থ – **(সঃ, কৌন্তেয়ঃ)** সেই অর্জুন **(সর্বান্, বন্ধূন্, অবস্থিতান্)** সব বন্ধুগণকে যুদ্ধে
~~~~~~

উপস্থিত দেখে (**কৃপয়াঃ, পরয়াঃ, আবিষ্টঃ**) পরম কৃপার বশ হয়ে (**বিষীদন্**) বিষাদকে প্রাপ্ত হয়ে (**ইদং, অব্রবীৎ**) এই বচন বললো,,,।

সরলার্থ – সেই অর্জুন সব বন্ধুগণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখে পরম কৃপার বশে বিষাদকে প্রাপ্ত হয়ে এই বচন বললো,,,।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমুপস্থিতান্ ৷
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — দৃষ্ট্বা । ইমান্ । স্বজনান্। কৃষ্ণ । যুযুৎসূন্ । সমুপস্থিতান্।
সীদন্তি । মম । গত্রাণি । মুখং । চ । পরিশুষ্যতি।

পদার্থ – (**যুযুৎসূন্**) যুদ্ধের ইচ্ছে থেকে (**সমুপস্থিতান্**) উপস্থিত হওয়া এই (**স্বজনান্**) নিজ মিত্রগণকে (**দৃষ্ট্বা**) দেখে (**মম, গত্রাণি**) আমার অঙ্গ (**সীদন্তি**) শিথিলতাকে প্রাপ্ত হচ্ছে (**মুখং, চ, পরিশুষ্যতি**) এবং মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে।

সরলার্থ – যুদ্ধের ইচ্ছে থেকে উপস্থিত হওয়া এই নিজ মিত্রগণকে দেখে আমার অঙ্গ শিথিলতাকে প্রাপ্ত হচ্ছে এবং মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ৷
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদাহ্যতে ৷৷ ২৯ ৷৷

পদ — বেপথুঃ । চ । শরীরে । মে । রোমহর্ষঃ । চ । জায়তে ।
গাণ্ডীবং । স্রংসতে । হস্তাৎ । ত্বক্ । চ । এব । পরিদাহ্যতে।

পদার্থ – (**মে, শরীরে**) আমার শরীর (**বেপথুঃ**) কম্পিত হচ্ছে (**রোমহর্ষঃ, চ, জায়তে**) লোম দাড়িয়ে যাচ্ছে (**গাণ্ডীবং**) গাণ্ডীব ধনুক (**হস্তাৎ**) হাত থেকে (**স্রংসতে**) পড়ে যাচ্ছে (**ত্বক্, চ, এব**) এবং ত্বকও (**পরিদ্যতে**) উত্তপ্ততাকে প্রাপ্ত হচ্ছে।

~~~~~~

সরলার্থ – আমার শরীর কম্পিত হচ্ছে, লোম দাড়িয়ে যাচ্ছে, গাণ্ডীব ধনু হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে এবং ত্বকও উত্তপ্ততাকে প্রাপ্ত হচ্ছে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ।। ৩০ ।।

পদ — ন । চ । শক্নোমি । অবস্থাতুং । ভ্রমতি । ইব । চ । মে । মনঃ।
নিমিত্তানি । চ । পশ্যামি । বিপরীতানি । চ । কেশব।

পদার্থ – (**কেশব**) হে কৃষ্ণ ! (**ন, চ**) আর না আমি (**অবস্থাতুং, শক্নোমিঃ**) দাড়িয়ে থাকতে সমর্থ (**ভ্রমতি, ইব, মে, মনঃ**) আমার মন স্থির হচ্ছে না এবং (**নিমিত্তানি**) নিমিত্ত কে (**বিপরীতানি, পশ্যামি**) বিপরীত দেখছি।

সরলার্থঃ হে কৃষ্ণ ! আমি আর দাড়িয়ে থাকতে পারছি না, আমার মন স্থির হচ্ছে না এবং নিমিত্ত কে আমি বিপরীত দেখছি।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ।। ৩১ ।।

পদ — ন । চ । শ্রেয়ঃ । অনুপশ্যামি । হত্বা । স্বজনং । আহবে ।
ন । কাঙ্ক্ষে । বিজয়ং । কৃষ্ণ । ন । চ । রাজ্যং । সুখানি । চ।

পদার্থ – (**ন, চ**) আর না (**হত্বা, স্বজনং, আহবে**) নিজের বন্ধুদেরকে যুদ্ধে হত্যা করে (**শ্রেয়ঃ, অনুপশ্যামি**) কল্যান দেখছি, হে কৃষ্ণ ! আমি (**বিজয়ং, ন**) না বিজয়ের (**ন, চ, রাজ্যং**) না রাজ্যের আর না (**সুখানি, চ**) সুখের (**কাঙ্ক্ষে**) ইচ্ছে করি।

সরলার্থ – যুদ্ধে নিজের বন্ধুদেরকে হত্যা করে আমি কোনো কল্যান দেখছি না, হে কৃষ্ণ! আমি বিজয়ের, রাজ্যের এবং সুখের ইচ্ছে করি না।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ।। ৩২ ।।
~~~~~~

~~~~~~

পদ — কিং । নঃ । রাজ্যেন । গোবিন্দ । কিং । ভোগৈঃ । জীবিতেন । বা । যেষাং । কাঙ্ক্ষিতং । নঃ । রাজ্যং । ভোগাঃ । সুখানি । চ ।

পদার্থ – গোবিন্দ = বৈদিক বাণীর জ্ঞাতা হে কৃষ্ণ! **(নঃ)** আমাদের **(রাজ্যেন)** রাজ্য থেকে **(কিং)** কি **(কিং, ভোগৈঃ)** ভোগ থেকে কি **(বা)** অথবা **(জীবিতেন)** জয় থেকেই কি **(নঃ)** আমাদের **(ভোগাঃ, সুখানি, চ)** ভোগ এবং সুখ যাঁদের জন্য প্রয়োজন **(যেষাং, অর্থ, কাঙ্ক্ষিতং, রাজ্যং)** এবং যাদের জন্য রাজ্য প্রয়োজন।

সরলার্থ – বৈদিক বাণীর জ্ঞাতা হে কৃষ্ণ! আমাদের রাজ্য থেকে কি, ভোগ থেকে কি অথবা জয় থেকেই কি, আমাদের ভোগ এবং সুখ যাদের জন্য প্রয়োজন এবং যাদের জন্য রাজ্য প্রয়োজন।

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ।। ৩৩ ।।

পদ — তে। ইমে । অবস্থিতাঃ । যুদ্ধে । প্রাণান্ । ত্যক্ত্বা । ধনানি । চ । আচার্যাঃ । পিতরঃ । পুত্রাঃ । তথা । এব । চ । পিতামহাঃ।

পদার্থ – **(তে, ইমে)** সেই আচার্য আদি **(প্রাণান্)** প্রাণ **(চ)** এবং **(ধনানি, ত্যক্ত্বা)** ধনকে ত্যাগ করে **(যুদ্ধে, অবস্থিতঃ)** যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে।

সরলার্থ – সেই আচার্য আদি প্রাণ এবং ধনকে ত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ।। ৩৪ ।।

পদ — মাতুলাঃ । শ্বশুরাঃ । পৌত্রাঃ । শ্যালাঃ । সম্বন্ধিনঃ । তথা । এতান্ । ন । হন্তুং । ইচ্ছামি । ঘ্নতঃ । অপি মধুসূদন।
~~~~~~

পদার্থ – মামা, শ্বশুর, পৌত্র শেলক এবং সম্বন্ধি **(ঘ্নতঃ, অপি)** আমাকে এরা মারার জন্য প্রস্তুতও হয় তবুও হে মধুসূদন ! **(এতান্, ন, হন্তুং, ইচ্ছামি)** আমি এদের মারার প্রয়াস করবো না।

সরলার্থ – মামা, শ্বশুর, পৌত্র শেলক এবং সম্বন্ধি আমাকে এরা মারার জন্য প্রস্তুতও হয় তবুও হে মধুসূদন ! আমি এদের মারার প্রয়াস করবো না।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ।। ৩৫ ।।

পদ — অপি । ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য । হেতোঃ । কিং । নু । মহীকৃতে।
নিহত্য । ধার্তরাষ্ট্রান্ । নঃ । কা । প্রীতিঃ । স্যাৎ । জনার্দন।

পদার্থ – **(ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য, অপি, হেতোঃ)** তিন লোকের রাজ্যের কারণেও আমি এদের মারার প্রয়াস করবো না **(কিং, নু)** কি তো **(মহীকৃতে)** পৃথিবীর রাজ্যের জন্য অর্থাৎ যখন আমি তিন লোকের রাজ্যের জন্যও এদের মারতে প্রয়াস করবো না তো এই তুচ্ছ ভূমির জন্য তো কথায় নেই **(ধার্তরাষ্ট্রান্, নিহত্য)** ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদেরকে মেরে **(নঃ)** আমাদের হে জনার্দন! **(কা, প্রীতিঃ, স্যাৎ)** কি লাভ হবে।

সরলার্থ – তিল লোকের রাজ্যের কারণেও আমি এদের মারার প্রয়াস করবো না তাহলে পৃথিবীর রাজ্যের জন্য কেন অর্থাৎ যখন আমি তিন লোকের রাজ্যের জন্যও এদের মারতে প্রয়াস করবো না তো এই তুচ্ছ ভূমির জন্য তো কথায় নেই। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদেরকে মেরে আমাদের হে জনার্দন! কি লাভ হবে।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ।। ৩৬ ।।

পদ — পাপং । এব । আশ্রয়েৎ । অস্মান্ । হত্বা । এতান্ । আততায়িনঃ ।

তস্মাৎ । ন । অর্হাঃ । বয়ং । হন্তুং । ধার্তরাষ্ট্রান্ । সবান্ধবান্ ।
স্বজনং । হি । কথং । হত্বা । সুখিনঃ । স্যাম । মাধব ।

পদার্থ – **(এতান্, আততায়িনঃ)** এই আততায়ী দেরকে **(হত্বা)** মেরে **(পাপং, এব, আশ্রয়েৎ, অস্মান্)** আমাদের উল্টো পাপই হবে **(ধার্তরাষ্ট্রান্, সবান্ধবান্)** ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, যাঁরা এই আমাদের বন্ধু **(তস্মাৎ, ন, অর্হাঃ, বয়ং, হন্তুং)** আমরা এদের হত্যা করা উচিত মনে করি না, হে মাধব ! **(স্বজনং, হি, হত্বা)** নিজের আত্মীয়গণকে হত্যা করে **(কথং, সুখিনঃ, স্যাম)** আমরা কিভাবে সুখী হবো।

সরলার্থ – এই আততায়ী দেরকে মারলে আমাদের উল্টো পাপই হবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, যাঁরা এই আমাদের বন্ধু আমরা এদের হত্যা করা উচিত মনে করি না, হে মাধব ! নিজের আত্মীয়গণকে হত্যা করে আমরা কিভাবে সুখী হবো।

[যারা অগ্নি সংযোগ করবে, বিষ প্রদান করবে, শস্ত্র নিয়ে মারতে উদ্যত হবে, ধন চুরি করে নিয়ে যাবে, ভূমি এবং স্ত্রীদের হরণ কারী হবে, এই ছয় কে **'আততায়ী'** বলা হয়]*

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ।। ৩৭ ।।

পদ — যদ্যপি । এতে । ন । পশ্যন্তি । লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয়কৃতং । দোষং । মিত্রদ্রোহে । চ । পাতকং ।

পদার্থ – **(যদ্যপি, লোভোপহতচেতসঃ)** যদিও লোভী চিত্তযুক্ত **(এতে)** এই দুর্যোধনাদি **(কুলক্ষয়কৃতং, দোষং)** কুলের ক্ষয় করার থেকে যে দোষ হয় এবং **(মিত্রদ্রোহে, চ, পাতকং)** মিত্রের সাথে দ্রোহ করার থেকে যে পাপ হয় **(ন, পশ্যন্তি)** তা দেখে না।

সরলার্থ – যদিও লোভী চিত্তযুক্ত এই দুর্যোধনাদি কুলের ক্ষয় করার থেকে যে দোষ হয় এবং মিত্রের সাথে দ্রোহ করার থেকে যে পাপ হয় তা দেখে না।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।

~~~~~~

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ৷৷ ৩৮ ৷৷

পদ — কথং । ন । জ্ঞেয়ং । অস্মাভিঃ । পাপাৎ । অস্মাৎ । নিবর্তিতুং । কুলক্ষয়কৃতং । দোষং । প্রপশ্যদ্ভিঃ । জনার্দন।

পদার্থ – (**জনার্দন**) হে জনার্দন ! (**কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভি**) কুলের ক্ষয়কারী দোষকে জেনেও আমরা (**অস্মাৎ, পাপাৎ, নিবর্তিতুং**) এই সম্বন্ধিয়ের হত্যারূপী পাপ থেকে দূর করার জন্য (**কথং, ন, জ্ঞেয়, অস্মাভিঃ**) কিভাবে এই পাপকে না জ্ঞাত হবো।

সরলার্থ – হে জনার্দন! কুলের ক্ষয়কারী দোষকে জেনেও আমরা এই সম্বন্ধিয়ের হত্যারূপী পাপ থেকে দূর করার জন্য কিভাবে এই পাপকে না জ্ঞাত হবো।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ ৷
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ৷৷ ৩৯ ৷৷

পদ — কুলক্ষয়ে । প্রণশ্যন্তি । কুলধর্মাঃ । সনাতনাঃ । ধর্মে । নষ্টে । কুলং । কৃৎস্নং । অধর্মঃ । অভিভবতি । উত।

পদার্থ – (**সনাতনাঃ, কুলধর্মাঃ**) সনাতন যে কুলের ধর্ম তা (**কুলক্ষয়ে, প্রণশ্যন্তি**) কুলের নাশ হলে নষ্ট হয়ে যাবে (**উত**) এবং (**ধর্মে নষ্টে**) ধর্ম নষ্ট হওয়ার পর (**কুল, কৃৎস্নং**) সম্পূর্ণ কুলকে (**অধর্মঃ, অভিভবতি**) অধর্ম তিরস্কৃত করে দিবে।

সরলার্থ – সনাতন যে কুলের ধর্ম তা, কুলের নাশ হলে নষ্ট হয়ে যাবে এবং ধর্ম নষ্ট হওয়ার পর সম্পূর্ণ কুলকে অধর্ম তিরস্কৃত করে দিবে।

অধর্মাভিভবাৎকৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ৷
স্ত্রীষু দুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ৷৷ ৪০ ৷৷

পদ — অধর্মাভিভবাৎ । কৃষ্ণ । প্রদুষ্যন্তি । কুলস্ত্রিয়ঃ ।
~~~~~~

স্ত্রীষু । দুষ্টাসু । বার্ষ্ণেয় । জায়তে। বর্ণসঙ্করঃ ।

পদার্থ – হে কৃষ্ণ! (**অধর্মাভিভবাৎ**) অধর্ম বেড়ে যাবার কারণে (**কুলস্ত্রিয়ঃ, প্রদুষ্যন্তি**) কুলের স্ত্রীগণ দুষিত হয়ে যায় (**স্ত্রীষু, দুষ্টাসু**) স্ত্রীগণের দুষ্ট হওয়ার পর বার্ষ্ণেয় হয় (**জায়তে, বর্ণসঙ্করঃ**) বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! অধর্ম বেড়ে যাবার কারণে কুলের স্ত্রীগণ দুষিত হয়ে যায়, স্ত্রীগণের দুষ্ট হওয়ার পর বার্ষ্ণেয় হয়, বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ।। ৪১ ।।

পদ — সঙ্করঃ । নরকায় । এব । কুলঘ্নানাং । কুলস্য । চ ।
পতন্তি । পিতরঃ । হি । এষাং । লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।

পদার্থ – (**সঙ্করঃ**) বর্ণসঙ্কর (**কুলঘ্নানাং**) কুলের নাশকারী (**চ**) এবং (**কুলস্য, নরকায়, এব**) কুলকে নরকে গমনকারী হয় (**এষাং**) এদের (**পিতরঃ**) পিতর মাতা পিতা আদি (**লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ**) অন্ন জল প্রাপ্ত না হওয়ার কারণে (**হি**) নিশ্চিতকরে (**পতন্তি**) দুঃখকে প্রাপ্ত হয় ।

সরলার্থ – বর্ণসঙ্কর কুলের নাশকারী এবং কুলকে নরকে গমনকারী হয়, এদের পিতর = মাতা পিতা আদি অন্ন জল প্রাপ্ত না হওয়ার কারণে নিশ্চিতকরে দুঃখকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – "**লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া**" শব্দের অর্থ অনেক আধুনিক টীকাকার মৃতকশ্রাদ্ধ এর করেন, কিন্তু এই অর্থ এই শব্দ থেকে আসে না। কেননা বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি অর্থাৎ ব্যাভিচার থেকে উৎপন্ন সন্তান নিজের বৃদ্ধ পিতৃপুরুষের সন্মান করবে না, এইজন্য "**লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া**" এই পিতর কে বিশেষণ দেওয়া হয়েছে এবং এই ভাবকে পরবর্তী শ্লোকে প্রকট করা হয়েছে বর্ণসঙ্করকারীর দোষ থেকেই জাতি নষ্ট হয়, মৃতকশ্রাদ্ধ না করা থেকে নয়, যদি পুত্রের মৃতকশ্রাদ্ধের অধিকার না থাকা থেকে জাতি নষ্ট হতো তো স্বামী

~~~~~~

শঙ্কচার্যাদি যারা সন্যাসী হয়ে গিয়েছে তাদের পিতর কেও নরকবাস হওয়া উচিত, কিন্তু এইরকম স্থানে মৃতকশ্রাদ্ধবাদি গণের এই অভিমত নয় যে, মৃতকশ্রাদ্ধের অভাব থেকে পিতর নরকে পতিত হয়।।

আর কথা এটাই যে, যদি এখানে পিতৃশব্দ থেকে মৃত পিতর এর গ্রহণ হয় তো যারা ধর্মযুদ্ধে মারা গিয়েছে তাঁরা নরকে কিভাবে পতিত হবে ? যদি মৃতকশ্রাদ্ধ না করাও মৃত পিতরের নরকের কারণ হয় তো ধর্মযুদ্ধাদির ফল তুচ্ছ হয়ে যাবে, এবং পুনরায় **"ধর্মাদ্ধিযুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে"** [গীতা ২/৩১] ইত্যাদি শ্লোক নিষ্ফল হয়ে যাবে। অধিক কী, এই স্থলে বর্ণসঙ্কর এর উপরেই গ্রন্থকর্তার তাৎপর্য, যদি এর এই অর্থ করা যায় যে **"পিণ্ডোদকক্রিয়া"** থেকে তাৎপর্য সেই ক্রিয়ারই যা আধুনিক গ্রন্থাকার মৃত পিতর এর নিমিত্তে মেনেছে তো এর উত্তর এই যে, মৃতক শ্রাদ্ধবাদিগণের মতে পালিত পুত্রেরও পিণ্ড দানের অধিকার রয়েছে তো তাহলে পিতর নরকে কেন পড়বে ? যদি এটা বলা হয় যে, পালিতদের তো অধিকার রয়েছে কিন্তু বর্ণসঙ্কর পালিতদের নেই ? এর উত্তর এটাই যে, ব্যাস আদির নিয়োগ থেকে যেখানে পাণ্ডু আদির উৎপত্তি মানা হয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ থেকে বর্ণসঙ্কর কেন নয় ? অতএব বাস্তবে এর অর্থ এটাই যে, ব্যাভিচার দোষ থেকে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাকে **'বর্ণসঙ্কর'** বলে এবং সেই সঙ্করদের পিতর এইজন্য নরকে যায় অর্থাৎ দুঃখকে ভেগ করে যে, তাঁরা নিজের বৃদ্ধ পিতামাতার যথাযোগ্য সৎকার করে না অর্থাৎ সেই বৃদ্ধ পিতরের বেঁচে থাকতে সেবা না করাই তাদের নরকবাস।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ।। ৪২ ।।

পদ — দোষৈঃ । এতৈঃ । কুলঘ্নানাং । বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে । জাতিধর্মাঃ । কুলধর্মাঃ । চ । শাশ্বতাঃ।

পদার্থ – (**কুলঘ্নানাং**) কুলের নাশকারীর (**বর্ণসঙ্করকরকৈঃ**) বর্ণসঙ্করকারী (**এতৈঃ, দোষৈঃ**) উক্ত দোষ থেকে (**জাতিধর্মাঃ**) জাতির ধর্ম (**চ**) এবং (**কুলধর্মাঃ**) কুলের ধর্ম (**শাশ্বতাঃ**) নিরন্তর (**উৎসাদ্যন্তে**) নাশ হয়ে যায়।
~~~~~~

সরলার্থ – কুলের নাশকারীর বর্ণসঙ্করকারী উক্ত দোষ থেকে জাতির ধর্ম এবং কুলের ধর্ম নিরন্তর নাশ হয়ে যায়।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন ৷
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ৷৷ ৪৩ ৷৷

পদ — উৎসন্নকুলধর্মাণাং । মনুষ্যাণাং । জনার্দন ।
নরকে । নিয়তং । বাসঃ । ভবতি। ইতি । অনুশুশ্রম।

পদার্থ – হে জনার্দন! (**উৎসন্নকুলধর্মাণাং**) নাশ হয়ে যাওয়া কুলের ধর্ম যেই মনুষ্যের সেই (**নরকে**) নরকে (**নিয়তং**) নিয়মপূর্বক (**বাসঃ**) নিবাস (**ভবতি**) হয় (**ইতি**) এই (**অনুশুশ্রুম**) আমরা শাস্ত্র থেকে শুনেছি ।

সরলার্থ – হে জনার্দন ! নাশ হয়ে যাওয়া কুলের ধর্ম এবং সেই কুলের মনুষ্য নরকে নিয়মপূর্বক নিবাস করে এই কথা আমরা শাস্ত্র থেকে শুনেছি।

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ৷
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ৷৷ ৪৪ ৷৷

পদ — অহো । বত । মহৎ । পাপং । কর্তুং । ব্যবসিতাঃ । বয়ং ।
যৎ । রাজ্যসুখলোভেন । হন্তুং । স্বজনং । উদ্যতাঃ।

পদার্থ – (**অহো**) আশ্চর্য যে (**বত**) দুঃখের বিষয় (**মহৎ, পাপং**) এত বড় পাপ (**কর্তুং**) করতে (**বয়ং**) আমরা (**ব্যবসিতাঃ**) উদ্যত হয়েছি (**যৎ**) যেই কারণে (**রাজ্যসুখলোভেন**) রাজ্য সুখের লোভ থেকে (**স্বজনং**) নিজের বন্ধু বর্গকে (**হন্তুং**) মারার জন্য (**উদ্যতাঃ**) তৈরি হয়েছি।

সরলার্থ – আশ্চর্য যে দুঃখের বিষয়, এত বড় পাপ করতে আমরা উদ্যত হয়েছি, যেই কারণে রাজ্য সুখের লোভ থেকে নিজের বন্ধু বর্গকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ৷
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ৷৷ ৪৫ ৷৷

~~~~~~

পদ — যদি । মাং । অপ্রতীকারং । অশস্ত্রং । শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রাঃ । রণে । হন্যুঃ । তৎ । মে । ক্ষেমতরং । ভবেৎ।

পদার্থ – (**অশস্ত্রং**) খালি হাতে (**অপ্রতীকারং**) সামনে থেকে কেউ (**মাং**) আমাকে (**শস্ত্রপাণয়ঃ**) হাতে অস্ত্র নিয়ে (**ধার্তরাষ্ট্রাঃ**) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র (**রণে**) যুদ্ধে (**হন্যুঃ**) হত্যা করে (**তৎ**) তাও (**মে**) আমার জন্য (**ক্ষেমতরং**) কল্যানকারী (**ভবেৎ**) হবে।

সরলার্থ – খালি হাতে থাকা অবস্থায় সামনে থেকে কেউ আমাকে অস্ত্র দিয়ে এমনকি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রও যুদ্ধে হত্যা করে তাও আমার জন্য কল্যানকর হবে।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ৷
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ৷৷ ৪৬ ৷৷

পদ — এবং । উক্ত্বা । অর্জুনঃ । সংখ্যে । রথোপস্থে । উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য । সশরং । চাপং । শোকসংবিগ্নমানসঃ।

পদার্থ – সঞ্জয় বললেন (**শোকসংবিগ্নমানসঃ**) শোক থেকে সংবিগ্ন = মগ্ন হয়ে যাওয়া মন যাঁর এইরকম (**অর্জুনঃ**) অর্জুন (**এবং**) এইভাবে (**উক্ত্বা**) বলে (**সংখ্যে**) যুদ্ধে (**সশরং**) বাণের সহিত (**চাপং**) ধনুষকে (**বিসৃজ্য**) ত্যাগ করে (**রথোপস্থে**) রথে (**উপাবিশৎ**) বসে পড়লেন।

সরলার্থ – সঞ্জয় বললেন শোক থেকে সংবিগ্ন = মগ্ন হয়ে যাওয়া মন যাঁর এইরকম অর্জুন এইভাবে বলে যুদ্ধে বাণের সহিত ধনুষকে ত্যাগ করে রথে বসে পড়লেন।।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, অর্জুনবিষাদযোগ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ
~~~~~~

ওঙম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[সাংখ্যযোগোঃ]

~~~~~~

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ।। ১ ।।

পদ — তং । তথা। কৃপয়া। আবিষ্টম্ । অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষনম্ ।
বিষীদন্তং । ইদং । বাক্যং । উবাচ । মধুসূদনঃ।

পদার্থ – (**তথা**) পূর্বোক্ত প্রকারে (**কৃপয়া, আবিষ্টম্**) করুণা যুক্ত (**অশ্রুপূর্ণা-কুলেক্ষণম্**) অশ্রু পূর্ণ হয়ে আসায় ব্যাকুল নেত্রধারী (**বিষীদন্তং**) বিষাদ প্রাপ্ত (**তম্**) অর্জুনকে (**মধুসূদনঃ**) কৃষ্ণ (**ইদং, বাক্যং**) এইরূপ বাক্য (**উবাচ**) বললো যে...।

সরলার্থ – পূর্বোক্ত প্রকারে করুণা যুক্ত, অশ্রু পূর্ণ হয়ে আসায় ব্যাকুল নেত্রধারী বিষাদগ্রস্থ অর্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ বাক্য বললো যে...।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ।। ২ ।।

পদ — কুতঃ। ত্বা। কশ্মলং। ইদং। বিষমে। সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টম্। অস্বর্গ্যং। অকীর্তিকরং। অর্জুন।

পদার্থ – হে অর্জুন (**ইদং**) ইহা (**কুতঃ**) কিজন্য (**ত্বা**) তোমার (**কশ্মলং**) শিষ্ট লোকেদের থেকে নিন্দিত পাপ (**বিষমে**) ভয়ের স্থানে (**সমুপস্থিতং**) প্রাপ্ত হলো (**অনার্যজুষ্টং**) যা বৈদিক মর্যাদা থেকে রহিত অনার্য ব্যক্তিদের সেবন যোগ্য (**অস্বর্গ্য**) নরকের [দুঃখের] প্রদানকারী এবং (**অকীর্তিকরং**) অপযশের প্রদানকারী।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! ইহা কিজন্য তোমার প্রাপ্ত হলো যা শিষ্ট লোকেদের থেকে নিন্দিত পাপ, যা বৈদিক মর্যাদা থেকে রহিত অনার্য ব্যক্তিদের সেবন যোগ্য, নরকের [দুঃখের] প্রদানকারী এবং অপযশের প্রদানকারী।

ভাষ্য – এখানে 'ভগবান' থেকে তাৎপর্য কৃষ্ণজী এর অর্থাৎ যার মধ্যে ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য এবং মোক্ষ এর ইচ্ছে, এই ছয় থাকবে তাকে ভগবান বলে।
~~~~~~

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ।। ৩ ।।

পদ — ক্লৈব্যং। মাস্মগমঃ। পার্থ। ন। এতৎ। ত্বয়ি। উপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং। হৃদয়দৌর্বল্যং। ত্যক্ত্বা। উত্তিষ্ঠ। পরন্তপ।

পদার্থ – **(পরন্তপ)** হে শত্রুদের বিজয়ী অর্জুন ! **(ক্লৈব্যং)** ক্লীবভাব যে অধীরতা রয়েছে **(মাস্মগমঃ)** তুমি তা প্রাপ্ত হইয়ো না **(এতৎ)** ইহা **(ত্বয়ি)** তোমার মধ্যে **(ন, উপপদ্যতে)** থাকা উচিত নয় **(হৃদয়দৌর্বল্যং, ক্ষুদ্রং)** হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্বলতাকে **(ত্যক্ত্বা)** ত্যাগ করে **(উত্তিষ্ঠ)** দাড়িয়ে যাও।

সরলার্থ – হে শত্রুবিজয়ী অর্জুন ! ক্লীবভাব যে অধীরতা রয়েছে তুমি তা প্রাপ্ত হইয়ো না, ইহা তোমার মধ্যে থাকা উচিত নয়, হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্বলতাকে ত্যাগ করে দাড়িয়ে যাও।

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ।। ৪ ।।

পদ — কথং। ভীষ্মং। অহং। সংখ্যে। দ্রোণং। চ। মধুসূদন।
ইষুভিঃ। প্রতিযোৎস্যামি। পূজার্হৌ। অরিসূদন।

পদার্থ – অর্জুন বললো যে **(মধুসূদন)** হে মধুসূদন ! **(অহং)** আমি **(কথং)** কিভাবে **(ভীষ্মং)** ভীষ্মপিতামহ **(চ)** এবং **(দ্রোণং)** দ্রোণাচার্যকে **(সংখ্যে)** যুদ্ধে **(ইষুভিঃ)** বাণ দ্বারা **(প্রতিযোৎস্যামি)** হনন [আঘাত] করবো, কেননা **(পূজার্হৌ)** এরা দুজনেই পূজার যোগ্য।

সরলার্থ – অর্জুন বললো যে, হে মধুসূদন ! আমি কিভাবে ভীষ্মপিতামহ এবং দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধে বাণ দ্বারা হনন [আঘাত] করবো, কেননা এরা দুজনেই পূজার যোগ্য।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ৷
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ৷৷ ৫ ৷৷

পদ — গুরূন্ । অহত্বা । হি । মহানুভাবান্ । শ্রেয়ঃ ।
ভোক্তুং । ভৈক্ষ্যং । অপি । ইহ । লোকে । হত্বা । অর্থকামান্ । তু ।
গুরূন্ । ইহ । এব । ভুঞ্জীয় । ভোগান্ । রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ।

পদার্থ – **(মহানুভাবান্)** বৃহৎ পুণ্যশীল **(গুরূন্)** গুরুদেরকে **(অহত্বা)** হত্যা না করে **(হি)** নিশ্চিত রূপে **(ভৈক্ষ্যং)** ভিক্ষার অন্ন **(ভোক্তুং)** খাওয়া **(শ্রেয়ঃ)** শ্রেষ্ঠ **(ইহ, লোকে)** এই সংসারে **(অপি)** ও **(অর্থকামান্)** অর্থ তথা কর্মের প্রদানকারী **(গুরূন্)** গুরুদেরকে **(হত্বা)** হত্যা করে **(ইহ)** এখানে **(এবং)** এই প্রকার **(রুধিরপ্রদিগ্ধান্)** রূধির দ্বারা সিঞ্চন করা **(ভোগান্)** ভোগকে **(ভুঞ্জীয়)** আমরা কিভাবে ভোগ করবো।

সরলার্থ – বৃহৎ পুণ্যশীল গুরুদেরকে হত্যা না করে নিশ্চিত রূপে ভিক্ষার অন্ন খাওয়া শ্রেষ্ঠ। এই সংসারেও [পৃথিবীতেও] অর্থ তথা কর্মের প্রদানকারী গুরুদেরকে হত্যা করে, এখানে এই প্রকার রূধির দ্বারা সিঞ্চন করা ভোগকে আমরা কিভাবে ভোগ করবো।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ৷
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ৷৷ ৬ ৷৷

পদ — ন । চ । এতৎ । বিদ্মঃ । কতরন্ । নঃ । গরীয়ঃ ।
যদ্বা । জায়েম । যদি । বা । নঃ । জয়েয়ুঃ । যান্ । এব ।
হত্বা । ন । জিজীবিষামঃ । তে । অবস্থিতাঃ । প্রমুখে । ধার্তরাষ্ট্রাঃ ।

পদার্থ – **(নচ, এতৎ, বিদ্মঃ)** আমরা এটাও জানি না **(কতরন্)** কোন কথা **(নঃ)** আমাদের জন্য **(গরীয়ঃ)** শ্রেষ্ঠ **(নঃ)** আমরা **(জায়েম)** জয়ী হবো **(যদি, বা)** অথবা তাঁরা **(জয়েয়ুঃ)** জয়ী হবে **(যান্, এব)** যাঁদেরকে (হত্বা) হত্যা করে **(জিজীবিষামঃ)** আমরা বাঁচার ইচ্ছে **(ন)** করি না **(তে)** সেই **(ধার্তরাষ্ট্রাঃ)** ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ **(প্রমুখে)** সম্মুখে **(অবস্থিতাঃ)** অবস্থিত।

সরলার্থ – আমরা এটাও জানি না কোন কথা আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ, আমরা জয়ী হবো অথবা তাঁরা জয়ী হবে, যাঁদেরকে হত্যা করে আমরা বাঁচার ইচ্ছে করি না সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমাদের সম্মুখে অবস্থিত।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ।। ৭ ।।

পদ — কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ। পৃচ্ছামি। ত্বাং।
ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ। যৎ। শ্রেয়ঃ। স্যাৎ। নিশ্চিতং। ব্রূহি।
তৎ। মে। শিষ্যঃ। তে। অহং। শাধি। মাং। ত্বাং। প্রপন্নম্।

পদার্থ – **(কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ)** কৃপণতারূপী যে দোষ তা থেকে অপহত = তিরস্কৃত হয়েছে স্বভাব যাঁর, এরূপ আমি **(ত্বাং)** তোমাকে **(পৃচ্ছামি)** জিজ্ঞাসা করি **(ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ)** ধর্ম বিষয়ে মোহকে প্রাপ্ত হয়েছে চিত্ত যাঁর তাঁর জন্য **(নিশ্চিতং)** নিশ্চিতরূপে **(যৎ)** যা **(শ্রেয়ঃ)** কল্যাণ **(স্যাৎ)** হবে **(তৎ)** তা **(মে)** আমার জন্য **(ব্রূহি)** বলো **(অহং)** আমি **(তে)** তোমার **(শিষ্যঃ)** শিষ্য **(ত্বাং)** তোমাকে **(প্রপন্নং)** প্রাপ্ত হয়েছি **(মাং)** আমাকে **(শাধি)** শিক্ষা দাও।

সরলার্থ – কৃপণতারূপী যে দোষ রয়েছে তা থেকে অপহত অর্থাৎ তা থেকে তিরস্কৃত হয়েছে স্বভাব যাঁয়, এরূপ আমি তেমাকে জিজ্ঞাসা করি। ধর্ম বিষয়ে মোহকে প্রাপ্ত হয়েছে চিত্ত যাঁর, তাঁর জন্য নিশ্চিতরূপে যা কল্যাণকারক হবে তা আমার জন্য বলো। আমি তোমার শিষ্য, তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছি, আমাকে শিক্ষা দাও।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ।। ৮ ।।

পদ — ন। হি। প্রপশ্যামি। মম। অপনুদ্যাৎ। শোকং।
উচ্ছোষণং। ইন্দ্রিয়াণাম্। অবাপ্য। ভূমৌ। অসপত্নম্।
ঋদ্ধং। রাজ্যং। সুরাণাম্। অপি। চ। আধিপত্যম্।

পদার্থ – (**নহি, প্রপশ্যামি**) আমি এমন কোনো বস্তু দেখছি না (**যৎ**) যা (**মম, শোকং**) আমার শোককে (**অপনুদ্যাৎ**) দূর করবে, সেই শোক কিরকম যা (**উচ্ছোষণং, ইন্দ্রিয়াণাম্**) আমার ইন্দ্রিয় সমূহকে শুষ্ক করছে (**অসপত্নমৃদ্ধং, রাজ্যং**) যার সদৃশ অন্য কিছু হবে না এরূপ রাজ্যকে (**ভূমৌ**) পৃথিবীতে (**অবাপ্য**) প্রাপ্ত হয়ে (**সুরাণামপি, চাধিপত্যম্**) পুনরায় সেই রাজ্য কিরকম হবে, যেখানে দেবতাদেরও আধিপত্য হবে অর্থাৎ দেবতাদের স্বামী [মালিক] হয়ে যাওয়া যেই রাজ্যে হবে, এরূপ রাজ্য প্রাপ্ত হয়েও আমি শোকের নিবৃত্তি কোনো প্রকারে দেখছি না।

সরলার্থ – আমি এমন কোনো বস্তু দেখছি না যা আমার শোককে দূর করবে, সেই শোক কিরকম ? যা আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে শুষ্ক করছে। যার সদৃশ অন্য কোনো কিছু হবে না এরূপ রাজ্য কে পৃথিবীতে প্রাপ্ত [সেই রাজ্য কিরূপ? যেখানে দেবতাদেরও আধিপত্য হবে অর্থাৎ দেবতাদের স্বামী হয়ে যাওয়া] হয়েও আমি শোকের নিবৃত্তি কোনো প্রকারে দেখছি না।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ।। ৯ ।।

পদ — এবম্। উক্ত্বা। হৃষীকেশং। গুড়াকেশঃ। পরন্তপ।
ন। যোৎস্য। ইতি। গোবিন্দম্। উক্ত্বা। তূষ্ণীং। বভূব । হ।

পদার্থ – সঞ্জয় বললো যে, হে (**পরন্তপ**) শত্রুদের কে বিজয়কারী রাজন্ ! (**হ**) প্রসিদ্ধ রয়েছে যে (**হৃষীকেশং**) বশীভূত ইন্দ্রিয়ধারী (**গোবিন্দং**) কৃষ্ণকে (**গুড়াকেশঃ**) বশীভূত নিদ্রাধারী অর্জুন (**এবং, উক্ত্বা**) এই প্রকার বলে যে (**ন, যোৎস্য**) আমি যুদ্ধ করবো না (**তূষ্ণীং**) স্তব্ধ (**বভূব**) হয়ে গেল।

সরলার্থ – সঞ্জয় বললো যে, হে শত্রুদের কে বিজয়কারী রাজন্ ! প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, বশীভূত ইন্দ্রিয়ধারী কৃষ্ণকে বশীভূত নিদ্রাধারী অর্জুন এই প্রকার বলে যে, আমি যুদ্ধ করবো না, এরপর স্তব্ধ হয়ে যায়।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ।। ১০ ।।

পদ — তং। উবাচ। হৃষীকেশঃ। প্রহসন্। ইব। ভারত।
সেনয়োঃ। উভয়োঃ। মধ্যে। বিষীদন্তম্। ইদং। বচঃ।

পদার্থ – **(ভারত)** হে ধৃতরাষ্ট্র ! **(হৃষীকেশঃ)** কৃষ্ণ **(সেনয়োঃ, উভয়োঃ)** উভয় সেনাদের **(মধ্যে)** মধ্যে **(তং)** সেই অর্জুনকে **(বিষীদন্তং)** যে বিষাদকে প্রাপ্ত হয়েছিল **(প্রহসন্, ইব)** হাস্য ন্যায় **(ইদং, বচঃ)** এই বক্ষ্যমাণ বচন **(উবাচ)** বললো।

সরলার্থ – হে ধৃতরাষ্ট্র ! কৃষ্ণ উভয় সেনাদের মধ্যে সেই অর্জুনকে যে বিষাদকে প্রাপ্ত হয়েছিল, হাস্য ন্যায় এই বক্ষ্যমান বচন বললো।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ।। ১১ ।।

পদ — অশোচ্যান্। অন্বশোচঃ। ত্বং। প্রজ্ঞাবাদান্। চ। ভাষসে।
গতাসূন্। অগতাসূন্। চ। ন। অনুশোচন্তি। পণ্ডিতাঃ।

পদার্থ – **(অশোচ্যান্)** যে শোক করার যোগ্য নয় তাঁদের জন্য তুমি **(অন্বশোচঃ)** শোক করছো যে, ভীষ্মদ্রোণাদি মারা যাবে আর তাঁদের মৃত্যুর পর আমি এই রাজ্যের কি করবো **(চ)** এবং **(প্রজ্ঞাবাদান্)** যেরূপ বুদ্ধিমানদের বিচার রয়েছে সেইরূপ **(ভাষসে)** কথন করছো, "*প্রজ্ঞা বাদ*" এটাই যে "*কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে*" = ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য যাঁরা পূজার যোগ্য তাঁদের আমি কিভাবে মারবো **(গতাসূন্)** গত প্রাণধারী অর্থাৎ যাঁরা মারা গেছে এবং **(অগতাসূন্)** যাঁরা মারা যায় নি তাদের **(পণ্ডিতাঃ)** পণ্ডিতগণ **(ন, অনুশোচন্তি)** চিন্তা করে না।

সরলার্থ – যে শোক করার যোগ্য নয় তাঁদের জন্য তুমি শোক করছো যে, ভীষ্মদ্রোণাদি মারা যাবে আর তাঁদের মৃত্যুর পর আমি এই রাজ্যের কি করবো এবং যেরূপ বুদ্ধিমানদের

বিচার রয়েছে সেইরূপ কথন করছো, ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য যাঁরা পূজার যোগ্য তাদের আমি কিভাবে মারবো। গত প্রাণধারী অর্থাৎ যাঁরা মারা গেছে এবং যাঁরা মারা যায় নি তাঁদের জন্য পণ্ডিতগণ চিন্তা করে না।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কৃষ্ণজী আত্মার নিত্যতার সিদ্ধির জন্য আত্মা থেকে ভিন্ন দেহ আদি জড় জগতকে অনিত্য মান্য করেছেন। এই অভিপ্রায় থেকে বলেছেন যে, অনিত্য শরীরের নাশের বিষয়ে পণ্ডিতগণ শোক করেন না।

স্বামী শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের তাৎপর্য এটা বের করেছেন যে, এই মিথ্যাভূত সংসারের মধ্যে বীজ শক্তি হলো মোহ, মোহের নিবৃত্তির জন্য এই শ্লোক উপক্রমভূত যথা —

তথা চ সর্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভবত
এব স্বধর্মপরিত্যাগঃ বা প্রতিষিদ্ধসেবা চ স্যাৎ,
স্বধর্মে প্রবৃত্তানামপি তেষাং বাঙ্মনঃ কায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ
ফলাভিসন্ধিপূর্বিকৈব সাহংকারা চা ভবতি। তত্রৈবং সতি
ধর্মাধর্মোপচয়াদিষ্টানিষ্টজন্মসুখদুঃখসংপ্রাপ্তি লক্ষণঃ
সংসারোঽনুপরতো ভবতীত্যতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ
তয়োশ্চ সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বকাদাত্মজ্ঞানান্নান্যতো নিবৃতি-
রিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্বলোকানুগ্রহার্থমর্জুনং নিমিত্তী-
কৃত্যাঽহ ভগবান্ বাসুদেবঃ – অশোচ্যানীত্যাদি

অর্থ – শোক মোহাদি দোষবিশিষ্ট চিত্তযুক্ত প্রাণীদের এই স্বভাব যে, তাঁরা স্বধর্মের পরিত্যাগ করে ধর্মবিরুদ্ধ তথা শাস্ত্র দ্বারা নিষিদ্ধকে গ্রহণ করে নেয় এবং যদি তাঁরা স্বধর্মে প্রবৃত্তও হয় তবুও তাদের প্রবৃত্তি অহংকারযুক্ত হয়। তাৎপর্য এটাই যে, ধর্মাধর্মযুক্ত তথা ইচ্ছানিষ্ট জন্ম এবং সুখদুঃখ যুক্ত সংসার কখনো মিটে যেতে পারে না, এইজন্য সংসারের বীজভূত যে শোক মোহ রয়েছে তার নিবৃত্তি সর্বকর্মের ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের বিনা হতে পারে না। এরূপ সন্ন্যাসের উপদেশ করার অভিপ্রায় অর্জুনকে নিশ্চিতরূপে উক্ত শ্লোক বলা হয়েছে। স্বামী শঙ্করাচার্য এবং ওনার শিষ্যের মতে গীতা এই মিথ্যাভূত সংসারের নিবৃত্তি এবং সর্বকর্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের প্রাপ্তির জন্য লেখা হয়েছে, এই অভিপ্রায়কে শঙ্কর দর্শনের পরমভক্ত মধুসূদন স্বামী এরূপ বর্ণন করেছে যে —

**"নহি রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ সর্পভ্রমেঽপনীতে তন্নিমিত্ত-
ভয়কম্পাদি সম্ভবতি ন বা পিত্তোপহতেন্দ্রিয়স্য কদাচিদ্
গুড়ে তিক্ততাপ্রতিভাসেঽপি তিক্তার্থিতয়া তত্র প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি।
মধুরত্বনিশ্চয়স্য বলত্ত্বাৎ এবমাত্মস্বরূপাজ্ঞান-
নিবন্ধনত্বাচ্ছোচ্যভ্রমস্য তৎস্বরূপজ্ঞানেন তদজ্ঞানেঽপনীতে
তৎকার্য্যভূতঃ শোচ্যভ্রমঃ কথভবতিষ্ঠেত ইতি ভাবঃ॥"**

অর্থ – যখন রজ্জুর তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়ে যায় তখন তার মধ্যে ভয় কম্পাদি হয় না এবং যাঁর পিত্ত দোষের কারণে গুড় খারাপ লাগে তিনি সেই তিক্ততারর জন্য কদাপি প্রবৃত্ত হয় না। এনার মতে শোকাদি মিথ্যা যা জীব ব্রহ্মের একাত্মজ্ঞান থেকে দূর হয়ে যায় এবং সেই একাত্মজ্ঞান সন্ন্যাসের মাধ্যমে হয়, এইজন্য সর্বকর্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের উপদেশ করার জন্য "**অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং**" বলা হয়েছে।

এটা সেই ভাব যা নিয়ে লোকপ্রসিদ্ধ রয়েছে যে "গীতা পড়বে তো ঘর ছাড়বে" কিন্তু এই ভাব গীতায় কদাপি নেই। যদি সংসারকে মিথ্যা মনে করে সন্ন্যাসী হওয়ার ভাব গীতায় থাকতো তো নিম্নলিখিত শ্লোকে এমনটা বলা হতো না যে —

**স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥**
[গীতা ২/৩১]

অর্থ - স্বধর্মকে দেখেও তোমার কার্য ভয়ের নয়, কেননা যুদ্ধে মরা ক্ষত্রিয়ের জন্য কল্যাণ এর হেতু, অন্য কোনো মূখ্য কর্তব্য নেই।

অধিক আর কি, যেই মহাভারতের একটি অংশমাত্র গীতা তা ক্ষাত্রধর্মবিষয়ক এই প্রকার বলপূর্বক উপদেশ করছে যে —

**"যথা রাজন্ হস্তিপদে পদানি সংলীয়ন্তে সর্বো সত্বোদ্ভবানি।
এবং ধর্মান্ রাজধর্মেষু সর্বান্ সর্বাবস্থান্ সংপ্রলীনান্নিবোধ॥**

অর্থ – যেরূপ হাতির পায়ের নিচে সমস্ত জীবের পাদ এসে যায় তেমনি সম্পূর্ণ ধর্ম রাজধর্মের অন্তর্গত।

~~~~~~

অল্পাশ্রয়ানল্পফলান্ বদন্তি ধর্মানন্যান্ ধর্মবিদো মনুষ্যাঃ।
মহাশ্রয়ং বহুকল্যাণরূপ ক্ষাত্রং ধর্মং নেতরং প্রাহুরার্যাঃ॥

আর্যগণ ধর্মকে ছোট আশ্রয় এবং সামান্য ফলযুক্ত বলে, কিন্তু মহাকল্যাণরূপ কেবল একমাত্র রাজধর্ম = ক্ষাত্রধর্ম'ই। এরূপ ক্ষাত্র ধর্মের দৃঢ়তার জন্য অর্জুনকে দৃঢ় করতে কৃষ্ণজী মিথ্যাত্বের উপদেশ কেন করবে ; এবং যা স্বামী শঙ্করাচার্য এরূপ লিখেছেন যে "**তস্মাদগীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্ মোক্ষপ্রাপ্তির্ন কর্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ**" = গীতায় কেবল জ্ঞান দ্বারাই মুক্তির প্রাপ্তি হবে এরূপ মান্য করা হয়েছে, জ্ঞান কর্মের সমুচয় দ্বারা নয়।

এই ভাব গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ, যদি কেবল জ্ঞান থেকেই মুক্তি হতো এবং সকল কর্মের ত্যাগরূপ বর্ণনই গীতার তাৎপর্য হতো তাহলে —

ন হি দেহমৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥
[গীতা ১৮/১১]
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি য়ঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥
[গীতা ৬/১]

অর্থ – দেহধারী মনুষ্য সকল কর্মের ত্যাগ কখনো করতে পারে না, যিনি কর্ম করে কর্মের ফলকে ত্যাগ করে তিনি যোগী এবং তাঁকেই সন্ন্যাসী বলে। কর্মের ফলের ইচ্ছা না করে যিনি কর্তব্য কর্মকে পালন করে তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী হন, কোনো নিরগ্নি বা নিষ্কর্মীকে সন্ন্যাসী বলে না, এবং "**তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি**" [বৃহদা০ ৪/৪/২২] = সেই পরমাত্মাকে বৈদিককর্মরূপ বেদানুবচন দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জানার ইচ্ছে করে, ইত্যাদি অনেক জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয় বোধক বাক্য থেকে পাওয়া যায় যে, গীতা জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদের গ্রন্থ। কেবল জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি এরূপ বিধান করে না এবং [ব্রহ্মসূত্র ৩/৪/২৭] মধ্যে স্বামী শ০ চা০ কর্মকে জ্ঞানের সহকারী মান্য করেছেন অর্থাৎ কর্ম হলো জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ এবং জ্ঞান হলো মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন। এটাও এক প্রকারের জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয়বাদ কিন্তু একেও এখানে গীতাভাষ্যে যুক্ত করে কেবল জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি মেনেছেন।
~~~~~~

~~~~~~

ননু – **বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।**
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
[যজু০ ৩১/১৮]

এই বেদ মন্ত্রে কেবল জ্ঞান কেই মুক্তির সাধনা মানা হয়েছে, তাহলে তুমি জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয় কিভাবে বলো ? এর উত্তর এটাই যে, এই মন্ত্রে ব্রহ্মকে জানার যে বিধিক্রিয়া দ্বারা বিধান করা হয়েছে তা মানসকর্ম, তারমধ্যে যে ব্রহ্ম বস্তুররূপ নিশ্চায়ক অংশ রয়েছে তা কেবল জ্ঞানাংশ, এবং জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন, কেবল জ্ঞান নয়, এবং "**বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ**" (যজু০ ৪০/১৪) = ইত্যাদি মন্ত্রে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় এর সম্যক্ রীতিতে বর্ণন করা হয়েছে এবং যা "**এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥**" [গীতা ২/৩৯] = এই শ্লোকের অর্থ শঙ্করভাষ্যে এই প্রকার করা হয়েছে যে, জ্ঞান এবং কর্মের ফল ভিন্ন ভিন্ন না হতো তো উক্ত দুই বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণন করা হতো না ? এর উত্তর এটাই যে, উক্ত শ্লোকে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়ের ভেদ নেই কিন্তু জ্ঞানের অনন্তর অনুষ্ঠানরূপ কর্মের বিধান রয়েছে, যেমনটা —

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে ॥
[মুণ্ড০ ২/২/৮]

এই শ্লোকে দর্শনরূপ জ্ঞানের অনুষ্ঠানরূপ কর্ম দ্বারা হৃদয়গ্রন্থির ভেদ বর্ণন করা হয়েছে, এই প্রকার কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগে অনুষ্ঠানের'ই ভেদ রয়েছে, এই অভিপ্রায়ে কৃষ্ণজী বলেছেন যে —

"**সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ**" [গীতা ৫/৪]

সাংখ্য এবং যোগকে বালক পৃথক মনে করে, পণ্ডিত নয়। এর থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয় রয়েছে। কেননা এই কথা সর্বসম্মত যে, গীতায় জ্ঞানের নাম সাংখ্য, এবং কেবল জ্ঞানবাদীর মতের খণ্ডনও গীতায় স্পষ্ট রয়েছে।

যদি "**অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং**" এই শ্লোকে সর্বকর্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের বিধানের প্রয়োজন হতো এবং সমস্ত সংসারকে মিথ্যা সিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে এই শ্লোক হতো তো
~~~~~~

~~~~~~

"**দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা**" [গীতা ২/১৩] এই শ্লোকে যৌবনাদি অবস্থাকে অনিত্য প্রতিপাদন করে আত্মার নিত্যত্ব করা হতো না। এর থেকে ভাব এটা বের হয় যে, গীতা সংসারকে অনিত্য সিদ্ধ করে অর্থাৎ এই সমগ্র সংসারের নাশ হয়ে যায় মহাপ্রলয়ে, এটাও বলা যায় যে, নিজ প্রকৃতিরূপ কারণের সাথে কার্য জগতের কারণাবস্থাকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্যকার স্বামী শঙ্করাচার্য এবং ওনার শিষ্য মধুসূদন স্বামী যাঁরা এই শ্লোকের ভাষ্যে এটা সিদ্ধ করেছেন যে অর্জুনকে এই মিথ্যা দেহে সত্যভ্রান্তি হচ্ছিল, তার নিবৃত্তির জন্য এই শ্লোক, এটা এইজন্য ঠিক নয় কারণ মিথ্যা এর অর্থ মায়াবাদীদের মতে এটাই যে, যে বস্তু যেই দেশকালে প্রতীত হয় সেই দেশকালে তার নাশ হওয়া মিথ্যা, যেরূপ রজ্জুর সর্প।

"**কৌমারংযৌবনংজরা**" এই কথন দ্বারা এটাই সিদ্ধ করে দেয় যে, যেরূপ কৌমারাদি অবস্থায় নিজের দেশকালে হয় এবং এই শরীরও নিজের দেশকালে হওয়ায় অনিত্য, বৈদিক দর্শনে এই সব কার্যজগৎ অনিত্য। মায়াবাদী একে মিথ্যা এই অভিপ্রায়ে বলে যে, জগতের মিথ্যা হওয়ায় জীব ব্রহ্মের একতা সিদ্ধ হয়ে যায়, যখন একমাত্র আত্মা থেকে ভিন্ন সকল বস্তু মিথ্যা তো ভেদ কোথায় থাকে, কিন্তু এই ভেদকে সমাপ্ত করা অত্যন্ত দুষ্কর। দেখো এই বক্ষ্যমান শ্লোকে জীবাত্মাদের পরস্পর ভেদ করেছে এবং পরবর্তীতে সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতি এবং পরমাত্মার ভেদ বর্ণন স্পষ্ট রয়েছে, যেমন- "**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি**" [গীতা ১৮/৬১] ইত্যাদি শ্লোকে জীব জগৎ তথা জীব ঈশ্বর এবং জীবের পরস্পর ভেদ রয়েছে, যা আধুনিক বেদান্তি খণ্ডন করে তাদের স্পষ্ট রীতিতে গীতায় বর্ণন পাওয়া যায়, যেমন–

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ।। ১২ ।।

পদ — ন। তু। এব। অহং। জাতু। ন। আসং। ন। ত্বং। ন। ইমে। জনাধিপাঃ। ন। চ। এব। ন। ভবিষ্যামঃ। সর্বে। বয়মতঃ। পরম্।

পদার্থ – **(অহং)** আমি **(জাতু)** কদাচিৎ **(ন, আসং)** ছিলাম না এটা **(ন, তু, এব)** ঠিক নয় **(ইমে, জনাধিপাঃ)** এই রাজাগণ কখনো ছিল না এটাও ঠিক নয় **(সর্বে, বয়ম্)**
~~~~~~

আমরা সকলে **(অতঃ, পরম্)** এর পরে [অনন্তর] **(ন, ভবিষ্যামঃ)** থাকবো না **(ন, চ, এব)** এটাও ঠিক নয়।

সরলার্থ – আমি কদাচিৎ ছিলাম না এটা ঠিক নয়, এই রাজাগণ কখনো ছিল না এটাও ঠিক নয়, আমরা সকলে এর পর থাকবো না এটাও ঠিক নয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কৃষ্ণজী জীবাত্মাদের নিত্যত্ব সিদ্ধ করতে এটা স্পষ্ট সিদ্ধ করে দিয়েছেন যে, জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন। এই শ্লোকের ভাষ্যে স্বামী শঙ্করাচার্য লিখেছেন যে, এখানে জীবাত্মার যে বহুতত্ত্ব বর্ণন করা হয়েছে তা শরীর ভেদে আত্মার ভেদে নয়।

জ্ঞাত হয় যে, এখানে এই লেখা অদ্বৈতবাদকে লেশমাত্রও না দেখে লেখা হয়েছে। এই লেখা দ্বারা অদ্বৈতবাদী স্বামীর মতে অভ্যুপগম বিরোধও আসে। তা এই প্রকার যে, বেদান্তের অংশাধিকরণে স্বামীজী জিবাত্মাদেরকে ভিন্ন মেনেছেন এবং প্রয়োজনবত্বাধিকরণেও এই প্রকার জীবাত্মাদের ভেদ মেনেছেন, কেননা এ ব্যাতিত উক্ত অধিকরণে পূণ্য পাপের ব্যাবস্থা হতে পারতো না এবং এখানে তার থেকে বিরুদ্ধ, জীবাত্মাদেরকে এক মনে করা লিখেছেন, তাই পূর্বোত্তরবিরোধ এবং অভ্যুপগম বিরোধ রয়েছে।

ননু – অবিদ্যা উপাধি দ্বারা জীবাত্মাদের মধ্যে বহুত্ব এবং বাস্তবে একত্ব, তাহলে এর মধ্যে কী দোষ ? **উত্তর** — প্রথমতো উক্ত শ্লোকে অবিদ্যারূপ উপাধির বর্ণনই নেই এবং দ্বিতীয়ত এটা যে "**অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং**" এর তত্ত্বোপদেশর প্রকরণে এই মিথ্যোপদেশ এর কী প্রকরণ ছিল, এখানে আত্মার নিত্যত্ব অভিপ্রেত নাকি মিথ্যাত্ব। আর যুক্তি এটাই যে, যদি মিথ্যাত্বই অভিপ্রেত হতো তো আত্মার নিত্যত্বকে মিথ্যা কেন মানা হয়নি, কেননা তারও এই শ্লোকে উপদেশ রয়েছে। ইত্যাদি তর্ক দ্বারা স্পষ্ট যে, এই শ্লোকে কৃষ্ণজী পরমার্থভূত জীবের ভেদের উপদেশ করেছেন, কোনো মিথ্যাভূত ভেদে নয়। এই ভেদ উপনিষদে রয়েছে যাকে গীতায় গ্রন্থন করা হয়েছে, যেমনটা —

"**নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্**"

[শ্বেতা০ ৬/১৩]

অর্থ – যা নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনদের মধ্যে চেতন এবং একাই অনেক কামনাকে সিদ্ধ করে। স্বামী রামানুজ এই শ্লোকের উপর এটা লিখেন যে —

"অজ্ঞানকৃতভেদদৃষ্টিবাদে তু পরমপুরুষস্য পরমার্থদৃষ্টের্নির্বিশেষ কূটস্থনিত্যচৈতন্যাত্মযাথাত্ম্য সাক্ষাৎকারান্নিবৃত্তাজ্ঞান তৎ কার্যতয়া অজ্ঞানকৃতভেদদর্শনন্তন্মূলোপদেশাদিব্যবহারাশ্চন সংগচ্ছন্তে॥"

যদি এই শ্লোকে অজ্ঞানকৃত ভেদ ইষ্ট হয় তো কুটস্থ নিত্য আত্মার বোধন করার জন্য এই উপদেশ করা হতো না, অধিক কী,,,

"নহ্যনুন্মত্তঃ কোঽপিমণিকৃপাণদর্পণাদিষু প্রতীয়মানেষু স্বাত্ম প্রতিবিম্বেষু তেষাং স্বাত্মনোঽন্যত্বং জানস্তেভ্য কমপ্যর্থমুপদিশতি"

অর্থ – অনুন্মত্ত অর্থাৎ উন্মত্ত দ্বারা ব্যাতিত কেউই এরকম বলতে পারবে না যে, যেই মণি কৃপণাদির মধ্যে প্রতিবিম্বিত পুরুষ, তাঁকে উপদেশ করা শুরু করে দাও, এবং কৃষ্ণজী উক্ত শ্লোকে কল্পিত অর্জুনাদিকে উপদেশ করেন নি, কিন্তু তাত্ত্বিক অর্জুনাদিকে তাত্ত্বিক উপদেশ দিয়েছেন। এর থেকে মায়াবাদীদের মত স্পষ্টভাবে খণ্ডন হয়ে যায়।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ৷৷
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ৷৷ ১৩ ৷৷

পদ — দেহিনঃ। অস্মিন্। যথা। দেহে। কৌমারং। যৌবনং। জরা।
তথা। দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ। ধীরঃ। তত্র। ন। মুহ্যতি।

পদার্থ – **(দেহিনঃ)** দেহযুক্ত যে জীবাত্মা তাঁর **(দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ)** দেহান্তরের প্রাপ্তি **(যথা)** এই প্রকার হয় **(তথা)** যেই প্রকার **(অস্মিন্, দেহে)** এই শরীরে **(কৌমারং)** বাল্যাবস্থা **(যৌবনং)** যুবাবস্থা **(জরা)** বৃদ্ধাবস্থা হয় **(ধীরঃ)** ধীর পুরুষ **(তত্র)** সেখানে **(ন, মুহ্যতি)** মোহকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – দেহযুক্ত যে জীবাত্মা তাঁর দেহান্তরের প্রাপ্তি এই প্রকারে হয় যেই প্রকার এই শরীরে বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা হয়। ধীর পুরুষগণ সেখানে মোহকে প্রাপ্ত হয় না।

~~~~~~

ভাষ্য – তাৎপর্য এটাই যে, যেরূপ কোনো ব্যক্তি যুবা হওয়ার পর কষ্ট পায় না যে, আমার বাল্যাবস্থা চলে গেল এজন্য আমি নষ্ট হয়ে গেছি। কিন্তু সে এটা বুঝে যে, এই স্থুল শরীর অনিত্য এবং এক দেহে অনেক অবস্থা হয়ে থাকে। আর জীবাত্মার অনিত্য শরীর বহু উৎপন্ন হয় এবং বহু ধ্বংস হয়ে যায়। ধীরপুরুষ এর মধ্যে মোহ করে না, এই শ্লোক দ্বারা চার্বাক মতেরও খণ্ডন স্পষ্ট রীতিতে হয়ে যায়।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ৷
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ৷৷ ১৪ ৷৷

পদ — মাত্রাস্পর্শাঃ। তু। কৌন্তেয়। শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনঃ। অনিত্যাঃ। তান্। তিতিক্ষস্ব। ভারত।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় (**মাত্রাস্পর্শাঃ**) ইন্দ্রিয় সমূহের সম্বন্ধ (**শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ**) শীত, উষ্ণ তথা সুখ, দুঃখের প্রদানকারী এবং (**আগমাপায়িনঃ**) আসা যাওয়াকারী এইজন্য (**অনিত্যাঃ**) অনিত্য (**তান্**) তাদের (**ভারত**) হে ভারত (**তিতিক্ষস্ব**) তিতিক্ষা দ্বারা সহ্য করো।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! ইন্দ্রিয় সমূহের সম্বন্ধ শীত, উষ্ণ তথা সুখ, দুঃখের প্রদানকারী এবং আসা যাওয়া কারী এইজন্য তা অনিত্য, তাদের হে ভারত! তিতিক্ষা দ্বারা সহ্য করো।

ভাষ্য – "**মীয়ন্তে আভির্বিষয়া ইতি মাত্রা ইন্দ্রিয়াণি**" = যাদের থেকে বিষয়ের জ্ঞান হয় সেই ইন্দ্রিয় সমূহের নাম "মাত্রা"। এই শ্লোকে " অনিত্যঃ" শব্দ এসেছে যার অর্থ সর্বদা একরস থাকা বস্তুর নয়, বরং নিয়ত সময় পর্যন্ত থাকা বস্তুর বিষয়ে। এর থেকে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, গীতা মিথ্যার্থকে প্রতিপাদন করে না কিন্তু শরীরাদি মোহরূপ পদার্থকে অনিত্য সিদ্ধ করে। যখন বিদ্বানদের এই পদার্থ সমূহে অনিত্য বুদ্ধি হয়ে যায় তো তিনি শীতোষ্ণাদি সহ্য করতে কষ্ট মনে করেন না। এই ভাবকেই এর অগ্রিম শ্লোকে বর্ণন করেছে —

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ৷
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ৷৷ ১৫ ৷৷
~~~~~~

~~~~~~

পদ — যং। হি। ন। ব্যথয়ন্তি। এতে। পুরুষং। পুরুষর্ষভ। সমদুঃখসুখং। ধীরং। সঃ। অমৃতত্বায়। কল্পতে।

পদার্থ – **(যং, পুরুষং)** যেই ব্যক্তিকে **(এতে)** এই বিষয়সমূহ **(ন, ব্যথয়ন্তি)** কষ্ট উৎপন্ন করে না তথা **(সমদুঃখসুখং)** যার সুখ, দুঃখ সমান। হে পুরুষর্ষভ ! এরূপ ধীর ব্যক্তি **(অমৃতত্বায়)** মুক্তির **(কল্পতে)** যোগ্য হয়ে থাকে।

সরলার্থ – যেই ব্যক্তিকে এই বিষয়সমূহ কষ্ট উৎপন্ন করে না তথা যার সুখ দুঃখ সমান। হে পুরুষর্ষভ ! এরূপ ধীর ব্যক্তি মুক্তির যোগ্য হয়ে থাকে।

ভাষ্য – "অমৃত" শব্দ এখানে এই অভিপ্রায়ে এসেছে যে, সুখ দুঃখের তিতিক্ষাকারী ব্যক্তি মরণ থেকে ভয় করে না অর্থাৎ সর্বথা নির্ভয় থাকে। এই শ্লোক থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুখদুঃখাদি পদার্থে যার অনিত্য বুদ্ধি রয়েছে তিনি কদাপি দুঃখী হন না। আর যুদ্ধ দ্বারা উপরাম হওয়ার প্রসঙ্গও এটাই ছিল। সংসারকে মিথ্যা সিদ্ধ করার কোনো প্রসঙ্গ এখানে নেই। যদি অর্জুনকে সংসারের মিথ্যাত্ব'ই বোধন করানো ইষ্ট হতো তো "**স্বধর্মং অপি চ আবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি**" ইত্যাদি কথন করা হতো না। কেননা মিথ্যাত্ব বাদীদের মতে স্বধর্মও মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যে বিশেষতা কী।

সং – ননু, যখন দেহাদি পদার্থ অনিত্য তো এদের অনিত্যতা সকলের প্রতীত কেন হয় না, যাহাতে সকলে নির্ভয় হয়ে যুদ্ধাদি উত্তম কর্মে ভয় না করে ? উত্তর —

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ৷
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — ন। অসতঃ। বিদ্যতে। ভাবঃ। ন। অভাবঃ। বিদ্যতে। সতঃ। উভয়োঃ। অপি। দৃষ্টঃ। অন্তঃ। তু। তত্ত্বদর্শিভিঃ।

পদার্থ – **(ন, অসতঃ)** যে দেহাদি অসৎ = অনিত্য তাদের **(ভাবঃ)** নিত্যতা হতে পারে না এবং **(সতঃ)** নিত্য পদার্থ সমূহের কখনো **(অভাবঃ)** অনিত্যতা হতে পারে না, অসৎ তা
~~~~~~

~~~~~~

যা সৎ নয় অর্থাৎ অনিত্য **(উভয়োঃ)** এই উভয়ের **(অন্তঃ)** তত্ত্ব **(তত্ত্বদর্শিভিঃ)** তত্ত্বদর্শীগণ জানেন, সাধারণ প্রাকৃত ব্যক্তি এই তত্ত্বকে জানতে পারে না, এইজন্য তাঁদের *অভিনিবেশ* = মৃত্যু থেকে ভয় হয়ে থাকে।

সরলার্থ – যে দেহাদি অনিত্য তাদের নিত্যতা কখনো হতে পারে না এবং নিত্য পদার্থ সমূহের কখনো অনিত্যতা হতে পারে না। এই উভয়ের তত্ত্ব তত্ত্বদর্শীগণ জানেন, সাধারণ প্রাকৃত ব্যক্তি এই তত্ত্বকে জানতে পারে না, এইজন্য তাঁদের মৃত্যু থেকে ভয় হয়ে থাকে।

ভাষ্য – স্বামী শঙ্করাচার্য এর অর্থ করেছেন যে "**তদিতি সর্বনাম সর্বঞ্চ ব্রহ্ম তস্য নাম তদিতি তদ্ভাবস্তত্ত্বং ব্রহ্মণো যাথাত্ম্যং দৃষ্টুশীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনঃ**", "তৎ" ইহা সর্বনাম সংজ্ঞক শব্দ, এবং ইহা সকলে ব্রহ্ম এইজন্য ব্রহ্মের নাম তৎ "**তৎ ভাবস্তত্ত্বং**" = ব্রহ্মের ভাবের নাম হলো তত্ত্ব অর্থাৎ যেই লোকেরা জীবকে ব্রহ্ম মেনে নিয়েছে তারাই শঙ্কর মতে তত্ত্বদর্শী।

কিন্তু "তত্ত্ব" শব্দের অর্থ এখানে শঙ্করমতে কখনো ঘটে না, কেননা এর অর্থ "**তত্ত্ববিত্তুমহাবাহোগুণকর্মবিভাগয়োঃ**" [গীতা ৩/২৮] "**তত্ত্বদর্শিনঃ**" [গীতা ৪/৩৪] "**সন্ন্যাসস্যমহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামিবেদিতুং**" [গীতা ১৮/১] ইত্যাদি অনেক স্থানে স্বামী শঙ্করাচার্য নিজেই তত্ত্ব এর অর্থ যথার্থপন করেছেন পুনরায় এর অর্থ ব্রহ্ম হওয়া কিভাবে হতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে কথা এই যে, মায়াবাদীদেরকে কোথাও নামমাত্রের সমর্থন পাওয়া উচিত তাহলে এরা নিজ অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়ার এইরূপ জাল ছড়াবে যে, যেখান থেকে বের হওয়া দুর্ঘট হয়ে যাবে। অতএব সকলে মায়ামোহ জালে ফেঁসে শাস্ত্রের তত্ত্ব থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, অন্যথা কি কারণ রয়েছে যে, এইরকম স্পষ্ট অর্থাভাসকে পড়ে-শুনেও লোকেরা শঙ্কর মতের জালকে মোহজাল বলে না। এই শ্লোকে প্রকৃত এটাই ছিল যে, ভাব এবং অভাব এর যথার্থপনকে জ্ঞাত তত্ত্বদর্শী দেহে মমত্ব করে না এবং এটাই অর্জুনকে বোধ করনোর ছিল। এর মধ্যে জীব ব্রহ্মের একতার প্রকরণ কেন। আর এর পরবর্তী শ্লোকে এই কথন করেছে যে "**অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্**" এর মধ্যেও নিত্যানিত্যের বিচার রয়েছে এবং পরবর্তীত "**অন্তবন্ত ইমে দেহা**" [গীতা ২/১৮] ইত্যাদি শ্লোকে দেহাদি সমূহের অনিত্যতা এবং আত্মার নিত্যতা স্পষ্ট বর্ণন করেছে, তাহলে পুনরায় জীব ও ব্রহ্মের একতার কথাই নেই।
~~~~~~

স্বামী শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের এরূপ অর্থ করেছেন যে "**শীতোষ্ণাদীনি নিয়তা নিত্যরূপাণি দ্বংদ্বনি বিকারোঽয়মসন্নেব মরীচি জলবন্মিথ্যাঽবভাবসত ইতি মনসি নিশ্চিয়ত্য তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ**" = শীত এবং উষ্ণাদি পদার্থ মৃগতৃষ্ণার জলসমান মিথ্যা প্রতীত হয়, তুমি নিশ্চিত রূপে তিতিক্ষা করো। এটা গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। গীতায় কোনো স্থানেও মিথ্যা শব্দের প্রয়োগ এঁনাদের মিথ্যাবাদের অভিপ্রায় থেকে আসে নি এবং না কোনো শ্লোকে এই তাৎপর্য রয়েছে যে, ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন সমস্ত কিছু বেদ, শাস্ত্র, গুরু আদি মিথ্যা। যেখানে জীব, ঈশ্বর, প্রকৃতি এই তিন পদার্থকে গীতার অনেক স্থানে অনাদি অনন্ত সিদ্ধ করা হয়েছে।

স্বামী রামানুজ এই শ্লোকে লিখেছেন যে "**অন্তবন্ত ইমে দেহা ইত্যনন্তরমুপপাদ্যতে অতো যথোক্ত এবার্থঃ**" = 'অন্তবন্তইমেদেহা' এই কথন দ্বারা এই শ্লোকে শরীরকে অনিত্য সিদ্ধ করা হয়েছে, সংসারকে মিথ্যা বানিয়ে দেওয়ার কোনো আশয় উক্ত শ্লোকে নেই। স্বামী শঙ্করাচার্যের শিষ্য মধুসূদন স্বামী তো এই শ্লোক থেকে আধুনিক বেদান্তের সম্পূর্ণ দর্শন নির্ণয় করেছেন অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' এর সমগ্র কথা এরমধ্যে পূর্ণ করে দিয়েছেন। জীবকে ব্রহ্ম বানানোর অনেক উপায় এর টীকা করায় উঠিয়ে রাখে নি, বাচারম্ভণন্যায় স্বামীও উক্ত শ্লোকের অর্থ বিস্তারপূর্বক লিখেছেন, বাচারম্ভণন্যায় এর উত্তর যে জিজ্ঞাসু দেখতে চান তিনি "**বেদান্তার্য্যভাষ্য**" [ব্র০ সূ০ ২/১/১৪] আরম্ভণাধিকরণে দেখে নিন, এখানে আমরা গ্রন্ত বিস্তারিত হবার ভয়ে লিখছি না।

এই লেখা থেকে গীতার সত্যার্থ জিজ্ঞাসুদের এটা জ্ঞাত হবে যে, এই প্রকার গীতার অর্থও মায়াবাদীগণ নিজেদের দিকে করে নেন। এর কারণ যার জন্য লোকেরা গীতার অনন্ত অর্থ করে নেয়। আমাদের বিচারে এটা তাঁদের বুদ্ধির দোষ, গীতার অক্ষরে অংশমাত্রও দোষ নেই, এবং পরবর্তী শ্লোকে আত্মার অবিনাশীত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে —

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ৷
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ৷৷ ১৭ ৷৷

পদ — অবিনাশী । তু । তৎ । বিদ্ধি । যেন । সর্বং । ইদং । ততং ।
বিনাশং । চ । অব্যয়স্য । অস্য । ন । কশ্চিৎ । কর্তুং । অর্হতি ।

পদার্থ — (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**অবিনাশি**) বিনাশরহিত (**তৎ**) তাঁকে (**বিদ্ধি**) জানো (**যেন**) যিনি (**ইদং সর্বং**) এই সমস্ত (**ততং**) বিস্তার করেছেন (**অস্য, অব্যয়স্য**) এই অব্যয়ের (**বিনাশং**) বিনাশ (**কশ্চিৎ**) কেউ (**কর্তুং**) করতে (**অর্হতি**) সমর্থ (**ন**) নয়।

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে বিনাশরহিত তাঁকে জানো, যিনি এই সমস্ত [কিছুর] বিস্তার করেছেন, এই অব্যয়ের বিনাশ কেউ করতে সমর্থ নয়।

ভাষ্য – এই শ্লোক স্পষ্ট করে দিয়েছে যে আত্মার জ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত বস্তুজ্ঞান প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যাঁর থেকে এই সমস্ত জড়বর্গ জানা যায় তাকে তুমি অবিনাশী = বিনাশ রহিত জানবে, এই অব্যয় = অবিনাশীর কেউ বিনাশ করতে পারে না, এর থেকে ইতর সম্পূর্ণ কার্যজগৎ বিনাশী।

ননু – "**যেন সর্বমিদং ততং**" এই কথন দ্বারা তো সিদ্ধ হয়ে গেছে যে, যেই পরমাত্মা এই জগতকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই কেবল অবিনাশী এবং সকল কিছু বিনাশী তাহলে জীব ভিন্ন [অবিনাশী] কোথায় থাকলো ? **উত্তর** – এই শ্লোকে পরমাত্মার বর্ণন নেই, কেননা প্রথমতো এখানে পরমাত্মার প্রকরণই নয় এবং গীতা ২/১৮ তে শরীর = জীবাত্মার নিত্য কথন করে তাঁর দেহকে অনিত্য কথন করা হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে, এই শ্লোকে জীবাত্মারই বর্ণন রয়েছে পরমাত্মার নয়। এখন থাকলো এই কথা যে, জীবের বিষয়ে উক্ত বাক্য কেন কথন করলো ? এর উত্তর এই যে তনু – বিস্তারের যে "ততং" উদ্বুদ্ধ হয়েছে যার এই অর্থ যে, যিনি সূক্ষ্মরূপ চিত্তশক্তি জ্ঞানের বিস্তার করেছে তিনি জ্ঞানী অবিনাশী, যদিও অবিনাশী হওয়ায় পরমাত্মাও হয় কিন্তু সেখানে পরমাত্মার প্রকরণ নয়, তাই এখানে জীবাত্মার নিত্যতা বোধন করছে অর্জুনকে যুদ্ধ থেকে নির্ভয় করার, যেরূপ এই পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্ট রয়েছে যে —

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ৷
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ৷৷ ১৮ ৷৷

পদ — অন্তবন্তঃ। ইমে। দেহাঃ। নিত্যস্য। উক্তাঃ। শরীরিণঃ।
অনাশিনঃ। অপ্রমেয়স্য। তস্মাৎ। যুধ্যস্ব। ভারত।

পদার্থ – **(ইমে, দেহাঃ)** এই দেহ **(অন্তবন্তঃ)** অন্তযুক্ত = বিনাশী এবং **(নিত্যস্য, শরীরিণঃ)** জীবাত্মা নিত্য = অবিনাশী, অনাশী এবং অপ্রমেয় অর্থাৎ রূপাদি রহিত হওয়ায় অপ্রমেয় দুর্বিজ্ঞেয় কথন করা হয়েছে, আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য মনে করে হে ভারত ! তুমি **(যুধ্যস্ব)** যুদ্ধ করো, এই উপসংহার জীবাত্মার নিত্যতার বোধন করায়।

সরলার্থ – এই দেহ অন্তযুক্ত = বিনাশী এবং জীবাত্মা নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী। আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য মনে করে হে ভারত ! তুমি যুদ্ধ করো।

সং – ননু, যখন শরীরী জীবাত্মা মরে না তো তাহলে তাঁকে মারতে কি দোষ ? আর তাঁকে অবিনাশী বোধনকারী শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের কর্তা পরমাত্মা এই দোষের অংশীদার হন, যিনি এরূপ দর্শনের উপদেশ করেছেন ? এর উত্তর —

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ।। ১৯ ।।

পদ — যঃ। এনং। বেত্তি। হন্তারং। যঃ। চ। এনং। মন্যতে। হতং।
উভৌ। তৌ। ন। বিজানীতঃ। ন। অয়ং। হন্তি। ন। হন্যতে।

পদার্থ – **(এনং)** একে [পরমাত্মাকে] **(যঃ)** যিনি **(হন্তারং)** হননকারী মনে করে এবং যিনি এঁকে **(হতং)** নিহত মনে করে **(উভৌ, তৌ, ন, বিজানীতঃ)** তাঁরা উভয়ই জানে না **(ন, অয়ং)** না এই পরমাত্মা **(হন্তি)** হনন করেন **(ন, হন্যতে)** না মারা যান।

সরলার্থ – পরমাত্মাকে যিনি হননকারী মনে করে এবং যিনি একে নিহত মনে করে, তাঁরা উভয়ই জানে না যে, এই পরমাত্মা হনন করেন না আর না কখনো মারা যায়।

ভাষ্য – শঙ্করভাষ্যে এই শ্লোককে জীব পক্ষে সংযুক্ত করেছে, উক্ত শ্লোক "**উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে**" [কঠ০ ১/২/১৯] থেকে নেওয়া হয়েছে, সেখানে এটা ঈশ্বরের প্রকরণে রয়েছে, এইজন্য এতে জীব ব্রহ্মের একতা হতে পারে না, কেননা এখানে জীবের প্রকরণ নয়, যেরূপ —

~~~~~~

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥
[কঠ০ ১/২/১৭]

অর্থ – "ওৎম্" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম যা পূর্বে প্রতিপাদন করা হয়েছে সেই (আলম্বন) সমর্থন উপাসকের জন্য শ্রেষ্ঠ, সেই সমর্থন (পরং) সব থেকে শ্রেষ্ঠ, এই সমর্থনকে জেনে ব্রহ্মলোকে মহীয়তে = পূজন করা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, এই প্রকরণের বিষয় বাক্য থেকে গীতার এই শ্লোক নেওয়া হয়েছে, দেখুন —

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ৷
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ৷৷ ২০ ৷৷

পদ — ন। জায়তে। ম্রিয়তে। বা। কদাচিৎ। ন। অয়ং। ভূত্বা।
ভবিতা। বা। ন। ভূয়ঃ। অজঃ। নিত্যঃ। শাশ্বতঃ।
অয়ং। পুরাণঃ। ন। হন্যতে। হন্যমানে। শরীরে।

পদার্থ – **(ন, জায়তে)** সেই পরমাত্মা কখনো উৎপন্ন হন না **(ন, ম্রিয়তে)** না মারা যান **(অয়ং, ভূত্বা)** এমন হয়ে **(ভূয়ঃ)** পুনরায় কল্পান্তরে **(ভবিতা, ন)** হবে না, এরূপ নয় বরং সর্বদা থাকবেন, তিনি অজ, নিত্য **(শাশ্বতঃ)** নিরন্তর **(পুরাণঃ)** প্রাচীন **(ন, হন্যতে, হন্যমানে, শরীরে)** শরীরের নাশ হওয়ায়ও তিনি নাশ হন না।

ভাষ্য – ননু, তোমাদের মতে তো পরমাত্মার শরীর'ই নেই তাহলে এটা কিভাবে বললেন **"হন্যতে হন্যমানে শরীরে"** উত্তর – **"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং"** [বৃহদা০ ৩/৭/৩] ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতি কে পরমাত্মার শরীর মনে করা হয়েছে এবং সেই প্রকৃতিরূপী শরীরের নাশ হওয়ায় তিনি নাশ হন না, কেননা তিনি কুটস্থনিত্য।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ৷
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ৷৷ ২১ ৷৷
~~~~~~

পদ — বেদ। অবিনাশিনং। নিত্যং। যঃ। এনং। অজং। অব্যয়ং।
কথং। সঃ। পুরুষঃ। পার্থ। কং। ঘাতয়তি। হন্তি। কম্।

পদার্থ – **(পার্থ)** হে অর্জুন ! **(অবিনাশিনং)** যিনি এই নাশরহিত **(অব্যয়ং)** বিকার রহিতকে **(বেদ)** জানেন **(সঃ, পুরুষঃ)** সেই ব্যক্তি **(কথং)** কি প্রকারে **(কং, ঘাতয়তি)** কাউকে মারার প্রয়োজন পরে এবং **(হন্তি, কং)** কাকে মারে অর্থাৎ যিনি পরমাত্মার কুটস্থ নিত্য স্বরূপকে জ্ঞাত হন তিনি এই কথাকেও জ্ঞাত হন যে, পরমাত্মা কাউকে হনন করেন না, স্বকর্মের দ্বারাই লোক জন্ম মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যিনি এই নাশরহিত, বিকার রহিত পরমাত্মাকে জানেন সেই ব্যক্তির কি প্রকারে কাউকে মারার প্রয়োজন পরে এবং কাকে মারে অর্থাৎ যিনি পরমাত্মার কুটস্থ নিত্য স্বরূপকে জ্ঞাত হন তিনি এই কথাকেও জ্ঞাত হন যে, পরমাত্মা কাউকে হনন করেন না, স্বকর্মের দ্বারাই লোক জন্ম মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন।

ভাষ্য – ননু, যখন এখানে জীবাত্মার নিত্যতার নিরূপণ পূর্ব থেকে চলে আসছে তো পরমাত্মা বিষয়ক উক্ত তিন শ্লোকের কী প্রকরণ ছিল ? **উত্তর** – যেই প্রকার জীবাত্মা বিষয়ক এই সন্দেহ ছিল যে তা [জীবাত্মা] বাস্তবে জন্ম মরণে আসে নাকি না ? সেই প্রকার পরমাত্মা বিষয়কও সন্দেহ ছিল যে, মহাভারতাদি মহাযুদ্ধের হিংসার প্রযোজক পরমাত্মা হন নাকি না ? এই সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য পরমাত্মবিষয়ক উক্ত তিন শ্লোক এখানে সঙ্গত মনে করে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই অভিপ্রায় থেকে **"নাদত্তে কস্যচিৎপাপং"** ইত্যাদি শ্লোকে পরমাত্মাকে পাপ পুণ্যের কারণ মান্য করা হয় নি, শঙ্করভাষ্যে উক্ত তিন শ্লোকের ব্যাখ্যা জীব পক্ষে করেছে যা উপনিষদের আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। যদি বলা হয় যে, শঙ্কর মতে জীব ঈশ্বর উভয়ই এক। তো উত্তর এটাই যে **"প্রকরণাচ্চ"** [ব্র০ সূ০ ১/৩/৬] ইত্যাদি সূত্রে শঙ্করাচার্যজী জীব ব্রহ্মের ভেদ রয়েছে এরূপ মান্য করেছেন, আত্মার প্রকরণ জীব ঈশ্বর উভয় সাধারণ মনে করে মহাভারতে এই উপনিষদ উদ্ধৃত করা হয়েছে, এখন পুনরায় পূর্ব প্রকৃত জীব এর প্রকরণকে সিংহাবলোকন ন্যায় দ্বারা গ্রন্থন করছে —

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

~~~~~~

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — বাসাংসি। জীর্ণানি। যথা। বিহায়। নবানি।
গৃহ্ণাতি। নরঃ। অপরাণি। তথা। শরীরাণি।
বিহায়। জীর্ণানি। অন্যানি। সংযাতি। নবানি। দেহী।

পদার্থ – (**যথা, নরঃ**) মনুষ্য যেমন (**বাসাংসি, জীর্ণানি**) পুরাতন বস্ত্রকে ত্যাগ করে (**নবানি**) নতুন বস্ত্রকে (**গৃহ্ণাতি**) ধারণ করে (**তথা**) এই প্রকার (**দেহী**) জীবাত্মা (**জীর্ণানি, শরীরাভি, বিহায়**) পুরাতন শরীরকে ত্যাগ করে (**অন্যানি, নবানি, শরীরাণি**) অন্য নতুন শরীরকে (**সংযাতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – মনুষ্য যেমন পুরাতন বস্ত্রকে ত্যাগ করে নতুন বস্ত্রকে ধারণ করে, এই প্রকার জীবাত্মা পুরাতন শরীরকে ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীরকে প্রাপ্ত হয়।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ৷
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ৷৷ ২৩ ৷৷

পদ — ন। এনং। ছিন্দন্তি। শস্ত্রাণি। ন। এনং। দহতি। পাবকঃ।
ন। চ। এনং। ক্লেদয়ন্তি। আপঃ। ন। শোষয়তি। মারুতঃ।

পদার্থ – (**এনং**) এই জীবাত্মাকে (**শস্ত্রাণি**) শস্ত্র (**ন**) না (**ছিন্দন্তি**) কাটতে পারে, এঁকে (**পাবকঃ**) অগ্নি (**ন, দহতি**) জ্বালাতে পারে না (**আপঃ**) জল এঁকে (**ন, ক্লেদয়ন্তি**) গলাতে পারে না (**চ**) এবং (**মারুতঃ**) বায়ু এঁকে (**ন, শোষয়তি**) শুষ্ক করতে পারে না।

সরলার্থ – এই জীবাত্মাকে শস্ত্র কাটতে পারে না, এঁকে অগ্নি জ্বালাতে পারে না, জল গলাতে করতে পারে না এবং বায়ু এঁকে শুষ্ক করতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ৷
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ৷৷ ২৪ ৷৷
~~~~~~

পদ — অচ্ছেদ্যঃ। অয়ং। অদাহ্যঃ। অয়ং। অক্লেদ্যঃ। অশোষ্যঃ। এব। চ। নিত্যঃ। সর্বগতঃ। স্থাণুঃ। অচলঃ। অয়ং। সনাতনঃ।

পদার্থ – (**অয়ং**) এই জীবাত্মা (**অচ্ছেদ্যঃ**) শস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যেতে পারে না (**অদাহ্যঃ**) অগ্নি দ্বারা দাহ হয় না (**অক্লেদ্যঃ**) জল দ্বারা গলানো যেতে পারে না (**অশোষ্যঃ**) বায়ু দ্বারা শুষ্ক করা যায় না (**নিত্য**) নিত্য (**সর্বগতঃ**) সকল পদার্থে প্রবেশ করতে পারে = অপ্রতিহত গতি (**স্থাণুঃ**) কুটস্থনিত্য এইজন্য অচল বলা হয়েছে এবং (**সনাতনঃ**) সনাতন, যেরূপ "**দ্বাসুপর্ণাসযুজা সখয়া**" ইত্যাদি মন্ত্রে সনাতন বর্ণন করা হয়েছে।

সরলার্থ – এই জীবাত্মা শস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যেতে পারে না, অগ্নি দ্বারা দাহ হয় না, জল দ্বারা গলানো যায় না, বায়ু দ্বারা শুষ্ক করা যায় না, নিত্য, সকল পদার্থে প্রবেশ করতে পারে (অপ্রতিহতগতি), কুটস্থ নিত্য, এইজন্য অচল বলা হয়েছে এবং সনাতন।

শঙ্করভাষ্যে "**সর্বগতঃ**" এর অর্থ সর্বব্যাপক করেছে, যা জীব বিষয়ক এজন্য তা অসম্ভব, দেখুন যেমন স্থাণু শব্দ নিশ্চলকে বলে এবং স্থাণু শব্দের মুখ্য অর্থ গতির অভাব যুক্ত পদার্থ, এবং "**সর্বগতঃ**" শব্দের অর্থ এখানে যোগ্যতাবশত সর্ববস্তু বিষয়ক গতিশীল এর হবে, সর্বব্যাপক এর নয়। যদি জীব সর্বব্যাপক হতো তো বন্ধনে কখনো আসতো না।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ।। ২৫ ।।

পদ — অব্যক্তঃ। অয়ং। অচিন্ত্যঃ। অয়ং। অবিকার্যঃ। অয়ং। উচ্যতে। তস্মাৎ। এবং। বিদিত্বা। এনং। ন। অনুশোচিতুং। অর্হসি।

পদার্থ – (**অয়ং**) এই জীবাত্মা (**অব্যক্তঃ**) সূক্ষ্ম (**অচিন্ত্যঃ**) অচিন্ত্য = ইন্দ্রিয়গোচর এবং (**অয়ং**) জীবাত্মাকে (**অবিকার্যঃ, উচ্যতে**) অবিকার বলা হয়েছে (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**এবং**) এই প্রকার (**এনং**) এঁকে (**বিদিত্বা**) জেনে (**ন, অনুশোচিতুং, অর্হসি**) তোমার শোক করা উচিত নয়।

~~~~~~

সরলার্থ – এই জীবাত্মা সূক্ষ্ম, অচিন্ত্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর এবং ইহা অবিকার এইজন্য এই জীবাত্মাকে এই প্রকার জেনে তোমার শোক করা উচিত নয়।

সং – এখন আত্মার অনিত্য পক্ষে শোকাভাব কথন করছে —

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ।। ২৬ ।।

পদ — অথ। চ। এনং। নিত্যজাতং। নিত্যং। বা। মন্যসে। মৃতং।
তথাপি। ত্বং। মহাবাহো। ন। এবং। শোচিতুং। অর্হসি।

পদার্থ – (**চ**) এবং (**অথ**) যদি (**এনং**) একে [জীবাত্মাকে] (**নিত্যজাতং**) নিত্য উৎপন্ন (**বা**) অথবা (**মৃতং, মন্যসে**) নিত্য নিহত মনে করো (**তথাপি**) তবুও (**মহাবাহো**) হে বৃহৎ বাহুযুক্ত (**ত্বং, ন, এবং, শোচিতুং, অর্হসি**) তোমার এই প্রকার শোক করা উচিত নয়।

সরলার্থ – এবং যদি তুমি এই জীবাত্মাকে নিত্য উৎপন্ন অথবা নিত্য নিহত মনে করো তবুও হে বৃহৎ বাহুযুক্ত অর্জুন ! তোমার এই প্রকার শোক করা উচিত নয়।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।। ২৭ ।।

পদ — জাতস্য। হি। ধ্রুবঃ। মৃত্যুঃ। ধ্রুবং। জন্ম। মৃতস্য। চ।
তস্মাৎ। অপরিহার্যে। অর্থে। ন। ত্বং। শোচিতুং। অর্হসি।

পদার্থ – (**হি**) নিশ্চিতরূপে (**জাতস্য**) উৎপত্তি [জন্ম নেওয়া] পদার্থের (**ধ্রুবঃ**) অবশ্যই (**মৃত্যুঃ**) নাশ হবে (**চ**) এবং (**মৃতস্য**) নাশ হওয়া [মৃত] পদার্থের (**ধ্রুবঃ, জন্ম**) অবশ্যই জন্ম হবে (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**অপরিহার্যে**) এই অক্ষয়যুক্ত (**অর্থে**) অর্থে (**ন, ত্বং, শোচিতুং, অর্হসি**) তোমার শোক করা উচিত নয়।
~~~~~~

~~~~~~

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে জন্ম নেওয়া পদার্থের অবশ্যই নাশ হবে এবং নাশ হওয়া পদার্থের অবশ্যই জন্ম হবে, এইজন্য এই অক্ষয়যুক্ত অর্থে তোমার শোক করা উচিত নয়।

সং – এখন অন্য প্রকারে শোকাভাব কথন করছে —

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ৷
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — অব্যক্তাদীনি। ভূতানি। ব্যক্তমধ্যানি। ভারত।
অব্যক্ত। নিধনানি। এব। তত্র। কা। পরিদেবনা।

পদার্থ – **(ভারত)** হে ভারত ! **(ভূতানি)** সকল জীব **(অব্যক্তাদীনি)** উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্তরূপ এবং **(ব্যক্তমধ্যানি)** মধ্যে ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোচর হয়ে **(অব্যক্তনিধনানি)** শেষে পুনরায় অব্যক্তরূপ হয়ে যায় **(তত্র)** এই অবস্থায় **(কা, পরিদেবনা)** শোক করা বৃথা।

সরলার্থ – হে ভারত ! সকল জীব উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্তরূপে এবং মধ্যে ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোচর হয়ে শেষে পুনরায় অব্যক্তরূপ হয়ে যায়, এই অবস্থায় শোক করা বৃথা।

ভাষ্য – শঙ্করভাষ্যে এর অর্থ এরূপ করা হয়েছে যে, মিথ্যা ভ্রান্তিভূত বিশ্ববর্গের কী শোক করবে এবং এই অর্থকে মধুসূদন স্বামী অবলম্বন করেছেন, যেরূপ "**তথাচাজ্ঞানকল্পিত-ত্বেন তুচ্ছান্যাকাশাদি ভূতন্যুদিশ্য শোকো নোচিতঃ**" = অজ্ঞান থেকে কল্পনা করা যে অবিদ্যা রয়েছে তার থেকে এই সম্পূর্ণ সংসার উৎপন্ন হয়েছে এইজন্য এর শোক করা উচিত নয়। আমাদের বিচারে তো সমস্ত শোকের আধার এদের ব্রহ্মই হয়ে যায়, যাঁকে আচ্ছাদন করে অজ্ঞান এই নানাবিধ শোক মোহাদি দুঃখজাত এর রাশি এই সংসারে উৎপন্ন করে দিয়েছে। যাঁদের মতে ব্রহ্মের মোহ হয়ে যায় তাঁদের মতে জীবকে মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাবার তো কথাই নেই।

প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোক কার্য যে শরীরাদি রয়েছে তাদের অনিত্যতাকে প্রতিপাদন করে, মায়াবাদীদের মায়াকৃত মোহকে নয়। কেননা পরবর্তী শ্লোকে জীবাত্মার নিত্যতা এবং শরীরের অনিত্যতার কথন রয়েছে।
~~~~~~

~~~~~~

আচার্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ৷
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ৷৷ ২৯ ৷৷

পদ — আশ্চার্যবৎ। পশ্যতি। কশ্চিৎ। এনং আশ্চর্যবৎ।
বদতি। তথা। এব। চ। অন্যঃ। আশ্চর্যবৎ। চ। এনং। অন্যঃ।
শৃণোতি। শ্রুত্বা। অপি। এনং। বেদ। ন। চ। এব। কশ্চিৎ।

পদার্থ – (**কশ্চিৎ**) কেউ (**এনং**) এই আত্মাকে (**আশ্চর্যবৎ**) অদ্ভুতের ন্যায় (**পশ্যতি**) দেখে (**চ**) এবং (**অন্যঃ**) কেউ (**আশ্চর্যবৎ**) অদ্ভুতের ন্যায় (**এনং**) এই আত্মাকে (**শৃণোতি**) শ্রবণ করে (**চ**) এবং (**শ্রুত্বা, অপি, এনং**) শুনেও এর তত্ত্বকে (**ন, চ, এব, কশ্চিৎ, বেদ**) নিশ্চিত রূপে কেউ জানে না।

সরলার্থ – কেউ এই আত্মাকে অদ্ভুতের ন্যায় দর্শন করে এবং কেউ অদ্ভুতের ন্যায় এই আত্মাকে শ্রবণ করে এবং শুনেও এর তত্ত্বকে নিশ্চিত রূপে কেউ জানে না।

ভাষ্য – এই শ্লোক এই অভিপ্রায় থেকে কথন করা হয়েছে যে, বহুভাবে শ্রবণের পরেও কেবল শ্রবণমাত্রে আত্নার যথার্থ তত্ত্ব প্রতীত হয় ন। কেননা তা [আত্মা] অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় দুর্গম, অতএব কোনো এক ব্যক্তি শরীরকে, কেউ ইন্দ্রিয় সমূহকে এবং কেউ প্রাণ আদিকেই আত্মা মনে করে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরাদি থেকে ভিন্ন যথার্থ সাক্ষাৎকার হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর ভয় হতে থাকে। যখন ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন হয়ে শরীরাদিকে অনিত্য এবং এর সৎচিৎ স্বরূপ নিজেই নিজেকে দর্শন করে নেয় অতপর শরীরের নাশ হওয়ার ভয় থাকে না।

অদ্বৈতবাদীরা এই শ্লোককে এই প্রকার প্রয়োগ করে যে "**ব্রহ্মাঽভিন্নমপিমদ্ভিন্নমিব**" = এই জীব ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন হওয়ার পরেও একে ভিন্ন দেখা আশ্চর্য অর্থাৎ এই শ্লোককেও জীব ব্রহ্মের একতায় প্রয়োগ করেছে। কিন্তু তাঁদের এই ভাব এই শ্লোক থেকে কদাপি আসে না, কেননা পূর্বের শ্লোক এর থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। এবং আধুনিক অদ্বৈতবাদী টীকাকারগণ তো এর উপর রং লাগিয়েছে যে "**যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ**" ইত্যাদি সব উপনিষদ বাক্য যা পরমাত্মা প্রকরণে ছিল সেগুলোও
~~~~~~

এখানে সঙ্গত করে দিয়েছে এবং অবিদ্যার বশীভূত হয়ে 'যে নিজেই নিজেকে জানে না' একেই আশ্চর্য শব্দ দ্বারা কথন করেছে। কিন্তু এর এই অর্থ এখানে গন্ধমাত্রও নেই, কেননা এখানে আত্মার নিত্যতার প্রকরণ রয়েছে, যেরূপ এই পরবর্তী শ্লোকে বর্নন করা হয়েছে —

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।। ৩০ ।।

পদ — দেহী। নিত্যং। অবধ্যঃ। অয়ং। দেহে। সর্বস্য। ভারত।
তস্মাৎ। সর্বাণি। ভূতানি। ন। ত্বং। শোচিতুং। অর্হসি।

পদার্থ – হে ভারত ! (**সর্বস্য, দেহে**) সকল প্রাণীমাত্রের দেহে (**অয়ং, দেহী**) এই জীবাত্মা (**নিত্যং অবধ্যঃ**) নাশরহিত (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**সর্বাণি, ভূতানি**) সমস্ত প্রাণিদের (**ত্বং**) তুমি (**শোচিতুং**) শোক করার যোগ্য (**ন, অর্হসি**) না অর্থাৎ জীবাত্মা অবিনাশী, মরে না, এইজন্য তুমি জীব হত্যার ভয়ে ক্ষাত্রধর্মকে ত্যাগ করে ভিক্ষাদি অনুচিত বৃত্তিসমূহের আশ্রয় করো না।

সরলার্থ – হে ভারত ! সকল প্রাণীমাত্রের দেহে এই জীবাত্মা নাশরহিত এইজন্য সমস্ত প্রাণিদের তুমি শোক করার যোগ্য না অর্থাৎ জীবাত্মা অবিনাশী, মরে না, এইজন্য তুমি জীব হত্যার ভয়ে ক্ষাত্রধর্মকে ত্যাগ করে ভিক্ষাদি অনুচিত বৃত্তিসমূহের আশ্রয় করো না।

সং – এখন ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধকে পরমধর্ম কথন করা হয়েছে —

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ।। ৩১ ।।

পদ — স্বধর্মং। অপি। চ। অবেক্ষ্য। ন। বিকম্পিতুং। অর্হসি।
ধর্ম্যাৎ। হি। যুদ্ধাৎ। শ্রেয়ঃ। অন্যৎ। ক্ষত্রিয়স্য। ন। বিদ্যতে।

পদার্থ – (**চ**) এবং (**স্বধর্ম**) নিজ ধর্মকে (**অবেক্ষ্য**) দেখে (**অপি**) ও (**ন, বিকম্পিতুং, অর্হসি**) তোমার যুদ্ধে পেছনো উচিত নয়, কেননা (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**ধর্ম্যাৎ, যুদ্ধাৎ**) ধর্মযুদ্ধ থেকে (**অন্যৎ**) অন্য কিছু (**ক্ষত্রিয়স্য**) ক্ষত্রিয়ের জন্য (**শ্রেয়ঃ**) কল্যানের মার্গ (**ন, বিদ্যতে**) বিদ্যমান নেই।

সরলার্থ – এবং নিজ ধর্মকে দেখেও তোমার যুদ্ধে পেছনো উচিত নয়, কেননা নিশ্চিত রূপে ধর্মযুদ্ধ থেকে অন্য কিছু ক্ষত্রিয়ের জন্য কল্যানের মার্গ বিদ্যমান নেই।

ভাষ্য – এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ক্ষাত্রধর্ম এর দৃঢ়তার জন্য গীতার উপক্রম রয়েছে, মায়াবাদীদের মনোরথের অদ্বৈতবাদ তথা মনোরথমাত্রে সর্বত্যাগরূপ সন্ন্যাসের জন্য নয়।

যেই ক্ষাত্রধর্মকে স্বধর্ম বলা হয়েছে তার বর্ণন মহাভারতে এই প্রকারে রয়েছে যে –

(১) **ব্রাহ্মণানাং যথা ধর্মো দানমধ্যয়নং তপঃ।**
ক্ষত্রিয়াণাং তথা কৃষ্ণ সমরে দেহপাতনম্॥ [মহাভারত শান্তিপর্ব ৫৫/১৪]

(২) **যথা হি রশ্ময়োঽশ্বস্য দ্বিরদস্যাঙ্কুশো যথা।**
নরেন্দ্র ধর্মো লোকস্য তথা প্রগ্রহণং স্মৃতম্॥ [মহা০ শা০ ৫৬/৫]

(৩) **অধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যৈষঃ যচ্ছয্যামরণং ভবেৎ।**
বিসৃজন্ শ্লেষ্মমূত্রাণি কৃপণং পরিদেবয়ন্॥ [মহা০ শা০ ৯৭/২৩]

(৪) **অবিক্ষতেন দেহেন প্রলয়ং যোঽধিগচ্ছতি।**
ক্ষত্রিয়া নাস্য তৎকর্ম প্রশংসন্তি পুরাবিদঃ॥ [মহা০ শা০ ৯৭/২৪]

(৫) **ন গৃহে মরণং তাত ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে।**
শৌটীরাণামশৌটীর্যমধর্মং কৃপণং চ তৎ॥ [মহা০ শা০ ৯৭/২৫]

অর্থ (১) – যেই প্রকার ব্রাহ্মণের ধর্ম যজ্ঞ, দান, তপ করা সেই প্রকার ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধে দেহত্যাগ করা।

অর্থ (২) – যেই প্রকার ঘোড়াকে রশি স্থির রাখে এবং যেই প্রকার মত্ত হাতিকে অংকুশ বশে রাখে সেই প্রকার ক্ষাত্রধর্ম লোকমর্যাদার স্থিরতার কারণ।

অর্থ (৩) – ক্ষত্রিয়ের জন্য এটা মহাঅধর্ম যে, অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে মরা যেখানে শ্লেষ্ম মল মূত্রাদি ত্যাগ দ্বারা অতি কৃপণতা থেকে দেহ ত্যাগ হয়।

অর্থ (৪) – যে ক্ষত্রিয় ক্ষত থেকে রহিত দেহ ত্যাগ করে অর্থাৎ বিনা শস্ত্র প্রহারে মরে তাকে প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় বলতো না।

অর্থ (৫) – গৃহে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের জন্য প্রশংসা নয় কিন্তু এরূপ মৃত্যু নিন্দিত থেকে নিন্দিত অধর্ম এবং অতি কাপুরুষতার কার্য মনে করা হয়।

এই ক্ষাত্রধর্ম যা কৃষ্ণজী বলেছেন "**স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি**" = তুমি স্বধর্মকে দেখেও ভীরু হতে পারো না, কেননা তোমার স্বধর্ম যুদ্ধে মৃত্যুকেই কল্যান মান্য করে, এবং এই যুদ্ধ তোমাকে তোমার পূর্ব পুণ্যের প্রতাপ থেকে উপস্থিত হয়েছে।

য়দৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ।। ৩২ ।।

পদ — যদৃচ্ছয়া। চ। উপপন্নং। স্বর্গদ্বারং। অপাবৃতম্।
সুখিনঃ। ক্ষত্রিয়াঃ। পার্থ। লভন্তে। যুদ্ধং। ঈদৃশম্।

পদার্থ – (**পার্থ**) হে পার্থ ! এই যুদ্ধ (**যদৃচ্ছয়া**) হঠাৎ (**উপপন্নং**) প্রাপ্ত (**স্বর্গদ্বারং, অপাবৃতং**) উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার (**যুদ্ধং, ঈদৃশং**) এইরকম যুদ্ধকে (**সুখিনঃ, ক্ষত্রিয়াঃ**) বড় পুণ্যাত্মা ক্ষত্রিয়গণ সুখ দ্বারা (**লভন্তে**) লাভ করে।

সরলার্থ – হে পার্থ ! এই যুদ্ধ হঠাৎ প্রাপ্ত উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার, এইরকম যুদ্ধকে বড় পুণ্যাত্মা ক্ষত্রিয়গণ সুখ দ্বারা লাভ করে।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ।। ৩৩ ।।

পদ — অথ। চেৎ। ত্বং। ইমং। ধর্ম্যং। সংগ্রামম্। ন। করিষ্যসি।
ততঃ। স্বধর্ম। কীর্তিং। চ। হিত্বা। পাপং। অবাপ্স্যসি।

পদার্থ – (**অথ, চেৎ**) যদি তুমি (**ধর্মে**) এই ধর্মপূর্বক (**সংগ্রামং**) যুদ্ধকে (**ন, করিষ্যসি**) না করো (**ততঃ**) তাহলে (**স্বধর্ম**) নিজ ধর্ম (**চ**) এবং (**কীর্তি**) নিজ কীর্তিকে (**হিত্বা**) নাশ করে (**পাপং**) পাপকে (**অবাপ্স্যসি**) প্রাপ্ত হবে।

~~~~~~

সরলার্থ – যদি তুমি ধর্মপূর্বক এই যুদ্ধকে না করো তাহলে নিজ ধর্ম এবং নিজ কীর্তিকে নাশ করে পাপকে প্রাপ্ত হবে।

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ৷
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ৷৷ ৩৪ ৷৷

পদ — অকীর্তিং। চ। অপি। ভূতানি। কথয়িষ্যন্তি। তে। অব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য। চ। অকীর্তিঃ। মরণাৎ। অতিরিচ্যতে।

পদার্থ – **(চ)** এবং **(ভূতানি)** লোকেরা **(তে)** তোমার **(অকীর্তি)** অপযশকে **(অব্যয়াং)** সর্বদা **(কথয়িষ্যন্তি)** কথন করবে **(চ)** আর **(সম্ভাবিতস্য)** সম্মানিত ব্যক্তির অপকীর্তি **(মরণাৎ, অতিরিচ্যতে)** মৃত্যু থেকেও অধিক হয়ে থাকে।

সরলার্থ – এবং লোকেরা তেমার অপযশকে সর্বদা কথন করবে আর সম্মানিত ব্যক্তির অপকীর্তি মৃত্যু থেকেও অধিক হয়ে থাকে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ৷
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ৷৷ ৩৫ ৷৷

পদ — ভয়াৎ। রণাৎ। উপরতং। মংস্যন্তে। ত্বাং। মহারথাঃ।
যেষাং। চ। ত্বং। বহুমতঃ। ভূত্বা। যাস্যসি। লাঘবম্।

পদার্থ – **(মহারথাঃ)** যোদ্ধাগণ **(ত্বাং)** তোমাকে **(ভয়াৎ)** ভয়ভীত হয়ে **(রণাৎ, উপরতং)** রণক্ষেত্র থেকে পলাতক **(মংস্যন্তে)** মনে করবে **(চ)** এবং **(যেষাং)** যাঁদের মধ্যে **(ত্বং)** তুমি **(বহুমতঃ, ভূত্বা)** বৃহত্তম তাদের মধ্যে **(লাঘবং)** ক্ষুদ্রতাকে **(যাস্যসি)** প্রাপ্ত হবে।

সরলার্থ – যোদ্ধাগণ তোমাকে ভয়ভীত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে পলাতক মনে করবে এবং যাঁদের মধ্যে তুমি বৃহত্তম তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতাকে প্রাপ্ত হবে।
~~~~~~

~~~~~~

অবাচ্যবাদানংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ।। ৩৬ ।।

পদ — অবাচ্যবাদান্। চ। বহূন্। বদিষ্যন্তি। তব। অহিতাঃ।
নিন্দন্তঃ। তব। সামর্থ্যং। ততঃ। দুঃখতরং। তু। কিম্।

পদার্থ – (**বহূন্**) অনেক (**অবাচ্যবাান্**) কুবাক্য বচনকে (**তব**) তোমার (**অহিতাঃ**) শত্রু (**বদিষ্যন্তি**) কথন করবে অর্থাৎ কেউ বলবে যে, অর্জুন বাস্তবে ক্ষত্রিয় ছিল না, কেউ বলবে ভীরু ছিল, ইত্যাদি (**তব**) তোমার (**সামর্থ্যং**) সামর্থের (**নিন্দন্তঃ**) নিন্দাও করবে (**ততঃ**) এর চেয়ে (**দুঃখতরং**) অধিক দুঃখ আর কী।

সরলার্থ – অনেক কুবাক্য বচনকে তোমার শত্রু কথন করবে। কেউ বলবে যে, অর্জুন বাস্তবে ক্ষত্রিয় ছিল না, কেউ বলবে ভীরু ছিল ইত্যাদি। তোমার সামর্থের নিন্দাও করবে, এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর কী।

হতো বাং প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।। ৩৭ ।।

পদ — হতঃ। বা। প্রাপ্স্যসি। স্বর্গং। জিত্বা। বা। ভোক্ষ্যসে। মহীম্।
তস্মাৎ। উত্তিষ্ঠ। কৌন্তেয়। যুদ্ধায়। কৃতনিশ্চয়ঃ।

পদার্থ – (**হতঃ, বা**) যদি তুমি মারা যাও তো (**স্বর্গং**) স্বর্গকে (**প্রাপ্স্যসি**) প্রাপ্ত হবে (**জিত্বা, বা**) যদি জয়ী হও তো (**মহীং**) পৃথিবীকে (**ভোক্ষ্যসে**) ভোগ করবে (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**কৌন্তেয়**) হে কুন্তীপুত্র অর্জুন ! (**কৃতনিশ্চয়ঃ**) নিশ্চয় যুক্ত হয়ে (**যুদ্ধায়**) যুদ্ধের জন্য (**উত্তিষ্ঠ**) ওঠ।

সরলার্থ – যদি তুমি মারা যাও তো স্বর্গকে প্রাপ্ত হবে, যদি জয়ী হও তো পৃথিবীকে ভোগ করবে। এইজন্য হে কুন্তীপুত্র অর্জুন ! নিশ্চয় যুক্ত হয়ে যুদ্ধের জন্য ওঠ।
~~~~~~

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ৷
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ৷৷ ৩৮ ৷৷

পদ — সুখদুঃখে। সমে। কৃত্বা। লাভালাভৌ। জয়াজয়ৌ।
ততঃ। যুদ্ধায়। যুজ্যস্ব। ন। এবং। পাপং। অবাপ্স্যসি।

পদার্থ – (**সুখদুঃখে**) সুখ, দুঃখ (**লাভালাভৌ**) লাভ, ক্ষতি (**জয়াজয়ৌ**) জয়, পরাজয় (**সমে, কৃত্বা**) সমান মনে করে (**যুদ্ধায়**) যুদ্ধের জন্য (**যুজ্যস্ব**) প্রস্তুত হও (**এবং**) এই প্রকারে তুমি (**পাপং**) হিংসারূপ পাপকে (**ন, অবাপ্স্যসি**) প্রাপ্ত হবে না অর্থাৎ যখন তুমি ক্ষাত্রধর্মের মর্যাদাকে পালন করবে এবং দুর্যোধনের মতো আততায়ীদের বধ করার জন্য উদ্যত হবে তো তেমার পাপ হবে না, কেননা আততায়ীর বধ করা বৈদিক লোকেদের জন্য পাপ নয়।

সরলার্থ – সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জয়-পরাজয় সমান মনে করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এই প্রকারে তুমি হিংসারূপ পাপকে প্রাপ্ত হবে না অর্থাৎ যখন তুমি ক্ষাত্রধর্মের মর্যাদাকে পালন করবে এবং দুর্যোধনের মতো আততায়ীদের বধ করার জন্য উদ্যত হবে তো তেমার পাপ হবে না, কেননা আততায়ীর বধ করা বৈদিক লোকেদের জন্য পাপ নয়।

ভাষ্য – গীতায় এই স্বধর্মের উপদেশ অর্জুনকে তাত্ত্বিক রূপে করা হয়েছে মিথ্যা নয়, এই ক্ষাত্রধর্মের ভাবকে কে অন্যথা লেপন করতে পারে এবং এই সত্যকে কে লুকাতে পারে, এটা সেই স্থান যেখানে মায়াবাদীদের মায়ার মোহজাল মনোরথমাত্রও চলতে পারে না এবং না তো অদ্বৈতবাদের অর্থের গন্ধমাত্রও উক্ত শ্লোকে কেউ নিয়ে আসতে পারে। সত্য ইহা, সত্যকে কে লুকাতে পারে এবং মিথ্যাকে সত্য কে বানাতে পারে। এইজন্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্য মায়াবাদীরাও বিনা সংকোচ করে ক্ষাত্রধর্মপরক'ই করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে এতটুকু মায়াবাদের মোহ যুক্ত করেছেন যে "**নৈবং যুদ্ধং কুর্বন্ পাপমবাপ্স্যসি, ইত্যেষ উপদেশঃ প্রাসংগিকঃ**" [গীতা ২/১৮ শং০ ভা০] উক্ত ক্ষাত্রধর্মের পূর্ণ করতে পাপকে প্রাপ্ত হয় না, এই কথা প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ গীতায় মুখ্য প্রসঙ্গ কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসী বানানোর বা সমস্ত কিছুকে ব্রহ্ম বানিয়ে দেওয়ার এবং ক্ষাত্রধর্ম প্রসঙ্গ সঙ্গতি দ্বারা কথন করা হয়েছে।

~~~~~~

স্বামী শঙ্করাচার্যজীর উক্ত লেখনী গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ, কেননা গীতায় মুখ্য প্রসঙ্গ অর্জুনের ভেঙে পড়া মনকে উঠানো অর্থাৎ বলবান করা এবং প্রসঙ্গসঙ্গতি থেকে বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্মও এর মধ্যে সঙ্গত। এই প্রসঙ্গসঙ্গতি তে শম-দম প্রধান মুনিদের মোক্ষধর্মও নিরূপণ করা হয়েছে, কিন্তু মুখ্য ধর্ম "**স্বধর্মমপিচাবেক্ষ্য**" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা অর্জুনকে স্বধর্মে স্থিত করা।

ননু – যদি এই গ্রন্থে মুখ্য ক্ষাত্রধর্মই হয় তো জ্ঞানযোগ তথা মোক্ষ ধর্মের অধিক উপদেশ কেন করা হলো ? এর উত্তর এই যে, যাঁরা মহাভারত পাঠ করেছে তাঁরা জ্ঞাত হবেন যে, এই গ্রন্থ মুখ্যত ক্ষাত্রধর্মকে বর্ণন করে এবং প্রসঙ্গসঙ্গতি থেকে অন্য ধর্মও এর মধ্যে সঙ্গত রয়েছে। কেননা গীতা মহাভারতরূপ সাগরের একটি বিন্দুমাত্র। এইজন্য এর মধ্যে বর্ণন করা জ্ঞানযোগাদি ধর্ম মুখ্য বলা যায় না। এবং স্বামী শঙ্করাচার্যের মতে সংসার থেকে নিবৃত্তির জন্য গীতা শাস্ত্রের উপক্রম রয়েছে, এটাও ঠিক নয় কিন্তু অভ্যুদয় তথা নিঃশ্রেয়স এই দুইয়ের জন্য গীতা শাস্ত্রের উপদেশ করা হয়েছে। অভ্যুদয় = এই পৃথিবীর ঐশ্বর্য, যা ক্ষাত্রধর্ম ব্যাতিত সর্বথা অসম্ভব, এইজন্য কৃষ্ণজী লোক মর্যাদার একমাত্র মূল ক্ষাত্রধর্মকে প্রারম্ভে দৃঢ় করেছেন। এর দৃঢ়তার জন্য "**নৈনং চ্ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি**" ইত্যাদি আত্মজ্ঞানের আদেশ রয়েছে এবং এর দৃঢ়তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে "**স্বধর্মমপিচাবেক্ষ্য**" ইত্যাদি উপদেশ করেছেন।

অধিক আর কি, ক্ষাত্রধর্ম প্রমুখ প্রারম্ভ এই গ্রন্থের ভূষণ, যাকে মিথ্যা বলে মায়াবাদীরা নষ্ট করে দিয়েছে এবং নিজেদের মায়ার মনোরথে সম্পূর্ণ ভারতকে মিথ্যার্থ ভূমি বানিয়ে দিয়েছে, এবং ক্ষাত্রধর্মের প্রকরণে যে "**নৈনংচ্ছিন্দন্তিশস্ত্রাণি**" কথন করেছে তা সাংখ্যমতি, যাঁকে প্রাপ্ত করে অর্জুন জম্বুক থেকে মৃগেন্দ্র হয়ে যায়, আর একেই নিত্য-অনিত্য বস্তুর বিবেক বলে। যেই বিবেক অর্জুনের বিবেককে মূহুর্তের মধ্যে পরিবর্তন করে দিয়েছে ।

সং – এখন এর দৃঢ় অনুষ্ঠানের জন্য কর্মযোগের কথন করেছে —

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ৷
বুদ্ধয়া যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ৷৷ ৩৯ ৷৷
~~~~~~

পদ — এষা। তে। অভিহিতা। সাংখ্যে। বুদ্ধিঃ। যোগে। তু। ইমাং। শৃণু। বুদ্ধয়া। যুক্তঃ। যয়া। পার্থ। কর্মবন্ধং। প্রহাস্যসি।

পদার্থ – **(পার্থ)** হে পার্থ ! **(তে)** তোমার জন্য **(এষা)** এই **(সাংখ্যে)** সাংখ্য = সদ্বিবেচনের বিষয়ে **(বুদ্ধিঃ)** জ্ঞানযোগের উপদেশ করলাম এবং এখন **(যোগে, তু, ইমাং, শৃণু)** কর্মযোগ বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করো **(যয়া, বুদ্ধয়া)** যেই বুদ্ধি দ্বারা **(যুক্তঃ)** যুক্ত হয়ে তুমি **(কর্মবন্ধং)** কর্মবন্ধন থেকে **(প্রহাস্যসি)** মুক্ত হয়ে যাবে।

সরলার্থ – হে পার্থ ! তোমার জন্য এই সদ্বিবেচনের বিষয়ে জ্ঞানযোগের উপদেশ করলাম এবং এখন কর্মযোগ বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করো, যেই বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

ভাষ্য – এখানে "**কর্মবন্ধং**" পদ দ্বারা সকাম কর্মের বন্ধন অভিপ্রেত হয়েছে, কর্মমাত্রের নয়। কেননা শাস্ত্রে জিজ্ঞাসুর জন্য নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠানে বিধান করা হয়েছে। যেরূপ [গীতা ৩/৮] মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে যে, তোমার নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য এবং এই অভিপ্রায় থেকে [যজু০ ৪০/২] মধ্যে বিধান করা হয়েছে যে, মনুষ্যকে সমগ্রজীবন সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

শঙ্করভাষ্যে এর অর্থ করা হয়েছে "**কর্মণৈব ধর্মাঽধর্মাখ্যো বন্ধঃ কর্মবন্ধঃ তং প্রহাস্যসি ঈশ্বরপ্রসাদ নিমিত্তং জ্ঞানং প্রাপ্তোরিত্যভিপ্রায়ঃ**" = যিনি ধর্ম এবং অধর্মরূপ কর্মের সহিত বন্ধনে থাকেন তাঁর নাম "কর্মবন্ধ" এবং তিনি ঈশ্বরের কৃপা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া জ্ঞান থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়।

মধুসূদন স্বামী এর অর্থ করেছেন যে "**অত্যন্তমলিনান্তঃকরণত্বাৎ বহিরঙ্গসাধনং কর্মৈত্বযাঽনুষ্ঠেয়ং নাধুনাশ্রবণাদিযোগ্যতাপিতবজাতা**" = হে অর্জুন ! তেমাকে এখনো বহিরঙ্গ সাধনরূপ যে কর্ম রয়েছে সেগুলোর যে অধিকার রয়েছে, কেননা তোমার মধ্যে এখনো শ্রবণাদির যোগ্যতা নেই। অস্তু। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, অর্জুনের মলিন অন্তঃকরণযুক্ত হওয়ায় প্রথমে কর্মেরই অধিকারী মনে করা হয়েছে তো পুনরায় "**বুদ্ধয়াযুক্তোযয়াপার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি**" = এই বুদ্ধি দ্বারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে

~~~~~~

যাবে। এই প্রকার কর্মযোগকে জ্ঞানযোগ থেকে শ্রেষ্ঠ কেন কথন করা হয়েছে ? এর উত্তর মায়াবাদীরা এইরূপে দেয় যে, কর্ম দ্বারা জ্ঞানের প্রতিবন্ধরূপ পাপ দূর করা হয়, এই অভিপ্রায় থেকে বলা হয়েছে এই কর্মযোগ থেকে কর্মের বন্ধনকে ত্যাগ করবে, ইত্যাদি। মায়াবাদীদের অনেক কল্পনা এখানে কাজে দিতে পারে নি, এখানে তো মহর্ষি ব্যাস জ্ঞান থেকে কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ করে দিয়েছেন যা পূর্ব জ্ঞানরূপী সাংখ্য বুদ্ধিকে বর্ণন করে পুনরায় কর্ম থেকে বন্ধনের নিবৃত্তিকে কথন করেছে, মায়াবাদীদের মতে কর্মের প্রতিষ্ঠা জ্ঞান থেকে অনেক কম, এখান পর্যন্ত যে "**কর্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে**" ইত্যাদি বাক্যের উপর জোর দেওয়া যায় যে, কর্মের ফল অনিত্য, তাহলে এখানে কর্মকে বন্ধনেরর নিবৃত্তির মুখ্য কারণ কিভাবে মানা হলো। আমাদের মতে তো জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয়, যার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কেননা জ্ঞান জ্ঞান হবার পর অনুষ্ঠানরূপ কর্ম থেকেই বন্ধনের নিবৃত্তি হয়।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ৷
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ৷৷ ৪০ ৷৷

পদ — ন। ইহ। অভিক্রমনাশঃ। অস্তি। প্রত্যবায়ঃ। ন। বিদ্যতে।
স্বল্পং। অপি। অস্য। ধর্মস্য। ত্রায়তে। মহতঃ। ভয়াৎ।

পদার্থ – **(ইহ)** এই কর্মযোগে **(অভিক্রমনাশঃ)** যেই ফলের কর্ম থেকে প্রারম্ভ করা যায় তাকে "অভিক্রম" বলে অর্থাৎ এই কর্মযোগ এর প্রারম্ভ করেই যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তো এর মধ্যে অন্য কার্যের মতো অসম্পূর্ণ থাকার দোষ লাগে না **(প্রত্যবায়ঃ)** "প্রত্যবায়" সেই পাপকে বলে যা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম না করায় লাগে। এই প্রত্যয়বাদ এই কর্মযোগে লাগে না **(স্বল্পং)** সামান্য **(অপি)** ও এই কর্মযোগরূপ ধর্মের অংশ পালন করা যায় তো তাও **(মহতঃ)** বৃহৎ **(ভয়াৎ)** ভয় থাকে **(ত্রায়তে)** রক্ষা করে।

সরলার্থ – এই কর্মযোগে, যেই ফলের কর্ম থেকে প্রারম্ভ করা যায় তাকে "অভিক্রম" বলে অর্থাৎ এই কর্মযোগ এর প্রারম্ভ করেই যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তো এর মধ্যে অন্য কার্যের মতো অসম্পূর্ণ থাকার দোষ লাগে না। "প্রত্যবায়" সেই পাপকে বলে যা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম না করায় লাগে। এই প্রত্যয়বাদ এই কর্মযোগে লাগে না। সামান্যও এই কর্মযোগরূপ ধর্মের অংশ পালন করা যায় তো তাও ভয় থাকে রক্ষা করে।
~~~~~~

সং – ননু, তোমাদের কর্মযোগের তো অনেক ভাগ রয়েছে, কেউ সাকার উপাসনাকে কর্মযোগ বলে, কেউ নানাবিধ কর্মকাণ্ডরূপ পশুমেধাদিকে কর্মযোগ বলে, এইরকম অবস্থায় কর্মযোগ বৃহৎ ভয় থেকে কিভাবে রক্ষা করতে পারে? উত্তর —

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দনঃ ৷
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ৷৷ ৪১ ৷৷

পদ — ব্যবসায়াত্মিকা । বুদ্ধিঃ । একা । ইহ । কুরুনন্দনঃ ।
বহু । শাখাঃ । হি । অনন্তাঃ । চ । বুদ্ধয়ঃ । অব্যবসায়িনাম্ ।।

পদার্থ – (**কুরুনন্দন**) হে কুরু বংশকে আনন্দিতকারী অর্জুন ! (**হি**) অবশ্যই (**ব্যাবসায়াত্মিকাঃ**) নিশ্চয়াত্মিক (**বুদ্ধিঃ**) বুদ্ধি (**ইহ**) এই সংসারে (**একা**) এক (**চ**) এবং (**অব্যবসায়িতং**) অনিশ্চয়াত্মিক ব্যক্তির (**বহুশাখাঃ**) অনেক শাখাধারী (**বুদ্ধয়ঃ**) বুদ্ধিও (**অনন্তাঃ**) বিবিধ প্রকারের হয়।।

সরলার্থ – হে কুরু বংশকে আনন্দিতকারী অর্জুন ! অবশ্যই নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি এই সংসারে এক এবং অনিশ্চয়াত্মিক ব্যক্তির অনেক শাখাধারী বুদ্ধিও বিবিধ প্রকারের হয়।।

ভাষ্য – এই নিশ্চয়াত্মিক কর্মযোগ কে বেদ এইভাবে বিধান করে যে—

বেদাহমেতং পুরুষংমহান্তমাদিত্যবর্ণতমসঃ পরস্তাৎ।
তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থাবিদ্যতেঽয়নায় ॥
[যজুর্বেদ ৩১/১৮]

অর্থ – সেই পরমাত্মাকে জেনে ব্যক্তি মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান থেকে ভিন্ন তাঁকে প্রাপ্তির অন্য কোনো মার্গ নেই । “**একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবং বিরজঃ পরাকাশাদজ আত্মা মহান্ধ্রুবঃ**” [বৃহদা০ ৪/৪/২০] = এক ভাব থেকেই সেই পরমাত্মা দ্রষ্টব্য, যিনি দ্রুব = একরস, বিজর = বিকার রহিত “**মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য় ইহ নানেব পশ্যতি**” [কঠ০ ২/১/১০] “**অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতিবেদচেৎ**” [তৈত্তি০ ব্রহ্মা০ ৬/১] ইত্যাদি অনেক বেদ উপনিষদের বাক্য এই কর্মযোগ জ্ঞানের অনুষ্ঠানরূপ মুক্তির সাধনকে একই বলেছে, এই পরমাত্ম বিষয়ক একত্বনিষ্ঠ ভাবকে ত্যাগ করে শঙ্করভাষ্যাদি ভাষ্যে

আরও অর্থ করেছে যা এই প্রকরণের সাথে সম্বন্ধিত নয়। হ্যাঁ এতটুকু সম্বন্ধযুক্ত যে তিনিও এক যথাবস্থিত বুদ্ধি মান্য করে কাম্য কর্মের স্বর্গাদি ফলের খণ্ডন করেছেন অর্থাৎ ক্রিয়া বিশেষধারী তথা অভ্যাসমাত্র থেকে ফল প্রদানকারী বিবিধ বুদ্ধি তিনি বলপূর্বক খণ্ডন করেছেন যা সঠিক নয়, যেরূপ এই পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্ট করছে —

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ৷
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ৷৷ ৪২ ৷৷

পদ — যাং । ইমাং । পুষ্পিতাং । বাচং । প্রবদন্তি । অবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ । পার্থ । ন । অন্যৎ । অস্তি । ইতি । বাদিনঃ ।।

পদা০- (**বেদবাদরতাঃ**) বেদের মর্মকে না জেনে (**অবিপশ্চিতঃ**) বিবেক বর্জিত ব্যক্তি (**য়াং, ইমাং**) এই (**বাচং**) বেদরূপ বাণীকে (**পুষ্পিতাং**) অর্থবাদরূপ কথন করে, হে অর্জুন ! সে সমস্ত লোক (**ন, অন্যৎ অস্তি**) বেদে অন্য কোনো পরমার্থের উপদেশ নেই (**ইতি, বাদিনঃ**) এই প্রকার মনে করে অর্থাৎ বেদের তত্ত্বকে না বুঝে অজ্ঞানী ব্যক্তি বিবিধ অর্থাভাস করে ।

সরলার্থঃ বেদের মর্মকে না জেনে বিবেক বর্জিত ব্যক্তিরা এই বেদরূপ বাণীকে অর্থবাদরূপ কথন করে। হে অর্জুন ! সে সমস্ত লোকেরা বেদে অন্য কোনো পরমার্থের উপদেশ নেই এই প্রকার মনে করে অর্থাৎ বেদের তত্ত্বকে না বুঝে অজ্ঞানী ব্যক্তিরা বিবিধ অর্থাভাস করে ।।

ভাষ্য – বেদের অর্থাভ্যাসে রত ব্যক্তিগণ এটাই মনে করে যে, সমস্ত মনোরথ যজ্ঞাদি কাম্যকর্মো থেকেই সিদ্ধ হয় অন্য পুরুষার্থের আবশ্যকতা নেই, যেরূপ কোনো এক যজ্ঞের ফল পুত্র প্রাপ্তি মনে করে এবং কোনো যজ্ঞের ফলে বৃষ্টি হয়, যেমনটি সোম যজ্ঞের ফল ব্রহ্মহত্যাদি পাপকে দূর কারী মনে করা হয়, এবং অন্য অনেক ব্যক্তিও বেদকে না বুঝে যজ্ঞে পশুবলি আছে এমনটা মনে করে। এই প্রকার বেদ বাক্যে ফুলের ন্যায় এই বাণীকে পুষ্পিত বলে কিন্তু বাস্তবে এরমধ্যে এইরকম কোনো তত্ত্ব নেই।

~~~~~~

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ।। ৪৩ ।।

পদ — কামাত্মানঃ । স্বর্গপরাঃ । জন্মকর্মফলপ্রদাং ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং । ভোগৈশ্বর্য্যগতিং । প্রতি ।।

পদার্থ – **(কামাত্মানঃ)** সেই সমস্ত লোক কামাত্মা অর্থাৎ তাঁদের আত্মায় কামনা রয়েছে **(স্বর্গপরাঃ)** এবং তাঁরা স্বর্গকেও প্রার্থনাকারী, এইজন্য তাঁরা এরূপ বাণীর শরণ নেয় যা **(জন্মকর্মফলপ্রদাং)** জন্মরূপী কর্মের ফল প্রদাতা। পুনরায় কিরকম ? **(ক্রিয়াবিশেষ-বহুলাং)** ক্রিয়ার যে বিশেষতার অধিকতা রয়েছে যাঁর অর্থাৎ ব্যার্থ ক্রিয়ার অধিকতা যাঁর মধ্যে **(ভোগৈশ্বর্য্যগতিং, প্রতি)** ভোগ এবং ঐশ্বর্যের গতির জন্য এইরূপ বাণীর আশ্রয় নেয়।

সরলার্থ – সেই সমস্ত লোক কামাত্মা অর্থাৎ তাঁদের আত্মায় কামনা রয়েছে) এবং তাঁরা স্বর্গকেও প্রার্থনাকারী, এইজন্য তাঁরা এরূপ বাণীর শরণ নেয় যা জন্মরূপী কর্মের ফল প্রদাতা। পুনরায় কিরকম ? ক্রিয়ার যে বিশেষতার অধিকতা রয়েছে যাঁর অর্থাৎ ব্যার্থ ক্রিয়ার অধিকতা যাঁর মধ্যে ভোগ এবং ঐশ্বর্যের গতির জন্য এইরূপ বাণীর আশ্রয় নেয়।

ভাষ্য – কামনাকারী ব্যক্তি নিজের স্বার্থের জন্য বিভিন্ন প্রকার অর্থবাদ বেদের মধ্যে কল্পনা করে নেয়, কেউ কেউ বলে এর (বেদ) পাঠ থেকে শত্রু মারা যায়, কেউ কেউ বলে এর (বেদ) পাঠ থেকে রাজ্য পাওয়া যায়, ইত্যাদি অনেক অর্থের কল্পনা করে পুরুষার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য এই রকম অর্থ থেকে অপসারণের জন্য কৃষ্ণজী অর্জুনকে পরবর্তী শ্লোকের মধ্যে নিশ্চয়াত্মিক সত্য বুদ্ধির উপদেশ করেছেন।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ।। ৪৪ ।।

পদ — ভোগৈশ্বর্য্য । প্রসক্তানাং । তয়া । অপহৃত । চেতসাং ।
ব্যবসায়াত্মিকা । বুদ্ধিঃ । সমাধৌ । ন । বিধীয়তে ।
~~~~~~

পদার্থ – (**ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং**) ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্ত (**তয়া**) সেই পুষ্পিত বাণী দ্বারা (**অপহৃতচেতসাং**) মন যাঁর পরাজিত হয়ে গিয়েছে তাঁরা (**ব্যবসায়াত্মিকা, বুদ্ধিঃ**) নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি (**সমাধৌ, ন, বিধীয়তে**) পরমাত্মাায় আসক্ত করাতে পারে না।

সরলার্থ – ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্ত সেই পুষ্পিত বাণী দ্বারা মন যাঁর পরাজিত হয়ে গিয়েছে তাঁরা নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি পরমাত্মাায় আসক্ত করাতে পারে না।

ভাষ্য – যেসব ব্যক্তি ভোগ এবং ঐশ্বর্যে যুক্ত থাকে এবং পূর্বোক্ত অর্থবাদের বুদ্ধি দ্বারা যাঁর চিত্ত পরাজিত হয়েছে অর্থাৎ স্থির নয় তাঁর বুদ্ধি পরমাত্মার একত্বে কখনো স্থির হয় না, সেইসব লোক কখনো অজন্মা পরমাত্মার জন্ম বর্ণন করে, কখনো তাঁর বিবিধ শরীরের বর্ণন করে, কখনো সেই নিরাকারের অনন্ত সাকারের বর্ণনা করে, এবং সর্বদা তাঁর অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সেই পরমাত্মায় থাকে এবং বেদ ইহার সর্বথা নিষেধ করে যেরূপ "**বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং**" এই মন্ত্রে পরমাত্মার জ্ঞানকেই মুক্তির সাধারণত মানা হয়েছে এবং "**মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি**" [বৃহ০ ৪/৪/১৯] "**সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদেদং**" [বৃহ০ ৪/৫/৭] ইত্যাদি বাক্যে এই কথন করা হয়েছে যে, তিনি মরেও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় যিনি পরমাত্মাতে বৈচিত্র্য দেখেন অর্থাৎ এইরূপ পরমাত্মা নিরাকারও, সাকারও, জন্মও নেয়, মারাও যায় ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্মের যিনি আশ্রয় মান্য করে। এই প্রকার বৈদিক এবং উপনিষদ বাক্যে পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য অনিশ্চয়াত্মিক মতের নিষেধ করা হয়েছে।

সং – ননু, বেদ সেই উত্তম জিজ্ঞাসুদের বিষয় যা অজ্ঞানাদি দোষরহিত, তাহলে তার মধ্যে অর্থাভাসের সম্ভবনা না হওয়ায় বেদবাদরতা কেন বলা হয়েছে? উত্তর –

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ৷
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ৷৷ ৪৫ ৷৷

পদ — ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ। বেদাঃ। নিস্ত্রৈগুণ্যঃ। ভব। অর্জুন।
নির্দ্বন্দ্বঃ। নিত্যসত্ত্বস্যঃ। নির্যোগক্ষেমঃ। আত্মবান্।

~~~~~~

পদার্থ – তিন গুণের যে ভাব তাকে "ত্রৈগুণ্য" বলে অর্থাৎ তিন গুণযুক্ত যে পুরুষ রয়েছে তাঁর বিষয় বেদ, এইজন্য "**ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা**" বলা হয়েছে, হে অর্জুন ! মনুষ্য তিন গুণের ভাব = তিনগুণ যুক্ত, এইজন্য বেদের অর্থাভাসে ফেঁসে যায় এবং তুমি নিস্তৈগুণ্যঃ = তিন গুণ থেকে রহিত (**নির্দ্বন্দ্বঃ**) শীত, উষ্ণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি দ্বন্দ্বো থেকে রহিত (**নিত্যসত্ত্বস্থঃ**) সর্বদা সত্ত্বগুণে স্থির অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান হয়ে যাও (**নির্যোগক্ষেমঃ**) অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নাম "যোগ" এবং প্রাপ্তির রক্ষা কে "ক্ষেম" বলে অর্থাৎ এই প্রকার এর নিষ্কাম কর্ম করো যে , যাহাতে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তের রক্ষার চিন্তা না হয় (**আত্মবান্**) "*আত্মবিদ্যতে যস্য স আত্মবান্*" = তুমি আত্মিক বলবান হও।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! মনুষ্য তিনগুণ যুক্ত, এইজন্য বেদের অর্থাভাসে ফেঁসে যায়, তুমি তিনগুণ থেকে রহিত সর্বদা সত্ত্বগুণে স্থির অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান হয়ে যাও। এই প্রকারের নিষ্কাম কর্ম করো যে, যাহাতে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তের রক্ষার চিন্তা না হয় এবং এরূপে তুমি আত্মিক বলবান হও।

ভাষ্য – প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণের মধ্যে আসক্ত লোকেরা, তাঁরা অর্থাভ্যাস এবং অর্থবাদ থেকে কখনো বাঁচতে পারে না। সত্ত্বপ্রধান লোকই বেদার্থে অর্থবাদ থেকে বাঁচতে পারে। এই অভিপ্রায় থেকে "**নিত্যসত্ত্বস্থঃ**" বলা হয়েছে, এবং যে ব্যক্তি এইরূপ অর্থ করে যে, বেদ তিনগুণ যুক্ত আর তুমি তিন গুণের অতীত হয়ে যাও ; এই অর্থ ঠিক নয়। কেননা সত্ত্বও তিনগুণের মধ্যে একটি গুণ তাহলে "**নৈস্ত্রৈগুণ্য**" কিভাবে ? এইজন্য "**নিস্ত্রৈগুণ্য**" এর অর্থ সত্ত্বপ্রধান। অতএব বেদের ন্যূন্যতা এই শ্লোকে নেই কিন্তু সত্ত্বের প্রধানতার উপদেশ রয়েছে এবং এই ভাবের লেপন করার মাধ্যমে উপরোক্ত শ্লোক সঙ্গত হতে পারে, অন্যথা মোক্ষার্থের একমাত্র সাধন বেদ বলা যায়। এই স্থলে বেদের মহত্ত্ব বর্ণন করা হয়েছে, যেরূপ —

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ৷
তাবান্সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ৷৷ ৪৬ ৷৷

পদ — যাবান্। অর্থঃ। উদপানে। সর্বতঃ। সংপ্লুতোদকে।
তাবান্। সর্বেষু। বেদেষু। ব্রাহ্মণস্য। বিজানতঃ।
~~~~~~

পদার্থ – (**যাবান্**) যতটুকু (**অর্থঃ**) প্রয়োজন (**উদপানে, সর্বতঃ, সংপ্লুতোদকে**) সমস্ত দিক থেকে জল প্রবাহিত জলাশয়ে হয় অর্থাৎ কেউ তার মধ্য থেকে কৃষিক্ষেতে জল দেয়, কেউ গৌ আদিকে পান করায় আর কেউ স্বয়ং পান করে, এবং সর্ব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সেই জলাশয় পর্যাপ্ত হয়ে থাকে (**তবান্**) ততটুকুই (**সর্বেষু**) সমস্ত (**বেদেষু**) বেদে (**বিজানতঃ**) বিজ্ঞানী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে ধর্ম সমন্বিত সর্বার্থের সিদ্ধির উৎস হলো বেদ, কিন্তু মোক্ষার্থীর জন্য মোক্ষ উপযোগী বচনই উপাদেয়।

সরলার্থ – যতটুকু প্রয়োজন পরিপূর্ণ জলাশয়ের হয়ে থাকে, ততটুকুই সমস্ত বেদে বিজ্ঞানী ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে ধর্ম সমন্বিত সর্বার্থের সিদ্ধির উৎস হলো বেদ, কিন্তু মোক্ষার্থীর জন্য মোক্ষোপযোগী বচনই উপাদেয়।

সং – ননু, যখন বিজ্ঞানী ব্রাহ্মণকে কেবল মুক্তি সাধনই উপাদেয় তাহলে তাঁর কর্মের সাথে কি প্রয়োজন ? উত্তর –

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ৷
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা সে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ৷৷ ৪৭ ৷৷

পদ — কর্মণি । এব । অধিকারঃ । তে । মা । ফলেষু । কদাচন ।
মা । কর্মফলহেতুঃ । ভূঃ । মা । তে । সঙ্গঃ । অস্তু । অকর্মণি ।।

পদার্থ – (**কর্মণি**) কর্মেই (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**তে**) তোমার (**অধিকারঃ**) অধিকার (**মা, ফলেষু কদাচন**) ফলের কদাপি নয় (**মাং, কর্মফলহেতুঃ, ভূঃ**) তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না, এই ভাবে (**তে**) তোমার (**অকর্মণি**) অকর্মে (**সঙ্গঃ**) সঙ্গ (**মা, অস্তু**) হবে না।

সরলার্থ – কর্মেই কেবল নিশ্চিত রূপে তোমার অধিকার রয়েছে, ফলের কখনো নয়। তুমি কর্মফলের লোভী হয়ো না, এইভাবে কর্ম করলে কুকর্মে তোমার সঙ্গ হবে না।

ভাষ্য – পূর্ব শ্লোকে যা এই সন্দেহ হয়েছিল যে জ্ঞানী ব্রাহ্মণের জন্য মুক্তি ধন সম্বন্ধি কর্ম

থেকে ভিন্ন অন্য কর্মের আবশ্যকতা নেই, এই সন্দেহের নিবৃত্তির জন্য এই শ্লোকে এইরূপ প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, সর্বদা নিষ্কামকর্ম করা উচিত ফলের সংকল্প রেখে নয়।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ৷
সিদ্ধ্যসিদ্ধয়োঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ৷৷ ৪৮ ৷৷

পদ — যোগস্থঃ। কুরু। কর্মাণি। সঙ্গং। ত্যক্ত্বা। ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধয়োঃ। সমঃ। ভূত্বা। সমত্বং। যোগঃ। উচ্যতে।

পদার্থ – (**ধনঞ্জয়**) হে অর্জুন ! (**কর্মাণি**) কর্মকে (**যোগস্থঃ**) যোগে স্থির করে (**কুরু**) করো (**সঙ্গং, ত্যক্ত্ব**) সঙ্গ ত্যাগকরে (**সিদ্ধ্যসিদ্ধয়োঃ**) সিদ্ধি অসিদ্ধি তে অর্থাৎ কার্য সিদ্ধ হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় (**সমঃ, ভূত্বা**) সমান হয়ে যে কার্য করা হয় তার নাম "যোগ", এইজন্য বলা হয়েছে যে (**সমত্বং, যোগঃ, উচ্যতে**) উক্ত দুই অবস্থায় সমান থাকার নামই যোগ।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যোগে স্থির হয়ে কর্ম করো। সিদ্ধি-অসিদ্ধির সঙ্গ ত্যাগ করে সমান ভাবাপন্ন হয়ে কর্ম করো। উক্ত দুই অবস্থায় সমান থাকার নামই যোগ।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় ৷
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ৷৷ ৪৯ ৷৷

পদ — দূরেণ। হি। অবরং। কর্ম। বুদ্ধিযোগাৎ। ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ। শরণং অন্বিচ্ছ। কৃপণাঃ। ফলহেতবঃ।

পদার্থ – (**ধনঞ্জয়**) হে অর্জুন ! (**বুদ্ধিযোগাৎ**) নিষ্কামকর্মরূপ যোগ থেকে (**দূরেণ**) অধিক করে (**হি**) নিশ্চয়পূর্বক (**কর্ম, অবরং**) কর্ম ছোট, এইজন্য (**বুদ্ধৌ**) পরমাত্মরূপ বুদ্ধিতে (**শরণং**) আশ্রয় (**অন্বিচ্ছ**) খোঁজ, কেননা (**ফলহেতবঃ**) ফলের হেতু যে সকামকর্ম রয়েছে পুনরায় তা (**কৃপণাঃ**) কৃপণ হয়ে যাওয়ায় ফল প্রদানের জন্য সমর্থ থাকে না।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! নিষ্কামকর্মরূপ যোগ থেকে অধিক করে নিশ্চয়পূর্বক কর্ম ছোট, এইজন্য পরমাত্মরূপ বুদ্ধিতে আশ্রয় খোঁজ, কেননা ফলের হেতু যে সকাম কর্ম রয়েছে তা পুনরায় কৃপণ হয়ে যাওয়ায় ফল প্রদানের জন্য সমর্থ থাকে না।

ভাষ্য – যে পরমাত্মায় নিশ্চয় রেখে নিষ্কামকর্ম করে তাঁর জন্য সকামকর্ম তুচ্ছ, এইজন্য হে অর্জুন ! তুমি নিষ্কামকর্ম করো। এই শ্লোকের মূলভূত এই উপনিষদ বাক্য –
"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ" [বৃহদা০ ৩/৮/১০] **অর্থ** – হে গার্গী ! যিনি এই অক্ষর পরমাত্মাকে না জেনে মরে সে কৃপণ এবং যিনি জেনে এই পৃথিবীতে প্রয়াস করে সে ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে ।
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ।। ৫০ ।।

পদ — বুদ্ধিযুক্তঃ। জহাতি। ইহ। উভে। সুকৃত। দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ। যোগায়। যুজ্যস্ব। যোগঃ। কর্মসু। কৌশলং।

পদার্থ – (**বুদ্ধিঃ**) নিষ্কামকর্ম রূপ বুদ্ধি দ্বারা (**যুক্তঃ**) সংযুক্ত = নিষ্কামকর্মকারী ব্যক্তি (**সুকৃতদুষ্কৃতে**) পুণ্য, পাপ (**উভে**) উভয়কে (**জহাতিঃ**) ত্যাগ করে দেয় (**তস্মাৎ**) এইজন্য তুমি (**যোগায়**) নিষ্কামকর্মরূপী যোগের জন্য (**যুজ্যস্ব**) যুক্ত হও, কেননা (**যোগঃ**) যোগ (**কর্মসু**) কর্মের মধ্যে (**কৌশলং**) শ্রেষ্ঠ।

সরলার্থ – নিষ্কামকর্ম রূপ বুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কামকর্মকারী ব্যক্তি পুণ্য, পাপ উভয়কে ত্যাগ করে দেয় এইজন্য তুমি নিষ্কামকর্মরূপী যোগের জন্য যুক্ত হও, কেননা যোগ কর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ।। ৫১ ।।

পদ — কর্মজং। বুদ্ধিযুক্তাঃ। হি। ফলং। ত্যক্ত্বা। মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ। বিনির্মুক্তাঃ। পদং। গচ্ছন্তি। অনাময়ং।

পদার্থ – **(হি)** নিশ্চিত রূপে **(বুদ্ধিযুকৃতাঃ, মনীষিণঃ)** নিষ্কামকর্ম রূপ বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত মননশীল ব্যক্তি **(কর্মজং, ফলং, ত্যক্ত্বা)** কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া ফলকে ত্যাগ করে **(অনাময়ং)** কল্যাণরূপ **(পদং)** পদকে **(গচ্ছন্তি)** প্রাপ্ত হয়, যেরূপ " **তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ**" = সেই বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক পরমাত্মার পদকে বিদ্বানগণ সর্বদা দর্শন করেন।

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে নিষ্কামকর্ম রূপ বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত মননশীল ব্যক্তি কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া ফলকে ত্যাগ করে কল্যাণরূপ পদকে প্রাপ্ত হয়।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ৷
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ৷৷ ৫২ ৷৷

পদ — যদা। তে। মোহকলিলং। বুদ্ধিঃ। ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা। গন্তা। অসি। নির্বেদং। শ্রোতব্যস্য। শ্রুতস্য। চ।

পদার্থ – **(যদা)** যখন **(তে)** তোমার **(মোহকলিলং)** মোহরূপী কলঙ্ককে **(বুদ্ধিঃ, ব্যতিতরিষ্যতি)** বুদ্ধি ছিন্ন করে যাবে **(তদা)** তখন **(গন্তা, অসি, নির্বেদং)** তুমি নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হবে **(শ্রোতব্যস্য)** শ্রবণের যোগ্য **(চ)** এবং **(শ্রুতস্য)** যা কিছু তুমি শ্রবন করেছো অথবা শ্রবন করবে, সেই সব পদার্থ থেকে তোমার বৈরাগ্য হয়ে যাবে।

সরলার্থ – যখন তোমার মোহরূপী কলঙ্ককে বুদ্ধি ছিন্ন করে যাবে তখন নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হবে শ্রবনের যোগ্য এবং যা কিছু তুমি শ্রবন করেছো অথবা শ্রবন করবে, সেই সব পদার্থ থেকে তোমার বৈরাগ্য হয়ে যাবে।

ভাষ্য – **"অহং মমেদমিতি'** = আমি এটা, এটা আমার ; এই প্রকারের অভ্যাস যখন

~~~~~~

নিবৃত্তি হয়ে যাবে তখন তোমার বৈরাগ্য হবে। একাত্ম অভ্যাস নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য ইহা শঙ্করমতে। বৈদিকমতে নিত্যানিত্য পদার্থের বিবেকের নাম বৈরাগ্য, সংসারকে মিথ্যা মেনে নেওয়ার নাম বৈরাগ্য নয়।

সং – ননু, যোগ প্রাপ্তি কোন অবস্থায় হয় ? উত্তর —

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা ৷
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ৷৷ ৫৩ ৷৷

পদ — শ্রুতিবিপ্রতিপন্না । তে । যদা । স্থাস্যসি । নিশ্চলা ।
সমাধৌ । অচলা । বুদ্ধিঃ । তদা । যোগং । অবাপ্স্যসি ।।

পদার্থ – (**শ্রুতিবিপ্রতিপন্না**) শ্রুতি দ্বারা বিপ্রতিপন্ন = সংশয়কে প্রাপ্ত (**তে**) তোমার (**বুদ্ধিঃ**) বুদ্ধি (**য়দা**) যখন (**নিশ্চলা, স্থাস্পতি, সমাধৌ**) পরমাত্মায় নিশ্চল হবে (**তদা, য়োগং, অবাপ্স্যসি**) তখন তুমি যোগকে প্রাপ্ত হবে।

সরলার্থ – শ্রুতি দ্বারা বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ সংশয় প্রাপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন পরমাত্মা নিশ্চল হবে তখন তুমি যোগকে প্রাপ্ত হবে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে 'যোগ' পদ ভাষ্য করার যোগ্য। স্বামী শঙ্করাচার্য "**যোগংঅবাপ্স্যসি**" এর এই অর্থ করেছেন যে "**বিবেক প্রজ্ঞাসমাধিং প্রাপ্স্যসি**" বিবেকরূপ বুদ্ধিকে প্রাপ্ত হওয়ার অর্থকে যোগ বলে এবং মধুসূদন স্বামীর মতে এর অর্থ এই যে "**যোগংজীবপরমাত্মৈকলক্ষণং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্ম মখণ্ডসাক্ষাৎকারসর্বযোগফলং অবাপ্স্যসি**" = জীব এবং পরমাত্মার একরূপ হয়ে যাওয়া "**তত্ত্বমসি**" আদি বাক্য দ্বারা অখণ্ডের সাক্ষাৎকার হয় তার নাম "যোগ"। অখণ্ডার্থ এনার মতে এই বলা হয়েছে যে, ভোগত্যাগলক্ষণ দ্বারা যেরূপ "**সোহয়ংদেবদত্ত**" তে পূর্বদেশ = যেই দেশে তাঁকে দেখা গিয়েছিল এবং যেইদেশকে ত্যাগ করে দেবদত্তের শরীর মাত্রের গ্রহন হয়, এবং জীবের অল্পজ্ঞতা এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা পেরিয়ে যে এক চেতনমাত্রের গ্রহন করা যায় তার নাম "অখণ্ডার্থ", মায়াবাদিগণের এই অর্থ গীতার আশা থেকে সর্বদা বিরূদ্ধ কল্পনা করা হয়।
~~~~~~

গীতায় যোগের অর্থ অন্য বস্তুর যুক্ত হওয়ার অর্থাৎ তার সহিত সম্বন্ধ পাওয়া, যেরূপ "**পরংজ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত**" [ছান্দো০ ৮/৩/৪] = সেই পরমজ্যোতি পরমাত্মাকে পেয়ে নিজ স্বরূপ থেকে জীব স্থির হয়, এই প্রকারের স্থিরতার জন্য এখানে যোগ শব্দ এসেছে, এবং "**যোগমাত্মনঃ**" [গীতা ৬/১৯], "**যোগবিত্তমাঃ**" [গীতা ১২/১], "**যোগসংজ্ঞিতং**" [গীতা ৬/২৩], "**যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং**" [গীতা ৪/৪১], "**যোগসংসিদ্ধঃ**" [গীতা ৪/৩৮], "**যোগংসিদ্ধিং**" [গীতা ৬/৩৭], "**যোগসেবয়া**" [গীতা ৬/২০], "**যোগস্থঃ**" [গীতা ২/৪৮], "**যোগস্য**" [গীতা ৬/৪৪], "**যোগং**" [গীতা ২/৫৩] ইত্যাদি অনেক স্থানে যোগ শব্দের অর্থ অন্য বস্তুর সাথে যুক্ত হওয়া বুঝিয়েছে, তাহলে গীতায় এর অর্থ জীব ব্রহ্মের একতা কিভাবে হতে পারে।

ননু – জীব ব্রহ্মের একতাও তো এক প্রকারের যোগ'ই তাহলে "যোগ" শব্দের প্রয়োগ এখানে কেন ঘটে না ? **উত্তর** – জীব ব্রহ্মের একতাকে অদ্বৈতমতে "যোগ" বলে। এইজন্য বলা যায় না যে, এর মধ্যে জীবের জীবভাব শেষ হয়ে ব্রহ্মের সাথে একটা হয়। প্রত্যুত আত্মনিবাস বলা যেতে পারে, যদি এখানে যোগের তাৎপর্য জীব ব্রহ্মের ঐক্য হতো তো এর পরবর্তীতে স্থির প্রজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ জিজ্ঞেস করা হতো না, এর দ্রষ্টব্য থেকে পাওয়া যায় যে "**যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ**" [যোগ দর্শন ১/২] এই সূত্রের অনুকূল, এখানে এখানে যোগ দ্বারা তাৎপর্য চিত্তবৃত্তিনিরোধ এর। জীব ব্রহ্মের একতার নয়, এইজন্য অর্জুন নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো —

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ৷
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ৷৷ ৫৪ ৷৷

পদ — স্থিতপ্রজ্ঞস্য। কা। ভাষা। সমাধিস্থস্য। কেশব।
স্থিতধীঃ। কিং। প্রভাষেত। কিং। আসীত। ব্রজেত। কিম্।

পদার্থ – (**কেশব**) হে কৃষ্ণ ! (**স্থিতপ্রজ্ঞস্য**) স্থিত বুদ্ধিযুক্ত (**সমাধিস্থস্য**) সমাধিস্থ ব্যক্তির (**ভাষা**) লক্ষণ (**কা**) কী (**স্থিতধীঃ**) যাঁদের বুদ্ধি স্থির (**কিং, প্রভাষেত**) তাঁরা কিভাবে বলে (**কিং, আসীত**) কী প্রকারে স্থিরতা থেকে ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করে এবং (**কিং ব্রজেত**) ইন্দ্রিয়ের কোন কোন বিষয়কে গ্রহণ করে ?

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! স্থিত বুদ্ধিযুক্ত, সমাধিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ কী ? যাঁদের বুদ্ধি স্থির তাঁরা কিভাবে বলে, কী প্রকারে স্থিরতা থেকে ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করে এবং ইন্দ্রিয়ের কোন কোন বিষয়কে গ্রহণ করে ?

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্সর্বান্পার্থ মনোগতান্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ।। ৫৫ ।।

পদ — প্রজহাতি। যদা। কামান্। সর্বান্। পার্থ। মনোগতান্।
আত্মনি। এব। আত্মনা। তুষ্টঃ। স্থিতপ্রজ্ঞঃ। তদা। উচ্যতে।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**যদা**) যখন ব্যক্তি (**মনোগতান্**) মনে স্থিত (**সর্বান্, কামান্**) সকল কামনা সমূহকে (**প্রজহাতি**) ত্যাগকরে (**আত্মনি, এব**) আত্মায়'ই (**আত্মনা**) নিজেই নিজে (**তুষ্টঃ**) প্রসন্ন হয় (**তদা**) তখন (**স্থিতপ্রজ্ঞঃ**) স্থিতপ্রজ্ঞাযুক্ত (**উচ্যতে**) বলা যায়। এবং,,,।

সরলার্থ – হে পার্থ ! যখন ব্যক্তি মনে স্থিত সকল কামনা সমূহকে ত্যাগকরে আত্মায়'ই নিজেই নিজে প্রসন্ন হয়, তখন তাকে স্থিতপ্রজ্ঞাযুক্ত বলা যায়। এবং,,,।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
বীতরাগভয়ক্রধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ।। ৫৬ ।।

পদ — দুঃখেষু। অনুদ্বিগ্নমনাঃ। সুখেষু। বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ। ভয়ক্রোধঃ। স্থিতধীঃ। মুনিঃ। উচ্যতে।

পদার্থ – (**স্থিতধীঃ**) স্থির বুদ্ধিযুক্ত (**দুঃখেষু, অনুদ্বিগ্নমনাঃ**) দুঃখে উদাসীন না হওয়া অর্থাৎ দুঃখকে তিতিক্ষা দ্বারা সহ্যকারী (**সুখেষু**) সুখে (**বিগতস্পৃহঃ**) যাঁর ইচ্ছে দূর হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ সুখেরও ইচ্ছে না কারী (**বিতরাগভয়ক্রোধঃ**) যাঁর রাগ = বিষয়ে প্রীতি, ভয় = সেই বিষয়ের নাশ হয়ে যাবার ভীতি, ক্রোধ = যখন সেই বিষয়ের হরণের জন্য

কেউ উপস্থিত হয় তার উপর চিত্তের অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি এই রাগ, ভয়, ক্রোধাদি থেকে রহিত যে স্থির ব্যক্তি রয়েছে তাঁকে **(মুনিঃ)** মুনি **(উচ্যতে)** বলা হয়।

সরলার্থ – স্থির বুদ্ধিযুক্ত, দুঃখে উদাসীন না হওয়া অর্থাৎ দুঃখকে তিতিক্ষা দ্বারা সহ্যকারী, সুখে যাঁর ইচ্ছে দূর হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ সুখেরও ইচ্ছে না কারী, রাগ, ভয়, ক্রোধাদি থেকে রহিত যে স্থির ব্যক্তি রয়েছে তাঁকে মুনি বলা হয়।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।। ৫৭ ।।

পদ — যঃ। সর্বত্র। অনভিস্নেহঃ। তৎ। তৎ। প্রাপ্য। শুভাশুভং।
ন। অভিনন্দতি। ন। দ্বেষ্টি। তস্য। প্রজ্ঞা। প্রতিষ্ঠিতা।

পদার্থ – **(যঃ)** যিনি **(সর্বত্র)** সব স্থানে **(তৎ, তৎ, প্রাপ্য)** সেই সেই প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়কে প্রাপ্ত হয়ে **(অনভিস্নেহঃ)** প্রেম রাখেন না **(ন, অভিনন্দতি)** না প্রসন্ন হন **(ন, দ্বেষ্টি)** না দ্বেষ করেন **(তস্য, প্রজ্ঞা)** তাঁর বুদ্ধি **(প্রতিষ্ঠিতা)** প্রতিষ্ঠিত = স্থির হয়ে থাকে।

সরলার্থ – যিনি সব স্থানে সেই সেই প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়কে প্রাপ্ত হয়ে প্রেমভাব রাখেন না, প্রসন্ন হন না, না তো দ্বেষ করেন ; তাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থির হয়ে থাকে।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠাতা ।। ৫৮ ।।

পদ — যদা। সংহরতে। চ। অয়ং। কূর্মঃ। অঙ্গানি। ইব। সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণি। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ। তস্য। প্রজ্ঞা। প্রতিষ্ঠিতা।

পদার্থ – **(অয়ং)** যোগী **(যদা)** যখন **(কূর্মঃ, অঙ্গানি, ইব)** কচ্ছপের অঙ্গের ন্যায় **(ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ)** ইন্দ্রিয় সমূহের অর্থ থেকে **(ইন্দ্রিয়াণি)** ইন্দ্রিয়কে **(সর্বশঃ)** সকল শব্দাদি বিষয় থেকে **(সংহরতে)** সংহার = রুদ্ধ করে নেয় তখন **(তস্য, প্রজ্ঞা, প্রতিষ্ঠিতা)** তাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সরলার্থ – যোগী যখন কচ্ছপের অঙ্গের ন্যায় ইন্দ্রিয় সমূহের অর্থ থেকে ইন্দ্রিয়কে সকল শব্দাদি বিষয় থেকে সংহার অর্থাৎ রুদ্ধ করে নেয় তখন তাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ৷
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ৷৷ ৫৯ ৷৷

পদ — বিষয়াঃ। বিনিবর্তন্তে। নিরাহারস্য। দেহিনঃ।
রসবর্জং। রসঃ। অপি। অস্য। পরং। দৃষ্ট্বা। নিবর্ততে।

পদার্থ – (**নিরাহারস্য, দেহিনঃ**) বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না করেও এই জীবাত্মার (**বিষয়াঃ**) বিষয় (**বিনিবর্তন্তে**) নিবৃত্ত হয়ে যায়, সেই বিষয় (**রসবর্জং**) রসের তৃষ্ণা ত্যাগ করে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যখন তাঁর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাথে সম্বন্ধ থাকে না সেই সময় তাঁর বিষয়ের রসের বিচার তৈরি থাকে, এইজন্য "রসবর্জং" বলা হয়েছে। (**রসঃ, অপি, অস্য**) রসও এর (**পরং, দৃষ্ট্বা**) উপর দেখে (**নিবর্ততে**) নিবৃত্ত হয়ে যায় অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞান হওয়ার পর তার বিষয়ে রস প্রতীত হয় না।

সরলার্থ – বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না করেও এই জীবাত্মার বিষয় নিবৃত্ত হয়ে যায়, সেই বিষয় রসের তৃষ্ণা ত্যাগ করে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যখন তাঁর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাথে সম্বন্ধ থাকে না সেই সময় তাঁর বিষয়ের রসের বিচার তৈরি থাকে, এইজন্য "রসবর্জং" বলা হয়েছে। রসও এর উপর দেখে নিবৃত্ত হয়ে যায় অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞান হওয়ার পর তার বিষয়ে রস প্রতীত হয় না।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ৷
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ৷৷ ৬০ ৷৷
পদ — যততঃ। হি। অপি। কৌন্তেয়। পুরুষস্য। বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি। প্রমাথীনি। হরন্তি। প্রসভং। মনঃ।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**যততঃ, হি, অপি**) যত্ন করেও (**পুরুষস্য, বিপশ্চিতঃ**) বিজ্ঞানী ব্যক্তির (**মনঃ**) মনকে (**প্রসভং**) বলাৎকার পূর্বক (**প্রমাথীনি, ইন্দ্রিয়াণি**) আলোড়নকারী

~~~~~~

ইন্দ্রিয় **(হরন্তি)** হরণ করে নেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এইরকম আলোড়নকারী যে, সর্বদা উদ্বেগ যুক্ত থাকে এবং মনকে সে বলাৎকার পূর্বক বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়, যার উপায় পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে –

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! যত্ন করেও বিজ্ঞানী ব্যক্তির মনকে বলাৎকার পূর্বক আলোড়ন কারী ইন্দ্রিয় হরণ করে নেয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এইরকম আলোড়নকারী যে সর্বদা উদ্বেগযুক্ত থাকে এবং মনকে সে বলাৎকার পূর্বক বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।। ৬১ ।।

পদ — তানি। সর্বাণি। সংযম্য। যুক্তঃ। আসীত। মৎপরঃ।
বশে। হি। যস্য। ইন্দ্রিয়াণি। তস্য। প্রজ্ঞা। প্রতিষ্ঠাতা।

পদার্থ – **(তানি, সর্বাণি)** যিনি সেই সব ইন্দ্রিয়ের **(সংযম্য)** সংযম করে **(যুক্তঃ)** সমাহিত মনযুক্ত **(মৎপরঃ)** আমার মন্তব্যকে মান্যকারী **(আসীত)** হন **(বশে, হি, যস্য, ইন্দ্রিয়াণি)** যাঁর ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়েছে **(তস্য, প্রজ্ঞা)** তাঁর বুদ্ধি **(প্রতিষ্ঠিতা)** স্থিত হয়ে থাকে অর্থাৎ সেই ব্যক্তির বুদ্ধি বিষয়ের দিকে ছুটে না।

সরলার্থ – যিনি সেই সব ইন্দ্রিয়ের সংযম করে সমাহিত মনযুক্ত আমার মন্তব্যকে মান্যকারী হন, এবং যাঁর ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়েছে, তাঁর বুদ্ধি স্থিত হয়ে থাকে অর্থাৎ সেই ব্যক্তির বুদ্ধি বিষয়ের দিকে ছুটে না।

ধ্যায়তো বিষয়াল্পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ।। ৬২ ।।

পদ — ধ্যায়তঃ। বিষয়ান্। পুংসঃ। সঙ্গঃ। তেষু। উপজায়তে।
সঙ্গাৎ। সংজায়তে। কামঃ। কামাৎ। ক্রোধঃ। অভিজায়তে।
~~~~~~

পদার্থ – (**বিষয়ান্**) বিষয় সমূহের (**ধ্যায়তঃ**) চিন্তা করতে করতে (**পুংসঃ**) ব্যক্তির (**তেষু**) তার মধ্যে (**সঙ্গঃ, উপজায়তে**) সঙ্গ হয় (**সঙ্গাৎ**) সঙ্গ থেকে (**কামঃ**) কাম (**সংজায়তে**) উৎপন্ন হয় (**কামাৎ**) কাম থেকে (**ক্রোধঃ**) ক্রোধ (**অভিজায়তে**) উৎপন্ন হয়।

সরলার্থ – বিষয় সমূহের চিন্তা করতে করতে ব্যক্তির তার মধ্যে সঙ্গ হয়, সঙ্গ থেকে কাম উৎপন্ন হয়, কাম থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

ক্রোধাদ্ভবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিবিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ।। ৬৩ ।।

পদ — ক্রোধাৎ। ভবতি। সন্মোহঃ। সন্মোহাৎ। স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ। বুদ্ধিনাশঃ। বুদ্ধিনাশাৎ। প্রণশ্যতি ।

পদার্থ – (**ক্রোধাৎ**) ক্রোধ থেকে (**সন্মোহঃ**) মোহ (**ভবতি**) হয় (**সন্মোহাৎ**) মোহ থেকে (**স্মৃতিবিভ্রমঃ**) স্মৃতির নাশ হয় (**স্মৃতিবিভ্রংশাৎ**) স্মৃতির নাশ থেকে (**বুদ্ধিনাশঃ**) বুদ্ধির নাশ হয়, এবং (**বুদ্ধিনাশাৎ**) বুদ্ধির নাশ থেকে মনুষ্য (**প্রণশ্যতি**) নষ্ট হয়ে যায়।

সরলার্থ – ক্রোধ থেকে মোহ হয়, মোহ থেকে স্মৃতির নাশ হয়, স্মৃতির নাশ থেকে বুদ্ধির নাশ হয়, এবং বুদ্ধির নাশ থেকে মনুষ্য নষ্ট হয়ে যায়।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ।। ৬৪ ।।

পদ — রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ। তু। বিষয়াৎ। ইন্দ্রিয়ৈঃ। চরন্।
আত্মবশ্যৈঃ। বিধেয়াত্মা। প্রসাদং। অধিগচ্ছতি।

পদার্থ – (**তু**) যে ব্যক্তি (**আত্মবশ্যৈঃ**) নিজ বশীভূত (**রাগদ্বেষ, বিযুক্তৈঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ**) রাগদ্বেষ থেকে রহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা (**বিষয়াৎ, চরন্**) বিষয়কে ভোগ করে তিনি (**বিধেয়াত্মা**) বশীকৃত মনযুক্ত (**প্রসাদং, অধিগচ্ছতি**) প্রসন্নতাকে প্রাপ্ত হন।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি নিজ বশীভূত রাগদ্বেষ থেকে রহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়কে ভোগ করে, তিনি বশীকৃত মনযুক্ত এবং প্রসন্নতাকে প্রাপ্ত হয়।

সং – ননু, চিত্তের প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্ন থেকে কী লাভ হয় ? উত্তর —

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ৷
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ৷৷ ৬৫ ৷৷

পদ — প্রসাদে। সর্বদুঃখানাং। হানিঃ। অস্য। উপজায়তে।
প্রসন্নচেতসঃ। হি। আশু। বুদ্ধিঃ। পার্যবতিষ্ঠতে।

পদার্থ – (**প্রসাদে**) চিত্তের প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্ন হওয়ার পর (**অস্য**) এই জীবাত্মার (**সর্বদুঃখানাং**) সকল দুঃখের (**হানিঃ, উপজায়তে**) হানি হয়ে (**প্রসন্নচেতসঃ**) প্রসন্নচিত্ত ধারীর (**নি**) নিশ্চতরূপে বুদ্ধি (**আশু**) শীঘ্র (**পার্যবতিষ্ঠতে**) স্থির হয়ে থাকে। এবং,,,।

সরলার্থ – চিত্তের প্রসন্ন হওয়ার পর, এই জীবাত্মার প্রসন্নচিত্তধারীর বুদ্ধি নিশ্চিতরূপে শীঘ্র স্থির হয়ে থাকে। এবং,,,।

নাস্তি বুদ্ধির্যুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ৷
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ৷৷ ৬৬ ৷৷

পদ — ন। অস্তি। বুদ্ধিঃ। অযুক্তস্য। ন। চ। অযুক্তস্য। ভাবনা।
ন। চ। অভাবতঃ। শান্তিঃ। অশান্তস্য। কুতঃ। সুখং।

পদার্থ – (**অযুক্তস্য**) যিনি বশীভূত মনযুক্ত নয় তাঁর (**বুদ্ধিঃ**) বুদ্ধি (**ন, অস্তি**) থাকে না (**ন, অযুক্তস্য**) না অযুক্ত ব্যক্তির (**ভাবনা**) নিদিধ্যাসনরূপ চিত্তবৃত্তি হয় (**চ**) এবং (**অভাবয়তঃ**) বিনা ভাবনাযুক্তের (**শান্তিঃ**) শান্তি (**ন**) হয় না (**চ**) এবং (**অশান্তস্য**) অশান্তের (**সুখং, কুতঃ**) সুখ কোথায় অর্থাৎ অশান্ত ব্যক্তির সুখ হয় না।

সরলার্থ – যিনি বশীভূত মনযুক্ত নয়, তাঁর বুদ্ধি থাকে না। আর না অযুক্ত ব্যক্তির নিদিধ্যাসনরূপ চিত্তবৃত্তি হয় এবং বিনা ভাবনাযুক্ত শান্তি হয় না। এবং অশান্তের সুখ কোথায় অর্থাৎ অশান্ত ব্যক্তির সুখ হয় না।

সং – ননু, অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি কেন থাকে না ? উত্তর –

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে ৷
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ৷৷ ৬৭ ৷৷

পদ — ইন্দ্রিয়াণাং। হি। চরতাং। যৎ। মনঃ। অনুবিধীয়তে।
তৎ। অস্য। হরতি। প্রজ্ঞাং। বায়ুঃ। নাবং। ইব। অম্ভসি।

পদার্থ – **(হি)** নিশ্চিতরূপে **(ইন্দ্রিয়াণাং)** ইন্দ্রিয় সমূহের **(চরতাং)** বিচরণ করে **(যৎ)** যে **(মনঃ)** মন **(অনুবিধীয়তে)** তাকে পেছনে ত্যাগ করে দেওয়া হয় **(তৎ)** তা **(অস্য)** এঁর **(প্রজ্ঞাং)** বুদ্ধিকে **(হরতি)** হরণ করে নেয় **(ইব)** যেরূপে **(বায়ুঃ)** বায়ু **(অম্ভসি)** সমুদ্রে **(নাবং)** নৌকাকে হরণ করে নেয়।

সরলার্থ – ইন্দ্রিয় সমূহের বিচরণ করে যে মন, নিশ্চিত রূপে তাকে পেছনে ত্যাগ করে দেওয়া হয়, তা (ইন্দ্রিয় সমূহ) এর (মনের) বুদ্ধিকে হরণ করে নেয়। যেরূপে বায়ু সমুদ্রে নৌকাকে হরণ করে নেয়।

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ৷
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ ৷৷ ৬৮ ৷৷

পদ — তস্মাৎ। যস্য। মহাবাহো। নিগৃহীতানি। সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণি। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ। তস্য। প্রজ্ঞা। প্রতিষ্ঠিতাঃ

পদার্থ – **(মহাবাহো)** হে বৃহৎ বাহুযুক্ত অর্জুন ! **(তস্মাৎ)** এই কারণে **(যস্য, ইন্দ্রিয়াণি)** যেই ব্যক্তির ইন্দ্রিয় **(ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ)** বিষয় সমূহ থেকে **(সর্বশঃ, নিগৃহীতানি)** সকল

দিকে রুদ্ধ **(তস্য, প্রজ্ঞা)** তাঁর বুদ্ধি **(প্রতিষ্ঠিতা)** স্থির হয়ে থাকে।

সরলার্থ – হে বৃহৎ বাহুযুক্ত অর্জুন ! এই কারণে যেই ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহ থেকে সকল দিকে রুদ্ধ তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়ে থাকে।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ।। ৬৯ ।।

পদ – যা। নিশা। সর্বভূতানাং। তস্যাং। জাগর্তি। সংযমী।
যস্যাং। জাগ্রতি। ভূতানি। সা। নিশা। পশ্যতঃ। মুনেঃ।

পদার্থ – **(সর্বভূতানাং)** সমস্ত প্রাণীদের **(যা, নিশা)** যে রাত্রি রয়েছে **(তস্যাং)** তার মধ্যে **(সংযমী, জাগর্তি)** সংযমী জাগ্রত থাকে এবং **(যস্যাং, জাগ্রতি, ভূতানি)** যেখানে অন্য প্রাণী জাগ্রত থাকে **(সা)** তা **(পশ্যতঃ মুনেঃ)** মননশীল ব্যক্তির জন্য **(নিশা)** রাত্রি।

সরলার্থ – সমস্ত প্রাণীদের যে রাত্রি রয়েছে তার মধ্যে সংযমী জাগ্রত থাকে এবং যেখানে অন্য প্রাণী জাগ্রত থাকে তা মননশীল ব্যক্তির জন্য রাত্রি।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এটাই যে, যেই সাংসারিক বিষয়ে যুক্ত হয়ে সংসারীগণ জাগ্রত থাকেন তখন সংযমী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শুয়ে থাকেন এবং যখন সংযমী জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ শমদমাদি সম্পন্ন করেন তখন সংসারীগণ শুয়ে থাকেন। এই শ্লোকে স্পষ্ট রীতিতে শমদমাদি সাধনের বিধান করা হয়েছে।

মায়াবাদীরা এর অর্থ করেন যে, যিনি নিজেই নিজেকে ব্রহ্ম জানেন তিনি জাগ্রত আর যিনি নিজেকে ব্রহ্ম জানেন না তিনি নিদ্রিত। এই অর্থ উক্ত শ্লোকের আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। কেননা "**ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে**" [গীতা ২/৬২] ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্ট রয়েছে যে, এখানে চিত্তবৃত্তির নিরোধের কথন করা হয়েছে। না এখানে স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে জাগ্রত থাকার কথা এর না অন্যথা শুয়ে থাকা। যদি এইরকমই হতো তো অগ্রিম শ্লোকে এই প্রকারের নিশ্চলতা বর্ণন করা হতো না, যেরূপ —

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠংসমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

পদ — আপূর্যমাণং। অচলপ্রতিষ্ঠং। সমুদ্রং। আপঃ।
প্রবিশন্তি। যদ্বৎ। তদ্বৎ। কামাঃ। যং। প্রবিশন্তি।
সর্বে। স। শান্তিং। আপ্নোতি। ন। কামকামী।

পদার্থ – (**সমুদ্রং**) সমুদ্রে (**আপঃ**) জল (**যদ্বৎ**) যেই প্রকার (**প্রবিশন্তি**) প্রবেশ করে ; সেই সমুদ্র কিরকম ? যা (**আপূর্যমাণং,অচলপ্রতিষ্ঠং**) সকল দিক থেকে পূর্ণ এবং যার অচলপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যে নিজের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করে না (**তদ্বৎ**) তার ন্যায় (**কামাঃ**) কামনা সমুহ (**যং, প্রবিশন্তি**) যেখানে প্রবেশ করে (**সঃ, শান্তিং, আপ্নোতি**) সে শান্তিকে প্রাপ্ত করে। (**ন, কামকামী**) কামের কামনাকারী শান্তিকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – সমুদ্রে জল সেইরূপ প্রবেশ করে সকল দিক থেকে পূর্ণ এবং যার অচলপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যে নিজের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করে না, সেই সমুদ্রের ন্যায় কোনো ব্যক্তির কামনাসমূহ যেখানে প্রবেশ করে সে শান্তিকে প্রাপ্ত করে। কিন্তু, কামের কামনাকারী ব্যক্তি শান্তিকে প্রাপ্ত হয় না।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

পদ — বিহায়। কামান্। যঃ। সর্বান্। পুমান্। চরতি। নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমঃ। নিরহঙ্কারঃ। সঃ। শান্তি। অধিগচ্ছতি।

পদার্থ – (**যঃ, পুমান্**) যে ব্যক্তি (**সর্বান্, কামান্, বিহায়**) সকল কামনা সমূহকে ত্যাগ করে (**নিঃস্পৃহঃ**) নিশ্চিত হয়ে (**চরতি**) বিচরণ করে (**নির্মমঃ**) বিনা মোহযুক্ত এবং যিনি (**নিরহঙ্কারঃ**) অহংকার থেকে রহিত (**সঃ, শান্তি, অধিগচ্ছতি**) তিনি শান্তিকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি সকল কামনা সমূহকে ত্যাগ করে নিশ্চিত হয়ে বিচরণ করে, বিনা

মোহযুক্ত এবং যিনি অহংকার থেকে রহিত তিনি শান্তিকে প্রাপ্ত হয়।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।
স্থিত্বস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনুর্বাণমৃচ্ছতি ।। ৭২ ।।

পদ — এষা। ব্রাহ্মী। স্থিতিঃ। পার্থ। ন। এনাং। প্রাপ্য। বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা। অস্যাং। অন্তকালে। অপি। ব্রহ্মনির্বাণং। ঋচ্ছতি।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**এষা, ব্রাহ্মী, স্থিতিঃ**) যে এই ব্রহ্ম বিষয়ক স্থিতি রয়েছে (**এনাং, প্রাপ্য**) একে প্রাপ্ত হয়ে (**ন, বিমুহ্যতি**) মোহকে প্রাপ্ত হয় না (**স্থিত্বা, অস্যাং, অন্তকালে, অপি**) এর মধ্যে অন্তকালেও স্থির হয়ে (**ব্রহ্মনির্বাণং**) ব্রহ্মে যে গতি অর্থাৎ তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মুক্তি তাকে (**ঋচ্ছতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে পার্থ ! যে এই ব্রহ্ম বিষয়ক স্থিতি রয়েছে একে প্রাপ্ত হয়ে মনুষ্য মোহকে প্রাপ্ত হয় না। এর মধ্যে অন্তকালেও স্থির হয়ে ব্রহ্মে যে গতি অর্থাৎ তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মুক্তি রয়েছে তাকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – স্বামী শঙ্করাচার্য এর এই অর্থ করেছেন যে “**এষায়থোক্তাব্রাহ্মী ব্রহ্মণিভবেয়ংস্থিতিঃ সর্বকর্মসন্ন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানামিত্যেতৎ, হে পার্থ! নৈনাংস্থিতিং প্রাপ্য লব্ধা ন বিমুঃ হ্যাতি ন মোহং প্রাপ্নোতি**” = এই যে পূর্বোক্ত ব্রহ্মবুষয়ক স্থিতি কথন করা হয়েছে তা সকল কর্মকে ত্যাগ করে ব্রহ্মরূপে স্থির হওয়ার নাম “ব্রাহ্মীস্থিতি”।

ওনার এই কথন ঠিক নয়, কেননা একত্মরূপ ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া এই শ্লোকে কথন করা হয় নি, যদি এই প্রকার ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া শ্লোকের আশয় হতো তো পূর্ব শ্লোকে সকল কামনা সমূহকে ত্যাগ করায় যে শান্তি কথন করা হয়েছে, তার সঙ্গতি এর সাথে মিলে না এবং না তো ইন্দ্রিয়ের নিরোধ দ্বারা শান্তির কথন করা যায়।।

ইন্দ্রিয় এর নিরোধ দ্বারা শান্তির কথন করা এই বচনকে সিদ্ধ করে যে, নিষ্কার্মতা দ্বারা

ব্রহ্ম হওয়ার কথন এই অধ্যায়ে নেই কিন্তু পরমাত্মার গুণ ধারণ করার মাধ্যমে যে, তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ ব্রহ্মে স্থিতি রয়েছে, তার নাম এখানে "ব্রাহ্মীস্থিতি" বলা হয়েছে।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়ঃধ্যায়ঃ

~~~~~~

ও৩ম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[কর্মযোগোঃ]
~~~~~~

সং - ননু, "**বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ**" [গীতা ২/৭১] "**প্রজহানি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্**" [গীতা ২/৫৫] ইত্যাদি শ্লোকে নিষ্কামতার মহত্ত্ব বর্ণন করা হয়েছে, এবং "**বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ**" [যজু০ ৩১/১৮] "**নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন**" [কঠ০ ১/২/২৩] ইত্যাদি বেদ উপনিষদেও এটাই পাওয়া যায় যে, কেবল জ্ঞান থেকে মুক্তি হয় তাহলে কর্মের আবশ্যকতা কী ? এবং "**নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে**" [গীতা ২/৪০] ইত্যাদি শ্লোকে যে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে তার ফলই বা কী অর্থাৎ কেবল জ্ঞান থেকেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মুক্তির প্রাপ্তি হওয়া যায় তাহলে কর্ম করার কী প্রয়োজন ? এই আক্ষেপ সংগতি থেকেই এই কর্মযোগাধ্যায় প্রারম্ভ করা হচ্ছে –

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন ।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ।। ১ ।।

পদ — জ্যায়সী । চেৎ । কর্মণঃ । তে । মতা । বুদ্ধিঃ । জনার্দন ।
তৎ । কিং । কর্মণি । ঘোরে । মাং । নিয়োজয়সি । কেশব ।

পদার্থ – "**সর্বর্জনৈরর্দ্যতে যাচ্যতে ইতি জনার্দনঃ**" যিনি সব জনের দ্বারা প্রার্থনা করা যায় তাঁর নাম 'জনার্দন' হে (**জনার্দন**) হে কৃষ্ণ ! (**চেৎ**) যদি (**তে**) তোমার (**কর্মণঃ**) কর্ম থেকে (**জ্যায়সী**) বড় (**বুদ্ধিঃ, মতা**) অন্য কোনো বুদ্ধি প্রতীত হয় (**তৎ**) তো তাহলে (**ঘোরে, কর্মণি, মাং**) আমাকে ঘোর কর্মে (**কিং, নিয়োজযসি**) কেন যুক্ত করছো অর্থাৎ "**বিহায়কামান্ যঃ সর্বান্**" ইত্যাদি শ্লোকে যে কামনা ত্যাগের কথা বলা হয়েছে তার থেকে বিরূদ্ধ "**যুদ্ধাদ্ধিমরণং শ্রেয়ঃ**" ইত্যাদি কর্মে আমাকে কেন আবদ্ধ করছো?

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! যদি তোমার কাছে কর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য বুদ্ধি প্রতীত হয় তবে আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করছো ?

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ।। ২ ।।

~~~~~~

পদ — ব্যামিশ্রেণ । ইব । বাক্যেন । বুদ্ধিং । মোহয়তি । ইব । মে ।
তৎ । একং । বদ । নিশ্চিত্য । যেন । শ্রেয়ঃ । অহং । আপ্নুয়াং ।

পদার্থ – (**ব্যামিশ্রেণ**) বিভিন্ন (**বাক্যেন**) বাক্য থেকে (**মে**) আমার (**বুদ্ধি**) বুদ্ধিকে (**মোহয়সি, ইব**) মোহের সমান করছো (**তৎ**) এইজন্য (**একং, বদ, নিশ্চিত্য**) নিশ্চিত করে একটি কথা বলো (**যেন**) যার থেকে (**অহং**) আমি (**শ্রেয়ঃ**) কল্যাণকে (**আপ্নুয়াং**) প্রাপ্ত হই ।

সরলার্থ – বিভিন্ন বাক্য থেকে আমার বুদ্ধিকে মোহের সমান করছো, এইজন্য নিশ্চিত করে একটি কথা বলো যার থেকে আমি কল্যাণকে প্রাপ্ত হই ।

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ।। ৩ ।।

পদ — লোকে। অস্মিন্। দ্বিবিধা। নিষ্ঠা। পুরা। প্রোক্তা। ময়া। অনঘ।
জ্ঞানযোগেন। সাংখ্যানাং। কর্মযোগেন। যোগিনাং।

পদার্থ – (**অনঘ**) হে নিষ্পাপ ! (**অস্মিন্, লোকে**) এই পৃথিবীতে (**দ্বিবিধা, নিষ্ঠা**) দুই প্রকারের নিশ্চয় রয়েছে (**পুরা, ময়া, প্রোক্তা**) প্রথমটি আমি বলেছি (**জ্ঞানযোগেন, সাংখ্যানাং**) যাঁরা সদ্বিবেচনকারী সাংখ্যী লোক রয়েছে তাদের জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং (**কর্মযোগেন**) কর্মযোগ দ্বারা (**যোগিনাং**) যোগীদের নিষ্ঠা কথন করেছি।

সরলার্থ – হে নিষ্পাপ ! এই পৃথিবীতে দুই প্রকারের নিশ্চয় রয়েছে। প্রথমটি আমি বলেছি। যারা সদ্বিবেচনকারী সাংখ্যী লোক রয়েছে তাদের জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং কর্মযোগ দ্বারা যোগীদের নিষ্ঠা কথন করেছি।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমাধিগচ্ছতি ।। ৪ ।।
~~~~~~

**পদ — ন। কর্মণাং। অনারম্ভাৎ। নৈষ্কর্ম্যং। পুরুষঃ। অশ্নুতে।
ন। চ। সংন্যসনাৎ। এব। সিদ্ধিং। সমাধিগচ্ছতি।**

পদার্থ – (**কর্মণাং**) কর্মের (**অনারম্ভাৎ**) আরম্ভ না করে (**নৈষ্কর্ম্যং**) নিষ্কর্মতাকে (**পুরুষঃ**) ব্যক্তি (**ন, অশ্নুতে**) প্রাপ্ত হয় না (**ন, চ**) আর না (**সন্ন্যসনাৎ, এব**) সন্ন্যাস দ্বারাই (**সিদ্ধিং**) সিদ্ধিকে (**সমাধিগচ্ছতি**) প্রাপ্ত হতে পারে।

সরলার্থ – কর্মের আরম্ভ না করে কোনো ব্যক্তি নিষ্কর্মতাকে প্রাপ্ত হয় না আর না তো কেবল সন্ন্যাস থেকেই সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হতে পারে।

ভাষ্য – সন্ন্যাসী তখন বলা যেতে পারে যখন প্রথমে কার্য করে পরবর্তীতে তা ত্যাগ করে, ত্যাগমাত্র থেকে কেউ সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু সেই কার্যে নিপুন হয়ে পুনরায় তার ফলের ইচ্ছে না করলে সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়।

সং – এখন কর্ম করায় অন্য যুক্তি কথন করেছে —

**ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ৷
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ৷৷ ৫ ৷৷**

**পদ — ন। হি। কশ্চিৎ। ক্ষণং। অপি। জাতু। তিষ্ঠতি। অকর্মকৃৎ।
কার্যতে। হি। অবশঃ। কর্ম। সর্বঃ। প্রকৃতিজৈঃ। গুণৈঃ।**

পদার্থ – (**জাতু**) কদাচিৎ (**কশ্চিৎ**) কোনো এক (**ক্ষণং, অপি**) ক্ষণভরও (**অকর্মকৃত, ন, হি, তিষ্ঠতি**) কর্ম ব্যাতিত থাকতে পারে না (**প্রকৃতিজৈঃ, গুণৈঃ**) প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন যে সত্ত্ব, রজ, তম আদি গুণ রয়েছে সেগুলোর দ্বারা (**কার্যতে, হি, অবশঃ, কর্ম**) কর্ম অবশ্য করানো হয়।

সরলার্থ – কেউ কদাচিৎ কোনো এক ক্ষণভরও কর্ম ব্যাতিত থাকতে পারে না। প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন যে সত্ত্ব, রজ, তম আদি গুণ রয়েছে সেগুলোর দ্বারা কর্ম অবশ্য করানো হয়।

ভাষ্য – প্রকৃতির যে উক্ত তিন গুণ রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই কর্মের দিকে প্রবাহ হয় এইজন্য ব্যক্তি নিষ্কর্ম কখনো হতে পারে না, এবং যাঁরা সেগুলো জোরপূর্বক নিরোধ করে মন থেকে কর্ম করতে থাকে তাঁরা মিথ্যাচারী, যেরূপে অগ্রিম শ্লোকে বলা হয়েছে যে –

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।। ৬ ।।

পদ — কর্মেন্দ্রিয়াণি। সংযম্য। যঃ। আস্তে। মনসা। স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্। বিমূঢাত্মা। মিথ্যাচারঃ। স। উচ্যতে।

পদার্থ – (**যঃ**) যিনি (**কর্মেন্দ্রিয়াণি**) হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় সমূহকে (**সংযম্য**) রুদ্ধ করে (**আস্তে**) স্থির হন, তিনি (**মনসা, ইন্দ্রিয়ার্থান্**) মন থেকে ইন্দ্রিয় সমূহের অর্থকে (**স্মরন্**) স্মরণ করেন (**বিমূঢাত্মা**) মোহ দ্বারা মূঢ় আত্মা (**মিথ্যাচারঃ, সঃ, উচ্যতে**) মিথ্যা আচার যুক্ত বলা হয়। এর থেকে পাওয়া যায় যে, কর্ম করা আবশ্যক, কেননা শরীরধারী কেউ কখনো নিষ্কর্মী হতে পারে না।

সরলার্থ – যিনি হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় সমূহকে রুদ্ধ করে স্থির হন এবং মন থেকে মোহ দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের অর্থকে স্মরণ করেন তাঁকে মূঢ় আত্মা মিথ্যাচার যুক্ত বলা হয়।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন ।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ।। ৭ ।।

পদ — যঃ। তু। ইন্দ্রিয়াণি। মনসা। নিয়ম্য। আরভতে। অর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ। কর্মযোগং। অসক্তঃ। সঃ। বিশিষ্যতে।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**যঃ, তু**) যে ব্যক্তি (**ইন্দ্রিয়াণি, মনসা, নিয়ম্য**) ইন্দ্রিয় সমূহকে মন থেকে রুদ্ধ করে (**অসক্তঃ**) কর্মের বন্ধনকে প্রাপ্ত না হয়ে (**কর্মেন্দ্রিয়ঃ, কর্মযোগং, আরভতে**) কর্মেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা কর্মযোগের আরম্ভ করে (**সঃ, বিশিষ্যতে**) তিনি সব থেকে বিশেষ গণ্য করা হয়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সমূহকে মন থেকে রুদ্ধ করে কর্মের বন্ধনকে প্রাপ্ত না হয়ে কর্মেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা কর্মযোগের আরম্ভ করে তিনি সব থেকে বিশেষ গণ্য করা হয়।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ।। ৮ ।।

পদ — নিয়তং । কুরু । কর্ম । ত্বং । কর্ম । জ্যায়ঃ । হি । অকর্মণঃ ।
শরীরযাত্রা । অপি । চ । তে । ন । প্রসিধ্যেৎ । অকর্মণঃ ।

পদার্থ – (**ত্বং**) তুমি (**হু**) নিশ্চিতরূপে (**নিয়তং, কুরু, কর্ম**) কর্ম সমূহকে, নিয়মপূর্বক করো (**অকর্মণঃ**) কর্ম না করার থেকে (**কর্ম, জ্যায়ঃ**) কর্ম করা শ্রেষ্ঠ (**চ**) কেননা (**তে, অকর্মণঃ, শরীরযাত্রা, অপি**) কর্ম না করলে তোমার শরীরযাত্রাও (**ন, প্রসিধ্যেৎ**) সিদ্ধ হবে না।

সরলার্থ – তুমি নিশ্চিতরূপে কর্ম সমূহকে নিয়মপূর্বক করো। কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। কেননা, কর্ম না করলে তোমার শরীরযাত্রাও সিদ্ধ হবে না।

ভাষ্য – কর্মযোগকে জ্ঞাননিষ্ঠা থেকে অধিক বোধন করানোর জন্য এই কথন করা হয়েছে যে, যদি সকল কর্ম ত্যাগ করে কেবল জ্ঞাননিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ হতো তো তার মাধ্যমে মনুষ্যের শরীরযাত্রাও সিদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু এইরকমটা হয় না। এইজন্য কর্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। এবং মূলভাব এটা যে, কর্ম বন্ধনের হেতু যজ্ঞাদি কর্ম ব্যাতিত অন্যত্র হয়ে থাকে। যে যজ্ঞার্থ কর্ম করা হয় তা বন্ধনের কারণ নয়, এই ভাবকে পরবর্তীতে কথন করেছে —

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকেঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ।। ৯ ।।

পদ — যজ্ঞার্থাৎ । কর্মণঃ । অন্যত্র । লোকঃ । অয়ং । কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং। কর্ম। কৌন্তেয়। মুক্তসঙ্গঃ। সমাচর।

পদার্থ – (**যজ্ঞার্থাৎ, কর্মণঃ**) যজ্ঞের নিমিত্তে যে কর্ম করা হয় সেগুলো (**অন্যত্র**) ভিন্ন (**অয়ং, লোকঃ**) এই কর্মের অধিকারী জনসমুদায় (**কর্মবন্ধনঃ**) কর্মের বন্ধনযুক্ত হয়ে থাকে (**কৌন্তেয়**) হে অর্জুন ! (**তদর্থ**) যজ্ঞের অর্থ [প্রয়োজনীয়] (**মুক্তসঙ্গঃ**) কর্মের সঙ্গ ত্যাগ করে (**কর্ম, সমাচর**) নিষ্কামকর্ম করো।

সরলার্থ – যজ্ঞের নিমিত্তে যে কর্ম করা হয় সেগুলো ভিন্ন এই কর্মের অধিকারী জনসমুদায় কর্মের বন্ধনযুক্ত হয়ে থাকে। হে অর্জুন ! যজ্ঞের অর্থ [প্রয়োজনীয়] কর্মের সঙ্গ ত্যাগ করে নিষ্কামকর্ম করো।

সং – এখন উক্ত অর্থে [প্রয়োজনে] হেতু কথন করেছে —

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ৷
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — সহযজ্ঞাঃ। প্রজাঃ। সৃষ্ট্বা। পুরা। উবাচ। প্রজাপতিঃ।
অনেন। প্রসবিষ্যধ্বং। এষঃ। বঃ। অস্তু। ইষ্টকামধুক্।

পদার্থ – (**সহযজ্ঞাঃ**) যজ্ঞের সহিত (**প্রজাঃ, সৃষ্ট্বা**) প্রজাকে রচনা করে (**পুরা**) পূর্বকালে (**প্রজাপতিঃ, উবাচ**) প্রজাপতি বললো (**অনেক**) এই যজ্ঞ দ্বারা (**প্রসবুষ্যধ্বং**) তোমরা বৃদ্ধিশীল হও (**এষঃ**) এই যজ্ঞ (**বাঃ**) তোমাদেরকে (**ইষ্টকামধুক্**) ইষ্ট কামনাসমূহ প্রদানকারী হবে।

সরলার্থ – যজ্ঞের সহিত প্রজাকে রচনা করে পূর্বকালে প্রজাপতি বললো এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা বৃদ্ধিশীল হও এই যজ্ঞ তোমাদেরকে ইষ্ট কামনাসমূহ প্রদানকারী হবে।

ভাষ্য – প্রজাপতি অর্থ এখানে ঈশ্বর। যখন ঈশ্বর সৃষ্টি রচনা করেন তো যজ্ঞের সহিত রচনা করেন। এবং সৃষ্টিকে রচনা করে এইরূপ বললেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের সহিত

বৃদ্ধিশীল হও। ইহা বলার উপাচার থেকে যা আশয় তা হলো ঈশ্বরের আজ্ঞার পালনের, যেরূপ —

যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্মঽইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।।
[যজুর্বেদ ৩১/১৪]

অর্থ – যখন পরমাত্মার সহিত দেবতারাগণ যজ্ঞ করে তখন বসন্ত সেই যজ্ঞের উৎস, গ্রীষ্ম ইন্ধন = জ্বালানোর সাধন এবং শরৎকাল হবি ছিল, যেরূপ প্রকৃতিরূপী যজ্ঞের সামগ্রী এখানে উপচার দ্বারা বর্ণন করা হয়েছে এই প্রকার গীতায় সৃষ্টির সহিত যজ্ঞকে উৎপন্ন করা উপচার দ্বারা বর্ণন করেছে। যা মূখ্য নয় তাকে "উপচার" বলে অর্থাৎ অলঙ্কার এর অর্থ উপচারের। যেমনঃ নদীর বৃদ্ধির কারণে বলা হয় যে, নদী ডুবাতে ইচ্ছে করে। এখানে ইচ্ছে করা জড় নদীতে হতে পারে না, কেবল অলঙ্কার দ্বারাই এইরূপ বলা হয়েছে, এরই নাম "উপচার"।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ৷
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ৷৷ ১১ ৷৷

পদ — দেবান্। ভাবয়ৎ। অনেন। তে। দেবাঃ। ভাবয়ন্তু। বঃ।
পরস্পরং। ভাবয়ন্তঃ। শ্রেয়ঃ। পরং। অবাপ্স্যথ।

পদার্থ – (**অনেন**) এই যজ্ঞের সহিত (**দেবান্**) বিদ্বানদেরকে (**ভাবয়ৎ**) বৃদ্ধি করো এবং (**তে, দেবাঃ**) সেই বিদ্বানরা (**বঃ**) তোমাদের (**ভাবয়ন্তু**) বৃদ্ধি করবে (**পরস্পরং, ভাবয়ন্তঃ**) এই প্রকার একে-অপরকে বৃদ্ধিশীল করে (**শ্রেয়ঃ, পরং, অবাপ্স্যথ**) পরমশ্রেয় অর্থাৎ কল্যানকে প্রাপ্ত হবে।

সরলার্থ – এই যজ্ঞের সহিত বিদ্বানদেরকে বৃদ্ধি করো এবং সেই বিদ্বানরা তোমাদের বৃদ্ধি করবে এই প্রকার একে-অপরকে বৃদ্ধিশীল করে পরমশ্রেয় অর্থাৎ কল্যানকে প্রাপ্ত হবে।

ভাষ্য – "**দীব্যতীতি দেবঃ**" এই ব্যুৎপত্তি থেকে "**দেব**" শব্দের অর্থ এখানে বিদ্বান তথা আচার্য আদি ; যেমনঃ "**আচার্য্যদেবো ভব**" ইত্যাদি বাক্যে পাওয়া যায়, কোনো সূর্যাদি

জড় দেব অথবা অপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রাদি দেব এর নয়। কেননা এর মধ্যে এই কথন করা হয়েছে যে, যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেব দের বৃদ্ধি করো এবং দেব প্রসন্ন হয়ে তোমাদের বৃদ্ধি করবে। এই কথন এই বচনকে সিদ্ধ করে দেয় যে, যজ্ঞ দ্বারা তোমারা আচার্য্যাদি বিদ্বানদেব দের প্রসন্নতা উপলব্ধ করো এবং তাঁরা প্রসন্ন হয়ে তোমাদের বৃদ্ধি করবে। এইভাবে পরস্পরের সহায়তা থেকে এখানে দেব শব্দ দ্বারা বিদ্বান এর তাৎপর্যই গ্রহনযোগ্য। স্বামী শঙ্করাচার্য্যাদি ভাষ্যকারগণ এখানে অপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রাদি দেব নিয়েছেন যা সঙ্গত প্রতীত হয় না। কেননা এই শ্লোকে দেবঋণ পরিশোধ করার কথন করা হয়েছে।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দেত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ।। ১২ ।।

পদ — ইষ্টান্। ভোগান্। হি। বঃ। দেবাঃ। দাস্যন্তে। যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈঃ। দত্তান্। অপ্রদায়। এভ্যঃ। যঃ। ভুঙ্‌ক্তে। স্তেনঃ। এব। সঃ।

পদার্থ – (**যজ্ঞভাবিতাঃ, দেবাঃ**) যজ্ঞ দ্বারা প্রসন্ন করা দেব (**বঃ**) তোমাদের (**ইষ্টান্, ভোগান্, হি, দাস্যন্তে**) নিশ্চিতরূপে ইষ্টভোগ'ই প্রদান করবে (**তৈঃ, দত্তান্**) তাদের প্রদত্ত ভোগ সমূহকে (**এভ্যঃ, অপ্রদায়**) তাদের না দিয়ে (**যঃ, ভুঙ্‌ক্তে**) যিনি ভোগ করে (**সঃ**) সে (**স্তেনঃ, এব**) চোর হয়ে থাকে।

সরলার্থ – যজ্ঞ দ্বারা প্রসন্ন করা দেব তোমাদের নিশ্চিতরূপে ইষ্টভোগ'ই প্রদান করবে তাদের প্রদত্ত ভোগ সমূহকে তাদের না দিয়ে যিনি ভোগ করে সে চোর হয়ে থাকে।

ভাষ্য – দেব অর্থাৎ বিদ্বানগণকে যখন যজ্ঞ দ্বারা প্রসন্ন করা হয় তো ইষ্ট ভোগ সমূহকে প্রদান করে অর্থাৎ বিদ্বানদের কৃপা থেকেই মনুষ্য ইষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্বান নিষ্কাম কর্মাদি যজ্ঞে প্রসন্ন হন। আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রসন্ন না করে অর্থাৎ দেবঋণ না পরিশোধ করেই ভোগ করে এবং সে চোর বলে অভিহিত হয়।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ।। ১৩ ।।

**পদ — যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ। সন্তঃ। মুচ্যন্তে। সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভূঞ্জতে। তে। তু। অঘং। পাপাঃ। যে। পচন্তি। আত্মকারণাৎ।**

পদার্থ – (**যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ**) যজ্ঞ শেষে ভোজনকারী (**সন্তঃ**) সৎ পুরুষ (**সর্বকিল্বিষৈঃ, মুচ্যন্তে**) সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় (**তে, পাপাঃ**) সেই পাপীগণ (**অঘং, ভূঞ্জতে**) পাপের ভোজন করেন (**যে, পচন্তি, আত্মকারণাৎ**) যে কেবল নিজের জন্য রান্না করে।

সরলার্থ – যজ্ঞ শেষে ভোজনকারী সৎ পুরুষ হয়, তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যে কেবল নিজের জন্য রান্না করে সেই পাপীগণ পাপের ভোজন করেন।

ভাষ্য – এই শ্লোকে যে লোক দেবঋণ পরিশোধ করে না তাঁদের পাপী বলা হয়েছে অর্থাৎ যে কেবল নিজের জন্যই দ্রব্যোপার্জন করে এবং দেব = বিদ্বানদের সেবা করে না সে পাপের অন্ন ভোজন করে। এর থেকে স্পষ্ট যে, উক্ত শ্লোক দেবঋণ পরিশোধের বর্ণন করছে। যদি পৌরাণিক ইন্দ্রাদি দেবতাদের এর মধ্যে কথন করা হতো তো যজ্ঞের শেষ ভোজন করার থেকে তাৎপর্য কি ? আমাদের মতে তো যজ্ঞশেষ এর অর্থ এই যে, বিদ্বানদেরকে ভোজন করানোর পশ্চাত যা অবশিষ্ট থাকে তার নাম "**যজ্ঞশেষ**"।

সং – এখন যজ্ঞের মহত্ত্ব বর্ণন করছে —

**অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ৷
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ৷৷ ১৪ ৷৷**

**পদ — অন্নাৎ। ভবন্তি। ভূতানি। পর্জন্যাৎ। অন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাৎ। ভবতি। পর্জন্যঃ। যজ্ঞঃ। কর্মসমুদ্ভবঃ।**

পদার্থ – (**অন্নাৎ**) অন্ন থেকে (**ভূতানি, ভবন্তি**) ভূত অর্থাৎ প্রাণী হয় (**পর্জন্যাৎ, অন্নসম্ভবঃ**) মেঘ থেকে অন্ন উৎপন্ন হয় (**যজ্ঞাৎ, ভবতি, পর্জন্যঃ**) যজ্ঞ থেকে পর্জন্য অর্থাৎ মেঘ হয় (**যজ্ঞঃ**) যজ্ঞ (**কর্মসমুদ্ভবঃ**) কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়।

সরলার্থ – অন্ন থেকে ভূত অর্থাৎ প্রাণী হয়, মেঘ থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ থেকে পর্জন্য অর্থাৎ মেঘ হয়, যজ্ঞ কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ৷
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — কর্ম। ব্রহ্মোদ্ভবং। বিদ্ধি। ব্রহ্ম। অক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ। সর্বগতং। ব্রহ্ম। নিত্যং। যজ্ঞে। প্রতিষ্ঠিতং।

পদার্থ – (**কর্ম, ব্রহ্মোদ্ভবং, বিদ্ধি**) কর্মকে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ থেকে উৎপন্ন জানবে এবং (**ব্রহ্ম**) বেদ (**অক্ষরসমুদ্ভবং**) অক্ষর = পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**সর্বগতং, ব্রহ্ম**) সব বৈদিক কর্মে উপযোগী হওয়ায় বেদ (**নিত্যং, যজ্ঞে, প্রতিষ্ঠিতং**) নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত মানা হয়।

সরলার্থ – কর্মকে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ থেকে উৎপন্ন জানবে এবং বেদ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এইজন্য সব বৈদিক কর্মে উপযোগী হওয়ায় বেদ নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত মানা হয়।

ভাষ্য – "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ এখানে বেদ। আর স্বামী শ০ চা০ আদি সকল আচার্য্য বেদ ই অর্থ করেছেন এবং বেদকে যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত এইজন্য মানা হয়েছে যে, যজ্ঞ বৈদিক মন্ত্র ব্যাতিত হতে পারে না।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়নীহ যঃ ৷
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — এবং। প্রবর্তিতং। চক্রং। ন। অনুবর্তয়তীহ। যঃ।
অঘায়ুঃ। ইন্দ্রিয়ারামঃ। মোঘং। পার্থ। সঃ। জীবতি।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**এবং, প্রবর্তিতং, চক্রং**) এই প্রকার উক্ত চক্রের প্রবৃত্ত হওয়ার পর (**ইহ**) এই সংসারে (**যঃ**) যে (**ন, অনুবর্তয়তীহ**) তার অনুকূলে আচরণ করে না সে

~~~~~~

(অঘায়ুঃ) পাপরূপী জীবনধারী এবং **(ইন্দ্রিয়ারামঃ)** ইন্দ্রিয় সমূহে আরাম = রমন যাঁর **(সঃ)** সে **(মোঘং, জীবতি)** বৃথাই জীবন ধারণ করে।

সরলার্থ – হে পার্থ ! এই প্রকার উক্ত চক্রের প্রবৃত্ত হওয়ার পর এই সংসারে যে তার অনুকূলে আচরণ করে না সে পাপরূপী জীবনধারী এবং ইন্দ্রিয় সমূহে আরাম অর্থাৎ রমন যাঁর সে বৃথাই জীবন ধারণ করে।

ভাষ্য – এই সংসারচক্র থেকে তাৎপর্য হলো যে, পরমাত্মা থেকে উৎপত্তিযুক্ত যে বেদ রয়েছে তার থেকে কর্ম উৎপন্ন হয়, কর্মের থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয় এবং যজ্ঞ থেকে মেঘাদি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শুভকর্ম থেকে এবং ভালো অদৃষ্ট কর্ম দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি হয়, মেঘাদি থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে প্রাণী। এই প্রকার এই সম্পূর্ণ চক্র পরমাত্মার বেদ রূপ আজ্ঞার অধীন, যার পালন করা মনুষ্যমাত্রের কর্তব্য।

সং – ননু, "**অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্বেষুলোকেষু কামচারো ভবতি**"

[ছান্দো০ ৭/২৫/২]

অর্থ – এখন এর অনন্তর আত্মার কথন করা হচ্ছে, আত্মাই **অধস্তাৎ** = নিচে, আত্মাই **উপরিষ্টাৎ** = উপরে, আত্নাই **পশ্চাৎ** = পেছনে, এবং আত্মাই **পুরুস্তাৎ** = সামনে। আত্মা দক্ষিণ দিশায়, আত্মাই উত্তর দিশায়, শুধু তাই নয় উপরে নিচে সর্বত্র আত্মা রয়েছে। এইভাবে দেখলে, এইরূপ মান্য করলে, এই প্রকার জেনে, আত্মায় **রতি** = প্রতিপক্ষ, আত্মায় ক্রিয়াযুক্ত, আত্মায় যোগযুক্ত, আত্মায় আনন্দযুক্ত ব্যক্তি **স্বরাড্** = স্বয়ং রাজা হয়ে যায় এবং সমস্ত সংসারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিচরণ করে অর্থাৎ সমস্ত অবস্থায় এবং সমস্ত স্থানে তিনি স্বতন্ত্র হন, এইরূপ ব্যক্তির জন্য পূর্বোক্ত যজ্ঞের চক্রের কর্তব্য রয়েছে কি নেই ? উত্তর —

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ৷
~~~~~~

~~~~~~

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ।। ১৭ ।।

পদ — যঃ। তু। আত্মরতিঃ। এব। স্যাৎ। আত্মতৃপ্তঃ। চ। মানবঃ।
আত্মনি। এব। চ। সন্তুষ্টঃ। তস্য। কার্যং। ন। বিদ্যতে।

পদার্থ – "**তু**" শব্দ সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য এসেছে। (**যঃ, তু**) যে ব্যক্তি (**আত্মরতিঃ এব**) আত্মায় রতি = প্রীতিযুক্ত (**চ**) এবং (**আত্মতৃপ্তঃ**) আত্মায় তৃপ্ত (**স্যাৎ**) হন (**চ**) এবং (**যঃ, মানবঃ**) যে মনুষ্য (**আত্মনি, এব, চ, সন্তুষ্টঃ**) আত্মাতেই সন্তুষ্ট (**তস্য, কার্যং, ন, বিদ্যতে**) তাঁর জন্য সাধনরূপ কর্মের আবশ্যকতা নেই।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি আত্মায় রতি অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত এবং আত্মায় তৃপ্ত হন এবং যে মনুষ্য আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর জন্য সাধনরূপ কর্মের আবশ্যকতা নেই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ।। ১৮ ।।

পদ — ন। এব। তস্য। কৃতেন। অর্থঃ। ন। অকৃতেন। ইহ। কশ্চন।
ন। চ। অস্য। সর্বভূতেষু। কশ্চিৎ। অর্থব্যপাশ্রয়ঃ।

পদার্থ – (**তস্য**) সেই পরমাত্মায় রতিযুক্ত ব্যক্তির (**কৃতেন**) কার্যের সহিত (**অর্থঃ**) প্রয়োজন (**ন, এব**) নেই আর না তো তাঁর (**কশ্চন**) কোনো (**অকৃতেন**) কর্মের অভাব হওয়ার কারণে প্রত্যবায়রূপ দোষ হয় (**ন, চ**) আর না (**অস্য**) এঁর (**সর্বভূতেষু**) সকল প্রাণীর মধ্যে (**কশ্চিৎ**) কোনো (**অর্থব্যপাশ্রয়ঃ**) অর্থধারী প্রয়োজন হয়।

সরলার্থ – সেই পরমাত্মায় রতিযুক্ত ব্যক্তির কার্যের সহিত প্রয়োজন থাকে না আর না তো তাঁর কোনো কর্মের অভাব হওয়ার কারণে প্রত্যবায়রূপ দোষ হয়, আর না এঁর সকল প্রাণীর মধ্যে কোনো অর্থধারী প্রয়োজন হয়।

ভাষ্য – আত্ময়তিযুক্ত ব্যক্তি সাধন থেকে পেরিয়ে সাধ্যরূপ পরমাত্মার সহিত তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ যোগকে প্রাপ্ত হয়ে যায়। এইজন্য তাঁর সাধনভূত কর্মের আবশ্যকতা
~~~~~~

থাকে না। তিনি যা কার্ম করেন তা নিষ্কামকর্ম, নিষ্কামকর্মের অভিপ্রায় থেকেই কর্মের প্রয়োজন রাখে না এজন্য উক্ত দুই শ্লোক লেখা হয়েছে, এবং ইহা পরবর্তী শ্লোক এই কথনকে স্পষ্ট বর্ণন করে যে, আত্মরতিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্কামকর্ম করা আবশ্যক, যেরূপ–

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ৷
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — তস্মাৎ। অসক্তঃ। সততং। কার্যং। কর্ম। সমাচর।
অসক্তঃ। হি। আরচন্। কর্ম। পরং। আপ্নোতি। পুরুষঃ।

পদার্থ – (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**অসক্তঃ**) সঙ্গকে ত্যাগ করে (**সততং**) নিরন্তর (**কার্যং, কর্ম**) কর্তব্য কর্ম (**সমাচর**) উত্তমপ্রকারে করো। (**অসক্তঃ**) সঙ্গকে ত্যাগ করে কর্মকারী (**পুরুষঃ**) ব্যক্তি (**হি**) নিশ্চিতরূপে (**কর্ম, আচরন্**) কর্মকে করেই (**পরং, আপ্নোতি**) পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – এইজন্য সঙ্গকে ত্যাগ করে নিরন্তর কর্তব্য কর্ম উত্তমপ্রকারে করো। সঙ্গকে ত্যাগ করে কর্মকারী ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে কর্মকে করেই পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

সং – ননু, "**ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে**" এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তুমি কখনো কর্মকে শ্রেষ্ঠ বলো আবার কখনো নিষ্ককর্মতাকে শ্রেষ্ঠ বলো, এইরূপ মিশ্র বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করছো এবং এই স্থানে এসে বলছো যে, কর্মকে অবশ্য কর্তব্য। পুনরায় বলছো যে "**যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ**" আত্মরতিযুক্ত ব্যক্তির কর্মের আবশ্যকতা নেই আবার পরবর্তীতে গিয়ে বললে যে, নিষ্কামকর্ম কারী ব্যক্তি পরমব্রহ্ম কে প্রাপ্ত হয় ? এর উত্তর এটাই যে "**তস্য কার্যং ন বিদ্যতে**" ইত্যাদি শ্লোকে যে নিষ্কামকর্মের অভিপ্রায় থেকে কর্মের অভাব কথন করা হয়েছে তা বাস্তবে কর্মের ত্যাগ অভিপ্রেত নয়, এই অভিপ্রায় থেকে বলা হয়েছে যে —

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ৷
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্কর্তুমর্হসি ৷৷ ২০ ৷৷

**পদ — কর্মণা। এব। হি। সংসিদ্ধি। আস্থিতাঃ। জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রং। এব। অপি। সংপশ্যন্। কর্তুং। অর্হসি।**

পদার্থ – (**জনকাদয়ঃ**) জনকাদি (**কর্মণা, এব**) কর্মের দ্বারাই (**সংসিদ্ধি**) সিদ্ধিকে (**আস্থিতাঃ**) প্রাপ্ত হয়েছে (**লোকসংগ্রহং, এব, অপি**) লোকসংগ্রহ কেও (**সংপশ্যন্**) দেখে (**কর্তুং, অর্হসি**) তুমি কর্ম করার যোগ্য হও।

সরলার্থ – জনকাদি কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়েছে, লোকসংগ্রহ কেও দেখে তুমি কর্ম করার যোগ্য হও।

ভাষ্য – "**তস্য কার্যং ন বিদ্যতে**" ইত্যাদি শ্লোকে যে নিষ্কর্ম সন্ন্যাসের সন্দেহ উৎপন্ন হয়েছিল তার নিবৃত্তির জন্য "**কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ**" ইত্যাদি শ্লোকে কর্মের অবশ্য কর্তব্যতা প্রতিপাদন করেছে। শঙ্করমতে এই শ্লোক এইজন্য ঘটতে পারে না কারণ তাঁদের মতে মোক্ষরূপী অর্থের সিদ্ধির জন্য কেবল জ্ঞানই অপেক্ষিত, কর্ম নয়। স্বামী শঙ্করাচার্যের শিষ্য মধুসূদন স্বামী এই শ্লোককে এই প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন যে, জনকাদি ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁরা কেবল কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হতে পারতেন, এইজন্য "**কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ**" বলা হয়েছে, এনাদের মতে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ের জন্য সন্ন্যাসের অধিকার নেই, সন্ন্যাসের অধিকার কেবল ব্রাহ্মণেরই। এই অভিপ্রায় থেকে এখানে ব্রাহ্মণ থেকে নিচু বর্ণকে কর্মের অবশ্যকর্তব্যতা বর্ণন করা হয়েছে। কিন্তু এনাদের এই পৌরাণিক কল্পনা গীতার অর্থে সঙ্গত প্রতীত হয় না। যদি জনকাদি ক্ষত্রিয় হওয়ার অভিপ্রায় থেকেই এখানে কর্মের অবশ্য কর্তব্যতা প্রতিপাদন করা হয়েছে তো পরবর্তী ২১ নং শ্লোকে "**যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ**" = শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য কর্মের অবশ্যকর্তব্যতা বলা হতো না, আর না "**ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন**" এই ২২ নং শ্লোকে কৃষ্ণজী কর্মের অবশ্যকর্তব্যতা নিজের জন্য বর্ণন করতো। শুধু তাই নয়, এই সম্পূর্ণ অধ্যায় কর্মের অবশ্যকর্তব্যতায় পরিপূর্ণ রয়েছে। তাহলে এখানে ক্ষত্রিয়াদির সন্ন্যাসাধিকার থেকে বের করে নিষ্কর্মসন্ন্যাস গীতা থেকে কিভাবে সিদ্ধ করতে পারে এবং যদি এইরকমই হতো তো অর্জুন তো ক্ষত্রিয় ছিল, তাহলে তাঁকে সন্ন্যাসের উপদেশ কেন করেছিল। সত্য তো এটাই যে, এই আধুনিক বেদান্তিগণের নিষ্কর্মপ্রধানসন্ন্যাস গীতার সময়ে ছিল না, এইজন্য এঁদের এই সন্ন্যাস বিষয়ক নিষ্কর্মতার ব্যাখ্যান নিষ্ফল।

সং – আমাদের মতে "**কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ**" এই শ্লোক নিম্নলিখিত শ্লোকের সাথে সঙ্গতি এই প্রকারে রয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ জনকে দেখেই অন্য লোক কর্ম করে, এইজন্য কর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্যকর্তব্য —

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ।। ২১ ।।

পদ — যৎ । যৎ । আচরতি । শ্রেষ্ঠঃ । তৎ । তম্ । এব । ইতরঃ । জনঃ ।
সঃ । যৎ । প্রমাণং । কুরুতে । লোকঃ । তৎ । অনুবর্ত্ততে ।

পদার্থ – (**শ্রেষ্ঠঃ**) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (**যৎ, যৎ, আচরতি**) যে-যে আচরণ করে (**ইতরঃ, জনঃ**) অন্য ব্যক্তিও (**তৎ, তৎ**) তাঁর অনুকরণ করে অর্থাৎ তেমনি করে (**সঃ**) সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (**যৎ, প্রনাণং, কুরুতে**) যাকে প্রমাণ করে (**লোকঃ**) মনুষ্য (**তৎ, অনুবর্ত্ততে**) তাঁরই অনুবর্তন করে অর্থাৎ তাঁর পেছনে চলে।

সরলার্থ – শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে-যে আচরণ করে অন্য ব্যক্তিও তাঁর অনুকরণ করে অর্থাৎ তেমনি করে। সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাকে প্রমাণ করে মনুষ্য তারই অনুবর্তন করে অর্থাৎ তাঁর পেছনে চলে।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ।। ২২ ।।

পদ — ন । মে । কার্থ । অস্তি । কর্তব্যং । ত্রিষু । লোকেষু । কিঞ্চন ।
ন । অনবাপ্তং । অবাপ্তব্যং । বর্ত । এব । চ । কর্মণি ।

পদার্থ – (**পার্থ**) হে অর্জুন ! (**মে**) আমার (**ত্রিষু, লোকেষু**) তিন লোকে (**কিঞ্চন, কর্তব্যং, ন, অস্তি**) কোনো কর্তব্য নেই (**অনবাপ্তং**) যে বস্তু প্রাপ্ত হবে না, এই রকম কোনো বস্তু (**অবাপ্তব্যং**) প্রাপ্ত করার যোগ্য নয় (**বর্ত, এব, চ, কর্মণি**) তবুও আমি কর্মে অবশ্য নিযুক্ত অর্থাৎ কর্ম করি।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমার তিন লোকে কোনো কর্তব্য নেই। যে বস্তু প্রাপ্ত হবে না, এই রকম কোনো বস্তু প্রাপ্ত করার যোগ্য নয়, তবুও আমি কর্মে অবশ্য নিযুক্ত অর্থাৎ কর্ম করি।

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ ৷
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ৷৷ ২৩ ৷৷

পদ — যদি। হি। অহং। ন। বর্তেয়ং। জাতু। কর্মণি। অতন্দ্রিতঃ।
মম। বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে। মনুষ্যাহ। পার্থ। সর্বশঃ।

পদার্থ – **(জাতু)** কদাচিৎ **(কর্মণি, অতন্দ্রিতঃ, অহং)** কর্মে নিরলস আমি যদি **(কর্মণি, ন, বর্তেয়ং)** কর্মে মহত্ত্ব না হই তো হে পার্থ ! **(মনুষ্যাঃ, সর্বশঃ)** সকল মনুষ্য **(মম, বর্ত্ম, অনুবর্ত্তন্তে)** আমারই মার্গের অনুবর্ত্তন = অনুকরণ করবে, এইজন্য আমার কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য।

সরলার্থ – কদাচিৎ কর্মে নিরলস আমি যদি কর্মে মহত্ত্ব না হই, তো হে পার্থ ! সকল মনুষ্য আমারই মার্গের অনুবর্ত্তন অর্থাৎ অনুকরণ করবে, এইজন্য আমার কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ৷
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ৷৷ ২৪ ৷৷

পদ — উৎসীদয়ুঃ। ইমে। লোকাঃ। ন। কুর্যাং। কর্ম। চেৎ। অহং।
সঙ্করস্য। চ। কর্তা। স্যাং। উপহন্যাং। ইমাঃ। প্রজাঃ।

পদার্থ – **(চেৎ)** যদি **(অহং, কর্ম, ন, কুর্যাং)** আমি কর্ম না করি তো **(ইমে, লোকাঃ, উৎসীদেয়ুঃ)** এই সংসার নাশ হয়ে যাবে **(চ)** এবং আমি **(সঙ্করস্য)** বর্ণ সঙ্করধর্মের **(কর্তা, স্যাং)** কর্তা হয়ে **(ইমা, প্রজাঃ, উপহন্যাং)** এই প্রজার নাশ করবো।

সরলার্থ – যদি আমি কর্ম না করি তো এই সংসার নাশ হয়ে যাবে এবং আমি বর্ণ সঙ্করধর্মের কর্তা হয়ে এই প্রজার নাশ করবো।

ভাষ্য – কৃষ্ণজীর এই কথন এই অভিপ্রায়ে করেছেন যে, যদিও আমি যোগসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স উভয় আমার প্রাপ্ত রয়েছে, এইজন্য আমার কোনো কর্তব্য নেই। কিন্তু তবুও আমি কর্ম এইজন্য করি যে, যেন লোকমর্যাদার স্থিরতা থাকে। এই কথন থেকে কৃষ্ণজী এটা সিদ্ধ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যতই সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হোক না কেন, কিন্তু জীবনকালে তাঁর জন্য কর্ম অবশ্য করা কর্তব্য।

সং – ননু, যখন বিদ্বান এবং অবিদ্বান এর একইরকম কর্ম কর্তব্য তো বিদ্বানের বিশেষতা কি ? উত্তর —

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত ৷
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — সক্তাঃ। কর্মণি। অবিদ্বাংসঃ। যথা। কুর্বন্তি। ভারত।
কুর্যাৎ। বিদ্বান্। তথা। অসক্তঃ। চিকীর্ষুঃ। লোকসংগ্রহম্ ।

পদার্থ – হে ভারত ! (**কর্মণি, সক্তাঃ, অবিদ্বান্সঃ**) কর্মে আসক্ত হওয়া অবিদ্বান ব্যক্তি (**যথা, কুর্বন্তি**) যেরূপ কর্ম করে (**বিদ্বান্, তথা, অসক্তঃ, কুর্যাৎ**) বিদ্বান সেই প্রকার কর্মে অসক্ত হয়ে নিষ্কামতা থেকে কর্ম করে, তিনি কিরকম বিদ্বান যিনি (**লোকসংগ্রহম্, চিকীর্ষুঃ**) লোক সংগ্রহের ইচ্ছে যুক্ত অর্থাৎ লোকেদের শুভকর্মে প্রবৃত্তি প্রদানকারী।

সরলার্থ – হে ভারত! কর্মে আসক্ত হওয়া অবিদ্বান ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে, বিদ্বান সেই প্রকার কর্মে অসক্ত হয়ে নিষ্কামতা থেকে কর্ম করে। তিনি কিরকম বিদ্বান? যিনি লোক সংগ্রহের ইচ্ছে যুক্ত অর্থাৎ লোকেদের শুভকর্মে প্রবৃত্তি প্রদানকারী।

ভাষ্য – যদি আধুনিক বেদান্তিগণের আশা অনুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির কর্ম করা আবশ্যক হতো একটা ব্রাহ্মণের জন্য সন্ন্যাস আবশ্যক হতো তো এই শ্লোকে বিদ্বান তথা অবিদ্বানের

~~~~~~

ভেদ করা হতো না। এই ভেদ থেকে পাওয়া যায় যে, কর্ম বর্ণচতুষ্টয়ের কর্তব্য, কেবল ভেদ এতটুকুই যে, অবিদ্বান কর্মে আসক্ত হয়ে করে এবং বিদ্বান নিষ্কামতা থেকে করে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ৷
জোষয়েৎসর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — ন। বুদ্ধিভেদং। জনয়েৎ। অজ্ঞানাং। কর্মসঙ্গিনাং।
জোষয়েৎ। সর্বকর্মাণি। বিদ্বান্। যুক্তঃ। সমাচরন্।

পদার্থ – **(কর্মসঙ্গিনাং, অজ্ঞানাং)** কর্মসঙ্গী যে অজ্ঞানী রয়েছে তাঁদের জন্য **(বুদ্ধিভেদং)** বুদ্ধির ভেদ **(ন, জনয়েৎ)** উৎপন্ন না করে **(যুক্তঃ বিদ্বান্)** যুক্ত বিদ্বান **(সমাচরন্)** উত্তম আচরণ করে তাদের **(সর্বকর্মাণি, জোষয়েৎ)** সকল কর্মে যুক্ত করবে।

সরলার্থ – কর্মসঙ্গী যে অজ্ঞানী রয়েছে তাঁদের জন্য বুদ্ধির ভেদ উৎপন্ন না করে, যুক্ত বিদ্বান উত্তম আচরণ করে তাদের সকল কর্মে যুক্ত করবে।

ভাষ্য – অদ্বৈতবাদী এই শ্লোকের এইরূপ ভাষ্য করে যে, যিনি জীব ব্রহ্মের একতাকে সঠিক ভাবে জানে না বা বুঝে না এইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি যে কর্মে সংযুক্ত রয়েছে তাঁদের ব্রহ্ম বানিয়ে বুদ্ধিভেদ করবে না, যেরূপ মধুসূদন স্বামী লিখেছেন যে —

অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্বং ব্রহ্মোতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ।।

অর্থ – যিনি অর্ধ জাগ্রত অজ্ঞানীকে "সকল কিছু ব্রহ্ম" এই উপদেশ করেন, এইরূপ উপদেশ থেকে সেই উপদেষ্টাকে মহানরক জালে যুক্ত করে। যদি এই শ্লোকে এই আশয়কে বর্ণন করতো তো জীব ব্রহ্মকে এক মনে করে সম্পূর্ণ জাগ্রত ব্যক্তির জন্য গীতা শাস্ত্র, এইরূপ উপদেশ অবশ্যই হতো, যেখানে জীব ব্রহ্মের একতাকে জ্ঞাত ব্যক্তির জন্য কোনো কর্তব্য হতো না, কিন্তু এইরকম উপদেশ কোথাও পাওয়া যায় না, বরং কর্মের উপদেশ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য, এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়।
~~~~~~

আর যদি জীব ব্রহ্মের একতাকে সম্পূর্ণ জ্ঞাতযুক্ত ব্যক্তির জন্য কোনো কর্তব্য নেই তো আধুনিক বেদান্তিগণের মধ্যে যিনি জীব ব্রহ্মের একতাকে জ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে তিনি শরীর যাত্রার জন্য কর্ম কেন করেন, যদি শরীর যাত্রার্থের জন্য ওনার কর্ম আবশ্যক তো বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মে কি দোষ ? ইত্যাদি তর্ক থেকে পাওয়া যায় যে, এই শ্লোকের অর্থ জীব ব্রহ্মের একতাকে অজ্ঞাত অজ্ঞানিদের নয় বরং জ্ঞানযোগকে অজ্ঞাত ব্যক্তি কেবল কর্মযোগীর জন্য। অর্থাৎ যিনি জ্ঞানযোগের মর্মকে না বুঝে কর্মে রত হয়েছেন, তাঁকে জ্ঞানের উচু নিচু বার্তা শুনিয়ে বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করবে না, কিন্তু যিনি অসৎ কর্মে সংযুক্ত রয়েছে অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ কর্মে রত, তাদের জন্য বুদ্ধিভেদ করা আবশ্যক। যদি এইরূপ না হতো তো কৃষ্ণজী মৃত্যু থেকে ভয়ভীত অর্জুনকে বুদ্ধিভেদ করে "**নৈনং ছিন্দন্তিশস্ত্রাণি**" এই সত্যের উপদেশ কেন করেছেন ? কেননা মিথ্যাবুদ্ধিকে দূর করার জন্য সত্যবুদ্ধির উপদেশ অবশ্যই করতে হয়।

স্বামী রামানুজও এই শ্লোকের এই আশয় বর্ণন করেছেন যে, "**কর্মযোগাধিকারিণাং কর্মযোগান্যথাত্মাবলোকনমস্তীতি ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ কিং তর্হি আত্মনিকৃৎস্নবিত্তযাজ্ঞানযোগশক্তোঽপি পূর্বোক্ত রীত্যা কর্মযোগ এব জ্ঞানযোগানিরপেক্ষ আত্মবলোকনসাধনমিতি বুধ্যা যুক্তঃ কর্মৈবাচরন্ সর্বকর্ম স্ত্রকৃনস্নবিদান্প্রীতিঞ্জনয়েৎ**" = যে ব্যক্তি কর্মযোগের অধিকারী তাঁকে কর্মযোগ থেকে অন্যথায় আত্মার অবলোকন রয়েছে, এই প্রকারের বুদ্ধি ভেদ উৎপন্ন করবে না। কিন্তু আত্মাকে পূর্ণ রীতিতে জ্ঞাত জ্ঞানযোগে পূর্ণ ব্যক্তি এই উপদেশ করে যে, আত্মবলোকনের সাধন হলো কর্মযোগ, এই প্রকার কর্মে সকল লোকের প্রীতি উৎপন্ন করো।

সং – ননু, যখন অজ্ঞানীকে জ্ঞানোপদেশ করার মাধ্যমে বুদ্ধিভেদ হয়ে যায় তো জ্ঞানী ব্যক্তির কর্মে শ্রদ্ধা কিভাবে থাকতে পারে ? উত্তর —

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ।। ২৭ ।।

পদ — প্রকৃতেঃ। ক্রিয়মাণানি। গুণৈঃ। কর্মাণি। সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা। কর্ত্তা। অহং। ইতি। মন্যতে।

পদার্থ – **(প্রকৃতেঃ, গুণৈঃ)** প্রকৃতির গুণ সমূহ থেকে **(সর্বশঃ, কর্মাণি)** সকল কর্ম **(ক্রিয়মাণানি)** করা হয় **(অহঙ্কারবিমূঢাত্মা)** অহংকার থেকে মোহকে প্রাপ্ত হয়েছে আত্মা যাঁর সে **(অহং, কর্ত্তা)** আমি করি **(ইতি, মন্যতে)** এইরকম মনে করে।

সরলার্থ – প্রকৃতির গুণ সমূহ থেকে সকল কর্ম করা হয়। অহংকার থেকে মোহকে প্রাপ্ত হয়েছে আত্মা যার সে আমি করি (সে নিজেই করে) এইরকম মনে করে।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ৷
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — তত্ত্ববিৎ। তু। মহাবাহো। গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণাঃ। গুণেষু। বর্তন্তে। ইতি। মত্বা। ন। সজ্জতে।

পদার্থ – হে মহাবাহো ! **(গুণকর্মবিভাগয়োঃ, তত্ত্ববিৎ)** গুণ কর্মের বিভাগে যিনি তত্ত্ববেত্তা রয়েছেন, তিনি **(গুণাঃ, গুণেষু, বর্তন্তে)** প্রত্যেক গুণে প্রতিফলিত হন **(ইতি, মত্বা)** এইরূপ মান্য কারী **(ন, সজ্জতে)** সঙ্গকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – হে মহাবাহো ! গুণ কর্মের বিভাগে যিনি তত্ত্ববেত্তা রয়েছেন, তিনি প্রত্যেক গুণে প্রতিফলিত হন, এইরূপ মান্য কারী ব্যক্তি সঙ্গকে (মোহকে) প্রাপ্ত হয় না।

ভাষ্য – জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টিতে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম আদি গুণ থেকে কর্মে প্রবৃত্তি হয়, এইজন্য তাঁদের দৃষ্টিতে জ্ঞান হয়েও প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া বন্ধনের হেতু নয়। কর্মবন্ধনের হেতু তো সেই ব্যক্তিদের জন্য যাঁরা গুণ কর্মের বিভাগকে জানেন না, এবং প্রকৃতির গুণ থেকে মোহকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যেরূপ পরবর্তী শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে —

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ৷

তানকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ।। ২৯ ।।

পদ — প্রকৃতেঃ। গুণসংমূঢ়াঃ। সজ্জন্তে। গুণকর্মসু।
তান্। অকৃৎস্নবিদঃ। মন্দান্। কৃৎস্নবিৎ। ন। বিচালয়েৎ।

পদার্থ – (**প্রকৃতেঃ, গুণসংমূঢাঃ**) প্রকৃতির গুণ সমূহ থেকে যিনি মোহকে প্রাপ্ত হয় তিনি (**গুণকর্মসু**) গুণকর্মের (**সজ্জন্তে**) সঙ্গকে প্রাপ্ত হয় (**তান্, অকৃৎস্নবিদঃ**) সেই অজ্ঞানীগণ এবং (**মন্দান্**) দুষ্টবুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিদেরকে (**কৃৎস্নবিৎ**) পূর্ণজ্ঞানী (**ন, বিচালয়েৎ**) বিচলিত করে না।

সরলার্থ – প্রকৃতির গুণ সমূহ থেকে যিনি মোহকে প্রাপ্ত হয় তিনি গুণকর্মের সঙ্গকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আসক্ত হয়। সেই অজ্ঞানীগণ এবং দুষ্টবুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিদেরকে পূর্ণজ্ঞানী বিচলিত করে না।

ভাষ্য – যে ব্যক্তি ক্ষাত্রধর্মকে মান্য করে সকাম কর্ম থেকে এইরূপ মনে করে যে, মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গ পাবো, এইরূপ কর্মে আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিদের নিষ্কামকর্ম কারী বিজ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধিভেদ করে না অর্থাৎ এরূপ বলে না যে, তোমরা যে স্বর্গের কামনা থেকে অমুক কর্ম করছো এটা ঠিক নয়। এইরূপ বুদ্ধিভেদ করা সেই কর্মাসক্তি ব্যক্তিদের জন্য অনুপকারী।

সং – এখন বিজ্ঞানী ব্যক্তির জন্য কর্মে যে বিশেষতা রয়েছে, তা নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রতিপাদন করেছে —

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ।। ৩০ ।।

পদ — ময়ি। সর্বাণি। কর্মাণি। সংন্যস্য। অধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীঃ। নির্মমঃ। ভূত্বা। যুধ্যস্ব। বিগতজ্বরঃ।

পদার্থ – **(অধ্যাত্মচেতসা, সর্বাণি, কর্মাণি, ময়ি, সংন্যস্য)** মনের ভেতর থেকে সকল কর্মকে আমায় অর্পন করে **(নিরাশীঃ)** নিষ্কাম **(নির্মমঃ)** শরীর, পুত্র, ভাই আদি তে মমতাশূন্য এবং **(বিগতজ্বরঃ)** শোক রহিত হয়ে **(যুধ্যস্ব)** যুদ্ধ করো।

সরলার্থ – মনের ভেতর থেকে সকল কর্মকে আমায় অর্পন করে নিষ্কাম অর্থাৎ শরীর, পুত্র, ভাই আদি তে মমতাশূন্য এবং শোক রহিত হয়ে যুদ্ধ করো।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই উপদেশ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরার্পণ কর্ম করো। এই অভিপ্রায় থেকে অবিচ্ছিন্ন এর প্রয়োগ এখানে "ময়ি" এসেছে। ময়ি থেকে তাৎপর্য কৃষ্ণজীর এখানে নিজের সহিত নয় আরং ঈশ্বরের সহিত এবং কৃষ্ণজী তদ্ধর্মতাপত্তির অভিপ্রায় থেকে এই অবিচ্ছিন্ন এর প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ কৃষ্ণজীর পরমাত্ম ভক্তি দ্বারা ওনার অপহত্তপাপ্মাদি গুণ প্রাপ্ত ছিল। এইজন্য তিনি অহং ভাব দ্বারা পরমাত্মার দিক থেকে বলেছেন।

এর বিস্তার বিবেচন আমরা চতুর্থাধ্যায়ের "***যদাযদা হি ধর্মস্য*** " ইত্যাদি শ্লোকে করবো। এখানে এতটুকুই অপেক্ষিত ছিল যে, ঈশ্বরার্পণ করে যে কর্ম করা হয় সেই কর্ম কে নিষ্কামকর্ম বলা হয়।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ৷
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ৷৷ ৩১ ৷৷

পদ — যে। মে। মতং। ইদং। নিত্যং। অনুতিষ্ঠন্তি। মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তঃ। অনসূয়ন্তঃ। মুচ্যন্তে। তে। অপি। কর্মভিঃ।

পদার্থ – **(যে, মানবাঃ)** যেই ব্যক্তি **(মে, ইদং, মতং)** আমার এই মতের **(নিত্যং, অনুতিষ্ঠন্তি)** নিত্য অনুষ্ঠান করে সেই **(শ্রদ্ধাবন্তঃ)** শ্রদ্ধাযুক্ত এবং **(অনসূয়ন্তঃ)** অনিন্দক **(তে, অপি, কর্মভিঃ, মুচ্যন্তে)** তারাও কর্ম থেকে মুক্ত হয়।

সরলার্থ – যেই ব্যক্তি আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাযুক্ত এবং অনিন্দক ব্যক্তি রয়েছে, তারাও কর্ম থেকে মুক্ত হয়।

~~~~~~

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞানবিমূঢাংস্তান্বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ।। ৩২ ।।

পদ — যে। তু। এতৎ। অভ্যসূয়ন্তঃ। ন। অনুতিষ্ঠন্তি। মে। মতং।
সর্বজ্ঞানবিমূঢান্। তান্। বিদ্ধি। নষ্টান্। অচেতসঃ।

পদার্থ – (**যে, তু**) যেই ব্যক্তি (**এতৎ, অভ্যসূয়ন্তঃ**) এর নিন্দা করে (**মে, মতং, ন, অনুতিষ্ঠন্তি**) আমার মতের অনুষ্ঠান করে না এবং (**সর্বজ্ঞানবিমূঢান্**) সর্ববিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ সকামকর্ম, নিষ্কামকর্ম, সগুণ, নির্গুণ ইত্যাদি বিষয়ে যিনি বিমূঢ় (**তান্, অচেতসঃ**) সেই দুষ্ট চেতনাযুক্তকে (**নষ্টান্**) নষ্ট (**বিদ্ধি**) জানবে।

সরলার্থ – যেই ব্যক্তি এর নিন্দা করে আমার মতের অনুষ্ঠান করে না এবং সর্ববিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ সকামকর্ম, নিষ্কামকর্ম, সগুণ, নির্গুণ ইত্যাদি বিষয়ে যিনি বিমূঢ়, সেই দুষ্ট চেতনাযুক্তকে নষ্ট বা ভ্রষ্ট জানবে।

ভাষ্য – উক্ত শ্লোকে কৃষ্ণজী এই ভাবকে বর্ণন করেছে যে, অজ্ঞানী-গণ কর্মের দর্শনকে না বুঝে কর্মে রত থাকে, তাদেরকেও এই শুভকর্তব্য থেকে দূর করা উচিত নয় এবং জ্ঞানীগণ প্রকৃতির গুণ কর্মের তত্ত্ব জেনে কর্মে প্রবৃত্ত হন। এবং কর্মকে ঈশ্বরার্পন করে নিষ্কামতা সহিত করেন। এইরূপ কর্মকে কৃষ্ণজী নিজের মত বলেছেন, বাস্তবে ইহা বৈদিক মত, যা একজন ব্যক্তি কর্তব্য মনে করে কর্মকে সম্পাদন করে। যেরূপ —

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতঁ সমাঃ ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ।।
[যজুর্বেদ ৪০/২]

অর্থ – নিষ্কাম কর্ম করে শত বর্ষ জীবিত থাকার ইচ্ছে করো।

এই প্রকার তোমায় কর্ম বন্ধনে নিক্ষেপ করবো না। এর থেকে অন্য প্রকার অর্থাৎ কর্ম থেকে মুক্তির নয়। ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণন করা হয়েছে।
~~~~~~

সং – ননু, তাহলে লোক ঈশ্বরার্পন = ঈশ্বর আশ্রিত হয়ে নিজ কর্তব্য কর্মকে কেন করে না? উত্তর —

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ৷
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ৷৷ ৩৩ ৷৷

পদ – সদৃশং। চেষ্টতে। স্বস্যাঃ। প্রকৃতেঃ। জ্ঞানবান্। অপি।
প্রকৃতিং। যান্তি। ভূতানি। নিগ্রহঃ। কিং। করিষ্যতি।

পদার্থ – (**জ্ঞানবান্, অপি**) জ্ঞানবান ব্যক্তিও (**স্বস্যাঃ, প্রকৃতেঃ**) নিজ প্রকৃতির (**সদৃশং, চেষ্টতে**) সদৃশই চেষ্টা করে, প্রকৃতির অর্থ এখানে পূর্বজন্মকৃত ধর্মাধর্ম থেকে স্বভাব হয় তার, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেই স্বভাবের অনুকূল কর্মকে করে, এইজন্য (**ভূতানি**) সকল প্রাণী (**প্রকৃতিং, কান্তি)** সেই নিজের স্বভাবকেই প্রাপ্ত হয় (**নিগ্রহঃ, কিং, করিষ্যতি**) নিগ্রহ কি করতে পারে অর্থাৎ শম দম সম্পন্ন হয়ে কৃষ্ণজীর উক্ত মতের অনুকূল কর্ম তখনি হতে পারে যখন মনুষ্যের প্রকৃতি শুদ্ধ হবে।

সরলার্থ – জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির সদৃশই চেষ্টা করে, প্রকৃতির অর্থ এখানে পূর্বজন্মকৃত ধর্মাধর্ম থেকে স্বভাব হয় তার, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেই স্বভাবের অনুকূল কর্মকে করে, এইজন্য সকল প্রাণী নিজের সেই স্বভাবকে প্রাপ্ত হয়। নিগ্রহ কি করতে পারে অর্থাৎ শম দম সম্পন্ন হয়ে কৃষ্ণজীর উক্ত মতের অনুকূল কর্ম তখনি হতে পারে যখন মনুষ্যের প্রকৃতি শুদ্ধ হবে।

সং – ননু, যখন নিজ প্রকৃতির অনুকূল কর্ম করা হয় তো মনুষ্যের কি দোষ ? উত্তর —

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ৷
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ৷৷ ৩৪ ৷৷

পদ — ইন্দ্রিয়স্য। ইন্দ্রিয়স্য। অর্থে। রাগদ্বেষৌ। ব্যবস্থিতৌ।
তযোঃ। ন। বশং। আগচ্ছেৎ। তৌ। হি। অস্য। পরিপন্থিনৌ।

পদার্থ – (**ইন্দ্রিয়স্য, ইন্দ্রিয়স্য, অর্থে**) এক-এক ইন্দ্রিয়ের অর্থে (**রাগদ্বেষৌ, ব্যবস্থিতৌ**) রাগ দ্বেষ বাস করে (**তযোঃ, ন, বশং, আগচ্ছেৎ**) ওই দুই বশে না আসলে (**তৌ**) সেই রাগ দ্বেষ (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**অস্য**) এই জীবের (**পরিপন্থিনৌ**) শত্রু হয় অর্থাৎ তাঁর কল্যাণের মার্গে বিঘ্নকর্তা হয়ে থাকে।

সরলার্থ – প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অর্থে রাগ দ্বেষ বাস করে, ওই দুই বশে না আসলে, সেই রাগ দ্বেষ নিশ্চিত রূপে এই জীবের শত্রু হয় অর্থাৎ তাঁর কল্যাণের মার্গে বিঘ্নকর্তা হয়ে থাকে।

ভাষ্য – যদিও স্বভাব দ্বারা মনুষ্যের কর্মে প্রবৃত্ত হয় তথাপি যখন সে শাস্ত্র তথা গুরু দ্বারা উপদেশ শুনে রাগদ্বেষের বশে আসে না, ইহাই তাঁর স্বকর্ম করায় স্বতন্ত্রা। প্রায় লোক রাগদ্বেষের অধীন হয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য করতে পারে না এবং যেই ব্যক্তি রাগদ্বেষের চক্রে আসে না সে শুভকর্ম করায় স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

সং – ননু , যখন জ্ঞানবানও নিজ প্রকৃতির অনুকূলে চেষ্টা করে তো তাহলে অর্জুন এর প্রকৃতির অনুকূল যে, যুদ্ধকে ত্যাগকরে ভিক্ষাবৃত্তির ধর্ম ছিল তাই শ্রেষ্ঠ। তাহলে এইরূপ ক্লিষ্ট = কষ্ট দায়ক ক্ষাত্রধর্ম থেকে কি লাভ ? উত্তর —

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ৷
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ৷৷ ৩৫ ৷৷

পদ — শ্রেয়ান্। স্বধর্মঃ। বিগুণঃ। পরধর্মাৎ। স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে। নিধনং। শ্রেয়ঃ। পরধর্মঃ। ভয়াবহঃ।

পদার্থ – (**পরধর্মাৎ, স্বনুষ্ঠিতাৎ**) অপরের ধর্ম উত্তম প্রকারে অনুষ্ঠান করা হলেও তার থেকে (**স্বধর্মঃ**) নিজ ধর্ম (**বিগুণঃ**) বিনা গুণযুক্ত হলেও (**শ্রেয়ান্**) শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। (**স্বধর্মে, নিধনং, শ্রেয়ঃ**) নিজ ধর্মে মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ এবং (**পরধর্মঃ**) অপরের ধর্ম (**ভয়াবহঃ**) ভয় প্রদানকারী হয়ে থাকে।

~~~~~~

সরলার্থ – অপরের ধর্ম উত্তম প্রকারে অনুষ্ঠান করা হলেও তার থেকে নিজ ধর্ম বিনা গুণযুক্ত হলেও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। নিজ ধর্মে মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ এবং অপরের ধর্ম ভয় প্রদানকারী হয়ে থাকে।

ভাষ্য – স্বধর্ম থেকে তাৎপর্য এখানে পূর্বজন্মকৃত প্রারম্ভ কর্ম থেকে হওয়া স্বভাবের, যে ব্যক্তি সেই স্বভাবের উল্লঙ্ঘন করে আচার করে, তিনি ঠিক করেন না। যেরূপ অর্জুন'ই প্রথমে বলেছিল যে এই হিংসারূপ যুদ্ধকর্ম থেকে ভিক্ষা করে খাওয়া উত্তম, তাঁর এই কথন নিজের স্বভাব থেকে বিপরীত। কেননা তাঁর স্বভাব ক্ষত্রিয় ছিল এবং ক্ষত্রিয়ের এইরূপ করা উচিত নয়, এই শ্লোক এই কথনকে সিদ্ধ করে দেয় যে, প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত যে ধর্ম ধর্ম রয়েছে, তার অতিক্রম করে যিনি বিরুদ্ধ আচরণ করেন তিনি সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হন না।

আর যে ব্যক্তি স্বধর্ম এর এই অর্থ করে যে, জন্ম থেকে প্রাপ্ত যে ধর্ম সেটারই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে এই পরধর্ম অর্থ পরজাতুর ধর্মের গ্রহণ করা। যদি এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ হতো তো "**সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি**" এই শ্লোকের সহিত এর সঙ্গতি থাকতো না। এর সহিত সঙ্গতি তখনি থাকে যখন স্বধর্ম এর অর্থ নিজ প্রকৃতি করা হয়। এর আশায় ইহাও যে, প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রবৃত্তিধর্মকে ত্যাগ করে যে অপরের ধর্মের নিবৃত্তির গ্রহণ করে, তিনি উচিত কার্য করেন না। এইজন্য স্বামী রামানুজ এর এই অর্থ করেছেন যে "**অতঃ সুশক্তয়াস্বধর্মভূতঃ কর্মযোগো বিগুণোপ্যপ্রমাদগর্ভঃ**" = স্বধর্মভূত যে কর্মযোগ তা বিগুণ অর্থাৎ বিনাগুণ যুক্ত হলেও তবু অপ্রমাদগর্ভ অর্থাৎ প্রমাদ থেকে রহিত, তার মধ্যে কোনো দোষ নেই। এই প্রকার স্বামী রামানুজ এখানে স্বভাব প্রাপ্ত ধর্মের অর্থ স্বধর্মের জন্য নিয়েছেন এবং প্রকরণও এটাই ছিল, বর্ণাশ্রমের ধর্মের এখানে প্রকরণ নেই। আর যে ব্যক্তি এর অর্থ জাতিধর্মের জন্য করেন তিনি পৌরাণিক, গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ তাঁরা। কেননা এখানে গীতার আশয় এই প্রকরণে ইহা যে, যে ব্যক্তি প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত স্বধর্মভূত কর্মযোগকে ত্যাগকরে কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাঁরা সঠিক করে না। এইজন্য কৃষ্ণজী বলেছেন যে "**স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ**" = প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত ধর্মে মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ। এবং এর থেকে বিপরীত কর্মেন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করে পুনরায় মনে মানসক্রম করা ঠিক নয়, যেরূপ "**মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে**" [গীতা ৩/৬] এই প্রকরণে কর্মযোগের মণ্ডনে কর্মযোগকে ত্যাগকরে মনোরথ মাত্র বকবৃত্তি থেকে নিষ্কামী হওয়া দম্ভের আচরণকারীর খণ্ডন করা হয়েছে।
~~~~~~

এই প্রকার পূর্বোত্তর বিচার করে এই শ্লোক কর্মযোগের দৃঢ়তাকে বর্ণন করে, জাতির কর্মকে নয়। এবং এইজন্য স্বামী শঙ্করাচার্য ওনার ভাষ্যে স্বধর্ম এর অর্থ জন্মের কর্ম করেন নি, জন্মের কর্ম অর্থ আধুনিক টীকাকারগণ করেছেন, যাঁরা জন্ম থেকে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাকে মান্য করে, এইজন্য এই মিথ্যার্থ গীতা এবং গীতার সনাতন ভাষ্য থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ।

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ ৷
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ৷৷ ৩৬ ৷৷

পদ — অথ। কেন। প্রযুক্তঃ। অয়ং। পাপং। চরতি। পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্। অপি। বার্ষ্ণেয়। বলাৎ। ইব। নিয়োজিতঃ।

পদার্থ – *অথ ইতি প্রশ্নে* **(বার্ষ্ণেয়)** হে বৃষ্ণীকুলোৎপন্ন কৃষ্ণ ! **(অয়ং, পূরুষঃ)** এই পুরুষ [আত্মা] **(অনিচ্ছন্, অপি)** ইচ্ছে না করেও **(বলাৎ, নিয়োজিতঃ)** জোরপূর্বক ধাক্কার সমান **(কেন, প্রযুক্তঃ)** কার প্রেরণা থেকে **(পাপং, চরতি)** পাপ করে।

সরলার্থ – হে বৃষ্ণীকুলোৎপন্ন কৃষ্ণ ! এই পুরুষ [আত্মা] ইচ্ছে না করেও জোরপূর্বক ধাক্কার সমান কার প্রেরণা থেকে পাপ করে।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ৷
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ৷৷ ৩৭ ৷৷

পদ — কামঃ। এষঃ। ক্রোধঃ। এষঃ। রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনঃ। মহাপাপ্মা। বিদ্ধি। এনং। ইহ। বৈরিণম্।

পদার্থ – **(কামঃ, এষঃ)** এই যে কাম রয়েছে **(ক্রোধঃ, এষঃ)** ক্রোধও ইহাই **(রজোগুণসমুদ্ভবঃ)** রজোগুণ থেকে সমুদ্ভব = উৎপন্ন যার, পুনরায় সেই গুণ কিরকম

~~~~~~

(মহাশনঃ) অনেক ভক্ষণকারী অর্থাৎ ক্ষুধা কখনো পূর্ণ হয় না, এবং **(মহাপাপ্মা)** বড় পাপী **(বিদ্ধি, এনং, ইহ, বৈরিণং)** একে বৈরী জানবে, এর প্রেরণা থেকে মনুষ্য পাপ করে।

সরলার্থ – এই যে কাম রয়েছে, ক্রোধও ইহাই, ইহা রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই রজোগুণ কিরকম ? অনেক ভক্ষণকারী অর্থাৎ ক্ষুধা কখনো পূর্ণ হয় না, এবং বড় পাপী। একেই বৈরী বলে জানবে, এর প্রেরণা থেকে মনুষ্য পাপ করে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ।। ৩৮ ।।

পদ — ধূমেন। আব্রিয়তে। বন্হিঃ। যথা। আদর্শঃ। মলেন। চ।
যথা। উল্বেন। আবৃতঃ। গর্ভঃ। তথা। তেন। ইদং। আবৃতং।

পদার্থ – **(ধূমেন, আব্রিয়তে, বন্হিঃ)** যেই প্রকার ধোঁয়া দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, এবং **(যথা, আদর্শঃ, মলেন)** যেই প্রকাল দর্পন ময়লা = ধূলো দ্বারা আবৃত হয়ে যায় **(চ)** এবং **(যথা)** যেই প্রকার **(উল্বেন)** জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে **(তথা)** এই প্রকার **(তেন, ইদং, আবৃতং)** সেই কাম দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান আবৃত থাকে।

সরলার্থ – যেই প্রকার ধোঁয়া দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, এবং যেই প্রকার দর্পন ময়লা = ধূলো দ্বারা আবৃত হয়ে যায়, এবং যেই প্রকার জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে ; এই প্রকার সেই কাম দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান আবৃত থাকে।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ।। ৩৯ ।।

পদ — আবৃতং। জ্ঞানং। এতেন। জ্ঞানিনঃ। নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ। কৌন্তেয়। দুষ্পূরেণ। অনলেন। চ।
~~~~~~

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**জ্ঞানিনঃ, নিত্যবৈরিণা**) জ্ঞানীদের নিত্য বৈরী [শত্রু] (**এতেন, কামরূপেণ**) এই কাম দ্বারা (**জ্ঞানং, আবৃতং**) জ্ঞান আবৃত থাকে, পুনরায় এই কাম কিরূপ (**দুষ্পূরেণ, অনলেন, চ**) দুঃখ দ্বারা পূর্ণকারী অগ্নি অর্থাৎ যেরূপে অগ্নি কাঠ থেকে তৃপ্ত হয় না সেইরূপ এই কামরূপী অগ্নি কামনা থেকে তৃপ্ত হয় না।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানীদের নিত্য বৈরী [শত্রু] এই কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। পুনরায় এই কাম কিরূপ ? দুঃখ দ্বারা পূর্ণকারী অগ্নি অর্থাৎ যেরূপে অগ্নি কাঠ থেকে তৃপ্ত হয় না সেইরূপ এই কামরূপী অগ্নি কামনা থেকে তৃপ্ত হয় না।

সং – এখন কামের অধিষ্ঠান কথন করছে —

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ৷
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ৷৷ ৪০ ৷৷

পদ — ইন্দ্রিয়াণি। মনঃ। বুদ্ধিঃ। অস্য। অধিষ্ঠানং। উচ্যতে।
এতৈঃ। বিমোহয়তি। এষঃ। জ্ঞানং। আবৃত্য। দেহিনং।

পদার্থ – (**ইন্দ্রিয়াণি**) ইন্দ্রিয় (**মনঃ**) মন (**বুদ্ধিঃ**) বুদ্ধি (**অস্য**) এই কামের (**অধিষ্ঠানং, উচ্যতে**) অধিষ্ঠান কথন করা হয়েছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিরূপী ঘরে কাম বাস করে (**এতৈঃ**) এই তিনটি দ্বারা (**জ্ঞানং, আবৃত্য**) জ্ঞানকে আবৃত করে (**এষঃ**) এই (**দেহিনং**) জীবাত্মাকে (**বিমোহয়তি**) মোহিত করে নেয়।

সরলার্থ – ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই কামের অধিষ্ঠান কথন করা হয়েছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিরূপী ঘরে কাম বাস করে। এই তিনটি দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে, এই জীবাত্মাকে মোহিত করে নেয়।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ৷
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ৷৷ ৪১ ৷৷

~~~~~~

পদ — তস্মাৎ। ত্বং। ইন্দ্রিয়াণি। আদৌ। নিয়ম্য। ভরতর্ষভ।
পরপ্মানং প্রজহি। হি। এনং। জ্ঞানবিজ্ঞান। নাশনম্।

পদার্থ – **(ভরতর্ষভ)** হে ভরতকুলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! **(তস্মাৎ)** এইজন্য **(ত্বং)** তুমি **(আদৌ, ইন্দ্রিয়াণি, নিয়ম্য)** প্রথমে ইন্দ্রিয় সমূহকে নিজের বশে করে **(হি)** নিশ্চয়পূর্বক **(জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনমৃ)** জ্ঞান = বাহ্য পদার্থের জ্ঞান এবং বিজ্ঞান = আত্মজ্ঞানের নাশকারী এই **(পাপ্মানং)** মহাপাপী কামকে **(প্রজহি)** জয় করো = নাশ করো।

সরলার্থ – হে ভরতকুলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এইজন্য তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয় সমূহকে নিজের বশে করে নিশ্চয়পূর্বক জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানের নাশকারী এই মহাপাপী কামকে জয় করো অর্থাৎ নাশ করো।

ভাষ্য – যেই প্রকার শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য তাঁর অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়কে জানার আবশ্যকতা রয়েছে, কেননা অধিষ্ঠানের খোঁজ ব্যাতিত শত্রুকে জয় করা যায় না। এই প্রকার এই কাম এর অধিষ্ঠান বা স্থান জানা ব্যাতিত এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করা অসম্ভব। অতএব এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য এর অধিষ্ঠান কথন করা হয়েছে।

সং – এখন এই কামরূপী শত্রুর জয় করার অন্য প্রকার [উপায়] কথন করেছে —

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ৷
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ৷৷ ৪২ ৷৷

পদ — ইন্দ্রিয়াণি। পরাণি। আহুঃ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ। পরং। মনঃ।
মনসঃ। তু। পরা। বুদ্ধিঃ। যঃ। বুদ্ধেঃ। পরতঃ। তু। সঃ।

পদার্থ – **(ইন্দ্রিয়াণি, পরাণি, আহুঃ)** স্থুল শরীরের অপেক্ষা ইন্দ্রিয় উপরে **(ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং, মনঃ)** ইন্দ্রিয় থেকে মন উপরে **(মনসঃ, তু, পরা, বুদ্ধিঃ)** মন থেকে উপরে বুদ্ধি এবং **(যঃ, বুদ্ধেঃ, পরতঃ)** যা বুদ্ধি থেকে উপরে **(সঃ)** তা হলো পরমাত্মা।
~~~~~~

সরলার্থ – স্থুল শরীরের অপেক্ষা ইন্দ্রিয় উপরে, ইন্দ্রিয় থেকে মন উপরে, মন থেকে উপরে বুদ্ধি এবং যা বুদ্ধি থেকে উপরে তা হলো পরমাত্মা।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ৷
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ৷৷ ৪৩ ৷৷

পদ — এবং। বুদ্ধেঃ। পরং। বুদ্ধা। সংস্তভ্যঃ। আত্মানং। আত্মনা।
জহি। শত্রুং। মহাবাহো। কামরূপং। দুরাসদং।

পদার্থ – **(মহাবাহো)** হে মহাশক্তিশালী ! **(এবং)** এই প্রকার **(বুদ্ধেঃ, পরং, বুদ্ধা)** বুদ্ধির থেকেও উপরে যে পরমাত্মা রয়েছে তাঁকে জেনে **(আত্মনা)** সংস্কৃত মন থেকে **(আত্মনং, সংস্তভ্যঃ)** নিজ আত্মার আত্মিক বলকে বৃদ্ধি করে **(কামরূপং, শত্রু, জহি)** এই কামরূপ শত্রুকে জয় করো, ইহা কিরকম শত্রু যা **(দুরাসদং)** দুঃখ থেকে জয় করা যেতে পারে অর্থাৎ একে বশীভূত করার জন্য অত্যন্ত প্রচেষ্টা আবশ্যক।
সরলার্থ – হে মহাশক্তিশালী ! এই প্রকার বুদ্ধির থেকেও উপরে যে পরমাত্মা রয়েছে তাঁকে জেনে সংস্কৃত মন থেকে নিজ আত্মার আত্মিক বলকে বৃদ্ধি করে এই কামরূপ শত্রুকে জয় করো, ইহা কিরকম শত্রু ? যা দুঃখ থেকে জয় করা যেতে পারে অর্থাৎ একে বশীভূত করার জন্য অত্যন্ত প্রচেষ্টা আবশ্যক।

ভাষ্য – যেই কার্যের প্রেরণা থেকে মনুষ্য পাপ করে, তাঁকে জয়ের একমাত্র সাধন এখানে পরমাত্মজ্ঞান বলা হয়েছে। যখন ব্যক্তি সেই পরমাত্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তখন এই কামরূপ শত্রু জয় করা যায়, অন্যথা নয়। সেই পরমাত্মজ্ঞান এর অনুষ্ঠান এই প্রকারের যে, যখন ব্যক্তি “***যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি***” এদের অনুষ্ঠান করে তখন শত্রুকে জয় করতে পারে। অর্থাৎ —

(১) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, এই পাঁচটির নাম “যোগ”।

- মন, বাণী তথা শরীর দ্বারা কাউকে দুঃখ না প্রদানের নাম “ অহিংসা”।
- যথার্থ ভাষণাদি ব্যাবহারের নাম “সত্য”।
- মন, বাণী তথা শরীর দ্বারা পরদ্রব্য গ্রহন না করার নাম “অস্তেয়”।
- স্মরণ, কীর্তন, ক্রিয়া, দেখা, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়=নিশ্চয়, ক্রিয়ানিবৃত্তি, এই যে আট প্রকারের মৈথুন রয়েছে এগুলোর ত্যাগের নাম “ব্রহ্মচর্য”।

- আবশ্যকতার থেকে অধিক বস্তু কাছে না রাখা অর্থাৎ যোগ ক্ষেম থেকে অধিক বস্তু কে গ্রহণ না করা "অপরিগ্রহ"।

(২) শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান, এই পাঁচটিকে "নিয়ম" বলে।

- অভ্যন্তরিন এবং বাহ্য দুই প্রকারে পবিত্র থাকাকে "শৌচ" বলা হয়।
- যা প্রাপ্ত হয়েছে সেটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকার নাম "সন্তোষ"।
- শীতোষ্ণাদি কে সহ্য করার নাম "তপ"।
- বেদ এবং বৈদিক গ্রন্থের যুক্তিপূর্বক পঠনপাঠের নাম "স্বাধ্যায়"।
- সত্যাদি গুণ দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপচিন্তনের নাম "প্রণিধান"।

(৩) আসন – পদ্মাসনাদি।

(৪) প্রাণ কে স্থির করার নাম "প্রাণায়াম", যা পূরক, রেচক, কুম্ভক ভেদে তিন প্রকার।

(৫) রূপাদি বিষয় সমূহ থেকে ইন্দ্রিয় কে রুদ্ধ করার নাম "প্রত্যাহার"।

(৬) ঈশ্বরে মন সংযুক্ত করার নাম " ধারণা"।

(৭) সচ্চিদানন্দাদি লক্ষণযুক্ত ব্রহ্ম ঈশ্বর ব্যাতিত অন্যান্য বৃত্তিকে দূর করে একমাত্র ঈশ্বরের রূপের অনুসন্ধান করার নাম "ধ্যান"।

(৮) ধ্যানের অবস্থা বিশেষের নাম "সমাধি"।

এই আট সাধন দ্বারা যখন ব্যক্তি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে তখন সে "কাম" জয় করতে পারে। এবং এর অনুষ্ঠান না করা হয় তো নামমাত্রের যম নিয়মাদি থেকে কাম কখনো জয় করা যেতে পারে না। এইজন্য "**এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা**" এই অন্তিম শ্লোকে পরমজ্যোতি পরমাত্মাকে আশ্রয় বলা হয়েছে, যেই আশ্রয় থেকে কামরূপ শত্রু অবশ্যই জয় করা যেতে পারে।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

ও৩ম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[জ্ঞানযোগোঃ]

সং- কৃষ্ণজী গীতা ৩/৩ শ্লোকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমে আমি দুই প্রকারের নিষ্ঠার কথা বলেছি, জ্ঞানযোগ দ্বারা বেদান্তি গণের জন্য এবং কর্মযোগ দ্বারা কর্মযোগীদের জন্য। তাঁর এই বচন সনাতন কিভাবে হতে পারে যখন কৃষ্ণজীর পূর্বে এই দুই প্রকারের যোগের গন্ধমাত্রও ছিল না ? উত্তর—

শ্রীভগবান উবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবিস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ।। ১ ।।

পদ — ইমং । বিবস্বতে । যোগং । প্রোক্তবান্ । অহং । অব্যয়ং ।
বিবস্বান্ । মনবে । প্রাহ । মনুঃ । ইক্ষ্বাকবে । অব্রবীৎ ।

পদার্থ – (**ইমং**) এই (**অব্যয়ং**) সনাতন (**য়োগং**) যোগকে (**অহং**) আমি (**বিবস্বতে**) বিবস্বান সূর্যের জন্য (**প্রোক্তবান্**) বলেছিলাম, বিবস্বান্ সূর্য (**মনবে, প্রাহ**) মনুর জন্য এবং (**মনুঃ**) মনু (**ইক্ষ্বাকবে**) ইক্ষ্বাকুকে (**অব্রবীৎ**) বলেছিল।

সরলার্থ – এই সনাতন যোগকে আমি বিবস্বান সূর্যের জন্য বলেছিলাম, বিবস্বান্ সূর্য মনুর জন্য এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিল।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ।। ২ ।।

পদ — এবং । পরম্পরাপ্রাপ্তং । ইমং । রাজর্ষয়ঃ । বিদুঃ ।
সঃ । কালেন । ইহ । মহতা । যোগঃ । নষ্টঃ । পরন্তপ ।

পদার্থ – (**পরন্তপ**) হে অর্জুন ! (**এবং**) এই প্রকার (**পরংপরাপ্রাপ্তং**) গুরুশিষ্য প্রণালী থেকে প্রাপ্ত (**ইমং**) এই যোগকে (**রাজর্ষয়ঃ**) রাজঋষিগণ (**বিদুঃ**) জেনেছেন (**সঃ, যোগঃ**) সেই যোগ এই সংসারে (**মহতা, কালেন**) চিরকাল থেকে (**নষ্টঃ**) নষ্ট হয়ে গেছে।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! এই প্রকার গুরুশিষ্য প্রণালী থেকে প্রাপ্ত এই যোগকে রাজঋষিগণ জেনেছেন, সেই যোগ এই সংসারে চিরকাল থেকে নষ্ট হয়ে গেছে।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ।। ৩ ।।

পদ — সঃ । এব । অয়ং । ময়া । তে । অদ্য । যোগঃ । প্রোক্তঃ । পুরাতনঃ ।
ভক্তঃ । অসি । মে । সখা । চ । ইতি । রহস্যং । হি । এতৎ । উত্তমং ।

পদার্থ – (**সঃ, এব, অয়ং, যোগঃ**) সেই এই যোগ (**ময়া**) আমি (**তে**) তোমার জন্য (**অদ্য**) আজ (**প্রোক্তঃ**) বলছি, তা কিরকম যোগ ? যা (**পুরাতনঃ**) প্রাচীন। (**মে, ভক্তঃ, অসি**) তুমি আমার ভক্ত হও (**চ**) এবং (**সখা**) বন্ধু হও (**ইতি**) এই কারণে (**এতৎ, উত্তমং, রহস্যং**) এই উত্তম রহস্য আমি তোমাকে বলছি।

সরলার্থ – সেই এই যোগ আমি তোমার জন্য আজ বলছি, তা কিরকম যোগ ? যা প্রাচীন। তুমি আমার ভক্ত হও এবং মিত্র হও এই কারণে এই উত্তম রহস্য আমি তোমাকে বলছি।

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রক্তবানিতি ।। ৪ ।।

পদ — অপরং । ভবতঃ । জন্ম । পরং । জন্ম । বিবস্বতঃ ।
কথং । এতৎ । বিজানীয়াং । ত্বং । আদৌ । প্রোক্তবান্ । ইতি ।

পদার্থ – (**ভবতঃ, জন্ম**) তোমার জন্ম (**অপরং**) এখন হয়েছে এবং (**বিবস্বতঃ, জন্ম**) বিবস্বান এর জন্ম (**পরং**) প্রাচীন (**কথং, এতৎ, বিজানীয়াং**) আমি এই কথাকে কিভাবে জানবো যে (**ত্বং, আদৌ**) তুমিই আদিকালে (**প্রোক্তবান্, ইতি**) এই যোগকে বলেছ।

সরলার্থ – তোমার জন্ম এখন হয়েছে এবং বিবস্বান এর জন্ম প্রাচীন। আমি এই কথাকে কিভাবে জানবো যে, তুমিই আদিকালে এই যোগকে বলেছ।

ভাষ্য – "**বিবিস্বান্ সূর্য**" থেকে তাৎপর্য এই জড় সূর্যের নয়, কিন্তু সেই মনুষ্যের। যাঁর থেকে সূর্যবংশীয় এর বংশ চলে আসছে।

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মাদি তব চার্জুন ৷
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ৷৷ ৫ ৷৷

পদ — বহূনি। মে। ব্যতীতানি। জন্মানি। তব। চ। অর্জুন।
তানি। অহং। বেদ। সর্বাণি। ন। ত্বং। বেত্থ। পরন্তপ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**মে**) আমার (**বহূনি**) অনেক (**জন্মানি**) জন্ম (**ব্যতীতানি**) ব্যাতিত হয়েছে (**চ**) এবং (**তব**) তোমারও (**তানি, সর্বাণি, জন্মানি, অহং, বেদ**) সেই সব জন্মকে আমি জানি, হে পরন্তপ ! (**ত্বং, ন, বেত্থ**) তুমি সেগুলো জানো না।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমার অনেক জন্ম ব্যাতিত হয়েছে এবং তোমারও। সেই সব জন্মকে আমি জানি। হে পরন্তপ ! তুমি সেগুলো জানো না।

ভাষ্য – কৃষ্ণজীর অভিপ্রায় এই শ্লোকে এটাই যে, জীবাত্মা অনাদি হওয়ার কারণে তোমার এবং আমার অনেক জন্ম হয়েছে এবং আমি সেগুলো যোগসামর্থ দ্বারা জানি, কিন্তু তুমি জানো না। যেরূপ পরবর্তী দ্বাদশ (১২) নং অধ্যায়ে বলেছেন যে "**পশ্য মে যোগমৈশ্বরং**" = আমার ঈশ্বর বিষয়ক যোগকে তুমি দেখো। এইরূপ ঈশ্বর বিষয়ক যোগ দ্বারা কৃষ্ণজী পূর্বজন্মের জ্ঞানকে সূচিত করেছে, অন্য কোনো সামর্থের অভিপ্রায়ে নয়।

সং – ননু, "**ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচন**" ইত্যাদি শ্লোকে জীবাত্মাকে অজন্মা সিদ্ধ করেছ এবং আপনার মতো যোগী পুরুষ তো মুক্তির অধিকারী হয়েও পুনরায় তোমার বারংবার জন্ম কেন হয় ? উত্তর —

~~~~~~

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।। ৬ ।।

পদ — অজঃ । অপি । সন্ । অব্যয়াত্মা । ভূতানাং । ঈশ্বরঃ । অপি । সন্ ।
প্রকৃতিং । স্বাং । অধিষ্ঠায় । সম্ভবামি । আত্মমায়য়া ।

পদার্থ – (**অজঃ, অপি, সন্**) আমি অজও (**অব্যয়াত্মা**) আমার আত্মা বিকার থেকে মুক্ত (**ভূতানাং, ঈশ্বরঃ, অপি, সন্**) এবং ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে অন্য প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর অর্থাৎ মুক্তির ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত হয়েছি কিন্তু (**প্রকৃতিং, স্বাং**) নিজের পূর্ব কর্ম রচিত স্বভাবকে (**অধিষ্ঠায়**) আশ্রয় করে (**আত্মমায়য়া**) নিজ জ্ঞান দ্বারা (**সম্ভবামি**) উৎপন্ন হই।

সরলার্থ – আমি অজও, আমার আত্মা বিকার থেকে মুক্ত এবং ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে অন্য প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর অর্থাৎ মুক্তির ঐশ্বর্যকে প্রাপ্ত হয়েছি কিন্তু নিজের পূর্ব কর্ম রচিত স্বভাবকে আশ্রয় করে নিজ জ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন হই।

ভাষ্য – এই শ্লোকের ভাব এটাই যে, যদিও মুক্ত জীবের মধ্যে অন্য জীবের মতো জন্ম মৃত্যু নেই তবুও মুক্ত জীব নিজ স্বভাবকে আশ্রয় করে নিজ জ্ঞান দ্বারা জন্ম নেয় এবং তাঁর সেই জন্ম সংসারের উদ্ধারের জন্য হয়, অজ্ঞানী জীবের মতো হয় না। এইজন্য "**আত্মমায়য়া**" এই শব্দ বলা হয়েছে, "**মায়া**" শব্দের অর্থ স্বামী শঙ্করাচার্যও এখানে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিরই মান্য করেছেন, উক্ত অর্থ থেকে ভিন্ন শঙ্করমতের অনির্বচনীয় মায়ার অর্থ গীতা থেকে সিদ্ধ করা কঠিন নয় বরং অসম্ভব, যেরূপ "**দৈবীহ্যেষাগুণময়ীমমমায়াদুরত্যয়া**" [গীতা ৭/১৪] ইত্যাদি স্থানে মায়া শব্দের অর্থ প্রকৃতি ই, প্রকৃতির অর্থ মান্য করে অবতারবাদীদের অবতার সিদ্ধ করা বড়ই কঠিন হয়ে যায়, কেননা মায়াবাদী গণ মায়াকে ব্রহ্মে আশ্রয় স্ববিষয় মনে করেই সকল জীব ঈশ্বরাদি ভাব ব্রহ্ম থেকে সিদ্ধ করে। এদের সিদ্ধান্ত এটাই যে, শুদ্ধ চেতনের আশ্রিত স্বাশ্রয় স্ববিষয়রূপ থেকে মায়া থাকে এবং সেই মায়া তাঁর আশ্রয়ে থেকে তাঁকেই আবৃত করে নেয়, যেরূপ প্রকাশযুক্ত স্থানে যখন স্থান নির্মাণ করা হয় তো সেই স্থানের ভিত্তির সমর্থনে অন্ধকার থেকে তাকেই আবৃত করে নেয়, এর নাম "স্বাশ্রয় স্ববিষয়"। এই প্রকার
~~~~~~

স্বাশ্রয়স্ববিষয়রূপ স্থিত মায়া তাঁদের মতে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মে জীব এবং ঈশ্বর দুই প্রকারের ভেদ উৎপন্ন করে দেয়। যার উপাধি অবিদ্যা তাঁকে "জীব" এবং যার উপাধি মায়া তাঁকে "ঈশ্বর" বলে। যখন এই প্রকার এদের মতে অজ্ঞান এবং মোহের নাম মায়া তো তাহলে **"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"** এই উপনিষদ বাক্য এদের মতে কিভাবে সঙ্গত হতে পারে, কেননা প্রকৃতিতে তো সত্ত্বগুণ রয়েছে, যেখান থেকে অজ্ঞান এবং মোহ উৎপন্ন হয় না বরং জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই প্রকার সূক্ষ্ম বিচারের করার মাধ্যমে সিদ্ধ হয় যে **"সম্ভবাম্যাত্মময়য়া"** এর অর্থ শঙ্করমতে যে প্রকৃতি করা হয়েছে তা তাঁদের মত থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। এই অভিপ্রায়ে মধুসূদন স্বামী আদি টীকাকারগণ শঙ্করমতের সংস্কার করতে গিয়ে নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়ে এটা সিদ্ধ করেছে যে —

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টায়ন্মাম্ পশ্যসি নারদ।
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দৃষ্টুমর্হসি ॥

মায়ার অর্থ এখানে অনির্বচনীয়ের, এইজন্য এই স্থানে মধুসূদন স্বামী লিখেছেন যে **"বিচিত্রানেকশক্তিমঘটমানঘটনাপটীয়সীং স্বাং সোপাধিভূতামধিষ্ঠায় চিদাভাসেন বশীকৃত্য সম্ভবামি তৎপরিণামবিশেষৈরেব দেহবানিব জাত ইব চ ভবামি"** = অনেক বিচিত্র শক্তি রয়েছে, যার মধ্যে (অঘটমানঘটনাপটীয়সী) না হওয়া যে ঘটনা তার মধ্যে যা (পটীয়সী) চতুর এবং (স্বাং সোপাধিভূতাং) যা ঈশ্বরের উপাধিরূপ রয়েছে তাকে আশ্রয় করে অর্থাৎ সেই মায়ার মধ্যে চেতনের আভাস হয়ে তার পরিণাম বিশেষ দ্বারা (দেহবান্) উৎপন্নের সমান আমি প্রতীত হই, বাস্তবে দেহযুক্ত নয়। এর থেকে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর এদের মতে মায়ায় প্রতিবিম্ব চেতনের নাম, অন্য কোনো বিশেষ বিগ্রহধারীর নয়। তাহলে **"সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"** এর অর্থ ঈশ্বরের মধ্যে কিভাবে ঘটতে পারে। কেননা এই প্রকরণে তো সামনে গিয়ে **"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং"** ইত্যাদি শ্লোকে এইরূপ বর্ণন করেছে যে, সাধুদের রক্ষা এবং দুষ্টের নাশের জন্য আমি বিগ্রহ ধারণ করি, আর স্বামী শঙ্করাচার্য তথা ওনার শিষ্যগণ কোনো বিগ্রহবিশেষ মান্য করে নি। যদি বলা হয় যে তাদের মতেও কল্পিত বিগ্রহ বলা যায় ? এর উত্তর এটাই যে, এই শ্লোকে ব্যাসজীর কল্পিত বিগ্রহ থেকে তাৎপর্য নেই বরং সাধুদের রক্ষার তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু তাত্ত্বিক সাধুদের রক্ষার তাৎপর্য রয়েছে, তাত্ত্বিক যোগের উপদেশ করতে কল্পিতের কথা কথন করা সঙ্গত প্রতীত হয় না। এইজন্য স্বামী রামানুজ এখানে "মায়া" শব্দের অর্থ জ্ঞান করেছেন।

~~~~~~

যেরূপ "**মায়াবয়ুনংজ্ঞানমিতিজ্ঞানপর্যায়োত্তর মায়া শব্দঃ**" = মায়া, বায়ু, জ্ঞান এগুলো পর্যায়বাচী শব্দ। যার অর্থ আমি নিজের দ্বারা শরীর ধারণ করি, এর থেকে পাওয়া যায় যে, এখানে মায়াবাদীদের মিথ্যাবাদ এর উপদেশ নেই, তাহলে অবতারবাদ কিভাবে সিদ্ধ হতে পারে। কেননা এঁদের মতে অবতারদের শরীরও তো মায়ামাত্রই হয়, তাত্ত্বিক নয়। যদি এরূপ বলা হয় যে, সকল শরীর মায়ামাত্র তো ইহা এঁদের সিদ্ধান্ত নয়। কেননা এঁদের সিদ্ধান্ত এটাই যে, অবতারের শরীর মায়ার জীবের শরীর ভৌতিক হয়ে থাকে। যেরূপ [গীতা ৪/৯] এর শঙ্করভাষ্যে লিখেছেন "**জন্ম মায়ারূপং কর্ম চ সাধুপরিত্রাণাদি**" এর উপর স্বামী শঙ্করাচার্যের শিষ্য আনন্দ গিরি লিখেছেন যে "**মায়া ময়মীশ্বরস্য জন্ম ন বাস্তবং**" = ঈশ্বরের শরীর মায়াময়, বাস্তব নয়। এবং আরও লিখেছেন "**মায়াময়ং কল্পিতমিতিয়াবৎ**" = মায়াময় এর অর্থ কল্পিত ; যখন এখানে এই প্রশ্ন করা হয় যে, ঈশ্বরের কল্পনা ঈশ্বরের জন্ম হয়, নাকি জীবের কল্পনা থেকে ঈশ্বরের জন্ম হয় ? যদি ঈশ্বরের কল্পনা থেকে হয় তো সত্যসঙ্কল্প কিভাবে বলা যায়, কেননা এই জন্মরূপী কল্পনা তো মায়াবাদীদের মতো মিথ্যা। যদি জীবের কল্পনা থেকে ঈশ্বরের জন্ম মানা যায় তো জীবের দ্বারা কল্পিত জন্ম থেকে সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্টদের নাশ কিভাবে হতে পারে। কেননা এইরূপ মিথ্যা কল্পনা তো স্বপ্নাদি অবস্থায় অনেক হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে সাধুদের পরিত্রাণ এবং দেশের কল্যাণ কখনো হতে পারে না। এবং এই মায়াবাদের কল্পনার যদি বিকল্প করা যায় তো কোনো সারমর্ম থাকে না।

তত্ত্ব এটাই যে, এখানে যোগকে সনাতন কথন করে যোগীদের মহত্ত্বের বর্ণন করেছে যে, যোগীগণ সেচ্ছায় সাধুদের পরিত্রাণ এবং দেশের কল্যাণের জন্য জন্ম ধারণ করে এবং যোগের সমাধি দ্বারা তাঁদের সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ "**জন্মৌষধিমন্ত্র তপঃ সমাধিজা সিদ্ধয়ঃ**" [যোগ০ ৪/১] তে লেখা রয়েছে যে, জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপ, সমাধি এই সাধন সমূহ দ্বারা সিদ্ধ হয়। এবং ছান্দোগ্য এর ষষ্ঠ প্রপাঠকে আত্মরতিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বরাট্ এবং স্বেচ্ছাচারী হওয়া লিখিত রয়েছে। আত্মরতি = পরমাত্মায় পরমপ্রীতি পরমসমাধি এবং এইরকম যোগী ব্যক্তি সাধুদের পরিত্রাণের জন্য জন্ম ধারণ করেন৷

সং – ননু, তাঁর জন্ম ধারণের আবশ্যকতা কখন কখন হয় ? উত্তর —

যদাযদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ৷
~~~~~~

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সমজাম্যহম্ ।। ৭ ।।

পদ — যদা। যদা। হি। ধর্মস্য। গ্লানিঃ। ভবতি। ভারত।
অভ্যুত্থানং। অধর্মস্য। তদা। আত্মনং। সৃজামি। অহং।

পদার্থ – হে ভারত ! **(যদা, যদা, হি)** যখন যখন **(ধর্মস্য)** ধর্মের **(গ্লানিঃ)** হানি **(ভবতি)** হয় এবং **(অধর্মস্য, অভ্যুত্থানং)** অধর্মের অভ্যুত্থান হয় অর্থাৎ যখন অধর্ম বেড়ে যায় **(তদা)** তখন **(অহং)** আমি **(আত্মনং)** আত্মাকে **(সৃজামি)** রচনা করি অর্থাৎ শরীর ধারণ করি। কোন প্রয়োজনের জন্য ? উত্তর —

সরলার্থ – হে ভারত ! যখন যখন ধর্মের হানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় অর্থাৎ যখন অধর্ম বেড়ে যায় তখন আমি আত্মাকে রচনা করি অর্থাৎ শরীর ধারণ করি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।। ৮ ।।

পদ — পরিত্রাণায়। সাধূনাং। বিনাশায়। চ। দুষ্কৃতাং।
ধর্ম। সংস্থাপনার্থায়। সম্ভবানি। যুগে। যুগে।

পদার্থ – **(সাধূনাং)** সাধুদের **(পরিত্রাণায়)** রক্ষার জন্য **(চ)** এবং **(দুষ্কৃতাং)** পাপীদের **(বিনাশায়)** বিনাশের জন্য **(ধর্মসংস্থাপনার্থায়)** ধর্মের স্থাপনের জন্য **(যুগে, যুগে)** প্রত্যেক যুগে **(সম্ভবামি)** হই।

সরলার্থ – সাধুদের রক্ষার জন্য এবং পাপীদের বিনায়ের জন্য, ধর্মের স্থাপনের জন্য প্রত্যেক যুগে হই।

ভাষ্য – এই শ্লোকে যোগীদের জন্মের হেতু (কারণ) ধর্মরক্ষা বলা হয়েছে, কিন্তু এই শ্লোককে অবতারবাদীরা অবতারে যুক্ত করে। সেই লোকেরা এইরূপ অর্থ করে যে, যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন তখন পরমেশ্বর অধর্মের নাশার্থে অবতার ধারণ করে। কিন্তু

এই নিয়মকে তাঁরা নিজের সকল অবতারে যুক্ত করতে পারে না। কেননা তাঁদের মতে বুদ্ধদেব একজন অবতার, তো কোন অধর্মের নাশের জন্য তিনি অবতার নিয়েছিল। পরশুরাম কোন সাধুর পরিত্রাণ তথা দেশের কি কল্যাণ করেছে এবং মোহিনী কার মোহকে দূর করেছে, ইত্যাদি অনেক দোষ তাদের ঈশ্বরাবতার বিষয়ে রয়েছে। যার সমাধান তাঁদের কাছে নেই। আমাদের মতে তো যোগজ সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তি সাধুদের এবং দেশের কল্যাণের জন্য জন্ম ধারণ করে, তাঁরা সকলেই অবতার। যদি এদের কল্পনার অনুকূল ঈশ্বরের অবতার মেনেও নেয়া যায় তো তাহলে ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধির সময়ে সেই ঈশ্বর অবতার কেন নিল না ? কেউ কি বলতে পারবে যে সোমনাথ এবং বিশ্বনাথের মন্দির ভাঙা ধর্মের হানি ছিল না ? খুব বেশী নয়, যেই সময় পৌরাণিক বিচারের অনুকূল দুর্যোধনাদি দুষ্টের কারণে ধর্মের হানি হয় সেই সময় কৃষ্ণ, ব্যাস, নারদাদি অনেক অবতার ছিল, কিন্তু যখন দুর্যোধনের মতো করুন দুঃখপ্রদানকারী ধর্ম কর্মের শত্রু উৎপন্ন হলো তখন একজনও অবতারের দৃষ্টি পরে নি। যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের যোগীরা সেই সময় অবতার কেন নিল না ? তো উত্তর এটাই যে, আমাদের মতানুকূল তো সময়ে সময়ে যোগীগণ অবতার নিতেই থাকে। যেরূপ —

ইন্দব ছন্দ

বিপ্রগাভীর দুঃখ দূর করেছে যিনি, দৈত্যম্লেচ্ছন কে দণ্ড দিয়েছে।
দীনদের উদ্ধার করেছে যিনি, দেশ সংশোধনের পথ ধরেছে॥
নভোমণ্ডল ধূলোম্লেছ দ্বারা পূর্ণ ছিল, যিনি মেঘের আবরণ নির্মল করেছে।
এনার অবতারের ভয়ে, ভারতবর্ষের দুঃখ দূর করেছে॥

উক্ত গুণ যুক্ত অবতারের বীজ এখানে কৃষ্ণজী সূচিত করেছে, জগৎজন্মাদি হেতু ঈশ্বরের গন্ধমাত্রও নিরূপণ করে নি, কৃষ্ণজী যেই ঈশ্বরকে "**সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্**" [গীতা ১২/৩] এই শব্দ দ্বারা নিরূপণ করেছেন যে, যিনি সর্ব-ব্যাপক, অচিন্ত্য, কুটস্থ = চৈতন্যঘন, অচল = নিশ্চল এবং ধ্রুব পরিণাম রহিত, তিনি জন্ম মৃত্যুতে কিভাবে আসতে পারে। এবং যেই ঔপনিষদ পুরুষকে উপনিষদ বাক্য "**যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ**" [তৈ০ ২/৪/১] ইত্যাদি বাক্যে মন বাণীর অবিষয় কথন করে তো তাহলে তিনি জন্ম মৃত্যুযুক্ত কিভাবে হতে পারে।

ননু – এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনাকারীকেও কৃষ্ণজী বলেছেন যে, তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হয়। এই কথন থেকে পাওয়া যায় যে, সেই অক্ষর কৃষ্ণজী থেকে ভিন্ন নয়, নির্গুণ হওয়ায় তাঁকে অক্ষর এবং সগুণ হওয়া তাঁকেই অবতার বলা যায় ? **উত্তর** – কৃষ্ণজী অক্ষরের উপাসকদেরকে এরূপ বলেছেন যে, তাঁরাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়, এইরূপ নিজের মতকে বৈদিক হওয়ার অভিপ্রায়ে বলেছেন অর্থাৎ কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগরূপী আমার মত ঈশ্বরের মার্গ থেকে ভিন্ন নয়, অন্যথা যদি এইরকম না হতো তো তিনি [গীতা ১৮/৬১] মধ্যে এইরূপ বলতো না যে —

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
[গীতা ১৮/৬১]

অর্থ – হে অর্জুন ! ঈশ্বর সকল প্রাণিদেরকে নিজ মায়া = জ্ঞানরূপী যন্ত্র দ্বারা পরিচালনা করে সকলের হৃদয় দেশে স্থির রয়েছেন, সর্বভাব থেকে তুমি তাঁরই শরণকে প্রাপ্ত হও। এই কথন এই বচনকে সিদ্ধ করে দেয় যে, কৃষ্ণজী নিজই নিজেকে ঈশ্বর কখনো মান্য করতেন না এবং "**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি**" ইত্যাদি কথন এবং বিচার কেবল কৃষ্ণজীর নয় বরং ব্যাসজীরও বটে "**যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং**" [বৃহদা০ ৩/৭/৩] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যেও বর্ণিত রয়েছে যে, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকেন, যাঁকে পৃথিবী জানে না এবং যিনি পৃথিবী আদির নিয়ন্তা তিনি তোমার অন্তর্যামী পরমাত্মা। আর যে অনেক স্থলে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে ঈশ্বরভাব থেকে কথন করেছে তা তদ্ধর্মতাপত্তির অভিপ্রায় থেকে বলেছেন। অর্থাৎ পরমাত্মার অপহতপাপ্মাদি দিব্য গুণের ধারণ করার মাধ্যমে কৃষ্ণজী অহংভাবের উপদেশ করেছেন, যেরূপ "**স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মাম আয়ুঃ অমৃতম্ ইতি উপাসস্ব**" [কৌষী০ ৩/২] = ইন্দ্র প্রতর্দনকে বললো যে, আমি প্রাণরূপ প্রজ্ঞাত্মা, তুমি আমার উপাসনা করো। এর নির্ণয় মহর্ষি ব্যাস "**প্রাণস্তথানুগমাৎ**" [ব্র০ সূ০ ১/১/২৮] মধ্যে এইরূপ করেছেন যে, এখানে প্রাণ ব্রহ্মের নাম। তাহলে এর থেকে এই সন্দেহ উৎপন্ন হয় যে, ইন্দ্র নিজেই নিজেকে প্রাণ কেন বললো ? এর উত্তর এটাই যে, "**ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্**" [ব্র০ সূ০ ১/১/২৯] বক্তা ইন্দ্র এখানে নিজেকে প্রাণরূপে কথন করেছে (*ইতি, চেৎ*) যদি এইরূপ বলা যায় তো (*ন*) ঠিক নয়, কেননা পরমাত্মবিষয়ক যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের ভূমা = বাহুল্য রয়েছে, সেই

অভিপ্রায় থেকে এখানে ইন্দ্র নিজেই নিজেকে ঈশ্বরবাচী শব্দ দ্বারা কথন করে। এই ভাবকে আমরা "***বেদান্তর্য্যভাষ্য***" এর ইন্দ্রপ্রতর্দনাধিকরণে স্পষ্ট রীতিতে লিখেছি, ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সেখানে দেখে নিবেন। এই ভাব থেকে কৃষ্ণজীও অনেক স্থানে নিজেই নিজেকে অহংভাব থেকে কথন করেছেন। অন্যথা যখন গীতা উপনিষদর্থের সংগ্রহ মান্য করা হয় তো তাহলে সেটা কোন উপনিষদের কোন স্থান যেখানে নিত্য, শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব ঈশ্বরের জন্মের বর্ণন করা হয়েছে। হ্যাঁ এই কথনের বর্ণন উপনিষদে অনেক স্থানে আসে যে, ঋষিগণ ঈশ্বরীয় গুণকে ধারণ করে ঈশ্বরের অহংগ্রহ = আত্মত্বেন উপাসনা করেছে, যেরূপ "**ত্বং বা অহমস্মি ভবোদেবতেঅহং বৈ ত্বমসি**" ইত্যাদি স্থানে ঈশ্বর এবং নিজেকে অভেদ দ্বারা কথন করেছে। এই উপনিষদের ভাব গীতায় এসেছে, তাহলে এর মধ্যে অবতারের সন্দেহ কেন ?

এই ভাব থেকে কৃষ্ণজী পরবর্তী শ্লোকে নিজ জন্ম কর্মকে দিব্যরূপে বর্ণন করেছেন, দিব্য এর অর্থ এটাই যে, যা অপ্রাকৃত হবে অর্থাৎ প্রকৃতির বিগ্রহধারী মনুষ্যে জন্ম এবং কর্ম পাওয়া যায় না। যদি কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে পরমেশ্বর মানতো তো জন্ম কর্মের জন্য দিব্য বিশেষণ দেওয়ার কি আবশ্যকতা ছিল, যেরূপ —

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ।। ৯ ।।

পদ — জন্ম । কর্ম । চ । মে । দিব্যং । এবং । যঃ । বেত্তি । তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা । দেহং । পুনঃ । জন্ম । ন । এতি । মাং । এতি । সঃ । অর্জুন ।

পদার্থ – (**জন্ম**) পূর্ব প্রারব্ধ কর্ম থেকে শরীর তথা জীবাত্মার সম্বন্ধ এবং (**কর্ম**) ধর্মের উদ্ধার তথা অধর্মের নাশের জন্য, যে দুষ্ট হননাদি কর্ম (**মে**) আমার রয়েছে সেগুলো (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**তত্ত্বতঃ**) যথার্থ ভাবে (**বেত্তি**) জানেন, হে অর্জুন ! (**সঃ**) সে (**দেহং, ত্যক্ত্বা**) দেহকে ত্যাগ করে (**পুনঃ, জন্ম**) পুনর্জন্মকে (**ন, এতি**) প্রাপ্ত হয় না (**মাং, এতি**) আমাকে প্রাপ্ত হয় ।

সরলার্থ – পূর্ব প্রারব্ধ কর্ম থেকে শরীর তথা জীবাত্মার সম্বন্ধ এবং ধর্মের উদ্ধার তথা অধর্মের নাশের জন্য, যে দুষ্ট হননাদি কর্ম আমার রয়েছে, সেগুলো যে ব্যক্তি যথার্থ

ভাবে জানেন, হে অর্জুন ! সে [সেই ব্যক্তি] দেহকে ত্যাগ করে পুনর্জন্মকে প্রাপ্ত হয় না, আমাকে প্রাপ্ত হয় ।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ৷
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — বীতরাগভয়ক্রোধাঃ। মন্ময়াঃ। মাং। উপশ্রিতাঃ।
বহবঃ। জ্ঞানতপসা। পূতাঃ। মদ্ভাবং। আগতাঃ।

পদার্থ – (**বীতরাগভয়ক্রোধাঃ**) রাগ = প্রীতি, ভয় = অন্যের থেকে ভয় এবং ক্রোধ, এগুলো বীত = দূর হয়েছে যাঁর (**মন্ময়াঃ**) আমার গুণকে ধারণ করায় যিনি আমার মতো হয়ে গেছে এবং (**মাং, উপাশ্রিতাঃ**) আমাকে নিজের পথপ্রদর্শক মান্য করে যিনি আমাতে আশ্রয় করে, এইরকম ব্যক্তি (**বহবঃ**) অনেক (**জ্ঞানতপসা**) জ্ঞানরূপী তপ দ্বারা (**পূতাঃ**) পবিত্র হয়ে (**মদ্ভাবং**) আমার ভাব = জ্ঞান, যোগ তথা কর্মযোগাদি আশয়কে (**আগতাঃ**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – রাগ অর্থাৎ প্রীতি, ভয় অর্থাৎ অন্যের থেকে ভয় এবং ক্রোধ এগুলো বীত অর্থাৎ দূর হয়েছে যাঁর, আমার গুণকে ধারণ করায় যিনি আমার মতো হয়ে গেছে এবং আমাকে নিজের পথপ্রদর্শক মান্য করে যিনি আমাতে আশ্রয় করে, এইরকম ব্যক্তি অনেক জ্ঞানরূপী তপ দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার ভাব অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ তথা কর্মযোগাদি আশয়কে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – স্বামী শঙ্করাচার্য এই শ্লোকে '**মন্ময়া**' এর এইরূপ অর্থ করেছেন যে "**মন্ময়া ব্রহ্মবিদ ঈশ্বরাভেদদর্শিনো মামেব পরমেশ্বরমুপাশ্রিতাঃ কেবল জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যর্থঃ**" = যে জীব ঈশ্বরের অভেদকে দর্শনকারী ব্রহ্মবেত্তা অর্থাৎ যাঁর মতে জীব ব্রহ্ম এক, কেবল তিনিই আমি পরমেশ্বরকে আশ্রয় করে জ্ঞাননিষ্ঠা যুক্ত হন। এখানে জীব ব্রহ্মের অভেদ গন্ধমাত্রও নেই, যা উক্ত স্বামী জী জোরপূর্বক সিদ্ধ করেছেন। কোথায় সাধুদের রক্ষা এবং দেশ কল্যাণের কথা আর কোথায় স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া। যদি যেমন তেমন প্রকারে এই শ্লোকের অর্থ এইপ্রকার মেনেও নেওয়া যায় তো তাহলে ১১ নং শ্লোকের কি অর্থ হবে

~~~~~~

যেখানে লেখা রয়েছে যে "**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্**" স্বামী শঙ্করাচার্যজী এর সঙ্গতিতে এটি যুক্ত করেন যে "**তবতর্হিরাগদ্বেষোস্তঃ যেন কেভ্যশ্চিদেবাত্মভাবং প্রয়চ্ছসি ন সর্বেভ্যঃ**" = তখন তোমার রাগদ্বেষ হয়েছে যে কাউকে জীব ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান দ্বারা মুক্তি দাও আর কাউকে নয় ! এই শঙ্কার উত্তর স্বামী এই প্রকার দেন যে, না, যে যেই মার্গ থেকে আসে সকলে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। এখানে এই শ্লোকে এসে তো স্বামী জী নিজের সম্পূর্ণ দৃঢ়তা ত্যাগ করেছে অর্থাৎ কেবল জ্ঞাননিষ্ঠা থেকে মুক্তি মান্যকারী স্বামী এখানে নিজের এত উদারতা দেখালো যে, অধিকারী, অনাধিকারী, ঠক, চোর সকলকে মোক্ষমার্গের যাত্রী বানিয়ে সংসার সাগর থেকে পার করে দিল। অস্তু, আমাদের এতে কি। কেবল জ্ঞান থেকে মুক্তির প্রতিজ্ঞা তো এখানে ওনিই ভঙ্গ করলেন, আমাদের এখানে এতটুকু প্রতীত হলো যে, জীবকে ব্রহ্ম বানানোর প্রযত্নে স্বামী শঙ্করাচার্য এবং ওনার শিষ্যরা এইরকম ব্যাখ্যা করে যে, যাহাতে যেমন তেমন প্রকারে অর্থাভাস করে জীবকে মনোরথমাত্রের ব্রহ্ম বানিয়েই নেয়। দেখুন মধুসূদন স্বামী "**মন্ময়া**" এর এইরূপ অর্থ করেছেন যে "**মাং পরমাত্মনং তৎপদার্থ ত্বং পদার্থ অভেদেন সাক্ষাৎকৃতবন্তঃ**" = আমি পরমেশ্বর যা "তৎ" পদের অর্থ এবং "ত্বং" পদের অর্থ যা জীব। উক্ত "তৎ" পদ এবং "ত্বং" পদের অর্থ যারা সাক্ষাৎকার করেছেন তাদেরকে "মন্ময়া" বলে। ভালো এখানে "তত্ত্বমসি" এর অখণ্ডার্থের কথাই নেই, কিন্তু ঠিক আছে "তত্ত্বমসি" তে অখণ্ডার্থ মান্যকারীকে না টেনে নির্বাহ কিভাবে, "তত্ত্বমসি" যা ছান্দোগ্য এর ষষ্ঠ প্রপাঠকের বাক্য, সেখানে এর অর্থ এটাই যে "তত" নাম এই জীবাত্মা "ত্বং" নাম তুমি। এই প্রকার এখানে সমানাধিকরণ রয়েছে। মায়াবাদী এর এইরূপ অর্থ করে যে, তৎ – তিনি পরমেশ্বর, ত্বং – তুমি, এই অর্থে "তৎ" শব্দের বাচ্য যেই ঈশ্বর তিনি সর্বজ্ঞ এবং "ত্বং" পদ বাচ্য যেই জীব তা অল্পজ্ঞ। এইজন্য মায়াবাদীরা এখানে ভাগত্যাগ লক্ষণা মান্য করে। যেখানে এক অংশের ত্যাগ এবং এক অংশের গ্রহন করা যায় তাকে "ভাগত্যাগলক্ষণা" বলে। যেরূপ "**সোঽয়ং দেবদত্ত**" মধ্যে তৎদেশ এবং এতৎদেশ রূপ অংশকে ত্যাগ করে লক্ষমাত্র দেবদত্ত নামধারী ব্যক্তি নেওয়া যায়, এই প্রকার এখানে প্রকৃত পক্ষে "তৎ" পদ বাচ্য ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা এবং "ত্বং" পদ বাচ্য জীবের অল্পজ্ঞতাকে ত্যাগ করে চেতনমাত্র যা এক লক্ষ্যার্থের বোধ যার থেকে হবে তার নাম "ভাগত্যাগলক্ষণা"। এইরকম ক্লিষ্ট কল্পনা করে এখানে মায়াবাদীরা জীব ব্রহ্মের একতা সিদ্ধ করার প্রযত্ন করেছে, এদের মান্য করা নিম্নলিখিত ষট্ লিঙ্গো দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

(১) উপক্রম উপসংহার এর একরূপতা, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) ফল (৫)
~~~~~~

অর্থবাদ, (৬) উপপত্তি।

১) উপক্রম = প্রারম্ভ, উপসংহার = সমাপ্তি, যেখানে উপক্রম এবং উপসংহারে একরূপতা পাওয়া যায় তার নাম "উপক্রমোপসংহার" এর একরূপতা।

২) পুনঃপুনঃ কথনের নাম "অভ্যাস"।

৩) যে বস্তু প্রথমত জ্ঞাত নয় অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত পদার্থ থেকে নতুন তাকে "অপূর্বতা" বলে।

৪) যার থেকে কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তার নাম "ফল"।

৫) স্তুতি বা নিন্দার অভিপ্রায়ে কোনো বস্তুকে তার অস্তিত্ব থেকে অধিক কথন করার নাম "অর্থবাদ"।

৬) উক্ত অর্থের অনুকূল যুক্তসমূহকে "উপপত্তি" বলে।

প্রকরণে এই ষটবিধ লিঙ্গো দ্বারা আধুনিক বেদান্তিগণের অবতারবাদ বা ব্রহ্মবাদ সিদ্ধ হয় না। কেননা উপক্রম এবং উপসংহার এই অধ্যায়ে যোগ এর। যেরূপ "**ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্**" [গীতা ৪/১] এবং "**ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত**" [গীতা ৪/৪২] ; এই প্রকার এখানে উপক্রম যোগ থেকে শুরু এবং উপসংহারও যোগ দ্বারাই শেষ আর মধ্যেও বারংবার জ্ঞানযোগ তথা কর্মযোগের বর্ণন রয়েছে। এইজন্য অভ্যাসও যোগেরই। অপূর্বতা এটাই যে, এই বৈদিক যোগ ব্যাতিত বৈদিক গ্রন্থ অথবা উপদেষ্টার স্বয়ং আসতে পারে না। ফল এর মধ্যে এটাই যে, তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মুক্তির প্রয়োজন এর দ্বারা সিদ্ধ হয়। অর্থবাদ ইহা, যেরূপ [গীতা ৪/২৩] মধ্যে বলেছে যে, জ্ঞানরূপী যজ্ঞে যাঁর মন স্থির তাঁর সম্পূর্ণ কর্ম লয়কে প্রাপ্ত হয়ে যায়। উপপত্তি এটাই যে, যেই প্রকার সাংসারিক অর্থের সিদ্ধির জন্য কোনো ব্যক্তি কোনো অর্থযুক্ত ব্যক্তির সহিত যোগ ছাড়া কৃতার্থ হয় না, এইপ্রকার মুক্তিরূপ অর্থেও নিত্য, শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব পরমাত্মার সহিত যোগ ব্যাতিত কেউ কখনো কৃতার্থ হতে পারে না। এই প্রকার তাৎপর্যের নিশ্চায়ক যে উক্ত ষটলিঙ্গ রয়েছে সেগুলো থেকে অবতারবাদ এবং জীব ব্রহ্মের একতারূপ বাদের অংশমাত্রও এই চতুর্থাধ্যায়ে পাওয়া যায় না। আর যদি এইরকম হতো তো "**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং**" [গীতা ৪/১১] এই শ্লোকে শঙ্করমতানুকূলে এতটা স্বতন্ত্রতা কেন দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যেকোনো মার্গ থেকে আসুক সকল মার্গ পরমাত্মপ্রাপ্তির।

সং – ননু, "**বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ**" এই পূর্ব শ্লোকে জ্ঞানরূপী তপ দ্বারা তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মোক্ষের বর্ণন করেছে। অর্থাৎ জ্ঞান থেকেই মনুষ্য পবিত্র ভাব কে প্রাপ্ত

~~~~~~

হয়। তাহলে “**কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ**” [গীতা ৩/২০] মধ্যে এই কথন করেছে যে, কর্ম দ্বারাই জনকাদি সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়েছে, এটা কি ঠিক নয় ? উত্তর —

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।। ১১ ।।

পদ — যে। যথা। মাং। প্রপদ্যন্তে। তান্। তথা। এব। ভজামি। অহং।
মম। বর্ত্ম। অনুবর্তন্তে। মনুষ্যাঃ। পার্থ। সর্বশঃ।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**যে**) যে মনুষ্য (**যথা**) যেই প্রকারে (**মাং**) আমাকে (**প্রপদ্যন্তে**) প্রাপ্ত হয় (**তান্**) তাঁদের (**তথা, এবং**) তেমনিই (**অহং, ভজামি**) আমি গ্রহণ করি (**মম**) আমার (**বর্ত্য**) যে মার্গ রয়েছে তাকে (**সর্বশঃ, মনুষ্যাঃ**) সকল মনুষ্য (**অনুবর্তন্তে**) আশ্রয় করে।

সরলার্থ – হে পার্থ ! যে মনুষ্য যেই প্রকারে আমাকে প্রাপ্ত হয় তাঁদের তেমনিই আমি গ্রহণ করি। আমার যে মার্গ রয়েছে তাকে সকল মনুষ্য আশ্রয় করে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে “**যে যথা**” এর অর্থ এটাই যে, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ দুই প্রকারের মার্গের মধ্যে যে যেই প্রকারে আমাকে প্রাপ্ত হয় তাঁকে সেই প্রকারে আমি গ্রহণ করি। অর্থাৎ উভয় মার্গই আমাকে প্রাপ্তির হেতু। এর পূর্বের শ্লোকে জ্ঞানের প্রভাব অধিক কথন করা হয়েছে, এইজন্য কর্মযোগের নূন্যতা পাওয়া যেত, যার উত্তর এই শ্লোকে “**ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা**” এই কথন করে পূর্ণ করেছে, এবং পূর্বোত্তর শ্লোক থেকে পাওয়া যায় যে, এখানে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ এই দুই মার্গের অভিপ্রায় থেকে “**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে**” এই কথন করা হয়েছে। যদি আজকালের সর্বতন্ত্রের একরস শ্রদ্ধালুদের অনুকূল এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করা হয় যে, যে কেউ উচু, নিচু, যেকোনো মার্গ থেকে আসে সকলে কৃষ্ণজীর মার্গকেই প্রাপ্ত হয়। তো তাহলে কৃষ্ণজী [গীতা ১৮/৬৬] মধ্যে এটা কিজন্য বলেছেন যে, “**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**” = তুমি সকল ধর্মকে ত্যাগ করে এক আমারই শরণকে প্রাপ্ত হও। যখন সকল মার্গেই তাঁকে প্রাপ্তির উপায় রয়েছে তো তাহলে সেগুলো ত্যাগের উপদেশ কেন করেছেন!
~~~~~~

কৃষ্ণজীর এই উপদেশ নয় যে, কেউ উল্টো, কেউ সোজা যেকোনো মার্গ থেকে চলে তা সকল মার্গ পরমেশ্বর প্রাপ্তির হেতু। বরং কৃষ্ণজী এটা মান্য করতো যে, এক বৈদিক ধর্ম থেকে ভিন্ন যিনি কল্পিত ধর্মকে মান্য করে তাঁর কখনো কল্যাণ হবে না। এই অভিপ্রায় থেকে "**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**" এই কথন করেছে। আর স্বামী শঙ্করাচার্যও "**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে**" এর অর্থ প্রয়োজনাবত্বধিকরণে এইরূপ করেছেন যে, যিনি পরমেশ্বরকে পূণ্যাত্মা হয়ে মিলিত হয় তাঁকে পরমাত্মা সুখ প্রদান করে এবং যিনি পাপাত্মা হয়ে মিলিত হন তাঁকে দুঃখ প্রদান করে। এখানে স্বামী শঙ্করাচার্যও উক্ত শ্লোকের মর্যাদাশুণ্য অর্থকে বৈদিকমর্যাদা থেকে বেঁধে দিয়েছেন। অস্তু, প্রসঙ্গসঙ্গতি থেকে এখানে এতটা অর্থাভাসের বিচার করেছেন, প্রকৃত পক্ষে এখানে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয় মার্গের আশ্রয়ণ ইষ্ট।

কাঙক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ।। ১২ ।।

পদ — কাঙক্ষন্তঃ। কর্মণাং। সিদ্ধিং। যজন্তে। ইহ। দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং। হি। মানুষে। লোকে। সিদ্ধিঃ। ভবতি। কর্মজা।

পদার্থ – (**কর্মণাং**) কর্মের (**সিদ্ধিং**) সিদ্ধিকে (**কাঙক্ষন্তঃ**) প্রার্থনা কারী (**ইহ**) এই সংসারে (**দেবতাঃ, যজন্তে**) দেবতাদের যজ্ঞ করে অর্থাৎ দেবতা শব্দের বাচ্য যে ইন্দ্রিয়, তাদের যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা প্রৌঢ় করে কর্ম করার যোগ্য করে, যেরূপ "**শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়া -ণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি**" [গীতা ৪/২৬] = অন্য ব্যক্তি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযমরূপ অগ্নিতে হবন করে দেয়। এখানে দেবতা শব্দ ইন্দ্রিয়ের বাচক, যার প্রমাণে এই বেদ মন্ত্রও রয়েছে যে "**নৈনদ্দেবাঽআপ্নুবন্পূর্বমর্ষৎ**" [যজুর্বেদ ৪০/৪] = যা পূর্বেই সেই স্থানে ব্যাপক তাঁকে দেব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হতে পারে না। (**ক্ষিপ্রং**) শীঘ্র (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**মানুষে, লোকে**) মনুষ্য লোকে (**কর্মজা, সিদ্ধিঃ, ভবতি**) কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া সিদ্ধি শীঘ্রই হয়ে থাকে।

সরলার্থ – কর্মের সিদ্ধিকে প্রার্থনা কারী এই সংসারে দেবতাদের যজ্ঞ করে অর্থাৎ দেবতা শব্দের বাচ্য যে ইন্দ্রিয়, তাদের যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা প্রৌঢ় করে কর্ম করার যোগ্য করে, শীঘ্র

~~~~~~

নিশ্চিত রূপে মনুষ্যলোকে কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া সিদ্ধি শীঘ্রই হয়ে থাকে।

সং – ননু, তোমরা বললে যে, "**যজন্ত ইহ দেবতাঃ**" = দেবতাদের যজ্ঞকারীর শীঘ্রই সিদ্ধি হয়ে যায়, কিন্তু দেবতাদের যজ্ঞ তো সকলে করতে পারে না, কেননা তোমাদের যজ্ঞাদি কর্মেও তো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এর অধিকার রয়েছে, যে জন্ম বিচারে শূদ্র তাঁর জন্য তো কর্মের সিদ্ধি শীঘ্র হওয়ার কোনো উপায় নেই ? উত্তর —

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ৷
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ৷৷ ১৩ ৷৷

পদ — চাতুর্বণ্যং। ময়া। সৃষ্টং। গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য। কর্তারং। অপি। মাং। বিদ্ধি। অকর্তারং। অব্যয়ং।

পদার্থ – **(চাতুর্বণ্যং)** চার বর্ণের ভাব=ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি ধর্মকে **(গুণকর্মবিভাগশঃ)** গুণ কর্মের বিভাগ = ভেদ থেকে **(ময়া, সৃষ্টং)** আমি সৃষ্টি করেছি। **(তস্য)** সেই গুণ কর্ম রূপী ভেদের **(কর্তাং)** কর্তা **(অপি)** ও **(মাং)** আমাকে **(বিদ্ধি)** জানবে। আমি কিরকম **(অকর্তারং)** বাস্তবে কর্তা নই, তাহলে কিরকম **(অব্যায়ং)** বিকার রহিত।

সরলার্থ – চার বর্ণের ভাব রয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি ধর্মকে গুণ কর্মের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ থেকে আমি সৃষ্টি করেছি। সেই গুণ কর্ম রূপী ভেদের কর্তাও আমাকে জানবে। বাস্তবে আমি কর্তা নই, আমি বিকার রহিত।

ভাষ্য – উক্ত শ্লোকে এই বর্ণন করা হয়েছে যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি ধর্ম গুণ কর্মের বিভাগ থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ শমদমাদি যাঁর স্বাভাবিক হয় তিনি "ব্রাহ্মণ"। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, চাতুর্যাদি যাঁর স্বাভাবিক হয় তিনি "ক্ষত্রিয়"। যাঁর প্রবৃত্তি কৃষি, গাভীর রক্ষা, ব্যাবসা বৃত্তি, ইত্যাদি কর্মে হয় তিনি " বৈশ্য"। এবং যাঁর কেবল অন্যের সেবা করাই স্বভাবসিদ্ধ হবে তিনি "শূদ্র"। এই প্রকার স্বাভাবিক গুণের ভেদ থেকে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির বর্ণন করেছি। এই চতুর্বর্ণের ভাব কথন করে দেওয়ায় আমাকে কর্তা জানবে বাস্তবে নয়। এই কথন থেকে সিদ্ধ করেছে যে, স্বাভাবিক গুণ কর্মের বিভাগ থেকে
~~~~~~

~~~~~~

বর্ণব্যবস্থা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। নিজেকে কর্তা কেবল সেগুলো বর্ণন করার অভিপ্রায় থেকে কথন করেছে। শঙ্করভাষ্যে এই শ্লোককে গুণকর্মসিদ্ধ বর্ণব্যবস্থার উপরে যুক্ত করে নি, কিন্তু এই বিষয়ে যুক্ত করেছে যে, লোকেরা তোমার মার্গেই কেন চলে ? এই শঙ্কা করে এইরূপ উত্তর দিয়েছে যে, বর্ণাশ্রমকে আমি রচনা করেছি এইজন্য সকল লোক আমারই অনুকূল চলে ; কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কেননা যদি এই ভাব হতো তো স্বাভাবিক ভাবেই সকল লোক কৃষ্ণজীর উপদেশ করা মার্গেই চলতো এবং আর যদি এইরূপ হতো তো "**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য**" ইত্যাদি শ্লোকে নিচু ধর্ম সমূহকে ত্যাগ করে এক ধর্মের উপদেশ কেন করা হলো, এইজন্য যেই প্রকার শঙ্করভাষ্যাদিতে যে সঙ্গতি যুক্ত করেছে তা ঠিক নয়। এখানে এই শ্লোকের সঙ্গতি এটাই যা আমরা যজ্ঞাদিকর্মে আক্ষেপ উঠিয়ে বর্ণন করেছি এবং "**ব্রহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ**" [যজুর্বেদ ৩১/১১] এই মন্ত্র এই শ্লোকের বীজভূত। এর থেকেও স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভেদ বর্ণন করা হয়েছে জন্ম থেকে নয়।

সং – এই কর্মযোগের প্রসঙ্গে কর্মের মহত্ত্ব দেখিয়ে কৃষ্ণজী কথন করেছে যে —

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ।। ১৪ ।।

পদ — ন। মাং। কর্মাণি। লিম্পন্তি। ন। মে। কর্মফলে। স্পৃহা।
ইতি। মাং। যঃ। অভিজানাতি। কর্মভিঃ। ন। সঃ। বধ্যতে।

পদার্থ – (**মাং**) আমাকে (**কর্মাণি**) কর্ম (**ন, লিম্পন্তি**) স্পর্শ করে না, এবং না (**মে**) আমার (**কর্মফলে**) কর্মের ফলে (**স্পৃহা**) ইচ্ছা রয়েছে (**ইতি**) এই প্রকার (**যঃ**) যে (**মাং**) আমাকে (**অভিজানাতি**) জানেন (**সঃ**) সে (**কর্মভিঃ**) কর্মের সহিত (**ন, বধ্যতে**) বন্ধনকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – আমাকে কর্ম স্পর্শ করে না, এবং না আমার কর্মের ফলে ইচ্ছা রয়েছে। এই প্রকার যে আমাকে জানেন সে কর্মের সহিত বন্ধনকে প্রাপ্ত হয় না।
~~~~~~

ভাষ্য – এই শ্লোকের তত্ত্ব এটাই যে, আমি নিষ্কামকর্ম করি এইজন্য না কর্ম আমাকে বন্ধনে ফেলে আর না আমার কর্মের ইচ্ছে হয়। এই প্রকার যিনি আমার নিষ্কামকর্মের দর্শনকে জানেন তিনি কর্মের বন্ধনে না এসেও সর্বদা নিষ্কামকর্ম করে।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ৷
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — এবং। জ্ঞাত্বা। কৃতং। কর্ম। পূর্বৈঃ। অপি। মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু। কর্ম। এব। তস্মাৎ। ত্বং। পূর্বৈঃ। পূর্বতরং। কৃতং।

পদার্থ – (**পূর্বৈঃ**) পূর্বকালে (**মুমুক্ষুভিঃ**) মুক্তির ইচ্ছাকারী (**এবং**) এই প্রকার (**জ্ঞাত্বা**) জেনে (**কর্ম, কৃতং**) কর্ম করেছে (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**ত্বং**) তুমি (**কর্ম, এব, কুরু**) কর্মই করো, কেননা (**পূর্বৈঃ, পূর্বতরং, কৃতং**) পূর্বজগণ পূর্বযুগে এইরকমই করেছে।

সরলার্থ – পূর্বকালে মুক্তির ইচ্ছাকারী এই প্রকার জেনে কর্ম করেছে। এইজন্য তুমি কর্মই করো, কেননা পূর্বজগণ পূর্বযুগে এইরকমই করেছে।

সং – ননু, আপনি যে বারংবার কর্ম করার উপদেশ করছেন, এর মধ্যে কি অপূর্বতা রয়েছে, এটা তো সকলে জানে যে, কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। এরমধ্যে কারোর বিপ্রতিপত্তি নেই, তাহলে বার বার কর্মের উপদেশ কেন ? উত্তর —

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ ৷
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — কিং। কর্ম। কিং। অকর্ম। ইতি। কবয়ঃ। অপি। অত্র। মোহিতাঃ।
তৎ। তে। কর্ম। প্রবক্ষ্যামি। যৎ। জ্ঞাত্বা। মোক্ষ্যসে। অশুভাৎ।

পদার্থ – (**কিং, কর্ম**) বাস্তবে কর্ম কী (**কিং, অকর্ম**) এবং বাস্তবে অকর্ম = না করার যোগ্য কী (**কবয়ঃ**) বুদ্ধিমান (**অপি**) ও (**অত্র**) এই বিষয়ে (**মোহিতাঃ**) মোহকে প্রাপ্ত

~~~~~~

(তৎ) এইজন্য **(তে)** তোমাকে **(কর্ম, প্রবক্ষ্যামি)** কর্মের ব্যাখ্যান করছি **(যৎ, জ্ঞাত্বা)** যাকে জেনে **(অশুভাৎ)** মন্দকর্ম থেকে **(মোক্ষ্যসে)** মুক্ত হবে।

সরলার্থ – বাস্তবে কর্ম কী এবং বাস্তবে অকর্ম অর্থাৎ না করার যোগ্য কী, বুদ্ধিমানও এই বিষয়ে মোহকে প্রাপ্ত। এইজন্য তোমাকে কর্মের ব্যাখ্যান করছি যাকে জেনে মন্দকর্ম থেকে মুক্ত হবে।

ভাষ্য – কী কর্তব্য আর কী অকর্তব্য, এই বিষয়ে অনেক লোক ভ্রমে পড়ে রয়েছে, এইজন্য কৃষ্ণজী বলেছেন যে, আমি তোমাকে কর্মের দর্শন বলছি যাকে জেনে তুমি অশুভ কর্মসমূহ থেকে সর্বথা মুক্ত হবে।

সং – ননু, দেহ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারের নাম "কর্ম" এবং সেই ব্যাপারকে না করার নাম "অকর্ম"। ইহা সকলে জানে, তাহলে এই দর্শনে রহস্য কি ? উত্তর —

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ।। ১৭ ।।

পদ — কর্মণঃ। হি। অপি। বোদ্ধব্যং। বোদ্ধব্যং। চ। বিকর্মণঃ।
অকর্মণঃ। চ। বোদ্ধব্যং। গহনা। কর্মণঃ। গতিঃ।

পদার্থ – **(হি)** নিশ্চিত রূপে **(কর্মণঃ)** শাস্ত্রবিহিত যে কর্ম রয়েছে সেগুলোর তত্ত্ব **(অপি)** ও **(বোদ্ধব্যং)** জানার যোগ্য **(চ)** এবং **(বিকর্মণঃ)** শাস্ত্র থেকে প্রতিষিদ্ধ যে কর্ম রয়েছে সেগুলোর তত্ত্বও **(বোদ্ধব্যং)** জানার যোগ্য **(চ)** এবং **(অকর্মণঃ)** না করা = কর্মের অভাবও জানার যোগ্য **(কর্মণঃ)** কর্মের **(গতিঃ)** জ্ঞান **(গহনা)** অনেক গভীর।

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে শাস্ত্রবিহিত যে কর্ম রয়েছে সেগুলোর তত্ত্বও জানার যোগ্য এবং শাস্ত্র থেকে প্রতিষিদ্ধ যে কর্ম রয়েছে সেগুলোর তত্ত্বও জানার যোগ্য। এবং না করা অর্থাৎ কর্মের অভাবও জানার যোগ্য। কর্মের জ্ঞান অনেক গভীর।
~~~~~~

~~~~~~

ভাষ্য – "কর্ম, বিকর্ম, অকর্ম" এই তিন প্রকারের কর্ম রয়েছে। *কর্ম* = যা করার যোগ্য, *বিকর্ম* = যা শাস্ত্র থেকে নিষিদ্ধ এবং *অকর্ম* = যার না বিধি না নিষেধ আছে। যেরূপ সন্ধ্যাবন্দন এবং শমদমাদি যে বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম রয়েছে তা শাস্ত্র প্রতিপাদ্য হওয়ায় "কর্ম", মহাপাতকাদি শাস্ত্র নিষিদ্ধ অধর্মের জনক হওয়ায় "বিকর্ম" এবং যথেষ্ট কর্ম যা বিধি নিষেধ থেকে ভিন্ন যেমন রাতে খাওয়া, দিনে খাওয়া, শ্বেতপীতাদি বস্ত্র পড়া ইত্যাদি বিধিনিষেধ শূন্য হওয়ায় "অকর্ম" বলা হয়। এই প্রকার উক্ত তিন কর্মের তত্ত্ব না জেনে ব্যক্তি কর্ম করায় চতুর হয় না, এইজন্য কর্মের গতিকে "**গহনা কর্মণো গতি**" বলা হয়েছে।

সং – এখন উক্ত তিন প্রকারের কর্মের তত্ত্ব জানার উপায় কথন করেছে —

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ।। ১৮ ।।

পদ — কর্মণি। অকর্ম। যঃ। পশ্যেৎ। অকর্মণি। চ। কর্ম। যঃ।
সঃ। বুদ্ধিমান্। মনুষ্যেষু। সঃ। যুক্তঃ। কৃৎস্নকর্মকৃৎ।

পদার্থ – (**যঃ**) যিনি (**কর্মণি**) কর্মে (**অকর্ম**) অকর্মকে (**চ**) এবং (**যঃ**) যিনি (**অকর্মণি**) অকর্মে (**কর্ম**) কর্মকে (**পশ্যেৎ**) দেখেন (**সঃ, মনুষ্যেষু, বুদ্ধিমান্**) তিনি মনুষ্যদের মধ্যে বুদ্ধিমান। (**সঃ, যুক্তঃ**) তিনি যোগী এবং তিনিই (**কৃৎস্নকর্মকৃৎ**) সকল কর্মের সম্পাদন কারী।

সরলার্থ – যিনি কর্মে অকর্মকে এবং অকর্মে কর্মকে দেখেন তিনি মনুষ্যদের মধ্যে বুদ্ধিমান। তিনি যোগী এবং তিনিই সকল কর্মের সম্পাদন কারী।

ভাষ্য – এই শ্লোক জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়ের বিধান করে যে, যিনি কর্মে অকর্ম অর্থাৎ জ্ঞানকে দেখেন এবং যিনি অকর্মণি = জ্ঞানে কর্ম দেখেন, তিনি মনুষ্যদের মধ্যে বুদ্ধিমান। তিনি যোগী এবং তিনিই সকল কর্মের সম্পাদনকারী অর্থাৎ যিনি কর্ম করার সময় জ্ঞানপূর্বক কর্মকে করে এবং জ্ঞান অর্জনের সময় নিজ কর্তব্যকে ভুলে না তিনিই
~~~~~~

~~~~~~

যোগী এবং তিনিই সকল কর্মের সম্পাদনকারী।

শঙ্করমতে এর এই অর্থ যে, কর্ম করার সময় যিনি অকর্ম নামক কর্মের অভাবকে দেখেন এবং কর্মের অভাবের সময় যিনি কর্মকে দেখেন অর্থাৎ যেই সময় কর্ম করে সেই সময় এরূপ মনে যে, এই কর্ম আমি অবিদ্যায়ই করছি বাস্তবে আমি কর্তা নই। এই কর্মে অকর্ম দর্শন এবং অকর্ম নাম ব্রহ্মে যিনি অবিদ্যা ভূমিতে কর্ম দেখেন এবং এই অকর্ম ব্রহ্মে কর্মদর্শন রয়েছে। এই প্রকার এই শ্লোক থেকে এটা সিদ্ধ করে যে "**সর্বএব ক্রিয়াকারকা দিব্যব্যবহারোঽবিদ্যাভূমাবেব কর্ম যঃ পশ্যেৎ স বুদ্ধিমানৃ মনুষ্যেষু**" = যতগুলো এই ক্রিয়া কারকাদি ব্যবহার রয়েছে এই সব অবিদ্যাভূমী, বাস্তবে নেই। যখন এর মধ্যে এই শঙ্কা করা হয় যে, কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ কিভাবে দেখবে ? এর উত্তর এরূপে দিয়েছেন যে, "**অকর্মৈব পরমার্থতঃ সৎকর্ম বদবভাসতে মূঢ়দৃষ্টেলোকস্য তথা কর্মৈবাঽকর্মবৎ তত্র যথা ভূতদর্শনার্থমাহ ভগবান্ কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি, অতো ন বিরুদ্ধং**" [গীতা ৪/১৮ শঙ্করভাষ্য] = মূঢ়দৃষ্টিধারী লোকদেরকে অকর্মই বাস্তবে প্রকৃত কর্মের সমান প্রতীত হয় এবং তেমনিই কর্ম অকর্মের সমান প্রতীত হয়। এর যথার্থ অর্থ দেখানোর জন্য ভগবান কৃষ্ণ "**কর্মণি অকর্ম যঃ পশ্যেৎ**" ইত্যাদি কথন করেছেন, এইজন্য কোনো বিরোধ নেই। এখানে শঙ্করমতের সার এটাই যে, যিনি এই পার্থিব বৈদিক সকল কর্মকে স্বপ্ন পদার্থের সমান ভ্রান্তিভূত দেখেন তিনিই যোগী এবং তিনিই সকল কর্ম সম্পাদনকারী। কিন্তু সকল পদার্থকে মিথ্যা সিদ্ধকারী মায়াবাদীদের অর্থ গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ, কেননা যদি এই শ্লোকের আশয় সকল কর্মকে রজ্জুসর্পের সমান মিথ্যা সিদ্ধ করার হতো তো [গীতা ৪/১৯-২০] মধ্যে নিষ্কাম কর্মের বিধান করা হতো না। অধির আর কি, আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলছি যে "**ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে**" থেকে শুরু করে "**যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ**" এই অন্তিম শ্লোক পর্যন্ত মায়াবাদীদের জগতকে রজ্জু সর্পের সমান মিথ্যা মান্য করার সিদ্ধান্ত কেউ বের করতে পারবে না। এই সিদ্ধান্ত স্বামী শঙ্করাচার্য এবং ওনার শিষ্যরা কেবল মনোরথ মাত্র থেকে গীতায় যুক্ত করেছেন। গীতাশাস্ত্র মিথ্যার্থ এবং মায়াবাদের উপদেশ করে না, দেখুন এর প্রমাণে কর্মে অকর্ম দর্শনকে এই পরবর্তী শ্লোকে এই প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে যে —

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ ।
~~~~~~

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — যস্য। সর্বে। সমারম্ভাঃ। কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং। তং। আহুঃ। পণ্ডিতং। বুধাঃ৷

পদার্থ – (**যস্য**) যাঁর (**সর্বে**) সকল (**সমারম্ভাঃ**) প্রারম্ভ করা কর্ম (**কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ**) কামরূপী সঙ্কল্প থেকে বর্জিত অর্থাৎ নিষ্কাম (**জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং**) জ্ঞানরূপী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে কর্ম যাঁর, তাঁকে (**বুধাঃ**) বুদ্ধিমানগণ (**পণ্ডিতং, আহুঃ**) পণ্ডিত বলে।

সরলার্থ – যাঁর সকল প্রারম্ভ করা কর্ম কামরূপী সঙ্কল্প থেকে বর্জিত অর্থাৎ নিষ্কাম, জ্ঞানরূপী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে কর্ম যাঁর, তাঁকে বুদ্ধিমানগণ পণ্ডিত বলে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কর্মের জ্ঞানকাতরতার কথন করা হয়েছে যে, যখন সব কর্মই জ্ঞানরূপ হয়ে যাবে তখন তাকে জ্ঞানকাতরতা বলা হয়। যেই অবস্থায় জীবের সকল কর্ম কামনারূপী সঙ্কল্প থেকে বর্জিত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম হয়ে যায় সেই সময় কর্ম এবং জ্ঞানের একতারূপী জ্ঞানাগ্নি থেকে তাঁর বন্ধনের হেতু যে কর্ম তা দগ্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁর সকামকর্ম থাকে না। সেই অবস্থায় তাঁকে বুদ্ধিমানগণ "পণ্ডিত" বলে। এর পূর্ব শ্লোকে কর্মে অকর্ম দেখার যে কথন করা হয়েছে তা এই জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় ছিল। অবিদ্যাভূমিতে সকল কর্মকে দেখা, এই অর্থের গন্ধমাত্রও পূর্ব শ্লোকে ছিল না। এই নিষ্কাম কর্মতাকে পরবর্তীতে এই প্রকার বর্ণন করেছে যে —

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ৷
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ৷৷ ২০ ৷৷

পদ — ত্যক্ত্বা। কর্মফলাসঙ্গং। নিত্যতৃপ্তঃ। নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণি। অভিপ্রবৃত্তঃ। অপি। ন। এব। কিঞ্চিৎ। করোতি। সঃ।

পদার্থ — (**কর্মফলাসঙ্গং**) কর্ম এবং কর্মের ফলে আসক্তিকে (**ত্যক্ত্বা**) ত্যাগ করে (**নিত্যতৃপ্তঃ**) যা নিত্য তৃপ্ত অর্থাৎ পরমাত্মার আনন্দকে লাভ করে সর্বত্র নিরাকাঙ্ক্ষ,

~~~~~~

(নিরাশ্রয়ঃ) যিনি কারোর আশ্রয় করে না **(সঃ)** সেই ব্যক্তি **(কর্মণি)** কর্মে **(অভিপ্রবৃত্তঃ)** প্রবৃত্ত হয়েও **(ন, এব, কিঞ্চিৎ, করোতি)** কিছুই করে না, তাহলে সেই ব্যক্তি কিরকম,,,।

সরলার্থ – কর্ম এবং কর্মের ফলে আসক্তিকে ত্যাগ করে যা নিত্য তৃপ্ত অর্থাৎ পরমাত্মার আনন্দকে লাভ করে সর্বত্র নিরাকাঙ্ক্ষ, যিনি কারোর আশ্রয় করে না, সেই ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও কিছুই করে না, তাহলে সেই ব্যক্তি কিরকম,,,।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ।। ২১ ।।

পদ — নিরাশীঃ। যতচিত্তাত্মা। ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং। কেবলং। কর্ম। কুর্বন্। ন। আপ্নোতি। কিল্বিষম্।

পদার্থ – **(নিরাশীঃ)** যাঁর তৃষ্ণা দূর হয়েছে **(যতচিত্তাত্মা)** যিনি চিত্ত = অন্তঃকরণ, আত্মা = ইন্দ্রিয়াদি অবয় স্বাধীন করেছেন এবং **(ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ)** যিনি সকল বন্ধনের হেতু সকল পদার্থকে ত্যাগ করেছেন, তিনি **(কেবলং)** কেবল **(শারীরং, কর্ম)** শরীর সম্বন্ধী কর্মকে করেও **(কিল্বিষম্, ন, আপ্নোতি)** পাপকে প্রাপ্ত হন না।

সরলার্থ – যাঁর তৃষ্ণা দূর হয়েছে, যিনি চিত্ত = অন্তঃকরণ, আত্মা = ইন্দ্রিয়াদি অবয় স্বাধীন করেছেন এবং যিনি সকল বন্ধনের হেতু সকল পদার্থকে ত্যাগ করেছেন, তিনি কেবল শরীর সম্বন্ধী কর্মকে করেও পাপকে প্রাপ্ত হন না।

ভাষ্য – **"শারীরং কেবলং কর্ম"** এই কথন থেকে পাওয়া যায় যে, এই শ্লোকে শরীরমাত্র যাত্রাকারী সন্ন্যাসী যিনি সকল পরিগ্রহকে ত্যাগ করেছেন, তিনি নির্বাহমাত্র কার্য করেও পাপকে প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যদিও লোকসংগ্রহ আদি অন্য কর্মও তাঁর জন্য কর্তব্য ছিল কিন্তু নিবৃত্তিপরায়ণ হওয়ার কারণে তিনি সেই কর্মকে না করেও দোষের ভাগী হন না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।
~~~~~~

~~~~~~

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ। দ্বন্দ্বাতীতঃ। বিমৎসারঃ।
সমঃ। সিদ্ধৌ। অসিদ্ধৌ। চ। কৃত্বা। অপি। ন। নিবধ্যতে।

পদার্থ – (**যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ**) শাস্ত্রের আজ্ঞানুকূল ইচ্ছার নাম "যদৃচ্ছা", যেমনঃ যমে অপরিগ্রহ রয়েছে, তার অনুকূল আচরণ করার মাধ্যমে যে লাভ হয় তা থেকে সন্তুষ্ট হওয়ার নাম "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ"। পুনরায় ইহা কিরকম (**দ্বন্দ্বাতীতঃ**) শীতোষ্ণ, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি এবং অসিদ্ধিতে (**সমঃ**) সমান অর্থাৎ হর্ষ = শোককে প্রাপ্ত হয় না, এইরূপ ব্যক্তি (**কৃত্বা, অপি**) কর্ম করেও (**ন, নিবধ্যতে**) বন্ধনকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – শাস্ত্রের আজ্ঞানুকূল ইচ্ছা, শীতোষ্ণ, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি এবং অসিদ্ধিতে সমান অর্থাৎ হর্ষ = শোককে প্রাপ্ত হয় না, এইরূপ ব্যক্তি কর্ম করেও বন্ধনকে প্রাপ্ত হয় না।

ভাষ্য – যে ব্যক্তি সিদ্ধি অসিদ্ধি তে হর্ষ অর্থাৎ শোক এবং কাম ক্রোধাদি দ্বন্দ্ব থেকে রহিত, তিনি শরীরযাত্রার কর্ম করেও বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

সং – ননু, শরীরমাত্র যাত্রাকারী সন্ন্যাসীর কর্ম তো এইজন্য বন্ধনের হেতু হয় না যে, তাঁরা কেবল শরীর যাত্রার জন্য করেন। কিন্তু যে ব্যক্তিগণ পার্থিব বৈদিক সকল কার্য করে তাদের কর্ম বন্ধনের হেতু কিভাবে হয় না ? উত্তর —

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ৷
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ৷৷ ২৩ ৷৷

পদ — গতসঙ্গস্য। মুক্তস্য। জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়। আচরতঃ। কর্ম। সমগ্রং। প্রবিলীয়তে।

পদার্থ – (**জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ**) জ্ঞানে অবস্থিত = স্থির রয়েছে চিত্ত যাঁর এইরূপ
~~~~~~

জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত যুক্ত (**মুক্তস্য**) মুক্ত ব্যক্তির, তিনি কিরকম মুক্ত ব্যক্তি (**গতসঙ্গস্য**) যাঁর কোনো পদার্থের সহিত সঙ্গ নেই, তাহলে তিনি কিরকম (**যজ্ঞায়, আচরতঃ**) "***যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ*** " = যিনি পরমেশ্বরের আজ্ঞার অনুকূল কর্ম করে তাঁর (**সমগ্রং, আচরতঃ**) সকল কর্ম (**প্রবিলীয়তে**) লয় হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁর বন্ধনের হেতু হয় না।

সরলার্থ – জ্ঞানে অবস্থিত = স্থির রয়েছে চিত্ত যাঁর এইরূপ জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত যুক্ত মুক্ত ব্যক্তির, যাঁর কোনো পদার্থের সহিত সঙ্গ নেই, যিনি পরমেশ্বরের আজ্ঞার অনুকূল কর্ম করে, তাঁর সকল কর্ম লয় হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁর বন্ধনের হেতু হয় না।

ভাষ্য – যিনি কোনো কামনার জন্য কর্ম করেন না কিন্তু একমাত্র পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য রেখে পরমেশ্বরের নিষ্পাপাদি ধর্মের ধারণ করার জন্য কর্ম করে এইরূপ ব্যক্তির কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। অর্থাৎ তাঁর সেই কর্ম সকামকর্ম না হওয়ায় বন্ধনের হেতু নয়, এবং এইজন্যও বন্ধনের হেতু নয় যে, সেই কর্ম শমবিধি দ্বারা করা হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মাকারবৃত্তি দ্বারা একমাত্র পরমাত্মা'ই অনুসন্ধান সেই যজ্ঞাদি কর্মে হয়ে থাকে, এই প্রকার ঈশ্বর পরায়ণ হওয়ার মাধ্যমে তিনি কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না।

সং – ননু, পার্থিব বৈদিক কর্ম তত্তদুদ্দেশ্য থেকে করা লয়কে কী প্রকারে প্রাপ্ত হয়ে যায় ? উত্তর —

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্মসমাধিনা ।। ২৪ ।।

পদ — ব্রহ্ম। অর্পনং। ব্রহ্ম। হবিঃ। ব্রহ্মাগ্নৌ। ব্রহ্মণঃ। হুতং।
ব্রহ্ম। এব। তেন। গন্তব্যং। ব্রহ্ম। কর্মসমাধিনা।

পদার্থ – (**ব্রহ্ম, অর্পণং**) অর্পণ = জুহ্বাদি, যাঁর দ্বারা অর্পন করা হয় তা ব্রহ্ম, এই প্রকার (**ব্রহ্ম, হবিঃ**) যে হবনের সামগ্রী রয়েছে তাও ব্রহ্ম (**ব্রহ্মাগ্নৌ**) ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে (**ব্রহ্মণা, হুতং**) ব্রহ্ম দ্বারাই হবন করা হয় (**ব্রহ্ম, এব, তেন, গন্তব্যং**) সেই হবন দ্বারা ব্রহ্ম'ই গন্তব্য = প্রাপ্য (**ব্রহ্ম, কর্মসমাধিনা**) ব্রহ্ম কর্মে রয়েছে, সমাধি নাম নিশ্চয় যাঁর

এইরূপ ব্যক্তির কাছে ব্রহ্মই গন্তব্য = প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য।

সরলার্থ – যার দ্বারা অর্পন করা হয় তা ব্রহ্ম, এই প্রকার যে হবনের সামগ্রী রয়েছে তাও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে ব্রহ্ম দ্বারাই হবন করা হয়। সেই হবন দ্বারা ব্রহ্মই গন্তব্য অর্থাৎ প্রাপ্য। ব্রহ্ম কর্মে রয়েছে, সমাধি নাম নিশ্চয় যাঁর এইরূপ ব্যক্তির কাছে ব্রহ্মই গন্তব্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য।

ভাষ্য – পূর্ব শ্লোকে "**যজ্ঞায়াচরতঃ**" এই বাক্য থেকে ব্রহ্মযজ্ঞে আচরণকারী ব্যক্তির সমগ্র কর্মের লয় কথন করেছে। এবং এই শ্লোকে সেই ব্রহ্মযজ্ঞের বর্ণন রয়েছে যেখানে একমাত্র ব্রহ্ম'ই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, অন্য পদার্থান্তরের নয়। তা এই প্রকারে যে, যখন উপাসক একমাত্র ব্রহ্মকে লক্ষ্য মনে করে সেই সময় সে যজ্ঞের অন্য সাধনকে করেও একমাত্র ব্রহ্মবুদ্ধি তেই নিমগ্ন থাকে। যেরূপঃ "**সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্তমুপাসীৎ**" [ছান্দোগ্য ৩/১৪/১] মধ্যে বর্ণন করা রয়েছে যে, তাঁর থেকেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাঁর মধ্যে লয় হয় এবং তাঁর মধ্যে চেষ্টা করে। এই ভাব থেকে "**সর্বখল্বিদংব্রহ্ম**" এই উপাসনা করো যে, এই সব কিছু ব্রহ্মই। এই বাক্যে শমবিধি এর বিধান করেছে, এবং "**ব্রহ্মার্পণং**" মধ্যেও শমবিধির বিধান রয়েছে, জীবের ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার নয়। তা এই প্রকারের অর্পন, হবি, অগ্নি, হবনকর্তা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সমূহ সেই সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয় না, কিন্তু সেই সময় একমাত্র ব্রহ্ম বুদ্ধি হয়ে থাকে।

ননু – তোমাদের মতে অন্যে বুদ্ধি করা মিথ্যাজ্ঞান, যদি অন্যে অন্য বুদ্ধি করা কোনো দোষ না হয় তো মূর্তিপূজায় কি দোষ ? **উত্তর** – এই শ্লোকে অর্পণাদিকে ব্রহ্ম মান্য করা হয় নি, কেননা সেই সময়ে শমবিধির প্রভাবে অর্পনাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয় না যেরূপ সমাধিকালে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি থাকে না। এবং এই শমবিধি কালেও ভেদবুদ্ধি থাকে না, এই অভিপ্রায় থেকে সকল বস্তুসমূহকে ব্রহ্মভাব করা হয়েছে। এইজন্য প্রতিমাদির মধ্যে মিথ্যা বিষ্ণু বুদ্ধির সমান এই বুদ্ধি নয়।

আর কথা এটা যে, এর মধ্যে "**ব্রহ্ম কর্মসমাধিনা**" বলা হয়েছে, এর অর্থ এই যে, ব্রহ্মরূপ যে কর্ম অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় যে ব্রহ্ম তাঁর মধ্যে সমাধি = চিত্তবৃত্তির নিরোধ রয়েছে যাঁর, তাঁর জন্য ব্রহ্মযজ্ঞে একমাত্র ব্রহ্মরই ধ্যান থাকে। শঙ্করমতে এই শ্লোকের

~~~~~~

অর্থ এটাই যে "**যথাশুক্তিকায়াং রজনানাবং পশ্যতি তদুচ্যতে ব্রহ্মে বার্পণমিতি**" = যেমন খোলসের মধ্যে ভ্রমরূপ রত্নকে দেখেও জ্ঞানকালে খোলস থেকে ভিন্ন রত্নকে দেখে না, এই প্রকার অপর্ণাদি সব ব্রহ্মে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও ব্রহ্মাই অর্থাৎ শুক্তিরজত এবং রজ্জুসর্প এর সমান সকল পদার্থ ব্রতে কল্পিত। এই অভিপ্রায় থেকে এই শ্লোক এবং এই অভিপ্রায় থেকে "**কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ**" এই শ্লোক ছিল এবং এই আশয় থেকে এক ব্রহ্ম বোধন করার জন্য নিজ ভাষ্যে স্বামী শঙ্করাচার্যজী লিখেছেন যে "**তথেহাপিব্রহ্মদ্ধ্যুপমৃদিতার্পণাদি কারক ক্রিয়াফল ভেদবুদ্ধের্বাহ্যচেষ্টামাত্রেণ কর্মাপি বিদুষোঽকর্ম সম্পদ্যতে অত উক্তং সমগ্রং প্রবিলীয়ত ইতি**" = এই প্রকার এখানেও ব্রহ্মবুদ্ধি থেকে দূর করে দিয়েছে। অর্পণাদি যে কারক, সেই সম্বন্ধি ক্রিয়া এবং তার ফল ইত্যাদি ভেদবুদ্ধির বাহ্য চেষ্টামাত্রের অধীন হওয়ায় কর্মও বিদ্বানের অকর্ম হয়ে যায়, এই অভিপ্রায় থেকে বলা হয়েছে যে "**সমগ্রং প্রবিলীয়তে**" = সকল কর্ম লয় হয়ে যায়।

অর্পণাদিকে মিথ্যা মেনে সর্বব্রহ্মবাদের যদি এই শ্লোকে বিধান হতো যেমনটা শঙ্করভাষ্যে মানা হয়েছে তো অগ্রিম শ্লোকে দেবযজ্ঞের ভেদবুদ্ধি থেকে বিধান করা হতো না। এবং না এই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে "**যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত**" এই বাক্য বলা হতো। এই বাক্যের অর্থ এটাই যে, তুমি কর্মযোগের গ্রহণ করে ওঠ দাড়িয়ে যাও। যদি যোগাদি সম্পূর্ণ কর্ম ব্রহ্মে কল্পিত হতো তো এই অধ্যায়ের উপসংহারে যোগাদি কল্পিত পদার্থের উপদেশ কেন করা হতো। এর থেকে পাওয়া যায় যে, এখানে ব্রহ্মযজ্ঞের বর্ণনে ব্রহ্মে সমাধি = সংশ্লিষ্ট বৃত্তিকে বর্ণন করে ব্রহ্মকর্মে সমাধি যুক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মাকার বৃত্তির বর্ণন করেছে। এবং পরবর্তীতে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের ভেদ এই প্রকার বর্ণন করেছে যে —

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ৷
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — দৈবং। এব। অপরে। যজ্ঞং। যোগিনঃ। পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নৌ। অপরে। যজ্ঞং। যজ্ঞেন। এব। উপজুহ্বতি।

পদার্থ – (**অপরে**) এবং (**যোগিনঃ**) যোগী (**দৈবং, যজ্ঞং**) দেবযজ্ঞের (**এব**) ই
~~~~~~

(পর্য্যুপাসতে) উপাসনা করে **(অপরে)** এবং **(ব্রহ্মাগ্নৌ)** ব্রহ্মরূপ যে অগ্নি তাঁর মধ্যে **(যজ্ঞং)** জীবাত্মাকে **(যজ্ঞেন)** আত্মসমর্পণ দ্বারা **(এব)** ই **(উপজুহ্বতি)** হবন করে দেয়।

সরলার্থ – এবং যোগী দেবযজ্ঞেরই উপাসনা করে এবং ব্রহ্মরূপ যে অগ্নি তাঁর মধ্যে জীবাত্মাকে আত্মসমর্পণ দ্বারাই হবন করে দেয়।

ভাষ্য – '**দেব ইজ্যতে যেন তদ্দৈবং**' = যেই যজ্ঞ দ্বারা দেব পরমাত্মার উপাসনা করা হয় তার নাম "দেবযজ্ঞ" এবং তাই সন্ধ্যা বন্দনাদি "ব্রহ্মযজ্ঞ" বলা হয়। যোগী ব্যক্তি সেই যজ্ঞের উপাসনা করে, এবং অন্যজন ব্রহ্মরূপ যে অগ্নি অর্থাৎ "**সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম**" "**বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম**" "**যৎসাক্ষাৎ অপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম**" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বর্ণিত যে নিত্য, শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম তিনি "**আদিত্যবর্ণতমসঃ পরস্তাৎ**" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বতঃপ্রমাণ হওয়ায় অগ্নিরূপ বর্ণন করা হয়েছে, সেই ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে এবং লোক নিজ আত্মাকে সমর্পন করে দেয়। যজ্ঞ থেকে তাৎপর্য এখানে আত্মার, কেননা যাস্কাচার্য আত্মার নামে "যজ্ঞ" শব্দকে পড়েছেন। মায়াবাদীদের মতে সেই "তত্ত্বমসি" এর কাহিনি এখানেও রয়েছে যে, ব্রহ্মরূপ অগ্নি যে "তৎ" পদার্থ রয়েছে তার মধ্যে "ত্বং" পদার্থরূপ জীবাত্মাকে উপজুহ্বতি = হবন করে অর্থাৎ সেই দুইয়ের একটা করে দেয়। যদি এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য হতো তো "ত্বং" পদার্থ বাচ্য জীবাত্মা যখন তাঁর মধ্যে হবন করা হলো তো যজ্ঞের অধিকারীকে থাকবে ! এবং এখানে এর পরবর্তীতে অনেক প্রকারের যজ্ঞ বর্ণন করেছে, যেমন —

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ।। ২৬ ।।

পদ — শ্রোত্রাদীনি। ইন্দ্রিয়াণি। অন্যে। সংযমাগ্নিষু। জুহ্বতি।
শব্দাদীন্। বিষয়ান্। অন্যে। ইন্দ্রিয়াগ্নিষু। জুহ্বতি।

পদার্থ – **(শ্রোত্রাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি)** শ্রোত্রাদি যে ইন্দ্রিয় রয়েছে সেগুলো **(অন্যে)** কিছু লোক **(সংযমাগ্নিষু)** সংযম রূপ অগ্নিতে **(জুহ্বতি)** হবন করে অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই তিনটির নাম "সংযম", যেরূপ মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন যে " **ত্রয়মেকত্র সংযমঃ**"

[যোগ দর্শন ৩/৪] = এই তিনটিকে একত্র করার নাম সংযম, এবং অন্য কিছু ব্যক্তি **(শব্দাদীন্, বিষয়ান্)** শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ এই পাঁচটি বিষয় রয়েছে সেগুলো **(ইন্দ্রিয়াগ্নিষু, জুহ্বতি)** ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে হবন করে দেয় অর্থাৎ এদের ইচ্ছেকে হত্যা করে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে জ্ঞানের দীপ্তির জন্য অর্পন করে দেয়। আর তেমনিই ,,,।

সরলার্থ – শ্রোত্রাদি যে ইন্দ্রিয় রয়েছে সেগুলো কিছু লোক [কেউ] সংযম রূপ অগ্নিতে হবন করে। এবং অন্য কিছু ব্যক্তি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ এই পাঁচটি বিষয় রয়েছে সেগুলো ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে হবন করে দেয় অর্থাৎ এদের ইচ্ছেকে হত্যা করে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে জ্ঞানের দীপ্তির জন্য অর্পন করে দেয়।

সর্বাণীন্দ্রিকর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ৷
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ৷৷ ২৭ ৷৷

পদ — সর্বাণি। ইন্দ্রিয়কর্মাণি। প্রাণকর্মাণি। চ। অপরে।
আত্মসংযযোগাগ্নৌ। জুহ্বতি। জ্ঞানদীপিতে।

পদার্থ – **(সর্বাণি, ইন্দ্রিয়কর্মাণি)** জ্ঞাননেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম অর্থাৎ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শাদি এবং কর্মেন্দ্রিয়ের বচনাদি, এই সকল কর্ম এবং **(প্রাণকর্মাণি)** প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, এই পঞ্চ প্রকারের যে প্রাণ রয়েছে এদের কর্ম এবং অর্থাৎ বাহিরে বের করা, নিচে নিয়ে যাওয়া, একত্রিত করা তথা ছড়িয়ে দেওয়া আদি উক্ত প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের কর্মকে **(অপরে)** অন্য যোগীগণ **(আত্মসংযযোগাগ্নৌ)** আত্মসংযমরূপ যোগের অগ্নিতে **(জুহ্বতি)** হবন করে দেয়। সেই অগ্নি কিরূপ **(জ্ঞানদীপিতে)** যা জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত।

সরলার্থ – জ্ঞাননেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম অর্থাৎ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শাদি এবং কর্মেন্দ্রিয়ের বচনাদি, এই সকল কর্ম এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, এই পঞ্চ প্রকারের যে প্রাণ রয়েছে এদের কর্ম এবং অর্থাৎ বাহিরে বের করা, নিচে নিয়ে যাওয়া, একত্রিত করা তথা ছড়িয়ে দেওয়া আদি উক্ত প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের কর্মকে অন্য যোগীগণ আত্মসংযমরূপ যোগের অগ্নিতে হবন করে দেয়। সেই

অগ্নি কিরূপ ? যা জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত।

ভাষ্য – "**আত্মসংযমযোগাগ্নৌ**" এর অর্থ এটাই যে, আত্মবিষয়ক যে ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এদের একত্রিত করে সেগুলো থেকে পরিপাক কারী যে নিরোধরূপ সমাধি তার নাম "**আত্মসংযমযোগাগ্নৌ**"।

স্বামী শঙ্করাচার্যের শিষ্যরা অদ্বৈতবাদের ধারায় রঞ্জিত হওয়ার কারণে এই শ্লোকে মায়াবাদ পূর্ণ করে দিয়েছে। যেরূপ "**জ্ঞানদীপিতে**" এর এই অর্থ করেছে যে "**বেদান্তবাক্যজন্যো ব্রহ্মত্মৈক্য সাক্ষাৎকারস্তেনাবিদ্যা তৎকার্য্যনাশদ্বারাদীপিতে**" [গীতা ৪/২৭, মধুসূদন ভাষ্য] = বেদান্ত বাক্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে যে, ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার একতার সাক্ষাৎকার, সেই সাক্ষাৎকার থেকে অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য নাশ দ্বারা যে আত্মসংযমরূপ অগ্নি জ্বালানো হয়েছে তার নাম জ্ঞান দ্বারা দীপ্ত করা অগ্নি। জ্ঞানের অর্থ সম্পূর্ণ গীতায় কোথাও জীব ব্রহ্মের একতার নয়। তাহলে সেই অর্থ কিভাবে সঠিক হতে পারে। যেরূপ "**ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতা**" ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণজী জ্ঞানের উত্তমতা ইহাই মান্য করেছেন যে, যাঁর থেকে উপাসক উপাস্যের ধর্মকে প্রাপ্ত হয়, এরূপ নয় যে, নিজে নিজেকে নাশ করে ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই প্রকারে গীতার আশয় থেকে এই ব্যাখ্যান বিরুদ্ধ।

সং – এখন যজ্ঞের আরও ভেদের বর্ণন করছে —

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে ৷
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — দ্রব্যযজ্ঞাঃ। তপোযজ্ঞাঃ। যোগযজ্ঞাঃ। তথা। অপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ। চ। যতয়ঃ। সংশিতব্রতাঃ।

পদার্থ – (**তথা**) এই প্রকার (**অপরে**) আরও যাজ্ঞিক ব্যক্তি রয়েছে যাঁরা নিম্নলিখিত যজ্ঞ করে (**দ্রব্যযজ্ঞাঃ**) দ্রব্যের যজ্ঞ করে অর্থাৎ বেদ মন্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিতাগ্নি তে সংস্কৃত হয়ে সুগন্ধিত দ্রব্য অর্পন করে অথবা দ্রব্যাদি সমূহের দান করে এবং (**তপোযজ্ঞাঃ**) যা তিতিক্ষু যাঁর তপ'ই যজ্ঞ (**যোগযজ্ঞাঃ**) "***যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*** " [যোগ ১/২] ইত্যাদি শাস্ত্র

প্রতিপাদ্য অষ্টাঙ্গ যোগই যাঁর যজ্ঞ **(চ)** এবং **(সংশিতব্রতাঃ)** প্রশংসিত ব্রতধারী **(যতয়ঃ)** যতিগণ **(স্বাধ্যায়)** বেদাধ্যয়ন এবং **(জ্ঞান)** প্রকৃতি, পুরুষ তথা পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান, এই উপরোক্ত প্রকারের যজ্ঞকে অনেক যতি লোকেরা সম্পাদন করে।

সরলার্থ – এই প্রকার আরও যাজ্ঞিক ব্যক্তি রয়েছে যারা নিম্নলিখিত যজ্ঞ করে — দ্রব্যের যজ্ঞ করে অর্থাৎ বেদ মন্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিতাগ্নি তে সংস্কৃত হয়ে সুগন্ধিত দ্রব্য অর্পন করে অথবা দ্রব্যাদি সমূহের দান করে এবং যা তিতিক্ষু যাঁর তপ'ই যজ্ঞ ***"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"*** [যোগ ১/২] ইত্যাদি শাস্ত্র প্রতিপাদ্য অষ্টাঙ্গ যোগই যাঁর যজ্ঞ এবং প্রশংসিত ব্রতধারী যতিগণ বেদাধ্যয়ন এবং প্রকৃতি, পুরুষ তথা পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান, এই উপরোক্ত প্রকারের যজ্ঞকে অনেক যতি লোকেরা সম্পাদন করে।

সং – এখন প্রাণায়াম রূপ যজ্ঞের বর্ণন করছে —

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণোঽপানং তথাঽপরে ।
প্রাণাপানগতী রুধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।। ২৯ ।।

পদ — অপানে। জুহ্বতি। প্রাণং। প্রাণে। অপানং। তথা। অপরে। প্রাণাপানগতী। রুধ্বা। প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।

পদার্থ – **(তথা)** একই ভাবে **(অপরে)** অন্যান্য যজ্ঞকারী ব্যক্তি **(অপানে)** অপান বায়ুতে **(প্রাণং, জুহ্বতি)** প্রাণকে হবন করে দেয় অর্থাৎ বাহির থেকে প্রাণবায়ুকে টেনে অপান বায়ুতে একত্রিত করে দেয়, এর নাম "পূরক" প্রাণায়াম, যা বাহিরের বায়ুকে ভেতরে পূর্ণ করে নেয়। অন্যান্য ব্যক্তি **(প্রাণে, অপানং)** প্রাণবায়ুতে অপানকে একত্রিত করে দেয় অর্থাৎ রেচক প্রাণায়াম করে, ভেরত থেকে বড় জোরপূর্বক বায়ুকে বের করার নাম "রেচক" প্রাণায়াম। **(প্রাণাপানগতী)** প্রাণ, অপানের যে গতি তাকে **(রুধ্বা)** রুদ্ধ করে **(প্রাণায়ামপরায়ণাঃ)** অনেক ব্যক্তি প্রাণায়ামে তৎপর, এর নাম "কুম্ভক" প্রাণায়াম অর্থাৎ পূরক এবং রেচক প্রাণায়াম করার মাঝে যে উভয় বায়ুকে ভেতরে আটকে রাখা হয়, ইহাই প্রাণায়াম এর গতির রুদ্ধ করা।

সরলার্থ – একই ভাবে অন্যান্য যজ্ঞকারী ব্যক্তি অপান বায়ুতে প্রাণকে হবন করে দেয় অর্থাৎ বাহির থেকে প্রাণবায়ুকে টেনে অপান বায়ুতে একত্রিত করে দেয়, এর নাম "পূরক" প্রাণায়াম, যা বাহিরের বায়ুকে ভেতরে পূর্ণ করে নেয়। অন্যান্য ব্যক্তি প্রাণবায়ুতে অপানকে একত্রিত করে দেয় অর্থাৎ রেচক প্রাণায়াম করে, ভেরত থেকে বড় জোরপূর্বক বায়ুকে বের করার নাম "রেচক" প্রাণায়াম। প্রাণ, অপানের যে গতি তাকে রুদ্ধ করে অনেক ব্যক্তি প্রাণায়ামে তৎপর, এর নাম "কুম্ভক" প্রাণায়াম অর্থাৎ পূরক এবং রেচক প্রাণায়াম করার মাঝে যে উভয় বায়ুকে ভেতরে আটকে রাখা হয়, ইহাই প্রাণায়াম এর গতির রুদ্ধ করা।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।। ৩০ ।।

পদ — অপরে। নিয়তাহারাঃ। প্রাণান্। প্রাণেষু। জুহ্বতি।
সর্বে। অপি। এতে। যজ্ঞবিদঃ। যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।

পদার্থ – (**অপরে**) অন্যান্য ব্যক্তি (**নিয়তাহারাঃ**) নিয়মপূর্বক আহারকারী (**প্রাণান্**) প্রাণকে (**প্রাণেষু, জুহ্বতি**) প্রাণে হবন করে দেয় অর্থাৎ নিজ আহার এর সংযম দ্বারা প্রাণের ভেদকে প্রাণেই হবন করে দেয় (**সর্বে, এতে, যজ্ঞবিদঃ**) এই সব যজ্ঞ সম্পর্কে জ্ঞাত যিনি (**অপি**) নিশ্চিত রূপে (**যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ**) যজ্ঞ দ্বারা নিজ কল্মষ = পাপ সমূহকে দূর করে দিয়েছে।

সরলার্থ – অন্যান্য ব্যক্তি নিয়মপূর্বক আহারকারী প্রাণকে প্রাণে হবন করে দেয় অর্থাৎ নিজ আহার এর সংযম দ্বারা প্রাণের ভেদকে প্রাণেই হবন করে দেয়। এই সব যজ্ঞ সম্পর্কে জ্ঞাত যিনি, তিনি নিশ্চিত রূপে যজ্ঞ দ্বারা নিজ পাপ সমূহকে দূর করে দিয়েছে।

সং – ননু, উক্ত যজ্ঞ থেকে পাপ দূর হয়ে পরবর্তীতে কী হয় ? উত্তর —

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ।। ৩১ ।।

~~~~~~

পদ — যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ। যান্তি। ব্রহ্ম। সনাতনম্।
ন। অয়ং। লোকঃ। অস্তি। অযজ্ঞস্য। কুতঃ। অন্যঃ। কুরুসত্তম।

পদার্থ – (**যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ**) যজ্ঞের শেষ = অবশিষ্ট যে অমৃত তা গ্রহনকারী (**সনাতনং, ব্রহ্ম**) সনাতন যে ব্রহ্ম রয়েছে তাঁকে (**যান্তি**) প্রাপ্ত হয়। (**কুরুসত্তম**) হে কুরু দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (**অযজ্ঞস্য**) যজ্ঞ না কারীর (**অয়ং, লোকঃ**) এই সংসার (**ন, অস্তি**) ঠিক হয় না (**অন্যঃ**) অন্য লোক (**কুতঃ**) কোথায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না তাঁর এই সংসারে সুখ হয় না অন্য লোকের তো কথাই নেই।

সরলার্থ – যজ্ঞের শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট যে অমৃত তা গ্রহনকারী, সনাতন যে ব্রহ্ম রয়েছে তাঁকে প্রাপ্ত হয়। হে কুরু দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! যজ্ঞ না কারীর অর্থাৎ যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না তাঁর এই সংসারে সুখ হয় না অন্য লোকের তো কথাই নেই।

ভাষ্য – "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ এখানে অনেক রয়েছে, কোনো স্থানে পরমাত্মার উপাসনা থেকে যজ্ঞের তাৎপর্য। কোনো স্থানে ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মসমর্পণ এর নাম যজ্ঞ, কোথাও প্রণায়াম এর নাম, এরূপ অনেক অর্থ রয়েছে। কিন্তু এই সব অর্থ এর ভেতর এসে যায় যে, আত্মিক সংস্কার এর জন্য যে বৈদিককর্ম করা হয় তার নাম "যজ্ঞ"। যেরূপঃ "**ইজ্যতে স যজ্ঞঃ**" যার থেকে সৎকারাদি কর্ম করা হয় তার নাম "যজ্ঞ", এই বিষয়কে পরবর্তী শ্লোকে এই প্রকারে কথন করা হয়েছে যে —

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ।। ৩২ ।।

পদ — এবং। বহুবিধাঃ। যজ্ঞাঃ। বিততাঃ। ব্রহ্মণঃ। মুখে।
কর্মজান্। বিদ্ধি। তান্। সর্বান্। এবং। জ্ঞাত্বা। বিমোক্ষ্যসে ।

পদার্থ – (**এবং**) এই প্রকার (**বহুবিধাঃ**) বিবিধ প্রকারের (**যজ্ঞাঃ**) যজ্ঞ (**বিততাঃ**) বিস্তার পূর্বক (**ব্রহ্মণঃ**) বেদ এর (**মুখে**) দ্বারা কথন করেছে (**তান্, সর্বান্**) সেই সব যজ্ঞকে (**কর্মজান্, বিদ্ধি**) কর্ম থেকে উৎপন্ন জানবে (**এবং, জ্ঞাত্বা**) এই প্রকার জেনে তুমি
~~~~~~

(বিমোক্ষ্যসে) কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

সরলার্থ – এই প্রকার বিবিধ প্রকারের যজ্ঞ বিস্তার পূর্বক বেদ এর দ্বারা কথন করেছে। সেই সব যজ্ঞকে কর্ম থেকে উৎপন্ন জানবে, এই প্রকার জেনে তুমি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এটাই যে, যখন তুমি নিষ্কামকর্ম করবে যা সব যজ্ঞে মুখ্য, তো তাহলে তোমার কর্ম বন্ধনের কারণ হবে না।

সং – ননু, এই শ্লোকে এসে তো সকল যজ্ঞকে কর্মপ্রধান বর্ণন করেছে আর ২৮ নং শ্লোকে "**স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ**" এই বাক্য দ্বারা জ্ঞানযজ্ঞ এরও বর্ণন করেছিল। এখন তাহলে সকল যজ্ঞকে কর্মপ্রধান কেন নিরূপণ করলো ? উত্তর —

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।। ৩৩ ।।

পদ — শ্রেয়ান্। দ্রব্যময়াৎ। যজ্ঞাৎ। জ্ঞানযজ্ঞঃ। পরন্তপ।
সর্বং। কর্ম। অখিলং। পার্থ। জ্ঞানে। পরিসমাপ্যতে।

পদার্থ – **(পরন্তপ)** হে অর্জুন ! **(দ্রব্যময়াৎ, যজ্ঞাৎ)** দ্রব্যরূপী যজ্ঞ থেকে **(জ্ঞানযজ্ঞঃ)** জ্ঞান যজ্ঞ **(শ্রেয়ান্)** শ্রেষ্ঠ, হে পার্থ ! **(অখিলং, সর্বং, কর্ম)** যতগুলোই কর্ম রয়েছে সেগুলোও সব নিয়মপূর্বক **(জ্ঞানে)** জ্ঞানের মধ্যে **(পরিসমাপ্যতে)** সমাপ্ত হয়ে যায়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! দ্রব্যরূপী যজ্ঞ থেকে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ ! যতগুলোই কর্ম রয়েছে সেগুলোও সব নিয়মপূর্বক জ্ঞানের মধ্যেসমাপ্ত হয়ে যায়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে জ্ঞানের প্রাধান্য এইজন্য নিরুপণ করেছে যে, যখন সেই কর্ম জ্ঞানকাতরতা তে পৌঁছে যায় তখন সেই ব্যক্তি দ্রব্যময়াদি যজ্ঞ থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় অর্থাৎ তার সাধারণ কর্মের সমান অবস্থা থাকে না। এইজন্য সেই জ্ঞান দশায় সম্পূর্ণ কর্ম

সমাপ্ত = গতার্থ হয়ে যায়। এই অভিপ্রায় থেকে জ্ঞানযজ্ঞকে এখানে অধিক বর্ণন করেছে।

মায়াবাদী মধুসূদন স্বামী এর এই আশয় লিখেছেন যে, জীব ব্রহ্মের যে একতা রয়েছে তা এখানে "জ্ঞান" শব্দ দ্বারা কথন করা হয়েছে। এইজন্য তার মধ্যে সম্পূর্ণ কর্ম সমাপ্ত হয়ে যায়। যদি উক্ত প্রকারের জ্ঞানের তাৎপর্য এই শ্লোকে হতো তো [গীতা ৫/৫] মধ্যে এইরূপ বর্ণন করা হতো না যে —

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।
[গীতা ৫/৫]

অর্থ – যেই স্থানকে জ্ঞানীগণ প্রাপ্ত হন তাকেই কর্মযোগী প্রাপ্ত হন। জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ উভয়ই এক, যিনি এই প্রকারে জানেন তিনিই সঠিক জানেন। এর থেকে পাওয়া যায় যে, এই শ্লোকে যেই জ্ঞানযোগের স্তুতি করা হয়েছে তা কর্মযোগ থেকে ভিন্ন নয়।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।। ৩৪ ।।

পদ — তৎ। বিদ্ধি। প্রণিপাতেন। পরিপ্রশ্নেন। সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি। তে। জ্ঞানং। জ্ঞানিনঃ। তত্ত্বদর্শিনঃ।

পদার্থ – (**তৎ**) তিনি (**প্রণিপাতেন**) নম্রতাপূর্বক নমস্কার করার মাধ্যমে (**পরিপ্রশ্নেন**) প্রশ্ন দ্বারা (**সেবয়া**) সেবা করার থেকে (**তে**) তোমার জন্য (**জ্ঞানং**) সেই জ্ঞানের (**জ্ঞানিনঃ**) জ্ঞানীগণ (**উপদেক্ষ্যন্তি**) উপদেশ করেন, সেই জ্ঞানী কিরকম (**তত্ত্বদর্শিনঃ**) যিনি তত্ত্বকে জেনেছেন।

সরলার্থ – তিনি নম্রতা পূর্বক নমস্কার করার মাধ্যমে প্রশ্ন দ্বারা সেবা করার থেকে তোমার জন্য সেই জ্ঞানের জ্ঞানীগণ উপদেশ করেন , সেই জ্ঞানী কিরকম ? যিনি তত্ত্বকে জেনেছেন।

~~~~~~

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ।। ৩৫ ।।

পদ — যৎ। জ্ঞাত্বা। ন পুনঃ। মোহং। এবং। যাস্যসি। পাণ্ডব।
যেন। ভূত্বানি। অশেষেণ। দ্রক্ষ্যসি। আত্মনি। অথো। ময়ি।

পদার্থ — হে পাণ্ডব ! **(যৎ)** যাঁকে **(জ্ঞাত্বা)** জেনে **(পুনঃ)** পুনরায় **(এবং)** এই প্রকারের **(মোহং)** মোহকে **(ন, যাস্যসি)** প্রাপ্ত হবে না এবং **(যেন)** যাহাতে **(ভূতানি)** সকল প্রাণিদেরকে **(অশেষেণ)** সম্পূর্ণ রীতিতে **(আত্মনি)** পরমাত্মায় দেখে **(ময়ি, অথো)** আমার মধ্যেও দেখবে।

সরলার্থ – হে পাণ্ডব ! যাঁকে জেনে পুনরায় এই প্রকারের মোহকে প্রাপ্ত হবে না এবং যাহাতে সকল প্রাণিদেরকে সম্পূর্ণ রীতিতে পরমাত্মায় দেখে আমার মধ্যেও দেখবে।

ভাষ্য – এই শ্লোকের তাৎপর্য এটাই যে, এই জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়ে যখন পরমাত্মার বিভূতিকে জীব দেখে তো সকল প্রাণিদেরকে তাঁর মধ্যে ওতপ্রোত দেখে অথবা কৃষ্ণজী বলেছেন যে, তুমি আমার মধ্যে সকল প্রাণিদের ওতপ্রোতভাবে দেখবে। যেরূপ পরবর্তী ১১ নং অধ্যায়ে সেই বিভূতির বর্ণনা আসবে। এবং কৃষ্ণজী নিজের নাম এই অভিপ্রায় থেকে নিয়েছে যে, তিনি তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ যোগ থেকে ঈশ্বরের গুণকে ধারণ করে ছিলেন। যেমনটা এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রপ্রতর্দনাধিকরণ দ্বারা কথন করে এসেছি, কৃষ্ণজীর "অস্মচ্ছব্দ" এর প্রয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে মায়াবাদীরা পুনরায় নিজেদের মায়া এখানে ছড়িয়েছে যে "**ভগবনি বাসুদেবে তৎপদার্থ পরমার্থতো ভেদ রহিতে অধিষ্ঠান ভূতেদ্রক্ষ্য ভেদেনৈবঅধিষ্ঠানাতিরেকেঙকল্পিতস্যভাবান্ মাং ভগবন্তং বাসুদেবাত্মত্বেন সাক্ষাৎকৃত্য সর্বাজ্ঞান নাশেন তৎ কার্যাণি ভূতানি ন স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ**" [গীতা ৪/৩৫, মধুসূদন ভাষ্য] = আমি ভগবান বাসুদেবের মধ্যে যে "তৎ" পদের অর্থ রয়েছে যাতে বাস্তবে কোনো বস্তু ভিন্ন নয়, এইরকম অধিষ্ঠানরূপ আমার মধ্যে অভেদরূপ থেকেই সম্পূর্ণ প্রাণীদের দেখবে, কেননা অধিষ্ঠান থেকে ভিন্ন কল্পিত বস্তুদের যেরূপ অভাব হয় এই প্রকার আমার মধ্যে সকল বস্তুর অভাব রয়েছে। আমাকে ভগবান বাসুদেবকে তুমি আত্মরূপ থেকে সাক্ষাৎকার করে সম্পূর্ণ অজ্ঞানের
~~~~~~

~~~~~~

নাশ হওয়ার থেকে তার কার্য যে এই সকল সত্ত্ব রয়েছে তা থাকবে না — এইরূপে এই শ্লোকের অর্থ করেছে।

সম্পূর্ণ সৃষ্টির কল্পিত হওয়ার ভাব এখানে মধুসূদন স্বামী নিজের পক্ষ থেকে কল্পনা করে নিয়েছে, আমার মধ্যেই সকল প্রাণীদের দেখবে। যদি উক্ত কথন থেকেই সকল প্রাণী কল্পিত হতো তো —

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্নেবানুপশ্যতি ।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি ।।
[যজুর্বেদ ৪০/৬]

এই মন্ত্রে যে আত্মার ব্যাপ্যব্যাপক ভাব কথন করা হয়েছে তার থেকে সমস্ত সংসারকে কল্পিত কেন মান্য করবো। যদি বলো যে, সেখানেও কল্পিত মানার থেকে আমাদের ইষ্টাপত্তি রয়েছে তো উত্তর এটাই যে, এর পূর্ব মন্ত্রে পরমাত্মাকে সেই কল্পিত জগতের কর্তা কেন কথন করা হয়েছে ? আর ঈশ্বর থেকে ভিন্ন সকল পদার্থ গীতায় কল্পিত মানা যায় তো [গীতা ১৩/১৬] মধ্যে গিয়ে প্রকৃতি এবং জীবাত্মাকে অনাদি কেন কথন করলো? কেননা কল্পিত পদার্থ তো তোমাদের মতে অজ্ঞান থেকে কল্পনা করা হয় তাহলে তার অনাদিত্ব কেন ? এবং বিচার করার মাধ্যমে আধুনিক বেদান্তিগণের কল্পিত কাহিনীর গন্ধও গীতায় পাওয়া যায় না। তবুও মায়াবাদীরা কোথাও কোথাও মায়া ছড়িয়ে নিজেদের কল্পিত কাহিনীর কথা বলে।

সং – এখন পরবর্তীতে জ্ঞানযজ্ঞের স্তুতি কথন করছে —

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ।। ৩৬ ।।

পদ — অপি। চেৎ। অসি। পাপেভ্যঃ। সর্বেভ্যঃ। পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং। জ্ঞানপ্লবেন। এব। বৃজিনং। সন্তরিষ্যসি।

পদার্থ – (**চেৎ**) যদি (**সর্বেভ্যঃ, পাপেভ্যঃ**) সকল পাপীদের থেকে (**পাপকৃত্তমঃ**) তুমি অধিক পাপী (**অপি**) ও হও, তবুও (**সর্বং, বৃজিনং**) সমস্ত পাপ যা দুস্তর হওয়ায় সমুদ্রের
~~~~~~

সমান তাদের **(জ্ঞানপ্লবেন)** জ্ঞানরূপী নৌকা দ্বারা **(এব)** নিশ্চিত রূপে **(সন্তরিষ্যসি)** পার হয়ে যাবে।

সরলার্থ – যদি সকল পাপীদের থেকে তুমি অধিক পাপীও হও, তবুও সমস্ত পাপ যা দুস্তর হওয়ায় সমুদ্রের সমান তাদের জ্ঞানরূপী নৌকা দ্বারা নিশ্চিত রূপে পার হয়ে যাবে।

ভাষ্য – ননু, "**নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি**" ইত্যাদি বাক্যে লেখা রয়েছে যে, কর্ম ব্যাতিত ভোগের নাশ হয় না। তাহলে এখানে পাপকর্মের নাশ কিভাবে কথন করা হয়েছে ? **উত্তর** – এখানে যে ভোগ প্রদানকারী কর্ম রয়েছে তাদের নাশ কথন করা হয় নি কিন্তু যে সংস্কাররূপ কর্ম রয়েছে, যার এখনো আবির্ভাব হয় নি তার নাশ কথন করা হয়েছে। যেরূপ - "**ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে**" এই উপনিষদ বাক্যে কথন করা হয়েছে এবং এই ভাবকে [ব্র০ সূ০ ৪/১/১৩] মধ্যে কথন করেছে। এইজন্য কোনো অর্থবাদ নেই, কেননা কৃষ্ণজীর এর মধ্যে এই তাৎপর্য যে, কেউ পাপীও হোক না কেন উক্ত জ্ঞান থাকার কারণে সে পাপাত্মা থাকে না অর্থাৎ পুনরায় সে পাপকর্ম করে না। কেননা তাঁর পাপকর্মরূপ বীজের দাহ হয়ে যায়, যেরূপ এই অগ্রিম শ্লোকে বর্ণন করেছে –

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ।। ৩৭ ।।

পদ — যথা। এধাংসি। সমিদ্ধঃ। অগ্নিঃ। ভস্মসাৎ। কুরুতে। অর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ। সর্বকর্মাণি। ভস্মসাৎ। কুরুতে। তথা।

পদার্থ – **(অর্জুন)** হে অর্জুন ! **(সমিদ্ধঃ)** প্রজ্বলিত অগ্নি **(এধাংসি)** কাষ্ঠকে **(যথা)** যেই প্রকার **(ভস্মসাৎ)** ভস্মীভূত করে দেয় **(তথা)** সেই প্রকার **(সর্বকর্মাণি)** সকল কর্ম সমূহকে **(জ্ঞানাগ্নি)** জ্ঞানরূপ অগ্নি **(ভস্মসাৎ)** ভস্মীভূত **(কুরুতে)** করে দেয়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠকে যেই প্রকার ভস্মীভূত করে দেয় সেই প্রকার সকল কর্ম সমূহকে জ্ঞানরূপ অগ্নি ভস্মীভূত করে দেয়।

~~~~~~

সং – এখন উক্ত জ্ঞানের অর্থবাদ থেকে স্তুতি করছে —

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ।। ৩৮ ।।

পদ — ন। হি। জ্ঞানেন। সদৃশং। পবিত্রং। ইহ। বিদ্যতে।
তৎ। স্বয়ং। যোগসংসিদ্ধঃ। কালেন। আত্মনি। বিন্দতি।

পদার্থ – (**জ্ঞানেন**) জ্ঞান এর (**সদৃশং**) সমান (**পবিত্রং**) পবিত্র (**ইহ**) এই পার্থিব বৈদিক শাস্ত্রে (**ন, হি, বিদ্যতে**) অন্য কিছু পাওয়া যায় না (**তৎ**) সেই জ্ঞানকে (**কালেন**) চিরকাল থেকে (**যোগসংসিদ্ধঃ**) কর্মযোগের সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়ে (**আত্মনি**) নিজেই নিজের মধ্যে (**স্বয়ং, বিন্দতি**) স্বয়ং লাভ করে নেয়।

সরলার্থ – জ্ঞান এর সমান পবিত্র এই পার্থিব বৈদিক শাস্ত্রে অন্য কিছু পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানকে চিরকাল থেকে কর্মযোগের সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়ে সাধক নিজেই নিজের মধ্যে স্বয়ং লাভ করে নেয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এইরূপ সন্দেহ ছিল যে, যখন জ্ঞান এতটাই উত্তম তো মনুষ্য জ্ঞান কেই উপলব্ধ করুক তাহলে কর্ম কেন ? এর উত্তর এটাই যে, কর্মের যোগ্যতা প্রাপ্ত করা ব্যাতিত উক্ত জ্ঞান হতে পারে না। এই কথন থেকে এখানে জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয়কে সূচিত করেছে। যদি জ্ঞান থেকে এখানে অদ্বৈতবাদীদের জ্ঞানের তাৎপর্য হতো তাহলে কর্মযোগের কী আবশ্যকতা ছিল, কেননা জীব ব্রহ্মের একতারূপ জ্ঞান তো কোনো অবস্থাবিশেষ এর আবশ্যকতা রাখে না, তার মধ্যে তো কেবল বাক্যজন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে। যেরূপ "**নেদং রজতং শুক্তিরিয়ং**" = ইহা রূপা নয় ইহা খোলস, এই ভ্রমস্থলে বাক্যজন্য জ্ঞান থেকে ভ্রম নিবৃত্তি হয়ে যায়। এই প্রকার তুমি সংসারী জীব নয় কিন্তু ব্রহ্ম, এই বাক্যজন্য জ্ঞান থেকে তাঁদের মতে জীব ব্রহ্মরূপ একতার সিদ্ধি হয়ে যাবে, তাহলে এখানে "**যোগসংসিদ্ধঃ**" এই কথন থেকে কর্মযোগের কথন করার কী আবশ্যকতা। এখানে কর্মযোগের কথন এই বাক্যকে সিদ্ধ করে যে, জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয়ই পুরুষার্থের হেতু এবং সেই জ্ঞান শ্রদ্ধা দ্বারাই প্রাপ্ত হয়, যেরূপ —

শ্রদ্ধানান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
~~~~~~

~~~~~~

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ৷৷ ৩৯ ৷৷

পদ — শ্রদ্ধাবান্। লভতে। জ্ঞানং। তৎপরঃ। সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং। লব্ধ্বা। পরাং। শান্তি। অচিরেণ। অধিগচ্ছতি।

পদার্থ – (**শ্রদ্ধাবান্**) শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি (**জ্ঞানং**) জ্ঞানকে (**লভতে**) প্রাপ্ত হয়, যিনি (**তৎপরঃ**) গুরুর সেবাদিতে মগ্ন, পুনরা তিনি কিরকম (**সংযতেন্দ্রিয়ঃ**) বশীভূত ইন্দ্রিয় যুক্ত (**জ্ঞানং, লব্ধ্বা**) জ্ঞানকে লাভ করে (**পরাং, শান্তি**) যে মুক্তি রয়েছে তাকে (**অচিরেণ**) শীঘ্রই (**অধিগচ্ছতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়, যিনি গুরুর সেবাদিতে মগ্ন, বশীভূত ইন্দ্রিয় যুক্ত। জ্ঞানকে লাভ করে যে মুক্তি রয়েছে তাকে শীঘ্রই প্রাপ্ত হয়।

সং – এখন সংশয়াত্মাকে নাশের প্রাপ্তি কথন করছে —

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ৷
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ৷৷ ৪০ ৷৷

পদ — অজ্ঞঃ। চ। অশ্রদ্দধানঃ। চ। সংশয়াত্মা। বিনশ্যতি।
ন। অয়ং। লোকঃ। অস্তি। ন। পরঃ। ন। সুখং। সংশয়াত্মনঃ।

পদার্থ – (**অজ্ঞঃ**) অজ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন নি (**অশ্রদ্দধানঃ**) যাঁর গুরু তথা বেদ বাক্যের উপর শ্রদ্ধা নেই (**চ**) এবং (**সংশয়াত্মা**) যাঁর আত্মায় সর্বদা সংশয় উৎপন্ন হয়ে থাকে, এই তিনটি (**বিনশ্যতি**) নাশকে প্রাপ্ত হয় (**সংশয়াত্মনঃ**) যাঁর আত্মায় সদা সংশয় উৎপন্ন হয়ে থাকে (**ন, অয়ং, লোকঃ**) তাঁর না এই লোক (**ন, পরঃ**) না পরলোক ঠিক থাকে এবং (**ন, সুখং**) না তাঁর সুখ হয়।

সরলার্থ – অজ্ঞানী ব্যক্তি যিনি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন নি, যাঁর গুরু তথা বেদ বাক্যের উপর শ্রদ্ধা নেই এবং যাঁর আত্মায় সর্বদা সংশয় উৎপন্ন হয়ে থাকে, এই তিনটি নাশকে প্রাপ্ত হয়। যাঁর আত্মায় সদা সংশয় উৎপন্ন হয়ে থাকে তাঁর না এই লোক না পরলোক ঠিক থাকে এবং না তাঁর সুখ হয়।
~~~~~~

সং – এখন সংশয় নিবৃত্তির উপায় কথন করছে —

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।। ৪১ ।।

পদ — যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং । জ্ঞানসংছিন্ন । সংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং । ন । কর্মাণি । নিবধ্নন্তি । ধনঞ্জয় ।

পদার্থ – হে ধনঞ্জয় ! **(যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং)** নিষ্কামকর্ম দ্বারা দূর করে দিয়েছে কর্মের বন্ধন যিনি, এবং **(জ্ঞানসংছিন্ন, সংশয়ম্)** নিত্য অনিত্য বস্তুর বিবেক দ্বারা যিনি সংশয়কে দূর করে দিয়েছে, এইরূপ **(আত্মবন্তং)** আত্মিক বল যুক্ত ব্যক্তিকে **(কর্মাণি)** কর্ম **(ন, নিবধ্নন্তি)** বদ্ধ করে না।

সরলার্থ – হে ধনঞ্জয় ! যিনি নিষ্কামকর্ম দ্বারা দূর করে দিয়েছে কর্মের বন্ধন এবং যিনি নিত্য অনিত্য বস্তুর বিবেক দ্বারা সংশয়কে দূর করে দিয়েছে, এইরূপ আত্মিক বল যুক্ত ব্যক্তিকে কর্ম বদ্ধ করে না।

ভাষ্য – যে ব্যক্তি জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয় যুক্ত অর্থাৎ কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের একসাথে অনুষ্ঠান করে, যেরূপ– “**কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ**” এই শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে, তাঁর কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। এখানে জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয় এর উপপাদন করার মাধ্যমে একমাত্র জীব ব্রহ্মের একতা রূপ জ্ঞান মান্যকারীকে মৌন করে দিয়েছে। এই শ্লোকে স্বামী শঙ্করাচার্য এবং ওনার শিষ্যমণ্ডল মৌনতা ধারণ করে নিয়েছে। এখানে কেবল জ্ঞান এর কোনো শক্তি পূর্ণরূপে দেন নি, দেখুন পুনরায় কৃষ্ণজী কর্মযোগের উপর বল দিয়েছেন –

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ।। ৪২ ।।

পদ — তস্মাৎ । অজ্ঞানসম্ভূতং । হৃৎস্থং । জ্ঞানাসিনা । আত্মনঃ ।
ছিত্বা । এনং । সংশয়ং । যোগং । আতিষ্ঠ । উত্তিষ্ঠ । ভারত ।

পদার্থ – (**ভারত**) হে ভারত ! (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**অজ্ঞানসম্ভূতং**) অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হওয়া (**হৃৎস্থং**) বুদ্ধিস্থ (**আত্মনঃ, সংশয়ং**) নিজ সংশয়কে (**জ্ঞানাসিনা, ছিত্বা**) জ্ঞান রূপ খড়গ দ্বারা ছেদন করে (**যোগং**) কর্মযোগকে (**আতিষ্ঠ**) আশ্রয় করো (**উত্তিষ্ঠ**) ওঠো দাড়িয়ে যাও।

সরলার্থ – হে ভারত ! এইজন্য অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হওয়া বুদ্ধিস্থ নিজ সংশয়কে জ্ঞান রূপ খড়গ দ্বারা ছেদন করে কর্মযোগকে আশ্রয় করো, ওঠো দাড়িয়ে যাও।

ভাষ্য – এই শ্লোকে জ্ঞানরূপী খড়গ দ্বারা সংশয় ছেদন করার অনন্তর যোগের অনুষ্ঠান বলা হয়েছে, এর থেকে পাওয়া যায় যে, মায়াবাদীদের অজ্ঞাননিবর্ত্তক মনোরথ মাত্রের জ্ঞানের এখানে গন্ধও নেই। কেননা যদি তাদের জীব ব্রহ্মের একতারূপী জ্ঞানের এখানে বর্ণন হতো তো তাহলে তার অনন্তর কর্মের অনুষ্ঠান কদাপি বলা হতো না।

যেরূপ – [গীতা ৪/৩৬] মধ্যে "**সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি**" এই উপর আনন্দগিরী লিখেছেন যে "**ব্রহ্মাত্ম ঐক্য জ্ঞানস্য সর্বোপনিবর্তকত্বেন মহাত্ম্যমিদানীং প্রকটযতি সর্বমিতি**" = জীব ব্রহ্মের একতা রূপ যে জ্ঞান রয়েছে তা সকল পাপের নিবৃত্তি করায়। এই কথন "সর্ব" পদ থেকে থেকে প্রকট হয়েছে।

যদি এই প্রকারের জীব ব্রহ্মের একতা বিষয়ক জ্ঞান মহর্ষি ব্যাস এর এখানে ইষ্ট হতো তো মায়াবাদীদের জ্ঞান এর সংশয় ছেদনের সাধন বলে শেষে কর্মযোগের অনুষ্ঠান কথন করতো না।

এর থেকে পাওয়া যায় যে, কর্মযোগ থেকে অভ্যুদয় এবং তদ্ধর্মতাপত্তি রূপ মুক্তির সিদ্ধি হয়। মায়াবাদীদের পাষাণ কল্প মুক্তির কদাপি নয়।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

~~~~~~

ওতম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[জ্ঞানকর্ম-সন্ন্যাসযোগোঃ]
~~~~~~

সং – চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মযোগের জ্ঞানকারতা কথন করে অর্থাৎ "**কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ**" [গীতা ৪/১৮] "**যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ**" [গীতা ৪/১৯] "**ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ**" [গীতা ৪/২০] ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে যে, কর্মযোগকে নিষ্কামতা থেকে সম্পাদন করে ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও অকর্তাই হয়। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম করার কারণে প্রাকৃত ব্যক্তির কর্মের সমান তাঁর কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। এই প্রকার কর্মযোগের জ্ঞানকারতা কথন করে পুনরায় জ্ঞানযোগকে সর্বোপরি বর্ণন করেছে। যেরূপ – "**শ্রেয়ান্দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ**" [গীতা ৪/৩৩] "**নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে**" [গীতা ৪/৩৮] ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানকে অধিক বর্ণন করেছে এবং পুনরায় শেষে গিয়ে "**যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত**" [গীতা ৪/৪২] মধ্যে কর্মযোগকে সর্বোপরি রেখে দিয়েছে। এইজন্য এই সন্দেহ উৎপন্ন হয় যে, কর্মযোগ বড় নাকি জ্ঞানযোগ ? এই সন্দেহের নিবৃত্তির জন্য এই অধ্যায় প্রারম্ভ করা হচ্ছে —

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ৷
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ৷৷ ১ ৷৷

পদ — সন্ন্যাসং। কর্মণাং। কৃষ্ণ। পুনঃ। যোগং। চ। শংসসি।
যৎ। শ্রেয়ঃ। এতয়োঃ। একং। তৎ। মে। ব্রূহি সুনিশ্চিতং।

পদার্থ – হে কৃষ্ণ ! তুমি (**কর্মণাং**) কর্মের (**সন্ন্যাসং**) ত্যাগের (**শংসসি**) প্রশংসা করো (**চ**) এবং (**পুনঃ**) আবার (**যোগং**) যোগের প্রশংসা করো (**এতয়োঃ**) এই দুইয়ের মধ্য থেকে (**একং, যৎ, শ্রেয়ঃ**) একটি যা শ্রেষ্ঠ (**তৎ**) তা (**মে**) আমার জন্য (**সুনিশ্চিতং**) নিশ্চিত করে (**ব্রূহি**) বলো।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! তুমি কর্মের ত্যাগের প্রশংসা করো এবং আবার কর্ম যোগের প্রশংসা করো, এই দুইয়ের মধ্য থেকে একটি যা শ্রেষ্ঠ তা আমার জন্য নিশ্চিত করে বলো।

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাবুভৌ ৷

~~~~~~

তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ৷৷ ২ ৷৷

পদ — সন্ন্যাসঃ। কর্মযোগঃ। চ। নিঃশ্রেয়সকরা। উভৌ।
তয়োঃ। তু। কর্মসন্ন্যাসাৎ। কর্মযোগঃ। বিশিষ্যতে।

পদার্থ – (**সন্ন্যাস**) কর্মের ত্যাগ (**চ**) এবং (**কর্মযোগঃ**) কর্ম করা (**উভৌ**) উভয়ই (**নিঃশ্রেয়সকরৌ**) কল্যানের সম্পাদনকারী কিন্তু (**তয়োঃ**) উক্ত দুইয়ের মধ্য থেকে (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**কর্মসন্ন্যাসাৎ**) কর্মসন্ন্যাস যে জ্ঞানযোগ রয়েছে তার দ্বারা (**কর্মযোগঃ**) কর্মের সম্পাদন করা (**বিশিষ্যতে**) বৃহৎ [শ্রেষ্ঠ] ।

সরলার্থ – কর্মের ত্যাগ এবং কর্ম করা উভয়ই কল্যানের সম্পাদনকারী কিন্তু উক্ত দুইয়ের মধ্য থেকে নিশ্চিত রূপে কর্মসন্ন্যাস যে জ্ঞানযোগ রয়েছে তার দ্বারা কর্মের সম্পাদন করা বৃহৎ [শ্রেষ্ঠ] ।

জ্ঞেয় স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কঙ্ক্ষতি ৷
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ৷৷ ৩ ৷৷

পদ — জ্ঞেয়ঃ। সঃ। নিত্যসন্ন্যাসী। যঃ। ন। দ্বেষ্টি। ন। কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বঃ। হি। মহাবাহো। সুখং। বন্ধাৎ। প্রমুচ্যতে।

পদার্থ – (**সঃ**) তাঁকে (**নিত্যসন্ন্যাসী**) সর্বদা সন্ন্যাসী (**জ্ঞেয়ঃ**) জানা উচিত (**যঃ**) যিনি (**ন, দ্বেষ্টি**) না কারোর সাথে দ্বেষ করে (**ন, কাঙ্ক্ষতি**) না ইচ্ছে করে (**নির্দ্বন্দ্বঃ**) এবং যিনি কাম ক্রোধ মোহাদি দ্বন্দ্ব থেকে রহিত (**মহাবাহো**) হে বৃহৎ শক্তিশালী ! সেই ব্যক্তি (**সুখং**) সুখপূর্বকই (**বন্ধাৎ**) বন্ধন থেকে (**প্রমুচ্যতে**) মুক্ত হয়ে যায়।

সরলার্থ – তাঁকে সর্বদা সন্ন্যাসী জানা উচিত যিনি না কারোর সাথে দ্বেষ করে, না ইচ্ছে করে এবং যিনি কাম ক্রোধ মোহাদি দ্বন্দ্ব থেকে রহিত। হে বৃহৎ শক্তিশালী ! সেই ব্যক্তি সুখপূর্বকই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।
~~~~~~

ভাষ্য – যিনি কারোর সাথে দ্বেষ করে না এবং না রাগ করে, ঈশ্বরের আজ্ঞা মনে করে সকল কর্তব্যকে সম্পাদন করে তিনি সুখপূর্বকই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়।

অদ্বৈতবাদী এর অর্থ এই অর্থ করে যে, বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে কর্ম সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কেননা তাদের সিদ্ধান্ত এটাই যে, কর্ম অন্তঃকরণের শুদ্ধির হেতু এবং জ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু। এইজন্য তাঁরা এই কল্পনা করে। কিন্তু এই অর্থ এই শ্লোকের কদাপি নয়। কেননা পরবর্তী চতুর্থ শ্লোকে এই বচনকে উপপাদন করেছে যে, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ উভয়ই একই পদার্থ। তাহলে তাদের এই কথন কিভাবে সঙ্গত হতে পারে যে, কর্ম অন্তঃকরণের শুদ্ধির হেতু এবং জ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বলাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

পদ — সাংখ্যযোগৌ। পৃথক্। বালাঃ। প্রবদন্তি। ন। পণ্ডিতাঃ।
একং। অপি। আস্থিতঃ। সম্যক্। উভয়োঃ। বিন্দতে। ফলং।

পদার্থ – (**সাংখ্যযোগৌ**) ***"সংখ্যায়তে জ্ঞাতব্যবিষয়া যেন তৎসাংখ্যং "*** যাঁর থেকে জানার যোগ্য বিষয়ের বর্ণন করা যায় তার নাম "সাংখ্য" অথবা সংখ্যা নাম সম্যক্ বুদ্ধির যিনি তাকে প্রাপ্ত করায় তাঁর নাম "সাংখ্য"। এইপ্রকার সাংখ্য নাম জ্ঞানযোগ এর, সেই সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে (**বালাঃ, পৃথক্, প্রবদন্তি**) বালক পৃথক পৃথক বলে থাকে (**ন, পণ্ডিতাঃ**) পণ্ডিত নয়, কেননা (**এক, অপি, আস্থিতঃ**) একটিকেও আশ্রয় করা ব্যক্তি (**উভয়োঃ**) উভয়ের যে (**সম্যক্**) ঠিক-ঠিক (**ফলং**) ফল রয়েছে তাকে (**বিন্দতে**) লাভ করে নেয়।

সরলার্থ – যাঁর থেকে জানার যোগ্য বিষয়ের বর্ণন করা যায় তার নাম "সাংখ্য" অথবা সংখ্যা নাম সম্যক্ বুদ্ধির যিনি তাকে প্রাপ্ত করায় তাঁর নাম "সাংখ্য"। এইপ্রকার সাংখ্য নাম জ্ঞানযোগ এর, সেই সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে বালক পৃথক পৃথক বলে থাকে পণ্ডিত নয়, কেননা একটিকেও আশ্রয় করা ব্যক্তি উভয়ের যে ঠিক-ঠিক ফল রয়েছে তাকে লাভ করে নেয়।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।। ৫ ।।

পদ — যৎ। সাংখ্যৈঃ। প্রাপ্যতে। স্থানং। তৎ। যোগৈঃ। অপি। গম্যতে।
একং। সাংখ্যং। চ। যোগং। চ। যঃ। পশ্যতি। সঃ। পশ্যতি।

পদার্থ – (**যৎ, স্থানং**) যে স্থান (**সাংখ্যৈঃ, প্রাপ্যতে**) সাংখ্য নাম জ্ঞানযোগ এর মান্য কারীর প্রাপ্ত হয় (**তৎ**) সেই স্থান (**যোগৈঃ, অপি**) যোগের মান্যকারীর থেকেও (**গম্যতে**) উপলব্ধ করা যায় (**সাংখ্যং**) সাংখ্য (**চ**) এবং (**যোগ**) যোগকে (**একং**) এক (**যঃ, পশ্যতি**) যিনি দেখেন (**সঃ, পশ্যতি**) তিনিই যথার্থ দেখেন।

সরলার্থ – যে স্থান সাংখ্য নামক জ্ঞানযোগ এর মান্য কারীর প্রাপ্ত হয় সেই স্থান যোগের মান্যকারীর থেকেও উপলব্ধ করা যায়। সাংখ্য এবং যোগকে এক যিনি দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন।

ভাষ্য – এই শ্লোকে মহর্ষি ব্যাস জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগে কোনো ভেদ নেই। যেরূপ – "**কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ**" এই শ্লোকে বলেছিল যে, জ্ঞান এবং কর্মকে একইসাথে জানো। এখানে মায়াবাদীরা এই অর্থ করেছে যে, কর্মযোগ অন্তঃকরণের শুদ্ধি দ্বারা মোক্ষরূপী স্থানের প্রাপ্তির হেতু এবং জ্ঞানযোগ সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু। কিন্তু তাদের এই আধুনিক ভেদ গীতার অর্থকে কখনো বিকৃত করতে পারে না, দেখুন পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে যোগকে মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন কথন করেছে, যেরূপ —

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ।। ৬ ।।

পদ — সন্ন্যাসঃ। তু। মহাবাহো। দুঃখং। আপ্তুং। অযোগতঃ।
যোগযুক্তঃ। মুনিঃ। ব্রহ্ম। ন। চিরেণ। অধিগচ্ছতি।

~~~~~~

পদার্থ – **(মহাবাহো)** হে বৃহৎ শক্তিশালী অর্জুন ! **(সন্ন্যাসঃ, তু)** সন্ন্যাস তো **(অযোগতঃ)** যোগ ব্যাতিত **(দুঃখং, আপ্তুং)** বৃহৎ দুঃখ থেকে প্রাপ্ত হয় এবং **(যোগযুক্তঃ)** যোগ থেকে যুক্ত যে **(মুনিঃ)** মননশীল ব্যক্তি, তিনি ব্রহ্মকে **(চিরেণ)** চিরকাল দ্বারা **(ন, অধিগচ্ছতি)** প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যোগী ব্যক্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য চিরকাল লাগে না।

সরলার্থ – হে বৃহৎ শক্তিশালী অর্জুন ! সন্ন্যাস তো যোগ ব্যাতিত বৃহৎ দুঃখ থেকে প্রাপ্ত হয় এবং যোগ থেকে যুক্ত যে মননশীল ব্যক্তি, তিনি ব্রহ্মকে চিরকাল দ্বারা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যোগী ব্যক্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য চিরকাল লাগে না।

ভাষ্য – এখানে এসে কৃষ্ণজী **"তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে"** [গীতা ৫/২] এই কথনকে সফল করে দিয়েছে যে কর্মযোগই বিশেষ। এখন এখানে মায়াবাদীদের থেকে এখানে এটা জিজ্ঞেস করা উচিত যে, তোমরা যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে মুক্তি মান্য করো এখানে তো ব্রহ্মপ্রাপ্তি সাক্ষাৎ কর্মযোগ থেকে কথন করা হয়েছে। এখানে তোমাদের মনোরথমাত্রের নিষ্কর্ম প্রধান জ্ঞান কোথায় গেল।

সত্য তো এটাই যে, যদি মায়াবাদীদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিত্যপ্রাপ্তের প্রাপ্তি হতো এবং কেবল নিজ ভ্রম নিবৃত্ত করাই জ্ঞানের প্রয়োজন হতো তো **"যোগযুক্তোমুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি"** কৃষ্ণজী এই কথন করতো না। তাহলে তো এতটুকুই বলে দিত যে **"জ্ঞানযুক্তোমুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি"** = জ্ঞানযুক্ত মুনি শীঘ্রই সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু বলো কিভাবে দিত। যদি হাতের চুড়ির মতো ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিত্যপ্রাপ্তের প্রাপ্তি হতো এবং কেবল চুড়ির মতো নষ্ট হওয়ার ভ্রমই হতো তো ভ্রমের নিবৃত্তকারী জ্ঞান দ্বারা আধুনিক বেদান্তিগণের মুক্তি কেবল জ্ঞান থেকে হয়ে যেত কিন্তু কৃষ্ণজীর ধ্যানে তো তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মুক্তি ছিল অর্থাৎ পরমাত্মার নিষ্পাপাদি ধর্মের ধারণ করার নাম "তদ্ধর্মতাপত্তি"। এইরূপ মুক্তি কেবল জ্ঞান থেকে কিভাবে প্রাপ্ত হয়, এইজন্য উপনিষদে আত্মজ্ঞানের অনন্তর **"আত্ম বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসতব্যো"** [বৃহদা০ ৪/৫/৬] এই প্রকারের যোগের বিধান করেছে।

এই শ্লোকের ভাষ্যেও মধুসূদন স্বামী অর্থ পরিবর্তনের যোগ্যতা উঠিয়ে রাখে নি, যেরূপ - **"অযোগতঃ = যোগমন্তঃ করণশোধকং শাস্ত্রীয়ং কর্মান্তরেণ হঠাদেব যঃ**
~~~~~~

~~~~~~

কৃতঃ সন্ন্যাসঃ স তু দুখমাপ্তুমেব ভবতি, অশুদ্ধন্তঃকরণত্বেন তৎফলস্য জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবান্ শোধকত্বে চ কর্মন্যধিকারাৎ কর্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টত্বেন পরমসঙ্কটাপত্তেঃ কর্মযোগযুক্তস্তুশুদ্ধন্তঃকরণত্বান্মুনির্মননশীলঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণম আত্মনং ন চিরেণ শীঘ্রমেবাধিগচ্ছতি সাক্ষাৎকারোতি প্রতিবন্ধকা ভাবাৎ এতচ্চোক্তং প্রাগেব ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কয়ং পুরুষোশ্নুতে ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিসমধিগচ্ছতি, অত একফলত্বেঽপি কর্মসন্ন্যাসৎকর্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি যৎপ্রাগুক্তং তদুপপন্নম্" [গীতা ৫/৬ মধুসূদন ভাষ্য]

অর্থ – "**অযোগতঃ**" এর অর্থ এটাই যে, যোগ যা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ কারী যে শাস্ত্রীয় কর্ম রয়েছে সেগুলো ব্যাতিতই যিনি হঠকারীতা থেকে সন্ন্যাস নিয়েছে, তাঁর সেই সন্ন্যাস দুঃখ থেকেই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যোগরূপ কর্ম দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি করার পশ্চাতে সেই সন্ন্যাস সঠিক হয়। অশুদ্ধান্তঃকরণ যুক্ত ব্যক্তির সন্ন্যাস নামক জ্ঞান হওয়া অসম্ভব এবং কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ যুক্ত মুনি সন্ন্যাসী হয়ে ব্রহ্ম যিনি সত্যজ্ঞানাদি লক্ষ্মণ যুক্ত তাঁকে শীঘ্রই প্রাপ্ত হয়ে যায়। কেননা সেই সময় কোনো প্রতিবন্ধক থাকে না, এইজন্য বলেছে যে, কর্মের আরম্ভ ব্যাতিত ব্যক্তি নিষ্কর্মতাকে প্রাপ্ত হতে পারে না, এবং না তো কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়, এইজন্য কর্মসন্ন্যাস থেকে কর্মযোগ বিশেষ।

এই সমাধানেও মধুসূদন স্বামী এখান পর্যন্ত শক্তিশালী করেছে যে, সর্কসন্ন্যাস থেকে কর্মযোগকে বিশেষ সিদ্ধ করতে "**ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিসমধিগচ্ছতি**" এটা লিখেছেন। যার অর্থ এটাই যে, সন্ন্যাস নামক কেবল জ্ঞান থেকে কেউ সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না। আমারাও তো এটাই বলেছি যে, কেবল জ্ঞান থেকে কেউ সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না কিন্তু সেই জ্ঞান যখন যোগ এর আকার ধারণ করে অর্থাৎ অনুষ্ঠানের রূপে আসে তখন তার থেকে ফলপ্রাপ্তি হয়। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, যোগ দ্বারা কেবল অন্তঃকরণের শুদ্ধির হেতু, যোগ এই শ্লোকে বর্ণন করে দিয়েছে তো তাহলে পরবর্তী শ্লোকে যোগ'ই পুরুষার্থের হেতু কেন বললো ? যেরূপ —

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ৷
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ৷৷ ৭ ৷৷
~~~~~~

~~~~~~

পদ — যোগযুক্তঃ। বিশুদ্ধাত্মা। বিজিতাত্মা। জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা। কুর্বন্। অপি। ন। লিপ্যতে।

পদার্থ – (**যোগযুক্তঃ**) যিনি কর্মের সহিত যুক্ত (**বিশুদ্ধাত্মা**) বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্মল অন্তঃকরণ যুক্ত (**বিজিতাত্মা**) যিনি নিজ দেহরূপী আত্মা বশে করে নিয়েছেন, পুনরায় কিরকম (**জিতেন্দ্রিয়ঃ**) যিনি বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড, এই তিনটি দণ্ডো দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করে নেয়, এবং (**সর্বভূতাত্মভূতাত্মা**) সকল প্রাণীর আত্মভূত যে পরমেশ্বর তিনিই যাঁর আত্মা অর্থাৎ তাঁকেই নিজ আত্মবৎ যিনি প্রিয় মান্য করে (**কুর্বন্, অপি, লিপ্যতে**) তিনি কর্ম করেও কর্মের বন্ধনে আসে না।

সরলার্থ – যিনি কর্মের সহিত যুক্ত বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্মল অন্তঃকরণ যুক্ত যিনি নিজ দেহরূপী আত্মা বশে করে নিয়েছেন, যিনি বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড, এই তিনটি দণ্ডো দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করে নেয়, এবং সকল প্রাণীর আত্মভূত যে পরমেশ্বর তিনিই যাঁর আত্মা অর্থাৎ তাঁকেই নিজ আত্মবৎ যিনি প্রিয় মান্য করে তিনি কর্ম করেও কর্মের বন্ধনে আসে না।

ভাষ্য – এইরূপ ব্যক্তি নিজের জন্য কার্য করে না কিন্তু ঈশ্বর আজ্ঞাপূর্তির জন্য কর্ম করে। এইজন্য তা তাঁর কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না।

মায়াবাদীরা এর অর্থ এইরূপ করে যে, জড় চেতন সকল বস্তুমাত্রকে যিনি নিজ আত্মা মনে করে অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি করে না তিনি কর্মের বন্ধনে আসে না। কিন্তু যখন তাঁর মধ্যে বুদ্ধিভেদই নেই তো কর্ম কিভাবে করবে, কেননা ক্রিয়া কারকাদি ব্যবহার ভেদবুদ্ধি ব্যাতিত হতে পারে না। এবং দ্বিতীয় কথা এটাই যে, দশম্ শ্লোকে গিয়ে এই কথন করেছে যে, পরমাত্মাকে সমর্পণ করে যিনি কর্ম করে তিনি বন্ধনকে প্রাপ্ত হয় না। যদি ভেদবুদ্ধি না হতো তো পরমেশ্বরকে সমর্পণ করে কর্মের অর্থ কি ? এইজন্য এখানে তাৎপর্য এটাই যে, যিনি ঈশ্বরকে সমর্পণ করে নিষ্কামকর্ম করা হয় তা বন্ধনের হেতু হয় না অর্থাৎ ঈশ্বরের নিষ্পাপাদি গুণকে ধারণ করা ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মতো দেখা, শোনা, খাওয়া, পান করা, প্রকৃতির বন্ধনে আসে না। এই ভাবকে পরবর্তী ৮নং শ্লোকে বর্ণন করেছে, যেরূপ —
~~~~~~

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ৷
পশ্যান্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ৷৷ ৮ ৷৷

পদ — ন। এব। কিঞ্চিৎ। করোমি। ইতি। যুক্তঃ। মন্যেত। তত্ত্ববিৎ।
পশ্যান্। শৃণ্বন্। স্পৃশন্। জিঘ্রন্। অশ্নন্। গচ্ছন্। স্বপন্। শ্বসন্।

পদার্থ – (**তত্ত্ববিৎ**) তত্ত্ববেত্তা (**যুক্তঃ**) যে যোগী রয়েছে তিনি (**ন, এব, কিঞ্চিৎ, করোমি**) আমি কিছু করি না এরূপ মনে করে, কী করতে এরূপ মনে করে (**পশ্যন্**) দেখতে (**শৃণ্বন্**) শুনতে (**স্পৃশন্**) স্পর্শ করতে (**জিঘ্রন্**) ঘ্রাণ নিতে (**অশ্নন্**) খেতে (**গচ্ছন্**) চলতে (**স্বপন্**) শুতে এবং (**শ্বসন্**) শ্বাস নিতে।

সরলার্থ – তত্ত্ববেত্তা যে যোগী রয়েছে তিনি আমি কিছু করি না এরূপ মনে করে। কী করতে এরূপ মনে করে – দেখতে, শুনতে, স্পর্শ করতে, ঘ্রাণ নিতে, খেতে, চলতে, শুতে এবং শ্বাস নিতে।

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ৷
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ৷৷ ৯ ৷৷

পদ — প্রলপন্। বিসৃজন্। গৃহ্নন্। উন্মিষন্। নিমিষন্। অপি।
ইন্দ্রিয়াণি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু। বর্তন্তে। ইতি। ধারয়ন্।

পদার্থ – (**প্রলপন্**) প্রলাপ করতে (**বিসৃজন্**) কোনো বস্তুকে ত্যাগ করতে (**গৃহ্নন্**) কোনো কিছুকে গ্রহণ করতে (**উন্মিষন্**) চোখ খুলতে (**নিমিষন্**) বন্ধ করতে, এই সকল কার্য করতে (**ইন্দ্রিয়াণি**) ইন্দ্রিয়সমূহ (**ইন্দ্রিয়ার্থেষু**) ইন্দ্রিয়ের অর্থে (**বর্তন্তে**) অবস্থান করে (**ইতি, ধারয়ন্**) এইরূপ ধারণ করে মনে করে যে, আমি কিছুই করি না।

সরলার্থ – প্রলাপ করতে, কোনো বস্তুকে ত্যাগ করতে, কোনো কিছুকে গ্রহণ করতে, চোখ খুলতে বন্ধ করতে, এই সকল কার্য করতে ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়ের অর্থে অবস্থান করে এইরূপ ধারণ করে মনে করে যে, আমি কিছুই করি না।

ভাষ্য – আত্মরতি যুক্ত ব্যক্তি যাঁর একমাত্র পরমাত্মাতেই ভীতি তাঁকে একমাত্র শরীর যাত্রার জন্য চেষ্টা করেও নিষ্কর্মী বলা হয়। এইজন্য তাঁর এই সব কর্মের সহিত কোনো আরাম বা কর্তব্য প্রতীত হয় না।

মায়াবাদীদের মতে এর অর্থ এইরূপ যে —

"যস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্বকার্যকরণ চেষ্টাসু কর্মস্বকর্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্দর্শিনস্তস্য সর্ব কর্মসন্ন্যাস এবাধিকারঃ কর্মণোঽভাবদর্শনাৎ। নহি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্তউদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ততে" [গীতা ৫/৯, শঙ্কর ভাষ্য]

অর্থ – উক্ত সকল প্রকারের চেষ্টায় যিনি কর্মে অকর্ম দর্শনকারী সম্যগ্দর্শী, তাঁর কর্মের অভাব দেখা যাওয়ায় তাঁর সকল কর্মের সন্ন্যাসেই অধিকার। যেরূপ - মৃগতৃষ্ণার জলের বুদ্ধি করে যে ব্যক্তি পান করার জন্য মহত্ত হয় এবং যখন তাঁর সেখানে জলের অভাবের জ্ঞান হয়ে যায় তখন পুনরায় সেখানে জল পান করার জন্য যায় না। এই প্রকার তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তি সেই মৃগতৃষ্ণা রূপী কর্মের কর্তা নয়। এই ভাব যা মিথ্যাবাদীগণ এই শ্লোকের থেকে বের করেছে ইহা কদাপি নয়, যদি এই সকল কর্ম মিথ্যা হওয়ায় তাঁকে অকর্তা মনে করা হতো তো পরবর্তী শ্লোকে এর বিরুদ্ধার্থ বর্ণন করা হতো না। যেরূপ —

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ৷
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — ব্রহ্মণি। আধায়। কর্মাণি। সঙ্গং। ত্যক্ত্বা। করোতি। যঃ।
লিপ্যতে। ন। সঃ। পাপেন। পদ্মপত্র। ইব। অম্ভসা।

পদার্থ – (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**কর্মাণি**) কর্মের (**সঙ্গং**) সঙ্গকে (**ত্যক্ত্বা**) ত্যাগ করে (**ব্রহ্মণি, আধায়**) ব্রহ্মের আশ্রিত হয়ে কর্ম করে অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ কর্ম করে স্বার্থের জন্য নয় (**সঃ**) সেই ব্যক্তি (**পাপেন**) পাপের সাথে (**অম্ভসা**) জলের সহিত (**পদ্মপত্র**) পদ্মের পাতার (**ইব**) মতো (**ন, লিপ্যতে**) কর্মের সঙ্গকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি কর্মের সঙ্গকে ত্যাগ করে ব্রহ্মের আশ্রিত হয়ে কর্ম করে অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ কর্ম করে স্বার্থের জন্য নয়, সেই ব্যক্তি পাপের সাথে জলের সহিত পদ্মের পাতার মতো কর্মের সঙ্গকে প্রাপ্ত হয় না।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এটাই যে, যিনি কেবল ঈশ্বরার্পন কর্ম করেন তিনি কর্মের সঙ্গকে প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তাঁর কর্ম নিষ্কামই হয়ে থাকে। যেরূপ মালিকের জন্য কাজ সম্পাদনকারী সেবক সেই কর্মের ফলের সহিত যুক্ত মনে করা হয়।

সং – ননু, যখন তিনি নিজ কর্মকে শরীর, মন, বুদ্ধি দ্বারা সম্পাদন করে তো তাহলে তিনি সেই কর্মের কর্তা কিভাবে নয় ? উত্তর —

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ।। ১১ ।।

পদ — কায়েন। মনসা। বুদ্ধ্যা। কেবলৈঃ। ইন্দ্রয়ৈঃ। অপি।
যোগিনঃ। কর্ম। কুর্বন্তি। সঙ্গং। ত্যক্ত্বা। আত্মশুদ্ধয়ে।

পদার্থ – (**কায়েন**) কেবল শরীর দ্বারা (**মনসা**) কেবল মন দ্বারা (**বুদ্ধ্যা**) কেবল বুদ্ধি দ্বারা (**কেবলৈঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ, অপি**) কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাও (**যোগিনঃ**) যোগীগণ (**সঙ্গং, ত্যক্ত্বা**) সঙ্গকে ত্যাগ করে (**আত্মশুদ্ধয়ে**) আত্মার শুদ্ধির জন্য (**কর্ম, কুর্বন্তি**) কর্ম করে।

সরলার্থ – কেবল শরীর দ্বারা, কেবল মন দ্বারা, কেবল বুদ্ধি দ্বারা, কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাও যোগীগণ সঙ্গকে ত্যাগ করে আত্মার শুদ্ধির জন্য কর্ম করে।

ভাষ্য – যদিও শরীর, মন, বুদ্ধি অথবা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা যোগীগণ কর্ম করে কিন্তু যখন সেই কর্ম অন্য কোনো ফলের ইচ্ছে না করে কেবল আত্মার শুদ্ধির জন্য করা হয় তখন তিনি সেইসব কর্মকে করেও অকর্তা'ই হয়। কেননা তিনি কর্ম কোনো কামনার জন্য করেন না।

সং – ননু, আত্মার শুদ্ধিও একপ্রকার কামনা তাহলে আপনাদের সকামকর্ম এবং নিস্কামকর্মে পার্থক্য কি ? উত্তর —

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ।। ১২ ।।

পদ — যুক্তঃ । কর্মফলং । ত্যক্ত্বা । শান্তিং । আপ্নোতি । নৈষ্ঠিকীং ।
অযুক্তঃ । কামকারেণ । ফলে । সক্তঃ । নিবধ্যতে ।

পদার্থ – (**যুক্তঃ**) যোগী ব্যক্তি (**কর্মফলং**) কর্মের ফলকে (**ত্যক্ত্বা**) ত্যাগ করে (**নৈষ্ঠিকীং**) ব্রহ্মনিষ্ঠা যুক্ত (**শান্তিং**) মুক্তিকে (**আপ্নোতি**) প্রাপ্ত হয় এবং (**অযুক্তঃ**) যিনি যোগী নয় অর্থাৎ নিস্কামকর্ম সম্পাদন করেন না তিনি (**কামকারেণ**) কার্য করার মাধ্যমে (**ফলে**) ফলে (**সক্তঃ**) আসক্ত হয়ে (**নিবধ্যতে**) আবদ্ধ হয়ে যায়।

সরলার্থ – যোগী ব্যক্তি কর্মের ফলকে ত্যাগ করে ব্রহ্মনিষ্ঠা যুক্ত মুক্তিকে প্রাপ্ত হয় এবং যিনি যোগী নয় অর্থাৎ নিস্কামকর্ম সম্পাদন করেন না তিনি কার্য করার মাধ্যমে ফলে আসক্ত হয়ে আবদ্ধ হয়ে যায়।

ভাষ্য – যোগী মুক্তির জন্য কর্ম করে এইজন্য সেই কর্ম তাঁর বন্ধনের হেতু হয় না এবং যিনি যোগী নন তিনি কাম্য কর্ম অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, ধনাদির ইচ্ছায় কর্ম করে এইজন্য তিনি কর্মে আবদ্ধ হয়ে যায়। এবং যোগী ব্যক্তির এই পার্থক্যও রয়েছে যে —

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ।। ১৩ ।।

পদ — সর্বকর্মাণি । মনসা । সন্ন্যস্য । আস্তে । সুখং । বশী ।
নবদ্বারে । পুরে । দেহী । ন । এব । কুর্বন্ । ন । কারয়ন্ ।

পদার্থ – (**সর্বকর্মাণি**) সকল কর্মকে (**মনসা**) মন থেকে (**সন্ন্যস্য**) ত্যাগ করে (**সুখং, আস্তে**) সুখপূর্বক স্থির হয়, সেই (**বশী**) জিতেন্দ্রিয় সুখপূর্বক কোথায় অবস্থান করে (**নবদ্বারে, পুরে**) নবদ্বার যুক্ত যে পুর নামক শরীর তার মধ্যে, ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার, এবং সপ্তমটি মূর্দ্ধাদেশে এবং দুইটি মল মূত্রের, এই প্রকার নবদ্বার যুক্ত শরীরে (**দেহী**) জীবাত্মা স্থির থাকে (**ন, এব, কুর্বন**) না কিছু করে এবং (**ন, কারয়ন্**) না করার প্রেরণা

করে অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় যখন সকল কর্মকে মন থেকে ত্যাগ দেয় তখন এই শরীরে থেকেও না কর্ম করে আর না কর্ম করার প্রেরণা করে।

সরলার্থ – সকল কর্মকে মন থেকে ত্যাগ করে সুখপূর্বক স্থির হয়, সেই জিতেন্দ্রিয় সুখপূর্বক কোথায় অবস্থান করে ? নবদ্বার যুক্ত যে পুর নামক শরীর রয়েছে তার মধ্যে। ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার, এবং সপ্তমটি মূর্দ্ধাদেশে এবং দুইটি মল মূত্রের, এই প্রকার নবদ্বার যুক্ত শরীরে জীবাত্মা স্থির থাকে। না কিছু করে এবং না করার প্রেরণা করে অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় যখন সকল কর্মকে মন থেকে ত্যাগ দেয় তখন এই শরীরে থেকেও না কর্ম করে আর না কর্ম করার প্রেরণা করে।

সং – ননু, যখন পরমাত্মা তাঁকে কর্মের কর্তা করেছেন এবং তাঁর কর্মকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে এটা কিভাবে হতে পারে যে, পূর্বোক্ত দেহে থেকেও কর্ম না করে স্বতন্ত্র থাকে ? উত্তর —

ন কর্তৃত্বং কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ৷
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ৷৷ ১৪ ৷৷

পদ — ন। কর্তৃত্বং। কর্মাণি। লোকস্য। সৃজতি। প্রভুঃ।
ন। কর্মফলসংযোগং। স্বভাবঃ। তু। প্রবর্ততে।

পদার্থ – (**লোকস্য**) এই যে জীবলোক রয়েছে এদের (**কর্মাণি**) কর্মকে (**প্রভুঃ**) পরমাত্মা (**ন, সৃজতি**) রচনা করেন নি (**ন, কর্তৃত্বং**) না তাঁদের কর্তৃত্বকে রচনা করেন এবং (**ন, কর্মফলসংযোগং**) কর্মের যে ফল তার সাথে সংযোগকেও পরমাত্মা রচনা করেন নি (**স্বভাবঃ**) যা পূর্বকৃত প্রারব্ধ কর্ম থেকে সেই জীবের সাধু অসাধুরূপ স্বভাব হয়েছে তাহাই সেই জীবের প্রকৃতির হেতু, সেই স্বভাব দ্বারাই কর্তৃত্বাদি ব্যাপারে (**প্রবর্ততে**) প্রবৃত্ত হয়।

সরলার্থ – এই যে জীবলোক রয়েছে এদের কর্মকে পরমাত্মা রচনা করেন নি, না তাঁদের কর্তৃত্বকে রচনা করেন এবং কর্মের যে ফল তার সাথে সংযোগ থাকে তাকেও পরমাত্মা

রচনা করেন নি। যা পূর্বকৃত প্রারব্ধ কর্ম থেকে সেই জীবের সাধু অসাধুরূপ স্বভাব হয়েছে তাহাই সেই জীবের প্রকৃতির হেতু, সেই স্বভাব দ্বারাই কর্তৃত্বাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়।

ভাষ্য – যখন সেই স্বভাব চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা থেমে যায়। পুনরায় তা সেই কালে ফল দেওয়ার জন্য সমর্থ হয় না। এই প্রকার শরীরে থেকেও জীব নিষ্কাম হতে পারে।

সং – ননু, যখন তিনি নিজ ভক্তকে নিষ্পাপ করে দেয় এবং পাপী ভক্তকে পুণ্যাত্মা করে দেয়। তাহলে কিভাবে বলা যায় যে পরমাত্মা হর্ত্তা কর্ত্তা নয় ? উত্তর —

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ।। ১৫ ।।

পদ — ন। আদত্তে। কস্যচিৎ। পাপং। ন। চ। এব। সুকৃতং। বিভুঃ।
অজ্ঞানেন। আবৃতং। জ্ঞানং। তেন। মুহ্যন্তি। জন্তবঃ।

পদার্থ – (**কস্যচিৎ, পাপং**) কারোর পাপকে (**বিভুঃ**) পরমাত্মা (**ন, আদত্তে**) নেয় না (**ন, চ, এব**) এবং না তো (**সুকৃতং**) পুণ্যকে নেয় (**অজ্ঞানেন**) অজ্ঞান দ্বারা (**জ্ঞানং**) জ্ঞান (**আবৃতং**) আবৃত থাকে (**তেন**) এই কারণে (**জন্তবঃ**) প্রাণী (**মুহ্যন্তি**) মোহকে প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার ঈশ্বর কারোর পাপ পুণ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা নয় কিন্তু জীবের অজ্ঞান দ্বারাই পাপ পুণ্য উৎপন্ন হয়। যেরূপ পরবর্তী শ্লোকেও বলা হয়েছে,,,।

সরলার্থ – কারোর পাপকে পরমাত্মা নেয় না এবং নাতো পুণ্যকে নেয়। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে এই কারণে প্রাণী মোহকে প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার ঈশ্বর কারোর পাপ পুণ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা নয় কিন্তু জীবের অজ্ঞান দ্বারাই পাপ পুণ্য উৎপন্ন হয়।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ।। ১৬ ।।

পদ — জ্ঞানেন। তু। তৎ। অজ্ঞানং। যেষাং। নাশিতং। আত্মনঃ।

~~~~~~

তেষাং। আদিত্যবৎ। জ্ঞানং। প্রকাশ্যতি। তৎ। পরম্।

পদার্থ – (**যেষাং**) যেই জীবের (**আত্মনঃ**) আত্মার (**তৎ**) সেই (**অজ্ঞানং**) অজ্ঞান (**জ্ঞানেন**) জ্ঞান দ্বারা (**নাশিতং**) দূর হয়ে গিয়েছে (**তেষাং**) তাঁর (**আদিত্যবৎ**) আদিত্যের সমান প্রকাশ যুক্ত জ্ঞান সেই জ্ঞেয় বস্তুকে (**প্রকাশ্যতি**) প্রকাশ করে দেয়, সেই জ্ঞান কিরকম (**তৎপরং**) পরমাত্মবিষয়ক অর্থাৎ পরমার্থ বস্তু বিষয়ক। সেই জ্ঞান কী প্রকারে তার প্রকাশ করে ? উত্তর...।

সরলার্থ – যেই জীবের আত্মার সেই অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা দূর হয়ে গিয়েছে। তাঁর আদিত্যের সমান প্রকাশ যুক্ত জ্ঞান সেই জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশ করে দেয়, সেই জ্ঞান কিরকম ? পরমাত্মবিষয়ক অর্থাৎ পরমার্থ বস্তু বিষয়ক।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ ৷
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মাষাঃ ৷৷ ১৭ ৷৷

পদ — তৎ। বুদ্ধয়ঃ। তদাত্মানঃ। তন্নিষ্ঠাঃ৷ তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্তি। অপুনরাবৃত্তিং। জ্ঞাননির্ধূতকল্মাষাঃ।

পদার্থ – (**তৎ, বুদ্ধয়ঃ**) সেই পরমাত্মায় বুদ্ধি যাঁর (**তদাত্মানঃ**) সেখানেই আত্মা যাঁর (**তন্নিষ্ঠাঃ**) সেই পরমাত্মায় যাঁর নিষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব কর্মকে যিনি ঈশ্বরাধীন করে দিয়েছে এবং (**তৎপরায়ণাঃ**) সেখানেই পরম *অয়ন* = গতি যাঁর তিনি (**গচ্ছন্তি, অপুনরাবৃত্তিং**) অপুনরাবৃত্তি নামক তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়, পুনরায় তা কিরকম (**জ্ঞাননির্ধূতকল্মাষাঃ**) জ্ঞান দ্বারা নির্ধূত = দূর হয়ে গিয়েছে কল্মষ = পাপ যাঁর, তাঁর সেই জ্ঞান প্রকাশক হয়ে থাকে।

সরলার্থ – সেই পরমাত্মায় বুদ্ধি যাঁর, সেখানেই আত্মা যাঁর, সেই পরমাত্মায় যাঁর নিষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব কর্মকে যিনি ঈশ্বরাধীন করে দিয়েছে এবং সেখানেই পরম *অয়ন* = গতি যার তিনি অপুনরাবৃত্তি নামক তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়। পুনরায় তা কিরকম ? জ্ঞান দ্বারা নির্ধূত = দূর হয়ে গিয়েছে কল্মষ অর্থাৎ পাপ যার, তাঁর সেই জ্ঞান প্রকাশক হয়ে থাকে।
~~~~~~

ভাষ্য – ননু, তোমাদের মতে তো মুক্তি থেকে পুনরাবৃত্তি হয় আর এখানে তো মুক্তিকে অপুনরাবৃত্তি লিখেছে, যার অর্থ এটাই যে, যার থেকে পুনরাবৃত্তি হবে না ? **উত্তর** – অপুনরাবৃত্তি শব্দের এখানে এই অর্থ নয় কিন্তু এই অর্থ যে **"আবর্তনং আবৃত্তিঃ"** = যার মধ্যে বারংবার অভ্যাস করা যা তার নাম আবৃত্তি। যেরূপ **"আত্মবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"** ইহা আবৃত্তি। এই প্রকারের আবৃত্তি মুক্তিতে মুক্ত ব্যক্তিকে করতে হয় না, কেননা মুক্তি তদ্ধর্মতাপত্তি = ঈশ্বরের ধর্মের প্রাপ্তি। এইজন্য পুনরায় সেখানে অভ্যাসরূপ আবৃত্তির আবশ্যকতা নেই, এইজন্য মুক্তিকে অপুনরাবৃত্তি বলে। **"ন পুনরাবৃত্তির্যস্যাং সা অপুনরাবৃত্তিঃ"** = না হয় পুনরাবৃত্তি নামক অভ্যাস যার মধ্যে তাই বলা হয় অপুনরাবৃত্তি, এইরূপ মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়। অপুনরাবৃত্তি যুক্ত মুক্তি কথন করার মাধ্যমে জীবন্মুক্তিরও ব্যাবৃত্তি হয়ে গেল অর্থাৎ তাঁর সহিত ভেদ করার মাধ্যমে এই বিশেষণ সার্থক হয়ে গেল।

মায়াবাদী এবং পৌরাণিকগণ না ফিরে আসার মুক্তির খণ্ডন আমরা বিস্তারপূর্বক "***বেদান্তার্য্যভাষ্য*** " এর অন্তিম সূত্রে করেছি, যিনি দেখতে আগ্রহী সেখানে দেখে নিবেন।

সং – ননু, যেই স্থানে ঈশ্বরাকার বুদ্ধি হয়ে যায় তার পরীক্ষা কী ? উত্তর —

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।। ১৮ ।।

পদ — বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে। ব্রাহ্মণে। গবি। হস্তিনি।
শুনি। চ। এব। শ্বপাকে। চ। পণ্ডিতাঃ। সমদর্শিনঃ।

পদার্থ – **(বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে)** বিদ্যা এবং বিনয় নম্রতা দ্বারা সম্পন্ন **(ব্রাহ্মণে)** ব্রাহ্মণের মধ্যে **(গবি)** গাভীর মধ্যে **(হস্তিনি)** হাতির মধ্যে **(শুনি)** কুকুরের মধ্যে **(চ)** এবং **(শ্বপাকে)** অত্যন্ত অধম চণ্ডালাদিদের মধ্যে যিনি **(সমদর্শিনঃ)** সমদর্শী অর্থাৎ উক্ত প্রকারের উচু নিচুতে যিনি রাগদ্বেষ বুদ্ধি করে না তাঁকে সমদর্শী **(পণ্ডিতাঃ)** পণ্ডিত বলা হয়।

সরলার্থ – বিদ্যা এবং বিনয় নম্রতা দ্বারা সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মধ্যে,গাভীর মধ্যে, হাতির মধ্যে, কুকুরের মধ্যে এবং অত্যন্ত অধম চণ্ডালাদিদের মধ্যে যিনি সমদর্শী অর্থাৎ উক্ত

~~~~~~

প্রকারের উচু নিচু তে যিনি রাগদ্বেষ বুদ্ধি করে না তাঁকে সমদর্শী পণ্ডিত বলা হয়।

ভাষ্য – যাঁর এই প্রকারের রাগদ্বেষ শূণ্য বুদ্ধি হয়ে যায় সেই ব্যক্তি **"তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ"** এই শ্লোকে কথন করা বুদ্ধি যুক্ত হয় অর্থাৎ তাঁর আত্মরতি ত্যাগ করে কোনো কিছুর মধ্যে রাগদ্বেষ করার বুদ্ধি থাকে না। এইজন্য সেই ব্যক্তিকে সমদর্শী বলে। স্বামী শঙ্করাচার্য এবং ওনার শিষ্য এখানে সমদর্শী এর এই অর্থ করে যে **"যথা গঙ্গাতোযে তড়াগে সুরায়াং মূত্রে বা প্রতিবিম্বিতস্যাদিত্যস্য ন তদ্গুণদোষসম্বন্ধস্তথা ব্রহ্মণোঽপি চিদাভাসদ্বার প্রতিবিম্বতস্য নোপাধিগতগুণদোষসম্বন্ধঃ"** = যেরূপ গঙ্গাজল, পুকুরের জল, সুরা = মদিরা এবং মূত্রে যে প্রতিবিম্বিত সূর্য রয়েছে তার এই বস্তুসমূহের গুণ দোষ এর সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই, এই প্রকার ব্রহ্ম যে চিদাভাস দ্বারা প্রতিবিম্বিত রয়েছে, তাঁর উপাধির গুণ দোষের সাথে কোনো সম্বন্ধ হয় না। এই ভাব থেকে যিনি সমদর্শী, যাঁর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ, গাভী, কুকুর আদিতে সর্বত্র ব্রহ্মই জীবভাবকে প্রাপ্ত হচ্ছে, তাঁকে "সমদর্শী" বলে।

ব্রহ্মই উচু নিচু যোনিতে প্রবিষ্ট হয়ে জীব হচ্ছে, এই ভাব গীতার কদাপি নয়। কেননা যদি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মই জীব হয়ে যেত তো তাহলে তাঁর নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ততাই কী ? অজ্ঞানী জীবও নিজের জন্য নিজে জেলখানা তৈরি করে নিজে প্রবিষ্ট হয় না তাহলে জ্ঞানী ব্রহ্মের তো কথাই নেই। ব্রহ্ম নিজে নিজেই জীব কখনো হতে পারে না। এই কথনকে আমরা বিস্তারপূর্বক ***"বেদান্তার্য্যভাষ্য "*** এর **"কৃৎস্নপ্রসক্তি নিরবয়বত্বশব্দ কোপো বা"** [ব্রহ্মসূত্র ২/১/২৬] মধ্যে এই প্রকার বর্ণন করে এসেছি যে, সমস্ত ব্রহ্মই জীব হয়ে গেলে তো শেষে ব্রহ্মই থাকবে না এবং যদি কিঞ্চিৎ ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভাব ধারণ করে তো ব্রহ্ম নিরবয়ব থাকবে না। এখানে সমদর্শী এর এই অর্থ কদাপি নয় যে, সকল শরীরে ব্রহ্ম জীব ভাব থেকে প্রবিষ্ট হচ্ছে। যদি এই অর্থ হতো তো পরবর্তী শ্লোকে সমদর্শী এর বর্ণনে এরূপ বলা হতো না যে —

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ৷
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — ইহ। এব। তৈঃ। জিতঃ। সর্গঃ। যেষাং। সাম্যে। স্থিতং। মনঃ।
নির্দোষং। হি। সমং। ব্রহ্ম। তস্মাৎ। ব্রহ্মণি। তে। স্থিতাঃ।
~~~~~~

পদার্থ – **(তৈঃ)** সেই সমদর্শীগণ **(ইহ)** এই জন্মে **(এন)** নিশ্চিত রূপে **(সর্গঃ)** সংসারকে **(জিতঃ)** জয় করে নেয় **(যেষাং)** যাঁর **(মনঃ)** মন **(সাম্যে)** সমতায় **(স্থিতং)** স্থির **(হি)** যার জন্য **(নির্দোষং)** নির্দোষ **(সমং)** একরস ব্রহ্ম রয়েছে **(তস্মাৎ)** এইজন্য **(ব্রহ্মণি)** ব্রহ্মে **(তে)** তাঁরা **(স্থিতঃ)** স্থির।

সরলার্থ – সেই সমদর্শীগণ এই জন্মে নিশ্চিত করে সংসারকে জয় করে নেয়। যাঁর মন সমতায় স্থির যার জন্য নির্দোষ একরস ব্রহ্ম রয়েছে। এইজন্য ব্রহ্মে তাঁরা স্থির।

ভাষ্য – এই জন্মে তাঁরা মনকে এইজন্য জয় করে নেয় যে, কুটস্থ নিত্য নির্দোষ ব্রহ্ম যেরূপ নিশ্চল সেই প্রকার যখন ব্রহ্মের ধর্মকে ধারণ করে জীবও নির্দোষ এবং একাগ্রবৃত্তি যুক্ত হয়ে যায় তখন ব্রহ্মে স্থির মনে করা হয়।

যদি মায়াবাদীদের মতানুকূল জীবের ব্রহ্ম হওয়ার উপদেশ এই শ্লোকে হতো তো এটা বলা হতো না যে "**তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ**" = নির্দোষ এবং সমতার কারণে তিনি ব্রহ্মে স্থির কিন্তু ব্রহ্মের রূপান্তর হওয়ার কারণে ঘট ভেঙে মাটির মতো হয়ে যায় এবং সুবর্ণের ভূষণ ভেঙে সুবর্ণ হয়ে যায়। এই প্রকার যেমন তেমন ভাবে ব্রহ্ম হওয়ার কথন হতো। এই বচনের উপদেশ করা হতো না যে, যখন তাঁর রাগদ্বেষ থাকে না তখন সে ব্রহ্মে স্থির মনে করা হয়। যেরূপ —

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ৷
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ৷৷ ২০ ৷৷

পদ — ন। প্রহৃষ্যেৎ। প্রিয়ং। প্রাপ্য। ন। উদ্বিজেৎ। প্রাপ্য। চ। অপ্রিয়ং। স্থিরবুদ্ধিঃ। অসংমূঢ়ঃ। ব্রহ্মবিৎ। ব্রহ্মণি। স্থিতঃ।

পদার্থ – **(প্রিয়ং)** প্রিয় বস্তুকে **(প্রাপ্য)** প্রাপ্ত হয়ে **(ন, প্রহৃষ্যেৎ)** প্রসন্ন হয় না এবং না **(অপ্রিয়ং)** অপ্রিয় বস্তুকে **(প্রাপ্য)** প্রাপ্ত হয়ে **(উদ্বিজেৎ)** উদ্বেগ অর্থাৎ দুঃখী হয় **(স্থিরবুদ্ধিঃ)** সর্বদা স্থির বুদ্ধিযুক্ত থাকে **(অসংমূঢ়ঃ)** মোহকে কখনো প্রাপ্ত হয় না, এই প্রকারের **(ব্রহ্মবিৎ)** ব্রহ্মকে জ্ঞাত ব্যক্তি **(ব্রহ্মণি, স্থিতঃ)** ব্রহ্মে স্থির জানা যায়।

সরলার্থ – প্রিয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয়ে প্রসন্ন হয় না এবং না অপ্রিয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয়ে উদ্বেগ

~~~~~~

অর্থাৎ দুঃখী হয়, সর্বদা স্থির বুদ্ধিযুক্ত থাকে, মোহকে কখনো প্রাপ্ত হয় না, এই প্রকারের ব্রহ্মকে জ্ঞাত ব্যক্তি ব্রহ্মে স্থির জানা যায়।

সং – ননু, তোমাদের মতে যখন মুক্তিকালেও জীব এর ব্রহ্ম থেকে পার্থক্য থাকে তো তাহলে সে ব্রহ্মের আনন্দকে কিভাবে লাভ করতে পারে ? উত্তর —

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ।। ২১ ।।

পদ — বাহ্যস্পর্শেষু। অসক্তাত্মা। বিন্দতি। আত্মনি। যৎ। সুখং।
সঃ। ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা। সুখং। অক্ষয়ং। অশ্নুতে।

পদার্থ – (**বাহ্যস্পর্শেষু**) বাহিরের যে স্পর্শ = শব্দ, স্পর্শাদি বিষয় রয়েছে সেগুলো মধ্যে (**অসক্তাত্মা**) যাঁর আত্মা ফেঁসে নেই তিনি (**আত্মনি**) নিজে নিজের মধ্যে (**যৎসুখং**) যেই সুখকে (**বিন্দতি**) লাভ করেন সেই সুখকে (**ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**) ব্রহ্মের যে যোগ অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ, তাঁর সহিত যুক্ত আত্মা যাঁর (**সঃ**) তিনি (**অক্ষয়ং, সুখং**) বিনাশ রহিত সুখকে (**অশ্নুতে**) ভোগ করে।

সরলার্থ – বাহিরের যে স্পর্শ = শব্দ, স্পর্শাদি বিষয় রয়েছে সেগুলো মধ্যে যাঁর আত্মা ফেঁসে নেই তিনি নিজে নিজের মধ্যে যেই সুখকে লাভ করেন সেই সুখকে ব্রহ্মের যে যোগ অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ, তাঁর সহিত যুক্ত আত্মা যাঁর তিনি বিনাশ রহিত সুখকে ভোগ করে।

ভাষ্য – ব্রহ্মযোগ থেকে তাৎপর্য এখানে তদ্ধর্মতাপত্তি এর, যেমন —

(১) "**পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিসম্পদ্যতে**"

(২) "**সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা**"

(৩) **যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।**
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।

[মুণ্ডক০ ৩/১/৩]
~~~~~~

(৪) **ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।** [গীতা ১৪/২]

অর্থ – [১] সেই পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হয়ে নিজ নির্মল স্বরূপ থেকে স্থির হয় অর্থাৎ সেই পরম জ্যোতি পরমাত্মার নিষ্পাপাদি ধর্মকে পেয়েই জীবাত্মা নির্মল হয়।

[২] তিনি সকল আনন্দকে ব্রহ্মের সহিত ভোগ করে।

[৩] যখন জীবাত্মা সেই স্বয়ং প্রকাশ সমস্ত জগতের যোনী পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে নেয় তখন পুণ্য পাপকে ত্যাগ নিষ্পাপ হয়ে পরমব্রহ্মের সাথে সমতাকে প্রাপ্ত হয়।

[৪] এই জ্ঞানকে পেয়ে আমার সমতাকে প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকারের সম্বন্ধের নাম এখানে "ব্রহ্মযোগ"। এই যোগকে উপলব্ধ করে ব্যক্তি ব্রহ্মের অক্ষয় সুখকে এই প্রকার ভোগ করে যেই প্রকার বাহ্য বিষয় থেকে রহিত যে অন্তর্মুখ ব্যক্তি সেই চিত্তবৃত্তিনিরোধ রূপী সুখকে অনুভব করে।

এই শ্লোক থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মের সাথে যোগ হয় ব্রহ্মের স্বরূপ হয় না। যদি জীব মুক্তিতে ব্রহ্ম হয়ে যায় তো "**ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**" কথন করার আবশ্যকতা পড়তো না আর এই কথনের উপদেশেরও আবশ্যকতা হতো না যে, বাহ্য স্পর্শে যিনি আসক্ত নন তিনি আত্মিক সুখকে লাভ করেন। কেননা ব্রহ্ম হওয়ায় তো বাহ্য স্পর্শ থাকেই না তাহলে শমদমাদির শিক্ষার কী আবশ্যকতা।

মধুসূদন স্বামী "**ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**" এর অর্থ জীব ব্রহ্মের একতার করেছেন। এবং তাহলে এখানে সেই "তত্ত্বমসি" এর সম্পূর্ণ কাহিনী লেখা হয়েছে। অস্তু, এই টান থেকে কী, "ব্রহ্মযোগ" শব্দই এই বচনকে স্পষ্ট করায় যে, মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয় না কিন্তু ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়।

সং – ননু, যখন ব্রহ্মের সাথে যুক্ত হওয়াই মুক্তি তো জ্ঞানদৃষ্টি থেকে ব্রহ্মের সাথে যুক্ত থাকে এবং সাংসারিক ভোগও ভোগ করতে থাকে, তাহলে মুক্ত ব্যক্তি বাহ্য বিষয় থেকে আলাদা কেন থাকে ? উত্তর —

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ৷
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — যে। হি। সংস্পর্শজাঃ। ভোগাঃ। দুঃখযোনয়। এব। তে।

আদ্যন্তবন্তঃ। কৌন্তেয়। ন। তেষু। রমতে। বুধঃ।

পদার্থ – (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**সংস্পর্শজাঃ**) ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ থেকে (**যে**) যে (**ভোগাঃ**) ভোগ হয় (**তে**) তা (**দুঃখযোনয়**) দুঃখের কারণ হয়। হে কৌন্তেয় ! পুনরায় সেই ভোগ কিরকম (**আদ্যন্তবন্তঃ**) আদি এবং অন্ত যুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তি এবং নাশযুক্ত (**তেষু**) তার মধ্যে (**বুধঃ**) বুদ্ধিমান (**ন, রমতে**) প্রবৃত্ত হয় না।

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ থেকে যে ভোগ হয় তা দুঃখের কারণ হয়। হে কৌন্তেয় ! সেই ভোগ আদি এবং অন্ত যুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তি এবং নাশযুক্ত, সেই ভোগের মধ্যে বুদ্ধিমান প্রবৃত্ত হয় না।

সং – ননু, শরীর ত্যাগের অনন্তর সেই ভোগ নিজেই ছেড়ে যাবে। তাহলে এখানে সেগুলো ত্যাগের প্রযত্ন থেকে কি লাভ ? উত্তর —

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

পদ — শক্নোতি। ইহ। এব। যঃ। সোঢ়ুং। প্রাক্। শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং। বেগং। স। যুক্তঃ। সঃ। সুখী। নরঃ।

পদার্থ – (**শরীরবিমোক্ষণাৎ**) শরীর ত্যাগের (**প্রাক্**) পূর্বে (**কামক্রোধোদ্ভবং**) কাম ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হওয়া (**বেগং**) গতিকে (**যঃ**) যে (**নরঃ**) ব্যক্তি (**ইহ, এব**) এই জন্মে (**সোঢ়ুং**) সমর্থন [সহ্য করতে] কে (**শক্নোতি**) সমর্থ হয় (**সঃ, যুক্তঃ**) তিনি যোগী এবং (**সঃ, সুখী**) তিনি সুখী।

সরলার্থ – শরীর ত্যাগের পূর্বে কাম ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হওয়া গতিকে যে ব্যক্তি এই জন্মে সমর্থন [সহ্য করতে] কে সমর্থ হয় তিনি যোগী এবং তিনি সুখী।

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

~~~~~~

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ।। ২৪ ।।

পদ — যঃ। অন্তঃসুখঃ। অন্তরারামঃ। তথা। অন্তর্জ্যোতিঃ। এব। যঃ। সঃ। যোগী। ব্রহ্ম। নির্বাণং। ব্রহ্মভূতঃ। অধিগচ্ছতি।

পদার্থ – (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**অন্তঃসুখঃ**) নিজ আত্মায় সুখযুক্ত (**অন্তরারামঃ**) নিজ আত্মাতেই রমণকারী (**তথা**) এই প্রকার (**অন্তর্জ্যোতিঃ**) অন্তরের জ্যোতি নামক প্রকাশ যাঁর (**সঃ, যোগী**) সেই যোগী (**ব্রহ্মভূতঃ**) ব্রহ্মের গুণকে ধারণ করে (**ব্রহ্মনির্বাণং**) মুক্তিকে (**অধিগচ্ছতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি নিজ আত্মায় সুখযুক্ত, নিজ আত্মাতেই রমণকারী, এই প্রকার অন্তরের জ্যোতি নামক প্রকাশ যাঁর, সেই যোগী ব্রহ্মের গুণ কে ধারণ করে মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – অন্তর্মুখ ব্যক্তি মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই এই শ্লোকের আশয়। মধুসূদন স্বামী "**ব্রহ্মনির্বাণং**" এর এই অর্থ করেছে যে, কল্পিত দ্বৈত ব্রহ্মে না হওয়ায় তা ব্রহ্মনির্বাণ বলা হয় এবং স্বামী শঙ্করাচার্য ব্রহ্মনির্বাণ এর অর্থ মুক্তির করেছেন।

বাস্তবে এর অর্থ মুক্তির'ই হবে, অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া মুক্তির নয় কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তি রূপ মুক্তির। এইজন্য "**লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং**" বলা হয়েছে যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মনির্বাণকে প্রাপ্ত হয়। "**ব্রহ্মভূত**" এর অর্থ মধুসূদন স্বামী এরূপ করেছে যে, "**সর্বদৈব ব্রহ্মভূতো নান্যঃ**" = জীব সর্বদার জন্যই ব্রহ্ম, তাঁর থেকে আলাদা নয়। এখানে উক্ত স্বামী নিত্যপ্রাপ্তির প্রাপ্তিও লিখেছেন অর্থাৎ জীব ব্রহ্মরূপ প্রথম থেকেই ছিল কিন্তু নিজের স্বরূপকে ভূলে গিয়েছিল, সে নিজের নিত্যপ্রাপ্ত রূপকে পেয়ে ব্রহ্মরূপ হয়।

যদি এঁদের এই অর্থ হতো তো "**ব্রহ্মভূত**" জীবকে বলে "**ব্রহ্মনির্বাণং অধিগচ্ছতি**" বলা হতো না অর্থাৎ ব্রহ্মভূত নামক ব্রহ্মের গুণকে ধারণ করে ব্রহ্মনির্বাণ নামক মুক্তিকে প্রাপ্ত হতো। "**ব্রহ্মভূত**" এখানে ভূতকালের প্রত্যয়, যার এইরূপ অর্থ হয় যে, "**ব্রহ্মৈব অভূতঃ = ব্রহ্মভূতঃ**" ব্রহ্মের গুণকে ধারণ করে ব্রহ্মনির্বাণকে প্রাপ্ত হয়, দেখুন এই ভাবকে পরবর্তী শ্লোকে এই প্রকার কথন করা হয়েছে যে —
~~~~~~

~~~~~~

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ৷
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতেরতাঃ ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — লভন্তে। ব্রহ্মনির্বাণং। ঋষয়ঃ। ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধাঃ। যতাত্মানঃ। সর্বভূতহিতেরতাঃ।

পদার্থ – **(ক্ষীণকল্মষাঃ)** ক্ষীন হয়ে গিয়েছে পাপ যাঁর, এইরকম **(ঋষয়ঃ)** ঋষি **(ব্রহ্মনির্বাণং)** মুক্তিকে **(লভন্তে)** প্রাপ্ত হয়, তিনি কিরকম ঋষি **(ছিন্নদ্বৈধাঃ)** যাঁর সংশয় দূর হয়ে গিয়েছে এবং **(যতাত্মানঃ)** যিনি পরমাত্মায় চিত্তকে একাগ্র করেছেন **(সর্বভূতহিতেরতাঃ)** যিনি সকল প্রাণির হিতে রত।

সরলার্থ – ক্ষীন হয়ে গিয়েছে পাপ যাঁর, এইরকম ঋষি মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়, তিনি কিরকম ঋষি ? যাঁর সংশয় দূর হয়ে গিয়েছে এবং যিনি পরমাত্মায় চিত্তকে একাগ্র করেছেন, যিনি সকল প্রাণির হিতে রত।

ভাষ্য – "**সর্বভূতহিতেরতাঃ**" শব্দ থেকে পাওয়া যায় যে, সমদর্শী ব্যক্তি ব্রহ্মনির্বাণ পদকে প্রাপ্ত হয়, সেই সমদৃষ্টি এই যে —

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।
[যজুর্বেদ ৪০/৭]

অর্থ – যেই পরমাত্মায় সম্পূর্ণ প্রাণী **(আত্মৈব)** আত্মবৎ **(অভূৎ)** প্রতীত হয় সেই পরমাত্মায় একত্ব দর্শকারী ব্যক্তির **(কো, মোহঃ, কঃ, শোকঃ)** কোনো মোহ এবং শোক হয় না অর্থাৎ পরমাত্মার একত্বদর্শী ব্যক্তি শোক মোহ থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়। এইজন্য পরমাত্মাদর্শীকে শোক মোহ প্রতীত হয় না। মধুসূদন স্বামী এর অর্থ এই করেছেন যে "**সংযতাত্মানঃ পরমাত্মন্যেবেকাগ্রচিত্তাঃ এতাদৃশাশ্চদ্বৈতাদত্বেন সর্বভূতহিতেরতাঃ হিংসাশূন্যাঃ**" = সংযতাত্মা তিনি, যিনি পরমাত্মায় একাগ্র চিত্ত যুক্ত। এই প্রকারে অদ্বৈতদর্শী এক আত্মা দর্শনকারী সর্ব প্রাণীর হিতে রত অর্থাৎ হিংসাশূন্য।
~~~~~~

উক্ত স্বামীজীর এই কথনে পরস্পর বিরোধ পাওয়া যায়। যখন এক পরমাত্মায় একাগ্র চিত্তযুক্ত হয় তো তাহলে অদ্বৈতদর্শী কিভাবে ? আর যদি এটা বলা হয় যে, একমাত্র পরমাত্মাই পরমাত্মা তাঁর প্রতীত হয় এইজন্য অদ্বৈতদর্শী, তো তাহলে "**সর্বভূতহিতেরতাঃ**" কিভাবে ? কেননা এই শব্দের অর্থ এটাই যে, যিনি সকল প্রানীর হিতে রত। এর থেকে স্পষ্ট রূপে দ্বৈতবাদ পাওয়া যায়, মায়াবাদীদের অদ্বৈতবাদ কখনো নয়। এবং যে "**ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি**" "**অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ**" [ব্রহ্মসূত্র ১/৪/২২] উক্ত উপনিষদ বাক্য এবং সূত্র লিখে জীবকে ব্রহ্ম করেছেন, ইহাও ঠিক নয়। উপনিষদ্বাক্য এর অর্থ এই যে, তিনি ব্রহ্মের গুণকে ধারণ করে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এবং সূত্রের অর্থ এই যে, "**আত্মাবাহরে দ্রষ্টব্যঃ**" এই বাক্যে পরমাত্মাকে আত্মা শব্দ থেকে এইজন্য বলা হয়েছে যে, (অবস্থিতেঃ) সর্বব্যাপকতার থেকে তাঁর স্থিতি জীবাত্মাও পাওয়া যাবার করণে তাঁকে আত্মা বলা হয়েছে। এইজন্য তিনি আত্মারূপ থেকে শ্রবণ, মনন তথা নিদিধ্যাসন করার যোগ্য এবং পরবর্তী শ্লোকে পুনরায় সাধনের উপর জোর দিয়েছে। এর থেকে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মনির্বাণ শমদমাদি এর অনুষ্ঠান থেকে হয়।

কামক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ৷
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — কামক্রোধ। বিযুক্তানাং। যতীনাং। যতচেতসাম্।
অভিতঃ। ব্রহ্মনির্বাণং। বর্ত্ততে। বিদিতাত্মনাং।

পদার্থ – (**কামক্রোধবিযুক্তানাং**) কাম ক্রোধ থেকে রহিত (**যতীনাং**) যত্নশীল (**যতচেতসাং**) বশীকৃত অন্তঃকরণ যুক্ত (**বিদিতাত্মনাং**) যিনি আত্মা পরমাত্মাকে বিদিত = জেনে নিয়েছে তাঁর জন্য (**অভিতঃ**) উভয় দিকে (**ব্রহ্মনির্বাণং**) ব্রহ্মনির্বাণ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তিনি জীবিত অবস্থায়ও শমদমাদির ধারণ করার কারণে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর অনন্তরও তিনি ব্রহ্মনির্বাণকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – কাম ক্রোধ থেকে রহিত যত্নশীল বশীকৃত অন্তঃকরণ যুক্ত, যিনি আত্মা পরমাত্মাকে বিদিত অর্থাৎ জেনে নিয়েছে তাঁর জন্য উভয় দিকে ব্রহ্মনির্বাণ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তিনি জীবিত অবস্থায়ও শমদমাদির ধারণ করার কারণে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর অনন্তরও তিনি ব্রহ্মনির্বাণকে প্রাপ্ত হয়।

~~~~~~

সং – ননু, তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ ব্রহ্মনির্বাণের প্রাপ্তি মরণানন্তর তো হতে পারে কিন্তু নানাবিধ ক্লেশ এর ঘর এই শরীরকে ধারণ করে ব্রহ্মপ্রাপ্তি কিভাবে হতে পারে ? এর উত্তর নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক দ্বারা দিয়েছে —

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ৷
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ৷৷ ২৭ ৷৷

পদ — স্পর্শান্ । কৃত্বা । বহিঃ । বাহ্যান্ । চক্ষুঃ । চ । এব । অন্তরে । ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ । সমৌ । কৃত্বা । নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ।

পদার্থ – (**বাহ্যান্**) বাহিরের (**স্পর্শান্**) শব্দ স্পর্শাদিরূপ যে বিষয় রয়েছে সেগুলো (**বহিঃ, কৃত্বা**) বাহিরে করে (**চ**) এবং (**ভ্রুবোঃ**) যিনি চোখের উপর যে ভ্রূ রয়েছে তার (**অন্তরে**) মধ্যে (**চক্ষুঃ**) নেত্র স্থাপিত করে অর্থাৎ নেত্রের দৃষ্টির নিরোধ করে (**প্রাণাপানৌ**) যিনি প্রাণ এবং অপান বায়ু (**নাসাভ্যন্তরচারিণৌ**) নাসিকার ভেতর গতি প্রদান করে তাকে সমান রূপে করে অর্থাৎ কুম্ভক প্রাণায়াম করে।

সরলার্থ – বাহিরের শব্দ স্পর্শাদিরূপ যে বিষয় রয়েছে সেগুলো বাহিরে করে এবং যিনি চোখের উপর যে ভ্রূ রয়েছে তার মধ্যে নেত্র স্থাপিত করে অর্থাৎ নেত্রের দৃষ্টির নিরোধ করে, যিনি প্রাণ এবং অপান বায়ু নাসিকার ভেতর গতি প্রদান করে তাকে সমান রূপে করে অর্থাৎ কুম্ভক প্রাণায়াম করে।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ৷
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ । মুনিঃ । মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ । যঃ । সদা । মুক্তঃ । এব । সঃ ।

পদার্থ – (**যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ**) ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে যিনি নিজের অধীন করে নেয় এইরূপ (**মুনিঃ**) মননশীল (**মোক্ষপরায়ণঃ**) মোক্ষ পরায়ণ হয় অর্থাৎ মুক্তিকে পায়। পুনরায় তিনি কিরকম (**বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ**) দূর হয়ে গিয়েছে ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ যাঁর
~~~~~~

(যঃ) যিনি এই প্রকারের মুনি **(সঃ, এব, সদা, মুক্তঃ)** তিনি সর্বদাই মুক্ত অর্থাৎ জীবনকালে জীবন্মুক্ত এবং মরণকালে কৈবল্য মুক্ত। সেই পরমাত্মা কোন প্রকারের জ্ঞান দ্বারা মুক্তিতে আনন্দকে অনুভব করায় ? উত্তর,,,।

সরলার্থ – ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে যিনি নিজের অধীন করে নেয় এইরূপ মননশীল মোক্ষ পরায়ণ হয় অর্থাৎ মুক্তিকে পায়। পুনরায় তিনি কিরকম ? দূর হয়ে গিয়েছে ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ যাঁর। যিনি এই প্রকারের মুনি তিনি সর্বদাই মুক্ত অর্থাৎ জীবনকালে জীবন্মুক্ত এবং মরণকালে কৈবল্য মুক্ত। সেই পরমাত্মা কোন প্রকারের জ্ঞান দ্বারা মুক্তিতে আনন্দকে অনুভব করায় ? উত্তর,,,।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ৷
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ৷৷ ২৯ ৷৷

পদ — ভোক্তারং। যজ্ঞতপসাং। সর্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং। সর্বভূতানাং। জ্ঞাত্বা। মাং। শান্তি। ঋচ্ছতি।

পদার্থ – **(ভোক্তারং, যজ্ঞতপসাং)** যজ্ঞ এবং তপ এর ভোক্তা নামক পালনকারী, [*ভুজ্ ধাতুর অর্থ এখানে পালন কারীর*] অর্থাৎ যজ্ঞাদির মর্যাদার যিনি পালনকারী, পুনরায় তিনি কিরকম **(সর্বলোকমহেশ্বরং)** সমস্ত সংসারের সর্বোপরি ঈশ্বর এবং **(সর্বভূতানাং)** সকল প্রাণীর **(সুহৃদং)** মিত্র **(মাং, জ্ঞাত্বা)** কৃষ্ণজী বলছেন যে, আমাকে এইরূপ পরমাত্মা জেনে ব্যক্তি **(শান্তি, ঋচ্ছতি)** শান্তিকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যজ্ঞ এবং তপ এর ভোক্তা নামক পালনকারী অর্থাৎ যজ্ঞাদির মর্যাদার যিনি পালনকারী, পুনরায় তিনি কিরকম ? সমস্ত সংসারের সর্বোপরি ঈশ্বর এবং সকল প্রাণীর মিত্র, কৃষ্ণজী বলছেন যে, আমাকে এইরূপ পরমাত্মা জেনে ব্যক্তি শান্তিকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – এখানে কৃষ্ণজী “ **মাং”** শব্দের প্রয়োগ তদ্ধর্মতাপত্তি এর অভিপ্রায় থেকে করেছে অর্থাৎ কৃষ্ণজী পরমাত্মার বিভূতির এক অংশ এই জন্য কৃষ্ণজী পরমাত্মার রাজ্যে সম্মিলিত করে এইরূপ বলেছেন, যেরূপ ইন্দ্র এবং প্রতর্দনাদিও বলেছেন। যদি নিজেই

নিজেকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মান্য করে বলতো তো " **ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি**" [গীতা ১৮/৬১] এবং " **তমেবশরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত**" [গীতা ১৮/৬২] ইত্যাদি শ্লোকে ঈশ্বরকে নিজের থেকে ভিন্ন এবং তাঁকেই সর্বভূতের একমাত্র শরণ কদাপি বর্ণন করতো না।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, জ্ঞানকর্ম সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

ওঽম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[ধ্যানযোগোঃ]

সঙ্গতি – পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের বর্ণনা উত্তম প্রকারে করা হয়েছে। এখন এই অধ্যায়ে কতিপয় শ্লোক দ্বারা জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের সমুচ্চয় বর্ণন করে চিত্তবৃত্তিনিরোধের মুখ্য উপায় যোগের বর্ণন করছে —

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ।। ১ ।।

পদ — অনাশ্রিতঃ। কর্মফলং। কার্যং। কর্ম। করোতি। যঃ।
সঃ। সন্ন্যাসী। চ। যোগী। চ। ন। নিরগ্নিঃ। ন। চ। অক্রিয়ঃ।

পদার্থ – (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**কর্মফলং**) কর্মের ফলকে (**অনাশ্রিতঃ**) আশ্রয় না করে (**কার্যং, কর্ম**) কর্তব্য কর্মকে (**করোতি**) করে (**সঃ, সন্ন্যাসী**) তিনি সন্ন্যাসী (**চ**) এবং (**যোগী**) যোগী (**চ**) আর (**ন, নিরগ্নিঃ**) যিনি অগ্নিকে স্পর্শ করে না (**ন, চ, অক্রিয়ঃ**) এবং যিনি কর্ম করে না তিনি সন্ন্যাসী নন।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি কর্মের ফলকে আশ্রয় না করে কর্তব্য কর্মকে করে তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী আর যিনি অগ্নিকে স্পর্শ করে না এবং যিনি কর্ম করে না তিনি সন্ন্যাসী নন।

ভাষ্য – এই শ্লোকে জ্ঞান এবং কর্মকে সমুচ্চয় সিদ্ধ করেছে যে, যিনি নিষ্কাম কর্ম করেন তিনি সন্ন্যাসী জ্ঞানী এবং যোগী। অন্য কোনো নিস্কর্মী অথবা নিরগ্নিকে সন্ন্যাসী বলা যেতে পারে না। গীতায় প্রথমে কিছু স্মার্ত্ত লোক এই প্রকারের মিথ্যা সন্ন্যাসকে সন্ন্যাস মানতো যেখানে অগ্নিকে স্পর্শ করা যেত না এবং না তো কোনো সৎকর্ম করা যেত। এই প্রকারের মিথ্যা সন্ন্যাস অবৈদিক ছিল, এইজন্য গীতায় এর খণ্ডন করেছে, কেননা বেদে এই আজ্ঞা রয়েছে যে —

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" [যজুর্বেদ ৪০/২]
"বায়ুরনিলমমৃতমথেং ভস্মান্তং শরীরম্" [যজুর্বেদ ৪০/১৫]

অর্থ – কর্ম করে শত বর্ষ জীবন ধারণেট ইচ্ছে করো। এই শরীর এর বায়ু আদি তত্ত্ব অমৃত এবং শরীর ভস্মান্ত অর্থাৎ দগ্ধ করে দেওয়া পর্যন্তই শরীররূপ কার্য।

~~~~~~

উক্ত দুই মন্ত্র থেকে সিদ্ধ হয় যে, কোনো অকর্মী এবং নিরগ্নিকে সন্ন্যাসী বলা যায় না। স্মার্ত্ত, সন্ন্যাস এর মিথ্যা প্রভাব লোকেদের উপর এই পর্যন্ত পড়ে রয়েছে যে, এই অবৈদিক লোক নিজদের সন্ন্যাসীদেরকে মৃত্যুর পর পুতে দেয়, দাহ্য করে না। কেননা তাঁরা সন্ন্যাসীদের অগ্নি সংস্কার করা বিরুদ্ধ মনে করে। এর থেকে জ্ঞাত হয় যে, বৈদিক সন্ন্যাস থেকে ভূলে যখন লোক সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসে পড়ে তখন থেকে এরা নিরগ্নি এবং নিষ্কর্মী সন্ন্যাস মার্গে চলে যায়। যার খণ্ডন গীতায় ভালো ভাবে করা হয়েছে। যেরূপ —

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ৷
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ৷৷ ২ ৷৷

পদ — যং। সন্ন্যাসং। ইতি। প্রাহুঃ। যোগং। তং। বিদ্ধি। পাণ্ডব।
ন। হি। অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ। যোগী। ভবতি। কশ্চন।

পদার্থ – হে পাণ্ডব ! **(যং)** যাকে **(সন্ন্যাসং)** শ্রুতিসমূহ সকল কর্মের ত্যাগরূপ সন্ন্যাস **(প্রাহুঃ)** বলে **(তং)** তাকে **(যোগং)** যোগ **(বিদ্ধি)** জানবে **(হি)** নিশ্চিত রূপে **(অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ)** যিনি সংকল্পের ত্যাগ করেন নি সেই ব্যক্তি **(কশ্চন)** কেউই **(যোগী, ন, হি, ভবতি)** যোগী হতে পারে না।

সরলার্থ – হে পাণ্ডব ! শ্রুতিসমূহ যাকে সকল কর্মের ত্যাগরূপ সন্ন্যাস বলে তাকে যোগ জানবে নিশ্চিত রূপে যিনি সংকল্পের ত্যাগ করেন নি সেই ব্যক্তি কেউই যোগী হতে পারে না।

ভাষ্য– এই শ্লোকে যোগ এবং সন্ন্যাসকে এক এইজন্য বলা হয়েছে যে, "**যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ**" [যোগ০ ১/২] এই সূত্রে চিত্তবৃত্তির নিরোধকে "যোগ" বলেছে এবং প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি এই পাঁচ প্রকারের চিত্তবৃত্তি রয়েছে। এদের আয়ত্তে নিয়ে আসার মাধ্যমে যখন যোগ হয় তো তাই সন্ন্যাস। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত সংকল্পের ত্যাগ হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত প্রকারের যোগ হতে পারে না। এইজন্য যোগ এবং সন্ন্যাসকে এক বলা হয়েছে।

(১) যে জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ জ্ঞানকে উৎপন্নকারী তাকে "প্রমাণ" বলে। এবং তা
~~~~~~

~~~~~~

"প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" [ন্যায় দর্শন ১/১/৩] এই সূত্রানুকূল প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ, এই ভেদ থেকে চার প্রকারের, এবং আধুনিক বেদান্তিগণ অর্থাপত্তি তথা অনুপলব্ধিকে যুক্ত করে ছয় প্রকারের মনে করে। যোগশাস্ত্রী গণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম এই তিনটিই প্রমাণ মান্য করে। যারা তিন ও চার টি মান্য করে তাঁরা অন্য প্রমাণ সমূহকে এরই অন্তর্ভাব বলে। এই প্রকার তিন, চার, ছয়, আট প্রমাণের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা মান্য কারীর কোনো বিরোধ নেই। এই প্রমাণ গ্রন্থের বিষয় এইজন্য এগুলোকে এখানে বিস্তার পূর্বক লেখা হয় নি। এখানে বৃত্তি সমূহের নামমাত্র থেকে নিরূপণ করে দিচ্ছি। (২) মিথ্যাজ্ঞান কে "বিপর্যয়" বলে, ইহাও অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিমেপ, এই ভেদ থেকে পাঁচ প্রকারের। (৩) যার জন্য শব্দ হবে এবং বস্তু হবে না তাকে "বিকল্প" বলে যেমনঃ **শশশৃঙ্গাদি**। (৪) যার মধ্যে জ্ঞানাদির অভাব হয় তাকে "নিদ্রা" বলে, যেরূপ মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছিল যে **"অভাবপ্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা"** [যোগ০ ১/১০]। (৫) পূর্বে করা সংস্কার থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে "স্মৃতি" বলে। এবং এই পাঁচ বৃত্তির নিরোধ এর নাম "যোগ"।

সং– ননু, যোগে কর্ম কারণ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি কর্ম না করে ততক্ষণ পর্যন্ত যোগী হতে পারে না এবং সন্ন্যাসে শমদমাদি কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত সে শনী এবং দমী হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ন্যাসী হতে পারে না। এই প্রকার যোগ এবং সন্ন্যাস এর ভেদ পাওয়া যায়। তাহলে সেই দুইটি ঐক্য কিভাবে ? উত্তর —

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ।। ৩ ।।

পদ — আরুরুক্ষোঃ। মুনেঃ। যোগং। কর্ম। কারণং। উচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য। তস্য। এব। শমঃ। কারণং। উচ্যতে।

পদার্থ – **(মুনেঃ)** যে মননশীল মুনি রয়েছে তাঁকে **(যোগং)** যোগের উপর **(আরুরুক্ষোঃ)** আহরোণ করার জন্য কর্মকে **(কারণং)** কারণ **(উচ্যতে)** বলা হয়েছে এবং **(যোগারূঢস্য)** যখন তিনি যোগের উপর আরূঢ় হয়ে যায় অর্থাৎ সাধনরূপী কর্মকে প্রাপ্ত হয় পুনরায় **(তস্য, এব)** তাকে **(শমঃ, কারণং, উচ্যতে)** শম কারণ বলা হয়েছে।
~~~~~~

সরলার্থ – যে মননশীল মুনি রয়েছে তাঁকে যোগের উপর আহরোণ করার জন্য কর্মকে কারণ বলা হয়েছে এবং যখন তিনি যোগের উপর আরূঢ় হয়ে যায় অর্থাৎ সাধনরূপী কর্মকে পুনরায় প্রাপ্ত হয় তাকে শম কারণ বলা হয়েছে।

ভাষ্য – প্রথমে চিত্তবৃত্তিবিরোধ এর জন্য যমনিয়মাদির আবশ্যকতা রয়েছে এবং যখন চিত্তবৃত্তিনিরোধ হতে থাকে পুনরায় কেবল "শম" যা মনের নিরোধ তাকেই কারণ বলা হয়। এই প্রকার কর্ম এবং শম সাধনপ্রধান হওয়ার মাধ্যমেও যোগ এবং সন্ন্যাসের পার্থক্য নেই।

সং – এখন আরও কারণ কথন করেছে —

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে ৷
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ৷৷ ৪ ৷৷

পদ — যদা। হি। ন। ইন্দ্রিয়ার্থেষু। ন। কর্মসু। অনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী। যোগারূঢ়ঃ। তদা। উচ্যতে।

পদার্থ – (**যদা**) যখন ব্যক্তি (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**ইন্দ্রিয়ার্থেষু**) ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ রূপাদি বিষয়ে (**ন, অনুষজ্জতে**) সঙ্গকে প্রাপ্ত হয় না (**কর্মসু, ন**) কর্মে সঙ্গকে প্রাপ্ত হয় না এবং (**সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী**) সকল সংকল্পকে করে দিয়েছে ত্যাগ যিনি এইরূপ ব্যক্তি (**তদা**) তখন (**যোগারূঢ়ঃ, উচ্যতে**) যোগের উপর আরূঢ় অর্থাৎ যোগকে প্রাপ্ত হয়েছে বলা যায়। এই প্রকার যোগারূঢ় হয়ে ব্যক্তির উচিত যে, সে নিজের আত্মার উদ্ধার করে, যেরূপ,,,।

সরলার্থ – যখন ব্যক্তি নিশ্চিত রূপে ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ রূপাদি বিষয়ে সঙ্গকে প্রাপ্ত হয় না, কর্মে সঙ্গকে প্রাপ্ত হয় না এবং সকল সংকল্পকে করে দিয়েছে ত্যাগ যিনি এইরূপ ব্যক্তি তখন যোগের উপর আরূঢ় অর্থাৎ যোগকে প্রাপ্ত হয়েছে বলা যায়। এই প্রকার যোগারূঢ় হয়ে ব্যক্তির উচিত যে, সে নিজের আত্মার উদ্ধার করে, যেরূপ,,,।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ৷
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ৷৷ ৫ ৷৷

পদ — উদ্ধরেৎ। আত্মনা। আত্মানং। ন। আত্মানং। অবসাদয়েৎ। আত্মা। এব। হি। আত্মনঃ। বন্ধুঃ। আত্মা। এব। রিপুঃ। আত্মনঃ।

পদার্থ – (**আত্মানং**) বিষয় সাগরে নিমগ্ন নিজ আত্মাকে (**আত্মনা**) আত্মিক শক্তি দ্বারা (**উদ্ধরেৎ**) বের করো (**আত্মানং**) আত্মাকে (**ন, অবসাদয়েৎ**) নিম্নে ডুবাবে না [অধগতি প্রাপ্ত হতে দেবে না] (**এব**) নিশ্চিত রূপে আত্মাই (**আত্মনঃ**) নিজে নিজের (**বন্ধুঃ**) বন্ধু এবং (**আত্মা, এব**) আত্মাই (**আত্মনঃ, রিপুঃ**) নিজে নিজের শত্রু।

সরলার্থ – বিষয় সাগরে নিমগ্ন নিজ আত্মাকে আত্মিক শক্তি দ্বারা বের করো, আত্মাকে নিম্নে ডুবাবে না [অধগতি প্রাপ্ত হতে দেবে না]। নিশ্চিত রূপে আত্মাই নিজে নিজের বন্ধু এবং আত্মাই নিজে নিজের শত্রু।

সং – কোন লক্ষ্মণ যুক্ত আত্মা নিজে নিজের বন্ধু আর কোন লক্ষ্মণ যুক্ত আত্মা নিজে নিজের শত্রু, এই কথনকে পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্ট করেছে —

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ৷
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ৷৷ ৬ ৷৷

পদ — বন্ধুঃ। আত্মা। আত্মনঃ। তস্য। যেন। আত্মা। এব। আত্মনা। জিতঃ। অনাত্মনঃ। তু। শত্রুত্বে। বর্ত্তেত। আত্মা। এব। শত্রুবৎ।

পদার্থ – (**তস্য**) সেই ব্যক্তির (**আত্মনঃ**) আত্মা (**আত্মা**) নিজে নিজের (**বন্ধুঃ**) বন্ধু (**যেন**) যে (**আত্মনা**) নিজেকে নিজের থেকে (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**আত্মা**) নিজে নিজে (**জিতঃ**) জয় করে নেয় (**অনাত্মনঃ**) শত্রুপণে (**আত্মা, এব**) আত্মাই (**শত্রুবৎ**) শত্রুর মতো (**বর্ত্তেত**) আচরণ করে।

সরলার্থ – সেই ব্যক্তির আত্মা নিজে নিজের বন্ধু যে নিজেকে নিজের থেকে নিশ্চিত রূপে নিজে নিজে জয় করে নেয়। শত্রুপণে আত্মাই শত্রুর মতো আচরণ করে।

ভাষ্য – যিনি নিজে নিজেকে জয় করে নিয়েছে তিনি নিজেই নিজের বন্ধু এবং যিনি নিজে নিজেকে জয় করতে পারে নি তাঁর আত্মাই তাঁর শত্রু।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ৷
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ৷৷ ৭ ৷৷

পদ — জিতাত্মনঃ। প্রশান্তস্য। পরমাত্মা। সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু। তথা। মানাপমানয়োঃ।

পদার্থ – (**জিতাত্মনঃ**) জয় করে নিয়েছে আত্মা যিনি, পুনরায় কিরকম (**প্রশান্তস্য**) শান্ত চিত্ত যুক্ত, তাঁর (**সমাহিতঃ**) সমাধিতে পরমাত্মা আরূঢ় হয়, সেই প্রশান্তচিত্ত যুক্ত কিরকম (**শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু**) যিনি শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখে (**তথা**) তেমনই (**মানাপমানয়োঃ**) মান অপমানে নিজে নিজেকে জয় করে নিয়েছে। পুনরায় সেই যোগী কিরকম,,,।

সরলার্থ – জয় করে নিয়েছে আত্মা যিনি, পুনরায় কিরকম ? শান্ত চিত্ত যুক্ত। তাঁর সমাধিতে পরমাত্মা আরূঢ় হয়। সেই প্রশান্তচিত্ত যুক্ত কিরকম ? যিনি শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখে তেমনই মান-অপমানে নিজে নিজেকে জয় করে নিয়েছে। পুনরায় সেই যোগী কিরকম,,,।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ৷
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ৷৷ ৮ ৷৷

পদ — জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা। কূটস্থঃ। বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্তঃ। ইতি। উচ্যতে। যোগী। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।

পদার্থ – (**জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা**) জ্ঞান = শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান = অনুভবরূপ জ্ঞান

বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান, এই প্রকারের জ্ঞান এবং বিজ্ঞান থেকে তৃপ্ত = সন্তুষ্ট যাঁর আত্মা, পুনরায় তিনি কিরকম **(কূটস্থঃ)** বিষয়ের সমীপস্থ হওয়ার পরও বিকার থেকে রহিত বা শূন্য **(বিজিতেন্দ্রিয়ঃ)** যিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিয়েছে, এবং **(সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ)** লোষ্ট = মাটি, অশ্ম = পাথর, কাঞ্চন = সুবর্ণ, যাঁর জন্য সমান, এই প্রকারের ব্যক্তিকে **(যুক্তঃ)** যোগরূঢ় **(ইতি, উচ্যতে)** বলা হয়।

সরলার্থ – জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবরূপ জ্ঞান বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান, এই প্রকারের জ্ঞান এবং বিজ্ঞান থেকে তৃপ্ত = সন্তুষ্ট যাঁর আত্মা, পুনরায় তিনি কিরকম ? বিষয়ের সমীপস্থ হওয়ার পরও বিকার থেকে রহিত বা শূন্য। যিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিয়েছে, এবং লোষ্ট = মাটি, অশ্ম = পাথর, কাঞ্চন = সুবর্ণ, যাঁর জন্য সমান। এই প্রকারের ব্যক্তিকে যোগরূঢ় বলা হয়।

ভাষ্য – এর নাম পরবৈরাগ্য। অপরবৈরাগ্য থেকে এর পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্তাত্মা হওয়ার কারণে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। এবং তাঁর মধ্যে কেবল দেখা এবং শোনার ভোগ থেকে উদাসীনতা হয়। পুনরায় সেই যোগী এই প্রকারের সমদর্শী হয়ে যায় যেরূপ অগ্রিম শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে যে —

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষুঃ ৷
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ৷৷ ৯ ৷৷

পদ — সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষুঃ।
সাধুষুঃ। অপি। চ। পাপেষু। সমবুদ্ধিঃ। বিশিষ্যতে।

পদার্থ – **(সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষুঃ)** *সুহৃদ* = যিনি বিনা উপকার করে অর্থাৎ বিনা উপকার করে স্নেহের সম্বন্ধ থেকে উপকরার করে, *মিত্র* = যিনি স্নেহের কারণে উপকার করে, *অরি* = যিনি স্বাভাবিক দ্বেষ করে, *উদাসীন* = যিনি দু'জন বিবাদ কারীর উপেক্ষা করে দেয়, *মধ্যস্থ* = যিনি দু'জন বিবাদকারীর হিত কামনাকারী হয়, *দ্বেষ্য* = যিনি উপকার করার পরও দ্বেষ করে, *বন্ধু* = যিনি সম্বন্ধের কারণে উপকার করেন, এই প্রকারের সুহৃদ, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য এবং বন্ধু এর মধ্যে **(সাধুষু)** শাস্ত্রক্ত কারীর

~~~~~~

মধ্যে **(অপি, চ)** এবং **(পাপেষু)** পাপাত্মাদের মধ্যে যিনি **(সমবুদ্ধিঃ)** সমদৃষ্টির বুদ্ধি যুক্ত, তিনি **(বিশিষ্যতে)** সব থেকে উৎকৃষ্ট যোগী। এই প্রকার যোগারূঢ় এর লক্ষ্মণ এবং ফল কথন করে এখন তার যোগাঙ্গের বর্ণন করছে...।

সরলার্থ – *সুহৃদ* = যিনি বিনা উপকার করে অর্থাৎ বিনা পূর্ব স্নেহের সম্বন্ধ থেকে উপকরার করে, *মিত্র* = যিনি স্নেহের কারণে উপকার করে, *অরি* = যিনি স্বাভাবিক দ্বেষ করে, *উদাসীন* = যিনি দু'জন বিবাদ কারীর উপেক্ষা করে দেয়, *মধ্যস্থ* = যিনি দু'জন বিবাদ কারীর হিত কামনাকারী হয়, *দ্বেষ্য* = যিনি উপকার করার পরও দ্বেষ করে, *বন্ধু* = যিনি সম্বন্ধের কারণে উপকার করেন, এই প্রকারের সুহৃদ, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য এবং বন্ধু এর মধ্যে, শাস্ত্রক্ত কারীর মধ্যে এবং পাপাত্মাদের মধ্যে যিনি সমদৃষ্টির বুদ্ধি যুক্ত, তিনি সব থেকে উৎকৃষ্ট যোগী। এই প্রকার যোগারূঢ় এর লক্ষ্মণ এবং ফল কথন করে এখন তার যোগাঙ্গের বর্ণন করছে,,,।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ৷
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — যোগী। যুঞ্জীত। সততং। আত্মনং। রহসি। স্থিতঃ।
একাকী। যতচিত্তাত্মা। নিরাশীঃ। অপরিগ্রহঃ।

পদার্থ – **(যোগী, আত্মনং)** যোগ সম্পাদনকারী নিজ আত্মাকে **(সততং)** নিরন্তর **(রহসি, স্থিতঃ)** একান্তে স্থিত হয়ে **(আত্মানং, যুঞ্জীত)** নিজ আত্মাকে যোগ সাধনের সহিত যুক্ত করে, তিনি কিরকম যোগী **(একাকী)** যিনি একাকী অবস্থানকারী, এবং **(যতচিত্তাত্মা)** অধিন করে নিয়েছে নিজ অন্তঃকরণ যিনি, পুনরায় কিরকম **(নিরাশীঃ)** যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং **(অপরিগ্রহঃ)** যিনি প্রয়োজনের থেকে অধিক বস্তু কাছে রাখেন না।

সরলার্থ – যোগ সম্পাদনকারী নিজ আত্মাকে নিরন্তর একান্তে স্থিত হয়ে নিজ আত্মাকে যোগ সাধনের সহিত যুক্ত করে। তিনি কিরকম যোগী ? যিনি একাকী অবস্থানকারী, এবং অধিন করে নিয়েছে নিজ অন্তঃকরণ যিনি। পুনরায় কিরকম ? যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি প্রয়োজনের থেকে অধিক বস্তু কাছে রাখেন না।
~~~~~~

~~~~~~

সং – এখন নিম্নলিখিত দুই শ্লোকে যোগীর আসনের বিধি কথন করেছে —

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ।। ১১ ।।

পদ — শুচৌ। দেশে। প্রতিষ্ঠাপ্য। স্থিরং। আসনং। আত্মনঃ।
ন। অতি। উচ্ছ্রিতং। ন। অতি। নীচং। চৈলাজিনকুশোত্তরম্।

পদার্থ – **(আত্মনঃ)** নিজের **(স্থিরং)** স্থির আসন **(শুচৌ, দেশে)** পবিত্র স্থানে **(প্রতিষ্ঠাপ্য)** বিছিয়ে অভ্যাস করবে, তা **(ন, অতি, উচ্ছ্রিতং)** না অধিক উচু হবে, এবং **(ন, অতি, নীচং)** না অধিক নিচু হবে। পুনরায় সেই আসন কিরকম **(চৈলাজিনকুশোত্তরম্)** প্রথমে কুশ বিছিয়ে তার উপর মৃগের চর্ম এবং তার উপর কাপড় বিছাবে।

সরলার্থ – নিজের স্থির আসন পবিত্র স্থানে বিছিয়ে অভ্যাস করবে। তানা অধিক উচু হবে, এবং না অধিক নিচু হবে। পুনরায় সেই আসন কিরকম ? প্রথমে কুশ বিছিয়ে তার উপর মৃগের চর্ম এবং তার উপর কাপড় বিছাবে।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ।। ১২ ।।

পদ — তত্র। একাগ্রং। মনঃ। কৃত্বা। যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্য। আসনে। যুঞ্জ্যাৎ। যোগং। আত্মবিশুদ্ধয়ে।

পদার্থ – **(তত্র)** সেই আসনে **(মনঃ)** মনকে **(একাগ্রং, কৃত্বা)** একাগ্র করে **(যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ)** স্বাধীন করে নিয়েছে নিজ চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যিনি এইরূপ যোগী **(আসনে, উপবিশ্য)** আসনে বসে **(আত্মবিশুদ্ধয়ে)** আত্মার শুদ্ধির জন্য **(যোগং)** যোগরূপ যে সমাধি রয়েছে তার **(যুঞ্জ্যাৎ)** অভ্যাস করবে। যেরূপঃ "**দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ**" এই উপনিষদ বাক্যে বর্ণন করেছে যে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি
~~~~~~

~~~~~~

যুক্ত দ্বারাই তাঁকে দর্শন করা যায় অর্থাৎ সমাধিতে একাগ্র চিত্ত যুক্তই তাঁর অনুভব করে।

সরলার্থ – সেই আসনে মনকে একাগ্র করে স্বাধীন করে নিয়েছে নিজ চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যিনি এইরূপ যোগী আসনে বসে আত্মার শুদ্ধির জন্য যোগরূপ যে সমাধি রয়েছে তার অভ্যাস করবে।

সং – এখন উক্ত আসনে স্থিত হওয়ার প্রকার কথন করেছে —

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ।। ১৩ ।।

পদ — সমং। কায়শিরোগ্রীবং। ধারয়ন্। অচলং। স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য। নাসিকাগ্রং। স্বং। দিশঃ। চ। অনবলোকয়ন্।

পদার্থ – **(কায়শিরোগ্রীবং)** কায় = শরীর, শির = মস্তিষ্ক, গ্রীবা = গর্দন, এগুলো সমান **(স্থিরঃ)** স্থির এবং **(অচলং)** নিশ্চলতার সহিত **(ধারয়ন্)** ধারণ করে **(স্বং)** নিজ **(নাসিকাগ্রং)** নাসিকার অগ্রভাগকে **(সংপ্রেক্ষ্য)** দেখে **(দিশঃ)** যে পূর্বোত্তরাদি দিক রয়েছে সেগুলো **(অনবলোকয়ন্)** না দেখে যোগের সহিত যুক্ত হও।

সরলার্থ – কায় = শরীর, শির = মস্তিষ্ক, গ্রীবা = গর্দন, এগুলো সমান, স্থির এবং নিশ্চলতার সহিত ধারণ করে নিজ নাসিকার অগ্রভাগকে দেখে যে পূর্বোত্তরাদি দিক রয়েছে সেগুলো না দেখে যোগের সহিত যুক্ত হও।

সং – এখন উক্ত আসনারূঢ় যোগীর বর্ণন করছে —

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।। ১৪ ।।

পদ — প্রশান্তাত্মা। বিগতভীঃ। ব্রহ্মচারিব্রতে। স্থিতঃ।
~~~~~~

~~~~~~

মনঃ। সংযম্য। মচ্চিত্তো। যুক্ত। আসীত। মৎপরঃ।

পদার্থ – (**প্রশান্তাত্মা**) শান্ত আত্মাযুক্ত (**বিগতভীঃ**) দূর হয়ে গিয়েছে ভয় যাঁর অর্থাৎ ভয় থেকে রহিত (**ব্রহ্মচারিব্রতে**) ব্রহ্মচারিদের ব্রতে (**স্থিতঃ**) স্থিত (**মনঃ, সংযম্য**) মনের সংযমকারী (**মচ্চিত্তো**) আমাতে = পরমাত্মায় চিত্ত রয়েছে যাঁর এবং (**মৎপরঃ**) আমিই পরমস্থান যাঁর এইরূপ যোগী (**যুক্তঃ, আসীত**) সম্প্রজ্ঞাত আদি যোগের সহিত যুক্ত হয়।

সরলার্থ – শান্ত আত্মা যুক্ত, দূর হয়ে গিয়েছে ভয় যাঁর অর্থাৎ ভয় থেকে রহিত, ব্রহ্মচারিদের ব্রতে স্থিত, মনের সংযমকারী, আমাতে = পরমাত্মায় চিত্ত রয়েছে যাঁর এবং আমিই পরমস্থান যাঁর এইরূপ যোগী সম্প্রজ্ঞাত আদি যোগের সহিত যুক্ত হয়।

ভাষ্য – সম্প্রজ্ঞাত যোগ তাকে বলে যার মধ্যে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতারূপ এই চার বৃত্তি স্থিত থাকে এবং অসম্প্রজ্ঞাতে এই বীজ থাকে না। এইজন্য এর নাম নির্বীজ সমাধি।

ননু – এই শ্লোকে কৃষ্ণজী "**মচ্চিত্তো**" বলেছেন এর থেকে পাওয়া যায় যে, সমাধিতেও কৃষ্ণজীরই ধ্যান করা হয় ? **উত্তর** – এখানে কৃষ্ণজী নিজে নিজের প্রয়োগ পরমেশ্বরের তদ্ধর্মতাপত্তি এর অভিপ্রায় থেকে করেছে অর্থাৎ পরমেশ্বরের অপহতপাপ্মাদি গুণ সমূহকে ধারণ করে বলেছেন। অন্যথা " **ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ধা**" [যোগ০ ১/২৩] এই সূত্রে ঈশ্বরের ভক্তি থেকে সমাধি লাভের কথন করা হয়েছে, নাকি কৃষ্ণজীর ভক্তি থেকে। আর ঈশ্বরের লক্ষ্মণ এইরূপ করেছেন যে —

"**ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ**" [যোগ০ ১/২৪] = অবিদ্যা আদি পঞ্চ ক্লেশ, ভালো-মন্দ কর্ম, বিপাক = সেই কর্মের ফল এবং সেই ফলের অনুকূল সূক্ষ্ম বাসনা, এই চারটির সাথে যার সম্বন্ধ থাকে না তাঁকে "**ঈশ্বর**" বলে। য়দি এইরকম ঈশ্বর কৃষ্ণজী নিজে হতো তো ইহা বলতো না যে "**বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি**" [গীতা ৪/৫] = হে অর্জুন ! আমার বহু জন্ম হয়েছে। যদি ইহা বলা যায় যে, জন্ম ধারণ করার কারণে ঈশ্বরের কি হানি ? তো উত্তর এই যে, মহর্ষিব্যাস ঈশ্বর ঈশ্বরকে জন্মাদি বন্ধন থেকে রহিত মান্য করতেন। যেরূপ ব্যাস ভাষ্যে লিখেছেন যে "**যথামুক্তস্য পূর্বা বন্ধকোটিঃ প্রজায়তে নৈবমীশ্বরস্য যথা বা প্রকৃতিলীনস্যোত্তরা বন্ধকোটিঃ**
~~~~~~

সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য” [যোগ০ ১/২৪ ; ব্যাস ভাষ্য] = যেই প্রকার প্রকৃতিতে লীন ব্যক্তি পুনরায় বন্ধকোটিতে আসে এই প্রকার ঈশ্বর আসে না, তিনি সর্বদা মুক্ত এবং সর্বদাই ঈশ্বর। যদি ব্যাস জী কৃষ্ণজীকে ঈশ্বর মানতো তো তিনি কৃষ্ণজীর বহু জন্ম বর্ণন করতো না। যখন ব্যাসভাষ্য এবং “**অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ**” [ব্রহ্ম সূত্র ২/২/৩৯] “**করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ**” [ব্রহ্ম সূত্র ২/২/৪০] ইত্যাদি সূত্রে ব্যাসজী ঈশ্বরের শরীর ধারণের খণ্ডন করে পুনরায় গীতায় এসে ব্যাসজীর মতিতে কী পরিবর্তন হলো যে ঈশ্বরের জন্ম মান্য করতে লেগে পড়লো। ব্যাসজীর লেখা দ্বারাই যদি ব্যাসজীর গীতার ব্যাখ্যা করা যায় তো “**মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ**” ইত্যাদি শব্দের তাৎপর্য কৃষ্ণজীর ঈশ্বর হওয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবকে প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে বামদেবাদি ঋষিদের মতো কৃষ্ণজী অহংভাব এর উপদেশ করেছেন, দেখুন —

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ।। ১৫ ।।

পদ — যুঞ্জন্। এবং। সদা। আত্মানং। যোগী। নিয়তমানসঃ।
শান্তি। নির্বাণপরমাং। মৎসংস্থাং। অধিগচ্ছতি।

পদার্থ – (**নিয়তমানসঃ, যোগী**) রুদ্ধ করে নিয়েছে নিজ মনকে যিনি এইরূপ যোগী (**এবং**) পূর্বোক্ত প্রকারে (**আত্মানং**) আত্মাকে (**সদা, যুঞ্জন্**) সর্বদা যোগে যুক্ত করে (**শান্তিং**) শান্তিকে (**অধিগচ্ছতি**) প্রাপ্ত হয়, কিরকম শান্তি (**নির্বাণপরমাং**) মুক্তিই পরমপদ যাঁর মধ্যে, তা কিরকম মুক্তি (**মৎসংস্থাং**) আমার মধ্যে যিনি স্থির অর্থাৎ আমি মুক্ত তেমনি সেও মুক্ত হয় অথবা “অহংভাব” থেকে যেই ঈশ্বরের আমি নির্দেশ করি তাঁর তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মুক্তিকে সেই যোগী প্রাপ্ত হয়। এই ভাবকে “**ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ**” [গীতা ১৪/২] এই শ্লোকে বর্ণন করেছে যে, এই জ্ঞানকে পেয়ে আমার সমান ধর্মকে মুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমার মতো ঈশ্বরের অপহতপাপ্মাদি গুণ সমূহকে ধারণ করে। এর থেকে পাওয়া যায় যে “**মচ্চিত্তঃ**” এবং “**মৎপরঃ**” এর অর্থ কৃষ্ণপরায়ণ তথা কৃষ্ণজীর মধ্যে চিত্ত সংযুক্ত করার নয়, কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণ এবং ঈশ্বরের মধ্যে চিত্ত সংযুক্ত করার।

~~~~~~

সরলার্থ – রুদ্ধ করে নিয়েছে নিজ মনকে যিনি এইরূপ যোগী পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে সর্বদা যোগে যুক্ত করে শান্তিকে প্রাপ্ত হয়। কিরকম শান্তি ? মুক্তিই পরমপদ যাঁর মধ্যে। তা কিরকম মুক্তি ? আমার মধ্যে যিনি স্থির অর্থাৎ আমি মুক্ত তেমনি সেও মুক্ত হয় অথবা "অহংভাব" থেকে যেই ঈশ্বরের আমি নির্দেশ করি তাঁর তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ মুক্তিকে সেই যোগী প্রাপ্ত হয়।

সং – এখন যোগীর আহারাদি নিয়ম সমূহের বর্ণন করছে —

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ৷
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — ন। অতি। অশ্নতঃ। তু। যোগঃ। অস্তি। ন। চ। একান্তং। অনশ্নতঃ। ন। চ। অতি। স্বপ্নশীলস্য। জাগ্রতঃ। ন। এব। চ। অর্জুন।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**অতি, অশ্নতঃ**) অতিরিক্ত ভোজনকারীর (**যোগঃ**) যোগ (**ন, অস্তি**) হয় না (**চ**) এবং (**একান্তং**) সর্বথা (**অনশ্নতঃ**) ভোজন না কারীরও যোগ (**ন**) হয় না (**চ**) এবং (**অতি, স্বপ্নশীলস্য**) অধিক নিদ্রাকারীর (**যোগঃ**) যোগ হয় না (**চ**) আর (**ন, এব**) না তো (**জাগ্রতঃ**) অধিক জাগ্রতকারীর হয়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! অতিরিক্ত ভোজনকারীর যোগ হয় না এবং সর্বথা ভোজন না কারীরও যোগ হয় না এবং অধিক নিদ্রাকারীর যোগ হয় না আর না তো অধিক জাগ্রতকারীর যোগ হয়।

সং – এখন যোগের প্রকার কথন করেছে —

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ৷
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ৷৷ ১৭ ৷৷

পদ — যুক্তাহারবিহারস্য। যুক্তচেষ্টস্য। কর্মসু।
~~~~~~

~~~~~~

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য। যোগঃ। ভবতি। দুঃখহা।

পদার্থ – (**যুক্তাহারবিহারস্য**) আহার = ভোজনাদি, বিহার = গমনাদি, এই সব যুক্ত = নিয়ত পরিণামযুক্ত যাঁর অর্থাৎ আহারও নিয়ত হবে এবং বিহারও নিয়ত হবে (**কর্মসু, যুক্তচেষ্টস্য**) এবং কর্মে চেষ্টাযুক্ত হবে যিনি (**যুক্তস্বপ্নাববোধস্য**) স্বপ্ন = নিদ্রা এবং অববোধ = জাগ্রত, যাঁর যুক্ত অর্থাৎ নিয়ত হবে সেই ব্যক্তির (**যোগঃ**) যোগ (**দুঃখহা**) দুঃখের নাশকারী (**ভবতি**) হয়।

সরলার্থ – আহার = ভোজনাদি, বিহার = গমনাদি, এই সব যুক্ত = নিয়ত পরিণামযুক্ত যার অর্থাৎ আহারও নিয়ত হবে এবং বিহারও নিয়ত হবে এবং কর্মে চেষ্টা যুক্ত হবে যিনি, স্বপ্ন = নিদ্রা এবং অববোধ = জাগ্রত, যাঁর যুক্ত অর্থাৎ নিয়ত হবে সেই ব্যক্তির অর্থাৎ নিদ্রা ও জাগ্রত নিয়ত হবে যাঁর সেই ব্যক্তির যোগ দুঃখের নাশকারী হয়।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ৷
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ৷৷ ১৮ ৷৷

পদ — যদা। বিনিয়তং। চিত্তং। আত্মনি। এব। অবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ। সর্বকামেভ্যঃ। যুক্তঃ। ইতি। উচ্যতে। তদা।

পদার্থ – (**যদা**) যখন (**বিনিয়তং**) রুদ্ধ হওয়া (**চিত্তং**) চিত্ত (**আত্মনি, এব**) পরমাত্মাতেই (**অবতিষ্ঠতে**) স্থির হয় এবং (**সর্বকামেভ্যঃ, নিঃস্পৃহঃ**) সমস্ত কামনাসমূহ থেকে ইচ্ছে রহিত হয় (**তদা**) তখন (**যুক্তঃ, ইতি, উচ্যতে**) তিনি যোগ থেকে যুক্ত বলা হয়।

সরলার্থ – যখন রুদ্ধ হওয়া চিত্ত পরমাত্মাতেই স্থির হয় এবং সমস্ত কামনাসমূহ থেকে ইচ্ছে রহিত হয় তখন তিনি যোগ থেকে যুক্ত বলা হয়।

সং – এখন সমাহিত চিত্ত যুক্ত যোগীর উপমা কথন করেছে —

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ৷
~~~~~~

~~~~~~

যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ৷৷ ১৯ ৷৷

**পদ — যথা। দীপঃ। নিবাতস্থঃ। ন। ইঙ্গতে। সা। উপমা। স্মৃতা।
যোগিনঃ। যতচিত্তস্য। যুঞ্জতঃ। যোগং। আত্মনঃ।**

পদার্থ – (**যথা**) যেই প্রকার (**নিবাতস্থঃ**) বিনা বায়ুযুক্ত স্থানে রাখা (**দীপঃ**) প্রদীপ (**ন, ইংগতে**) চেষ্টা করে না এই প্রকার (**যোগিনঃ**) যোগীর (**সা, উপমা**) সেই উপমা (**স্মৃতঃ**) কথন করা হয়েছে, কোন যোগীর (**যতচিত্তস্য**) যিনি নিজ চিত্তকে স্বাধীন করে (**আত্মনঃ**) পরমাত্ম সম্বন্ধি (**যোগং**) সমাধির (**যুঞ্জতঃ**) অনুষ্ঠান করে।

সরলার্থ – যেই প্রকার বিনা বায়ুযুক্ত স্থানে রাখা প্রদীপ চেষ্টা করে না, এই প্রকার যোগীর সেই উপমা কথন করা হয়েছে। কোন যোগীর ? যিনি নিজ চিত্তকে স্বাধীন করে পরমাত্ম সম্বন্ধি সমাধির অনুষ্ঠান করে।

সং – এখন যোগ এর মহিমা কথন করেছে —

**যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ৷
যত্রচৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ৷৷ ২০ ৷৷**

**পদ — যত্র। উপরমতে। চিত্তং। নিরুদ্ধং। যোগসেবয়া।
যত্র। চ। এব। আত্মনা। আত্মানং। পশ্যন্। আত্মনি। তুষ্যতি।**

পদার্থ – (**যোগসেবয়া**) যোগ এর অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে (**নিরুদ্ধং**) রুদ্ধ হয়েছে (**চিত্তং**) চিত্ত (**যত্র**) যেই যোগে (**উপরমতে**) উপরাম অর্থাৎ বিষয় থেকে বিরক্ত হয়ে যায় (**চ**) এবং (**যত্র**) যেই যোগে (**আত্মনা**) অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা সংস্কার করা মন থেকে (**আত্মানং**) পরমাত্মাকে (**পশ্যন্**) দেখে (**আত্মনি**) পরমাত্মার মধ্যে (**তুষ্যতি**) সন্তোষকে প্রাপ্ত হয়, তাকে দুঃখের স্পর্শ থেকে রহিত যোগ জানবে।

সরলার্থ – যোগ এর অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে রুদ্ধ হয়েছে চিত্ত, যেই যোগে উপরাম
~~~~~~

অর্থাৎ বিষয় থেকে বিরক্ত হয়ে যায় এবং যেই যোগে অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা সংস্কার করা মন থেকে পরমাত্মাকে দেখে পরমাত্মার মধ্যে সন্তোষকে প্রাপ্ত হয়, তাকে দুঃখের স্পর্শ থেকে রহিত যোগ জানবে।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ।। ২১ ।।

পদ — সুখং। আত্যন্তিকং। যৎ। তৎ। বুদ্ধিগ্রাহ্যং। অতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি। যত্র। ন। চ। এব। অয়ং। স্থিতঃ। চলতি। তত্ত্বতঃ।

পদার্থ – **(যৎ)** যেই যোগে **(আত্যন্তিকং, সুখং)** অত্যন্ত সুখ হয় অর্থাৎ যার থেকে বড় কোনো সুখ হতে পারে না। তা কিরকম সুখ **(তৎ, বুদ্ধিগ্রাহ্যং)** যা কেবল বুদ্ধি দ্বারাই গ্রহণ করা যায় **(অতীন্দ্রিয়ম্)** যাকে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতে পারে না এবং **(যত্র)** যেই যোগে উক্ত প্রকারের সুখকে যোগী **(বেত্তি)** জানেন **(যত্রঃ, স্থিতঃ)** যেখানে স্থির **(অয়ং)** সেই যোগী **(তত্ত্বতঃ)** পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান দ্বারা **(ন, চলতু)** চলে না অর্থাৎ পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানে তাঁর সংশয় বিপর্যয় হয় না।

সরলার্থ – যেই যোগে অত্যন্ত সুখ হয় অর্থাৎ যার থেকে বড় কোনো সুখ হতে পারে না। তা কিরকম সুখ ? যা কেবল বুদ্ধি দ্বারাই গ্রহণ করা যায়, যাকে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতে পারে না এবং যেই যোগে উক্ত প্রকারের সুখকে যোগী জানেন, যেখানে স্থির সেই যোগী পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান দ্বারা চলে না অর্থাৎ পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানে তাঁর সংশয় বিপর্যয় হয় না।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।। ২২ ।।

পদ — যং। লব্ধ্বা। চ। অপরং। লাভং। মন্যতে। ন। অধিকং। ততঃ।
যস্মিন্। স্থিতঃ। ন। দুঃখেন। গুরুণা। অপি। বিচাল্যতে।

পদার্থ – (**যং**) যেই যোগকে (**লব্ধ্বা**) লাভ করে (**ততঃ, অধিকং**) তার থেকে অধিক (**অপরং, লাভং**) অন্য লাভ (**ন, মন্যতে**) মান্য হয় না (**যস্মিন্**) যেই যোগে (**স্থিতঃ**) স্থির হয়ে (**গুরুণা, অপি, দুঃখেন**) বৃহৎ দুঃখ থেকেও (**ন, বিচাল্যতে**) চলায়মান হয় না তাকে দুঃখের স্পর্শ থেকে রহিত যোগ জানবে।

সরলার্থ – যেই যোগকে লাভ করে তার থেকে অধিক অন্য লাভ মান্য হয় না, যেই যোগে স্থির হয়ে বৃহৎ দুঃখ থেকেও চলায়মান হয় না তাকে দুঃখের স্পর্শ থেকে রহিত যোগ জানবে।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ।। ২৩ ।।

পদ — তং। বিদ্যাৎ। দুঃখসংযোগবিয়োগং। যোগসংজ্ঞিতম্।
সঃ। নিশ্চয়েন। যোক্তব্যঃ। যোগঃ। অনির্বিণ্ণচেতসা।

পদার্থ – (**তং**) পূর্বোক্ত গুণধারীকে (**যোগসংজ্ঞিতম্**) যোগ নাম যুক্ত (**বিদ্যাৎ**) জানবে, সেই যোগ কিরকম (**দুঃখসংযোগবিয়োগং**) দুঃখ সংযোগের বিয়োগ যার থেকে অর্থাৎ দুঃখ থেকে রহিত (**অনির্বিণ্ণচেতসা**) যেই চিত্তে উদাসীনতা আসে না অর্থাৎ আমি এতকাল যোগে ছিলাম আর তবুও সিদ্ধ হলো না, এই প্রকার যার চিত্ত উদাসীন হয় না সেই চিত্ত দ্বারা (**নিশ্চয়েন**) নিশ্চয় পূর্বক (**সঃ**) সেই যোগ (**যোক্তব্যঃ**) অভ্যাস করার যোগ্য।

সরলার্থ – পূর্বোক্ত গুণধারীকে যোগ নাম যুক্ত জানবে। সেই যোগ কিরকম ? দুঃখ সংযোগের বিয়োগ যার থেকে অর্থাৎ দুঃখ থেকে রহিত। যেই চিত্তে উদাসীনতা আসে না অর্থাৎ আমি এতকাল যোগে ছিলাম আর তবুও সিদ্ধ হলো না, এই প্রকার যার চিত্ত উদাসীন হয় না সেই চিত্ত দ্বারা নিশ্চয় পূর্বক সেই যোগ অভ্যাস করার যোগ্য।

সং – এখন উক্ত যোগ এর প্রকার কথন করেছে —

সংকল্পপ্রভবান্ কানাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ৷
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ৷৷ ২৪ ৷৷

পদ — সংকল্পপ্রভবান্। কামান্। ত্যক্ত্বা। সর্বান্। অশেষতঃ।
মনসা। এব। ইন্দ্রিয়গ্রামং। বিনিয়ম্য। সমন্ততঃ।

পদার্থ – (**সংকল্পপ্রভবান্**) সংকল্প থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার (**কামান্**) সেই কামনা সমূহকে (**ত্যক্ত্বা**) ত্যাগ করে (**সর্বান্**) সকলকে (**অশেষতঃ**) সম্পূর্ণ রীতিতে (**মনসা, এব**) মন দ্বারাই (**ইন্দ্রিয়গ্রামং**) সকল ইন্দ্রিয় সমূহকে (**সমন্ততঃ**) সকল দিক থেকে (**বিনিয়ম্য**) রুদ্ধ করে বিষয় সমূহ থেকে উপরাম অর্থাৎ নিবৃত্ত করে।

সরলার্থ – সংকল্প থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার, সেই কামনা সমূহকে ত্যাগ করে সকলকে সম্পূর্ণ রীতিতে মন দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয় সমূহকে সকল দিক থেকে রুদ্ধ করে বিষয় সমূহ থেকে উপরাম অর্থাৎ নিবৃত্ত করে।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ৷
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — শনৈঃ। শনৈঃ। উপরমেৎ। বুদ্ধ্যা। ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং। মনঃ। কৃত্বা। ন। কিঞ্চিৎ। অপি। চিন্তয়েৎ।

পদার্থ – (**ধৃতিগৃহীতয়া**) ধৈর্য্য দ্বারা গ্রহণ করা (**বুদ্ধ্যা**) বুদ্ধি থেকে (**শনৈঃ, শনৈঃ**) ধীরে ধীরে (**উপরমেৎ**) বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয়ে (**মনঃ**) মনকে (**আত্মসংস্থং**) আত্মায় স্থির (**কৃত্বা**) করে (**কিঞ্চিৎ, অপি**) কোনো কিছুই (**ন, চিন্তয়েৎ**) চিন্তন করবে না।

সরলার্থ – ধৈর্য্য দ্বারা গ্রহণ করা বুদ্ধি থেকে ধীরে ধীরে বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয়ে মনকে আত্মায় স্থির করে কোনো কিছুই চিন্তন করবে না।

সং – এখন মনকে বশীভূত করার প্রকার কথন করেছে —

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ৷
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — যতঃ। যতঃ। নিশ্চরতি। মনঃ। চঞ্চলং। অস্থিরং।
ততঃ। ততঃ। নিয়ম্য। এতৎ। আত্মনি। এব। বশং। নয়েৎ।

পদার্থ – (**চঞ্চলং**) চঞ্চল (**মনঃ**) মন (**অস্থিরং**) যিনি অস্থিরতা থেকে রহিত তিনি (**যতঃ, যতঃ**) যেই যেই দিকে (**নিশ্চরতি**) বিচরণ করে (**ততঃ, ততঃ**) সেই সেই দিকে (**এতৎ**) একে [মনকে] (**আত্মনি, নিয়ম্য**) পরমাত্মায় যুক্ত করে (**বশং, নয়েৎ**) বশীভূত করে।

সরলার্থ – চঞ্চল মন, অস্থিরতা থেকে রহিত যিনি, তিনি যেই যেই দিকে বিচরণ করে সেই সেই দিকে একে [মনকে] পরমাত্মায় যুক্ত করে বশীভূত করে।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ৷
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ৷৷ ২৭ ৷৷

পদ — প্রশান্তমনসং। হি। এনং। যোগিনং। সুখং৷ উত্তমং।
উপৈতি। শান্তরজসং। ব্রহ্মভূতং। অকল্মষম্।

পদার্থ – (**প্রশান্তমনসং**) শান্ত চিত্ত যুক্ত (**এনং**) এই (**যোগিনং**) যোগীর (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**উত্তমং**) উত্তম (**সুখং**) সুখ (**উপৈতি**) প্রাপ্ত হয়। তিনি কিরকম যোগী (**ব্রহ্মভূতং**) ব্রহ্মের গুণ সমূহকে ধারণ করার মাধ্যমে (**শান্তরজসং**) রজোগুণ শান্ত হয়ে (**অকল্মষম্**) যিনি পাপ থেকে রহিত হয়ে গিয়েছে, এইরূপ যোগী উত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – শান্ত চিত্ত যুক্ত এই যোগীর নিশ্চিত রূপে উত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়। তিনি কিরকম যোগী ? ব্রহ্মের গুণ সমূহকে ধারণ করার মাধ্যমে, রজোগুণ শান্ত হয়ে, যিনি পাপ থেকে রহিত হয়ে গিয়েছে, এইরূপ যোগী উত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ৷

~~~~~~

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — যুঞ্জন্। এব। সদা। আত্মানং। যোগী। বিগতকল্মষঃ।
সুখেন। ব্রহ্মসংস্পর্শং। অত্যন্তং। সুখং। অশ্নুতে।

পদার্থ – (**বিগতকল্মষঃ**) দূর হয়ে গিয়েছে পাপ যাঁর এইরূপ যোগী (**এবং**) উক্ত প্রকারে (**আত্মানং**) নিজে নিজেকে (**সদা**) সর্বদা (**যুঞ্জন্**) ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করে (**সুখেন**) সুখ পূর্বক (**ব্রহ্মসংস্পর্শং**) ব্রহ্মের সাথে সম্বন্ধ যাঁর, এইরূপ (**অত্যন্তং**) অত্যন্ত (**সুখং**) সুখকে (**অশ্নুতে**) ভোগ করে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – দূর হয়ে গিয়েছে পাপ যাঁর এইরূপ যোগী উক্ত প্রকারে নিজে নিজেকে সর্বদা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করে সুখ পূর্বক ব্রহ্মের সাথে সম্বন্ধ যাঁর, এইরূপ অত্যন্ত সুখকে ভোগ করে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে সুখকে "**ব্রহ্মসংস্পর্শং**" বলা হয়েছে যার অর্থ এই যে, পরমব্রহ্ম এর সহিত সম্বন্ধ যে সুখের সেই সুখকে উক্ত যোগী ভোগ করে। এই কথন দ্বৈতবাদ স্পষ্ট করে দেয় এবং এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে, জীব স্বয়ং সুখপূর্বক নয় কিন্তু ব্রহ্মানন্দকে লাভ করে আনন্দ যুক্ত হয়। যেরূপ "**রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽঽনন্দী ভবতি**" [তৈত্তিরীয়০ ২/৭/২] = (রসং) ব্রহ্মের যে আনন্দ রয়েছে তা প্রাপ্ত হয়ে এই জীব আনন্দ যুক্ত বলা যায়। যদি জীব ব্রহ্মের একতা গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হতো তো জীবের ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি বলা হতো না বরং স্বয়ং ব্রহ্ম হওয়ার উপদেশ করা হতো। এই শ্লোকে যে "**সুখেন**" পদ রয়েছে, এর তাৎপর্য এই যে, সমাধিতে যে (অন্তরায়) বিঘ্ন বলা হয়েছে, যোগী সেই বিঘ্নের অনায়াসেই নিবৃত্তি হয়ে যায় অর্থাৎ "**ব্যাধিঃ, স্ত্যান, সংশয়, প্রনাদ, আলস, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব**" এই নয় প্রকারের চিত্তের বিক্ষেপ রয়েছে একটা এগুলো সমাধিতে বিঘ্ন গণনা করা হয়। ***ব্যাধি*** = শরীরস্থ ধাতু সমূহের ন্যূনাধিকতা থেকে জ্বরাদি রোগ হওয়া, ***স্ত্যান*** = কর্মে চিত্তের সংযুক্ত না হওয়া, যিনি গুরু আদির শিক্ষা পাওয়ার পরও সেই কর্মের যোগ্য না হওয়া, ***সংশয়*** = দ্বৈত জ্ঞান থাকা অর্থাৎ এই বচন সঠিক অথবা সেই বচন সঠিক, ***প্রমাদ*** = সমাধির সাধনের যোগ্য হয়েও তার অনুষ্ঠান না করা, ***আলস*** = শরীর এর চিত্ত আদি ভারী অনুভব হওয়া অর্থাৎ
~~~~~~

অভ্যাসাদি কর্তব্যে চিত্তের বোঝ মান্য করা, ***অবিরতি*** = বিশেষ সম্বন্ধ হওয়ার পর চিত্তে উত্তেজনা উৎপন্ন হওয়া, ***ভ্রান্তিদর্শন*** = যোগ এর সাধনে অসাধন বুদ্ধি হওয়া, এবং অসাধনে সাধন বুদ্ধি হওয়া, ***অলব্ধভূমিকত্ব*** = সমাধির লাভ না হওয়া, ***অনবস্থিতত্ব*** = সমাধির লাভ হয়ে যাওয়ার পরেও প্রযত্নের শিথিলতা থেকে সেখানে চিত্তের স্থির না থাকা। এই বিঘ্ন সমূহকে দূর করে যোগী সুখপূর্বকই ব্রহ্মানন্দকে প্রাপ্ত হয়। তিনি এই প্রকারের বিঘ্ন সমূহকে দূর করার জন্য "**তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ**" [যোগ০ ১/৩২] মধ্যে যে একমাত্র তত্ত্ব পরমাত্মা কথন করা রয়েছে, তাঁর বারংবার অভ্যাস করা। যেরূপ [গীতা ১৭/২৩] মধ্যেও বর্ণন করেছে যে "**ওম্ তৎসদিতি দির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ**" = ওম্, তৎ, সৎ এই তিন প্রকারের নাম থেকে ব্রহ্মের কথন করা হয়েছে এবং তাঁর ভাব এর নাম "তত্ত্ব"। এই প্রকার একতত্ত্ব এর অভ্যাস থেকে সুখপূর্বকই জিজ্ঞাসুকে ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধ হয়। এই ব্রহ্মানন্দকে প্রাপ্ত হয়ে সেই যোগী পরমাত্মাকে ব্যাপ্যব্যাপক ভাব থেকে সর্বত্র সমান দেখেন।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ৷
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ৷৷ ২৯ ৷৷

পদ — সর্বভূতস্থং। আত্মানং। সর্বভূতানি। চ। আত্মনি।
ঈক্ষতে। যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র। সমদর্শনঃ।

পদার্থ – (**সর্বভূতস্থং**) সেই যোগী সকল ভূতে [প্রাণীতে] স্থিত (**আত্মানং**) পরমাত্মাকে (**চ**) এবং (**সর্বভূতানি**) সকল প্রাণিদেরকে (**আত্মনি**) পরমাত্মায় (**ঈক্ষতে**) দর্শন করে (**যোগযুক্তাত্মা**) পূর্বোক্ত থেকে যুক্ত আত্মা যাঁর অর্থাৎ সংপ্রজ্ঞাত সমাধি থেকে যুক্ত যোগী (**সর্বত্র**) সমস্ত স্থানে (**সমদর্শনঃ**) পরমাত্মাকে সমদৃষ্টিতে দেখেন।

সরলার্থ – সেই যোগী সকল ভূতে [প্রাণীতে] স্থিত পরমাত্মাকে এবং সকল প্রাণিদেরকে পরমাত্মায় দর্শন করে, পূর্বোক্ত থেকে যুক্ত আত্মা যাঁর অর্থাৎ সংপ্রজ্ঞাত সমাধি থেকে যুক্ত যোগী সমস্ত স্থানে পরমাত্মাকে সমদৃষ্টিতে দেখেন।

ভাষ্য – "**সর্বত্র সমদর্শনঃ**" এর অর্থ শঙ্করভাষ্যে এইরূপ করেছে যে "**সর্বত্রসমদর্শনঃ** =

সর্বেষু ব্রহ্মাদি সৃথাবরান্তেষু বিষয়েষু সর্বভূতেষু সমং নির্বিশেষং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যস্য সর্বত্রসমদর্শনঃ" = ব্রহ্মা থেকে পশু পক্ষী পর্যন্ত যে সব প্রাণী রয়েছে তাদের মধ্যে ব্রহ্ম এবং জীবের একতা দর্শনের জ্ঞান, যাকে তিনি "**সমদর্শন**" বলেছেন।

উক্ত স্বামীজী এর থেকে জীব ব্রহ্মের একতা সিদ্ধ করেছেন। ইহা গীতার আশয় কদাপি নয়, যদি এই আশয় হতো তো "**যোঽয়ং যগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন**" [গীতা ৬/৩৩] মধ্যে এই যোগকে সমতার যোগ বলা হতো না। সমতার অর্থ এখানে সকল ভূতে সমদৃষ্টি এবং পরমেশ্বরের একরস ব্যাপকতার।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ৷
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ৷৷ ৩০ ৷৷

পদ — যঃ। মাং। পশ্যতি। সর্বত্র। সর্বং। চ। ময়ি। পশ্যতি।
তস্য। অহং। ন। প্রণশ্যামি। সঃ। চ। মে। ন। প্রণশ্যতি।

পদার্থ – (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**মাং**) আমাকে (**সর্বত্র**) সব স্থানে (**পশ্যতি**) দেখেন (**চ**) এবং (**সর্বং**) সমস্ত বস্তু সমূহকে (**ময়ি**) আমার মধ্যে (**পশ্যতি**) দেখেন (**তস্য**) এইরূপ সমদৃষ্টি যুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে (**অহং**) আমি (**ন, প্রণশ্যামি**) নাশকে প্রাপ্ত হই না অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের বিষয় হই (**চ**) এবং (**সঃ**) সেই ব্যক্তি (**মে**) আমার দৃষ্টিতে (**ন, প্রণশ্যতি**) নাশ হয় না অর্থাৎ তিনি আমার দৃষ্টিতে কৃতার্থ হয়েছে, এইজন্য তিনি নাশকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি আমাকে সব স্থানে দেখেন এবং সমস্ত বস্তু সমূহকে আমার মধ্যে দেখেন, এইরূপ সমদৃষ্টি যুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে আমি নাশকে প্রাপ্ত হই না অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের বিষয় হই এবং সেই ব্যক্তি আমার দৃষ্টিতে নাশ হয় না অর্থাৎ তিনি আমার দৃষ্টিতে কৃতার্থ হয়েছে, এইজন্য তিনি নাশকে প্রাপ্ত হয় না।

ভাষ্য – এই শ্লোক সেই ভাবকে বর্ণন করা হয়েছে যা [যজুর্বেদ ৪/৬] মধ্যে কথন করা হয়েছে যে, প্রাণিদের অধিকরণ পরমাত্মাকে এবং সকল বস্তুসমূহকে পরমাত্মার ব্যাপ্য স্থান বুঝায় অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বরের মধ্যে এবং পরমেশ্বর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপক। এই প্রকারের ব্যাপ্যব্যাপক ভাবকে জ্ঞাতব্যক্তি পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানে সংশয়কে

প্রাপ্ত হয় না।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ৷
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ৷৷ ৩১ ৷৷

পদ — সর্বভূতস্থিতং। যঃ। মাং। ভজতি। একত্বং। আস্থিতঃ।
সর্বথা। বর্তমানঃ। অপি। সঃ। যোগী। ময়ি। বর্ততে।

পদার্থ – (**যঃ**) যে যোগী (**মাং**) আমাকে (**সর্বভূতস্থিতং**) সকল প্রাণীর মধ্যে স্থির জেনে (**একত্বং**) আমার একত্বে (**আস্থিতঃ**) স্থির হয়ে (**ভজতি**) আমার ধ্যান করে (**সঃ, যোগী**) সেই যোগী (**সর্বথা, বর্তমানঃ, অপি**) সকল প্রকারের কার্য করেও (**ময়ি**) আমার মধ্যে (**বর্ততে**) অবস্থান করে।

সরলার্থ – যে যোগী আমাকে সকল প্রাণীর মধ্যে স্থির জেনে আমার একত্বে স্থির হয়ে আমার ধ্যান করে, সেই যোগী সকল প্রকারের কার্য করেও আমার মধ্যে অবস্থান করে।

ভাষ্য – "**একত্বং আস্থিতঃ**" এর অর্থ এই যে, যিনি পরমাত্মায় একত্ব মান্য করে অর্থাৎ বিভিন্ন ঈশ্বর মান্য করে না, যেরূপ [কঠ০ ২/১/১১] মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে যে —

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।
[কঠ০ ২/১/১১]

অর্থ – সেই ব্রহ্ম মন দ্বারা জানার যোগ্য, তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্য নেই যে, সেই ব্রহ্মে বৈচিত্র্য দেখে। তিনি মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বান্তর্যামী এক, তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্য নেই। এই প্রকারের একত্বকে এই শ্লোক বর্ণনা করে। মধুসূদন স্বামী এর এই অর্থ করে যে, "তৎ" পদ এবং "ত্বং" পদ এর অর্থ নিরূপণ করার অনন্তর "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থকে নিরূপণ করেন যে "**সর্বভূতেষ্বধিষ্ঠানতয়া স্তিতং সর্বানুস্যূতসন্মাত্রং মামীশ্বরং তৎপদলক্ষ্যং স্বেন ত্বং পদলক্ষ্যেণ সহৈকত্বমত্যন্তাভেদমাস্থিতঃ সন্ ঘটাকাশো মহাকাশ ইত্যত্রেবোপাধিভেদনিরাকরণেন নিশ্চিন্বন্ যো ভজতি অহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্ত বাক্যেন তত্ত্ব সাক্ষাৎকারেণাপরোক্ষী করোতি**" = সকল ভূতে

~~~~~~

অধিষ্ঠানরূপ থেকে স্থিত এবং সকল ভূতের মধ্যে ওতপ্রোত। আমি যে পরমেশ্বর হই সেই আমার "তৎ" পদের লক্ষ্যের, যে "ত্বং" পদের লক্ষ্য জীব, এর সাথে একত্ব =অত্যন্ত অভেদকে প্রাপ্ত হয়ে ঘটাকাশ এবং মহাকাশ এই উভয়ের উপাধি সমূহের দূর করে দেওয়ায় যেরূপ সেই উভয় আকাশের একতা হয়ে যায় এই প্রকার আমার এবং জীবের একতাকে নিশ্চয় করে যে আমাকে "অহংব্রহ্মাস্মি" এই বেদান্ত বাক্য থেকে তত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ দ্বারা অপরোক্ষ করে তিনি আমাকে ভজনা করে। এই অর্থসমূহের অংশমাত্রও উক্ত শ্লোকে নেই। এইজন্য স্বামী শঙ্করাচার্যও এই একত্বের উপর কিছু লিখেন নি। স্বামী রামানুজ এর অর্থ পরমেশ্বরের সাম্যভাবের করেছে, যেরূপ "**সর্বদা মৎসাম্যমেব পশ্যতীত্যর্থঃ**" = সেই যোগী সব সময় পরমেশ্বর এর ধর্মকে উপলব্ধ করে তাঁর সমান হয়ে যাওয়াকে দর্শন করে।

সং – এখন যোগীকে সকল ভূতে সমদৃষ্টি কথন করেছে —

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।। ৩২ ।।

পদ — আত্মৌপম্যেন। সর্বত্র। সমং। পশ্যতি। যঃ। অর্জুন।
সুখং। বা। যদিবা। দুঃখং। স। যোগী। পরমঃ। মতঃ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**আত্মৌপম্যেন**) যেরূপে নিজে নিজের মধ্যে সুখ দুঃখ হয় এই প্রকার (**সর্বত্র**) সকল স্থানে (**যঃ**) যে যোগী (**সুখং**) সুখ (**বা, যদিবা, দুঃখং**) অথবা দুঃখকে (**সমং**) সমান মনে করে (**সঃ, যোগী**) সেই যোগী (**পরমঃ, মতঃ**) পরম যোগী জানা উচিত।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যেরূপে নিজে নিজের মধ্যে সুখ দুঃখ হয় এই প্রকার সকল স্থানে যে যোগী সুখ অথবা দুঃখকে সমান মনে করে, সেই যোগীকে পরম যোগী জানা উচিত।

ভাষ্য – এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট যে, যিনি নিজেনিজের সমান অন্য প্রাণিদের সুখ দুঃখ দেখেন তিনি পরমযোগী অর্থাৎ যেরূপে নিজ আত্মার প্রতিকূল কর্ম করায় নিজের দুঃখ
~~~~~~

~~~~~~

হয়, এই প্রকার অন্যের প্রতিকূলও করা উচিত নয়।

মায়াবাদীগণ এই আশয়কে পরিবর্তন করে জীব ব্রহ্মের একতা সিদ্ধ করার জন্য সকল শক্তি এর উপর লাগিয়ে দিয়েছে, যেরূপ "**ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি**" [মু০ ৩/২/৯] "**ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে**" [মু০ ২/২/৮] "**যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমেব্যোমন্**" "**সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণাবিপশ্চিতা**" "**তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি**" ইত্যাদি অনেক উপনিষদ বাক্য লিখে মধুসূদন স্বামী জীব ব্রহ্মের একতা সিদ্ধ করেছে। কিন্তু এই শ্লোকে জীব ব্রহ্মের একতার জন্য অর্থাভাস করার স্থানই নেই। এইজন্য স্বামী শ০ চা০ এই শ্লোকে আত্মবৎ সকল প্রাণিদের মধ্যে সমতাই ব্যাখ্যা করেছে। ওনার শিষ্যগণ এই শমবিধি এর ব্যাখ্যান থেকেও লাভ উঠানোর জন্য এই প্রকার চিন্তা করেছেন যে, এই শমবিধিকে জীব ব্রহ্মের একতা বিষয়ে যুক্ত করা যায় এবং তা এই প্রকারের "**তত্ত্বজ্ঞান মনোনাশ বাসনা ক্ষয় হওয়ার থেকে শমবিধি হয়**" তত্ত্ব এর লক্ষ্মণ তাদের মতে এই যে, এই সব দ্বৈতপ্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দ লক্ষ্মণ যুক্ত ব্রহ্মে মায়া থেকে কল্পিত হওয়ার কারণে মিথ্যা, এবং যখন ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন সকল বস্তুসমূহকে যোগী মিথ্যা জেনে নেয় তখন মন এর নাশ হয়ে তৎপশ্চাৎ রাগদ্বেষাদি বাসনাসমূহের নাশ হয়ে যায়। এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ = মনের নাশ এবং বাসনাক্ষয় = রাগদ্বেষাদি বাসনাসমূহের ক্ষয়, এই তিনটি শমবিধি মধ্যে কারণ রয়েছে। যদি তাঁদের মান্য একাত্মবাদের এখানে শমবিধি হতো তো উক্ত শ্লোকে "**সমং পশ্যতি**" এই বাক্য নিষ্ফল হয়ে যেত। কেননা তাঁদের মতে মনের নাশ এবং বাসনার ক্ষয় হওয়ার পর কোনো বস্তুই থাকে না, তাহলে তাঁরা কাকে শমবিধি দ্বারা দেখবে এবং কে নিজের দুঃখের সমান অন্যের দুঃখকে জানবে। এই ব্যাখ্যান বশিষ্ঠাদি আধুনিক গ্রন্থ থেকে নিয়ে মধুসূদন স্বামী আদি টীকাকারগণ এখানে পূর্ণ করে দিয়েছে। বাস্তবে সমদৃষ্টি থেকে দর্শনের এই অর্থ হয় যে, এক ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু হয় না তো উক্ত শ্লোকে দ্বৈতবাদের যোগের নিরূপণ করা হতো না।

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ।। ৩৩ ।।
~~~~~~

~~~~~~

পদ — যঃ। অয়ং। যোগঃ। ত্বয়া। প্রোক্তঃ। সাম্যেন। মধুসূদন।
এতস্য। অহং। ন। পশ্যামি। চঞ্চলত্বাৎ। স্থিতিং। স্থিরাং।

পদার্থ – হে মধুসূদন ! (**সাম্যেন**) সমতাযুক্ত (**যঃ**) যে (**অয়ং**) এই (**যোগঃ**) যোগ (**ত্বয়া**) তুমি (**প্রোক্তঃ**) বললে (**এতস্য**) এই যোগের (**স্থিরাং, স্থিতিং**) স্থির স্থিতিকে (**অহং**) আমি (**চঞ্চলত্বাৎ**) চঞ্চলতার কারণে (**ন, পশ্যামি**) দেখছি না।

সরলার্থ – হে মধুসূদন ! সমতাযুক্ত যে এই যোগ তুমি বললে, এই যোগের স্থির স্থিতিকে আমি চঞ্চলতার কারণে দেখছি না।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ৷
তস্যাহং নিগ্রহং মনো বায়োরিব সুদুষ্করম্ ৷৷ ৩৪ ৷৷

পদ — চঞ্চলং। হি। মনঃ। কৃষ্ণ। প্রমাথি। বলবৎ। দৃঢ়ং।
তস্য। অহং। নিগ্রহং। মন্যে। বায়োঃ। ইব। সুদুষ্করং।

পদার্থ – হে কৃষ্ণ ! (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**মনঃ**) মন (**চঞ্চলং**) বড় চঞ্চল (**প্রমাথি**) শরীর এবং ইন্দ্রিয়কে মন্থন করে অর্থাৎ বিশেষত পরাবশ করে দেয়। পুনরায় মন কিরকম (**বলবৎ**) বড় শক্তিশালী (**দৃঢ়ং**) বড় দৃঢ় (**তস্য**) সেই মনকে (**অহং**) আমি (**বায়োঃ, ইব**) বায়ুর সমান (**সুদুষ্করং**) অনেক কষ্টে (**নিগ্রহং**) রুদ্ধ (**মন্যে**) মান্য করি অর্থাৎ যেরূপ বায়ু সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে অনেক কষ্টে রুদ্ধ করা যায়, এই প্রকার মনও অতি কষ্টে রুদ্ধ করা যায়।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! নিশ্চিত রূপে মন বড় চঞ্চল, শরীর এবং ইন্দ্রিয়কে মন্থন করে অর্থাৎ বিশেষত পরাবশ করে দেয়। পুনরায় মন কিরকম ? বড় শক্তিশালী, বড় দৃঢ়, সেই মনকে আমি বায়ুর সমান অনেক কষ্টে রুদ্ধ মান্য করি অর্থাৎ যেরূপ বায়ু সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে অনেক কষ্টে রুদ্ধ করা যায়, এই প্রকার মনও অতি কষ্টে রুদ্ধ করা যায়।

সং – এখন মনকে বশীভূত করার উপায় কথন করছে —
~~~~~~

~~~~~~

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।। ৩৫ ।।

পদ — অসংশয়ং। মাহাবাহো। মনঃ। দুর্নিগ্রহং। চলং।
অভ্যাসেন। তু। কৌন্তেয়। বৈরাগ্যেণ। চ। গৃহ্যতে।

পদার্থ – (**মহাবাহো**) হে বৃহৎ শক্তিশালী অর্জুন ! (**অসংশয়ং**) এর মধ্যে সন্দেহ নেই যে (**মনঃ**) মন (**দুর্নিগ্রহং**) বড় দুঃখ দ্বারা বশ করা যেতে পারে, কেননা (**চলং**) চলবৃত্তি যুক্ত, হে কৌন্তেয় ! (**তু**) নিশ্চিত রূপে ইহা (**অভ্যাসেন**) অভ্যাস (**চ**) এবং (**বৈরাগ্যেণ**) বৈরাগ্য দ্বারা (**গৃহ্যতে**) বশীভূত করা যেতে পারে অন্যথা নয়।

সরলার্থ – হে বৃহৎ শক্তিশালী অর্জুন ! এর মধ্যে সন্দেহ নেই যে, মন বড় দুঃখ দ্বারা বশ করা যেতে পারে, কেননা ইহা চলবৃত্তি যুক্ত। হে কৌন্তেয় ! নিশ্চিত রূপে ইহা অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত করা যেতে পারে অন্যথা নয়।

সং – এখন অশান্ত মনের জন্য যোগ দুঃখ সাধ্য কথন করেছে —

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ।। ৩৬ ।।

পদ — অসংযতাত্মনা। যোগঃ। দুষ্প্রাপঃ। ইতি। মে। মতিঃ।
বশ্যাত্মনা। তু। যততা। শক্যঃ। অবাপ্তুং। উপায়তঃ।

পদার্থ – (**অসংযতাত্মনা**) যাঁর মন নিজের অধিন নেই তাঁর (**যোগঃ**) সমাধিরূপ যোগ (**দুষ্প্রাপঃ**) অনেক কষ্ট থেকে প্রাপ্ত হয় (**ইতি, মে, মতিঃ**) এই আমার সম্মতি (**বশ্যাত্মনা**) যিনি নিজ মনকে বশ করেছে (**তু**) এবং (**যততা**) যত্নশীল তাঁকে (**উপায়তঃ**) আশ্রয় করার পর (**অবাপ্তুং**) প্রাপ্ত হওয়ার (**শক্যঃ**) যোগ্য অর্থাৎ তাঁর প্রাপ্ত হতে পারে।
~~~~~~

~~~~~~

সরলার্থ – যাঁর মন নিজের অধিন নেই তাঁর সমাধিরূপ যোগ অনেক কষ্ট থেকে প্রাপ্ত হয়, এই আমার সম্মতি। যিনি নিজ মনকে বশ করেছে এবং যত্নশীল, তাঁকে আশ্রয় করার পর প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য অর্থাৎ তাঁর [যোগ] প্রাপ্ত হতে পারে।

সং – এখন এই বর্ণন করছে যে, যেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মনের চঞ্চলতার কারণে যোগ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়, তিনি কোন গতিকে প্রাপ্ত হয় —

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চালিতমানসঃ ৷
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ৷৷ ৩৭ ৷৷

পদ — অযতিঃ। শ্রদ্ধয়া। উপেতঃ। যোগাৎ। চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য। যোগসংসিদ্ধং। কাং। গতিং। কৃষ্ণ। গচ্ছতি।

পদার্থ – হে কৃষ্ণ ! (**অগতিঃ**) যে ব্যক্তি যত্নশীল নয়, (**শ্রদ্ধয়া, উপেতঃ**) শ্রদ্ধা সহিত যুক্ত অর্থাৎ যোগে শ্রদ্ধালু এবং (**যোগাৎ**) যোগ থেকে (**চলিতমানসঃ**) বিচ্ছিন্ন মন যাঁর তিনি (**যোগসংসিদ্ধং**) যোগের সিদ্ধির (**অপ্রাপ্য**) প্রাপ্ত না হয়ে (**কাং, গতিং**) কোন গতিকে (**গচ্ছতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! যে ব্যক্তি যত্নশীল নয়, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহিত যুক্ত অর্থাৎ যোগে শ্রদ্ধালু এবং যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন মন যাঁর, তিনি যোগের সিদ্ধির প্রাপ্ত না হয়ে কোন গতিকে প্রাপ্ত হয়।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ৷
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ৷৷ ৩৮ ৷৷

পদ — কচ্চিৎ। ন। উভয়বিভ্রষ্টঃ। ছিন্নাভ্রং। ইব। নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠঃ। মহাবাহো। বিমূঢ়ঃ। ব্রহ্মণঃ। পথি।
~~~~~~

~~~~~~

পদার্থ – হে মহাবাহো ! (**কচ্চিৎ**) কী (**উভয়বিভ্রষ্টঃ**) কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয় থেকে ছিন্ন হওয়া ব্যক্তি (**ছিন্নাভ্রং,ইব**) বড় মেঘ থেকে ফেটে পড়া বাদলের ছোট টুকরোর সমান (**ন, নশ্যতি**) নাশকে প্রাপ্ত হয়ে যায় না যিনি (**ব্রহ্মণঃ**) পরমাত্মার (**পথি**) জ্ঞান এবং কর্মরূপ মার্গে (**বিমূঢঃ**) মোহকে প্রাপ্ত = অজ্ঞানী এবং (**অপ্রতিষ্ঠঃ**) অপ্রতিষ্ঠিত = সাধনহীন।

সরলার্থ – হে মহাবাহো ! কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয় থেকে ছিন্ন হওয়া ব্যক্তি কী বড় মেঘ থেকে ফেটে পড়া বাদলের ছোট টুকরোর সমান নাশকে প্রাপ্ত হয়ে যায় না, যিনি পরমাত্মার জ্ঞান এবং কর্মরূপ মার্গে মোহকে প্রাপ্ত = অজ্ঞানী এবং অপ্রতিষ্ঠিত = সাধনহীন।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ।। ৩৯ ।।

পদ — এতৎ। মে। সংশয়ং। কৃষ্ণ। ছেত্তুং। অর্হসি। অশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ। সংশয়স্য। অস্য। ছেত্তা। ন। হি। উপপদ্যতে।

পদার্থ – হে কৃষ্ণ ! (**এতৎ**) এই (**মে**) আমার (**সংশয়ং**) সংশয় রয়েছে, এই সংশয়কে (**অশেষতঃ**) সর্ব প্রকারে (**ছেত্তুং**) ছেদন করতে তুমি (**অর্হসি**) সমর্থ (**ত্বদন্যঃ**) তোমার থেকে ভিন্ন (**অস্য, সংশয়স্য**) এই সংশয়ের (**ছেত্তা**) ছেদন অর্থাৎ নিবারণকারী (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**ন, উপপদ্যতে**) কেউ পাবে না।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! আমার এই যে সংশয় রয়েছে, এই সংশয়কে সর্ব প্রকারে ছেদন করতে তুমি সমর্থ, তোমার থেকে ভিন্ন এই সংশয়ের ছেদন অর্থাৎ নিবারণকারী নিশ্চিত রূপে কেউ পাবে না।

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ।। ৪০ ।।
~~~~~~

~~~~~~

পদ — পার্থ। ন। এব। ইহ। ন। অমুত্র। বিনাশঃ। তস্য। বিদ্যতে।
ন। হি। কল্যাণকৃৎ। কশ্চিৎ। দুর্গতিং। তাত। গচ্ছতি।

পদার্থ – হে পার্থ ! **(এব)** নিশ্চিত রূপে **(ইহ)** এই সংসারে **(তস্য)** সেই ব্যক্তির **(বিনাশঃ)** নাশ **(ন, বিদ্যতে)** হয় না এবং **(ন, অমুত্র)** না অন্য জন্মে নাশ হয়। **(তাত)** হে শিষ্য ! **(হি)** এইজন্য **(কশ্চিৎ)** কখনো **(কল্যাণকৃৎ)** শাস্ত্রবিহিত কর্মকারী **(দুর্গতিং)** দুর্গতিকে **(ন, হি, গচ্ছতি)** প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – হে পার্থ ! নিশ্চিত রূপে এই সংসারে সেই ব্যক্তির নাশ হয় না এবং না অন্য জন্মে নাশ হয়। হে শিষ্য ! এইজন্য কখনো শাস্ত্রবিহিত কর্মকারী দুর্গতিকে প্রাপ্ত হয় না।

ভাষ্য – কল্যাণকারী কর্মের সম্পাদনকারী জিজ্ঞাসু চিত্তের চঞ্চলতা দ্বারা যদি যোগমার্গ থেকে ভ্রষ্টও হয়ে যায় অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম করতে না পারে অথবা কোনো মোহে এসে পরমাত্মার যথাবৎ স্বরূপকে জানতে না পারে, তিনিও দুর্গতিকে প্রাপ্ত হয় না। কেননা তাঁর পূর্ব শুভ সংস্কার স্থিত থাকে। যেরূপ [গীতা ২/৪০] **"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"** এই যোগরূপ ধর্মের অংশমাত্রও বৃহৎ বৃহৎ ভয় থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ তা অংশমাত্রও নিস্ফলে যায় না।

সং – এখন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির গতি কথন করেছে —

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ৷
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ৷৷ ৪১ ৷৷

পদ — প্রাপ্য। পুণ্যকৃতান্। লোকান্। উষিত্বা। শাশ্বতীঃ। সমাঃ।
শুচীনাং। শ্রীমতাং। গেহে। যোগভ্রষ্টঃ। অভিজায়তে।

পদার্থ – **(পুণ্যকৃতান্)** পুণ্য কর্মকারী **(লোকান্)** লোকেদেরকে **(প্রাপ্য)** প্রাপ্ত হয়ে **(শাশ্বতীঃ, সমাঃ)** চিরকাল পর্যন্ত **(উষিত্বা)** সেখানে নিবাস করে **(শুচীনাং)** যিনি পবিত্র এবং **(শ্রীমতাং)** শ্রীমান, তাঁর **(গেহে)** ঘরে **(যোগভ্রষ্টঃ)** যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি **(অভিজায়তে)**
~~~~~~

জন্ম নেয়।

সরলার্থ – পুণ্য কর্মকারী লোকেদেরকে প্রাপ্ত হয়ে চিরকাল পর্যন্ত সেখানে নিবাস করে। যিনি পবিত্র এবং শ্রীমান, তাঁর ঘরে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্ম নেয়।

ভাষ্য – "লোক" শব্দের অর্থ এখানে "**লোক্যতেইতিলোকঃ**" = যিনি দর্শনের বিষয় হয় তাঁর নাম "লোক"। অর্থাৎ পুনর্জন্মের দশার নাম " লোক", সেই ব্যক্তি পুনর্জন্মে সেই দশাকে প্রাপ্ত হয় যেই দশাকে পুণ্যাত্মাগণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের উত্তম জন্ম হয়।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ।। ৪২ ।।

পদ — অথবা। যোগিনাং। এব। কুলে। ভবতি। ধীমতাং।
এতৎ। হি। দুর্লভতরং। লোকে। জন্ম। যৎ। ঈদৃশং।

পদার্থ – (**অথবা**) অথবা (**ধীমতাং**) বুদ্ধিযুক্ত (**যোগিনাং**) যোগীদের (**কুলে**) কুলে (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**যৎ, ঈদৃশং**) যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি রয়েছে তিনি (**ভবতি**) উৎপন্ন হন (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**লোকে**) সংসারে (**এতৎ, জন্ম**) এইরূপ জন্ম (**দুর্লভতরং**) দুর্লভ।

সরলার্থ – অথবা বুদ্ধিযুক্ত যোগীদের কুলে নিশ্চিত রূপে, যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি রয়েছে তিনি উৎপন্ন হন। সংসারে নিশ্চিত রূপে এইরূপ জন্ম দুর্লভ।

ভাষ্য – এই দ্বিতীয় পক্ষে "**অথবা**" বলে এই কথনকে বোধন করেছে যে "**শ্রীমতাং**" = যে বিভূতিযুক্ত রাজা মহারাজ রয়েছে, তাদের অপেক্ষা বুদ্ধিযুক্ত যোগীদের ঘরে যে জন্ম হয় তা অতি দুর্লভ এবং "**ধীমতাং**" বুদ্ধিযুক্ত বিশেষণ যা যোগীদেরকে দিয়েছে, তা জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় থেকে দিয়েছে অর্থাৎ তিনি কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগীও। যেরূপ "**সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বলাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ**" [গীতা ৫/৪] ইত্যাদি শ্লোকে সিদ্ধ করে এসেছি।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ।। ৪৩ ।।

পদ — তত্র। তং। বুদ্ধিসংযোগং। লভতে। পৌর্বদেহিকম্।
যততে। চ। ততঃ। ভূয়ঃ। সংসিদ্ধৌ। কুরুনন্দন।

পদার্থ – হে কুরুনন্দন ! **(তত্র)** পূর্বোক্ত কুলে জন্ম লাভ করে **(তং, বুদ্ধিসংযোগং)** সেই বুদ্ধি সংযোগকে যা পূর্ব সংস্কার থেকে যোগরূপ বুদ্ধির সংযোগ রয়েছে তাকে **(লভতে)** সেই ব্যক্তি লাভ করে, তা কিরকম বুদ্ধিসংযোগ **(পৌর্বদেহিকম্)** যা পূর্ব দেহে লাভ করেছিল **(ততঃ)** তার অনন্তর **(ভূয়ঃ)** পুনরায় **(সংসিদ্ধৌ)** মুক্তির জন্য সেই ব্যক্তি **(যততে)** প্রচেষ্টা করে।

সরলার্থ – হে কুরুনন্দন ! পূর্বোক্ত কুলে জন্ম লাভ করে সেই বুদ্ধি সংযোগকে যা পূর্ব সংস্কার থেকে যোগরূপ বুদ্ধির সংযোগ রয়েছে তাকে সেই ব্যক্তি লাভ করে। তা কিরকম বুদ্ধিসংযোগ ? যা পূর্ব দেহে লাভ করেছিল, তার অনন্তর পুনরায় মুক্তির জন্য সেই ব্যক্তি প্রচেষ্টা করে।

সং – ননু, পূর্ব জন্মের বুদ্ধি এই জন্মে কিভাবে আসে ? উত্তর —

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ।। ৪৪ ।।

পদ — পূর্বাভ্যাসেন। তেন। এব। হ্রিয়তে। হি। অবশঃ। অপি। সঃ।
জিজ্ঞাসুঃ। অপি। যোগস্য। শব্দব্রহ্ম। অতিবর্ততে।

পদার্থ – **(তেন)** সেই **(পূর্বাভ্যাসেন)** পূর্বজন্মের অভ্যাস থেকে **(এব)** নিশ্চিত রূপে **(অবশঃ, অপি)** অবশ্যমেব **(সঃ)** সেই পূর্ব সংস্কাররূপ যোগ **(হ্রিয়তে)** এই জন্মে আসে **(যোগস্য)** সেই যোগের **(জিজ্ঞাসু, অপি)** জিজ্ঞাসুও **(শব্দব্রহ্ম)** প্রকৃতির **(অতিবর্ততে)** বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

সরলার্থ – সেই পূর্বজন্মের অভ্যাস থেকে নিশ্চিত রূপে অবশ্যমেব সেই পূর্ব সংস্কাররূপ যোগ এই জন্মে আসে। সেই যোগের জিজ্ঞাসুও প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ভাষ্য – শঙ্করমতে "**শব্দব্রহ্ম**" এর অর্থ বেদ করেছে এবং আশয় এটা বের করেছে যে, যোগকে যিনি অভ্যাসকারী তিনি "**শব্দব্রহ্ম**" বেদকে অতিবর্ততে = দূর করে দেয় অর্থাৎ তিনি বন্ধন থেকে নির্মুক্ত হয়ে যায়। এবং যিনি যোগকে ঠিক ঠিক জেনেছেন তাঁর তো কথাই নেই। এই অর্থ এখানে গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। যদি গীতার আশয় বেদমার্গকে ত্যাগ করে লোকেদের নির্বন্ধন বানিয়ে দেওয়ার হতো তো "**যঃ শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ**" [গীতা ১৬/২৩] ইত্যাদি শ্লোকে শাস্ত্রের মর্যাদাকে ত্যাগ করার দোষ বলা হতো না এবং না তো "**যবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে**" [গীতা ২/৪৬] ইত্যাদি শ্লোকে বেদকে সকল অর্থের ভাণ্ডার মানা হতো। শব্দ গুণকং ব্রহ্ম = শব্দ ব্রহ্ম = শব্দ, স্পর্শাদি গুণযুক্ত যে ব্রহ্ম রয়েছে তাঁর নাম "**শব্দব্রহ্ম**"। সুতরাং এইরকম ব্রহ্ম প্রকৃতি, এইজন্য শব্দব্রহ্ম এর অর্থ এখানে প্রকৃতি। যেরূপ স্বামী রামানুজও লিখেছেন যে "**শব্দাভিলাপ যোগং ব্রহ্মপ্রকৃতিঃ**" = শব্দ দ্বারা যার কথন করা যায় এইরূপ প্রকৃতিকে এখানে "**শব্দব্রহ্ম**" বলা হয়েছে। এই অর্থ যুক্তিসিদ্ধও প্রতীত হয় এবং সেই যুক্তি এই যে, যোগীর জন্য বন্ধন প্রকৃতির'ই, বেদ বিচারের কি বন্ধন। বেদ তো যথাবস্থিত বস্তুকে প্রতিপাদন করে দেয় অর্থাৎ যে বস্তু যেরকম তাকে তেমনি প্রতিপাদন করে। এইজন্য যোগীর জন্য এই শ্লোকে বেদমার্গ ত্যাগের উপদেশ নেই।

সং – ননু, পুনরায় সেই যোগীর কি ফল হয় ? উত্তর —

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ৷
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ৷৷ ৪৫ ৷৷

পদ — প্রযত্নাৎ। যতমানঃ। তু। যোগী। সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ। ততঃ। যাতি। পরাং। গতিং।

পদার্থ – (**প্রযত্নাৎ**) অষ্টাঙ্গযোগ রূপ সাধনের প্রযত্ন থেকে (**যতমানঃ**) চেষ্টা করে (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**সংশুদ্ধকিল্বিষঃ**) উত্তম প্রকার শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে পাপ যাঁর অর্থাৎ

নিষ্পাপাত্মা যোগী (**অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ**) অনেক জন্মের কৃত সাধন থেকে যে সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়েছে (**ততঃ**) তার অনন্তর (**পরাং, গতিং**) পরাগতি যে মুক্তি রয়েছে তাকে (**যাতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – অষ্টাঙ্গযোগ রূপ সাধনের প্রযত্ন থেকে চেষ্টা করে নিশ্চিত রূপে উত্তম প্রকার শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে পাপ যাঁর অর্থাৎ নিষ্পাপাত্মা যোগী অনেক জন্মের কৃত সাধন থেকে যে সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়েছে তার অনন্তর পরাগতি যে মুক্তি রয়েছে তাকে প্রাপ্ত হয়।

সং – এখন সেই যোগীর মহত্ত্ব বর্ণন করছে —

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ।। ৪৬ ।।

পদ — তপস্বিভ্যঃ। অধিকঃ। যোগী। জ্ঞানিভ্যঃ। অপি। মতঃ। অধিকঃ।
কর্মিভ্যঃ। চ। অধিকঃ। যোগী। তস্মাৎ। যোগী। ভব। অর্জুন।

পদার্থ – (**যোগী**) যোগী (**তপস্বিভ্যঃ**) তপস্বীদের থেকে (**অধিকঃ**) বড় (**জ্ঞানিভ্যঃ, অপি**) জ্ঞানীদের থেকেও (**অধিকঃ**) বড় (**মতঃ**) মান্য করা হয় (**চ**) এবং (**কর্মিভ্যঃ**) কর্মীদের থেকে (**অপি**) ও (**অধিক**) বড় (**তস্মাৎ**) এইজন্য হে অর্জুন ! তুমি (**যোগী, ভব**) যোগী হও।

সরলার্থ – যোগী তপস্বীদের থেকে বড়, জ্ঞানীদের থেকেও বড় মান্য করা হয় এবং কর্মীদের থেকেও বড়। এইজন্য হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই বচনকে সিদ্ধ করে দেয় যে "যোগী" শব্দ এখানে কেবল কর্মের জন্য আসে নি কিন্তু যিনি জ্ঞান এবং কর্মকে সাথে সাথে করে তাঁর জন্য এসেছে। এইজন্য কেবল জ্ঞানীদের এবং কেবল কর্মীদের থেকে যোগীকে ভিন্ন করে বলেছে যে, যিনি পরিষ্কার মন থেকে পরমাত্মাকে ভক্তি কারী যোগী তিনিই পরমাত্মার প্রিয়।

যোগীনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ।। ৪৭ ।।

পদ — যোগীনাং। অপি। সর্বেষাং। মদগতেন। অন্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্। ভজতে। যঃ। মাং। স। মে। যুক্ততমঃ। মতঃ।

পদার্থ – (**সর্বেষাং**) যিনি সব (**যোগীনাং**) যোগীদের মধ্য থেকে (**মদগতেন**) আমার বিষয়ক (**অন্তরাত্মনা**) চিত্তবৃত্তি যুক্ত করে (**শ্রদ্ধাবান্**) শ্রদ্ধাযুক্ত (**যঃ**) যিনি (**মাং**) আমাকে (**ভজতে**) প্রাপ্ত হয়। (**সঃ**) তিনি (**মে**) আমার (**অপি**) ও (**যুক্ততমঃ**) শ্রেষ্ঠ যোগী (**মতঃ**) অভিমত।

সরলার্থ – যিনি সব যোগীদের মধ্য থেকে আমার বিষয়ক চিত্তবৃত্তি যুক্ত করে শ্রদ্ধাযুক্ত, যিনি আমাকে প্রাপ্ত হয়। তিনি আমারও শ্রেষ্ঠ যোগী এই আমার অভিমত।

ভাষ্য – এই শ্লোকে সব যোগীদের মধ্য থেকে সেই যোগীকে শ্রেষ্ঠ মানা হয়েছে যিনি একমাত্র পরমাত্মাকে অবলম্বন করে নিজ চিত্তবৃত্তির নিরোধ করে। যেরূপ "**এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বং পরং এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে**" [কঠ০ ১/২/১৭] = ওওম্ অক্ষর এর অর্থ যেই পরমাত্মা রয়েছে তিনি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এবং তিনি সব থেকে বড় অবলম্বন। এই অবলম্বন যুক্ত পুরুষ ব্রহ্মলোক ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানে করা হয়। এই আশয়কে নিয়ে কৃষ্ণজী "**মদগতেনান্তরাত্মনা**" এই শব্দ বলেছে অর্থাৎ একমাত্র পরমাত্মা দ্বারা যিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ করেন তিনি যোগী, পরমাত্মার মতামত। "**অস্মচ্ছব্দ**" এর এখানে একই অর্থ হবে যা আমরা অনেক স্থানে করে এসেছি অর্থাৎ পরমাত্মার ধর্মকে ধারণ করার কারণে কৃষ্ণজী নিজ নিজেকে পরমাত্মার দিক থেকে কথন করেছে।

ননু – যখন "**যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ**" এই লক্ষ্মণ থেকে যোগ এক'ই প্রকার তো তাহলে সব যোগের মধ্যে এক প্রকার যোগকে কেন শ্রেষ্ঠ বললো ? **উত্তর** – চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ যোগ অনেক প্রকারের রয়েছে এই কথনকে যোগশাস্ত্রও মান্য করে, যেমনঃ "**প্রচ্ছর্দন বিধারণাম্যাং বা প্রাণস্য**" [যোগ০ ১/৩৪] = প্রাণকে বাহিরে এবং ভেতরে

নিয়ে যাওয়ার থেকে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় এবং ভেতরে নিয়ে যাওয়ার থেকে চিত্তবৃত্তির হয় অর্থাৎ এক প্রকারের নিরোধ প্রাণায়াম থেকে হয় এবং অন্য "**বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতি নিবন্ধিনী**" [যোগ ১/৩৫] = কোনো বিষয়যুক্ত বস্তুতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করারও যোগ, যেরূপ স্বাধ্যায় আদি। এবং এর থেকে পরবর্তীতে এই বর্ণন করেছে যে, কোনো বিরক্তকে লক্ষ্য রেখেও চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যেতে পারে। এই প্রকার চিত্তবৃত্তি নিরোধের অনেক উপায় রয়েছে। কিন্তু এই সব উপায়ের মধ্যে মুখ্য উপায় পরমাত্মায় চিত্তবৃত্তি নিরোধের। এই অভিপ্রায় থেকে কৃষ্ণজী বলেছে যে, সব যোগের মধ্যে থেকে পরমাত্মবিষয়ক চিত্তবৃত্তি নিরোধ যুক্ত যোগী সব থেকে শ্রেষ্ঠ। স্বামী শঙ্করাচার্য সব যোগীদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ যোগীর অর্থ করেছে যে "রুদ্রাদি ধ্যান কারীদের মধ্য থেকে যিনি কৃষ্ণজীর ভক্ত তিনি শ্রেষ্ঠ" কিন্তু এই অর্থ তাঁদের সিদ্ধান্তানুকূল শোভায় না, কেননা তাদের মতে রুদ্র শিবের নাম এবং তিনিও সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার তাহলে তাঁর ভক্ত শ্রেষ্ঠ যোগী কেন নয়। এইজন্য এর যথাবৎ অর্থ এই প্রতীত হয় যে, যিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা সর্ব কারণের মধ্যে মুখ্য ঈশ্বরকে কারণ জানে সেই যোগী শ্রেষ্ঠ।

ননু – তোমরা যে মূর্তিপূজা আদি থেকে চিত্তবৃত্তিনিরোধ মান্য করো না এবং এখানে এসে তোমরা চিত্তবৃত্তিনিরোধের যোগসূত্র দ্বারাও অনেক উপায় মান্য করা হয়েছে। তাহলে যদি কেউ মূর্তিপূজা দ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ করে তো কি দোষ করে ? **উত্তর** – আমরা এটা কখন বলেছি যে অন্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয় না। মিথ্যাজ্ঞান থেকেও চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়ে যায় এবং বিষয় আসক্ত ব্যক্তির বিষয়ের প্রাপ্তি থেকেই হয়ে যায়। কিন্তু তাকে শাস্ত্রীয় নিরোধ বলা হয় না। এইজন্য চিত্তবৃত্তিনিরোধকে যোগশাস্ত্রে "**বিশোকা জ্যোতিষ্মতী**" [যোগ০ ১/৩৬] এই সূত্র থেকে নিয়ে এই বর্ণন করেছে যে, শোকরহিত চিত্তবৃত্তিনিরোধ তাহাই যা সাত্ত্বিক অর্থাৎ যা যেমন বস্তু তাকে তেমনই জানা। যেমনঃ

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ।।
[গীতা ১৮/২২]

অর্থ – যেই এক কার্যে নানা প্রকারের জ্ঞান হবে এবং তা কিরকম হবে যা বুদ্ধি দ্বারা নিরুপণ হতে পারে না তাকে "তামস" জ্ঞান বলে। যেরূপ এক মূর্তিতে উপাসকের ঈশ্বর বুদ্ধিও থাকে এবং পাষাণ বুদ্ধিও থাকে। এইরূপ বিষয়ে চিত্তবৃত্তিনিরোধ সাত্ত্বিক বলা যায়

~~~~~~

না কিন্তু অবিদ্যক বলা যায়। যেরূপ – **"অনিত্যাশুচি দুঃখনাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যা-তিরবিদ্যা"** [যোগ০ ২/৫] **অর্থ** – অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অপবিত্রে পবিত্র বুদ্ধি, দুঃখে সুখ বুদ্ধি এবং অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি "অবিদ্যা" বলা হয়। এর থেকে সিদ্ধ হলো যে, মূর্তিপূজায় যে চিত্তবৃত্তিনিরোধ রয়েছে তা অবিদ্যা হওয়ার কারণে উপাদেয় নয় হেয় অর্থাৎ গ্রাহ্য নয় কিন্তু ত্যাজ্য। আর যে **"যথাভিমতধ্যানাদ্বা"** [যোগ০ ১/৩৯] এই সূত্রকে এই ভাব থেকে ব্যাখ্যান করছে যে, যার মধ্যে অভিমত হবে তার মধ্যে চিত্তবৃত্তিনিরোধ করে নাও, এইটা এর অর্থ নয়। **"যথাভিমত"** এর অর্থ [যোগ০ ১/২৬,২৭,২৮] এই তিন সূত্রে চিত্তবৃত্তিনিরোধ এর উপায় কথন করেছে এবং তা যথাভিমত শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। এইজন্য যে, স্বামী শঙ্করাচার্য এবং ওনার শিষ্যরা রুদ্রাদির ধ্যান যোগ এর জন্য কথন করেছে, তা যোগসূত্র এবং গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। কিন্তু গীতার এই আশয় যে, প্রাণায়াম আদি চিত্তবৃত্তিনিরোধ এর কারণ সমূহ থেকে সচ্চিদানন্দাদি লক্ষ্মণ লক্ষিত পরমাত্মাকে লক্ষ্য রেখে যে চিত্তবৃত্তিনিরোধ করা হয় তাই সর্বোপরি। এই অভিপ্রায় থেকে কৃষ্ণজী বলেছেন যে **"স মে যুক্ত তমোমতঃ"** = সেই শ্রেষ্ঠ যোগী আমাকে = পরমাত্মাকে অভিমত।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

।। ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়া প্রথমং ষটকং সমাপ্তম্ ।।
~~~~~~

ও৩ম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

শ্রীমদ্ভগবদগীতায়া দ্বিতীয়ং ষটকং

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[বিজ্ঞানযোগোঃ]

সঙ্গতি – পূর্ব প্রথম "ষটক" মধ্যে অর্জুনের সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য সাংখ্য যোগ দ্বারা নিত্যানিত্য বস্তুসমূহের বিবেচন করেছে অর্থাৎ অর্জুনকে অনিত্য পদার্থে যে নিত্য বুদ্ধি হতো তার নিবৃত্তি করে কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাসযোগ এর বিরোধকে দূর করেছে অর্থাৎ কর্মের অবশ্যকর্তব্যতা বোধন করে নিষ্কামকর্মকেই সন্ন্যাস বর্ণন করেছে। পুনরায় ধ্যান যোগে শব্দ, স্পর্শাদি থেকে রহিত একমাত্র সৃষ্টির কর্তা, হর্তা এবং সম্পূর্ণ সৃষ্টির ধারণ কারীর উপাসনা ধ্যানযোগ দ্বারা বর্ণন করেছে।

এখন এই "মধ্যম ষটক" মধ্যে সেই পরমাত্মার বিভূতি এবং তাঁর ধ্যানকর্তা যোগেশ্বরের সহিত তাঁর সম্বন্ধ নিরুপণ করা হবে অর্থাৎ এই বলা হয়েছে যে, জীব ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কী ? আর এই "ষটক" এই অভিপ্রায়কেও নিরুপণ করে যে "**মদগতেনান্তরাত্মানা**" পূর্ব ষটক এর অন্তিম শ্লোকে যে এই বাক্য রয়েছে এর কী অর্থ। এই অর্থে যে ভ্রান্তি উৎপন্ন হতো যে কৃষ্ণই পরমেশ্বর অথবা এই চরাচর জগতের অধিকরণ আর কে ? এই ভ্রান্তির নিবৃত্তির জন্য (অস্মচ্ছব্দ) "অহং" শব্দ বাচ্য ব্রহ্ম কে সমস্ত প্রকৃতির স্বামী এবং সম্পূর্ণ বিশ্বকে একমাত্র অক্ষর ব্রহ্মে ওতপ্রোত বর্ণন করে এই সন্দেহের নিবৃত্তি করব।

স্বামী শঙ্করাচার্য এবং ওনার শিষ্যগণ এই ষটক এর পূর্ব ষটক থেকে সঙ্গতি লিখেছেন যে, পূর্ব ষটক মধ্যে "ত্বং" পদ এর লক্ষ্যরূপ অর্থ বর্ণন করা হয়েছে। এখন "তৎ" পদের লক্ষ্য বর্ণন করছে অর্থাৎ প্রথমের ছয় অধ্যায়ে জীবরূপ চেতনের নিরূপণ করে এখন এই ছয় অধ্যায়ে ব্রহ্মরূপ চেতনের নিরূপণ করা হবে। প্রথমত তো এই সঙ্গতি এই জন্য ঠিক নয় যে, প্রথমের ছয় অধ্যায়ে কেবল জীবেরই নিরুপণ করা হয় নি বরং "**চাতুর্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ**" [গীতা ৪/১৩] "**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্**" [গীতা ৪/১১] ইত্যাদি শ্লোকে ঈশ্বরেরও নিরূপণ করা হয়েছে। আর এই অধ্যায় সমূহের মধ্যে বিশেষ করে জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়বাদ এর বর্ণন রয়েছে। তাহলে পূর্ব ষটককে "ত্বং" পদের লক্ষ্যের বর্ণন কারী জীব ব্রহ্মের ঐক্যের মনোরথমাত্র থেকে ভূমিকা স্পষ্ট। অস্তু, এখন তাদের জীব ব্রহ্মের একতার সাক্ষী এই ষটক এ কতটুকু পাওয়া যাবে, এই ভাবকে "ষটক" এর বিষয় স্বয়ং বলে দিবে। দেখুন —

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ ৷
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ৷৷ ১ ৷৷

পদ — ময়ি। আসক্তমনাঃ। পার্থ। যোগং। যুঞ্জন্। মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং। সমগ্রং। মাং। যথা। জ্ঞাস্যসি। তৎ। শৃণু।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**ময়ি**) আমার মধ্যে (**আসক্তমনাঃ**) সংযুক্ত মনধারী হয়ে (**যোগং, যুঞ্জন্**) যোগের সহিত যুক্ত হয়ে এবং (**মদাশ্রয়ঃ**) একমাত্র আমার আশ্রয়ে থেকে (**অসংশয়ং**) সংশয় থেকে রহিত (**সমগ্রং, মাং**) সম্পূর্ণ আমাকে (**যথা, জ্ঞাস্যসি**) যেরূপে জানবে (**তৎ**) তা (**শৃণু**) শ্রবণ করো।

সরলার্থ – হে পার্থ ! আমার মধ্যে সংযুক্ত মনধারী হয়ে, যোগের সহিত যুক্ত হয়ে এবং একমাত্র আমার আশ্রয়ে থেকে সংশয় থেকে রহিত সম্পূর্ণ আমাকে যেরূপে জানবে তা শ্রবণ করো।

ভাষ্য – **এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াঁশ্চ পূরুষঃ ।**
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥
[যজুর্বেদ ৩১/৩]

অর্থ – (**এতবান্**) এই ব্রহ্মাণ্ড (**অস্য**) এই পরমাত্মার (**মহিমা**) মহত্ত্ব (**অতঃ**) এই মহত্ত্ব = চরাচর জগত থেকে সেই পরমাত্মা বড় অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ্বের জড় চেতনরূপ ভূত তাঁর একপাদ স্থানীয় = একদেশী এবং তিনি ত্রিপাদ স্থানীয় (**অমৃত**) মৃত্যু থেকে রহিত। এই মন্ত্রে পাদ কল্পনা এই সংসারকে তাঁর একদেশে বোধন করার অভিপ্রায় থেকে, সাকারের অভিপ্রায় থেকে নয়। এই ভাবকে সাকারবাদীদের সর্বোপরি স্বামী শঙ্করাচার্যও মানতো যে, এই পাদ কল্পনা ঈশ্বরের সাকার হওয়ার অভিপ্রায়ে নয় কিন্তু এই সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরমাত্মার একদেশে যে প্রকৃতি আদি ভূত রয়েছে সেগুলো বর্ণন করার জন্য ব্যাস জী "**সমগ্রং মা যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু**" এই কথন করেছে অর্থাৎ পরমাত্মাকে সম্পূর্ণ রীতিতে জানা তখনি হতে পারে যখন তাঁর পাদস্থানীয় প্রকৃতিকেও জানা যায় এবং তা জানা পরমাত্মার যোগকে আশ্রিত করে হয়। এখানে কৃষ্ণজী অস্মচ্ছব্দ এর প্রয়োগ পরমাত্মার বিভূতির মধ্য থেকে একপাদরূপ অবয়ব হওয়ার অভিপ্রায়ে অবয়ব অবয়বীর অভেদ কথন করছে। এই অভেদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী স্বামী রামানুজ আদি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নাম থেকে কথন করে অর্থাৎ যেই প্রকার একজন মহারাজের বিভূতিকে ব্যক্তি নিজ বিভূতি করে দেয় এই প্রকার কৃষ্ণজী সেই বিভূতির একদেশ হওয়ায় অভেদোপচার দ্বারা অস্মচ্ছব্দ থেকে নিজেকে

পরমাত্মা কথন করছে। এবং এই বচন এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক থেকে স্পষ্ট পাওয়া যায় যেখানে ভূমি আদি প্রকৃতিকে কৃষ্ণজী নিজ প্রকৃতি বলেছেন। যদি কৃষ্ণজীর এই ভাব না হতো তো ভূমি আদিকে নিজ প্রকৃতি কিভাবে বলে। মায়াবাদীগণ এখানে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থও নিজ মায়ার'ই করে নেয়। যেরূপঃ "**স্বসিদ্ধান্তে চ ঈক্ষণ সংকল্পাত্মকৌ মায়া পরিণামাবেব**" [গীতা ৭/৪; ম০ সূ০] = আমাদের সিদ্ধান্তে ইচ্ছা এবং সংকল্প করা মায়ার পরিণামই অর্থাৎ মায়াবাদীদের সিদ্ধান্তে ব্রহ্মই অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ, নিমিত্তকারণ যেই উপাদান কারণ থেকে ভিন্ন হয় না তাকে "অভিন্ননিমিত্তোপাদান" কারণ বলে। জগতে তো এইরকম দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় না, মায়াবাদীদের মতেই এই সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, নিমিত্তকারণও আপনি এবং উপাদান কারণও আপনিই হন। "উপাদান" কারণ তাকে বলে যার দ্বারা কার্য করা হয়। যেমনঃ মাটি থেকে ঘড়া, সুতা থেকে কাপড় ইত্যাদি। ঘড়ার মাটি এবং সুতা কাপড়ের উপাদান কারণ। "নিমিত্তকারণ" তাকে বলে যে নিজে নিজেই ভিন্ন হবে অর্থাৎ তার স্বরূপ পরিবর্তন করে কার্যরূপ হবে না। যেমনঃ ঘড়া এর উৎপত্তিতে কুমার, পাটের উৎপত্তিতে তাঁতি এবং চক্রদণ্ড। মায়াবাদীগণ ব্রহ্মকে প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণও মান্য করে এবং নিমিত্তকারণও মান্য করে। এইজন্য "**প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তনুপরোধাৎ**" [ব্র০ সূ০ ১/৪/২৩] এর তাঁদের মতে এই ব্যাখ্যান যে, প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণও ব্রহ্ম এবং নিমিত্তকারণও ব্রহ্মই। কিন্তু এই সপ্তম অধ্যায়ে এসে ব্যাসজী মিথ্যাবাদীদের এই সিদ্ধান্ত মিথ্যা করে দিয়েছে। যদি ব্যাসজীর মতে উপাদান কারণও ব্রহ্ম হতো তো এই অধ্যায়ের "**ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ**" [গীতা ৭/৪] ইত্যাদি শ্লোকে প্রকৃতিকে ভিন্ন বর্ণন করে পরবর্তী শ্লোকে জীবকে ভিন্ন বর্ণন করতো না। এবং তার পরবর্তীতে পরমাত্মাকে ভিন্ন বর্ণন করা হয়েছে। এই প্রকার তিন পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন অনাদি বর্ণন করা হয়েছে। এবং প্রকৃতি, জীব, ঈশ্বর, এই তিনটিকে একত্রিত করে যে পরমাত্মার সমগ্র বিভূতি রয়েছে তার জ্ঞানের জন্য এই "ষটক" এর প্রারম্ভ করতে নিম্নলিখিত শ্লোকে এই বর্ণন করা হয়েছে যে —

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ৷
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ৷৷ ২ ৷৷

পদ — জ্ঞানং। তে। অহং। সবিজ্ঞানং। বক্ষ্যামি। অশেষতঃ।
যৎ। জ্ঞাত্বা। ন। ইহ। ভূয়ঃ। অন্যৎ। জ্ঞাতব্যং। অবশিষ্যতে।

~~~~~~

পদার্থ – **(তে)** তোমাকে **(সবিজ্ঞানং)** বিজ্ঞানের সহিত **(ইদং, জ্ঞানং)** এই জ্ঞানকে **(অশেষতঃ)** সম্পূর্ণ রীতিতে **(বক্ষ্যামি)** কথন করছি **(যজ্জ্ঞাত্বা)** যাকে জেনে **(ইহ)** এই সংসারে **(ভূয়ঃ)** পুনরায় **(অন্যৎ)** আর **(জ্ঞাতব্যং)** জানার যোগ্য **(ন, অবশিষ্যতে)** অবশিষ্ট থাকবে না।

সরলার্থ – তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত এই জ্ঞানকে সম্পূর্ণ রীতিতে কথন করছি। যাকে জেনে এই সংসারে পুনরায় আর জানার যোগ্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

ভাষ্য – "জ্ঞান" শব্দের অর্থ এখানে সাধারণ জ্ঞান এবং "বিজ্ঞান" শব্দের অর্থ এখানে বিশেষজ্ঞান। যে জ্ঞান পরমাত্মার বিষয় অর্থাৎ যার থেকে জীব, ঈশ্বর, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয় তাকে "বিজ্ঞান" বলে। যেরূপ স্বামী রামানুজ লিখেছেন যে "**বিজ্ঞানং বিবিক্তারাক বিষয়ং জ্ঞানং যথাহং মদ্ব্যতিরিক্তাৎসমস্তচিদচিদ্বস্তু জাতান্নিখিল হেয় প্রত্যনীকতয়াঽনবধিকাতিশয়া সংখ্যেয়কল্যাণগুণগণনান্তমহাবিভূতিতয়া চ বিবিক্তঃ তেনবিবিক্ত বিষয়াজ্ঞানেন সহমৎস্বরূপবিষয়জ্ঞানং বক্ষ্যামি**" = বিজ্ঞান এর অর্থ এখানে বিবেক অর্থাৎ জীব-ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন জেনে নেওয়া। সম্পূর্ণ জড় চেতন বস্তুসমূহ থেকে বিলক্ষণ রয়েছে, এইরূপ বিবেক যুক্ত জ্ঞানের সহিত যা পরমাত্মাকে জানেন সেই জ্ঞানকে আমি কথন করি। এই বিবিক্তজ্ঞান চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্লোকে স্পষ্ট রীতিতে বর্ণন করা হয়েছে। রামানুজ স্বামী এইরূপ স্পষ্ট বিভিন্নতার জ্ঞানকে মায়াবাদে এইরূপে একত্রিত করে যে — "**যৎজ্ঞানং নিত্য চৈতন্যরূপং জ্ঞাত্বা বেদান্তজন্যমনো বৃত্তি বিষয়ীকৃত্য ইহ ব্যবহার ভূমৌ ভূয়ঃ পুনরপি অন্যৎ কিঞ্চিদপি জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে সর্বাধিষ্টান্মাত্রজ্ঞানেন কল্পিতানাং সর্বেষা বাধে সন্মাত্র পরিশেষাৎ তন্মাত্র জ্ঞানেনৈব ত্বং কৃতার্থো ভবিষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ**" [গীতা ৭/২; ম০ সূ০] = যে জ্ঞান নিত্য চৈতন্যরূপ, যাকে জেনে বেদান্তবাক্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে যে মনের বৃত্তি তাকে বিষয় করে এই সংসারে পুনরায় ব্যবহার বিষয়ক কিছু জানার যোগ্য থাকে না, সকলের অধিষ্ঠান যিনি সত্তামাত্র ব্রহ্ম, তাঁর জ্ঞান থেকে সব কল্পিত বস্তুসমূহের বোধ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তুমি কৃতার্থ হবে, এই অভিপ্রায় অর্থাৎ যেরূপে রজ্জুর জ্ঞান থেকে ভ্রমরূপ সর্পের নিবৃত্তি হয়ে যায় এই প্রকার একমাত্র ব্রহ্মকে জানার মাধ্যমে সম্পূর্ণ কল্পিত সংসারের নিবৃত্তি হয়ে যায়। এই অভিপ্রায় থেকে বলা হয়েছে যে "**ন অন্যৎ জ্ঞাতব্যং অবশিষ্যতে**" = পুনরায় আর জানার যোগ্য কিছু থাকে না। যদি মায়াবাদী মধুসূদন স্বামীর এই ভাবকে
~~~~~~

~~~~~~

লক্ষ্য রেখে গীতা লেখা হতো তো "**মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়**" [গীতা ৭/৭] এর পরবর্তীতে চার প্রকারের ভক্তের বর্ণন করা হতো না এবং না তো অনন্ত প্রকারের বিভূতির বর্ণন হতো, না তো দৈবী সম্পত্তি এবং না আসুরী সম্পত্তি বলে মনুষ্যকে সন্মার্গের উপদেশ করা হতো। অধিক আর কি, অর্জুনকে ভীরু দেখে এই কল্পিত কাহিনী পড়ানো হতো তো পুনরায় "**মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি**" [গীতা ১৮/৫৬] ইত্যাদি শ্লোকে বলপূর্বক যুদ্ধকর্মের উপদেশ করা হতো না আর না পরমাত্মার এই প্রকার দুর্বিজ্ঞেয়তা পাওয়া যেত, যেরূপ —

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে ৷
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ৷৷ ৩ ৷৷

পদ — মনুষ্যাণাং। সহস্রেষু। কশ্চিৎ। যততি। সিদ্ধয়ে।
যততাং। অপি। সিদ্ধানাং কশ্চিৎ। মাং। বেত্তি। তত্ত্বতঃ।

পদার্থ – (**মনুষ্যাণাং, সহস্রেষু**) সহস্র মনুষ্যের মধ্য থেকে (**সিদ্ধয়ে**) সিদ্ধির জন্য (**কশ্চিৎ, যততি**) একজন প্রযত্ন করে (**যততাং, অপি, সিদ্ধানাং**) সেই প্রযত্নকারী জিজ্ঞাসুদের মধ্য থেকে (**কশ্চিৎ**) এক ব্যক্তি (**মাং**) আমাকে (**তত্ত্বতঃ, বেত্তি**) যথার্থপন থেকে জানেন।

সরলার্থ – সহস্র মনুষ্যের মধ্য থেকে সিদ্ধির জন্য একজন প্রযত্ন করে, সেই প্রযত্নকারী জিজ্ঞাসুদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে যথার্থপন থেকে জানেন।

ভাষ্য – পূর্ব শ্লোকে এই যে কথন করা হয়েছিল যে, পরমাত্মাকে জানার অনন্তর পুনরায় কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। এইজন্য এই শ্লোকে পরমাত্মার দুর্বিজ্ঞেয়তা কথন করা হয়েছে যে, প্রথমত সহস্র মনুষ্যের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সাধন সম্পন্ন হওয়ার প্রযত্ন করে, পুনরায় সেই সাধন সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি পরমাত্মাকে জানেন। ঠিক পরমাত্মাকে জানা এইরূপ দুর্ঘট। যদি পরমাত্মা ইন্দ্রিগোচর হতো তো রাম, কৃষ্ণ, দেবী, দেবতাকে জ্ঞাত সকলকে পরমাত্মার জ্ঞাতা বলা হতো। এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী মূর্তি পদার্থের মান্যকারীকেও ব্রহ্মবেত্তা বলা হতো। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়গোচর নন কিন্তু জ্ঞান
~~~~~~

~~~~~~

এবং অনুষ্ঠানগম্য। এইজন্য [মুণ্ডক০ ৩/১/৮] মধ্যে বর্ণন করেছে যে —

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তুতস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।।
[মুণ্ডক ৩/১/৮]

অর্থ – সেই পরমাত্মা না চোখ দ্বারা দেখা যায়, না বাণী দ্বারা কথন করা যেতে পারে এবং না অন্য ইন্দ্রিয় থেকে কেউ তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের প্রসাদ থেকে শুদ্ধ অন্তঃকরণ যুক্ত ব্যক্তি সেই নির্গুণ পরমাত্মাকে জানতে পারে। মধুসূদন স্বামী পরমাত্মাকে তত্ত্ব দ্বারা জানার এবং পুনরায় সেই তত্ত্বমসি যুক্ত কাহিনী কথন করেছে যে "**তত্ত্বতঃ প্রত্যগভেদেন তত্ত্বমসীত্যাদিগুরূপদিষ্টমহাবাক্যেভ্য অনেকেষুমনুষ্যেষ্বাত্মজ্ঞান সাধনানুষ্ঠায়ী**" = "তত্ত্বতঃ" এর অর্থ এই যে, গুরু যিনি "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্যের উপদেশ করেছিলেন, সেই উপদেশ থেকে জীব ব্রহ্মের অভেদকে অনেক মনুষ্যের মধ্য থেকে কোনো একজনই এই আত্মজ্ঞানরূপ সাধনের অনুষ্ঠানকারী হয়। যদি তাঁদের তত্ত্বমসি এর উপদেশ থেকেই পরমাত্মা তত্ত্ব থেকে জানা যায় তো ব্যাসজী এই অষ্টাদশ অধ্যায় যুক্ত গীতায় তত্ত্বমসি এরই উপদেশ কেন করে দিল না যাহাতে এই চার অক্ষর এর বিচারের মাধ্যমে আধুনিক বেদান্তিগণের কল্যাণ হয়ে যেত। তাহলে পুনরায় মহা আশয়সাধ্য গীতা শাস্ত্রে জ্ঞান এবং জ্ঞানের অনুষ্ঠানের বিধান কেন করলো।

সং – ননু, তোমাদের বৈদিক মতে জীব, ঈশ্বর, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন এই তিনটির ভেদের উপদেশ গীতায় কোথায় ? উত্তর —

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। ৪ ।।

পদ — ভূমিঃ। আপঃ। অনলঃ। বায়ুঃ। খং। মনঃ। বুদ্ধিঃ। এব। চ।
অহংকারঃ। ইতি। ইয়ং। মে। ভিন্না। প্রকৃতিঃ। অষ্টধা।

পদার্থ – (**ভূমিঃ**) পৃথিবী (**আপঃ**) জল (**অনলঃ**) অগ্নি (**বায়ুঃ**) বায়ু (**খং**) আকাশ (**মনঃ, বুদ্ধিঃ**) মন, বুদ্ধি (**চ**) এবং (**অহংকারঃ**) অহংকার (**ইতি**) এগুলো (**মে**) আমার (**ভিন্না**) ভিন্ন ভিন্ন (**অষ্টধা, প্রকৃতিঃ**) আট প্রকারের প্রকৃতি।
~~~~~~

সরলার্থ – পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এগুলো আমার ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকারের প্রকৃতি।

ভাষ্য – এখানে "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ "**প্রক্রিয়তেঽনয়া ইতি প্রকৃতি**" এই ব্যুৎপত্তি থেকে উপাদান কারণ এর অর্থাৎ যার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তার নাম "প্রকৃতি"। এখানে সাংখ্য শাস্ত্রের মান্য করা প্রকৃতিকে ব্যাসজী লিখেছেন যার প্রমাণ এই যে "**সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহংকারোঽহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশির্গণঃ**" = সত্ত্ব, রজো, তমো এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি থেকে মহান মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র = শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এদের থেকে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনকে একত্রিত করে ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এই পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চ স্থুল ভূত হয় এবং পুরুষ, এই (পঞ্চবিংশতি) পঁচিশ গণ রয়েছে যা সাংখ্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে নিয়ে এখানে এই আট প্রকারের প্রকৃতি গীতায় লিখেছেন। আর ভূমি আদি শব্দ থেকে এখানে পঞ্চতন্মাত্রার গ্রহণ রয়েছে। মায়াবাদীগণ এখানে প্রকৃতির অর্থ মায়া করে নেয়, যা তাঁদের মতে ব্রহ্মের আশ্রয়ে থাকা অজ্ঞানের নাম। এবং সেই অজ্ঞান তাঁদের মতে জ্ঞানমাত্র থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়। এইজন্য তা কোনো ভাব পদার্থ বলা যেতে পারে না। যদি গীতায় প্রকৃতি শব্দ তাঁদের মায়া এর বাচক হতো তো "**য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ**" [গীতা ১৩/২৩] এই শ্লোকে এটা কেন বলা হয়েছে যে, গুণের সহিত যিনি প্রকৃতিকে জানেন তিনি বন্ধনে আসেন না। তাঁদের মতে তো সেই মায়ারূপী অজ্ঞানের নাশ দ্বারা বন্ধন থেকে রহিত হয় নাকি আরও কোনো জ্ঞান অথবা অনুষ্ঠান থেকে হয়। এতটুকুই না [গীতা ১৩/৫] মধ্যে সাংখ্য শাস্ত্রের মান্য করা উক্ত পঞ্চবিংশ গণ স্পষ্ট পাওয়া যায়। পুনরায় প্রকৃতি শব্দের অর্থ অদ্বৈতবাদী মায়া এর কিভাবে করতে পারে ? অস্তু, সেইসব স্থানে এই বচনকে বিস্তারপূর্বক লেখা হবে যেই স্থানে মায়াবাদীগণ নিজেদের মিথ্যাভাষ্য দ্বারা এই পঞ্চবিংশতি গণকে লুকায়িত রাখে। এখানে এতটাই প্রকৃত ছিল যে, এই আট প্রকারের প্রকৃতি দ্বারা ব্যাসজীর অভিপ্রায় উপাদান কারণের এবং সেই উপাদান কারণকে জীব এবং ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন মান্য করেছেন। এইজন্য এর অর্থ মায়া এর হতে পারে না। মায়াবাদীদের সিদ্ধান্তানুকূল মায়া ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ভিন্ন কোনো বস্তু নয় কিন্তু ব্রহ্মের সহচার্যে অবস্থানকারী এক অজ্ঞানের নামই মায়া। এইজন্য গীতায় প্রকৃতি শব্দের অর্থ মায়াবাদীদের মামা এর হতে পারে না।

সং – এখন জীবরূপ প্রকৃতির বর্ণন করছে —

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।। ৫ ।।

পদ — অপরা। ইয়ং। ইতঃ। তু। অন্যাং। প্রকৃতিং। বিদ্ধিঃ। মে। পরাং।
জীবভূতাং। মহাবাহো। যয়া। ইদং। ধার্যতে। জগৎ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**ইয়ং**) এই (**অপরা**) অপরা প্রকৃতি আট প্রকারের (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**মে**) আমার (**ইতঃ, অন্যাং, প্রকৃতি**) এর থেকে অন্য প্রকৃতি (**জীবভূতাং**) এবং যা জীবরূপ (**পরাং**) পূর্ব বর্ণিত আট প্রকারের প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতি বড়, হে মহাবাহো ! (**যয়া**) যেই জীবরূপ প্রকৃতি থেকে (**ইদং, জগৎ**) এই শরীর রূপ জগৎ (**ধার্যতে**) ধারণ করা যায় তাকে তুমি (**বিদ্ধিঃ**) জানো।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! এই অপরা প্রকৃতি আট প্রকারের, নিশ্চিত রূপে আমার এদের থেকে অন্য প্রকৃতি এবং যা জীবরূপ। পূর্ব বর্ণিত আট প্রকারের প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতি বড়, হে মহাবাহো ! যেই জীবরূপ প্রকৃতি থেকে এই শরীর রূপ জগৎ ধারণ করা যায় তাকে তুমি জানো।

ভাষ্য – "জগৎ" শব্দ এখানে গতিযুক্ত হওয়ার কারণে শরীরের জন্য এসেছে। এই অভিপ্রায় থেকে আসে নি যে, এই সম্পূর্ণ জগৎকে জীব ধারণ করে নেয়। কিন্তু মায়াবাদীগণ "**যয়া ইদং ধার্যতে জগৎ**" এই বাক্যের এইরূপই ব্যাখ্যান করেছে যে, জীব নিখিলজগৎকে ধারণ করে। আর এখানে প্রমাণ এটা দিয়েছে যে "**অনেন জীবেনাঽত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি**" [ছান্দোগ্য০ ৬/৩/২] = এই জীবরূপ আত্মা থেকে প্রবেশ করে নাম রূপকে করি। এর অর্থ মায়াবাদীগণ এই করেছেন যে, ব্রহ্মই জীবরূপ হয়ে উত্তম, অধম জন্তুদের মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই অর্থ গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। যদি এই অর্থ হতো তো পরবর্তী শ্লোক পরমাত্মাকে এই উভয় প্রকারের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন কেন নিরূপণ করা হয়েছে। আর যদি ব্রহ্মই জীবরূপ হয়ে প্রবিষ্ট হতে যেত তো তাহলে কেউ উঁচু কেউ নিচু কিভাবে হতো। যদি কর্মের ব্যবস্থা

~~~~~~

স্বীকার করো তো যখন ব্রহ্ম জীবরূপ হয়ে প্রবিষ্ট হয় সেই সময় আপনার সেই শুদ্ধব্রহ্মে কর্ম কোথা থেকে আসে ? জীব এর ব্রহ্ম হওয়ার খণ্ডন মহর্ষি ব্যাস **"ন কর্মবিভাগাদিতি চেন্নাঽনাদিত্বাৎ"** [ব্র০ সূ০ ২/১/৩৫] এই সূত্রে বর্ণন করেছে যে, যদি এরূপ বলা যায় যে, প্রথমে কর্ম ছিল না, এক ব্রহ্মাই ছিল তো এটা ঠিক নয়। কেননা অনাদিত্বাৎ = জীব এবং জীবের কর্ম অনাদি হওয়ায়। এবং এখানে স্বামী শঙ্করাচার্যও কর্মের বন্ধনের ব্যাবস্থায় ফেঁসে জীবকে অনাদিই মেনে নিয়েছে। জীব কোনো এক সময় ব্রহ্ম ছিল মায়াবশত জীব হয়েছে, মায়াবাদীদের এই সিদ্ধান্তকে স্বামী শঙ্করাচার্য এখানে জলাঞ্জলি দিয়ে দিয়েছেন। যদি সন্দেহ উৎপন্ন হয় তো উক্ত সূত্রের শঙ্করভাষ্য পড়ে দেখুন।

সং – ননু, প্রকৃতি এর অর্থ তো তোমরা এখানে উপাদান কারণ করেছ, পুনরায় জীবকে প্রকৃতি কিভাবে বলা হলো ? উত্তর —

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।। ৬ ।।

পদ — এতদ্যোনীনি। ভূতানি। সর্বাণি। ইতি। উপধারয়।
অহং। কৃৎস্নস্য। জগতঃ। প্রভবঃ। প্রলয়ঃ। তথা।

পদার্থ – হে অর্জুন ! **(সর্বাণি, ভূতানি)** সকল প্রাণী **(এতদ্যোনীনি)** এই দুই যোনী অর্থাৎ দুই কারণ যুক্ত **(ইতি)** ইহা **(উপধারয়)** নিশ্চিত রূপে, এবং **(অহং)** আমি **(কৃৎস্নস্য, জগতঃ)** সম্পূর্ণ জগতের **(প্রভবঃ)** উৎপত্তি তথা **(প্রলয়ঃ)** নাশ এর কারণ।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! সকল প্রাণী এই দুই যোনী অর্থাৎ দুই কারণ যুক্ত ইহা নিশ্চিত রূপে। এবং আমি সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি তথা নাশ এর কারণ।

ভাষ্য – প্রাণিদের উৎপত্তিতে জীব এরও কারণতা পাওয়া যাওয়ার থেকে জীবকে প্রকৃতি বলেছে। এবং "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ সাধনেরও। যেমনটা রাজার প্রকৃতি মন্ত্রী আদিকে বলা হয়। মায়াবাদীগণ এই শ্লোকের ভাষ্যে পুনরায় তিনটিকে একত্রিত করে দেয়। যেরূপ **"স্বপ্নিকস্যেব প্রপঞ্চস্য মায়িকস্য মায়াশ্রয়ত্ব বিষয়ত্বাভ্যাং মায়াব্যহমেবোপাদানং**
~~~~~~

দ্রষ্টা চেত্যর্থঃ" [ম০ সূ০] = মায়ার স্বাশ্রয় এবং বিষয় হওয়ার মাধ্যমে স্বপ্ন প্রপঞ্চের সমান এই মায়ারচিত সম্পূর্ণ প্রপঞ্চের আমি মায়াবী উপাদান কারণ এবং দ্রষ্টা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। মায়ার আশ্রয় এবং বিষয় মায়াবাদীগণ তাকে বলে যে, যেরূপ গৃহের চার দিকের ভিত্তির আশ্রয়ে অন্ধকার উৎপন্ন হয় এবং তাকেই আচ্ছাদিত করে নেয়, এই প্রকার ব্রহ্মের আশ্রয় থেকে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মকেই ঢেকে নেয়। সেই অজ্ঞান সহিত ব্রহ্মকে তাঁরা অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদান কারণ মান্য করে অর্থাৎ আপনিই উপাদান এবং আপনিই নিমিত্তকারণ। কিন্তু মায়াবাদীদের এই কথন গীতায় সর্বথা মির্মূল। যদি ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদান কারণ হতো তো তাহলে চতুর্থ শ্লোকে আট প্রকারের প্রকৃতি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বর্ণন করা হতো না এবং না তো জীবকে ভিন্ন করা হতো। আর কথন এই যে, যদি সমস্ত জড় চেতন বস্তুজাত ব্রহ্মই হতো তো সেই অক্ষরে সব ওতপ্রোত বলা হতো না, যেরূপ —

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ৷
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ৷৷ ৭ ৷৷

পদ — মত্তঃ। পরতরং। ন। অন্যৎ। কিঞ্চিৎ। অস্তি। ধনঞ্জয়।
ময়ি। সর্বং। ইদং। প্রোতং। সূত্রে। মণিগণাঃ। ইব।

পদার্থ – হে অর্জুন ! **(মত্তঃ)** আমার থেকে **(পরতরং)** বড় **(অন্যৎ)** আর **(কিঞ্চৎ)** কেউ **(ন, অস্তি)** নেই **(সূত্রে)** সুতায় **(মণিগণাঃ, ইব)** মুক্তা সমূহের সমান **(ময়ি)** আমার মধ্যে **(ইদং, সর্বং)** এই সমস্ত **(প্রোতং)** ওতপ্রোত ।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমার থেকে বড় আর কেউ নেই। সুতার মুক্তা সমূহের সমান আমার মধ্যে এই সমস্ত ওতপ্রোত ।

ভাষ্য – এই শ্লোকের বিষয় বাক্য এই যে, **"কস্মিন্ নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি"** [বৃহদা০ ৩/৮/৭] **"স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনন্বহ্রস্বম দীর্ঘমলোহিতম স্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশম সঙ্গমরসমগন্ধম চক্ষুষ্কম শ্রোত্রমবা গমনোঽতেজস্কম প্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি**

কশ্চন" [বৃহদা০ ৩/৮/৮] **অর্থ** – এর থেকে পূর্বে গার্গী জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যে পৃথিবী, দ্যৌলোকাদি পদার্থ রয়েছে তা কার মধ্যে ওতপ্রোত ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিল যে, আকাশে। পুনরায় যখন আকাশ এর বিষয়ে প্রশ্ন করলো যে, আকাশ কার মধ্যে ওতপ্রোত ? তো যাজ্ঞবল্ক্য সেই উত্তরে সকলকে ওত প্রোত বললো, যেই অক্ষরকে ব্রহ্মবেত্তাগণ **(অস্থূল)** স্থূলতা থেকে রহিত **(অনণু)** অণুতা রহিত **(অহ্রস্ব)** হ্রস্বতা থেকে রহিত **(অদীর্ঘ)** দীর্ঘতা থেকে রহিত মান্য করে **(অলোহিত)** যিনি লাল না **(অস্নেহ)** যিনি সরু নন **(অচ্ছোয়ং)** যার ছায়া নেই **(অতমঃ)** যিনি অন্ধকাররূপ হবে না **(অবায়ু)** যিনি বায়ুরূপ নন **(অনাকাশ)** যিনি আকাশরূপ নন **(অসঙ্গ)** যিনি সঙ্গ থেকে রহিত **(অরসং)** যিনি রস থেকে রহিত **(অবাগ্, মনঃ)** যিনি মন বাণী থেকে রহিত **(অতেজস্কং)** যিনি তেজ হন না **(অমাণং)** যিনি প্রাণ হন না **(অমুখং)** যিনি মুখ হন না **(অমাত্রং)** যিনি মাত্রারূপ নন **(অনন্তরং)** যিনি ভেরতে নন **(অবাহ্যং)** যিনি বাহিরে নন, না তিনি কাউকে খায় না কেউ তাঁকে খেতে পারে। এই প্রকারের অক্ষর ব্রহ্ম, যার কখনো ক্ষয় হয় না, তাঁর প্রশাসনা দ্বারা সূর্য চন্দ্রমাদি ভ্রমণ করে। সেই অক্ষরের প্রশাসনায় নদী প্রবাহ হয় এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সেই অক্ষরে ওতপ্রোত রয়েছে। এই বিষয়বাক্য থেকে পাওয়া যায় যে, **(মত্তঃ)** আমার থেকে এবং **(ময়ি)** আমার মধ্যে, এই শব্দ থেকে বসুদেব এর পুত্র কৃষ্ণের তাৎপর্য নয় কিন্তু ব্রহ্মের তাৎপর্য রয়েছে। সেই অক্ষর ব্রহ্মে ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব থেকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থ মালায় মুক্তোর সমান পূর্ণ। এই অভিপ্রায় থেকে বলা হয়েছে যে "**মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়**" = হে অর্জুন ! সেই অক্ষর থেকে বড় কোনো পদার্থ নেই।

ননু – এখানে "অক্ষর" শব্দ থেকে ব্রহ্মের তাৎপর্য কিভাবে নেওয়া হলো যখন কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে সুতার স্থানীয় করে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মালার মুক্তার সমান বর্ণন করে ?
উত্তর – অক্ষর ব্রহ্ম এখানে লক্ষণাবৃত্তি থেকে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ওতপ্রোত রূপী তাৎপর্য হতে পারে না, এখানে **(মত্তঃ)** আমার থেকে **(ময়ি)** আমার মধ্যে, এই শব্দের অর্থ অক্ষর ব্রহ্মের। এতে স্বামী রামানুজ এই লিখেছেন যে "**যস্যপৃথিবী শরীরং**" "**যস্যআত্মাশরীরং**" "**এষঃ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাম্পা দিব্যোদেব একো নারায়ণ ইত্যাত্মশরীর ভাবেনাবস্থানং চ জগদ্ব্রহ্মণোরন্তর্যামি ব্রাহ্মণাদিষু সিদ্ধম্**" = যেই ব্রহ্মের পৃথিব্যাদি ভূত এবং জীবাত্মা এই সব শরীরীরূপ কথন করা হয়েছে তা সব ভূতের অন্তরাত্মা নিষ্পাপ প্রকাশরূপ এক নারায়ণ এখানে অভিপ্রেত।

~~~~~~

এবং জগৎ ব্রহ্মের শরীর শরীরীভাব অন্তর্যামী ব্রাহ্মণাদিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। সেখানে এই প্রকার বর্ণন করা হয়েছে যে "**যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ**" [বৃহদা০ ৩/৭/৩] = যে অন্তর্যামী পৃথিবীতে থাকে, পৃথিবীর ভেতর যাঁকে পৃথিবী জানে না এবং পৃথিবী যাঁর শরীরস্থানী। এইরূপ পরমাত্মা যিনি পৃথিবী আদি সব ভূতকে নিয়মে রাখেন তিনি **(তে)** তোমার অন্তর্যামী **(অমৃতঃ)** সংসারের সকল ধর্ম থেকে রহিত অমৃত, এই প্রকার এই ব্রহ্মাণ্ডে জল, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, তারা আদি সকল পদার্থকে সেই অন্তর্যামী পরমাত্মায় ওতপ্রোত কথন করেছে এবং শরীর শরীরীভাবের একতার অভিপ্রায় থেকে এই বাদকে সর্বাত্মবাদ বলা হয় অর্থাৎ এই সব কিছু পরমাত্মারই বিভূতি, তাঁর থেকে ভিন্ন কোনো বস্তু নেই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা সকল জড় চেতনকে ব্রহ্ম শরীর মান্য করে এই ভাবকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এর নাম থেকে কথন করে। এবং মায়াবাদী এই ভাবকে লুকিয়ে এখানে মায়ার পর্দা দিয়ে এই অর্থ করে যে, এই যতগুলো চরাচর জগৎ রয়েছে তা পরমাত্মা থেকে ভিন্ন কোনো বস্তু নয়। যেরূপে স্বপ্নের পদার্থ স্বপ্নদ্রষ্টা থেকে ভিন্ন কোনো সত্যতা রাখে না। এই প্রকার এই সম্পূর্ণ প্রপঞ্চ ব্রহ্মে রজ্জু সর্পাদির সমান কল্পিত, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। এই অভিপ্রায় থেকে কৃষ্ণজী বলেছেন যে "**মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়**" আর এই ভাবকে "**তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ**" [ব্র০ সূ০ ২/১/১৪] এর ভাষ্যে স্বামী শঙ্করাচার্য বিস্তারপূর্বক নিরূপণ করেছে। এই শ্লোকের টীকা করতে মধুসূদন স্বামী গড়বড় করেছেন। তা এই প্রকারের যে, এনার সিদ্ধান্তানুকূল যেমনঃ মাটির ঘটাদি বিকার মাটি থেকে ভিন্ন নয় এবং সুবর্ণের ভূষণ সুবর্ণ থেকে ভিন্ন নয়, এই প্রকারের কোনো অদ্বৈতমত এর সাধক দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত ছিল, পুনরায় "**সূত্রে মণি গণাইব**" কেন বললো ? কেননা সুতায় মুক্তা গণ এর উপাদান কারণ নয় এবং তাদের মতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ জগতের উপাদান কারণ। এইজন্য গ্রন্থকর্তা ব্যাসকে কোনো উপাদানকারণ এর দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত ছিল এবং সেই দৃষ্টান্ত এই ছিল যে "**কনকে কুণ্ডলাদিব ইতি তু যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ**" [গীতা ৭/৭; ম০ সূ০] = সুবর্ণে কুণ্ডলাদি ভূষণের সমান কথন করা যোগ্য দৃষ্টান্ত। এই কথন করে তাঁদের মধুসূদন স্বামী ব্যাসজীর এই ন্যূন্যতা পূর্ণ করেছে এবং তাৎপর্য এই বের করেছে যে "**সূত্রে মণি গণাইব**" এই দৃষ্টান্ত কেবল গ্রন্থ = পুরাতন মাত্রে, অভেদে এর অভিপ্রায় নেই। মহর্ষি ব্যাসের তাৎপর্যকে অন্যথা বর্ণনকারী এই
~~~~~~

মধুসূদনের ব্যাখ্যান গীতায় স্পষ্ট ভেদকে দাবিয়ে রাখতে পারে না এবং না তো ব্যাসজীর এই আশয়কে লুকায়িত করতে পারে যা তিনি এই সপ্তম অধ্যায়ে উপাস্য উপাসক ভাব বর্ণন করে জীব ব্রহ্মের ভেদ কথন করছে।

সং – ননু, তোমাদের মতে যখন জীব এবং প্রকৃতি প্রথম থেকেই অনাদি সিদ্ধ রয়েছে তো ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং তাঁর প্রভুতাই কেন ? উত্তর —

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্যয়োঃ ৷
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ৷৷ ৮ ৷৷

পদ — রসঃ। অহং। অপ্সু। কৌন্তেয়। প্রভা। অস্মি। শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ। সর্ববেদেষু। শব্দঃ। খে। পৌরুষং। নৃষু।

পদার্থ – (**কৌন্তেয়**) হে অর্জুন ! (**অপ্সু**) জলের মধ্যে (**রসঃ, অহং, অস্মি**) আমি রস (**শশিসূর্যয়োঃ**) চন্দ্রমা তথা সূর্যের মধ্যে (**প্রভা**) প্রকাশ আমি (**সর্ববেদেষু**) সকল বেদের মধ্যে (**প্রণবঃ**) ওঙ্কার (**খে**) আকাশের মধ্যে (**শব্দঃ**) শব্দ (**নৃষু**) মনুষ্যের মধ্যে (**পৌরুষং**) পুরুষার্থ।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! জলের মধ্যে আমি রস, চন্দ্রমা তথা সূর্যের মধ্যে প্রকাশ আমি, সকল বেদের মধ্যে ওঙ্কার, আকাশের মধ্যে শব্দ, মনুষ্যের মধ্যে পুরুষার্থ।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই সিদ্ধ করেছে যে, এই কার্যরূপ সংসারে যে রূপ রসাদি এর আবির্ভাব হয় তা পরমাত্মা থেকেই হয়। এই অভিপ্রায় থেকে জলের মধ্যে রস এবং সূর্য তথা চন্দ্রমাদির মধ্যে প্রকাশাদি, এই পরমাত্মা নিজ বিভূতি বর্ণন করেছে।

মায়াবাদীগণ এর এই অভিপ্রায় নেয় যে, রসাদিরূপ সব কিছু পরমাত্মা নিজে নিজেই হয়ে গেছে। এইজন্য এরূপ বলেছে যে, আমি জলের মধ্যে রস এবং সূর্য চন্দ্রমাদির মধ্যে প্রকাশ। যদি এই শ্লোকের এই ভাব হতো তো "**অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং**" [কঠ০ ১/৩/১৫] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যে পরমাত্মাকে রূপ রসাদি থেকে রহিত কেন বলা হলো।

~~~~~~

এবং [গীতা ১৩/২৭] মধ্যে এই বর্ণন করা হয়েছে যে —

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।
[গীতা ১৩/২৭]

অর্থ – সকল ভূতে যিনি পরমাত্মাকে একরস মান্য করে এবং বিনাশীদের মধ্যে অবিনাশী মান্য করে তিনি যথার্থ মান্য করে। এবং এর পরবর্তীতে নিরূপণ করেছে যে, এই প্রকার পরমাত্মাকে অবিনাশী জেনেই মুক্তি কে প্রাপ্ত হয়। পুনরায় "**অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ**" [গীতা ১৩/৩১] মধ্যে এই বর্ণন করেছে যে, সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি এবং নির্গুন হওয়ায় কোনো বিকারকে প্রাপ্ত হয় না। যদি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আদির মধ্যে রস, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ আদি পরমাত্মারই গুণ হতো তো এই শ্লোকে পরমাত্মাকে নির্গুণ কথন করা হতো না। স্বামী রামানুজ এই শ্লোককে এই ভাব সংযুক্ত করেছে যে "**এতে সর্বে বিলক্ষণাভাবা মত্তএবোৎপন্নাঃ মচ্ছেষভূতামচ্ছরীরতয়া ময্যেবাঽবস্থিতাঃ অতস্তৎপ্রকারোঽহমেবাবস্থিতঃ**" = এই সব রূপরসাদি ভাব পরমাত্মা থেকেই উৎপন্ন হয় এবং পরমাত্মারই প্রকৃতিরূপ শরীরে স্থিত। এইজন্য বলা হয়েছে যে, রসাদিরূপ থেকে আমিই স্থিত। আধুনিক বেদান্তিগণও ব্রহ্মকে উপাদান কারণ মনে করে সর্বভূতের ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ করার জন্য রূপরসাদি ভাবের মধ্যে ব্রহ্মের ব্যাখ্যান করে কিন্তু যখন বৈদিক ভাবের উপর তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে যে, বেদ ব্রহ্মকে রূপরসাদি গুন থেকে রহিত মান্য করেছে তো, এই লিখেছেন যে "**ইয়ং বিভূতিরাধ্যানায়োপদিশ্যত ইতিনাতিবামিনিষ্টব্যং**" [গীতা ৭/৬ ; ম০ সূ০] = এই বিভূতি ধ্যানের জন্য উপদেশ করা হয়েছে, এইজন্য এগুলো মধ্যে আগ্রহ করা উচিত নয় যে, পরমাত্মা এই বিভূতিতে বর্ণন করা রূপযুক্ত। যদি আধুনিক বেদান্তিগণের সিদ্ধান্তানুকূল মৃত্তিকা থেকে ঘট এবং সুবর্ণ থেকে কুণ্ডলাদির সমান পরমাত্মাই শুভাশুভ রূপ ধারণ করতো তো নিম্নলিখিত শ্লোকে পরমাত্মার পবিত্র ভাব কেন বর্ণন করা হয়েছে, যেরূপ —

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।। ৯ ।।

পদ — পুণ্যঃ। গন্ধঃ। পৃথিব্যাং। চ। তেজঃ। চ। অস্মি। বিভাবসৌ।
জীবনং। সর্বভূতেষু। তপঃ। চ। অস্মি। তপস্বিষু।
~~~~~~

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**পৃথিব্যাং**) পৃথিবী মধ্যে (**পুণ্যঃ, গন্ধঃ**) পবিত্র গন্ধ আমি (**চ**) এবং (**বিভাবসৌ**) অগ্নির মধ্যে (**তেজঃ, অস্মি**) তেজ আমি (**সর্বভূতেষু, জীবনং**) সকল ভূতে জীবন আমি এবং (**তপস্বিষু**) তপস্বীদের মধ্যে (**তপঃ, চ, অস্মি**) তপ আমি।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! পৃথিবী মধ্যে পবিত্র গন্ধ আমি এবং অগ্নির মধ্যে তেজ আমি, সকল ভূতে জীবন আমি এবং তপস্বীদের মধ্যে তপ আমি।

ভাষ্য – পৃথিবী আদিতে পবিত্র গন্ধ পরমাত্মার বিভূতি, অগ্নিতে তেজ পরমাত্মার বিভূতি, সকল জীবের মধ্যে জীবন পরমাত্মার বিভূতি, "**যেন জীবন্তি সর্বাণিভূতানি তজ্জীবনং**" = যার থেকে সকল ভূত জীবিত থাকে তার নাম "জীবন"। এবং তপস্বীদের মধ্যে তপ পরমাত্মার বিভূতি। অধিক আর কি, নিম্নলিখিত শ্লোকে এই লেখা হয়েছে যে —

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।। ১০ ।।

পদ — বীজং। মাং। সর্বভূতানাং। বিদ্ধি। পার্থ। সনাতনং।
বুদ্ধিঃ। বুদ্ধিমতাং। অস্মি। তেজঃ। তেজস্বিনাং। অহং।

পদার্থ – (**সর্বভূতানাং**) সকল প্রাণিদের (**মাং**) আমাকে (**সনাতনং, বীজং, বিদ্ধি**) সনাতন বীজ জানবে (**বুদ্ধিমতাং**) বুদ্ধিধারীর মধ্যে (**বুদ্ধিঃ**) বুদ্ধি (**অহং, অস্মি**) আমি হই (**তেজস্বিনাং**) তেজস্বীদের মধ্যে (**অহং, তেজঃ, অস্মি**) আমি তেজ।

সরলার্থ – সকল প্রাণিদের মধ্যে আমাকে সনাতন বীজ জানবে। বুদ্ধিধারীর মধ্যে বুদ্ধি আমি হই। তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ।

ভাষ্য – সকল ভূতের বিভূতি আমি অর্থাৎ পরমাত্মার শক্তি দ্বারাই বীজ আকার হয়ে সব ভূতের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধিধারীর মধ্যে বুদ্ধি তথা তেজস্বীদের মধ্যে তেজ পরমাত্মার বিভূতি। এই শ্লোক দ্বারা এই বোধন করেছে যে, তপস্বী চক্রবর্তী আদির তেজ পরমাত্মা থেকেই উৎপন্ন হয় এবং বুদ্ধিধারীর বুদ্ধি = বেদরূপী আদিত্যজ্ঞানও পরমাত্মা থেকেই

~~~~~~

উৎপন্ন হয়।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ৷
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ৷৷ ১১ ৷৷

পদ — বলং। বলবতাং। চ। অহং। কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধঃ। ভূতেষু। কামঃ। অস্মি। ভরতর্ষভ।

পদার্থ – হে ভরতর্ষভ ! (**বলবতাং**) বলবান এর (**বলং**) বল (**অহং**) আমি, তা কিরকম বল (**কামরাগবিবর্জিতম্**) যা কাম এবং রাগ থেকে রহিত (**চ**) এবং (**ভূতেষু**) প্রাণিদের মধ্যে (**ধর্মাবিরুদ্ধঃ, কামঃ, অস্মি**) ধর্মের সহিত যা বিরোধ রাখে না সেই কাম আমি।

সরলার্থ – হে ভরতর্ষভ ! বলবান এর বল আমি। তা কিরকম বল ? যা কাম এবং রাগ থেকে রহিত এবং প্রাণিদের মধ্যে ধর্মের সহিত যা বিরোধ রাখে না সেই কাম আমি।

সং – ননু, যখন ভূতদের বীজ এবং সমস্ত কামাদি বল পরমাত্মাই তো তাহলে পরমাত্মাকে নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব কিভাবে বলা যেতে পারে ? উত্তর —

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ৷
মত্ত এবেতি তান্বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ৷৷ ১২ ৷৷

পদ — যে। চ। এব। সাত্ত্বিকাঃ। ভাবাঃ। রাজসাঃ। তামসাঃ। চ। যে।
মত্তঃ। এব। ইতি। তান্। বিদ্ধি। ন। তু। অহং। তেষু। তে। ময়ি।

পদার্থ – (**যে**) যে (**সাত্ত্বিকাঃ, ভাবাঃ**) সাত্ত্বিক গুণ রয়েছে (**চ**) এবং (**রাজসাঃ, তামসাঃ**) যে রজো তথা তমো গুণ রয়েছে (**তান্**) সেগুলো (**মত্তঃ, এব**) আমার থেকেই (**বিদ্ধি**) জানবে (**ন, তু, অহং, তেষু**) আমি সেই গুণের মধ্যে আসি না (**তে**) সেই গুণ (**ময়ি**) আমার মধ্যে রয়েছে।
~~~~~~

সরলার্থ – যে সাত্ত্বিক গুণ রয়েছে এবং যে রজো তথা তমো গুণ রয়েছে সেগুলো আমার থেকেই জানবে। আমি সেই গুণের মধ্যে আসি না, সেই গুণ আমার মধ্যে রয়েছে।

ভাষ্য – সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, এই সব গুণ পরমাত্মা এর কারণতা থেকে এই কার্য জগতে আসে এবং পরমাত্মরূপ অধিকরণে অবস্থান করে। অর্থাৎ পরমাত্মার আশ্রিত যে প্রকৃতি রয়েছে তার এই সব গুণ রয়েছে। এইজন্য বলেছে যে "**ন ত্বহং তেষু**" আমি তাদের মধ্যে নই এবং "**তে ময়ি**" = সেগুলো আমার মধ্যে অর্থাৎ এই গুণ জীবদেরকে ব্যাপ্ত হয়, পরমাত্মা এই গুণ থেকে সর্বথা অতীত। অতএব তিনি সর্বদা নিত্বশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব হওয়ায় প্রকৃতির সকল বন্ধন থেকে উপরে। এই প্রকার পরমাত্মার নিমিত্ত কারণ এই বিভূতি বর্ণনে কথন করা হয়েছে এবং পরমাত্মাকে উক্ত ভাবের নিমিত্ত কারণ হওয়ায় সর্বথা স্বতন্ত্র বর্ণন করা হয়েছে। কিন্তু মায়াবাদীগণ সেই ভাবকেও কল্পিত কাহিনী দ্বারা বর্ণন করে। যেরূপ মধুসূদন স্বামী লিখেছেন যে "**তে তু ভাবা ময়ি রজ্জ্বামিব সর্পাদয়ঃ কল্পিতা মদধীনসত্তাস্ফুর্তিকাঃ মদধীনা ইত্যর্থঃ**" [গীতা ৭/১২ ; ম০ সূ০] = এই সব যা পূর্বে বর্ণন করা হয়েছে রজ্জুতে সর্পের সমান কল্পিত এবং পরমাত্মার অধীন সত্তাস্ফুর্তি যুক্ত। এইজন্য পরমাত্মার অধীন কথন করা হয়েছে। মায়াবাদীদের যে নামমাত্রের নিত্যশুদ্ধমুক্ত স্বভাব পরমাত্মা রয়েছে তিনি রজ্জু সর্পের ন্যায় নিজেই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ সংসারের কল্পনার কল্পক হয়ে স্বয়ং বন্ধনে ফেঁসে যায়।

ননু – রজ্জু সর্পের সমান সংসাররূপী কল্পনার কল্পক জীব, ব্রহ্ম নয়। তাহলে তাঁকে দোষ কেন লাগানো হয় ? **উত্তর** – মায়াবাদীদের সিদ্ধান্তানুকূল সকল মিথ্যা কল্পনার মূলভূত মায়া শুদ্ধ ব্রহ্মের আশ্রিত থাকে এবং তাঁকেই অজ্ঞানী করে, যেরূপ —

আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী নির্বিভাগ চিতিরেব কেবলা।
পূর্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ॥

অর্থ – জীব ঈশ্বর এর বিভাগ থেকে রহিত যে কেবলাচিতি রয়েছে সেই চিতি (আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী) অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় (পূর্বসিদ্ধতমসো) জীব ঈশ্বরের উৎপত্তি থেকে প্রথম যে অজ্ঞান তা (পশ্চিমঃ) পরে উৎপন্ন হওয়া কোনো পদার্থের

(নাশ্রয়ঃ) আশ্রয় করে না এবং **(নাপি গোচরঃ)** না তো তাঁর বিষয় হয় অর্থাৎ সমস্ত সংসারের উৎপত্তির কারণ মায়া বা অজ্ঞান। মায়াবাদীদের শুদ্ধব্রহ্ম এর আশ্রয়ে থাকে এবং তাঁকেই অজ্ঞানী বানিয়ে দেয়। কেননা বাকী সব পদার্থ তো পরবর্তীতে উৎপন্ন হয়। এই প্রকার রজ্জু সর্পের সমান এই মিথ্যাভূত সংসারের মিথ্যা কল্পনা করে মায়াবাদীদের শুদ্ধ ব্রহ্ম অশুদ্ধ হয়ে যায়। এইজন্য তাঁকে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব বলা যায় না। এবং এদের উক্ত আধুনিক বেদান্তের শ্লোকের আশয় থেকে বিরুদ্ধ গীতার এই সিদ্ধান্ত যে —

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ।। ১৩ ।।

পদ — ত্রিভিঃ। গুণময়ৈঃ। ভাবৈঃ। এভিঃ। সর্বং। ইদং। জগৎ।
মোহিতং। ন। অভিজানাতি। মাম। এভ্যঃ। পরং। অব্যয়ং।

পদার্থ – **(এভিঃ, ত্রিভিঃ)** এই তিনটি **(গুণময়ৈঃ)** গুণরূপ **(ভাবৈঃ)** ভাব থেকে **(ইদং, সর্বং, জগৎ)** এই সমস্ত জগৎ **(মোহিতং)** মোহকে প্রাপ্ত হয়েছে **(এভ্যঃ, পরং)** তিন গুণ থেকে পরে [উপরে] **(অব্যয়ং)** বিকার রহিত **(মাং)** আমাকে **(ন, অভিজানাতি)** জানে না।

সরলার্থ – এই তিনটি গুণরূপভাব থেকে এই সমস্ত জগৎ মোহকে প্রাপ্ত হয়েছে। তিন গুণ থেকে পরে [উপরে] বিকার রহিত আমাকে জানে না।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই কথন করা হয়েছে যে, এই তিন গুণ থেকে সংসার মোহকে প্রাপ্ত হয়, পরমাত্মা কখনো নয় এবং মায়াবাদীদের সিদ্ধান্তানুকূল পরমাত্মাই মোহকে প্রাপ্ত হয়ে জীব ঈশ্বরাদি ভাবকে ধারণ করে। এই প্রকার তাঁদের অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রিত থেকে ব্রহ্মকে মোহিত করে নেয়। এই সিদ্ধান্ত গীতাশাস্ত্র থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। এই শ্লোকের সঙ্গতি মধুসূদন স্বামী এইরূপ যুক্ত করেছেন যে **"রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়"** ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরমেশ্বর সমস্ত জগতকে নিজের স্বরূপ বলেছেন এবং তিনি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব তাহলে পরমাত্মা অভিন্ন এই জগতে সংসারীপন কিভাবে হবে। যদি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব পরমাত্মার অজ্ঞান থেকে জীবের মধ্যে সংসারীপন হয়, বাস্তবে নয় তো জীবের

~~~~~~

মধ্যে অজ্ঞান কোথা থেকে আসে ? অর্জুনের এই শঙ্কার নিবৃত্তির জন্য এই শ্লোক। উক্ত স্বামীর এই সঙ্গতি সর্বথা অসঙ্গত। কেননা তাঁদের মতে অজ্ঞান জীবের মোহের কারণ নয় বরং ব্রহ্মকে মোহিত করে জীব বানিয়ে দেওয়ার কারণ। তাহলে বিচার করুন জীবের কী অপরাধ ? যখন শুদ্ধ ব্রহ্ম ছিল অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে জীব হয়ে গেল। মায়াবাদীদের মতানুকূল এই উপালম্ব কৃষ্ণজী জীবদের তখন প্রদান করে যখন স্বয়ং মায়ার বশীভূত হয়ে নিজের স্বরূপকে ভুলে যায় না। যখন স্বয়ং ব্রহ্মই ভুলে গিয়ে জীব হয়ে যায় তো জীবদের কে কী উপালম্ব প্রদান করতে পারে যে, তোমরা মোহে বশীভূত হয়ে আমাকে জানো না। বৈদিক মতানুকূল (মায়া) প্রকৃতি জীবেদের মোহ এর কারণ, পরমাত্মার মোহের কারণ নয়, দেখুন —

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।। ১৪ ।।

পদ — দৈবী। হি। এষা। গুণময়ী। মম। মায়া। দুরত্যয়া।
মাং। এব। যে। প্রপদ্যন্তে। মায়াং। এতাং। তরন্তি। তে।

পদার্থ – (**এষা**) এই (**গুণময়ী**) সত্ত্ব, রজ, তম তিনগুণ যুক্ত (**মম**) আমার (**মায়া**) প্রকৃতি (**দুরত্যয়া**) দুঃখ থেকে পাড় করার যোগ্য (**মাং, এব**) আমাকেই (**যে**) যাঁরা (**প্রপদ্যন্তে**) প্রাপ্ত হয় (**তে**) তাঁরা (**এতাং, মায়াং**) এই মায়াকে (**তরন্তি**) পাড় করে যায়।

সরলার্থ – এই সত্ত্ব, রজ, তম তিনগুণ যুক্ত আমার প্রকৃতি দুঃখ থেকে পাড় করার যোগ্য। আমাকেই যাঁরা প্রাপ্ত হয় তাঁরা এই মায়াকে পাড় করে যায়।

ভাষ্য – "মায়া" শব্দের অর্থ এখানে প্রকৃতি। যেরূপ "**মায়াস্তুপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং**" [শ্বেতা০ ৪/১০] = প্রকৃতিকে মায়া এর (মায়ার) মায়াধারী পরমেশ্বরকে জানো। ইত্যাদি উপনিষদ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট পাওয়া যায় যে, মায়া এখানে প্রকৃতির নাম। এবং এই মায়ারূপী প্রকৃতি মোহের হেতু। প্রকৃতিকে পরমাত্মার জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য পাড় করতে পারে অন্যথা নয়। যেরূপ "**পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেণাভিনিষ্পদ্যন্তে**" সেই পরম জ্যোতি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে নিজের স্ব-স্ব রূপে স্থির হয় অর্থাৎ প্রকৃতির বন্ধন
~~~~~~

থেকে রহিত হয়ে যায়। এই আশয় থেকে কৃষ্ণজী বলেছেন যে, পরমাত্মার জ্ঞাতা দ্বারা প্রকৃতির বন্ধন থেকে ব্যক্তি মুক্ত হয়ে যায়।

মায়াবাদীগণ এর এই অর্থ করেছে যে, যেই প্রকার তিনগুণ হওয়া রজ্জু [সুতা] দৃঢ় হয়ে যায় এই প্রকার অত্যন্ত দৃঢ় হওয়ার অভিপ্রায় থেকে এখানে মায়াকে গুণময়ী কথন করা হয়েছে এবং গুণ শব্দের অর্থ তাঁরা এখানে সাংখ্যশাস্ত্র এর মান্য করা গুণের নেয় নি। কেননা এখানে সেই অর্থ নেওয়া হতো তো তাদের মায়া সিদ্ধ হতো না আর মায়ার সিদ্ধ না হওয়ায় তাদের সমগ্র প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যেত। কেননা তাদের মতে জগতের উপদান কারণ মায়া এবং মায়া দ্বারাই তাঁদের মতে জীব ঈশ্বর হয়ে যায়। শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়া উপাধিযুক্ত ঈশ্বর এবং মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যা উপাধিযুক্ত জীব বলা হয়। অর্থাৎ যে অবিদ্যা সত্ত্বগুণ এর প্রধানতা থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছ, যেরূপ দর্পন মুখের আভাসকে গ্রহণ করে, সেই প্রকার স্বচ্ছ অবিদ্যা চেতনের আভাসকে গ্রহণ করে। যেই প্রকার দর্পনের ছাই আদি দোষ মুখরূপ বিম্বকে দূষিতে করে না, সেই প্রকার সেই অবিদ্যা বিম্ব অর্থাৎ ঈশ্বরকে দূষিত করে না। আর যেরকম দর্পনের দোষ থেকে প্রতিবিম্ব স্থানীয় জীবাত্মা দূষিত হয়, এই প্রকার আবিদ্যক উপাধি থেকেই তাঁদের মতে জীব ঈশ্বর আদি সব প্রপঞ্চ বানিয়ে দেয়। মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান তাদের মতে একই বস্তুর নাম। যদি এই অবিদ্যারূপ মায়া না মান্য করা হতো, প্রকৃতিরূপ মায়াই মান্য করা হতো তো, তাঁদের মায়াবী মায়াবাদ মনোরথ মাত্র হয়ে যেত। অর্থাৎ মায়াবী ব্যক্তির মায়াজালের মতো তাঁদের মায়ার নাশ থেকে মায়াবাদ নাশকে প্রাপ্ত হয়ে যেত। এইজন্য গীতায় যেখানে যেখানে প্রকৃতি এর অর্থ মায়া শব্দ আসে তা এইলোকগণ অবিদ্যা অর্থই করে। কিন্তু, "মমমায়া" কথন করার মাধ্যমে এর অর্থ আমার অজ্ঞান করা যায় তো অর্থ সর্বথা পাল্টে যায়।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ৷
মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — ন। মাং। দুষ্কৃতিনঃ। মূঢ়াঃ। প্রপদ্যন্তে। নরাধমাঃ।
মায়য়া । অপহৃতজ্ঞানাঃ। আসুরং। ভাবং। আশ্রিতাঃ।

পদার্থ – **(দুষ্কৃতিনঃ)** খারাপ কর্মকারী **(মূঢ়াঃ)** মোহকে প্রাপ্ত হয় **(মায়য়া)** প্রকৃতির বন্ধন

~~~~~~

থেকে **(অপহৃতজ্ঞানাঃ)** যাঁর জ্ঞান নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এইরূপ **(নরাধমাঃ)** অধম ব্যক্তি যিনি **(আসুরং, ভাবং, আশ্রিতাঃ)** অসুরের ভাবকে আশ্রয় করে রয়েছে তিনি **(মাং)** আমাকে **(ন, প্রপদ্যন্তে)** প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – খারাপ কর্মকারী মোহকে প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির বন্ধন থেকে যাঁর জ্ঞান নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এইরূপ অধম ব্যক্তি যিনি অসুরের ভাবকে আশ্রয় করে রয়েছে, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হয় না।

ভাষ্য – "**মায়য়া অপহৃতজ্ঞানা**" এই বাক্যের অর্থ এই যে, মায়া থেকে যাঁর জ্ঞান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই কথন থেকে পাওয়া যায় যে, মায়া থেকে জীবের জ্ঞান নাশ হয় যায়, ঈশ্বরের নয়। আর তাঁদের মতে তো মায়া ব্রহ্মের মধ্যেই মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন করে দেয়। যেরূপ "**তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়তি**" [ছান্দোগ্য০ ৬/২/৩] এই বাক্যের মায়াবাদীগণ এই ব্যবস্থা করে যে, মায়ার বশীভূত হয়ে ব্রহ্মে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। কেননা তাঁদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্মে ইচ্ছা নেই। এই প্রকার যদি মায়া ব্রহ্মকে মোহিত কারীরই এই শ্লোকে গ্রহণ হতো তো আসুরভাবে বিচরণকারী জীবের কি দোষ। মায়া তো তাদের সর্বোপরি ব্রহ্মকেও মোহিত করে সর্বাকার করে দেয়। স্বামী রামানুজ এই বিষয়ে লিখেছেন যে — "**মিথ্যার্থেষু মায়া শব্দ প্রয়োগো মায়াকার্য্য বুদ্ধি বিষয়ত্বেনৌপচারিকঃ। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতিবৎ, এষা গুণময়ী পারমার্থিকী ভগবন্মায়ৈব মায়াস্তুপ্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ইত্যাদিষ্বভিধীয়তে।।**"

অর্থ – কখনো কখনো যে মায়াবীগণ এবং মিথ্যার্থে "মায়া" শব্দের প্রয়োগ আসে তা উপচারিক, মুখ্য নয়। "যেমন মঞ্চ বলে" এই বাক্যে মঞ্চের বলা মুখ্য নয় কিন্তু গৌণবৃত্তি থেকে হয় "**এষাগুণময়িমমমায়া**" এই বাক্যে মায়া সত্যিকারের প্রকৃতির নাম। কেননা "**মায়ানৃতু প্রকৃতিং বিুযাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং**" ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিকে মায়া কথন করা হয়েছে।

সং – এখন এই প্রকৃতিরূপ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কথন করছে —

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। ১৬।।
~~~~~~

~~~~~~

পদ — চতুর্বিধাঃ। ভজন্তে। মাং। জনাঃ। সুকৃতিনঃ। অর্জুন।
আর্ত্তঃ। জিজ্ঞাসুঃ। অর্থার্থী। জ্ঞানী। চ। ভরতর্ষভ।

পদার্থ – (**ভরতর্ষভ**) হে ভরতকুলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (**চতুর্বিধাঃ**) চার প্রকারের (**সুকৃতিনঃ, জনাঃ**) পুণ্যাত্মাগণ (**মাং, ভজন্তে**) আমাকে ভজনা করে অর্থাৎ আমার উপাসনা করে, প্রথম (**আর্ত্তঃ**) কোনো দুঃখ থেকে দুঃখী হয়ে, দ্বিতীয় (**জিজ্ঞাসুঃ**) ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছেকারী, তৃতীয় (**অর্থার্থী**) কোনো প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য ভক্তি কারী, চতুর্থ (**জ্ঞানী**) যিনি সৎ-সৎ বস্তুর বিবেক রেখে তদ্ধর্মতাপত্তি এর জন্য ঈশ্বরের ভজন করে।

সরলার্থ – হে ভরতকুলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! চার প্রকারের পুণ্যাত্মাগণ আমাকে ভজনা করে অর্থাৎ আমার উপাসনা করে। প্রথম কোনো দুঃখ থেকে দুঃখী হয়ে, দ্বিতীয় ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছেকারী, তৃতীয় কোনো প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য ভক্তি কারী, চতুর্থ যিনি সৎ-সৎ বস্তুর বিবেক রেখে তদ্ধর্মতাপত্তি এর জন্য ঈশ্বরের ভজন করে।

ভাষ্য – উক্ত চার প্রকারের ভক্তদের মধ্য থেকে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে প্রথমে জ্ঞানীর বর্ণন করে। মায়াবাদীদের মতে জ্ঞানী এর অর্থ এই যে, যিনি ভগবত্তত্ত্ব এর সাক্ষাৎকার করেছেন এবং সেই সাক্ষাৎকার এঁদের মতে জীব ব্রহ্মের একতা রূপ বলা হয়েছে। এইরূপ জ্ঞানীর অভিপ্রায় থেকে এখানে "জ্ঞানী" শব্দ আসে নি কিন্তু সৎ-সৎ বিবেচন এর অনন্তর অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় থেকে এসেছে। যেরূপ "**একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি**" [গীতা ৫/৫] ইত্যাদি শ্লোকে নিষ্কামকর্ম এবং নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠানপর নাম জ্ঞান, এবং "**সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে**" [গীতা ১৮/২০] ইত্যাদি শ্লোকে সকল বিনাশী পদার্থে অবিনাশী পদার্থের দৃষ্টির নাম জ্ঞান, এই জ্ঞান "**ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ**" [মুণ্ডক০ ২/২/৮] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যে কথন করা হয়েছে এবং এই জ্ঞান "**আত্মবাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ**" ইত্যাদি বাক্যে কথন করা হয়েছে। এদের "তত্ত্বমসি" এবং "অহংব্রহ্মাস্মি" যুক্ত জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মই অবিদ্যা উপাধি থেকেই জীব হয়েছিল, যখন তাঁর পুনরায় বোধ হয় তো সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি দ্বারা পুনরায় যেমন-তেমন ভাবে ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই ভাব থেকে জ্ঞান শব্দ গীতায় কোথাও আসে নি।
~~~~~~

~~~~~~

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।। ১৭ ।।

পদ — তেষাং। জ্ঞানী। নিত্যযুক্তঃ। একভক্তি। বিশিষ্যতে।
প্রিয়ঃ। হি। জ্ঞানিনঃ। অত্যর্থং। অহং। স। চ। মম। প্রিয়ঃ।

পদার্থ – (**তেষাং**) উক্ত চার প্রকারের ভক্তদের মধ্য থেকে জ্ঞানী (**নিত্যযুক্তঃ**) পরমাত্মার যোগে নিত্যযুক্ত থাকে অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের সহিত নিত্য যুক্ত থাকে, পুনরায় সেই জ্ঞানী কিরকম (**একভক্তিঃ**) এক পরমাত্মাতেই ভক্তি যাঁর তাঁকে "একভক্তি" বলে, সেই একভক্তি যুক্ত জ্ঞানী (**বিশিষ্যতে**) বাকী দের থেকে বিশেষ মনে করা হয় (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**জ্ঞানিনঃ**) জ্ঞানীদের কাছে (**অহং**) আমি (**অত্যর্থং**) অত্যন্ত (**প্রিয়ঃ**) প্রিয় এবং (**স, চ**) সেই জ্ঞানী (**মম, প্রিয়ঃ**) আমার প্রিয়।

সরলার্থ – উক্ত চার প্রকারের ভক্তদের মধ্য থেকে জ্ঞানী পরমাত্মার যোগে নিত্যযুক্ত থাকে অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের সহিত নিত্য যুক্ত থাকে। পুনরায় সেই জ্ঞানী কিরকম ? এক পরমাত্মাতেই ভক্তি যাঁর তাঁকে "একভক্তি" বলে। সেই একভক্তি যুক্ত জ্ঞানী, বাকী দের থেকে বিশেষ মনে করা হয়। নিশ্চিত রূপে জ্ঞানীদের কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং সেই জ্ঞানী আমার প্রিয়।

ভাষ্য – "**একস্মিন্‌ভগবত্যেব অনুরক্তির্যস্য স তথা তস্য অনুরক্তিবিষয়ান্তরাভাবান্‌**" [ম০ সূ০] = এক ভগবানে ভক্তি নামক প্রেম হবে যাঁর, তাঁকে "একভক্তি" বলে। কেননা তাঁর প্রেমের অন্য কোনো বিষয় হয় না। এখানে মধুসূদন স্বামীও একভক্তির অর্থ এটাই মেনে নিয়েছে যে, পরমাত্মা থেকে ভিন্ন কোনো অন্য উপাস্যে প্রেম রাখে না তাঁকে "একভক্তি" বলে। এই প্রকারের একভক্তি যুক্ত জ্ঞানী পূর্বক্ত ভক্তদের থেকে বিশেষ। এই কথন থেকে এই সিদ্ধ হয় যে, যিনি জীব ঈশ্বর এর মায়িক ভাবকে দূর করে মায়াবাদী এক অদ্বৈত সিদ্ধ করতো তা গীতা থেকে আসে না। কেননা এখানে এখানে জ্ঞানীকেও এক প্রকারের ভক্ত মানা হয়েছে, এবং এঁদের মতে জ্ঞান হওয়ার অনন্তর ভক্তি তো কি, প্রত্যুত কোনো কর্তব্য থাকে না। যদি জ্ঞানী থেকে মায়াবাদীদের জ্ঞানী অভিপ্রেত হতো তো তাহলে বিচারী ভেদরূপ ভক্তির কী কাজ।
~~~~~~

~~~~~~

সং– ননু, যখন পরমাত্মার চার প্রকারের ভক্তদের মধ্য থেকে জেবল জ্ঞানীই প্রিয় তো অন্যগুলো তো সর্বথা নিষ্ফল হয় তাহলে তাঁর ভক্তই কেন বললো ? উত্তর —

উদারাঃ সর্বে এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ।। ১৮ ।।

পদ — উদারাঃ । সর্বে । এব । এতে । জ্ঞানী । তু । আত্মা । এব । মে । মতম্ ।
আস্থিতঃ । সঃ । হি । যুক্তাত্মা । মাং । এব । অনুত্তমাং । গতিম্ ।

পদার্থ – **(এতে)** এই **(সর্বে, এব)** সবই **(উদারাঃ)** শ্রেষ্ঠ **(জ্ঞানী, তু)** জ্ঞানী তো **(মে)** আমার **(আত্মা, এব)** আত্মাই **(মতং)** মানা হয় **(হি)** সেজন্য **(যুক্তাত্মা)** নিষ্কামকর্মাদি যোগযুক্ত আত্মা যাঁর **(সঃ)** তিনি **(অনুত্তমাং, গতিং)** যেই গতি থেকে উত্তম গতি নেই এইরকম **(মাং)** আমাকে **(আস্থিত)** আশ্রয় করে সর্বোপরি উপাস্যদেব মান্য করে।

সরলার্থ – এই সবই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী তো আমার আত্মাই মানা হয়। সেজন্য নিষ্কামকর্মাদি যোগযুক্ত আত্মা যাঁর, তিনি যেই গতি থেকে উত্তম গতি নেই এইরকম আমাকে আশ্রয় করে সর্বোপরি উপাস্যদেব মান্য করে।

ভাষ্য – জ্ঞানী সৎ-সৎ বিবেকী হওয়ায় পরমাত্মার অত্যন্ত প্রিয়। এইজন্য তাঁকে আত্মা বলা হয়েছে অর্থাৎ তিনি পরমাত্মার আত্মভূত অপহতপাপ্মাদি ধর্মকে ধারণ করার কারণে পরমাত্মার আত্মা বলা হয়েছে। এখানে জ্ঞানীকে আত্মরূপ থেকে কথন করা হয়েছে, জীব ব্রহ্মের একতার অভিপ্রায়ে নয় বরং তদ্ধর্মতাপত্তি এবং অত্যন্ত প্রেমের অভিপ্রায় থেকে। যেরূপ আত্মাধিকরণে "**ত্বং বাহহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি**" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাকে আত্মত্বেন কথন করা হয়েছে, এবং যেমনঃ "**যস্য প্রাণঃ শরীরম্**" [বৃহদা০ ৩/৭/১৬] ইত্যাদি বাক্যে প্রাণকে ব্রহ্মের শরীর কথন করেছে, তা প্রাণ [আত্মা] = জীব ব্রহ্মের একতার অভিপ্রায়ে নয় কিন্তু সর্বাধিষ্ঠানের অভিপ্রায়ে। এবং "আত্মা" শব্দ এখানে প্রেম এর বাচক, অদ্বৈতবাদীরা এখানে আত্মা শব্দের উপর নিজ অদ্বৈতবাদের রং রাঙিয়ে দেয় কিন্তু সেই রং নিম্নলিখিত শ্লোকের বাণীরূপ বারিধিতে প্রক্ষালন করার মাধ্যমে সর্বথা দূর হয়ে যায়, দেখুন —
~~~~~~

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ৷
বাসুদেবঃ সর্বমিতিং স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — বহূনাং। জন্মনাং। অন্তে। জ্ঞানবান্। মাং। প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ। সর্বং। ইতি। সঃ। মহাত্মা। সুদুর্লভঃ।

পদার্থ – (**বহূনাং**) অনেক (**জন্মনাং**) জন্মের (**অন্তে**) অন্তে (**জ্ঞানবান্**) জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি (**মাং**) আমাকে (**প্রপদ্যতে**) প্রাপ্ত হয় (**বাসুদেবঃ, সর্বে**) তাঁরা এই সব বাসুদেব (**ইতি**) এরূপ জেনে যিনি আমাকে প্রাপ্ত হয় (**সঃ**) তিনি (**মহাত্মা**) মহাত্মা এবং তিনি (**সুদুর্লভঃ**) দুর্লভ।

সরলার্থ – অনেক জন্মের অন্তে জ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়। তাঁরা এই সব [এই সমস্ত কিছু] বাসুদেব এরূপ জেনে যিনি আমাকে প্রাপ্ত হয়, তিনি মহাত্মা এবং তিনি দুর্লভ।

ভাষ্য – সেই জ্ঞানবান ব্যক্তি যিনি সব কিছুতে অনুগত পরমাত্মাকে সর্বাধিষ্ঠান হওয়ায় সর্বরূপ জানে, এবং "**বসতীতি বসুঃ, বসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ**" = যিনি ব্যাপক রূপে সকল স্থানে নিবাস করে তাঁকে "বাসু" এবং প্রকাশরূপ যে বাসু তাঁকে "বাসুদেব" বলে। অর্থাৎ শশিসূর্যাদি সব পদার্থের অধিষ্ঠাতার নাম "বাসুদেব" এবং আদিত্য আদির নিয়ন্তা পরমাত্মার নাম এখানে "বাসুদেব"। যেরূপ বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রহ্মণে লেখা রয়েছে যে "**য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিতাঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ**" [বৃহদা০ ৩/৭/৯] **অর্থ** – যিনি সূর্যের ভেতর ব্যাপক এবং সূর্যের নিয়ন্তা তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত পরমাত্মা। এই অভিপ্রায়ে "**বাসুদেবঃ সর্বমিতি**" বলা হয়েছে।

স্বামী রামানুজ এর অর্থ করেছেন যে "**প্রকৃতিদ্ধযস্য কার্যকারণোভয়াবস্থস্য পরম পুরুষাযত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃতৃতিত্বং পরমপুরুষস্য চ সর্বৈঃ প্রকারৈঃ সর্বসৃমাৎ পরপরত্ব মুক্তম্**" [গীতা ৭/১৯; রামানুজ ভাষ্য] = এই জড় চেতনরূপ যে উভয় প্রকারের প্রকৃতি, এই প্রকৃতির কার্য কারণরূপী ভাবে স্থির যে পরমপুরুষ পরমাত্মা, তাঁর অধীন এই চরাচর প্রকৃতির স্বরূপের স্থিতি। এই ভাব থেকে সব কিছু বাসুদেব বলা হয়েছে।

বসুদেব এর পুত্র বাসুদেব এর অর্থ এখানে স্বামী শঙ্করাচার্য, মধুসূদন স্বামী তথা স্বামী রামানুজ কোনো টীকাকার করেন নি। আর কিভাবে করতে পারতো যখন গীতার জন্ম উপনিষদ বাক্যকে আশ্রয় করে হয় তো এর মূলভূত বাক্যই কি রাখে, এই শ্লোকে ভাষ্য করার যোগ্য "**জ্ঞানবান্**" শব্দ। এই শব্দের অর্থ এখানে যদি শঙ্কর মতের হতো তো এটা বলা হতো না যে, অনেক জন্মের পশ্চাতে জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়। কেননা শঙ্কর দর্শনে জ্ঞানের অনন্তর সেই সময় ব্রহ্ম হয়ে যায়, এর মধ্যে ক্ষণভর এরও বিলম্ব হয় না। যেরূপ বেদান্ত সূত্র আরাম্ভণাধিরকণে লিখেছেন যে — "**ব্রহ্মদর্শনসর্বাত্মভাবযোর্মধ্যে কর্ত্তব্যান্তরবারণাযোদাহার্যম্। তথাতিষ্ঠিন গায়তি তিষ্ঠতি গায়ত্যোর্মধ্যে তৎকতৃ কং কার্যান্তরং নাস্তীতি গম্যতে**" [ব্র০ সূ০ ১/১/৪ ; শঙ্কর ভাষ্য] **অর্থ** – ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাঁর ফল যে সর্বাত্মভাব রয়েছে এর মধ্যে অন্য কোনো কার্য করতে হয় না। যেরূপ "বসে গায়" এখানে বসা এবং গানের মধ্যে আর কোনো কার্য পাওয়া যায় না। এই প্রকার ক্রিয়া তথা ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্তর মুক্তি হওয়ার মধ্যে অন্য কার্য হয় না। এতটুকুই নয় বরং বড় জোরপূর্বক এই কথন করেছেন যে, জ্ঞান হওয়ার পশ্চাৎ পুনর্জন্মের তো কথাই কি কোনো কর্তব্যই থাকে না। এবং "**যদপ্যকর্তব্য প্রধানমাত্মজ্ঞানং হানাযোপাদানায় বা ন ভবতীতি তথৈবেত্যভ্যুপগম্যতে অলঙ্কারোহ্যয়মস্মাকং যৎ ব্রহ্মাত্মবগতৌ সত্যাং সর্বকর্তব্যতাহানিঃ কৃতকৃত্যতা চেতি**" [ব্র০ সূ০ ১/১/৪ ; শঙ্কর ভাষ্য] = এই বলা হয়েছে যে, আত্মজ্ঞানের পশ্চাত কোনো কর্তব্য থাকে না, না কোনো পদার্থ গ্রহণ করার যোগ্য থাকে আর না কোনো ত্যাগ করার যোগ্য থাকে। ইহা ঠিক, কেননা এই আমাদের ভূষণ রয়েছে যা ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পর সমস্ত কর্তব্যের নাশ হয়ে যায় এবং কৃতকৃত্যতা হয়ে যায়। ইত্যাদি শঙ্কর মতের প্রমাণ থেকে স্পষ্ট যে, এদের এখানে জ্ঞানের পশ্চাতে কোনো কর্তব্য থাকে না। এবং এই শ্লোকে সেই জ্ঞানীর পুনরায় অনেক জন্ম মান্য করে, এর থেকে স্পষ্ট যে, মায়াবাদীদের জ্ঞান কৃষ্ণজী এই শ্লোকে কথন করেন নি, বরং ভক্তিরূপ জ্ঞান কথন করেছে। যেরূপ "**ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত**" [গীতা ৪/৪২] মধ্যে এই বর্ণন করেছে যে, জ্ঞান থেকে সংশয় দূর করে এবং যোগ দ্বারা অনুষ্ঠান প্রধান হয়ে ওঠো দাঁড়াও। এবং যে জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয় রয়েছে তাকে ভক্তিযোগ বলে। সেই ভক্তিযোগের অভিপ্রায় থেকে এখানে জ্ঞান শব্দ এসেছে। অর্থাৎ সত্যাসত্য এর বিবেক করে যিনি ঈশ্বরের ভক্তি করেন তাঁকে জ্ঞানী বলে, সেই জ্ঞানীকে এখানে অন্য ভক্তদের থেকে শ্রেষ্ঠ মানা হয়েছে।

সং – ননু, অন্য তিন প্রকারের ভক্ত ঈশ্বরের প্রিয় কেন নয়। কেননা তাঁরা যদিও নিজ প্রয়োজনে ভক্তি করে কিন্তু ভক্তি তো ঈশ্বরেরই করে করে ? উত্তর —

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ।। ২০ ।।

পদ — কামৈঃ। তৈঃ। তৈঃ। হৃতজ্ঞানাঃ। প্রপদ্যন্তে। অন্যদেবতাঃ।
তং। তং। নিয়মং। আস্থায়। প্রকৃত্যা। নিয়তাঃ। স্বয়া।

পদার্থ – (**তৈঃ, তৈঃ**) সেই সেই (**কামৈঃ**) কামনা সমূহ থেকে (**হৃতজ্ঞানাঃ**) নাশ হয়ে গিয়েছে জ্ঞান যাঁর, সেই ব্যক্তিগণ (**অন্যদেবতাঃ**) অন্য দেবতাদেরকে (**প্রপদ্যন্তে**) প্রাপ্ত হয় (**তং, তং**) সেই সেই (**নিয়মং**) নিয়মকে (**আস্থায়**) আশ্রয় করে (**স্বয়া, প্রকৃত্যা**) নিজের যে প্রকৃতি = বাসনারূপ পূর্ব স্বভাব রয়েছে তার থেকে (**নিয়তাঃ**) বশে রয়েছে।

সরলার্থ – সেই সেই কামনা সমূহ থেকে নাশ হয়ে গিয়েছে জ্ঞান যাঁর, সেই ব্যক্তিগণ অন্য দেবতাদেরকে প্রাপ্ত হয়। সেই সেই নিয়মকে আশ্রয় করে নিজের যে প্রকৃতি = বাসনারূপ পূর্ব স্বভাব রয়েছে তার থেকে বশে রয়েছে।

ভাষ্য – হে অর্জুন ! আর্ত্ত, অর্থার্থী এবং জিজ্ঞাসু, এই তিন প্রকারের ভক্ত পরমাত্মার এইজন্য প্রিয় নয় কারণ তাঁরা নিজ নিজ কামনায় বশীভূত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপাসনার রত থাকে এবং সেই কামনা সমূহ থেকে তাদের জ্ঞান নাশকে প্রাপ্ত হয়ে যায়। এইজন্য তাঁদের সত্য অসত্যের বিবেক থাকে না। এই প্রকার পরমেশ্বর এর থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে তাঁরা ঈশ্বরের প্রিয় নয়। যেরূপ "**অথ যো অন্যাং দেবতাং উপাসতে**" [বৃহদা০ ১/৪/১০] ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন পদার্থের উপাসনা কারীকে পশু বলা হয়েছে। এবং "**অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসংভূতিমুপাসতে**" [যজুর্বেদ ৪০/৬] ইত্যাদি মন্ত্রে প্রকৃতির উপাসককে অজ্ঞানের প্রাপ্তি কথন করা হয়েছে। এবং কৃষ্ণজীও এখানে অন্য দেবতাদের উপাসককে "**হৃতজ্ঞান**" শব্দ থেকে অজ্ঞানী কথন করেছে।

সং – ননু, যখন ঈশ্বর থেকে ভিন্ন ঈশ্বরত্বেন অন্য দেবতার উপাসনা করা পাপ, তাহলে

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের সরিয়ে দেয় না কেন ? উত্তর —

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি ৷
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ৷৷ ২১ ৷৷

পদ — যঃ। যঃ। যাং। যাং। তনুং। ভক্তঃ। শ্রদ্ধয়া। অর্চিতুং। ইচ্ছতি।
তস্য। তস্য। অচলাং। শ্রদ্ধাং। তাং। এব। বিদধামি। অহং।

পদার্থ – (**যঃ, যঃ**) যে যে (**ভক্তঃ**) ভক্ত (**যাং, যাং**) যেই যেই (**তনুং**) প্রকৃতির রূপকে (**শ্রদ্ধয়া**) শ্রদ্ধাপূর্বক (**অর্চিতুং**) ইচ্ছে করে (**তস্য, তস্য**) সেই সেই ব্যক্তির (**অচলাং, শ্রদ্ধাং**) অচল শ্রদ্ধাকে (**তাং, এব**) সেই প্রকৃতির রূপের প্রতিই (**বিদধামি**) ধারণ করি।

সরলার্থ – যে যে ভক্ত যেই যেই প্রকৃতির রূপকে শ্রদ্ধাপূর্বক ইচ্ছে করে সেই সেই ব্যক্তির অচল শ্রদ্ধাকে, সেই প্রকৃতির রূপের প্রতিই ধারণ করি।

ভাষ্য – যদিও পরমাত্মা সর্বশক্তিমান এবং তাঁর শক্তিতে তৎকাল পুরুষের অজ্ঞাননিবৃত্তি করে সকলকে বৈদিক পথের উপর পরিচালনা করে, কিন্তু তা জীবের পূর্বকৃত কর্মের অনুসারে মন্দকর্ম থেকে একরূপে বর্জিত করে না কিন্তু যেরূপে যেরূপে শুভকর্ম থেকে নিজ প্রকৃতিকে সেই জীব উত্তম করতে থাকে তেমনি তেমনিই সে বৈদিক পথের উপর চলার জন্য উদ্যত হয়ে যায়। আর যে শ্লোকে এরূপ বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজাকের শ্রদ্ধা সেই মূর্তিতে দৃঢ় করে দেই, এর তাৎপর্য ইহা নয় যে, আমি নিজের দিক থেকে দৃঢ় করে দেই কিন্তু কর্মফল দাতা হওয়ায় পূর্বকৃত কর্মের অনুকূল তাদেরকে তাদের অজ্ঞানের ফল প্রদান করি, যেরূপ —

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে ৷
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্হি তান্ ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — সঃ। তয়া। শ্রদ্ধয়া। যুক্তঃ। তস্য। আরাধনং। ঈহতে।
লভতে। চ। ততঃ। কামান্। ময়া। এব। বিহিতান্। হি। তান্।

পদার্থ – **(সঃ)** সেই পূর্বোক্ত ভক্ত **(তয়া, শ্রদ্ধয়া)** সেই শ্রদ্ধার সহিত **(যুক্তঃ)** যুক্ত হয়ে **(তস্য)** সেই প্রকৃতিকে মূর্তির **(আরাধনং)** পূজন **(ঈহতে)** করে **(চ)** এবং **(ততঃ)** তার থেকে **(হি)** নিশ্চিত **(তান্)** সেই কামনা সমূহকে **(লভতে)** প্রাপ্ত হয় যা **(ময়া, এব, বিহিতান্)** আমি নিজ নিয়মে নিয়ত করে ছেড়েছি।

সরলার্থ – সেই পূর্বোক্ত ভক্ত সেই শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হয়ে সেই প্রকৃতিকে মূর্তির পূজন করে এবং তার থেকে নিশ্চিত সেই কামনা সমূহকে প্রাপ্ত হয়, যা আমি নিজ নিয়মে নিয়ত করে ছেড়েছি।

ভাষ্য – পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক মূর্তিকে উপাসনাকারী পরমেশ্বরের থেকে তেমনি ফল প্রাপ্ত করে যেরূপ তাঁরা করে। এই আশয় থেকে "**ময়ৈব বিহিতান্**" কথন করা হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতিনির্মিত এই জড় জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেবের উপাসনাকারী সেই ফল প্রাপ্ত করে যা পরমাত্মা বেদে নিয়ত করে দিয়েছে। যেরূপ "**অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে**" [যজুর্বেদ ৪০/৬] = তিনি অন্ধকারকে প্রাপ্ত হয় যিনি প্রকৃতির উপাসনা করেন। প্রকৃতির উপাসকদেরকে অন্ধতমপ্রাপ্তির সূচনা সহস্র প্রতিমায় সূচিত করেছে যা জীর্ণ মন্দিরে নানা প্রকারে খণ্ডিত রয়েছে। এবং যিনি এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবের উপাসককেও তাদের শ্রদ্ধার অনুকূল পরমাত্মাই শুভফল প্রদান করে, এই আশয় থেকে কৃষ্ণ "**ময়ৈব বিহিতান্**" বলেছে। তাদের মতে "**সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**" [গীতা ১৮/৬৬] এর কি অর্থ হবে ? যখন কৃষ্ণ স্বয়ং এই বলেছেন যে, সব ধর্মকে ত্যাগ করে তোমরা এক ধর্মপরায়ণ হয়ে আমার দিকে আসো তখনি আমি তোমাদের রক্ষক হবো অন্যথা নয়। তো তাহলে এখানে ভিন্ন দেবতা সমূহের পূজাকারীর জন্য কৃষ্ণজী ফল প্রদানকে কিভাবে উদ্যত হয়ে গেল, আর যদি উদ্যতও হলো তো কিরকম শুভফলের জন্য অর্থাৎ মারণ, মোহন, উচ্চাটন আদির জন্য যেগুলো মধুসূদন স্বামী এই সমাধান করেছেন যে, (মারণ) কাউকে হত্যা করে দেওয়া (মোহন) মোহ করা (উচ্চাটন) কারো মন উদাস করে দেওয়া, এই যে তুচ্ছ ফল রয়েছে এগুলোর ইচ্ছে করে সেই লোকেরা ক্ষুদ্র দেবতা সমূহের ভক্তি করে এবং এই অশুভ ফলের কামনার কারণে পরমাত্মা সেই ক্ষুদ্র দেবতা সমূহে তাঁদের শ্রদ্ধা দৃঢ় করে দেয় যাহাতে এইরূপ ক্ষুদ্র ফল পরমাত্মাকে না দিতে হয়, আর এখানে এসে বলে দিল যে "**ময়ৈব বিহিতান্**" = সেই ফল আমিই বিধান করেছি, এটা কি ? এটা তো সেই

ঘট্টকুটীপ্রভাত এর ন্যায় হয়ে গেল যে, ঘাটের কর [চাঁদা] এর ভয়ে সারারাত ঘুরে সকালে পুনরায় সেই ঘাটের শরণ নেয় এবং কর দিতে হয়। যখন পরমেশ্বর তাদের মারণ, মোহন, উচ্চাটন আদির ফল প্রদানের জন্য প্রস্তুত তো সেই বেচারা উপাসকদেরকে ক্ষুদ্র দেবতাদের গলায় কেন মরে। যদি এরূপ বলা যায়, নিজে সাক্ষাৎ ফল কেন প্রদান করেন না, এইরূপ মন্দ কামনা সমূহের নিজে সাক্ষাৎ ফল প্রদানে পরমেশ্বর বালক লালনের সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ যেমনভাবে এক বালককে খেলানোর জন্য যেমন চায় তেমনি ইষ্টানিষ্ট বস্তু দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা যায়, এই প্রকার পরমেশ্বরও একটি খেলনা হলো যিনি মারণ, মোহন, উচ্চাটন কারীকেও তাঁদের কামনার অনুকূল ফল প্রদানের জন্য উদ্যত এবং সৎ-সৎ বিবেকযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকেও যথার্থ ফল প্রদানের জন্য উদ্যত, এইরূপ অনিষ্ট অর্থ "**ময়া এব বিহিতান্**" এর কখনো হতে পারে না। অতএব এর অর্থ এই যে, যেমন তাঁরা করবে তেমনি ভরবে [ফল পাবে], আমি এই নিয়ম বিধান করে দিয়েছি। আর দেখুন সেই ক্ষুদ্র দেবতা সমূহের ভক্তদের ক্ষুদ্রতা প্রতিপাদনের জন্য কৃষ্ণজী কিরকম দৃঢ়তার সহিত বলেছে যে —

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ।। ২৩ ।।

পদ — অন্তবৎ। তু। ফলং। তেষাং। তৎ। ভবতি। অল্পমেধসাং।
দেবান্। দেবযজঃ। যান্তি। মদ্ভক্তাঃ। যান্তি। মাং। অপি।

পদার্থ – (**তেষাং, অল্পমেধসাং**) সেই সামান্য বুদ্ধিযুক্ত ভক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানী ভক্তের (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**তৎ, ফলং**) সেই ফল (**অন্তবৎ**) অন্তযুক্ত হয় (**দেবান্**) দেবতাদেরকে (**দেবযজঃ**) দেবতাদের পূজাকারী (**যান্তি**) প্রাপ্ত হয় (**মদ্ভক্তাঃ**) আমার ভক্ত (**মাং**) আমাকে (**অপি**) নিশ্চিত রূপে (**যান্তি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – সেই সামান্য বুদ্ধিযুক্ত ভক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানী ভক্তের নিশ্চিত রূপে সেই ফল অন্তযুক্ত হয়। দেবতাদেরকে দেবতাদের পূজাকারী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্ত আমাকে নিশ্চিত রূপে প্রাপ্ত হয়।

~~~~~~

ভাষ্য – এই শ্লোকে এসে কৃষ্ণজী প্রকৃতির ভক্তদের নিষ্পত্তি করে দিয়েছে অর্থাৎ তাঁদের ফলকে দর্শিয়েছে যে, তাঁদের ফল অন্তযুক্ত = ছোট হয় এবং "**অল্পমেধসাং**" অল্প বুদ্ধিযুক্ত। এই বিশেষণ দিয়ে জ্ঞানীদের সহিত তাঁদের অত্যন্ত ভেদ সিদ্ধ করে দিয়েছে।

সং – ননু, প্রাকৃত দেবতাদের ঈশ্বর মান্য করে তাঁদের পূজা করা পাপ, তো তাহলে আপনি এর থেকে বিরুদ্ধ প্রাকৃত শরীরধারী হয়ে নিজের পূজা কেন বলছেন ? উত্তর —

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ৷
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ৷৷ ২৪ ৷৷

পদ — অব্যক্তং। ব্যক্তি। আপন্নং। মন্যন্তে। মাং। অবুদ্ধয়ঃ।
পরং। ভাবং। অজানন্তঃ। মম। অব্যয়ং। অনুত্তমম্।

পদার্থ – (**ব্যক্তি**) ব্যক্তিকে (**আপন্নং**) প্রাপ্ত হয়ে (**মাং**) আমাকে (**অবুদ্ধয়ঃ**) বুদ্ধিহীন অর্থাৎ অজ্ঞানীগণ (**অব্যক্তং**) অক্ষর পরমাত্মারূপে মান্য করে এবং (**মম**) আমার সম্বন্ধিত (**অব্যয়ং**) বিকার রহিত (**অনুত্তমম্**) যাঁর থেকে কেউ উত্তম নেই এইরূপ (**পরং, ভাবং**) পরমাত্মরূপী ভাবকে (**অজানন্তঃ**) না জেনে মান্য করে।

সরলার্থ – ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হয়ে আমাকে বুদ্ধিহীন অর্থাৎ অজ্ঞানীগণ অক্ষর পরমাত্মারূপে মান্য করে এবং আমার সম্বন্ধিত বিকার রহিত যাঁর থেকে কেউ উত্তম নেই এইরূপ পরমাত্মরূপী ভাবকে না জেনে মান্য করে।

ভাষ্য – সেই পরমভাব এটাই যাকে লোকেরা না জেনে কৃষ্ণকে পরমাত্মা মনে করে "**আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহযন্তি চ**" [ব্র০ সূ০ ৪/১/৩] সেই পরমাত্মার পরমভাবকে প্রাপ্ত হয়ে পুরুষোত্তম ব্যক্তি তাঁকে আত্মরূপে কথন করেন, যেরূপ "**ত্বং বাঽহমস্মি ভগবো দেবতেঽহংবৈ ত্বমসি**" = হে পরমাত্মদেব ! তুমি আমি আর আমি তুমি অর্থাৎ তদ্ধর্মতাপত্তি এর কারণে আমার এবং তোমার একাত্মভাব হয়ে গেছে। যেরূপ মানুষের মাঝে অত্যন্ত মিত্রতা থেকে একাত্মভাব হয়ে যায়, সেইরকমই একাত্মভাব এই আত্মধিকরণে কথন করা হয়েছে। এই পরমভাবের ব্যাখ্যান [গীতা ৯/১১] মধ্যে এই
~~~~~~

~~~~~~

প্রকারের বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেই পরমভাব = সর্বোৎকৃষ্টভাব অর্থাৎ পরমতত্ত্ব রয়েছে সেগুলো না জেনে লোকেরা আমাকে মনুষ্যমাত্র মনে করে অবজ্ঞা করে। আমি কিরকম? **"মহাংশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ"** = বড় ঈশ্বর অর্থাৎ মহেশ্বর। এখানে তদ্ধর্মতাপত্তির কারণে কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে মহেশ্বর বলেছে। যদি **"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ"** [গীতা ৬/১১] এই শ্লোকের সেই অর্থ করা যায় যা স্বামী শঙ্করাচার্য এবং মধুসূদন স্বামী মান্য করে তবুও কৃষ্ণজী ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। কেননা সেই অর্থে এইরূপ লেখা রয়েছে যে, লোকেরা মনুষ্য মনে করে আমার অপমান করে। এখন বিবেচনার যোগ্য এই বচন যে, যখন কৃষ্ণজীর সখা অর্থাৎ মিত্র সেই সময়ের লোকেরা কৃষ্ণজীকে ঈশ্বর মনে করতো না, তো এই কথন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর মধ্যে মনুষ্যের ভাব ছিল। এই প্রকার ব্যাখ্যা করে এই শ্লোক উল্টো কৃষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাবকে দূর করে দেয়। এইজন্য এর সেই অর্থই সঠিক যা আমরা পূর্বে তদ্ধর্মতাপত্তির করে এসেছি।

সং – ননু, যদি তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ যোগের কারণে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে ঈশ্বর শব্দ থেকে কথন করতো তো সেই সময়ের লোকেরা তাঁর এই ভাবকে কেন জানতো না ? উত্তর —

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ৷
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — ন। অহং। প্রকাশঃ। সর্বস্য। যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢঃ। অয়ং। ন। অভিজানাতি। লোকঃ। মাং। অজং। অব্যয়ং।

পদার্থ – **(যোগমায়াসমাবৃতঃ)** ঐশ্বররূপ যোগের যে মায়া অর্থাৎ মহতী ঘটনা রয়েছে, তার থেকে সমাবৃত অর্থাৎ আবৃত **(অহং)** আমি **(সর্বস্য)** সমস্ত লোকেদের সম্বন্ধে **(ন, প্রকাশঃ)** প্রকাশিত নই **(অজং)** অজন্মা **(অব্যয়ং)** ঈশ্বরীয় নিষ্পাপাদি ধর্মের ধারণ করার মাধ্যমে যেরূপ আমি অব্যয়, সেইরূপ অব্যয় **(মূঢঃ)** প্রকৃতিতে মোহকে প্রাপ্ত **(অয়ং, লোকঃ)** এই জনসমুদায় **(মাং)** আমাকে **(ন, অভিজানাতি)** জানে না।

সরলার্থ – ঐশ্বররূপ যোগের যে মায়া অর্থাৎ মহতী ঘটনা রয়েছে, তার থেকে সমাবৃত
~~~~~~

~~~~~~

অর্থাৎ আবৃত হওয়ার কারণে আমি সমস্ত লোকেদের সম্বন্ধে [কাছে] প্রকাশিত নই। অজন্মা ঈশ্বরীয় নিষ্পাপাদি ধর্মের ধারণ করার মাধ্যমে যেরূপ আমি অব্যয়, সেইরূপ অব্যয় প্রকৃতিতে মোহকে প্রাপ্ত এই জনসমুদায় আমাকে জানে না।

ভাষ্য – প্রকৃতির তিন গুণের সহিত যে ব্যক্তি একসাথে যুক্ত সেই তিন গুণের মায়া-প্রকৃতিতে ফেঁসে থাকা ব্যক্তি আমার পরমভাবকে জানে না। "**যোগমায়া**" শব্দের অর্থ অদ্বৈতবাদীগণ অনির্বচনীয় মায়ার করেছে যে, সেই মায়ায় আবদ্ধ হওয়ায় আমি লোকেদের বুদ্ধিতে আসি না অর্থাৎ সেই অন্ধকাররূপ মায়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে আবদ্ধ করে নিয়েছে, এইরূপ অর্থ বের করে। কিন্তু এর এই অর্থ নয়, এর অর্থ প্রকৃতিরই। যেরূপ "**হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং**" [যজুর্বেদ ৪০/১৭] এই মন্ত্রে কথন করা হয়েছে যে, যেরূপে প্রকৃতিরূপ লোভাদি পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আবদ্ধ থাকে এবং সেইরূপ প্রকৃতিরূপী ব্যবধান থেকে যোগেশ্বর কৃষ্ণের তদ্ধর্মতাপত্তি রূপ ভাব আবদ্ধ রয়েছে লোকেদের কাছে।

সং – ননু, যখন প্রকৃতিরূপী পাত্র থেকে তোমাদের তদ্ধর্মতাপত্তি ভাব আবদ্ধ রয়েছে তো তাহলে তাঁকে কেউই জানতে পারে না। এই অভিপ্রায় থেকে কথন করেছে যে, আমার বিজ্ঞানী ভক্ত ব্যাতীত সেই ভাবকে কেউ জানতে পারে না —

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ৷
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — বেদ। অহং। সমতীতানি। বর্তমানানি। চ। অর্জুন।
ভবিষ্যাণি। চ। ভূতানি। মাং। তু। বেদ। ন। কথন।

পদার্থ – (**অহং**) আমি (**সমতীতানি**) ব্যাতীত হওয়া (**বর্তমানানি**) বর্তমান (**চ**) এবং (**ভবিষ্যাণি**) ভবিষ্যকালের (**ভূতানি**) প্রাণীদেরকেও (**বেদ**) জানি (**চ**) এবং (**মাং, তু**) আমাকে তো (**ন, কশ্চন, বেদ**) কেউ জানে না।

সরলার্থ – আমি ব্যাতীত হওয়া বর্তমান এবং ভবিষ্যকালের প্রাণীদেরকেও জানি এবং আমাকে তো কেউ জানে না।
~~~~~~

সং – এখন সেই প্রতিবন্ধকে বর্ণন করছে, যার কারণে বিজ্ঞানী ভক্ত ভিন্ন তাঁকে কেউ জানে না —

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ।। ২৭ ।।

পদ — ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন। দ্বন্দ্বমোহেন। ভারত।
সর্বভূতানি। সম্মোহং। সর্গে। যান্তি। পরন্তপ।

পদার্থ – হে ভারত ! (**সর্গে**) শরীরের উৎপত্তি হওয়ার পর (**ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন**) ইচ্ছাদ্বেষ = রাগদ্বেষ থাকে উৎপন্ন হওয়া (**দ্বন্দ্বমোহেন**) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শীত, উষ্ণাদি দ্বন্দ্বের মোহ থেকে (**পরন্তপ**) হে শত্রুদের পরাজিতকারী অর্জুন ! (**সর্বভূতানি**) সকল প্রাণী (**সম্মোহং**) মোহকে (**যান্তি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে ভারত ! শরীরের উৎপত্তি হওয়ার পর ইচ্ছাদ্বেষ = রাগদ্বেষ থাকে উৎপন্ন হওয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শীত, উষ্ণাদি দ্বন্দ্বের মোহ থেকে হে শত্রুদের পরাজিতকারী অর্জুন ! সকল প্রাণী মোহকে প্রাপ্ত হয়।

সং – ননু, তুমি চার প্রকারের ভক্তদের থেকে জ্ঞানীকে নিজেই নিজের জ্ঞাতা মেনেছিলে, তাহলে কিভাবে বললে যে, উক্ত রাগদ্বেষাদি প্রতিবন্ধকের কারণে আমাকে জানে না ? উত্তর —

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ।। ২৮ ।।

পদ — যেষাং। তু। অন্তগতং। পাপং। জনানাং। পুণ্যকর্মণাম্।
তে। দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ। ভজন্তে। মাং। দৃঢ়ব্রতাঃ।

পদার্থ – (**যেষাং, জনানাং, পুণ্যকর্মণাং**) যেই পুণ্যাত্মা কর্মীদের (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**পাপং, অন্তগতং**) পাপ নাশকে প্রাপ্ত হয়েছে (**তে**) তাঁরা (**দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ**) কাম, ক্রোধাদি মোহ থেকে নিবৃত্ত হয়ে (**মাং, ভজন্তে**) আমার সেবা করে অর্থাৎ আমাকে জানে, তাঁরা কিরকম (**দৃঢ়ব্রতাঃ**) দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ নিশ্চয় আত্মাযুক্ত।

সরলার্থ – যেই পুণ্যাত্মা কর্মীদের নিশ্চিত রূপে পাপ নাশকে প্রাপ্ত হয়েছে তাঁরা কাম, ক্রোধাদি মোহ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আমার সেবা করে অর্থাৎ আমাকে জানে, তাঁরা কিরকম? দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ নিশ্চয় আত্মাযুক্ত।

ভাষ্য – পাপনাশ যুক্ত এখন সেই লোকেদের কথন করা হয়েছে যাঁদের পাপ সেই ব্রহ্মজ্ঞান থেকে নাশ হয়েছে অর্থাৎ যাঁদের বাসনারূপী কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। যেরূপ "**ক্ষীয়ন্তেচাস্যকর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টেপরাবরে**" ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যে কথন করেছে এবং "**দৃঢ়ব্রতাঃ**" এইজন্য বলেছে যে, তাঁরা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী ভক্তদের মতো নির্বল আত্মার হবে না কিন্তু দৃঢ়ব্রতযুক্ত হবে অর্থাৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরমাত্মাকে জেনে পুনরায় চলায়মান হবে না।

সং – ননু, তুমি যে বারংবার নিজেরই ভক্তি এবং নিজেরই উপাসনার কথা বলছো এর থেকে তোমার ভক্তদের কি প্রাপ্ত হবে ? উত্তর —

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ৷
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ৷৷ ২৯ ৷৷

পদ — জরামরণমোক্ষায়। মাং। আশ্রিত্য। যতন্তি। যে।
তে। ব্রহ্ম। তৎ। বিদুঃ। কৃৎস্নং। অধ্যাত্মং। কর্ম। চ। অখিলং।

পদার্থ – (**জরামরণমোক্ষায়**) জরা = বৃদ্ধাবস্থা, মরণ = দেহত্যাগ, এদের মোক্ষায় = দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য (**মাং**) আমাকে (**আশ্রিত্য**) আশ্রয় করে (**যে**) যিনি (**যতন্তি**) প্রযত্ন করে (**তে**) তিনি (**তৎ, ব্রহ্ম**) সেই ব্রহ্মকে এবং (**কৃৎস্নং, অধ্যাত্মং**) সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম (**চ**) এবং (**অখিলং, কর্ম**) সম্পূর্ণ কর্মকে (**বিদুঃ**) জানেন।

সরলার্থ – জরা = বৃদ্ধাবস্থা, মরণ = দেহত্যাগ, এদের মোক্ষায় = দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য আমাকে আশ্রয় করে যিনি প্রযত্ন করে তিনি সেই ব্রহ্মাকে এবং সম্পূর্ণ অধ্যাত্মকে জানেন এবং সম্পূর্ণ কর্মকে জানেন।

ভাষ্য – সেই বিজ্ঞানী ব্যক্তিগণ যিনি জন্ম-মরণাদি দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য "**মাং আশ্রিত্য**" আমাকে আশ্রয় করে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ এই উভয় প্রকারের যোগ দ্বারা

প্রযত্ন করে তিনি অক্ষর ব্রহ্ম এবং অধ্যাত্ম অর্থাৎ নিজ স্বরূপ নিষ্পত্তিকে প্রাপ্ত হয়। যেরূপ "**পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে**" এই বাক্যে কথন করেছে যে, সেই পরম জ্যোতি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে নিজ শুদ্ধ স্বরূপে স্থির হয় এবং শুভাশুভ কর্মের তাঁর পূর্ণজ্ঞান হয়ে যায়। এই শ্লোকে নিজের থেকে ভিন্ন অক্ষর ব্রহ্মের কথন করে কৃষ্ণজী নিজের ঈশ্বর হওয়ার সন্দেহ সর্বথা নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। কেবল নিজেই নিজেকে এতটুকু অংশে কারণ রেখেছে যে, যিনি আমার দৃঢ় উপদেশ দ্বারা আসে তাঁর অক্ষর ব্রহ্ম, স্বরূপনিষ্পত্তি, শুভাশুভ কর্মের জ্ঞান, এইসব ফল প্রাপ্ত হয়। অবতারবাদীদের মতানুকূল তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ ঈশ্বরীয় ভাবকে উলঙ্ঘন করে যদি কৃষ্ণজী নিজেকে ঈশ্বর হওয়ার ভাব দর্শাতো তো এখানে নিজের থেকে ভিন্ন ব্রহ্মকে কখনো কথন করতো না। মায়াবাদীগণ ব্রহ্মের অর্থ এখানে "তৎ" পদের লক্ষ্যের করেছে, এবং অধ্যাত্মের অর্থ "ত্বং" পদের লক্ষ্যের করেছে আর কর্মের অর্থ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন আদির করেছে। যদি এই আশয় ব্যাসজীর হতো তো এতটা কঠিন কল্পনা এবং পুনরুক্তির কি আবশ্যকতা ছিল অর্থাৎ "তৎ" পদের লক্ষ্যও সেই নির্গুণ ব্রহ্ম এবং "ত্বং" পদের লক্ষ্যও সেই নির্গুণ ব্রহ্মের কথন করে দেওয়া পর্যাপ্ত ছিল তাহলে এতটা কঠিনতা কেন ? এবং সেই ব্রহ্মের প্রাপ্তির অনন্তর তো শ্রবণ, মনন আদি সাধন তো তাদের এখানে থাকেই না তাহলে সেগুলো কথন কেন ? ভাব এই যে, এই বিজ্ঞানযোগ নামক অধ্যায় যেখানে "**জ্ঞানযজ্ঞেনতেনাঽহং ইষ্টস্যাদিতি মে মতিঃ**" ইত্যাদি শ্লোকের মতানুকূল বিজ্ঞানীদেরকে বিজ্ঞানযোগ দ্বারা এই শ্লোকে অক্ষর ব্রহ্মের প্রাপ্তি কথন করা হয়েছে।

সং – ননু, যদি কৃষ্ণজী নিজের থেকে নিচু ব্রহ্মের প্রাপ্তি এই শ্লোকে কথন করেছে তো দেহত্যাগ কালে নিজের ধ্যান কেন বললো ? উত্তর —

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ।। ৩০ ।।

পদ — সাধিভূতাধিদৈবং। মাং। সাধিযজ্ঞং। চ। যে। বিদুঃ।
প্রয়াণকালে। অপি। চ। মাং। তে। বিদুঃ। যুক্তচেতসঃ।

পদার্থ – **(সাধিভূতাধিদৈবং)** অভিভূত, অধিদৈব **(চ)** এবং **(সাধিযজ্ঞং)** অধিযজ্ঞের

~~~~~~

সহিত (**যে**) যিনি (**প্রয়াণকালে**) প্রয়াণকাল অর্থাৎ মরণকালে (**অপি**) ও (**মাং, বিদুঃ**) আমাকে জানেন (**তে, যুক্তচেতসঃ**) এইরূপ যুক্তচিত্তধারী (**মাং, বিদুঃ**) আমাকে সঠিক ভাবে জানেন।

সরলার্থ – অভিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত যিনি প্রয়াণকাল অর্থাৎ মরণকালেও আমাকে জানেন, এইরূপ যুক্তচিত্তধারী আমাকে সঠিক ভাবে জানেন।

ভাষ্য – "**অধিভূত**" শব্দের অর্থ প্রকৃতি, "**অধিদৈব**" এর অর্থ পরমাত্মা এবং "**অধিযজ্ঞ**" এর অর্থ এখানে বেদ। এইজন্য কৃষ্ণজী বলেছেন যে, প্রকৃতি, পুরুষ এবং তাঁর বেদরূপ আজ্ঞার সহিত যিনি মরণকাল সমীপে হওয়ার পরও আমাকে প্রাপ্ত হয় তিনি যথার্থপন ভাবে আমাকে জানেন। অর্থাৎ প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং বেদরূপ আজ্ঞাকে মান্য করে যিনি আমাকে জানেন তিনিই বিজ্ঞানী। এই কথন থেকে ব্যাসজী এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কৃষ্ণজী কেবল বৈদিকমার্গের দিকে নিয়ে আসার জন্য প্রবর্তক ছিলেন এবং যেই বৈদিক পদার্থের সাহায্যে কৃষ্ণজী অভ্যুদয় তথা নিঃশ্রেয়সের সিদ্ধি বলেছেন সেই পদার্থের বোধন দ্বারাই নিজেই নিজেকে কল্যাণকারী মান্য করতো। এই বিজ্ঞানযোগ অধ্যায় অনুসারে "**যজ্ঞে অধীতি অধিযজ্ঞং**" = যজ্ঞে যে মুখ্য তার নাম অধিযজ্ঞ। যেরূপ "**তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্**" [গীতা ৩/১৫] এই শ্লোকে বেদকে কর্মযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞের মুখ্য সাধন বর্ণন করেছে। এই প্রকার এই বিজ্ঞানযোগ অধ্যায়ের বিজ্ঞানবাচী "**অধিযজ্ঞ**" শব্দের মাধ্যমে সমাপ্তি করেছে।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ
~~~~~~

ওতম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[অক্ষরব্রহ্মযোগোঃ]

সঙ্গতি – উক্ত সপ্তম অধ্যায়ে চার প্রকারের ভক্তের বর্ণনা করে তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী ভক্ত পরমাত্মার প্রিয় হওয়ার কারণে তাঁকে অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞাতা কথন করেছে। এখন সেই অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশের জন্য এই ব্রহ্মাক্ষর নির্দেশাধ্যায় প্রারম্ভ করছে —

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ৷
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ৷৷ ১ ৷৷

পদ — কিং। তৎ। ব্রহ্ম। কিং। অধ্যাত্মং। কিং। কর্ম। পুরুষোত্তম।
অধিভূতং। চ। কিং। প্রোক্তং। অধিদৈবং। কিং। উচ্যতে।

পদার্থ – হে পুরুষোত্তম ! **(তৎ, ব্রহ্ম)** সেই ব্রহ্ম **(কিং)** কী অর্থাৎ কিরকম লক্ষ্মণযুক্ত **(কিং, অধ্যাত্মং)** সেই অধ্যাত্ম কী **(কিং, কর্ম)** কর্ম কী **(চ)** এবং **(অধিভূতং, কিং, প্রোক্তং)** অধিভূত কাকে বলা হয় **(অধিদৈবং, কিং, উচ্যতে)** আর অধিদৈব কাকে বলে।

সরলার্থ – হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কী অর্থাৎ কিরকম লক্ষ্মণযুক্ত, সেই অধ্যাত্ম কী, কর্ম কী এবং অধিভূত কাকে বলা হয় আর অধিদৈব কাকে বলে।

ভাষ্য – **"তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নং"** [গীতা ৭/২৯] এই বাক্যে যে ব্রহ্ম কথন করা হয়েছে তা কী ? অধ্যাত্ম তথা কর্ম কী ? ইত্যাদি পদার্থের স্বরূপনিরুক্তির জন্য অর্জুন এখানে পাঁচটি প্রশ্ন করেছে এবং পূর্বাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে যে অধিযজ্ঞ কথন করা হয়েছিল আর দেহত্যাগের সময় এই পদার্থের জ্ঞাতাই আমাকে জানেন, এই সব অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

সং – এখন উক্ত বিষয়ে অর্জুন আরও দুইটি প্রশ্ন করছে —

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন ৷
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ৷৷ ২ ৷৷

**পদ — অধিযজ্ঞঃ। কথং। কঃ। অত্র। দেহে। অস্মিন্। মধুসূদন।
প্রয়াণকালে। চ। কথং। জ্ঞেয়ঃ। অসি। নিয়তাত্মভিঃ।**

পদার্থ – (**মধুসূদন**) হে কৃষ্ণ ! (**অধিযজ্ঞঃ**) অধিযজ্ঞের (**কথং**) কোন প্রকারে চিন্তন করা উচিত এবং (**অত্র**) এখানে সেই অধিযজ্ঞ (**কঃ**) কী ? (**প্রয়াণকালে**) দেহত্যাগের সময় (**অস্মিন্, দেহে**) এই দেহে (**নিয়তাত্মভিঃ**) সমাহিতচিত্ত যুক্তদের দ্বারা (**কথং, জ্ঞেয়ঃ, অসি**) তুমি কী প্রকারে জ্ঞাত হও।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! অধিযজ্ঞের কোন প্রকারে চিন্তন করা উচিত এবং এখানে সেই অধিযজ্ঞ কী ? দেহত্যাগের সময় এই দেহে সমাহিতচিত্ত যুক্তদের দ্বারা তুমি কী প্রকারে জ্ঞাত হও।

ভাষ্য – যজ্ঞে যা মূখ্য তার নাম "**অধিযজ্ঞ**" এবং সেই অধিযজ্ঞ এখানে বেদের বাচক। যেরূপ "**তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং**" [গীতা ৩/১৫] মধ্যে কথন করে এসেছি। দেহত্যাগের সময় যিনি সমাহিতচিত্তধারী জিজ্ঞাসু তাঁর থেকে কোন প্রকার চিন্তন করার যোগ্য, এর তাৎপর্য এই যে [গীতা ৭/৩০] মধ্যে কৃষ্ণজী এইরূপ বলেছিলেন যে, আমাকে অভিভূতের সাথে, অধিদৈবের সাথে এবং অধিযজ্ঞের সাথে যিনি জানেন তিনিই দেহত্যাগের সময় আমাকে জানেন। এই অভিপ্রায় থেকে এই প্রশ্ন বলা হয়েছে যে, তুমি উক্ত তিন পদার্থের সাথে দেহত্যাগের সময় কিভাবে জেনে যাও।

সং – এখন কৃষ্ণজী উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে —

শ্রীভগবানুবাচ

**অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।। ৩ ।।**

**পদ — অক্ষরং। ব্রহ্ম। পরমং। স্বভাবঃ। অধ্যাত্মং। উচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরঃ। বিসর্গঃ। কর্মসংজ্ঞিতঃ।**

~~~~~~

পদার্থ – (**অক্ষরং, পরমং, ব্রহ্ম**) সর্বোপরি ব্রহ্মের নাম অক্ষর (**অধ্যাত্মং, স্বভাবঃ, উচ্যতে**) অধ্যাত্মকে স্বভাব বলে (**ভূতভাবোদ্ভবকরঃ**) প্রাণীদের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধিকারী যে (**বিসর্গঃ**) দান (**কর্মসংজ্ঞিতঃ**) তার নাম এখানে কর্ম।

সরলার্থ – সর্বোপরি ব্রহ্মের নাম অক্ষর, অধ্যাত্মকে স্বভাব বলে, প্রাণীদের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধিকারী যে দান তার নাম এখানে কর্ম।

ভাষ্য – এখন উক্ত সাতটি প্রশ্নের ক্রম থেকে এই প্রকার উত্তর প্রদান করে যে, অক্ষরের নাম এখানে ব্রহ্ম, "পরমং" বিশেষণ এইজন্য দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতিকেও অক্ষর বলে। কেননা "**ন ক্ষরতীত্যক্ষরং**" = যাঁর নাশ হয় না তার নাম "অক্ষর", এই নিরুক্তি প্রকৃতিতেও হ্রাস হয়ে যায়। কেননা সেগুলোও পরিণামী নিত্য বাস্তবে সেগুলোর নাশ হয় না। এইজন্য "পরমং" বিশেষণ দিয়েছে যে, পরম যা সর্বোপরি অক্ষর তাই এখানে "ব্রহ্ম" শব্দ থেকে গ্রহণ করা যায়। সর্বোপরি অক্ষর পরমাত্মাই, কেননা তিনি কূটস্থ নিত্য হওয়ায় তাঁর স্বরূপে কোনো বিকার হয় না অথবা "**অশ্নুতে সর্বমিত্যক্ষরং**" = যিনি সর্বব্যাপক তাঁর নাম অক্ষর। যেরূপ "**এতস্য বৈ অক্ষরস্য গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ তিষ্ঠতঃ**" [বৃহদা০ ৩/৮/৯] = হে গার্গি ! এই অক্ষরকে ব্রাহ্মণগণ কথন করেন, এই অক্ষরের শাসনে সূর্য চন্দ্রমাদি স্থিত রয়েছে, সেই অক্ষরকে বর্ণন করার অভিপ্রায়ে এখানে "ব্রহ্ম" শব্দ এসেছে। যার বর্ণনা "**অক্ষরমম্বরান্তধৃতে**" [ব্র০ সূ০ ১/৩/১০] মধ্যে রয়েছে যে, অক্ষর ব্রহ্মরেই নাম। কেননা অক্ষর নাম আকাশাদির ধারণ করা ব্রহ্মেই হতে পারে। এই অধিকরণের বিষয় বাক্যকে নিয়ে কৃষ্ণজী বলেছেন যে "**অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং**" এবং অধ্যাত্ম নাম স্বভাবের। যেরূপ পূর্বে বর্ণন করা হয়েছে "**স্বস্য ভাবঃ = স্বভাবঃ**" যথা "**পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেণরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে**" = সেই পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হয়ে স্বরূপে স্থির হয় এবং "**অধ্যাত্ম**" এর অর্থ এখানে জীবাত্মার স্বভাবের । যেরূপ "**আত্মনি অধীত্যধ্যাত্মল** = যিনি আত্মায় হন তাঁকে "অধ্যাত্ম" বলে। "আত্মা" শব্দের অর্থ এখানে শরীরের, "ভাব" নাম উৎপত্তির এবং "উদ্ভব" নাম বৃদ্ধির। এইজন্য প্রাণীদের উৎপত্তি তথা বৃদ্ধিকারী যজ্ঞাদি কর্মকে এখানে "কর্ম" কথন করেছে। এবং [গীতা ৭/২৯] মধ্যে বলা হয়েছে যে, যিনি কৃষ্ণজীর সদুপদেশ দ্বারা প্রযত্ন করেন তিনি ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম তথা কর্মকে জানেন। তাই এই তিনটির নির্বচনের প্রশ্ন প্রথম শ্লোকে করেছে, এবং উক্ত তিন বস্তুর বিষয়ক তিন
~~~~~~

প্রশ্নের উত্তর হয়েছে। এখন অধিভূতাদি যা প্রথম শ্লোকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার উত্তর দিচ্ছে —

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ৷
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ৷৷ ৪ ৷৷

পদ — অধিভূতং। ক্ষরঃ। ভাবঃ। পুরুষঃ। চ। অধিদৈবতং।
অধিযজ্ঞঃ। অহং। এব। অত্র। দেহে। দেহভৃতাং। বর।

পদার্থ – (**দেহভৃতাং বর**) হে দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (**ক্ষরঃ, ভাবঃ**) পরিণামী নিত্য যে পদার্থ রয়েছে তা (**অধিভূতং**) অধিভূত (**চ**) এবং (**অধিদৈবতং**) অধিদৈবত (**পুরুষঃ**) পরমাত্মা, আর (**এব**) এই প্রকার (**অত্র, দেহে**) এই শরীরে (**অধিযজ্ঞঃ, অহং**) অধিযজ্ঞ আমি।

সরলার্থ – হে দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! পরিণামী নিত্য যে পদার্থ রয়েছে তা অধিভূত এবং অধিদৈবত পরমাত্মা, আর এই প্রকার এই শরীরে অধিযজ্ঞ আমি।

ভাষ্য – [গীতা ৭/৩০] মধ্যে এই কথন করা হয়েছে যে, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ এর সহিত যিনি আমাকে জানেন তিনিই সঠিক জানেন। এইজন্য এই চতুর্থ শ্লোকে অধিভূতাদির ব্যাখ্যা করেছে। অধিভূত নাম এখানে প্রকৃতির, কেননা তা প্রত্যেক ভূতে কার্যরূপ হয়ে রয়েছে, এইজন্য "**ভূতে অধিত্যধিভূতং**" এই সমাস থেকে প্রকৃতির অর্থ লাভ হয়। অধিদৈবত নাম পরমাত্মার, যেরূপ "**য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ**" [বৃহদা০ ৩/৭/৯] ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত রয়েছে। অধিযজ্ঞ নাম বেদের, যেমনটা পূর্বে নিরূপণ করে এসেছি এবং [গীতা ৭/৩০] মধ্যে কথন করেছে যে, প্রকৃতি, পরমাত্মা এবং তাঁর আজ্ঞা বেদ, এই তিন পদার্থের জ্ঞানের উপদেষ্টা যিনি কৃষ্ণজীকে জানেন সেই যুক্তচিত্তধারী যোগী মরণকালেও তাঁর আজ্ঞাকে ভুলে না। এই আশয় এর এই চতুর্থ শ্লোকে বিবরণ করতে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে "অধিযজ্ঞ" বলেছেন।

"**অধিযজ্ঞো বিদ্যতে যস্য স অধিযজ্ঞঃ**" = বেদ যাঁর জ্ঞানে বিদ্যমান হয় বা থাকে

তাকে “অধিযজ্ঞ” বলে। স্বামী শঙ্করাচার্য এবং মধুসূদন স্বামী অধিভূতের অর্থ তো প্রকৃতিরই করেছেন কিন্তু অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ এর অর্থে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অধিদৈব এর অর্থ এনাদের মতে হিরণ্যগর্ভের এবং হিরণ্যগর্ভ এঁদের মতে ছোট ঈশ্বরের নাম যা প্রথমে জীব বলা হতো এবং যাঁকে এই লোকেরা ব্রহ্মাও বলে —

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ।
সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।
[যজুর্বেদ ১৩/৪]

এই মন্ত্রকে নিজেদের ব্রহ্মারূপী হিরণ্যগর্ভের প্রতিপাদক কথন করে, যার সত্যার্থ এই যে, “**হিরণ্যং গর্ভে যস্য স হিরণ্যগর্ভঃ**” = হিরণ্য নাম সূর্যাদি জ্যোতি যাঁর গর্ভে হয় অর্থাৎ যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বে ব্যাপক হয়ে রয়েছেন তাই “হিরণ্যগর্ভ” এবং (পতিরেক, আসীৎ) তিনি একাই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের পতি ছিলেন। ইত্যাদি মন্ত্রে স্পষ্ট রয়েছে যে, হিরণ্যগর্ভ এখানে পরব্রহ্মের নাম কিন্তু এনারা অপরব্রহ্ম = ছোট ব্রহ্মের নাম হিরণ্যগর্ভ এইজন্য রেখেছে যে, উক্ত শ্লোকে অধিযজ্ঞ বিষ্ণুকে মেনেছে এবং হিরণ্যগর্ভ থেকে বিষ্ণুকে বড় করে কৃষ্ণকে সব থেকে বড় করে। তা এই প্রকারে যে, কৃষ্ণজী এই বলেন যে “**অধিযজ্ঞোঽহং**” = আমি অধিযজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু। এই প্রকার কৃষ্ণজী হিরণ্যগর্ভ থেকে বড় হয়। কেননা হিরণ্যগর্ভ এদের মতে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, এরূপ লিখেন যে “**যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ স চ বিষ্ণুরধিযজ্ঞোঽহং বাসুদেব এব না মদ্ভিন্নঃ কশ্চিৎ**” = যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর এবং সেই বিষ্ণু বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণজীই। তিনি নিজেই নিজেকে অধিযজ্ঞ বলে অর্থাৎ বিষ্ণুরূপ বোধন করে এই সিদ্ধ করে যে, আমার থেকে ভিন্ন আর কিছু নেই। যদি কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে অধিযজ্ঞ বলার এই অভিপ্রায় যে, আমার থেকে ভিন্ন কিছু নেই তো তাহলে বিনাশী ভাবযুক্ত যে অধিভূত বলা হয়েছে এবং হিরণ্যগর্ভকে কৃষ্ণ “অহং” ভাব থেকে কেন বললো না ? আমাদের মতে তো এদের এই ব্যবস্থা [গীতা ৭/৩০] মধ্যে যা কৃষ্ণজী বলেছেন যে, প্রকৃতি, পরমাত্মা এবং তাঁর আজ্ঞা বেদ এর সাথে সাথে যিনি আমাকে জানেন তিনিই যুক্তচিত্তধারী। এই ভাবকে এখানে এসে এই প্রকারে বোধন করেছে যে, প্রকৃতি, পুরুষ এবং তাঁর আজ্ঞা বেদ যা অধিযজ্ঞ শব্দ দ্বারা কথন করা হয়েছে, সেগুলোর উপদেষ্টা হওয়ার মাধ্যমে আমি সাক্ষাৎ বেদরূপ, এইজন্য নিজেই নিজেকে অধিযজ্ঞ বলেছে। এবং এখানে নিজে নিজের উপর এতটা জোর পূর্বক এই অভিপ্রায় থেকে দিয়েছে যে, এই অধ্যায়ের ৭ নং শ্লোকে এইরূপ বলেছে যে, সকল

কালে আমার স্মরণ করে যুদ্ধ করলে আমাকে প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ আমার ভাবকে তখনি প্রাপ্ত হবে যখন আততায়ীদের বধ করা যা বেদের আজ্ঞা তা মানবে। এই অভিপ্রায় থেকে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে অধিযজ্ঞ বলেছেন। এবং এই অভিপ্রায় থেকে প্রায় অনেক স্থলে নিজের মহত্ত্ব বর্ণন করে অর্জুনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছে। "সব কিছুই আমি" যদি এই ভাব থেকে কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে অধিযজ্ঞ বলে অথবা অবতারের ভাব থেকে বলে তো অক্ষর পরমাত্মাকে "**কবিং পুরাণমনুশাসিতারং**" [গীতা ৮/৯] ইত্যাদি শ্লোকে নিজের থেকে ভিন্ন বলতো না।

সং – এখন কৃষ্ণ নিজের মহত্ত্ব বর্ণনা করে অর্জুনের বৃত্তিকে দৃঢ় করতে অক্ষর পরমাত্মাকে নিজের থেকে ভিন্ন কথন করছে —

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ৷
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ৷৷ ৫ ৷৷

পদ — অন্তকালে। চ। মাং। এব। স্মরন্। মুক্ত্বা। কলেবরম্।
যঃ। প্রয়াতি। সঃ। মদ্ভাবং। যাতি। ন। অস্তি। অত্র। সংশয়ঃ।

পদার্থ – (**অন্তকালে**) অন্তকালে (**মাং, এব**) আমাকেই (**স্মরন্**) স্মরণ করতে করতে (**কলেবরম্, মুক্ত্বা**) শরীরকে ত্যাগ করে (**যঃ**) যিনি (**প্রয়াতি**) প্রয়াণ করেন (**সঃ**) তিনি (**মদ্ভাবং**) আমার ভাবকে (**যাতি**) প্রাপ্ত হয় (**অত্র, সংশয়ঃ, ন, অস্তি**) এতে সংশয় নেই।

সরলার্থ – অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করতে করতে শরীরকে ত্যাগ করে যিনি প্রয়াণ করেন [পরলোক গমন করেন] তিনি আমার ভাবকে প্রাপ্ত হয় এতে সংশয় নেই।

ভাষ্য – এই শ্লোক স্পষ্ট রয়েছে, এইজন্য এর বিশেষ ব্যাখ্যার আবশ্যকতা নেই। এতে কৃষ্ণজী কেবল "**মদ্ভাবং**" কথন করেছে যে, পূর্বোক্ত কর্মকারী আমার ভাবকে প্রাপ্ত হয়। এর উপর অদ্বৈতবাদী টীকাকারগণ "**মদ্ভাবং**" এর অর্থ করেছেন যে, তিনি ব্রহ্ম হয়ে যায়। যদি এই প্রকরণ জীবকে ব্রহ্ম বানানোর হতো তো তাহলে যুদ্ধ করার জন্য অর্জুনকে কেন উদ্যত করতো। এখানে "**মদ্ভাবং**" কথন করার মাধ্যমে তাৎপর্য এই যে, যেই ব্যক্তি

~~~~~~

যেরূপ যেরূপ ভাবযুক্ত সংগতি করে সেই ভাব সংস্কাররূপে তাঁর মধ্যে দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত হয়ে যায়। এইজন্য সেই সংস্কার দ্বারা যুক্ত হয়েই তিনি কলেবরকে ত্যাগ করে, এই ভাব থেকে "**মদ্ভাবং**" শব্দ কথন করেছে এবং পরবর্তীতেও এই কথন করেছে যে, তিনিই সেই ভাবকে প্রাপ্ত হন। যেরূপ —

যং যং বাপি স্মরন্ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ৷
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ৷৷ ৬ ৷৷

পদ — যং। যং। বা। অপি। স্মরন্। ভাবং। ত্যজতি। অন্তে। কলেবরং।
তং। তং। এব। এতি। কৌন্তেয়। সদা। তদ্ভাবভাবিতঃ।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**যং, যং, ভাবং**) যেই যেই ভাবকে (**স্মরন্**) স্মরণ করতে করতে ব্যক্তি (**অন্তে, কলেবরং, ত্যজতি**) অন্তকালে শরীরকে ত্যাগ করে, সে (**সদা, তদ্ভাবভাবিতঃ**) সর্বদা সেই ভাবরূপ সংস্কারী হয়ে (**তং, তং, এব, এতি**) সেই সেই ভাবকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! যেই যেই ভাবকে স্মরণ করতে করতে ব্যক্তি অন্তকালে শরীরকে ত্যাগ করে, সে সর্বদা সেই ভাবরূপ সংস্কারী হয়ে সেই সেই ভাবকে প্রাপ্ত হয়।

সং – এখন উক্ত সংস্কারের প্রয়োজন কথন করেছে —

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ৷
ময়্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ৷৷ ৭ ৷৷

পদ — তস্মাৎ। সর্বেষু। কালেষু। মাং। অনুস্মর। যুধ্য। চ।
ময়ি। অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ। মাং। এব। এষ্যসি। অসংশয়ং।

পদার্থ – (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**সর্বেষু, কালেষু**) সকল কার্যে (**মাং, অনুস্মর**) আমার স্মরণ করো (**চ**) এবং (**যুধ্য**) যুদ্ধ করো (**ময়ি, অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ**) আমাকে অর্পন করে
~~~~~~

দিয়েছে মন এবং বুদ্ধি যিনি, এইরূপে তুমি **(মাং, এব, এষ্যসি)** আমাকেই প্রাপ্ত হবে **(অসংশয়ং)** এতে কোনো সংশয় নেই।

সরলার্থ – এইজন্য সকল কার্যে আমার স্মরণ করো এবং যুদ্ধ করো। আমাকে অর্পন করে দিয়েছে মন এবং বুদ্ধি যিনি, এইরূপে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে এতে কোনো সংশয় নেই।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই ভাব স্পষ্ট হয়েছে যে, কৃষ্ণজীর নিজের মহত্ত্ব বোধন করা এবং নিজেরই স্মরণ বলা যুদ্ধের অভিপ্রায় থেকে নয়। হ্যাঁ, অর্থবাদ থেকে কৃষ্ণজী কোথাও কোথাও নিজেই নিজেকে এতটা বড় বলেছে যে, যেই বড় এর তত্ত্বকে না বুঝে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি তাঁকে ঈশ্বর বানিয়ে দেয়। যেরূপ এই শ্লোকের অর্থে মধুসূদন স্বামী এই লিখেছেন যে "**মাং সগুণমীশ্বরমনুস্মর**" = আমি অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের স্মরণ করো। ভালো, এখানে ঈশ্বরের কী প্রকরণ, প্রকরণ তো এখানে সংস্কারের ছিল যে, ব্যক্তি যেরূপ সংস্কার হয় সেইরূপ ভাবকে প্রাপ্ত হয়। এবং যেই সংস্কার দ্বারা ঈশ্বরের প্রাপ্তি হয় তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণন করছে যে —

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ৷
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ৷৷ ৮ ৷৷

পদ — অভ্যাসযোগযুক্তেন। চেতসা। নান্যগামিনা।
পরমং। পুরুষং। দিব্যং। যাতি। পার্থ। অনুচিন্তয়ন্।

পদার্থ – হে পার্থ ! **(অভ্যাসযোগযুক্তেন)** অভ্যাসরূপ যোগ সহিত যুক্ত হয়ে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ করে **(নান্যগামিনা, চেতসা)** এদিক ওদিক না ছোটাছুটি করা চিত্ত দ্বারা **(অনুচিন্তয়ন্)** চিন্তন করে **(দিব্যং, পরমং, পুরিষং)** দিব্য পরমপুরুষ যে পরমাত্মা রয়েছে, তাঁকে **(যাতি)** প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে পার্থ! অভ্যাসরূপ যোগ সহিত যুক্ত হয়ে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ করে এদিক ওদিক না ছোটাছুটি করা চিত্ত দ্বারা চিন্তন করে দিব্য পরমপুরুষ যে পরমাত্মা রয়েছে, তাঁকে প্রাপ্ত হয়।

~~~~~~

সং – এখন সেই পরমপুরুষের কথন করছে —

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।। ৯ ।।

পদ — কবিং । পুরাণং । অনুশাসিতারং । অণোঃ । অণীয়াংসং । অনুস্মরেৎ । যঃ । সর্বস্য । ধাতারং । অচিন্ত্যরূপং । আদিত্যবর্ণং । তমসঃ । পরস্তাৎ ।

পদার্থ – (**যঃ**) যে পুরুষ (**সর্বস্য, ধাতারং**) সবকিছুকে ধারণকারী (**অচিন্ত্যরূপং**) যাঁর স্বরূপ অচিন্ত্য (**আদিত্যবর্ণং**) যিনি সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ (**তমসঃ, পরস্তাৎ**) যিনি অজ্ঞানরূপ তম থেকে উপরে, তাহলে কিরকম (**কবিং**) সর্বজ্ঞ (**পুরাণং**) সনাতন (**অনুশাসিতারং**) সকলের অনুশাসনকারী, এবং যিনি (**অণোঃ**) পরমাণু আদি থেকেও সূক্ষ্ম, সেই (**অণীয়াংসং**) অতিসূক্ষ্মকে (**যঃ, অনুস্মরেৎ**) যিনি স্মরণ করেন সেই ব্যক্তি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যে পুরুষ সবকিছুকে ধারণকারী, যাঁর স্বরূপ অচিন্ত্য, যিনি সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, যিনি অজ্ঞানরূপ তম থেকে উপরে। তাহলে কিরকম ? সর্বজ্ঞ, সনাতন, সকলের অনুশাসনকারী, এবং যিনি পরমাণু আদি থেকেও সূক্ষ্ম, সেই অতিসূক্ষ্মকে যিনি স্মরণ করেন সেই ব্যক্তি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – এই শ্লোক "**স পর্য়গাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ**" [যজুর্বেদ ৪০/৮] ইত্যাদি মন্ত্রের আশয়কে নিয়ে বলা হয়েছে। এইজন্য এতে "কবি" আদি সেই বৈদিক শব্দ এসেছে, "**আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ**" এই প্রতীক "**বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং**" [যজুর্বেদ ৩১/১৮] মন্ত্রের, উক্ত মন্ত্রে বর্ণিত পরমাত্মা এই শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে।

সং – এখন সেই পরমাত্মার স্মরণের উপায় বর্ণন করছে —

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।। ১০ ।।
~~~~~~

~~~~~~

পদ — প্রয়াণকালে। মনসা। অচলেন। ভক্ত্যা। যুক্তঃ।
যোগবলেন। চ। এব। ভ্রুবোঃ। মধ্যে। প্রাণং। আবেশ্য।
সম্যক্। সঃ। তং। পরং। পুরুষং। উপৈতি। দিব্যং।

পদার্থ – (**প্রয়াণকালে**) দেহত্যাগের সময় (**অচলেন, মনসা**) অচল মন দ্বারা যিনি সেই পরমাত্মার চিন্তন করেন তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন (**চ**) এবং (**ভক্ত্যা, যুক্তঃ**) ভক্তির সহিত যুক্ত হয়ে (**যোগবলেন**) চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা (**ভ্রুবোঃ, মধ্যে**) উভয় ভ্রু-এর মধ্য অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে (**সম্যক্, প্রাণং, আবেশ্য**) উত্তম প্রকার প্রাণকে স্থির করে যিনি সেই পরমাত্মার স্মরণ করেন (**সঃ, তং, পরং, পুরুষং, দিব্যং**) তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে (**উপৈতি**) প্রাপ্ত হন।

সরলার্থ – দেহত্যাগের সময় অচল মন দ্বারা যিনি সেই পরমাত্মার চিন্তন করেন তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন এবং ভক্তির সহিত যুক্ত হয়ে চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা উভয় ভ্রু-এর মধ্য অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে উত্তম প্রকার প্রাণকে স্থির করে যিনি সেই পরমাত্মার স্মরণ করেন তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন।

সং – ননু, যেই অক্ষর পরমাত্মার স্মরণের আপনি বিধান করললেন তিনি কোন নাম থেকে স্মরণ করার যোগ্য ? উত্তর —

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ।। ১১ ।।

পদ — যৎ। অক্ষরং। বেদবিদঃ। বদন্তি। বিশন্তি। যৎ। যতয়ঃ। বীতরাগাঃ।
যৎ। ইচ্ছন্তঃ। ব্রহ্মচর্যং। চরন্তি। তৎ। তে। পদং। সংগ্রহেণ। প্রবক্ষ্যে।

পদার্থ – (**যৎ, অক্ষরং**) যেই অক্ষরকে (**বেদবিদঃ**) বেদের জ্ঞাতাগণ (**বদন্তি**) কথন করে (**বীতরাগাঃ**) বিরক্তপুরুষ [অনাসক্ত ব্যক্তি] (**যতয়ঃ**) যত্নশীল (**যৎ, বিশান্তি**) যাঁকে প্রাপ্ত হয় এবং (**যৎ, ইচ্ছন্তঃ**) যাঁকে ইচ্ছে করে (**ব্রহ্মচর্যং**) ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মচর্য (**চরন্তি**) করে (**তৎ, পদং**) সেই পদ (**তে**) তোমার জন্য (**সংগ্রহেণ**) সংক্ষেপে (**প্রবক্ষ্যে**) বর্ণনা করছি।
~~~~~~

সরলার্থ – যেই অক্ষরকে বেদের জ্ঞাতাগণ কথন করে, বিরক্তপুরুষ [অনাসক্ত ব্যক্তি] যত্নশীল যাঁকে প্রাপ্ত হয় এবং যাঁকে ইচ্ছে করে ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মচর্য করে, সেই পদ তোমার জন্য সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

সং – এখন ধারণার উপায় বর্ণন করছে —

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ।। ১২ ।।

পদ — সর্বদ্বারাণি। সংযম্য। মনঃ। হৃদি। নিরুধ্য। চ।
মূর্ধ্নি। আধায়। আত্মনঃ। প্রাণং। আস্থিতঃ। যোগধারণাং।

পদার্থ – (**সর্বদ্বারাণি, সংযম্য**) সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম করে (**চ**) এবং (**মনঃ, হৃদি, নিরুধ্য**) মনকে হৃদয়দেশে যুক্ত করে (**আত্মনঃ, প্রাণং**) নিজ প্রাণকে (**মূর্ধ্নি, আধায়**) মূর্ধাদেশে [মস্তিস্কে] নিরুদ্ধ করে (**যোগধারণাং, আস্থিতঃ**) যোগের ধারণায় স্থির হও।

সরলার্থ – সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম করে এবং মনকে হৃদয়দেশে যুক্ত করে, নিজ প্রাণকে মূর্ধাদেশে [মস্তিস্কে] নিরুদ্ধ করে যোগের ধারণায় স্থির হও।

সং – এখন পরমাত্মপ্রাপ্তির কথন করছে —

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ।। ১৩ ।।

পদ — ওম্। ইতি। একাক্ষরং। ব্রহ্ম। ব্যাহরন্। মাং। অনুস্মরন্।
যঃ। প্রয়াতি। ত্যজন্। দেহং। স। যাতি। পরমাং। গতিম্।

পদার্থ – (**ওম্, একাক্ষরং, ব্রহ্ম**) "ও৩ম্" এই এক অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধক, এই যে "**ও৩ম্**" অক্ষর রয়েছে একে (**ব্যাহরন্**) কথন করে (**মাং, অনুস্মরন্**) আমাকে এর অনন্তর স্মরণ করে অর্থাৎ এই পদের উপদেষ্টা জেনে (**যহ**) যে ব্যক্তি (**দেহং,**

~~~~~~

ত্যজন্) দেহ ত্যাগ করে **(প্রয়াতি)** প্রয়াণ করে **(সঃ)** তিনি **(পরমাং, গতিং, যাতি)** পরমগতিকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – "ও৩ম্" এই এক অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধক। এই যে "ও৩ম্" অক্ষর রয়েছে একে কথন করে আমাকে এর অনন্তর স্মরণ করে অর্থাৎ এই পদের উপদেষ্টা জেনে, যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে প্রয়াণ করে তিনি পরমগতিকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – এখানে এই ভাবকে কথন করেছে যে "ওঙ্কার" এর জপ সমাধিলাভে উপযোগী। যেরূপ "**ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা**" [যোগ দর্শন ১/২৩] মধ্যে কথন করেছে যে, ঈশ্বরের প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তি বিশেষ সমাধি দ্বারা লাভ হয়।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অবতারবাদী টীকাকারগণ এই অক্ষরের সাথে কৃষ্ণকে মিলিয়ে দেয় অর্থাৎ কৃষ্ণকে পরমেশ্বর বানিয়ে দেয়। যদি মহর্ষিব্যাসের এই তাৎপর্য হতো তো এই অক্ষরের অনন্তর কৃষ্ণজী "**মাং অনুস্মর**" এই কথন করতো না। আমাদের বিচারে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে সেই অক্ষরের উপদেষ্টা হওয়ায় নিজের মহত্ত্ব কথন করেছেন, নিজেই অক্ষর ব্রহ্ম হওয়ার অভিমান করেন নি। যদি স্বয়ং অক্ষর ব্রহ্ম হওয়ার অভিমান করতো তো "**তমাহুঃ পরমাং গতিং**" [গীতা ৮/২১] এই বাক্য দ্বারা সেই অক্ষরকে পরমগতি নিরূপণ করে নিজ ধাম কথন করতো না। "ধাম" শব্দের অর্থ স্থিতি এর অর্থাৎ আমার স্থিতির স্থানও সেই অক্ষর। এই কথন করে পুনরায় পরবর্তীতে সেই অক্ষরের প্রাপ্তি অনন্যভক্তি দ্বারা কথন করেছে।

সং – ননু, যদি কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে অক্ষর কথন না করে তাহলে যোগীদের জন্য নিজের স্মরণ কেন বললো ? উত্তর —

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ।। ১৪ ।।

পদ — অনন্যচেতাঃ। সততং। যঃ। মাং। স্মরতি। নিত্যশঃ।
তস্য। অহং। সুলভঃ। পার্থ। নিত্যযুক্তস্য। যোগিনঃ।
~~~~~~

পদার্থ – হে পার্থ ! (**অনন্যচেতাঃ**) কোনো অন্য বস্তুতে চিত্ত যুক্ত না করে (**নিত্যশঃ**) প্রতিদিন (**সততং**) নিরন্তর (**যঃ**) যিনি (**মাং**) আমার (**স্মরতি**) স্মরণ করেন (**তস্য, নিত্যযুক্তস্য, যোগিনঃ**) সেই নিরন্তর সমাহিত চিত্তযুক্ত যোগীকে (**অহং**) আমি (**সুলভঃ**) সুলভ অর্থাৎ সুখের সহিত প্রাপ্ত হই।

সরলার্থ – হে পার্থ ! কোনো অন্য বস্তুতে চিত্ত যুক্ত না করে প্রতিদিন নিরন্তর যিনি আমার স্মরণ করেন, সেই নিরন্তর সমাহিত চিত্তযুক্ত যোগীকে [যোগীর কাছে] আমি সুলভ অর্থাৎ সুখের সহিত প্রাপ্ত হই।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কৃষ্ণজী নিজ মহত্ত্বের কথন সেই অভিপ্রায় থেকে করেছেন, যেরূপ [গীতা ৮/৭] তে নিজের মধ্যে অর্জুনের মন, বুদ্ধি অর্পন করে তাঁকে যুদ্ধ করার উপদেশ করেছেন। এই প্রকার এখানে নিজের মহত্ত্বের বর্ণন করে পরবর্তীতে নিজেই নিজেকে সুখের পরমধাম কথন করেছেন।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ।। ১৫ ।।

পদ — মাং। উপেত্য। পুনঃ। জন্ম। দুঃখালয়ং। অশাশ্বতং।
ন। আপ্নুবন্তি। মহাত্মানঃ। সংসিদ্ধি। পরমাং। গতাঃ।

পদার্থ – (**মাং, উপেত্য**) আমাকে প্রাপ্ত হয়ে (**দুঃখালয়ং**) দুঃখের স্থান (**অশাশ্বতং**) বিনাশী (**পুনঃ, জন্ম**) যে পুনর্জন্ম রয়েছে তাকে (**মহাত্মানঃ**) মহাত্মাগণ (**ন, আপ্নুবন্তি**) প্রাপ্ত হয় না। তিনি কিরকম মহাত্মা (**পরমাং**) যিনি বৃহৎ (**সংসিদ্ধি**) সিদ্ধিকে (**গতাঃ**) প্রাপ্ত হয়েছেন।

সরলার্থ – আমাকে প্রাপ্ত হয়ে দুঃখের স্থান, বিনাশী যে পুনর্জন্ম রয়েছে তাকে মহাত্মাগণ প্রাপ্ত হয় না। তিনি কিরকম মহাত্মা ? যিনি বৃহৎ সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভাষ্য – এখানে কৃষ্ণজী নিজ মহত্ত্ব এই অভিপ্রায় থেকে বর্ণন করেছে যে, এখন এই

নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক এবং রুদ্রলোক এই প্রকারের লোকবিশেষ যা অজ্ঞানী লোকেরা মান্য করে সেগুলোর খণ্ডন করছেন।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।। ১৬ ।।

পদ — আব্রহ্মভুবনাৎ। লোকাঃ। পুনরাবর্তিনঃ। অর্জুন।
মাং। উপেত্য। তু। কৌন্তেয়। পুনঃ। জন্ম। ন। বিদ্যতে।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**আব্রহ্মভুবনাৎ**) ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে (**লোকাঃ**) সমস্ত লোক (**পুনরাবর্তিনঃ**) পুনর্জন্ম যুক্ত কিন্তু (**মাং, উপেত্য, তু**) আমাকে প্রাপ্ত হয়ে হে কৌন্তেয় ! (**পুনঃ, জন্ম, ন, বিদ্যতে**) পুনরায় জন্ম হয় না।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে সমস্ত লোক পুনর্জন্ম যুক্ত কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হয়ে হে কৌন্তেয় ! পুনরায় জন্ম হয় না।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এই যে, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক এবং রুদ্রলোক এই তিন লোকবিশেষের মান্যকারী যে অবৈদিক লোক রয়েছে তাঁরা বার বার জন্ম মরণে আসে এবং তত্ত্বজ্ঞানী আমাকে প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জন্ম মরণে আসে না অর্থাৎ তিনি আমার বৈদিক মতের শরণে আসায় মিথ্যা বচনে বিশ্বাস করে না। এইজন্য পুনরায় জন্ম মরণকে প্রাপ্ত হয় না। যদি এই শ্লোকের এই আশয় নেওয়া যায় যা অদ্বৈতবাদী টীকাকারগণ নেয়, তবুও লোকবিশেষের খণ্ডন হয়ে যায়। তা এই প্রকার যে, অদ্বৈতবাদীদের মতে ব্রহ্মলোক থেকে ভিন্ন, অন্য কোনো লোক নেই। এবং তারও "**ব্রহ্মণো লোকঃ = ব্রহ্মলোকঃ**" এই অর্থ নয়, কিন্তু "**ব্রহ্মৈ লোকঃ = ব্রহ্মলোকঃ**" এই অর্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম এর লোক ইহা নয় বরং ব্রহ্মই লোক এই অর্থ সঠিক । যদি এই অর্থ নেওয়া যায় তো অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নিত্য মুক্তির খণ্ডন হয়ে যায় এবং যদি উক্ত লোকবিশেষ মানা যায় তো এঁদের অবতারত্রয়ীর লোকত্রয় থেকে পুনরাবৃত্তি কথন করে কৃষ্ণজী উক্ত অবতারত্রয়ীতে নূন্যতা কথন করেছেন। আমাদের বিচারে তো কৃষ্ণজী এতটা উচ্চ অভিমান কোনো পরমতত্ত্বকে আশ্রয় করে করেছেন অন্যথা অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিকে পুনর্জন্ম

যুক্ত কথন করে নিজ পদের প্রাপ্তিকে সর্বোপরি বলতো না এবং সেই পরমপদ পরবর্তী ২০ নং শ্লোকে কথন করেছেন।

সং – এখন ব্রহ্মরাত্রি এবং ব্রহ্মদিন যেই হিসাব দ্বারা কালবেত্তাগণ মান্য করে তা বর্ণন করছে —

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ।। ১৭ ।।

পদ — সহস্রযুগপর্যন্তং। অহঃ। যৎ। ব্রহ্মণঃ। বিদুঃ।
রাত্রিং। যুগসহস্রান্তাং। তে। অহোরাত্রবিদঃ। জনাঃ।

পদার্থ – **(যৎ)** যে যোগীগণ **(সহস্রযুগপর্যন্তং)** হাজার যুগ পর্যন্ত **(ব্রহ্মণঃ)** ব্রহ্মের **(অহঃ)** দিন, এবং **(যুগসহস্রান্তাং)** হাজার যুগের **(রাত্রিং)** রাত্রিকে **(বিদুঃ)** জানেন **(তে, জনাঃ)** সেই ব্যক্তি **(অহোরাত্রবিদঃ)** দিন এবং রাতের সম্পর্কে জ্ঞাত।

সরলার্থ – যে যোগীগণ হাজার যুগ পর্যন্ত ব্রহ্মের দিন, এবং হাজার যুগের রাত্রিকে জানেন, সেই ব্যক্তি দিন এবং রাতের সম্পর্কে জ্ঞাত।

ভাষ্য – ১৭২৮০০০ বর্ষ সত্যযুগ, ১২৯৬০০০ বর্ষ ত্রেতাযুগ, ৮৬৪০০০ বর্ষ দ্বাপর এবং ৪৩২০০০ বর্ষ কলিযুগ। এই চার যুগ যখন সহস্রবার ব্যাতীত হয় তখন তাকে “ব্রহ্মদিন” এবং এই প্রকার এতগুলো সময়ই “ব্রহ্মরাত্রি” হয়। এই রাত্রি-দিনের হিসেবে মাস, পক্ষ গণনা করে ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু হয়ে থাকে। তার মধ্য থেকে ৫০ বর্ষের প্রথম পরার্দ্ধ এবং দ্বিতীয় ৫০ বর্ষকে দ্বিতীয় পরার্দ্ধ বলে। এই রাত্রি-দিন গণনার এখানে এই উপযোগ ছিল যে, এক ব্রহ্মদিনভর এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির স্থিতি হয় এবং রাত্রিভর প্রলয় হয়। এই আশয়কে নিম্নলিখিত শ্লোকে বলেছে যে —

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ।। ১৮ ।।

~~~~~~

পদ — অব্যক্তাৎ। ব্যক্তয়ঃ। সর্বাঃ। প্রভবন্তি। অহরাগমে।
রাত্রাগমে। প্রলীয়ন্তে। তত্র। এব। অব্যক্তসংজ্ঞকে।

পদার্থ – (**অব্যক্তাৎ**) অব্যাক্ত প্রকৃতি দ্বারা (**সর্বাঃ, ব্যক্তয়ঃ**) সকল কার্য (**অহরাগমে, প্রভবন্তি**) ব্রহ্মদিনে হয় এবং (**রাত্রাগমে**) ব্রহ্মরাত্রিতে (**তত্র, অব্যক্তসংজ্ঞকে**) সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতে (**প্রলীয়ন্তে**) লয়কে প্রাপ্ত হয়ে যায়।

সরলার্থ – অব্যাক্ত প্রকৃতি দ্বারা সকল কার্য ব্রহ্মদিনে হয় এবং ব্রহ্মরাত্রিতে সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয়কে প্রাপ্ত হয়ে যায়।

ভাষ্য – এই শ্লোক সম্পূর্ণ কার্যের উৎপত্তি তথা প্রলয় বর্ণনের অভিপ্রায় থেকে এসেছে যার আশয় এই যে, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, রুদ্রলোক এগুলোর যে ব্রহ্মাদি দেবদের স্থানবিশেষ মনে করে তা পরমাত্মার বিভূতিতে এইরূপ তুচ্ছ যে, এক দিন-রাতে উৎপত্তি বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। আর অন্য টীকাকারদের মতে উক্ত দুই শ্লোক এই অভিপ্রায় থেকে এসেছে, বাস্তবে ব্রহ্মলোক এইরকম স্থান যে, এই চার যুগ যখন এক সহস্রবার ব্যাতীত হয়ে যায় তখন সেই ব্রহ্মের এক দিন হয় এবং এই দিন-রাতের হিসাব থেকে তাঁর ১০০ বর্ষ আয়ু হয়। ব্রহ্মের লোককে মুক্তপুরুষ প্রাপ্ত হয়, তাঁর পুনরাবৃত্তি "**আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ**" [গীতা ৮/১৬] এই শ্লোকে প্রতিপাদন করেছে। এবং যখন কৃষ্ণজী ব্রহ্মলোকের প্রাপ্তিরূপ মুক্তি থেকে ফিসে আসা কথন করেছে তো এর উত্তর এই যে, সেই বয়স্ক ব্রহ্মার সাথে যে মুক্তপুরুষ থাকে সেখানে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে যায়, পুনরায় তিনি বৃহৎ মুক্তিকে প্রাপ্ত হন, সেখান থেকে পুনরায় ফিরে আসে না, একে এই লোকেরা "ক্রমমুক্তি" বলে। এবং যিনি পিতৃযান মার্গ দ্বারা চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হন তিনি পুনরায় ফিরে আসেন। এইজন্য ওনারা সারাংশ এই বের করেছেন যে, যিনি পঞ্চাগ্নি বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হয় তিনি ফিরে আসে, তাই কৃষ্ণজী এইরূপ বলেছে যে, ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় ফিরে আসে কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে না। এতটা খাটাখাটুনি করে তাঁরা যে এই ভাব বের করেছে গীতার অক্ষরে এর অংশমাত্রও নেই। বাস্তবে এই শ্লোকের তত্ত্ব এই যে, মিথ্যা বিশ্বাস থেকে মানা ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক এবং রুদ্রলোক এই সব আগমাপায়ী অর্থাৎ তৈরি হয় আবার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এইজন্য একসহস্র চার যুগের একদিন এবং এই দিনের হিসেবে পক্ষ, মাস, বর্ণন করে পরমাত্মা
~~~~~~

অগাধ রচনায় একে অনিত্য বোধন করেছে।

সং – এখন এই ভাবকে পরবর্তীতে কথন করেছে —

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ।। ১৯ ।।

পদ — ভূতগ্রামঃ। সঃ। এব। অয়ং। ভূত্বা। ভূত্বা। প্রলীয়তে।
রাত্রাগমে। অবশঃ। পার্থ। প্রভবতি। অহরাগমে।

পদার্থ – হে পার্থ ! **(সঃ, অয়ং, ভূতগ্রামঃ)** তাঁরা এই ভূতের সমুদায় **(ভূত্বা, ভূত্বা)** হয়েও **(রাজ্যাগমে)** ব্রহ্মরাত্রির আসার পর **(অবশঃ, প্রলীয়তে)** অবশ্য নাশ হয় এবং **(প্রভবতি, অহরাগমে)** ব্রহ্মদিন আসার পর পুনরায় উৎপন্ন হয়ে যায়।

সরলার্থ – হে পার্থ ! তাঁরা এই ভূতের সমুদায় হয়েও ব্রহ্মরাত্রির আসার পর অবশ্য নাশ হয় এবং ব্রহ্মদিন আসার পর পুনরায় উৎপন্ন হয়ে যায়।

সং – এই উৎপত্তি-নাশ যুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং তাঁদের লোকের [স্থানের] অনিত্যতা প্রতিপাদন করে এখন সেই পদকে প্রতিপাদন করছে যাঁকে ধ্যানে রেখে কৃষ্ণজী এরূপ বলেছিলেন যে "**মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে**" = হে অর্জুন! আমাকে প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জন্ম হয় না —

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।। ২০ ।।

পদ — পরঃ। তস্মাৎ। তু। ভাবঃ। অন্যঃ। অব্যক্তঃ। অব্যক্তাৎ। সনাতনঃ।
যঃ। সঃ। সর্বেষু। ভূতেষু। নশ্যৎসু। ন। বিনশ্যতি।

পদার্থ – **(তস্মাৎ, অব্যক্তাৎ)** সেই অব্যক্তরূপ প্রকৃতি থেকে **(অন্যঃ, অব্যক্তঃ, ভাবঃ)** অন্য অব্যক্তভাব সূক্ষ্ম পরমাত্মা **(তু)** নিশ্চিত রূপে **(পরঃ)** উর্ধ্বে, তাহলে তিনি কিরকম **(সনাতনঃ)** সনাতন **(সঃ, যঃ)** তিনি এই **(সর্বেষু, ভূতেষু)** সকল ভূতের **(নশ্যৎসু)** নাশ হবার পরেও **(ন, বিনশ্যতি)** নাশকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – সেই অব্যক্তরূপ প্রকৃতি থেকে অন্য অব্যক্তভাব সূক্ষ্ম পরমাত্মা নিশ্চিত রূপে উর্ধ্বে। তাহলে তিনি কিরকম ? সনাতন, তিনি এই সকল ভূতের নাশ হবার পরেও নাশকে প্রাপ্ত হয় না।

ভাষ্য – এই সেই পর যাকে "**তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ**" [অথর্ববেদ ৭/৩/৭] ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণন করেছে যে, এই ব্যাপক বিষ্ণু = পরমাত্মার (পদং) স্বরূপকে জ্ঞানীগণ প্রাপ্ত হয়। এটা সেই পদ যেই পদের সাকারতার "**ন তস্য প্রতিমা অস্তি**" [যজুর্বেদ ৩১/৩] ইত্যাদি মন্ত্রে নিষেধ করে। এই অব্যক্ত পরমাত্মার ইন্দ্রিয়গোচরতাকে "**ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনং**" ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যে বর্ণন করা হয়েছে। এবং এই অব্যক্তকে কৃষ্ণজী এই প্রকার বলপূর্বক বর্ণন করে যে —

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।। ২১ ।।

পদ — অব্যক্তঃ। অক্ষরঃ। ইতি। উক্তঃ। তং। আহুঃ। পরমাং। গতিং।
যং। প্রাপ্য। ন। নিবর্তন্তে। তৎ। ধাম। পরমং। মম।

পদার্থ – (**অব্যক্তঃ, অক্ষরঃ, ইতি, উক্তঃ**) এই যে অব্যক্ত অক্ষরের কথন করা হলো (**তং**) তাঁকে বেদ (**পরমং, গতিং, আহুঃ**) পরমগতি বলে (**যং, প্রাপ্য**) যাঁকে প্রাপ্ত হয়ে (**ন, নিবর্তন্তে**) পুনরায় নিবৃত্ত হয় না অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোনো সংশয় বিপর্যয় হয় না (**তৎ**) তিনি (**পরমং**) সবচেয়ে বড় (**মম, ধাম**) আমার স্থান।

সরলার্থ – এই যে অব্যক্ত অক্ষরের কথন করা হলো বেদ তাঁকে পরমগতি বলে। যাঁকে প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় নিবৃত্ত হয় না অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোনো সংশয় বিপর্যয় হয় না, তিনি সবচেয়ে বড় আমার স্থান।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এসে কৃষ্ণজী সেই অক্ষররূপ পরমপদকে নিজের ধাম অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ভূত কথন করেছে। যেরূপে অনেক ক্রশ থেকে হেটে আসা ব্যক্তি নিজ ধামকে প্রাপ্ত হয়ে শান্তি লাভ করে, এই প্রকার সংসার অনলে সংতপ্ত ব্যক্তি এই শান্তি বেড়ায়

স্থিতি পেয়ে শান্ত হয়। এই অভিপ্রায় থেকে সেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম অব্যক্ত পুরুষকে যা [গীতা ৮-৯/১০/১১] মধ্যে অক্ষর নাম কথন করা হয়েছে, এই ভাব থেকে কৃষ্ণজী তাঁকে নিজের ধাম বলেছেন।

এই শ্লোকের "**তদ্ধাম পরমং মম**" এই বাক্যের মায়াবাদীগণ এখানে পর্যন্ত অর্থাভাস করে যে "**অহংব্রহ্মাস্মি**" তথা "**তত্ত্বমসি**" এর সমস্ত শক্তি এর উপর প্রয়োগ করে এবং বলে যে, কৃষ্ণজী এই শ্লোকে নিজেই নিজেকে পরমেশ্বর বলেছেন। আমাদের বিচারে এই ভাব এই শ্লোকের কদাপি না। যদি অক্ষর হওয়ার অভিমান কৃষ্ণজীর হতো তো অগ্রিম শ্লোকে সেই অক্ষর ব্রহ্মকে নিজের থেকে ভিন্ন বোধন করতো না, কিন্তু সেখানে করেছে। এর থেকে সিদ্ধ হয় যে, কৃষ্ণ ব্রহ্ম নয়।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ৷
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — পুরুষঃ। সঃ। পরঃ। পার্থ। ভক্ত্বা। লভ্যঃ। তু। অনন্যয়া।
যস্য। অন্তঃস্থানি। ভূতানি। যেন। সর্বম্। ইদং। ততং।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**সঃ**) সেই (**পরঃ, পুরুষঃ**) পরম পুরুষ (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**অনন্যয়া, ভক্ত্বা, লভ্যঃ**) অনন্য ভক্তি থেকে প্রাপ্ত হয় (**যস্য**) যাঁর (**ভূতানি**) সকল ভূত [প্রাণী] (**অন্তঃস্থানি**) ভেতর এবং (**যেন**) যিনি (**ইদং, সর্বম্**) এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে (**ততং**) বিস্তৃত করে রেখেছেন।

সরলার্থ – হে পার্থ ! সেই পরম পুরুষ নিশ্চিত রূপে অনন্য ভক্তি থেকে প্রাপ্ত হয় যাঁর ভেতর এই সকল ভূত [প্রাণী] রয়েছে এবং যিনি এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বিস্তৃত করে রেখেছেন।

সং – এখন এই ব্রহ্মাক্ষররাধ্যায়ের সমাপ্তি করে জ্ঞানী এবং কর্মী ব্যক্তিদের মার্গের বর্ণনা করছে —

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ ৷
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ৷৷ ২৩ ৷৷

পদ — যত্র। কালে। তু। অনাবৃত্তিঃ। আবৃত্তিং। চ। এব। যোগিনঃ।

প্রয়াতাঃ। যান্তি। তং। কালং। বক্ষ্যামি। ভরতর্ষভ।

পদার্থ – হে ভরতর্ষভ ! **(যত্র, কালে)** যেই কালে **(তু)** নিশ্চিত রূপে **(অনাবৃত্তিঃ)** মুক্তি **(চ)** এবং **(আবৃত্তিং)** পরমাত্মার অভ্যাসরূপ ভক্তিকে **(প্রয়াতাঃ)** প্রাণ ত্যাগের অনন্তর **(যোগিনঃ)** যোগীগণ **(যান্তি)** প্রাপ্ত হয় **(তং, কালং)** সেই কালকে **(বক্ষ্যামি)** কথন করছি।

সরলার্থ – হে ভরতর্ষভ ! যেই কালে নিশ্চিত রূপে মুক্তি এবং পরমাত্মার অভ্যাসরূপ ভক্তিকে, প্রাণ ত্যাগের অনন্তর যোগীগণ প্রাপ্ত হয় সেই কালকে কথন করছি।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এই যে, পরমাত্মার যোগের সাথে যুক্ত ব্যক্তি কোন অবস্থায় গিয়ে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে প্রাপ্ত হয় এবং কোন অবস্থায় "**তজ্জপস্তদর্থভাবনং**" ইত্যাদি জপ তথা যজ্ঞ দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত যোগকে প্রাপ্ত হয়।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ।। ২৪ ।।

পদ — অগ্নিঃ। জ্যোতিঃ। অহঃ। শুক্লঃ। ষণ্মাসাঃ। উত্তরায়ণং।
তত্র। প্রয়াতাঃ। গচ্ছন্তি। ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদঃ। জনাঃ।

পদার্থ – **(অগ্নিঃ, জ্যোতিঃ)** যেই অবস্থায় অগ্নির সমান জ্যোতি এবং **(অহঃ, শুক্লঃ)** দিন শুভ্র আর **(ষণ্মাসাঃ, উত্তরায়ণং)** ছয় মাস উত্তরায়ণ **(তত্র)** সেই অবস্থায় **(প্রয়াতাঃ)** শরীর ত্যাগ করে **(ব্রহ্মবিদঃ, জনাঃ)** ব্রহ্মবেত্তা ব্যক্তি **(ব্রহ্ম, গচ্ছন্তি)** ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

সরলার্থ – যেই অবস্থায় অগ্নির সমান জ্যোতি এবং দিন শুভ্র আর ছয় মাস উত্তরায়ণ সেই অবস্থায় শরীর ত্যাগ করে ব্রহ্মবেত্তা ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ভাষ্য – ইহা রূপকালঙ্কার অর্থাৎ উত্তরায়ণ কালে দিন শুক্ল হয় এবং অগ্নি জ্যোতির সমান হয়, এইরূপ প্রদীপ্ত জ্ঞান-কালে যে ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করে তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেরূপ "**পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেণরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে**" ইত্যাদি বাক্যে যে তদ্ধর্মতাপত্তি

~~~~~~

রূপ মুক্তি কথন করা হয়েছে তাকে প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এর বোধক পূর্ব শ্লোকে অনাবৃত্তি শব্দ কথন করা হয়েছে যে, সেখানে বার বার আবৃত্তি করতে হয় না। যখন ব্যক্তি পরমাত্মার যোগ থেকে নিষ্পাপ হয়ে যায় তখন **"আত্মবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"** ইত্যাদি জপযজ্ঞের আবৃত্তি করতে হয় না অর্থাৎ এইরূপ দিব্যজ্ঞানের অবস্থায় তাঁর প্রয়াণ হয় যে, তিনি মুক্ত হয়ে গেছে। এইজন্য তাঁর আবৃত্তির আবশ্যকতা নেই।

সং – এখন আবৃত্তিযুক্ত কেবল কর্মের অবস্থা কথন করেছে —

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ৷
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — ধূমঃ। রাত্রিঃ। তথা। কৃষ্ণঃ। ষণ্মাসাঃ। দক্ষিণায়নং।
তত্র। চান্দ্রমসং। জ্যোতিঃ। যোগী। প্রাপ্য। নিবর্ততে ৷৷ ২৫ ৷৷

পদার্থ – **(ধূমঃ, রাত্রিঃ)** যেই অবস্থায় ধোঁয়ার রাত্রির মতো অন্ধকার **(তথা, কৃষ্ণঃ)** এবং কৃষ্ণপক্ষ **(ষণ্মাসাঃ, দক্ষিণায়নং)** ছয় মাসের দক্ষিণায়ন হওয়ার পর যেখানে দিব্য জ্যোতির মন্দতা থাকে **(তত্র)** সেই অবস্থায় প্রয়াণ করা **(যোগী)** কর্মী **(চান্দ্রমসং, জ্যোতিঃ, প্রাপ্য)** চন্দ্রমার সমান যে আহ্লাদায়ক জ্যোতি রয়েছে তাকে প্রাপ্ত হয়ে **(নিবর্ততে)** পুনরাবর্ত্ততে অর্থাৎ বার বার আবৃত্তি করে।

সরলার্থ – যেই অবস্থায় ধোঁয়ার রাত্রির মতো অন্ধকার এবং কৃষ্ণপক্ষ, ছয় মাসের দক্ষিণায়ন হওয়ার পর যেখানে দিব্য জ্যোতির মন্দতা থাকে, সেই অবস্থায় প্রয়াণ করা কর্মী চন্দ্রমার সমান যে আহ্লাদায়ক জ্যোতি রয়েছে তাকে প্রাপ্ত হয়ে পুনরাবর্ত্ততে অর্থাৎ বার বার আবৃত্তি করে।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এই যে, কেবল কর্মকালে যিনি প্রয়াণ করে তিনি ধূম, রাত্রি তথা কৃষ্ণপক্ষের মতো অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দক্ষিণায়ন কালে উত্তর মেরুর কাছে আরও অন্ধকার থাকে। এই সময়ে কেবল কর্মানুষ্ঠানী যোগী ভোগরূপ
~~~~~~

আনন্দকে প্রাপ্ত হয়, “**চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ**” এর এখানে চদি = আহ্লাদায়ক থেকে আহ্লাদ এর অর্থ নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এইরূপ যোগী বার বার কর্মের আবৃত্তি করে।

সং – এখন কর্মমার্গ এবং জ্ঞানমার্গের উপসংহার করছে —

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ৷
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — শুক্লকৃষ্ণে। গতী। হি। এতে। জগতঃ। শাশ্বতে। মতে।
একয়া। যাতি। অনাবৃত্তি। অন্যয়া। আবর্ততে। পুনঃ।

পদার্থ – (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**এতে**) এই (**শুক্লকৃষ্ণে, গতী**) শুক্ল-কৃষ্ণ গতি (**জগতঃ**) জগতের (**শাশ্বতে, মতে**) নিরন্তর মান্য করা হয়েছে (**একয়া**) এক জ্ঞানগতি থেকে (**অনাবৃত্তি**) মুক্তিকে (**যাতি**) প্রাপ্ত হয় এবং (**অন্যয়া**) অপরদিকে কেবল কর্মগতি থেকে (**পুনঃ**) পুনরায় (**আবর্ততে**) কর্মের আবর্তন করে অর্থাৎ বার বার কর্মের অভ্যাস করে।

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে এই শুক্ল-কৃষ্ণ গতি জগতের নিরন্তর মান্য করা হয়েছে। এক জ্ঞানগতি থেকে মুক্তিকে প্রাপ্ত হয় এবং অপরদিকে কেবল কর্মগতি থেকে পুনরায় কর্মের আবর্তন করে অর্থাৎ বার বার কর্মের অভ্যাস করে।

সং – ননু, যোগীর অর্থ তো পূর্বে এরূপ বলে এসেছেন যে, তিনি কখনো নাশ হন না আর এখানে এসে এই কথন করে দিলেন যে “**যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে**” = যোগী প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় নিবৃত্ত হয়ে যায় ? উত্তর – “**শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে**” [গীতা ৬/৪১] এই শ্লোকে এইরূপ কথন করেছে যে, যোগ থেকে পতিত ব্যক্তিও অসদগতিকে প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ শ্রীমানের ঘরে জন্ম নেয়। এই আশয় থেকে পরবর্তী দুই শ্লোকে যোগীদের মহত্ত্ব বর্ণন করেছে —

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ৷
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ৷৷ ২৭ ৷৷

পদ — ন। এতে। সৃতী। পার্থ। জানন্। যোগী। মুহ্যতি। কশ্চন।
তস্মাৎ। সর্বেষু। কালেষু। যোগযুক্তঃ। ভব। অর্জুন।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**এতে**) এই দুই (**সৃতী**) মার্গকে (**জানন্**) জ্ঞাত হয়ে (**কশ্চন, যোগী**) কোনো যোগী (**ন, মুহ্যতি**) মোহকে প্রাপ্ত হয় না (**তস্মাৎ**) এইজন্য (**সর্বেষু, কালেষু**) সকল অবস্থায় হে অর্জুন ! তুমি (**যোগযুক্তঃ, ভব**) যোগযুক্ত হও অর্থাৎ যোগের অনুষ্ঠান করো।

সরলার্থ – হে পার্থ ! এই দুই মার্গকে জ্ঞাত হয়ে কোনো যোগী মোহকে প্রাপ্ত হয় না এইজন্য সকল অবস্থায় হে অর্জুন ! তুমি যোগযুক্ত হও অর্থাৎ যোগের অনুষ্ঠান করো।

ভাষ্য – উক্ত দেবযান তথা পিতৃযান অর্থাৎ জ্ঞান এবং কর্ম উভয় প্রকারের মার্গের মধ্য থেকে কোনো একটি মার্গকেও জ্ঞাত হওয়া যোগী মোহকে প্রাপ্ত হয় না। ইহা সেই আশয় যাকে "**নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে**" [গীতা ২/৪০] ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করে এসেছি যে, যোগের অংশমাত্রও নাশ হয় না।

সং – এখনব যোগের মহত্ত্বের বর্ণন করে যোগীর পরম স্থান ব্রহ্মাক্ষর নিরূপণ করে এই ব্রহ্মাক্ষরাধ্যায়ের উপসংহার করছে —

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ৷
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — বেদেষু। যজ্ঞেষু। তপঃসু। চ। এব। দানেষু।
যৎ। পুণ্যফলং। প্রদিষ্টং। অত্যেতি। তৎ। সর্বং।
ইদং। বিদিত্বা। যোগী। পরং। স্থানং। উপৈতি। চ। আদ্যং।

পদার্থ – (**বেদেষু**) বেদে (**যজ্ঞেষু**) যজ্ঞে (**চ**) এবং (**তপঃসু**) তপে তথা (**দানেষু**) দানে (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**যৎ**) যে (**পুণ্যফলং**) পুণ্যের ফল (**প্রদিষ্টং**) কথন করেছে (**ইদং, বিদিত্বা, যোগী**) এই অক্ষর ব্রহ্মাকে জেনে যোগী (**তৎ, সর্বং**) সেই সম্পূর্ণ ফলকে

(অত্যেতি) উল্লঙ্ঘন করে যায় অর্থাৎ সেই সব ফল এঁর জন্য তুচ্ছ **(চ)** এবং সেই যোগী **(আদ্যং)** সকলের আদিরূপ **(পরং, স্থানং)** পরমস্থান, যিনি ব্রহ্মাক্ষর, তাঁকে **(উপৈতি)** প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – বেদে, যজ্ঞে এবং তপে তথা দানে নিশ্চিত রূপে যে পুণ্যের ফল কথন করেছে, এই অক্ষর ব্রহ্মাকে জেনে যোগী সেই সম্পূর্ণ ফলকে উল্লঙ্ঘন করে যায় অর্থাৎ সেই সব ফল এঁর জন্য তুচ্ছ এবং সেই যোগী সকলের আদিরূপ পরমস্থান, যিনি ব্রহ্মাক্ষর, তাঁকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – "**উপৈতি**" শব্দের অর্থ এখানে ব্রহ্মের সহিত তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ যোগ, যেরূপ "**নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি**" [মু০ ২/৩] ইত্যাদি বাক্যে বর্ণন করা হয়েছে। যদি এখানে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে ব্রহ্মবোধন করার তাৎপর্য হতো তো এই ব্রহ্মাক্ষর অধ্যায়ের শেষে নিজেই নিজেকে অক্ষর = ব্রহ্মরূপে অবশ্য বর্ণন করতো, এবং যা যোগীর জন্য একমাত্র আদ্যস্থান উপদেশ করা হয়েছে তাঁকেও নিজেই নিজের দ্বারা বর্ণন করতো। এখানে কৃষ্ণজী আদ্যস্থানকে নিজেই নিজের থেকে ভিন্ন নির্দেশ করা "**মামুপৈত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে**" ইত্যাদি সকল সম্বন্ধিত বাক্যকে স্পষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ সেখানেও অস্মচ্ছব্দের তাৎপর্য নিজ মন্তব্যের অভিপ্রায় থেকে, যেরূপ "**তদ্ধাম পরমং মম**" এই শ্লোকে কৃষ্ণজী পরমাত্মাকে নিজধাম বলে বোধন করেছে।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

ওঽম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগোঃ]

~~~~~~

সং – পূর্বের ব্রহ্মাক্ষর অধ্যায়ে সেই অক্ষর ব্রহ্মের অনন্যভক্তি বর্ণন করা হয়েছে, যেরূপ "**পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া**" [গীতা ৮/২২] ইত্যাদি শ্লোকে একমাত্র সেই পুরুষকে মানা হয়েছে। এই প্রকার উপাস্য উপাসকভাব কথন করে এখন "**অহংগ্রহ**" উপাসনার কথন করেছে অর্থাৎ আত্মত্বেন উপাসনা এই অধ্যায়ে কথন করা হয়েছে —

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ।। ১ ।।

পদ — ইদং। তু। তে। গুহ্যতমং। প্রবক্ষ্যামি। অনসূয়বে।
জ্ঞানং। বিজ্ঞানসহিতং। যৎ। জ্ঞাত্বা। মোক্ষ্যসে। অশুভাৎ।

পদার্থ – **(তে, অনসূয়বে)** তুমি যে নিন্দা থেকে রহিত হয়েছ, তোমার জন্য **(ইদং)** এই **(গুহ্যতমং)** গোপনীয় **(জ্ঞানং)** জ্ঞান **(প্রবক্ষ্যামি)** কথন করছি, সেই জ্ঞান কিরকম **(বিজ্ঞানসহিতং)** যা অনুষ্ঠানযোগ্য **(যৎ, জ্ঞাত্বা)** যাকে জেনে তুমি **(অশুভাৎ)** মন্দ কর্ম থেকে **(মোক্ষ্যসে)** মুক্ত হবে।

সরলার্থ – তুমি যে নিন্দা থেকে রহিত হয়েছ, তোমার জন্য এই গোপনীয় জ্ঞান কথন করছি, সেই জ্ঞান কিরকম ? যা অনুষ্ঠানযোগ্য, যাকে জেনে তুমি মন্দ কর্ম থেকে মুক্ত হবে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান কথন করে এই বোধ করেছে যে, এই জ্ঞান কেবল জ্ঞানরূপই নয় কিন্তু অনুষ্ঠানরূপও। আর সেই অনুষ্ঠানও এরূপ যে, যাকে " সিদ্ধি" শব্দ দ্বারা কথন করা হয়েছে। যেরূপ "**জন্মৌষধি মন্ত্র তপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ**" [যোগ দর্শন ৪/১] = জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপ এবং সমাধি এগুলো থেকে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা সেই সিদ্ধি যাকে সমাধির সিদ্ধি বলা হয়। এইজন্য জ্ঞানকে বিজ্ঞানের বিশেষণ দিয়েছে। ইহা সেই জ্ঞান, যার অনুষ্ঠান করে আবৃত্তিরূপ ভক্তি ব্যাতিতই ব্যক্তি অশুভ কর্ম থেকে

---

* যেই ভক্তির পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় হয় না তাকে "অনন্যভক্তি" বলে।
~~~~~~

মুক্ত হয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে।

সং – ননু, সপ্তম অধ্যায়েও এই বিজ্ঞানযোগের বর্ণন করা হয়েছে তাহলে পুনরায় এখানে কী বিশেষতা ? উত্তর —

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ৷
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ৷৷ ২ ৷৷

পদ — রাজবিদ্যা। রাজগুহ্যং। পবিত্রং। ইদং। উত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং। ধর্ম্যং। সুসুখং। কর্তুং। অব্যয়ং।

পদার্থ – (**ইদং**) এই জ্ঞান (**রাজবিদ্যা**) সকল বিদ্যার রাজা (**রাজগুহ্যং**) সকল রহস্যের রাজা (**পবিত্রং**) পবিত্র (**উত্তমং**) উত্তম এবং (**প্রত্যক্ষাবগমং**) প্রত্যক্ষ থেকে জানা যায় (**ধর্ম্যং**) ধর্মপূর্বক (**সুসুখং, কর্তুং**) সুখপূর্বক করা যায় এবং (**অব্যয়ং**) বিকার থেকে রহিত।

সরলার্থ – এই জ্ঞান সকল বিদ্যার রাজা, সকল রহস্যের রাজা। পবিত্র, উত্তম এবং প্রত্যক্ষ থেকে জানা যায়। ধর্মপূর্বক, সুখপূর্বক করা যায় এবং বিকার থেকে রহিত।

ভাষ্য – যার থেকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রাপ্তি হয় তাকে "বিদ্যা" বলে। ইহা সেই বিজ্ঞান যা সব বিদ্যার রাজা। কেননা এই বিজ্ঞান পরমাত্মরূপ পরমতত্ত্বের প্রাপ্তি করায়। সংসারে যত রহস্য রয়েছে সেই সবগুলো জেনে নেওয়া উত্তম আর এগুলো জানা অতি দুষ্কর। এইজন্য একে সব গুহ্যের রাজা বলা হয়েছে। এবং প্রত্যক্ষের বিষয় একে এইজন্য বলা হয়েছে যে, এই ঈশ্বরীয় যোগরূপ বিজ্ঞান থেকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ঈশ্বরের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। অধিক আর কি, এই অভেদ উপাসনারূপ যোগের সম্পাদন করা ধর্ম। সপ্তম অধ্যায়ে বিজ্ঞানযোগের কথন এবং এখানে অভেদ উপাসনা দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকার করার বর্ণন হওয়ার কারণে এই দুই অধ্যায়ে ভেদ রয়েছে।

সং – যখন এই যোগ এইরূপ শ্রেষ্ঠ তো তাহলে সকল লোকজন এর ধারণ কেন করে

না ? উত্তর —

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ।। ৩ ।।

পদ — অশ্রদ্দধানাঃ। পুরুষাঃ। ধর্মস্য। অস্য। পরন্তপ।
অপ্রাপ্য। মাং। নিবর্ত্তন্তে। মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।

পদার্থ – (**পরন্তপ**) হে অর্জুন ! (**অস্য, ধর্মস্য, অশ্রদ্দধানাঃ**) এই ধর্মের শ্রদ্ধা থেকে রহিত ব্যক্তি (**মাং, অপ্রাপ্য**) আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে (**মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি**) মৃত্যুরূপ সংসারের মার্গে (**নিবর্ত্তন্তে**) পড়ে রয়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! এই ধর্মের শ্রদ্ধা থেকে রহিত ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুরূপ সংসারের মার্গে পড়ে রয়।

ভাষ্য – অশ্রদ্ধালু ব্যক্তি কৃষ্ণজীর ঈশ্বরসম্বন্ধি যোগের তত্ত্বকে না জেনে সকল বিদ্যা সমূহের রাজা যে যোগ, তাতে শ্রদ্ধা করে না। এইজন্য সেই ব্যক্তি এই মার্গে চলার অধিকারী হয় না।

সং – ননু, সেই কৃষ্ণজীর ঈশ্বরসম্বন্ধি যোগ কী, যার তত্ত্বকে সাধারণ মনুষ্য জানতে পারে না ? উত্তর —

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ।। ৪ ।।

পদ — ময়া। ততং। সর্বং। জগৎ। অব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি। সর্বভূতানি। ন। চ। অহং। তেষু। অবস্থিতঃ।

পদার্থ – (**ইদং**) এই (**সর্বং**) সম্পূর্ণ (**জগৎ**) সংসার (**অব্যক্তমূর্তিনা**) নিরাকাররূপ থেকে (**ময়া**) আমি (**ততং**) বিস্তৃত করেছি (**সর্বভূতানি**) সংসারের পৃথিবী আদি সব ভূত (**মৎস্থা-**

~~~~~~

নি) আমার মধ্যে স্থিত **(চ)** এবং **(অহং)** আমি **(তেষু)** সেগুলোর মধ্যে **(ন, অবস্থিতঃ)** স্থিত নই অর্থাৎ সেগুলোর আশ্রিত নই।

সরলার্থ – এই সম্পূর্ণ সংসার নিরাকাররূপ থেকে আমি বিস্তৃত করেছি। সংসারের পৃথিবী আদি সব ভূত আমার মধ্যে স্থিত এবং আমি সেগুলোর মধ্যে স্থিত নই অর্থাৎ সেগুলোর আশ্রিত নই।

ভাষ্য – কৃষ্ণজীর ঈশ্বর সম্বন্ধি সেই যোগ যাকে "**য আত্মনিতিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্**" [বৃহদা০ ৩/৭] ইত্যাদি ব্রাহ্মণে সেই অন্তর্যামী পুরুষের জীবাত্মার সাথে শরীর-শরীরীভাব সম্বন্ধ বর্ণন করা হয়েছে। এই ভাব থেকে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে পরমাত্মার বিভূতি মনে করে সেই অন্তর্যামীতে তদ্ধর্মতাপত্তি থেকে আত্মভাব ধারণ করে এই কথন করেছে যে, আমি এই সমস্ত সংসারকে সৃষ্টি করেছি। এই ঈশ্বরীয় যোগকে সাধারণ ব্যক্তি জানে না। কেবল সাধারণ যোগশক্তি দ্বারা কৃষ্ণজী এই অপূর্ব অর্থ প্রতিপাদন করেন নি বরং ঈশ্বরের সাথে অভেদ উপাসনা দ্বারা উক্ত প্রকারের যোগ রেখে এই অর্থ প্রতিপাদন করেছে। এবং অন্য আরও অনেক ঋষিও এই প্রতিজ্ঞা করেছে। যেরূপ আমরা ইন্দ্রপ্রতর্দনাধিকরণে "**প্রাণস্তথানুগমাৎ**" [ব্র০ সূ০ ১/১/২৮] সূত্রে লিখে চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিয়ে এসেছি – "ইন্দ্র" যিনি নিজেই নিজেকে প্রাণরূপ কথন করে এখানে বলেছে যে, তুমি আমার উপাসনা করো। তা এই ঐশ্বরিক যোগই ছিল। আবার বামদেব [বৃহদা০ ১/৪/১০] মধ্যে বলেছেন যে, যেই-যেই ব্যক্তি দেবের মধ্যে জাগ্রত তাঁরা পরমাত্মার অভেদ উপাসনা করে নিজেই নিজেকে পরমাত্মদেব নির্দেশ করতে লাগলো। আর এই অর্থকে "**সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বং চ**" [যোগ০ ৩/৪৯] মধ্যে এই প্রকার বর্ণন করেছে যে, যখন প্রকৃতি এবং পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়, তখন সকল ভাবের অধিষ্ঠাতাপন এবং জ্ঞানাপন সেই ব্যক্তির মধ্যে হয়ে যায়, এর নাম সিদ্ধি। কৃষ্ণজী এই প্রকারের যোগসিদ্ধিকে প্রাপ্ত করেছিলেন, এইজন্য তিনি নিজেই নিজেকে ঈশ্বরভাব থেকে কথন করেছেন।

সং – ননু, এই সব তুমি নিজের কল্পনা থেকে যুক্ত করছো, এইরকম ঐশ্বর যোগ গীতায় কোথাও বর্ণন করা হয় নি ? উত্তর —
~~~~~~

~~~~~~

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ।। ৫ ।।

পদ — ন। চ। মৎস্থানি। ভূতানি। পশ্য। মে। যোগং। ঐশ্বরং।
ভূতভৃৎ। ন। চ। ভূতস্থঃ। মম। আত্মা। ভূতভাবনঃ।

পদার্থ – **(মৎস্থানি, ভূতানি, ন, চ)** আমার মধ্যে প্রাণিগণ স্থিত নয় **(ন, চ, ভূতভৃৎ)** না আমি সকল প্রাণীর ভরণপোষণকারী **(মে)** আমার **(যোগং)** যোগ **(ঐশ্বরং)** “**ঈশ্বরেভবঃ = ঈশ্বর ; তং ঐশ্বরং যোগং**” = ঈশ্বরের মধ্যে যা তাকে “ঐশ্বর” বলে, এই ঐশ্বরিক যোগকে তুমি **(পশ্য)** দেখ **(মম, আত্মা)** আমার আত্মা **(ভূতভাবনঃ)** ভূতদের সংকল্পকারী।

সরলার্থ – আমার মধ্যে প্রাণিগণ স্থিত নয়, না আমি সকল প্রাণীর ভরণপোষণকারী। আমার যোগ অর্থাৎ এই ঐশ্বরিক যোগকে তুমি দেখ, আমার আত্মা ভূতদের সংকল্পকারী।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কৃষ্ণজীর ঈশ্বরের সাথে যে যোগ ছিল তাকে “**পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্**” এই কথন করে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আমার ঈশ্বরের সাথে এইরূপ যোগ রয়েছে, যেখানে সকল ভূতদের কর্তা না হয়েও তাঁদের জন্য অভিমান করতে পারি। ইহা কৃষ্ণজীর ঈশ্বরের সাথে অদ্ভুত যোগ ছিল যাকে সাধারণ ব্যক্তি জানে না। উক্ত দুই শ্লোকের অর্থ মায়াবাদী টীকাকারগণ রজ্জু সর্পাদির সমান কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা হওয়ার করেছে এবং স্বয়ং এই আশঙ্কা করে যে, পরিচ্ছিন্ন একদেশী কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে কিভাবে রচনা করলেন ? এর উত্তর এরূপ দিয়েছে যে “**অব্যক্তমূর্তিনা**” = নিরাকাররূপে ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করেছেন। যখন এই জগৎ তাঁদের মতে কল্পিত তো তাহলে কর্তার নিরূপণ কিভাবে করা হলো ? অনিত্য শরীরধারী কৃষ্ণের আবশ্যকতা তো তাঁদের, যাঁদের মতে রজ্জু সর্পাদির মতো সমস্ত সংসার অজ্ঞানমাত্র। তাঁদের মতে কল্পিত কৃষ্ণকে নিরাকার ঈশ্বর বানিয়ে সংসারের যথাযোগ্য কর্তা কথন করার থেকে কি লাভ !

ননু – তোমাদের মতে ঈশ্বরের সাথে যোগ হওয়ার কারণে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে জগতের কর্তা কথন করেন, ইহাও তো একটি আরোপমাত্র ঠিক কিনা ? **উত্তর** –
~~~~~~

~~~~~~

কৃষ্ণজীর মধ্যে এই যোগের যোগ্যতা থাকায় আমাদের অর্থ তো ঠিক কিন্তু ঈশ্বরের জন্ম মান্যকারী ব্যক্তিদের মতে কৃষ্ণজী কোনো রূপেও জগতের কর্তা হতে পারে না। চতুর্ভূজ রূপে তো এইজন্য জগতের কর্তা হতে পারে না যে, সেই রূপ পরিচ্ছিন্ন। যদি বলা হয় যে, অব্যক্তমূর্তির মাধ্যমে কর্তা তো তোমাদের কৃষ্ণের কর্ত্তাপনকে প্রতিপাদনকারী সকল শ্লোকের অর্থ ত্যাগ করতে হবে এবং গৌণবৃত্তি থেকে "**সিংহো মাণবকঃ**" = এই পুরুষ সিংহ, এই অর্থের সমান উপাচার মানতে হবে। তোমাদের উপাচাররূপ অর্থের অপেক্ষা আমরা যে আত্মত্বোপাসনার ভাব থেকে সেই শ্লোককে লাপন [গ্রহণ] করি তো কী দোষ অর্থাৎ কোনো দোষ নেই।

সং – এখন উক্ত অর্থে আরও হেতু কথন করেছে —

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ৷
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ৷৷ ৬ ৷৷

পদ — যথা। আকাশস্থিতঃ। নিত্যং। বায়ুঃ। সর্বত্রগঃ। মহান্।
তথা। সর্বাণি। ভূতানি। মৎস্থানি। ইতি। উপধারয়।

পদার্থ – (**যথা**) যেই প্রকার (**আকাশস্থিতঃ, বায়ুঃ**) আকাশে স্থিত বায়ু (**নিত্যং, সর্বত্রগঃ**) সর্বদা সব স্থানে ছড়িয়ে যায় (**তথা**) সেইরূপ (**সর্বাণি, ভূতানি**) সকল প্রাণী (**মৎস্থানি**) আমার মধ্যে স্থিত হয়ে মহান হয়ে যায় (**ইতি, উপধারয়**) তুমি এরূপ নিশ্চিত রূপে জানবে।

সরলার্থ – যেই প্রকার আকাশে স্থিত বায়ু সর্বদা সব স্থানে ছড়িয়ে যায়, সেইরূপ সকল প্রাণী আমার মধ্যে স্থিত হয়ে মহান হয়ে যায়। তুমি এরূপ নিশ্চিত রূপে জানবে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে বায়ুস্থানীয় বর্ণন করেছেন যে, যেই প্রকার আকাশের অবকাশকে প্রাপ্ত হয়ে বায়ু ছড়িয়ে যায় এবং অল্প থেকে অধিক হয়ে যায়, সেইরূপ আমি পরমাত্মার মহান স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়ে মহান হয়েছি। এই সব প্রাণী আমার মধ্যে, এই ভাব উপনিষদের এই বাক্য থেকে নেওয়া হয়েছে যেরূপ "**শারীর আত্মা**
~~~~~~

প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢ়ঃ" [বৃহদা০ ৪/৩/৩৫] = এই জীবাত্মা সেই প্রজ্ঞাত্মা পরমাত্মাকে আশ্রয় করে সকল ভূবনকে দর্শন করে। "**নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি**" [মু০ ৩/১/৩] = এই জীব অবিদ্যা থেকে রহিত হয়ে পরম সমতাকে প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি বাক্য থেকে পাওয়া যায় যে, পরমাত্মার সাথে যুক্ত হয়েই এই জীবাত্মা মহান ভাবকে প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার পরমাত্মার ভাবকে ধারণ করে কৃষ্ণজী নিজেকে জগতের কর্তা কথন করেছেন, যেরূপ —

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ।। ৭ ।।

পদ — সর্বভূতানি। কৌন্তেয়। প্রকৃতিং। যান্তি। মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে। পুনঃ। তানি। কল্পাদৌ। বিসৃজামি। অহং।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**কল্পক্ষয়ে**) প্রলয়কালে (**সর্বভূতানি**) এই সকল প্রাণী (**মামিকাং**) আমার (**প্রকৃতিং**) প্রকৃতিকে (**যান্তি**) প্রাপ্ত হয়, (**কল্পাদৌ**) উৎপত্তিরূপ কল্পের আদিতে (**তানি**) সেই সব প্রাণীকে (**অহং**) আমি (**পুনঃ**) পুনরায় (**বিসৃজামি**) রচনা করি।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! প্রলয়কালে এই সকল প্রাণী আমার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, উৎপত্তিরূপ কল্পের আদিতে সেই সব প্রাণীকে আমি পুনরায় রচনা করি।

ভাষ্য – এখানে প্রকৃতির সেই অর্থ যা "**ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা**" [গীতা ৭/৪] মধ্যে বর্ণন করে এসেছি কিন্তু অদ্বৈতবাদীগণ এখানে পুনরায় তাঁদের অনির্বচনীয় মায়ার অর্থ করে, যা গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ।। ৮ ।।

পদ — প্রকৃতিং। স্বাং। অবষ্টভ্য। বিসৃজামি। পুনঃ। পুনঃ।

ভূতগ্রামং। ইমং। কৃৎস্নং। অবশং। প্রকৃতেঃ। বশাৎ।

পদার্থ – (**প্রকৃতিং, স্বাং, অবষ্টভ্য**) নিজ আট প্রকারের প্রকৃতিকে আশ্রয় করে (**ইমং, কৃৎস্নং**) এই সমস্ত প্রাণীদের সমুদায় অর্থাৎ প্রাণীবর্গ এবং (**অবশং**) পরাধীন প্রাণী সমুদায়কে আমি (**পুনঃ, পুনঃ**) বারংবার (**প্রকৃতেঃ, বশাৎ**) প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণ দ্বারা (**বিসৃজামি**) রচনা করি।

সরলার্থ – নিজ আট প্রকারের প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এই সমস্ত প্রাণীদের সমুদায় অর্থাৎ প্রাণীবর্গ এবং পরাধীন প্রাণী সমুদায়কে আমি বারংবার প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণ দ্বারা রচনা করি।

ভাষ্য – এখানেও প্রকৃতির সেই অর্থ হবে যা পূর্বে করে এসেছি, "**প্রকৃতেঃ বশাৎ**" এই কথন থেকে এই বচন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই কার্যমাত্রের প্রকৃতি উপাদান কারণ। এই অভিপ্রায় থেকে উক্ত শব্দ বলা হয়েছে। মায়াবাদীগণ এখানে প্রকৃতির অর্থ নিজের অনির্বচনীয় মায়ার করেন কিন্তু বাস্তবে এর অর্থ এখানে উপাদান কারণ প্রকৃতির। যদি এখানে তাঁদের অর্থ মায়ার হতো তো তাহলে এরূপ বলা হতো না যে, নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে সংসারকে রচনা করি। কেননা মায়াবাদীদের মায়া নিজ আবরণ এবং বিবেক শক্তি থেকে বিপরীত, ব্রহ্মকে বশ করে নেয়। তাহলে ব্রহ্মের অধিন হওয়ার কথাই কী, আর গীতায় ঈশ্বরের সর্বথা স্বতন্ত্রতা বর্ণন করা হয়েছে, যেরূপ —

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ৷
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ৷৷ ৯ ৷৷

পদ — ন। চ। মাং। তানি। কর্মাণি। নিবধ্নন্তি। ধনঞ্জয়।
উদাসীনবৎ। আসীনং। অসক্তং। তেষু। কর্মসু।

পদার্থ – হে ধনঞ্জয় ! (**তানি, কর্মাণি**) সৃষ্টির রচনারূপ কর্ম (**মাং**) আমাকে (**ন, নিবধ্নন্তি**) আবদ্ধ করে না, আমি কিরকম (**উদাসীনবৎ**) উদাসীন ব্যক্তির মতো (**তেষু, কর্মসু**) সেই কর্মে (**অসক্তং**) সঙ্গ রহিত (**আসীনং**) স্থির।

সরলার্থ – হে ধনঞ্জয় ! সৃষ্টির রচনারূপ কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না। আমি কিরকম ? উদাসীন ব্যক্তির মতো সেই কর্মে সঙ্গ রহিত, অর্থাৎ স্থির।

ভাষ্য – এই শ্লোকের "**উদাসীন**" এবং "**অসক্ত**" শব্দ থেকে স্পষ্ট পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর এই মায়াবাদীদের মায়ার বন্ধনে কখনো আসে না। যদি মায়াবাদীদের মোহিনী মায়া পরমাত্মার মোহের কারণ হতো তো এই শ্লোকে তাঁকে তটস্থ কদাপি বর্ণন করা হতো না। তটস্থ বর্ণন করার থেকে এটাও স্পষ্ট যে, পরমেশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ কথন করা হয়েছে। মায়াবাদীরা উক্ত "**উদাসীন**" শব্দের অর্থ করেন যে, এই সৃষ্টি স্বপ্নসৃষ্টির মতো মিথ্যাভূত, এইজন্য এই সৃষ্টির কর্ম তাঁদের বন্ধনের হেতু হয় না। এবং "**ভূতগ্রামংসৃজামি**" তথা "**উদাসীনবদাসীনং**" এই দুই বাক্যের বিরোধ এই প্রকার দূর করেছে যে, মিথ্যা মায়াকে আশ্রয় করেই কর্তৃত্ব, বাস্তবে পরমাত্মা উদাসীন। এই অভিপ্রায় থেকে মায়ার বশীভূত হওয়ায় সংসারকে রচনা করে, এই ব্যবস্থা করেছে। এইজন্য এই অর্থ ঠিক নয় যে, পরবর্তী শ্লোকে পুনরায় নিজেকে প্রকৃতির অধ্যক্ষ কথন করেছে, যার থেকে পরমাত্মার নিমিত্তকারণতা পাওয়া যায়। এদের মায়ার প্রবলতা সেখানে অংশমাত্রও পাওয়া যায় না, দেখুন —

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ।। ১০ ।।

পদ — ময়া। অধ্যক্ষেণ। প্রকৃতিঃ। সূয়তে। সচরাচরং।
হেতুনা। অনেন। কৌন্তেয়। জগৎ। বিপরিবর্ততে।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**ময়া, অধ্যক্ষেণ**) আমার অধ্যক্ষতায় (**প্রকৃতিঃ**) জগতের উপাদান কারণরূপ যে প্রকৃতি রয়েছে তা (**সচরাচরং, জগৎ**) এই চরাচর জগতকে (**সূয়তে**) উৎপন্ন করে (**অনেন হেতুনা**) এই কারণে এই জগৎ (**বিপরিবর্ততে**) বিবিধ প্রকারে উৎপন্ন হয়।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! আমার অধ্যক্ষতায় জগতের উপাদান কারণরূপ যে প্রকৃতি রয়েছে তা এই চরাচর জগতকে উৎপন্ন করে। এই কারণে এই জগৎ বিবিধ প্রকারে

~~~~~~

উৎপন্ন হয়।

ভাষ্য – যদি এই শ্লোকের এই আশয় হতো যে, মায়ার বশীভূত হয়ে ঈশ্বরের সংসারের রচনা করেছে তো মায়াবাদীদের এই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে যেত যে, বাস্তবে পরমাত্মা উদাসীন, কেবল মায়ার বশীভূত হয়ে সংসারে ফেঁসে যায়। কিন্তু এই শ্লোকে তো এই বচন স্পষ্ট পাওয়া যায় যে, পরমাত্মা সৃষ্টির নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি সৃষ্টির উপাদানকারণ। এইজন্য "**উদাসীন**" শব্দ নিমিত্তকারণতার অভিপ্রায় থেকে এবং "**বিসৃজামি**" প্রকৃতির বিবিধ প্রকারের রচনা করার অভিপ্রায় থেকে এসেছে, এইজন্য কোনো বিরোধ নেই।

সং – এখানে পর্যন্ত অভেদোপসনা থেকে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে পরমাত্মা স্থানীয় কথন করেছে, এখন নিজের সেই অভেদ উপাসনারূপ পরমভাবের অগাধতার বর্ণন করে নিজের বিষয়ে অজ্ঞানীগণের দৃষ্টি কথন করছে —

অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ।। ১১ ।।

পদ — অবজানন্তি। মাং। মূঢ়াঃ। মানুষীং। তনুং। আশ্রিতং।
পরং। ভাবং। অজানন্তঃ। মম। ভূতমহেশ্বরম্।

পদার্থ – (**মূঢ়াঃ**) মূর্খ লোকেরা (**মাং**) আমাকে (**মানুষীং, তনুং, আশ্রিতং**) মনুষ্যের শরীর ধারণকারী মনে করে (**মম, পরং, ভাবং, অজানন্তঃ**) আমার পরমভাবকে না জেনে (**অবজানন্তি**) অবজ্ঞা করে, আমার সেই পরমভাব কিরকম (**ভূতমহেশ্বরম্**) সকল প্রাণীদের থেকে বড়।

সরলার্থ – মূর্খ লোকেরা আমাকে মনুষ্যের শরীর ধারণকারী মনে করে, আমার পরমভাবকে না জেনে, অবজ্ঞা করে। আমার সেই পরমভাব কিরকম ? সকল প্রাণীদের থেকে বড়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কৃষ্ণজী নিজের তদ্ধর্মতাপত্তিরূপ পরমভাবকে কথন করেছে কিন্তু
~~~~~~

ঈশ্বরের জন্ম মান্যকারীগণ এর এইরূপ অর্থ করে যে, কৃষ্ণকে পরমেশ্বর জানে না যাঁরা এবং সেইসময়ের লোক যাঁরা তাঁর অবজ্ঞা করতো তাঁদের কৃষ্ণজী এখানে মূঢ় বলেছেন। এই টীকাকারদের এই অর্থ যদি সত্যও মেনে নেওয়া যায় তবুও কৃষ্ণের ঈশ্বরাবতার হওয়া সিদ্ধ হয় না, কেননা সেই সময়ের লোকেরা কৃষ্ণকে তখনও মনুষ্য শরীরধারী জানতেন যখন তাঁর মধ্যে পার্থিব শরীরের ভাব হয়। আমাদের মতে তো এর অর্থ এই যে, প্রকৃতির তামস ভাবযুক্ত ব্যক্তি তাঁর পরমভাবের জ্ঞাতা নয়। এইজন্য এই কথন করা হয়েছে, এবং—

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ৷
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ৷৷ ১২ ৷৷

পদ — মোঘাশাঃ। মোঘকর্মাণঃ। মোঘজ্ঞানাঃ। বিচেতসঃ।
রাক্ষসীং। আসুরীং। চ। এব। প্রকৃতিং। মোহিনীং। শ্রিতাঃ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**মোঘাশাঃ**) তিনি নিষ্ফল আশাযুক্ত (**মোঘকর্মাণঃ**) নিষ্ফল কর্মযুক্ত (**মোঘজ্ঞানাঃ**) নিষ্ফল জ্ঞানযুক্ত এবং (**বিচেতসঃ**) বিচারহীন (**রাক্ষসীং, আসুরীং**) রাক্ষসী, আসুরী (**চ**) এবং (**মোহিনীং, প্রকৃতিং**) মোহিনী প্রকৃতিকে (**শ্রিতাঃ**) আশ্রয় করে।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! তিনি নিষ্ফল আশাযুক্ত, নিষ্ফল কর্মযুক্ত, নিষ্ফল জ্ঞানযুক্ত এবং বিচারহীন, রাক্ষসী, আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে।

ভাষ্য – আমার পরমভাবকে অজ্ঞাত ব্যক্তি আসুরী প্রকৃতির বশীভূত অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে জ্ঞানচক্ষু নেই যার কারণে তাঁরা আত্মত্বোপাসনার ভাবকে জানতে পারে। দৈবীপ্রকৃতির ভাব ব্যাতিত পরমাত্মার নিষ্পাপাদি ধর্মকে ধারণকারী উত্তম ব্যক্তির জ্ঞান কখনো হতে পারে না।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ৷
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ৷৷ ১৩ ৷৷

**পদ — মহাত্মানঃ। তু। মাং। পার্থ। দৈবীং। প্রকৃতিং। আশ্রিতাঃ।
ভজন্তি। অনন্যমনসঃ। জ্ঞাত্বা। ভূতাদিং। অব্যয়ং।**

পদার্থ – হে পার্থ ! **(তু)** নিশ্চিত রূপে **(দৈবীং, প্রকৃতি, আশ্রিতাঃ)** দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়কারী **(মহাত্মানঃ)** মহাত্মাগণ **(মাং)** আমাকে **(ভূতাদিং, জ্ঞাত্বা)** জীবদের মধ্যে আদিভূত অর্থাৎ মুখ্য জেনে **(অনন্যমনসঃ)** একাগ্রচিত্ত হয়ে **(ভজন্তি)** সেবন করে, আমি কিরকম **(অব্যয়ং)** বিকার রহিত।

সরলার্থ – হে পার্থ ! নিশ্চিত রূপে দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়কারী মহাত্মাগণ আমাকে জীবদের মধ্যে আদিভূত অর্থাৎ মুখ্য জেনে একাগ্রচিত্ত হয়ে সেবন করে [গ্রগণ করে বা ভজনা করে]। আমি কিরকম ? বিকার রহিত।

ভাষ্য – এই শ্লোক থেকেও পরমভাব জানার তাৎপর্য পাওয়া যায়। প্রাণীদের আদি হওয়া সেই পরমাত্মার অভেদোপাসনার অভিপ্রায় থেকে কথন করেছে।

**সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ৷
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ৷৷ ১৪ ৷৷**

**পদ — সততং। কীর্তয়ন্তঃ। মাং। যতন্তঃ। চ। দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তঃ। চ। মাং। ভক্ত্যা। নিত্যযুক্তাঃ। উপাসতে।**

পদার্থ – **(সততং)** সর্বদা **(কীর্তয়ন্তঃ)** গায়ন করে **(চ)** এবং **(মাং)** আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার **(যতন্তঃ)** প্রযত্ন করে **(দৃঢ়ব্রতাঃ)** দৃঢ়ব্রতধারী **(নমস্যন্তঃ)** নমস্কার করে **(মাং, ভক্ত্যা, নিত্যযুক্তাঃ, উপাসতে)** আমার ভক্তি দ্বারা যোগের নিয়মে যুক্ত হয়ে উপাসনা করে।

সরলার্থ – সর্বদা গায়ন করে এবং আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার প্রযত্ন করে দৃঢ়ব্রতধারী ব্যক্তি নমস্কার করে আমার ভক্তি দ্বারা যোগের নিয়মে যুক্ত হয়ে উপাসনা করে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে **"নিত্যযুক্তাঃ"** শব্দের অর্থ যোগযুক্ত এর এবং সেই যোগ শ্রবণ,

মনন, নিদিধ্যাসনরূপ। শ্রুতি বাক্য শোনার নাম "শ্রবণ"। যুক্তিপূর্বক সত্যাসত্য বিচার করার নাম "মনন" এবং উক্ত রীতিতে শ্রবণ, মনন করা পদার্থের বারংবার চিন্তন করার নাম "নিদিধ্যাসন"। এখানে এই তিনটি সাধন নিরাকারের ধ্যানার্থেই হতে পারে, সাকারের জন্য নয়। এর থেকে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণজী উক্ত শ্লোকে নিজের ধ্যান নয় বরং পরমাত্মার ধ্যানের কথা বলেছেন, দেখুন —

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ৷
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — জ্ঞানযজ্ঞেন। চ। অপি। অন্যে। যজন্তঃ। মাং। উপাসতে।
একত্বেন। পৃথক্ত্বেন। বহুধা। বিশ্বতোমুখং।

পদার্থ – **(মাং)** আমার **(জ্ঞানযজ্ঞেন, যজন্তঃ)** জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজন করে **(অন্যে)** কিছু লোক **(একত্বেন)** একত্বরূপে **(উপাসতে)** উপাসনা করে **(অপি, চ)** এবং **(পৃথক্ত্বেন)** পৃথকরূপে **(বহুধা, বিশ্বতোমুখং)** বিবিধ প্রকারে, যেই আমি সর্বত্র সর্বসামর্থ্যযুক্ত, সেই আমার উপাসনা করে।

সরলার্থ – আমার জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজন করে কিছু লোক একত্বরূপে উপাসনা করে এবং পৃথকরূপে বিবিধ প্রকারে, যেই আমি সর্বত্র সর্বসামর্থ্যযুক্ত, সেই আমার উপাসনা করে।

ভাষ্য – জ্ঞানযজ্ঞ এর এখানে সেই অর্থ যা চতুর্থ অধ্যায়ে নিরূপণ করে এসেছি। "**একত্ব**" থেকে তাৎপর্য এই যে "**অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে ত্বং বা অহমস্মি**" এই প্রকার অভেদোপসনার নাম একত্বোপাসনা। এবং "**পৃথক্ত্ব**" থেকে তাৎপর্য এই যে, যিনি আমাকে ভিন্ন মনে করে উপাসনা করে, যেরূপ "**যদা পশ্যঃ পশ্যেত রুক্মবর্ণং**" [মুণ্ডক০ ৩/১/৩] ইত্যাদি বাক্যে ভিন্ন মনে করে উপাসনা করা হয়েছে। এবং সর্বাত্মবাদের উপাসনা এই যে "**বিশ্বতো চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ**" [যজুর্বেদ ১৭/১৯] ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সর্বত্র মুখাদি অবয়বের সামর্থ্য মনে করে পরমাত্মাকে উপাস্য মান্য করা হয়েছে। এই শ্লোকের জ্ঞানযজ্ঞাদি শব্দ থেকে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণজী এখানে নিজের উপাসনা নয় বরং সেই পরমদেবের উপাস্য কথন করেছেন, যিনি সর্বশক্তিমান। অন্য

প্রমাণ এই যে, এখানে অদ্বৈতবাদী টীকাকারগণও "**অহংগ্রহ**" উপাসনা অর্থাৎ আত্মত্বেন উপাসনা মেনেছেন, যেরূপ পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্ট রয়েছে —

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ৷
মন্ত্রঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — অহং। ক্রতুঃ। অহং। যজ্ঞঃ। স্বধা। অহং। অহং। ঔষধং।
মন্ত্রঃ। অহং। অহং। এব। আজ্যং। অহং। অগ্নিঃ। অহং। হুতং।

পদার্থ – (**অহং, ক্রতুঃ**) আমি সংকল্প (**অহং, যজ্ঞঃ**) আমি যজ্ঞ (**অহং, স্বধা**) আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি আজ্যং অর্থাৎ ঘৃত, আমি অগ্নি (**অহং, হুতম্**) আমি হবন।

সরলার্থ – আমি সংকল্প, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি আজ্যং অর্থাৎ ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হবন।

ভাষ্য – "ক্রতু" নাম সংকল্পের, "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণন করা হয়েছে, স্বধা, অন্ন, ঔষধ এবং মন্ত্রাদি শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ রয়েছে। এখানে এই সব পদার্থের কথন আত্মত্বেন উপাসনার অভিপ্রায় থেকে এসেছে অর্থাৎ যজ্ঞাদি যত পদার্থ এই শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে তা সব পরমাত্মার সামর্থ্য থেকে। সেই পরমাত্মাকে নিজেই নিজে কথন করে কৃষ্ণজী এখানে "অহং" শব্দের প্রয়োগ করেছে। এরই নাম শাস্ত্রে "অহংগ্রহ" উপাসনা এবং এইরূপ উপাসনা এই শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে।

পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ৷
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ৷৷ ১৭ ৷৷

পদ — পিতা। অহং। অস্য। জগতঃ। মাতা। ধাতা। পিতামহঃ।
বেদ্যং। পবিত্রং। ওঙ্কারঃ। ঋগ্। সাম্। যজুঃ। এব। চ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! **(অস্য, জগতঃ)** এই জগতের **(অহং)** আমি পিতা তথা মাতা, ধাতা অর্থাৎ ধারণকারী এবং পিতামহ **(বেদ্যং, পবিত্রং, ওঙ্কারঃ)** জানার যোগ্য যে পবিত্র ওঙ্কার তা আমি **(চ)** এবং ঋগ, সাম, যজুঃ **(এব)** নিশ্চিত রূপে আমি।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! এই জগতের আমি পিতা তথা মাতা, ধাতা অর্থাৎ ধারণকারী এবং পিতামহ, জানার যোগ্য যে পবিত্র ওঙ্কার তা আমি এবং ঋগ, সাম, যজুঃ নিশ্চিত রূপে আমি।

ভাষ্য – এই জগতের পিতাদি সব ভাব কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে কথন করে এই বোধন করেছে যে, পরমাত্মা থেকে ভিন্ন জগতের অধিকরণ কেউ নেই এবং পবিত্র ওঙ্কার তথা ঋগাদি বেদ সব পরমাত্মার আশ্রিত। পুনরায় সেই পরমাত্মা কিরকম —

গতির্ভার্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ৷
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ৷৷ ১৮ ৷৷

পদ — গতিঃ। ভর্তা। প্রভুঃ। সাক্ষী। নিবাসঃ। শরণং। সুহৃৎ।
প্রভবঃ। প্রলয়ঃ। স্থানং। নিধানং। বীজং। অব্যয়ং।

পদার্থ – হে অর্জুন ! আমি এই জগতের গতি, ভর্তা, প্রভু এবং সাক্ষী **(নিবাসঃ)** নিবাস স্থান, শরণ, সুহৃৎ **(প্রভবঃ)** উৎপত্তি **(প্রলয়ঃ)** বিনাশের স্থান **(নিধানং)** নিধি অর্থাৎ কোষ **(বীজং)** উৎপত্তির কারণ **(অব্যয়ং)** বিনাশ রহিত।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমি এই জগতের গতি, ভর্তা, প্রভু এবং সাক্ষী, নিবাস স্থান, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি এবং বিনাশের স্থান, নিধি অর্থাৎ কোষ, উৎপত্তির কারণ, বিনাশ রহিত।

ভাষ্য – এখানে "গতি" আদি সমস্ত কিছু নিজেই নিজেকে বর্ণন করে এই সিদ্ধ করেছেন যে, পরমাত্মার সত্তা স্ফুতি ব্যাতিত এই সংসারে গতি-গমনাদি ভাব উৎপন্ন হতে পারে না।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ ৷
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — তপামি। অহং। অহং। বর্ষং। নিগৃহ্ণামি। উৎসৃজামি। চ।
অমৃতং। চ। এব। মৃত্যুঃ। চ। সৎ। অসৎ। চ। অহং। অর্জুন।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**অহং, তপামি**) আমি উত্তাপ (**অহং, বর্ষং**) আমি বর্ষা (**নিগৃহ্ণামি**) আমি গ্রহণ করি (**উৎসৃজামি**) আমি ত্যাগ করি (**চ**) এবং (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**অমৃতং, মৃত্যুঃ**) অমৃত আর মৃত্যু (**চ**) তথা (**সৎ, অসৎ**) সৎ, অসৎ (**অহং**) আমি।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমি উত্তাপ, আমি বর্ষা, আমি গ্রহণ করি, আমি ত্যাগ করি এবং নিশ্চিত রূপে অমৃত আর মৃত্যু তথা সৎ, অসৎ আমি।

ভাষ্য – এই শ্লোকে উত্তপ্ত, বর্ষণ, গ্রহণ করা, ত্যাগ করয়, মৃত্যু, সত্য এবং অসত্য এই সব ধর্মকে পরমেশ্বর নিজেই নিজেকে বলেছেন, এই কথন অনেক ধর্মের [গুণের] প্রেরক হওয়ার অভিপ্রায় থেকে এবং অনেক ধর্মের স্বয়ং ধারণকর্তা হওয়ার অভিপ্রায় থেকে এবং ইহা যোগ্যতাবশত প্রতীত হয়। যেরূপ তাপ এবং বৃষ্টির প্রেরক পরমাত্মা হওয়ায় কর্তা, গ্রহণ এবং ত্যাগের সৃষ্টির উৎপত্তি তথা প্রলয়কর্তা হওয়ায় স্বয়ং কর্তা, অমৃত এবং মৃত্যুর দাতা হওয়ায় কর্তা। যেরূপ "**যস্য ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ**" [যজুর্বেদ ২৫/১৩] = যাঁর আশ্রয় করা অমৃত এবং আশ্রয় না করা মৃত্যু। এই প্রকার মৃত্যু এবং অমৃতের প্রদাতা হওয়ার অভিপ্রায় থেকে তিনি কর্তা (সৎ) পরিণামী নিত্য প্রকৃতি এবং (অসৎ) প্রকৃতির কার্য, এদের ধারণকর্তা হওয়ায় কর্তা এবং প্রকৃতির কার্যের উৎপত্তি বিনাশের কারণ হওয়ায় কর্তা। এই অভিপ্রায় থেকে অমৃত, মৃত্যু, সৎ, অসৎ আদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের পরিহার করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদীদের মতানুসারে উক্ত সব সত্যাসত্যাদি পরস্পর বিরোধী ধর্ম পরমাত্মার মধ্যে হতে পারে। যেরূপ "**এতৎসর্বমহমেব হে অর্জুন ! তস্মাৎ সর্বাত্মানং মা বিদিত্বা স্বস্বাধিকারাণুসারেণ বহুভিঃ প্রকারৈর্মামেবোপাসত ইত্যুপপন্নম্**" [গীতা ম০ সূ০ ভাষ্য] = হে অর্জুন (এতৎসর্ব) এই সব সত্যাসত্যাদি আমিই, এইজন্য সর্বাত্মরূপ আমাকে নিজ নিজ অধিকার অনুসারে জেনে বিবিধ প্রকারে লোকেরা আমার উপাসনা করে। কেননা এঁদের মতে সত্যাদি ধর্ম

যেমন ব্রহ্মের মধ্যে কল্পিত এই প্রকার অসত্যাদি ধর্মও ব্রহ্মের মধ্যে কল্পিত। এইজন্য পরস্পর বিরোধী কল্পিত ধর্মের আশ্রয় হওয়ায় দোষ নেই। এঁনারা এই প্রকার ব্রহ্মের মধ্যে অনিত্যধর্মকে মান্য করার জন্য উদ্যত কিন্তু মুক্তির অনিত্যতা মান্য করার জন্য প্রস্তুত নয়। এইজন্য এঁদের অনেক অদ্বৈতবাদী টীকাকার এইরূপ লিখেছেন যে, সৎসৎ আদি সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। এই কথন থেকে এই সিদ্ধ হয় যে, সকলের আত্মারূপ পরমেশ্বরকে জেনে নিজ নিজ অধিকার অনুসারে উক্ত বিবিধ প্রকারে যাঁরা চিন্তন করে তাঁরা আমারই = পরমেশ্বরেরই চিন্তন করে। এই প্রকার সকলকে ব্রহ্ম মনে করে উপাসনা করা এদের মতে "**অহংগ্রহ**" উপাসনা এবং প্রত্যেককে ব্রহ্ম মনে করে উপাসনা করা প্রতীকোপাসনা। উক্ত উপাসনা এঁদের মতে অন্তঃকরণের শুদ্ধি দ্বারা মুক্তির সাধন হয় কিন্তু যিনি যজ্ঞ দ্বারা দিব্যগতিকে প্রাপ্ত হতে চায়, সেই যজ্ঞ এঁদের মতে বুদ্ধির সাধক নয়। দেখুন —

ত্রৈবিদ্যাং মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুন্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ।। ২০ ।।

পদ — ত্রৈবিদ্যাং। মাং। সোমপাঃ। পূতপাপাঃ। যজ্ঞৈঃ।
ইষ্ট্বা। স্বর্গতিং। প্রার্থয়ন্তে। তে। পুণ্যং। আসাদ্য।
সুরেন্দ্রলোকং। অশ্নন্তি। দিব্যান্। দিবি। দেবভোগান্।

পদার্থ – (**ত্রৈবিদ্যাং**) কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান এই তিন বিদ্যাকে জ্ঞাত ব্যক্তি এবং (**সোমপাঃ**) যিনি যজ্ঞে সোমরসকে পান করেছে (**পূতপাপাঃ**) যাঁর পাপ দূর হয়ে গিয়েছে তিনি (**যজ্ঞৈঃ**) যজ্ঞ দ্বারা (**মাং, ইষ্ট্বা**) আমার পূজন করে (**স্বর্গতিং**) স্বর্গ সুখের গতিকে (**প্রার্থয়ন্তে**) প্রার্থনা করে (**তে**) সেই ব্যক্তি (**পুণ্যং**) পবিত্র (**সুরেন্দ্রলোকং, আসাদ্য**) সুরেন্দ্র লোকের আশ্রয় করে (**দিব্যান্**) অতি উজ্জ্বল (**দিবি**) সেই প্রকাশ লোকে (**দেবভোগান্**) দেবতাদের ভোগ সমূহকে (**অশ্নন্তি**) ভোগ করে।

সরলার্থ – কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান এই তিন বিদ্যাকে জ্ঞাত ব্যক্তি এবং যিনি যজ্ঞে সোমরসকে পান করেছে, যাঁর পাপ দূর হয়ে গিয়েছে, তিনি যজ্ঞ দ্বারা আমার পূজন করে স্বর্গ সুখের গতিকে প্রার্থনা করে। সেই ব্যক্তি পবিত্র সুরেন্দ্র লোকের আশ্রয় করে অতি উজ্জ্বল সেই প্রকাশ লোকে দেবতাদের ভোগ সমূহকে ভোগ করে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং হি ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ।। ২১ ।।

পদ — তে। তং। ভুক্ত্বা। স্বর্গলোকং। বিশালং। ক্ষীণে।
পুণ্যে। মর্ত্যলোকং। বিশন্তি। এবং। হি। ত্রয়ীধর্মম্।
অনুপ্রপন্নাঃ। গতাগতং। কামকামাঃ। লভন্তে।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**তে**) পূর্ব শ্লোকে কথন করা বেদানুযায়ী ব্যক্তি (**তং, বিশালং, স্বর্গলোকং, ভুক্ত্বা**) সেই বিশাল স্বর্গলোককে ভোগ করে (**পুণ্যে, ক্ষীণে**) পুণ্যের ক্ষয় হওয়ার পর (**মর্ত্যলোকং, বিশন্তি**) পুনরায় এই মনুষ্যলোকে ফিরে আসে (**এবং**) এই প্রকার (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**ত্রয়ীধর্মম্**) কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান এই তিন বৈদিক ধর্মকে (**অনুপ্রপন্নাঃ**) প্রাপ্ত হয়ে (**কামকামাঃ**) ভোগের কামনাকারী (**গতাগতং, লভন্তে**) গমনাগমনকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! পূর্ব শ্লোকে কথন করা বেদানুযায়ী ব্যক্তি সেই বিশাল স্বর্গলোককে ভোগ করে, পুণ্যের ক্ষয় হওয়ার পর পুনরায় এই মনুষ্যলোকে ফিরে আসে। এই প্রকার নিশ্চিত রূপে কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান এই তিন বৈদিক ধর্মকে প্রাপ্ত হয়ে ভোগের কামনাকারী গমনাগমনকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – উক্ত দুই শ্লোকের এই আশয় যে, বৈদিককর্ম, উপাসনা, জ্ঞান এই তিনটি ধর্মকে মান্যকারী ব্যক্তিগণ বৈদিকধর্মকে প্রাপ্ত হয়। তাঁরা সেই সুখকে ভোগ করে যার নাম দিব্যসুখ, পুনরায় সংসারে ফিরে আসে। এই সুখই মুক্তিসুখ এবং ইহা বৈদিকধর্ম থেকেই প্রাপ্ত হয় যার বর্ণন "**সংকল্পাদেব তু তচ্ছুতেঃ**" [ব্র০ সূ০ ৪/৪/৮] মধ্যে করা হয়েছে। এবং "**যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে**" [ছান্দোগ্য০ ৮/২/১০] = মুক্তকে প্রাপ্ত ব্যক্তি যেখান পর্যন্ত কামনা করে সেই কামনা তাঁর সঙ্কল্প থেকেই সিদ্ধ হয়ে যায়। এইজন্য সিদ্ধসঙ্কল্প মুক্তি অবস্থায় পবিত্র হয়। "**ভাবং জৈমিনির্বিকল্যাননাৎ**" [ব্র০ সূ০ ৪/৪/১১] এই সূত্রে মুক্তি অবস্থায় সঙ্কল্পের বর্ণন করা হয়েছে। এর থেকে পাওয়া যায় যে, মুক্ত ব্যক্তির পাষাণকল্প নিস্সংকল্প হয় না আর না তো হতৈশ্বর্য হয় অর্থাৎ পরমাত্মার ধর্মের ধারণ করার কারণে

তাঁর মধ্যে পরমৈশ্বর্য এসে যায়। এই প্রকার মুক্তির ঐশ্বর্যের উক্ত দুই শ্লোকে বর্ণন রয়েছে। সেই মুক্ত ব্যক্তি সুখবিশেষকে ভোগ করে ফিরে আসে। এইজন্য "**ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি**" এই কথন করা হয়েছে। মায়াবাদীগণ এই শ্লোকে স্বর্গবিশেষের প্রাপ্তি মনে করে। কেননা বেদ এদের মতে অপরাবিদ্যা হওয়ায় স্বর্গের হেতু মুক্তির নয়। আমরা এই জিজ্ঞাসা করি যে, যদি বেদ অপরাবিদ্যাই ছিল তো "**তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ**" [যজুর্বেদ ৪০/৭] ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মার একত্বকে প্রতিপাদনকারী। এবং তাঁদের মতে সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগতভেদশূণ্যত্বকে প্রতিপাদনকারী কেবল পরাবিদ্যা বোধক বাক্য কোথা থেকে এলো, ইত্যাদি বাক্য থেকে সিদ্ধ হয় যে, যেরূপ "**তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি**" এই বাক্য ব্রহ্মজ্ঞানকে মুক্তির সাধন কথন করে এবং "**ত্রৈধর্মমনুপ্রপন্না**" এই বাক্যও কর্মোপসনাকে জ্ঞান দ্বারা কথন করে অথবা বেদত্রয়ীর যে ধর্ম তাকে প্রাপ্ত হয়ে লোকেরা উক্ত মুক্তির ভাব কথন করে। এবং প্রমাণ এই যে, যদি এই শ্লোক সাধারণ কামনাসমূহের বর্ণন করতো তো পরবর্তী শ্লোকে কেবল যোগ ক্ষেমধারীর বর্ণন হতো না বরং এর থেকে কোনো উচ্চ অর্থের বর্ণন হতো, দেখুন —

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ৷
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — অনন্যাঃ। চিন্তয়ন্তঃ। মাং। যে। জনাঃ। পর্যুপাসতে।
তেষাং। নিত্যাভিযুক্তানাং। যোগক্ষেমং। বহামি। অহং।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**যে, জনাঃ**) যে ব্যক্তি (**অনন্যাঃ, চিন্তয়ন্তঃ**) অন্য কারোর ভক্তি না করে (**মাং**) আমার (**পর্যুপাসতে**) উপাসনা করে (**তেষাং**) সেই (**নিত্যাভিযুক্তানাং**) নিত্য আমার মধ্যে যুক্ত হওয়া লোকেদের (**যোগক্ষেমং**) যোগ ক্ষেমকে (**অহং, বহামি**) আমি প্রাপ্ত করি।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি অন্য কারোর ভক্তি না করে আমার উপাসনা করে, সেই নিত্য আমার মধ্যে যুক্ত হওয়া লোকেদের যোগ ক্ষেমকে আমি প্রাপ্ত করি।

~~~~~~

ভাষ্য – অদ্বৈতবাদীগণ এর সঙ্গতিতে এই যুক্ত করে যে, পূর্বের দুই শ্লোকে সকাম ব্যক্তির গতি কথন করেছে, এখন নিষ্কাম ব্যক্তির গতি কথন করা হয়েছে। এবং এই শ্লোকে গতি এই বর্ণন করেছে যে, যিনি পরমাত্মাকে নিজে নিজেই জেনে নেয় তাঁর পুনরায় সংসারের প্রাপ্তি হয় না। এদের এই কথন ঠিক নয়, কেননা এখানে সংসারের গতি-অগতি নিয়ে কিছু বলা হয় নি। এখানে তো কেবল ঈশ্বরভক্তের যোগ ক্ষেমের বিষয়ে বলেছে এবং সেই যোগ ক্ষেম কোনো বড় বিষয় নয়। অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নাম "**যোগ**" এবং প্রাপ্তির রক্ষার নাম "**ক্ষেম**"। এই প্রকারের যোগ-ক্ষেম পূর্বোক্ত বৈদিকধর্মকে প্রাপ্ত ব্যক্তিদের থেকে কেউ উচ্চার্থ নেই। যদি বৈদিকধর্মকে প্রাপ্ত ব্যক্তির দিব্য ভোগরূপ ঐশ্বর্য ছোট মনে করা হয় তো এর পরবর্তী শ্লোকেও কোনো বড় অর্থের বর্ণন হতো কিন্তু এইরকম নেই, যেরূপ—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ।। ২৩ ।।

পদ — যে। অপি। অন্যদেবতা। ভক্তাঃ। যজন্তে। শ্রদ্ধয়া। অন্বিতাঃ।
তেঃ। অপি। মাং। এব। কৌন্তেয়। যজন্তি। অবিধিপূর্বকং।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! **(যে)** যে **(অন্যদেবতা, ভক্তাঃ, অপি)** অন্য দেবতাদের ভক্তও **(শ্রদ্ধয়া, অন্বিতাঃ, যজন্তে)** শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করে **(তে, অপি)** সেও **(মাং, এব)** আমারই **(অবিধিপূর্বকং)** বেদ বিধি থেকে অবিহিত **(যজন্তি)** পূজা করে।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! যে ব্যক্তি অন্য দেবতাদের ভক্ত হয়েও শ্রদ্ধাপূর্বক আমার পূজা করে, সেও বেদ বিধি থেকে অবিহিত অর্থাৎ অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে অবিধিপূর্বক পূজা সম্পাদনকারীর কথন করেছে, অন্য কোনো বিশেষ অর্থের প্রতিপাদন নেই। আর না তো কোনো পূর্বোক্ত অর্থের খণ্ডন করা হয়েছে কিন্তু এখানে একটি নতুন প্রকরণ রয়েছে যা এই সিদ্ধ করে যে, অবিধিপূর্বক পূজা সম্পাদনকারীরও শ্রদ্ধার ভাব রাখলে তাঁর শ্রদ্ধা নিষ্ফল হয় না।
~~~~~~

সং – ননু, যদি বেদ বিধি থেকে হীন মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা শ্রদ্ধা করা নিষ্ফল না হয় তো তত্ত্বজ্ঞানের কি বিশেষতা ? উত্তর —

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ৷
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ৷৷ ২৪ ৷৷

পদ — অহং। হি। সর্বযজ্ঞানাং। ভোক্তা। চ। প্রভুঃ। এব। চ।
ন। তু। মাং। অভিজানন্তি। তত্ত্বেন। অতঃ। চ্যবন্তি। তে।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**সর্বযজ্ঞানাং**) সব যজ্ঞের (**ভোক্তা**) ভোগকারী (**চ**) এবং (**প্রভুঃ**) স্বামী (**অহং**) আমি (**তত্ত্বেন**) তত্ত্বপূর্বক (**ন, তু, এব, মাং, অভিজানন্তি**) তিনি আমাকে জানেন না (**অতঃ, চ্যবন্তি, তে**) এই কারণে তিনি পতিত হয়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! সব যজ্ঞের ভোগকারী এবং স্বামী আমি। তত্ত্বপূর্বক তিনি আমাকে জানেন না এই কারণে তিনি পতিত হয়।

ভাষ্য – পরমাত্মাই সমস্ত পূজার প্রভু। এই প্রকার যিনি পরমাত্মাকে যথার্থ জানে না, এইজন্য তিনি যথার্থপন থেকে পতিত হয়ে যায়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষতা এবং বিশেষতা ইহাও বর্ণন করা হয়েছে যে —

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ৷
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — যান্তি। দেবব্রতাঃ। দেবান্। পিতৃন্। যান্তি। পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি। যান্তি। ভূতেজ্যা। যান্তি। মদ্যজিনঃ। অপি। মাং।

পদার্থ – (**দেবব্রতাঃ**) দিব্যগুণ যুক্ত মনুষ্যের ভক্ত (**দেবান্, যান্তি**) সেই দেবকে প্রাপ্ত হয় (**পিতৃব্রতাঃ**) কর্মীগণের ভক্ত (**পিতৃন্, যান্তি**) পিতরোদেরকে প্রাপ্ত হয় (**ভূতেজ্যাঃ**) ভূতদের পূজা সম্পাদনকারী (**ভূতানি, যান্তি**) ভূতকে, এবং (**মদ্যজিনঃ**) আমার পূজা সম্পাদনকারী (**অপি**) নিশ্চিত রূপে (**মাং, যান্তি**) আমাকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – দিব্যগুণ যুক্ত মনুষ্যের ভক্ত সেই দেবকে প্রাপ্ত হয়, কর্মীগণের ভক্ত পিতরোদেরকে প্রাপ্ত হয়, ভূতদের পূজা সম্পাদনকারী ভূতকে, এবং আমার পূজা সম্পাদনকারী নিশ্চিত রূপে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে জ্ঞানের বিশেষতা স্পষ্ট বর্ণন করে দিয়েছে যে, যিনি যাঁর উপাসনা করেন তিনি তাঁকে প্রাপ্ত হন। এইজন্য তত্ত্বজ্ঞানীই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। যদি এই শ্লোকে দেবাদি শব্দের পৌরাণিক অর্থও মেনে নেওয়া যায় অর্থাৎ দেব শব্দের অর্থ জড় সূর্যাদি, পিতর শব্দের অর্থ মারা গিয়ে পিতৃলোকে গিয়েছে এবং ভূত শব্দের অর্থ মারা গিয়ে ভূত হয়েছে, এইরূপ অর্থ কেউ মান্য করে তো এই অর্থেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কেননা এই শ্লোকে দেবাদির পূজার নিষেধ করে পরমাত্মার পূজার কথা বলা হয়েছে।

সং – যদি অন্য দেবদের পূজা না করেও কেবল পরমাত্মার পূজন করা হয় তো সেই মহান পরমাত্মা তুচ্ছ পূজার সামগ্রী নৈবেদ্যাদি দ্বারা কিভাবে প্রসন্ন হবে ? উত্তর —

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ৷
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — পত্রং। পুষ্পং। ফলং। তোয়ং। যঃ। মে। ভক্ত্যা। প্রযচ্ছতি।
তৎ। অহং। ভক্ত্যুপহৃতং। অশ্নামি। প্রযতাত্মনঃ।

পদার্থ – (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**পত্রং**) পত্র (**পুষ্পং**) ফুল (**তোয়ং**) জল (**মে**) আমার জন্য (**ভক্ত্যা**) ভক্তি পূর্বক (**প্রযচ্ছতি**) প্রদান করে (**প্রযতাত্মনঃ**) সমাহিত চিত্তযুক্তের (**ভক্ত্যুপহৃতং**) ভক্তি দ্বারা যুক্ত (**তৎ**) সেই বস্তুকে (**অহং, অশ্নামি**) আমি গ্রহণ করি।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি পত্র, ফুল, জল আমার জন্য ভক্তি পূর্বক প্রদান করে, সমাহিত চিত্তযুক্তের ভক্তি দ্বারা যুক্ত সেই বস্তুকে আমি গ্রহণ করি।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই ভাবকে বর্ণন করেছে যে, পরমাত্মার পূজনে কোনো বড় উপহারের আবশ্যকতা নেই। পত্র, পুষ্পাদি তুচ্ছ বস্তুও যদি ভক্তিপূর্বক সমাহিত চিত্তযুক্ত ব্যক্তি পরমাত্মাকে অর্পন করে তো পরমাত্মা তা সর্বোপরি উপহার মনে করে।

~~~~~~

ননু – তোমাদের মতে তো পরমাত্মা নিরাকার তো তাহলে তিনি পত্র, পুষ্পাদির উপহার কিভাবে নিবেন ? **উত্তর** – পত্র, পুষ্পাদি এখানে সব প্রকারের উপহারের উপলক্ষণ। যেরূপ লোকেদের মধ্যে রত্নাদি বহুমূল্য পদার্থ দিয়েও পরবর্তীতে এইরূপ বলা হয় যে, ইহা পত্র পুষ্প। এই প্রকার পত্র, পুষ্পাদি এখানে উপহারের উপলক্ষণ। যদি এই প্রশ্ন করে যে, এই শ্লোকে "**অশ্নামি**" লিখেছে যার অর্থ খাওয়ার। তো উত্তর এই যে, সাকারবাদীদের ঈশ্বর কি পাতা এবং ফুল খায়। তাহলে তাঁদের মতেও "**অশ্নামি**" = খাওয়া এর অর্থ অযুক্তই থাকে। আমাদের মতে এর সমাধান এই যে —

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্য়স্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।।
[কঠ০ ১/২/২৫]

অর্থ – যেই পরমাত্মার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ওদনং = ভাতের সমান এবং মৃত্যু শাকাদির সমান, তাঁকে কে যথার্থ জানতে পারে। তো এই বাক্যে কি ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং মৃত্যু পরমাত্মার ডাল-ভাত ? না। "**অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ**" [ব্র০ সূ০ ১/২/৯] = চরাচরের গ্রহণকারী হওয়ায় পরমাত্মাকে এখানে ভক্ষণকর্তা বলা হয়েছে, বাস্তবে পরমাত্মার ভক্ষ্য কিছুই নেই। এবং এখানেও উপাচার থেকেই "**অশ্নামি**" ভক্ষণবাচী শব্দ কথন করা হয়েছে। বাস্তবে এর অর্থ গ্রহণ করার এবং গীতার বড় বড় টীকাকারাও এই অর্থই করেছেন, ভক্ষণের অর্থ নয়।

সং – ননু, যদি ভক্ষণের অর্থ নাও নেওয়া যায় তবুও পত্র পুষ্পাদি দ্বারা অর্চন করা থেকে তো পরমাত্মা সাকারই পাওয়া যায় ? উত্তর —

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ।। ২৭ ।।

পদ — যৎ। করোষি। যৎ। অশ্নাসি। যৎ। জুহোষি। দদাসি। যৎ।
যৎ। তপস্যসি। কৌন্তেয়। তৎ। কুরুষ্ব। মদর্পণং।

পদার্থ – **(কৌন্তেয়)** হে অর্জুন ! **(যৎ, করোষি)** তুমি যা করো **(যৎ, অশ্নাসি)** যা খাও **(যৎ, জুহোষি)** যে যজ্ঞ করো **(দদাসি, যৎ)** যা দান করো এবং **(যৎ, তপস্যসি)** যে তপস্যা করো **(তৎ, মদর্পণং, কুরুষ্ব)** তা আমায় অর্পন করো।
~~~~~~

সরলার্থ – হে অর্জুন ! তুমি যা করো, যা খাও, যে যজ্ঞ করো, যা দান করো এবং যে তপস্যা করো, তা আমায় অর্পন করো।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই ভাব বর্ণন করেছে যে, মনুষ্য যা করে তা পরমাত্মাকে অর্পণ করে অর্থাৎ নিষ্কামতা পূর্বক করবে, নিজের অর্থ সেখানে কখনো রাখে না। এই কথন এই ভাবকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পত্র পুষ্পাদির কথন কোনো সাকার মূর্তির সামনে রাখার অভিপ্রায়ে নয় বরং নিষ্কামকর্মতার অভিপ্রায় থেকে।

সং – ননু, এখানে তো নিষ্কাম এবং সকাম কর্মের কোনো প্রকরণই নেই, তাহলে এই উত্তর কী ? উত্তর —

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ৷
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — শুভাশুভফলৈঃ। এবং। মোক্ষ্যসে। কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা। বিমুক্তঃ। মাং। উপৈষ্যসি।

পদার্থ – (**শুভাশুভফলৈঃ**) তুমি শুভ-অশুভ ফলযুক্ত (**কর্মবন্ধনৈঃ**) বন্ধনরূপ কর্ম থেকে (**এবং, মোক্ষ্যসে**) এই প্রকার মুক্ত হবে যে (**সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা**) সন্ন্যাসরূপ যে যোগ তার সাথে যুক্ত হয়ে (**বিমুক্তঃ**) মুক্ত হয়ে (**মাং, উপৈষ্যসি**) আমাকে প্রাপ্ত হবে।

সরলার্থ – তুমি শুভ-অশুভ ফলযুক্ত বন্ধনরূপ কর্ম থেকে এই প্রকার মুক্ত হবে যে, সন্ন্যাসরূপ যে যোগ তার সাথে যুক্ত হয়ে মুক্ত হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে "**সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা**" এই বাক্য দ্বারা এই ভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নিষ্কামকর্মের প্রতিপাদন করার এখানে কৃষ্ণজীর অভিপ্রায় ছিল। এইজন্য বলেছেন যে, পরমাত্মাকে অর্পণ করে কর্ম করো অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম করো। কেননা নিষ্কামকর্ম করার নামই সন্ন্যাস। যেরূপ "**যস্য কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে**" [গীতা ১৮/১১] এই

শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যিনি কর্মের ফলকে ত্যাগ করে তিনি ত্যাগী, আর দেহধারী সর্বথা কর্মকে কখনো ত্যাগ করতে পারে না। এই প্রকার এখানে সন্ন্যাসযোগযুক্ত শব্দ থেকে নিষ্কামকর্মকারীর গ্রহণ রয়েছে। এবং এখানে ঈশ্বরকে অর্পণ থেকে নিষ্কামকর্মের অভিপ্রায়। অদ্বৈতবাদীগণ এখানে এতটা ভেদ করেছে যে "**মাং উপৈষ্যসি**" এর অর্থ এই করেছে যে, তুমি ব্রহ্ম হয়ে যাবে। অন্যদিকে কৃষ্ণজীর অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরার্পণ কর্মকারী ঈশ্বরের শরণকে প্রাপ্ত হবে।

সং – ননু, এটাও একটি পক্ষপাত যে, কাউকে পরমাত্মা নিজের প্রিয় মনে করে আর কাউকে দ্বেষ মনে করে ? উত্তর —

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ।। ২৯ ।।

পদ — সমঃ। অহং। সর্বভূতেষু। ন। মে। দ্বেষ্যঃ। অস্তি। ন। প্রিয়ঃ।
যে। ভজন্তি। তু। মাং। ভক্ত্যা। ময়ি। তে। তেষু। চ। অপি। অহং।

পদার্থ – (**সর্বভূতেষু**) সব প্রাণীতে (**অহং**) আমি (**সমঃ**) সমান (**ন, মে, দ্বেষ্যঃ**) না কেউ আমার শত্রু (**ন, প্রিয়ঃ, অস্তি**) না কেউ প্রিয় (**মাং**) আমাকে (**ভক্ত্যা**) ভক্তি দ্বারা (**যে, ভজন্তি**) যিনি ভজনা করে (**ময়ি, তে**) সে আমার মধ্যে (**চ**) এবং (**অহং**) আমি (**তেষু**) তাঁর মধ্যে (**অপি**) নিশ্চিত রূপে অবস্থান করি।

সরলার্থ – সব প্রাণীতে আমি সমান। না কেউ আমার শত্রু, না কেউ প্রিয়। আমাকে ভক্তি দ্বারা যিনি ভজনা করে সে আমার মধ্যে এবং আমি তাঁর মধ্যে নিশ্চিতরূপে অবস্থান করি।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ।। ৩০ ।।

পদ — অপি। চেৎ। সুদুরাচারঃ। ভজতে। মাং। অনন্যভাক্।
সাধুঃ। এব। সঃ। মন্তব্যঃ। সম্যক্। ব্যবসিতঃ। হি। সঃ।

পদার্থ – (**চেৎ**) যদি (**সুদুরাচারঃ**) অত্যন্ত দুষ্টাচারী (**অপি**) ও (**অনন্যভাক্**) অন্যদের ভজনা না করে (**মাং, ভজতে**) আমাকে ভজনা করে (**সঃ**) তিনি (**সাধুঃ, এব, মন্তব্যঃ**) নিশ্চিত রূপে সাধু জানা উচিত (**হি**) এবং (**সঃ**) তিনিই (**সম্যক্, ব্যবসিতঃ**) যথার্থ নিশ্চয়সম্পন্ন।

সরলার্থ – যদি অত্যন্ত দুষ্টাচারীও অন্যদের ভজনা না করে আমাকে ভজনা করে, তিনি নিশ্চিত রূপে সাধু ইহা জানা উচিত এবং তিনিই যথার্থ নিশ্চয়সম্পন্ন।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ৷
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ৷৷ ৩১ ৷৷

পদ — ক্ষিপ্রং। ভবতি। ধর্মাত্মা। শশ্বৎ। শান্তিম্। নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়। প্রতিজানীহি। ন। মে। ভক্তঃ। প্রণশ্যতি।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! সেই ব্যক্তি (**ক্ষিপ্রং**) শীঘ্রই (**ধর্মাত্মা, ভবতি**) ধর্মাত্মা হয়ে যায়, যিনি (**শশ্বৎ**) নিরন্তর (**শান্তিম্**) শান্তিকে (**নিগচ্ছতি**) প্রাপ্ত হন (**প্রতিজানীহি**) তুমি নিশ্চিত রূপে জানবে (**মে, ভক্তঃ**) আমার ভক্ত (**ন, প্রণশ্যতি**) নাশকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায়, যিনি নিরন্তর শান্তিকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্ত নাশকে প্রাপ্ত হয় না, ইহা তুমি নিশ্চিত রূপে জানবে।

ভাষ্য – উপরোক্ত তিনটি শ্লোকে কৃষ্ণজী এই ভাবকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দুরাচারী থেকে দুরাচারীও যখন সেই দুরাচারকে ত্যাগ করে পরমাত্মার শরণে আসে তো তিনি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায়। পরমাত্মা এতে কোনো রাগ, দ্বেষ নেই। যিনি যেমন করবেন তেমনি ফল প্রাপ্ত হবে। এই অভিপ্রায় থেকে পরবর্তীতে এই অর্থকে এইরূপে বর্ণন করেছে যে —

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ৷
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ৷৷ ৩২ ৷৷

~~~~~~

পদ — মাং। হি। পার্থ। ব্যপাশ্রিত্য। যে। অপি। স্যুঃ। পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ। বৈশ্যাঃ। তথা। শূদ্রাঃ। তে। অপি। যান্তি। পরাং। গতিম্।

পদার্থ – হে পার্থ ! **(হি)** নিশ্চয় **(মাং)** আমাকে **(ব্যপাশ্রিত্য)** আশ্রয় করেন **(যে)** যিনি **(পাপযোনয়ঃ)** পাপ থেকেই জন্ম গ্রহণকারী **(অপি)** ই **(স্যুঃ)** হোক, স্ত্রী হোক বা বৈশ্য হোক তথা শূদ্র হোক **(তে, অপি)** তাঁরাও **(পরাং, গতিং, যান্তি)** পরমগতিকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে পার্থ ! নিশ্চয় আমাকে আশ্রয় করেন যিনি, তিনি পাপ থেকেই জন্ম গ্রহণকারীই হোক, স্ত্রী হোক বা বৈশ্য হোক তথা শূদ্র হোক তাঁরাও পরমগতিকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – এখানে কৃষ্ণজী এই বচনের উপর জোর দিয়েছে যে, পূর্ব প্রারব্ধ কর্ম থেকে নিন্দিত কর্মকারীও, হোক স্ত্রী, হোক বৈশ্য বা হোক শূদ্র, তাঁরাও পরমাত্মপরায়ণ হওয়ায় শুদ্ধ হয়ে যায়। এই শ্লোকে প্রায় সব টীকাকারগণ বেচারী স্ত্রী, বৈশ্য তথা শূদ্রকে জন্ম থেকে দুষ্ট মনে করেছে। এই ভাব ব্যাসজীর ছিল না। যদি ব্যাসজীর এই ভাব হতো তো "**অপশূদ্রাধিকরণ**" মধ্যে সামর্থ্য থেকে বেদাধ্যয়নের ব্যবস্থা করতো না আর না অজ্ঞাত কূল গোত্র সত্যকাম জাবালকে ব্রহ্মবিদ্যা পড়ানো হতো। অধিক আর কি, যদি উপনিষদের সময়ে এই পৌরাণিক ভাব হতো তো স্ত্রী আদিকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার হতো না, গার্গী, মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী আদি স্ত্রীগণকে কখনো ব্রহ্মবাদিনী বলা হতো না। অতএব টীকাকারদের উক্ত ভাব সঠিক নয়।

সং – ননু, যদি স্ত্রী আদিকে জাতি থেকে দূষিত মান্য করেন নি তো পরবর্তী শ্লোকে গিয়ে ক্ষত্রিয় এবং ব্রহ্মণকে উৎকৃষ্ট কেন বর্ণন করলো ? উত্তর —

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ।। ৩৩ ।।

পদ — কিং। পুনঃ। ব্রাহ্মণাঃ। পুণ্যাঃ। ভক্তাঃ। রাজর্ষয়ঃ। তথা।
অনিত্যং। অসুখং। লোকং। ইমং। প্রাপ্য। ভজস্ব। মাং।
~~~~~~

~~~~~~

পদার্থ – (**ব্রাহ্মণাঃ, পুণ্যাঃ**) ধর্মসম্পন্ন পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণের (**রাজর্ষয়ঃ, ভক্তাঃ**) ক্ষাত্রধর্ম সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের (**পুনঃ, কিং**) পুনরায় কথাই কি অর্থাৎ যখন মন্দকর্মকারী বৈশ্যাদি ভক্তি দ্বারা উত্তম গতিকে প্রাপ্ত হয় তো পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কথাই নেই, এইজন্য (**অনিত্যং**) অনিত্য (**অসুখং**) সুখ থেকে হীন (**ইমং, লোকং**) এই সংসারকে (**প্রাপ্য**) প্রাপ্ত হয়ে (**মাং, ভজস্ব**) আমার ভজনা করো।

সরলার্থ – ধর্মসম্পন্ন পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণের, ক্ষাত্রধর্ম সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের পুনরায় কথাই কি অর্থাৎ যখন মন্দকর্মকারী বৈশ্যাদি ভক্তি দ্বারা উত্তম গতিকে প্রাপ্ত হয় তো পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কথাই নেই। এইজন্য অনিত্য, সুখ থেকে হীন এই সংসারকে প্রাপ্ত হয়ে আমার ভজনা করো।

ভাষ্য – এখানে ব্রাহ্মণাদিকে জাতি থেকে উৎকৃষ্ট মান্য করে নি বরং গুণ থেকে উৎকৃষ্ট মান্য করা হয়েছে। এইজন্য ব্রাহ্মণকে পুণ্যাত্মা এবং ক্ষত্রিয়কে ভক্ত হওয়ার বিশেষণ দিয়েছে। এর থেকে পাওয়া যায় যে, সেখানে পাপী স্ত্রী আদির গ্রহণ ছিল এখানে পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণাদির গ্রহণ রয়েছে। এইজন্য এখানে *কৈমুক্তিক ন্যায় ঘটতে পারে অর্থাৎ পুনরায় এর কি কথা।

*[*কৈমুক্তিক ন্যায় তাকে বলে, যেমনঃ কেউ বললো যে, বায়ু প্রবাহে পাথরও উড়ে গেল ঘাষের তো কথাই নেই।]*

সং – এখন কৃষ্ণজী আত্মত্বেন উপাসনাকে সমাপ্ত করে একমাত্র পরমাত্মার ভক্তির উপদেশ করে প্রকরণকে সমাপ্ত করছে —

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ।। ৩৪ ।।

পদ — মন্মনাঃ। ভব। মদ্ভক্তঃ। মদ্যাজী। মাং। নমস্কুরু।
মাং। এব। এষ্যসি। যুক্ত্বা। এবং। আত্মানং। মৎপরায়ণঃ।

পদার্থ – (**মন্মনাঃ, ভব**) আমার মধ্যে মনযুক্ত হও (**মদ্ভক্তঃ**) আমার ভক্ত হও (**মদ্যাজী**) আমার যজ্ঞ সম্পাদনকারী হও (**মাং, নমস্কুরু**) আমাকে নমস্কার করো এবং (**মাং,**
~~~~~~

আত্মানং) আমাকেই আত্মা মনে করো **(এবং, যুক্ত্বা)** এই প্রকার যুক্ত হয়ে **(মৎপরায়ণঃ)** আমার পরায়ণ হয়ে **(মাং, এষ্যসি)** আমাকে প্রাপ্ত হবে।

সরলার্থ – আমার মধ্যে মনযুক্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার যজ্ঞ সম্পাদনকারী হও, আমাকে নমস্কার করো এবং আমাকেই আত্মা মনে করো। এই প্রকার যুক্ত হয়ে আমার পরায়ণ হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

ভাষ্য – এই শ্লোকের ভাব এই যে "**আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহযন্তি চ**" [ব্র০ সূ০ ৪/১/৩] = আত্মভাব দ্বারা ঋষিগণ তাঁকে প্রাপ্ত হয় এবং অন্যদেরকে প্রাপ্ত করায়। এই সিদ্ধান্তানুকূল পরমাত্মার আত্মত্বেন উপাসনার উপদেশ করে কৃষ্ণজী তাঁর অনন্যভক্তি এইরূপে কথন করেন যে, তুমি একমাত্র মন্ময় হয়ে অর্থাৎ তৎ বিষয়ক মনযুক্ত হয়ে আত্ম পরায়ণ হও। এই শ্লোকের আশয় গীতায় মায়াবাদকে সর্বথা দূর করে দিয়েছে। যেই ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বর প্রাপ্তি বর্ণন করেছে, এবং থেকে পূর্ব শ্লোকে এই সংসারকে অনিত্য কথন করে মায়াবাদীদের মিথ্যাপণকে নিষ্পত্তি করে দেয়। মায়াবাদীদের মতে মিথ্যা তাকে বলা হয়, যা অজ্ঞান থেকে কল্পিত যেমনঃ রজ্জুতে সর্প। এই প্রকারের মিথ্যা পদার্থ যা অজ্ঞান থেকে প্রতীত হয়ে থাকে এবং জ্ঞান থেকে তার নাশ হয়ে যায়। অনিত্য পদার্থ তাকে বলে যা সর্বদা স্থায়ী থাকে না, নিজের আয়ু ভোগ করে নাশকে প্রাপ্ত হয়ে যায়। যেরূপ এই সমগ্র প্রপঞ্চ প্রলয়কাল পর্যন্ত নিজ আয়ু ভোগ করে নাশ হয়ে যায়। অতএব সর্বদা না থাকাকে অনিত্য বলা হয়, তাই এই অনিত্যকে কৃষ্ণজী স্পষ্ট করে দিয়েছে। এবং ইহাও আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, সমগ্র গীতায় মায়াবাদীদের মিথ্যার্থের মিথ্যা শব্দ কোথাও নেই, এইজন্যও তাঁদের মায়াবাদ মনোরথমাত্র।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, রাজবিদ্যারাজগুহ্য-যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ

ওꣳম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[বিভূতিযোগোঃ]

সং – পূর্ব সপ্তম, অষ্টম, নবম অধ্যায়ে পরমাত্মার অনন্যভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও "**রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়**" [গীতা ৭/৮] তথা "**অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ**" [গীতা ৯/১৬] ইত্যাদি শ্লোকে সামান্য রীতিতে পরমাত্মার বিভূতিও বর্ণন করা হয়েছে। এখন এই অধ্যায়ে কৃষ্ণজী স্বয়ং পরমাত্মার বিভূতিকে বিশেষ রীতিতে বোধন করার জন্য অর্জুনকে সম্বোধন করে পরমাত্মার বিভূতিরূপ ঐশ্বর্যকে আত্মোপাসনার ভাব থেকে আত্মত্বেন কথন করছে যে —

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রয়ীমাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ।। ১ ।।

পদ — ভূয়ঃ । এব । মহাবাহো । শৃণু । মে । পরমং । বচঃ ।
যৎ । তে । অহং । প্রীয়মাণায় । বক্ষ্যামি । হিতকাম্যয়া ।

পদার্থ – (**মহাবাহো**) হে বিশাল বাহুযুক্ত অর্জুন ! (**ভূয়ঃ, এব**) পুনরায় (**মে**) আমার (**পরমং, বচঃ**) শ্রেষ্ঠ বচন (**শৃণু**) শ্রবণ করো (**যৎ**) যা (**প্রীয়মাণায়**) প্রীতিযুক্ত (**তে**) তোমার জন্য (**হিতকাম্যয়া**) হিতের কামনায় (**বক্ষ্যামি**) বলছি।

সরলার্থ – হে বিশাল বাহুযুক্ত অর্জুন ! পুনরায় আমার শ্রেষ্ঠ বচন শ্রবণ করো যা প্রীতিযুক্ত, তোমার জন্য হিতের কামনায় বলছি।

সং – ননু, এর পূর্বেও আপনি আমার হিতের অনেক কথন করে এসেছেন এবং অন্য যে ব্রহ্মাদিদেব রয়েছে তাঁদের গ্রন্থ দ্বারাও আমি হিতের কথন জানতে পারি তাহলে আপনার হিতবোধক বচনে কী অপূর্বতা রয়েছে ? উত্তর —

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ।। ২ ।।

পদ — ন । মে । বিদুঃ । সুরগণাঃ । প্রভবং । ন । মহর্ষয়ঃ ।

অহং। আদিঃ। হি। দেবানাং। মহর্ষীণাং। চ। সর্বশঃ।

পদার্থ – (**মে, প্রভবং**) আমার বিভূতিকে (**সুরগণাঃ**) দেবতাগণ (**ন, বিদুঃ**) জানেন না (**ন, মহর্ষয়ঃ**) না মহর্ষিগণ জানেন (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**দেবানাং**) দেবতাদের (**চ**) এবং (**মহর্ষীণাং**) মহর্ষিদের (**সর্বশঃ**) সকল প্রকারে (**অহং, আদিঃ**) আমি আদি।

সরলার্থ – আমার বিভূতিকে দেবতাগণ জানেন না, না মহর্ষিগণ জানেন। নিশ্চিত রূপে দেবতাদের এবং মহর্ষিদের থেকে সকল প্রকারে আমি আদি।

ভাষ্য – এই শ্লোকে পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানের অগাধতা বর্ণন করা হয়েছে যে, তাঁকে দিব্য বুদ্ধিযুক্ত দেবও সঠিকভাবে জানে না এই ভারদ্বাজাদি ঋষিও জানে না। কেননা সেই পরমাত্মা দেব সব দেব এবং ঋষি-মহর্ষিদের আদি কারণ অর্থাৎ সকলের অগ্রণী। এইজন্য তাঁর বিভূতিকে দেবাদি সঠিক ভাবে জানে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মা নিজের বিভূতি নিজেই ঋষি-মহর্ষিদের প্রতি কথন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বৃহৎ বিভূতিকে ব্রহ্মাদিদেব জানতে পারে না। এই প্রকার পরমাত্মার বিভূতির দূর্বিজ্ঞেয়তা এই শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে। যেরূপ "**নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন**" [কঠ০ ১/২/২৩] ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার কৃপাই মনুষ্যের যথার্থজ্ঞানের হেতু মান্য করা হয়েছে। এইজন্য পরমাত্মাই নিজের বিভূতিকে নিজেই বর্ণন করে। যেরূপ "**সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ**" [যজুর্বেদ ৩১/১] ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মা নিজের বিভূতির বর্ণন করেছে। এই প্রকার সেই বৈদিক বিভূতির অপূর্বতাকে কৃষ্ণজী আত্মত্বেন উপাসনার ভাব থেকে "অহং" শব্দ দ্বারা বর্ণন করেছেন যে, আমাকে না দেবতাগণ সঠিকভাবে জানতে পারে, না মহর্ষিগণ জানেন। কেননা আমি সব দেব এবং মহর্ষিদের আদি, এইজন্য নিজের জ্ঞানের অপূর্বতাকে পরমাত্মা নিজেই বোধয় করেন, ইহাই এই বচনে অপূর্বতা।

সং – এখন সেই পরমাত্মজ্ঞানের ফল কথন করেছে —

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ৷
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ৷৷ ৩ ৷৷

পদ — যঃ। মাং। অজং। অনাদিং। চ। বেত্তি। লোকমহেশ্বরং।
অসংমূঢ়ঃ। সঃ। মর্ত্যেষু। সর্বপাপৈঃ। প্রমুচ্যতে।

পদার্থ – (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**মাং**) আমাকে (**অজং**) জন্ম থেকে রহিত (**চ**) এবং (**অনাদিং**) কারণ থেকে রহিত (**লোকমহেশ্বরং**) সংসারের মহান ঈশ্বর (**বেত্তি**) জানেন (**সঃ**) তিনি (**মর্ত্যেষু**) সব মনুষ্যের মধ্যে (**অসংমূঢ়ঃ**) অজ্ঞান থেকে রহিত হয়ে (**সর্বপাপৈঃ**) সব পাপ থেকে (**প্রমুচ্যতে**) মুক্ত হয়ে যায়।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি আমাকে জন্ম থেকে রহিত এবং কারণ থেকে রহিত, সংসারের মহান ঈশ্বর জানেন তিনি সব মনুষ্যের মধ্যে অজ্ঞান থেকে রহিত হয়ে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ভাষ্য – "অনাদি" শব্দের অর্থ এখানে এই যে "**ন আদি কারণং যস্য স অনাদি**" = যাঁর কোনো কারণ হয় না তাঁকে এখানে "**অনাদি**" শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে। যিনি পরমাত্মাকে শরীরাদি থেকে রহিত তথা কারণ রহিত মান্য করে তিনি শোক করেন না। যেরূপ [কঠ০ ১/২/২২] মধ্যে বর্ণন করেছে —

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যিনি শরীরধারীর মধ্যে অশরীরী এবং অস্থির পদার্থে স্থির, এইরূপ মহান বিভু পরমাত্মাকে জেনে ধীর পুরুষ শোক করে না। এই আশয় উক্ত গীতার শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে যে, পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞাতা সকল শোক মোহাদি পাপ থেকে দূর হয়ে যায়।

সং – এখন পরমাত্মার সেই ভাবের বর্ণন করছে যিনি পরমাত্মারূপ নিমিত্ত কারণে সংসারে আসে —

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ৷
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ৷৷ ৪ ৷৷

~~~~~~

**পদ — বুদ্ধিঃ। জ্ঞানং। অসংমোহঃ। ক্ষমা। সত্যং। দমঃ। শমঃ।
সুখং। দুঃখং। ভবঃ। অভাবঃ। ভয়ং। চ। অভয়ং। এব। চ।**

পদার্থ – (**বুদ্ধিঃ**) বুদ্ধি (**জ্ঞানং**) জ্ঞান (**অসংমোহঃ**) মোহহীনতা (**ক্ষমা**) ক্ষমা (**সত্যং**) সত্য (**দমঃ**) বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম (**শমঃ**) চিত্ত সংযম (**সুখং**) সুখ (**দুঃখং**) দুঃখ (**ভবঃ**) অস্তিত্ববোধ (**চ**) এবং (**অভাবঃ**) নাস্তিত্ববোধ (**ভয়ং**) ভয় (**অভয়ং, এব, চ**) এবং অভয় এই সব ভাব পরমাত্মার কারণতা থেকে প্রাণীদের মধ্যে আসে।

সরলার্থ – বুদ্ধি থেকে শুরু করে অভয় পর্যন্ত এই সকল ভাব পরমাত্মার কারণতা থেকে প্রাণীদের মধ্যে আসে।

ভাষ্য – এই বুদ্ধি আদি ভাবের অর্থ হলোঃ সূক্ষ্ম অর্থের বিচাররূপ সামর্থ্যের নাম "**বুদ্ধি**", সমস্ত পদার্থের যথার্থ বোধের নাম "**জ্ঞান**", উক্ত পদার্থে কার্য করার জন্য বিচারপূর্বক যে প্রকৃতি রয়েছে তার নাম "**অসংমোহ**", নিজ শরীরাদিকে দুঃখ পৌঁছানোর পরও যিনি সেই দুঃখদাতার উপর ক্রোধ না করে সেই ভাবকে মন থেকে দূর করে দেয় সেই ভাবের নাম "**ক্ষমা**", যেই পদার্থ বিষয়ক যেমন জ্ঞান হবে তাকে তেমনিই প্রকট করার নাম "**সত্য**", ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে রুদ্ধ করার নাম "**দম**", মনকে রুদ্ধ করার নাম "**শম**", অনুকূল প্রতীত হবার নাম "**সুখ**", প্রতিকূল হবার নাম "**দুঃখ**", উৎপত্তির নাম "**ভব**", সত্তার নাম "**ভাব**", ত্রাস এর নাম "**ভয়**" এবং ত্রাস থেকে রহিত হওয়ার নাম "**অভয়**"। এই সব কার্য পরমাত্মা থেকেই উৎপত্তি হয়, এবং —

**অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ।। ৫ ।।**

**পদ — অহিংসা। সমতা। তুষ্টিঃ। তপঃ। দানং। যশঃ। অযশঃ।
ভবন্তি। ভাবাঃ। ভূতানাং। মত্ত। এব। পৃথগ্বিধাঃ।**

পদার্থ – (**অহিংসা**) অহিংসা (**সমতা**) সমতা (**তুষ্টিঃ**) সন্তোষ (**তপঃ**) তপস্যা (**দানং**) দান (**যশঃ**) যশ (**অযশঃ**) এবং অপযশ (**ভবন্তি, ভাবাঃ ভূতানাং**) প্রাণীদের এই সমস্ত
~~~~~~

~~~~~~

ভাব **(মত্ত, এব, পৃথগ্বিধাঃ)** পরমাত্মা থেকেই বিবিধ প্রকারে উৎপন্ন হয়।

সরলার্থ – প্রাণীদের এই অহিংসাদি ভাব পরমাত্মা থেকেই বিবিধ প্রকারে উৎপন্ন হয়।

ভাষ্য – সকল কালে সকল প্রকারে সকল প্রাণীর সাথে দ্রোহ রহিত ব্যাবহারের নাম "**অহিংসা**", হানি-লাভ তথা উঁচু-নিচুতে রাগদ্বেষ থেকে রহিত থাকার নাম "**সমতা**", সামান্য লাভেই সন্তুষ্ট হওয়ার নাম "**সন্তোষ**", ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতের সহিত শরীরকে বশীভূত রাখার নাম "**তপ**", দেশ-কাল-পাত্রকে দেখে কেনো কিছু প্রদানের নাম "**দান**", ধর্মানুকূল যিনি দেশে প্রসিদ্ধ তার নাম "**যশ**" এবং অধর্মানুকূল যিনি সংসারে প্রসিদ্ধ তার নাম "**অযশ**"। এই সকল ভাব পরমাত্মারূপ নিমিত্ত কারণ থেকে উৎপন্ন হয়।

সং – কেবল এই ভাবই নয় বরং মর্যাদা পুরুষোত্তম ব্যক্তির যে জন্ম রয়েছে তাও পরমাত্মার বিভূতি। যেরূপ —

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ৷
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ৷৷ ৬ ৷৷

পদ — মহর্ষয়ঃ। সপ্ত। পূর্বে। চত্বারো। মনবঃ। তথা।
মদ্ভাবাঃ। মানসাঃ। জাতাঃ। যেষাং। লোক। ইমাঃ। প্রজাঃ।

পদার্থ – **(মহর্ষয়ঃ, সপ্ত)** ভৃগু আদি সপ্ত ঋষি **(পূর্বে, চত্বারো)** অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা এই পূর্বোক্ত চার ঋষি **(তথা)** এবং **(মনবঃ)** মনু **(মদ্ভাবাঃ)** আমার তত্ত্বকে জ্ঞাত **(মানসা, জাতাঃ)** অমৈথুনী সৃষ্টিতে উৎপত্তি **(যেষাং)** যাঁদের **(লোক)** সংসারে **(ইমাঃ, প্রজাঃ)** এই ব্রাহ্মণাদি প্রজা, এঁরাও সকলে পরমাত্মার বিভূতি।

সরলার্থ – ভৃগু আদি সপ্ত ঋষি, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা এই পূর্বোক্ত চার ঋষি এবং মনু আমার তত্ত্বকে জ্ঞাত। সংসারে যাঁদের অমৈথুনী সৃষ্টিতে উৎপত্তি এই ব্রাহ্মণাদি প্রজা, এঁরাও সকলে পরমাত্মার বিভূতি।
~~~~~~

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।। ৭ ।।

পদ — এতাং । বিভূতিং । যোগং । চ । মম । যঃ । বেত্তি । তত্ত্বতঃ ।
সঃ । অবিকম্পেন । যোগেন । যুজ্যতে । ন । অত্র । সংশয়ঃ ।

পদার্থ – (**মম, এতাং, বিভূতিং**) আমার এই বিভূতি (**চ**) এবং (**যোগং**) যোগকে (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**তত্ত্বতঃ**) যথার্থ রূপে (**বেত্তি**) জানেন (**সঃ**) তিনি (**অবিকম্পেন, যোগেন**) অচল যোগের সাথে (**যুজ্যতে**) যুক্ত হয় (**ন, অত্র, সংশয়ঃ**) এতে কোনো সংশয় নেই।

সরলার্থ – আমার এই বিভূতি এবং যোগকে যে ব্যক্তি যথার্থ রূপে জানেন তিনি অচল যোগের সাথে যুক্ত হয় এতে কোনো সংশয় নেই।

সং – এখন পরমাত্মার জ্ঞাতা যোগীদের ভাবকে নিম্নলিখিত চার শ্লোক দ্বারা বর্ণন করছে—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ।। ৮ ।।

পদ — অহং । সর্বস্য । প্রভবঃ । মত্তঃ । সর্বং । প্রবর্ততে ।
ইতি । মত্বা । ভজন্তে । মাং । বুধাঃ । ভাবসমন্বিতাঃ ।

পদার্থ – (**অহং**) আমি (**সর্বস্য**) সকলের (**প্রভবঃ**) উৎপত্তি স্থান (**মত্তঃ**) আমার থেকে (**সর্বং**) সব (**প্রবর্ততে**) প্রবৃত্ত হয় (**ইতি**) এইরকম (**মত্বা**) মনে করে (**ভাবসমন্বিতাঃ, বুধাঃ**) আমার ভাবকে জ্ঞাত বুদ্ধিমান (**মাং**) আমার (**ভজন্তে**) ভজন করে।

সরলার্থ – আমি সকলের উৎপত্তি স্থান, আমার থেকে সব প্রকৃত্ত হয়, এইরকম মনে করে আমার ভাবকে জ্ঞাত বুদ্ধিমান আমার ভজন করে।

~~~~~~

ভাষ্য – পরমাত্মাই সকলের উৎপত্তি স্থান, কেননা তাঁর থেকেই এই সম সংসারবর্গের রচনা হয়। এইরকম মনে করে যিনি পরমাত্মার ভাবকে ধারণ করে সেই বুদ্ধিমান তাঁকে জানতে পারে। **"সর্বস্য প্রভবঃ"** এর সেই অর্থ হবে যা **"বেদান্তার্য্যাভাষ্য"** [ব্র০ সূ০ ১/১/২] মধ্যে করা হয়েছে। এবং এই ভাবকে **"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"** [ছান্দোগ্যে ৩/১৪/১] মধ্যে পরমাত্মাকেই সব পদার্থের উৎপত্তি স্থান মান্য করা হয়েছে। সেই ভাব এই যে **"তস্মাজ্জায়ত ইতি তজ্জং, তস্মিন্ লোয়ত ইতি তল্লং, তস্মিন্ অনিতি প্রাণিনি ইতি তদনং"** = যা ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয় তাঁর মধ্যেই লয় হয়, তাঁর মধ্যেই চেষ্টা করে এইরূপ পদার্থকে **"তজ্জলান্"** বলে। উপনিষদে পরমাত্মার অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ হওয়ার ভাব নেই কিন্তু সকলের অধিকরণ হওয়ার ভাব রয়েছে এবং এই আশয় গীতার ৭ম অধ্যায়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, জগতের উপাদান কারণ যে প্রকৃতি তা পরমাত্মা থেকে ভিন্ন। এইজন্য এই সন্দেহ উৎপন্ন হতে পারে না যে, পরমাত্মা অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ হওয়ায় **"অহং সর্বস্য প্রভবঃ"** বলা হয়েছে। এবং যুক্তি এই যে, সব পদার্থের প্রভাব জেনে যে পরমাত্মার ভক্তি কথন করা হয়েছে এর থেকেও পরমাত্মা অভিন্নোপাদান কারণ পাওয়া যায় না, কেননা ভক্তি ভেদেই হতে পারে, অভেদে নয়।

মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।। ৯ ।।

পদ — মচ্চিত্তাঃ। মদগতপ্রাণাঃ। বোধয়ন্তঃ। পরস্পরম্।
কথয়ন্তঃ। চ। মাং। নিত্যং। তুষ্যন্তি। চ। রমন্তি। চ।

পদার্থ – **(মচ্চিত্তাঃ)** আমার মধ্যে চিত্ত যাঁর **(মদগতপ্রাণাঃ)** আমার নিমিত্তেই জীবন প্রাণ যাঁর **(পরস্পরম্)** নিজেদের মধ্যে শ্রুতি তথা যুক্তি দ্বারা **(বোধয়ন্তঃ)** যিনি আমার বোধন করতে থাকে **(চ)** এবং **(মাং)** আমাকে **(নিত্যং)** প্রতিদিন **(কথয়ন্তঃ)** শিষ্যাদির প্রতি কথন করে তিনি **(তুষ্যন্তি)** সন্তোষকে প্রাপ্ত হয় এবং তিনি **(রমন্তি)** আমার ভক্তিতে রমণ নামক ক্রিয়া করে অর্থাৎ তাঁর জন্য অন্য কোনো ক্রিয়াদি সুখের জনক নয়।

সরলার্থ – আমার মধ্যে চিত্ত যাঁর ও আমার নিমিত্তেই জীবন প্রাণ যাঁর, নিজেদের মধ্যে
~~~~~~

শ্রুতি তথা যুক্তি দ্বারা যিনি আমার বোধন করতে থাকে এবং আমাকে প্রতিদিন শিষ্যাদির প্রতি কথন করে তিনি সন্তোষকে প্রাপ্ত হয় এবং তিনি আমার ভক্তিতে রমণ নামক ক্রিয়া করে অর্থাৎ তাঁর জন্য অন্য কোনো ক্রিয়াদি সুখের জনক নয়।

ভাষ্য – এই পূর্বোক্ত ভক্ত সেই সন্তোষকে লাভ করে, যা মহর্ষি পতঞ্জলি [যোগ০ ২/৪২] মধ্যে বর্ণন করেছে যে "**সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখ লাভঃ**" = সন্তোষ দ্বারা সর্বোপরি সুখের লাভ হয়।

সং – ননু, উক্ত ভক্তকে পরমাত্মা কী প্রদান করে ? উত্তর —

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রতীপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ।। ১০ ।।

পদ — তেষাং । সততযুক্তানাং । ভজতাং । প্রতীপূর্বকম্ ।
দদামি । বুদ্ধিযোগং । তং । যেন । মাং । উপযান্তি । তে ।

পদার্থ – (**তেষাং**) সেই ভক্তকে (**সততযুক্তানাং**) যিনি নিরন্তর পরমাত্মায় রত এবং যিনি (**প্রতীপূর্বকম্, ভজতাং**) প্রীতিপূর্বক পরমাত্মার ভজন করে তাঁকে (**তং, বুদ্ধিযোগং, দদামু**) সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি (**যেন**) যার থেকে (**তে**) তিনি (**মাং**) আমাকে (**উপযান্তি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – সেই ভক্তকে যিনি নিরন্তর পরমাত্মায় রত এবং যিনি প্রীতিপূর্বক পরমাত্মার ভজন করে তাঁকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার থেকে তিনি আমাকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – "বুদ্ধিযোগ" এর অর্থ জ্ঞানযোগ, যা "**ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে**" [গীতা ৪/৩৮] মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদী টীকাকার "**মামুপযান্তি**" এর অর্থ জীবের ব্রহ্ম হওয়ার করেন যে, যেই প্রকার ঘটরূপ উপাধির নাশ হওয়ায় ঘটাকাশ মহাকাশ হয়ে যায়, এই প্রকার বুদ্ধিযোগ থেকে জীব ব্রহ্ম হয়ে যায়। যদি এই ভাব বুদ্ধিযোগের হতো তো [গীতা ৪/৪২] মধ্যে এই কথন করা হতো না যে, জ্ঞানরূপ খড়্গ দ

দ্বারা সংশয়কে ছেদন করে যোগকে গ্রহণ করো, ওঠো দাড়িয়ে যাও। এই প্রকার সংশয় ছেদনের সাধন তো বুদ্ধিযোগ হতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম হওয়ার সাধন বুদ্ধিযোগ কিভাবে ? হ্যাঁ, যদি "**দশমস্ত্বমসি**" এর সমান ভুল হতো তো অবশ্যই দশম ব্যক্তির সদৃশ জীব ব্রহ্ম হয়ে যেত। এই কথা এই প্রকার যে — একসময় দশজন তাঁতি দেশান্তরে গিয়েছিল, যখন পথে নদী পাড় হয় তো দশজনকে গণনা করতে লাগলো। যিনি গণনাকারী ছিলেন তিনি নিজেকে ছেড়ে নয় জনকে গণনা করেছিল। যখন তিনি দশম ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মনে করে শোক সাগরে নিমগ্ন ছিল তখন এই ভুলকে উপদেষ্টা নিবৃত্ত করেন যে, নিজেই নিজেকে গণনা না কারী ব্যক্তির মুখে একটি চড় দিয়ে বললেন যে "**দশমস্ত্বমসি**" = দশম ব্যক্তি তুমি। এই কথন থেকে মায়াবাদী এই তাৎপর্য নিয়ে থাকে যে এই প্রকার "**তত্ত্বমসি**" তথা "**অহং ব্রহ্মাস্মি**" ইত্যাদি বাক্যের জ্ঞান থেকে জীব ব্রহ্ম হয়ে যায়। ঠিক আছে, জীব ব্রহ্ম হয়ে যায় যদি দশম ব্যক্তির সমান ভূল করেই জীব হয়ে থাকে, কিন্তু জীব বাস্তবে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বস্তু। যেরূপ "**বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি**" [গীতা ১৩/১৯] এই প্রকরণে জীব, ঈশ্বর এবং প্রকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন মান্য করা হয়েছে।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ৷
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ৷৷ ১১ ৷৷

পদ — তেষাং। এব। অনুকম্পার্থ। অহং। অজ্ঞানজং। তমঃ।
নাশয়ামি। আত্মভাবস্থঃ। জ্ঞানদীপেন। ভাস্বতা।

পদার্থ – (**তেষাং**) সেই ভক্তের উপর (**অনুকম্পার্থ**) অনুগ্রহ করে (**অজ্ঞানজং, তমঃ**) অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন অন্ধকারকে (**আত্মভাবস্থঃ, অহং**) পরমাত্মার ভাবে স্থিত আমি (**ভাস্বতা**) প্রকাশযুক্ত (**জ্ঞানদীপেন**) জ্ঞানরূপী প্রদীপ দ্বারা সেই অন্ধকারকে (**নাশয়ামি**) নাশ করি।

সরলার্থ – সেই ভক্তের উপর অনুগ্রহ করে অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন অন্ধকারকে পরমাত্মার ভাবে স্থিত আমি প্রকাশযুক্ত জ্ঞানরূপী প্রদীপ দ্বারা সেই অন্ধকারকে নাশ করি।

ভাষ্য – "**আত্মভাবস্থঃ**" শব্দ থেকে পাওয়া যায় যে, পরমাত্মার ভাবে স্থিত হয়েই কৃষ্ণজী

~~~~~~

নিজেই নিজেকে ঈশ্বর শব্দ দ্বারা কথন করেছেন। স্বয়ং ব্রহ্ম হওয়ার অভিপ্রায় থেকে নয়।

সং – এখন পরমাত্মার ভাবযুক্ত কৃষ্ণের পরমাত্মার সাথে যে যোগ এবং সেই পরমাত্মার যে-যে বিভূতি রয়েছে, সেগুলো জানার অভিপ্রায় থেকে অর্জুন কৃষ্ণের এই প্রকার স্তুতি করছে যে —

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ৷
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ৷৷ ১২ ৷৷

পদ — পরং। ব্রহ্ম। পরং। ধাম। পবিত্রং। পরমং। ভবান্।
পুরুষং। শাশ্বতং। দিব্যং। আদিদেবং। অজং। বিভুম্।

পদার্থ – (**পরং, ব্রহ্ম**) তুমি পরব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি আদির উচ্চে যে ব্রহ্ম রয়েছে তা (**পরং, ধাম**) সব থেকে বড় ধাম = আশ্রয় (**ভবান্, পরমং, পবিত্রং**) তুমি পরম পবিত্র (**পুরুষং, শাশ্বতং, দিব্যং**) তুমি নিরন্তর দিব্য পুরুষ (**আদিদেবং**) আদি দেব (**অজং**) অজন্মা এবং (**বিভুং**) সর্বব্যাপক।

সরলার্থ – তুমি পরব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি আদির উচ্চে যে ব্রহ্ম রয়েছে তা, সব থেকে বড় ধাম = আশ্রয়, তুমি পরম পবিত্র, তুমি নিরন্তর দিব্য পুরুষ, আদি দেব, অজন্মা এবং সর্বব্যাপক।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ৷
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ৷৷ ১৩ ৷৷

পদ — আহুঃ। ত্বাং। ঋষয়ঃ। সর্বে। দেবর্ষিঃ। নারদঃ। তথা।
অসিতঃ। দেবলঃ। ব্যাসঃ। স্বয়ং। চ। এব। ব্রবীষি। মে।
~~~~~~

~~~~~~

পদার্থ – **(ত্বাং)** তোমাকে দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল তথা ব্যাসাদি **(সর্বে, ঋষয়ঃ)** সব ঋষিগণ পূর্ব শ্লোকে কথন করা ভাবযুক্ত **(আহুঃ)** বলে **(চ)** এবং **(স্বয়ং, এব, ব্রবীষি, মে)** তুমি নিজেও নিজেকে পরমাত্মার ভাবযুক্ত কথন করো।

সরলার্থ – তোমাকে দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল তথা ব্যাসাদি সব ঋষিগণ পূর্ব শ্লোকে কথন করা ভাবযুক্ত বলে এবং তুমি নিজেও নিজেকে পরমাত্মার ভাবযুক্ত কথন করো।

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ।। ১৪ ।।

পদ — সর্বং। এতৎ। ঋতং। মন্যে। যৎ। মাং। বদসি। কেশব।
ন। হি। তে। ভগবন্। ব্যক্তিং। বিদুঃ। দেবাঃ। ন। দানবাঃ।

পদার্থ – হে কেশব ! **(যৎ, মাং, বদসি)** যা তুমি আমাকে বলছো **(সর্বং, এতৎ, ঋতং, মন্যে)** এই সকল কথন আমি সত্য মান্য করি, হে ভগবন্ ! **(তে)** তোমার **(ব্যক্তিং)** স্বরূপকে **(দেবাঃ)** দেবগণ **(হি)** নিশ্চিত পূর্বক **(ন, বিদুঃ)** জানে না এবং **(ন, দানবাঃ)** না দানবগণ জানে।

সরলার্থ – হে কেশব ! যা তুমি আমাকে বলছো এই সকল কথন আমি সত্য মান্য করি, হে ভগবন্ ! তোমার স্বরূপকে দেবগণ নিশ্চিত পূর্বক জানে না এবং না দানবগণ জানে।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ।। ১৫ ।।

পদ — স্বয়ং। এব। আত্মনা। আত্মানং। বেত্থ। ত্বং। পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন। ভূতেশ। দেবদেব। জগৎপতে।

পদার্থ – **(ভূতভাবন)** হে প্রাণীর উৎপন্নকারী ! **(ভূতেশ)** প্রাণীদের ঈশ্বর **(দেবদেব)** হে দেবের দেব **(পুরুষোত্তম)** পুরুষদের মধ্যে উত্তম **(জগৎপতে)** হে জগতের স্বামিন্ !
~~~~~~

(স্বয়ং, এব, ত্বং) তুমি নিজে নিজেই **(আত্মনা)** নিজে নিজের থেকে **(আত্মানং)** নিজে নিজেকে **(বেত্থ)** জ্ঞাত।

সরলার্থ – হে প্রাণীর উৎপন্নকারী ! প্রাণীদের ঈশ্বর, হে দেবের দেব, পুরুষদের মধ্যে উত্তম, হে জগতের স্বামিন্ ! তুমি নিজে নিজেই, নিজে নিজের থেকে, নিজে নিজেকে জ্ঞাত।

ভাষ্য – এই চারটি শ্লোকে কৃষ্ণজীর স্তুতি করা হয়েছে, দেহধারী কৃষ্ণকে ঈশ্বর বর্ণন করা হয় নি। যদি ঈশ্বর বর্ণন করা হতো তো "**সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ**" [গীতা ১৩/১৫] এবং —

"সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠতং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"
[গীতা ১৩/২৭]

ইত্যাদি শ্লোকে পরমাত্মাকে নিরাকার বর্ণন করা হতো না এবং এই প্রকার নিরাকার কেবল গীতাই বর্ণন করে না বরং "**তদন্তরস্য সর্বস্য তদুসর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ**" [যজুর্বেদ ৪০/৫] "**তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য়দিদমুপাসতে**" [কেন০ ১/৪] ইত্যাদি বেদোপনিষদ অনেক বাক্যে তাঁকে নিরাকার প্রতিপাদন করে। তাহলে ব্যাসজী পরস্পর বিরুদ্ধ এবং বেদ বিরুদ্ধ এখানে কৃষ্ণকে ঈশ্বর কেন প্রতিপাদন করবে ? আমাদের বিচারে উক্ত চার শ্লোকে তদ্ধর্মতাপত্তির অভিপ্রায় থেকে কৃষ্ণকে ঈশ্বরীয় ভাব দ্বারা ঈশ্বরত্বেন নিরূপণ করে এসেছে। সেই ভাবকে জিজ্ঞাসার জন্য অর্জুন এইরূপ কথন করেছে এবং পরবর্তীতেও বলেছে যে —

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

পদ — বক্তুং। অর্হসি। অশেষেণ। দিব্যাঃ। হি। আত্মবিভূতয়ঃ।
যাভিঃ। বিভূতিভিঃ। লোকান্। ইমান্। ত্বং। ব্যাপ্য। তিষ্ঠসি।

পদার্থ – **(যাভিঃ, বিভূতিভিঃ)** যেই বিভূতিসমূহ সহিত **(ইমান্, লোকান্)** এই সংসারকে

(ত্বং) তুমি **(ব্যাপ্য)** ব্যাপ্ত করে **(তিষ্ঠসি)** স্থিত রয়েছ **(হি)** নিশ্চিতরূপে **(আত্মবিভূতয়ঃ)** তোমার যে দিব্য বিভূতি রয়েছে তা **(অশেষেণ)** সম্পূর্ণ রীতিতে **(বক্তুং, অর্হসি)** কথন করার যোগ্য।

সরলার্থ – যেই বিভূতিসমূহ সহিত এই সংসারকে তুমি ব্যাপ্ত করে স্থিত রয়েছ, নিশ্চিতরূপে তোমার যে দিব্য বিভূতি রয়েছে তা সম্পূর্ণ রীতিতে কথন করার যোগ্য।

ভাষ্য – "বিভূতি" শব্দের অর্থ এখানে ঐশ্বর্য, যেরূপ "**ততোঽণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ**" [যোগ০ ৩/৪৫] এই সূত্রে অণিমাদি যোগের ঐশ্বর্য কথন করা হয়েছে। অণিমা নাম সূক্ষ্ম হয়ে যাওয়ার। এই প্রকার যোগেশ্বর কৃষ্ণের থেকে বিভূতিরূপ পরমাত্মার ঐশ্বর্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করে।

সং – ননু, তুমি বারবার কৃষ্ণকে যোগী বলছো, গীতায় কৃষ্ণকে যোগী কোথাও বর্ণন করা হয় নি ? উত্তর —

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ৷
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ৷৷ ১৭ ৷৷

পদ — কথং। বিদ্যাং। অহং। যোগিন্। ত্বাং। সদা। পরিচিন্তয়ন্।
কেষু। কেষু। চ। ভাবেষুঃ। চিন্ত্যঃ। অসি। ভগবন্। ময়া।

পদার্থ – **(যোগিন্)** হে যোগী কৃষ্ণ ! **(অহং)** আমি **(ত্বাল, সদা)** তেমাকে সর্বদা **(পরিচিন্তয়ন্)** চিন্তন করে **(কথং, বিদ্যাং)** কিভাবে জানবো **(চ)** এবং হে ভগবন্ ! **(কেষু, কেষু)** কোন কোন **(ভাবেষু)** ভাব থেকে **(ময়া, চিন্ত্যঃ, অসি)** তুমি আমার চিন্তন করার যোগ্য।

সরলার্থ — হে যোগী কৃষ্ণ ! আমি তেমাকে সর্বদা চিন্তন করে কিভাবে জানবো এবং হে ভগবন্ ! কোন কোন ভাব থেকে তুমি আমার চিন্তন করার যোগ্য।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কৃষ্ণজীকে যোগী শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বর্ণন করা হয়েছে এবং এই যোগ দ্বারা তদ্ধর্মতাপত্তিরূপে পরমাত্মার সাথে যুক্ত হয়ে কৃষ্ণের কাছ থেকে পরমাত্মার ঐশ্বর্যরূপী ভাব জিজ্ঞেস করছে। যেই ভাব দ্বারা পরমাত্মার ঐশ্বর্য বৃহৎ থেকে বৃহৎ নাস্তিকদেরকে আস্তিক করে দেয়। যেই ভাব দ্বারা পরমাত্মার ঐশ্বর্য বৃহৎ থেকে বৃহৎ শক্তিশালীকে নির্বল করে পরমাত্মার অনুসারী করে দেয়। সেই ঐশ্বর্য এই বিভূতিযোগ দ্বারা বর্ণন করা হয়েছে।

অদ্বৈতবাদী এই বিভূতিকে পরমাত্মার রূপ মনে করে, কেননা তাঁদের মতে পরমাত্মা এই সংসারের উপাদান কারণ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী জড় চেতন সকল বস্তুজান্ত ব্রহ্মের শরীর হওয়ার অভিপ্রায়ে শরীরগত বিভূতিকেও ব্রহ্মার বিভূতি বর্ণন করে, এবং মূর্তিপূজকগণ এই বিভূতিকে প্রতিমা স্থানী মনে করে প্রতিমাপূজনের একটি দৃঢ় প্রমাণ দেয়। এবং নিজ নিজ মতে এই বিভূতি অধ্যায়ের বিভূতিসমূহকে সব লোক নিজেদের দিকে প্রতিপাদন করে। বৈদিকমতে এই বিভূতি পরমাত্মার ঐশ্বর্য বোধন করানোর জন্য এবং পরমাত্মরূপ উপাচার থেকে কথন করা হয়েছে। যেরূপ "**চন্দ্রমা মনসোজাতঃ চক্ষোসূর্যাঽজায়ত**" [যজুর্বেদ ৩১/১২] "**নাভ্যাঽআসীদন্তরিক্ষম্**" [যজুর্বেদ ৩১/১৩] ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মার মন চক্ষু আদির দ্বারা সূর্যাদির উৎপত্তি কথন করা হয়েছে। বাস্তবে পরমাত্মার না মন, না চক্ষু আছে কিন্তু তিনি একরস চিদঘণ। এই প্রকার "পরমাত্মা অক্ষরাধিকরণ" মধ্যে বর্ণন করা বাক্য দ্বারা স্থূলাদি ধর্ম থেকে সর্বথা রহিত কুটস্থ এবং নিত্য। এবং "**বিকারংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্**" [গীতা ১৩/১০] মধ্যে বিকার এবং রূপাদি সব গুণ প্রকৃতির কথন করা হয়েছে, ব্রহ্মের নয়। এই প্রকার এই বিভূতি অধ্যায়েও যে রূপ কথন করা হয়েছে, তা সব প্রাকৃত প্রকৃতির, যেরূপ "**রূপ্যতে অনেনেতি রূপম্**" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা পরমাত্ম নিরূপণের সাধন হওয়ায় একে পরমাত্মার রূপ কথন করা হয়েছে।

সং – এখন এই রূপ এবং কৃষ্ণের পরমাত্মার সাথে আত্মোপাসনরূপ যোগকে অর্জুন বিস্তারপূর্বক জিজ্ঞাসা করছে —

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ।। ১৮ ।।

পদ — বিস্তরেণ। আত্মনঃ। যোগং। বিভূতিং। চ। জনার্দন।
ভূয়ঃ। কথয়। তৃপ্তিঃ। হি। শৃণ্বতঃ। ন। অস্তি। মে। অমৃতং।

পদার্থ – হে জনার্দন ! **(আত্মনঃ, যোগং)** নিজের যোগ **(চ)** এবং **(বিভূতিং)** বিভূতিকে **(বিস্তরেণ)** বিস্তারপূর্বক **(ভূয়ঃ, কথয়)** পুনরায় কথন করো **(হি)** কেননা তোমার **(অমৃতং, শৃণ্বতঃ)** অমৃতরূপী বচনকে শুনে **(মে)** আমার **(তৃপ্তিঃ)** সন্তোষ **(ন, অস্তি)** হয় নি।

সরলার্থ – হে জনার্দন ! নিজের যোগ এবং বিভূতিকে বিস্তারপূর্বক পুনরায় কথন করো কেননা তোমার অমৃতরূপী বচনকে শুনে আমার সন্তোষ হয় নি।

সং – এখন কৃষ্ণজী নিজের যোগের মহত্ত্ব এবং পরমাত্মার গুণরূপ বিভূতির কথন করছে—

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — হন্ত। তে। কথয়িষ্যামি। দিব্যাঃ। হি। আত্মবিভূতয়ঃ।
প্রধান্যতঃ। কুরুশ্রেষ্ঠ। ন। অস্তি। অন্তঃ। বিস্তরস্য। মে।

পদার্থ – হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! **(প্রধান্যতঃ)** প্রধানতা থেকে **(হন্ত)** এখন **(তে)** তোমার প্রতি **(হি)** নিশ্চিত রূপে **(দিব্যাঃ, আত্মবিভূতয়ঃ)** নিজ দিব্য বিভূতিসমূহ **(কথয়িষ্যামি)** কথন করছি **(মে, বিস্তরস্য)** আমার বিভূতির বিস্তারের **(ন, অন্তঃ, অস্তি)** অন্ত নেই।

সরলার্থ – হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! প্রধানতা থেকে এখন তোমার প্রতি নিশ্চিত রূপে নিজ দিব্য বিভূতিসমূহ কথন করছি, আমার বিভূতির বিস্তারের অন্ত নেই।

সং – এখন কৃষ্ণজী নিজের আত্মত্বেন উপাসনারূপ যোগ অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে অভেদ

বুদ্ধি করে নিজের আত্মভাব থেকে পরমাত্মার বিভূতিসমূহের কথন করছে —

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ৷
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ৷৷ ২০ ৷৷

পদ — অহং। আত্মা। গুড়াকেশ। সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহং। আদিঃ। চ। মধ্যং। চ। ভূতানাং। অন্তঃ। এব। চ।

পদার্থ – (**গুড়াকেশ**) হে অর্জুন ! (**অহং**) আমি (**আত্মা**) সকল আত্মা (**চ**) এবং (**সর্বভূতাশয়স্থিতঃ**) সকল প্রাণীদের হৃদয়ে স্থিত। (**অহং, আদিঃ, চ, মধ্যং, চ**) আমিই আদি, মধ্য এবং আমিই (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**ভূতানাং, অন্তঃ**) সব প্রাণীদের অন্ত।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমি সকল আত্মা এবং সকল প্রাণীদের হৃদয়ে স্থিত। আমিই আদি, মধ্য এবং আমিই নিশ্চিত রূপে সব প্রাণীদের অন্ত।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই কথন করা হয়েছে যে, এই সম্পূর্ণ সংসারের সত্তা পরমাত্মাই আর তাঁর দ্বারাই এই সংসারের জন্ম, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, যেরূপ —

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।।"
[তৈত্তিরীয়০ ৩/১/১]

অর্থ – যাঁর থেকে এই সব প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যাঁর সত্তায় নিজ প্রাণকে ধারণ করে এবং যাঁর মধ্যে অন্তকালে লয় হয়ে যায়, তাঁকে জানার ইচ্ছে করো তিনি ব্রহ্ম। এই বিষয় বাক্যের আশয় নিয়ে এই শ্লোক কথন করা হয়েছে যে, পরমাত্মাই সব প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্ত।

সং – এখন সূর্য চন্দ্রমাদিকে পরমাত্মার বিভূতি কথন করছে —

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ৷

~~~~~~

মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ৷৷ ২১ ৷৷

পদ — আদিত্যানাং। অহং। বিষ্ণুঃ। জ্যোতিষাং। রবিঃ। অংশুমান্। মরীচিঃ। মরুতাং। অস্মি। নক্ষত্রাণাং। অহং। শশী।

পদার্থ – (**আদিত্যানাং**) অখণ্ডনীয় পদার্থের মধ্যে (**অহং, বিষ্ণুঃ**) আমি বিষ্ণু (**জ্যোতিষাং**) জ্যোতিযুক্ত পদার্থের মধ্যে (**রবিঃ**) সূর্য (**মরুতাং**) বায়ুর মধ্যে (**মরীচিঃ**) মরীচি নামক বায়ু (**নক্ষত্রাণাং**) নক্ষত্রের মধ্যে (**অহং, শশী**) আমি চন্দ্র।

সরলার্থ – অখণ্ডনীয় পদার্থের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিযুক্ত পদার্থের মধ্যে সূর্য, বায়ুর মধ্যে মরীচি নামক বায়ু, নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র।

ভাষ্য – যদিও এই সংসাররূপ বিভূতির স্বামী হওয়ায় এই সমস্ত বিভূতি পরমাত্মারই তথাপি মুখ্য মুখ্য বিভূতিসমূহ পরমাত্মার এইজন্য বর্ণন করা হয়েছে, যাহাতে পরমাত্মার ঐশ্বর্য মুখ্য মুখ্য রূপে জিজ্ঞাসুদেরকে অনুভব করানোর জন্য সহায়ক হয়। এই অভিপ্রায় থেকে অখণ্ডনীয় বস্তুসমূহে ব্যাপকরূপ বিষ্ণু, জ্যোতিযুক্ত বস্তুসমূহে সূর্যরূপ, বায়ুর মধ্যে মরীচি নামক প্রকাশরূপ বায়ু এবং নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণন করা হয়েছে। এই বিভূতি অধ্যায়ে এই রূপের বর্ণন করা হয়েছে তা নির্বিশেষবাদী বৈদিকগণের জন্য অনিষ্টকারক নয়, কেননা বৈদিকদের মতে তদাত্ম্যরূপে পরমাত্মার এই রূপ নয় কিন্তু তাঁর নিরূপণ হওয়ায় পরমাত্মার অনন্তরূপ। যেরূপ "**সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ**" [যজু০ ৩১/১] ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মার নিরূপণ হওয়ায় সব প্রাণীর শিরাদি অবয়ব সেই পরমাত্মার কথন করা হয়েছে। এবং "সায়াণভাষ্য" তেও লিখেছে যে "**অত্র সর্বপ্রাণিনাং শিরাংসি তদ্দেহান্তঃ পাতিত্বাত্তদীয়ান্যেবেতি সহস্রশীর্ষাত্বং**" সব প্রাণীর শিরাদি [মস্তকাদি] অবয়ব তাঁর বিভূতিতে হওয়ায় তাঁর কথন করা হয়েছে, বাস্তবে তিনি নিরাকার। অনিষ্টাপত্তি তো এখানে অবতারবাদীদের, যাঁদের মতে পরমাত্মার ২৪ অবতারকে ত্যাগ করে সূর্য চন্দ্রমাদি অনন্ত অবতার বর্ণন করে দিয়েছে। আমাদের বৈদিকমতে তো রূপের বর্ণন করা হয়েছে এইজন্য অনিষ্টাপত্তি নেই যে "**অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুসী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা॥**" [মুণ্ড০ ২/১/৪] "**দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্র বদন্তি খং বৈ নাভিং**
~~~~~~

~~~~~~

চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রং দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিঞ্চ সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্বভূতপ্রণেতা" = অগ্নি যাঁর মুখ স্থানীয়, চন্দ্রমা এবং সূর্য নেত্র স্থানীয়, পূর্ব-উত্তরাদি দিক শ্রোত্র স্থানীয়, বেদ মুখ স্থানীয়, বায়ু প্রাণ স্থানীয়, এই সমস্ত বিশ্ব তাঁর হৃদয় স্থানীয়। পৃথিবী পাদ স্থানীয় এবং সেই সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হলো পরমাত্মা। এই ভাবকে উক্ত স্মৃতির মধ্যেও কথন করেছে যে, দ্যুলোককে মস্তক স্থানীয় বিপ্রগণ বর্ণন করে এবং আকাশকে নাভি স্থানীয় বর্ণন করে ইত্যাদি। সেই পরমাত্মা সব জীবের প্রেরক, একে রূপালঙ্কার বলে, এইজন্য **"রূপোপন্যাসাচ্চ"** [ব্র০ সূ০ ১/২/২৩] মধ্যে এঁকে রূপক কথন করা হয়েছে যে, রূপালঙ্কারের অভিপ্রায়ে সূর্য চন্দ্রমাদিকে নেত্র স্থানীয় বলা হয়েছে, বাস্তবে নয়। এই প্রকার এখানেও সূর্য চন্দ্রমাদি বিভূতিসমূহ পরমাত্মার নিরূপক হওয়ায় তাঁর রূপ কথন করা হয়েছে, বাস্তবে নয়।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ৷
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — বেদানাং। সামবেদঃ। অস্মি। দেবানাং। অস্মি। বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং। মনঃ। চ। অস্মি। ভূতানাং। অস্মি চেতনা।

পদার্থ – (**বেদানাং, সামবেদঃ, অস্মি**) বেদের মধ্যে আমি সামবেদ (**দেবানাং, বাসবঃ, অস্মি**) দেবের মধ্যে আমি পরমৈশ্বর্যযুক্ত দেব এবং (**ভূতানাং, চেতনা, অস্মি**) সব প্রাণীরদের মধ্যে সত্যাসত্যের বিবেচন করার চেতনশক্তি আমি (**চ**) তথা (**ইন্দ্রিয়াণাং, মনঃ, অস্মি**) ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমি মন।

সরলার্থ – বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবের মধ্যে আমি পরমৈশ্বর্যযুক্ত দেব এবং সব প্রাণীরদের মধ্যে সত্যাসত্যের বিবেচন করার চেতনশক্তি আমি তথা ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমি মন।

ভাষ্য – সামবেদকে বিভূতি এইজন্য কথন করা হয়েছে যে, গানের মধুরতার কারণে তা সব বেদের মধ্যে মুখ্য, অন্য সব বিভূতির প্রধানতা স্পষ্ট।
~~~~~~

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ৷
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ৷৷ ২৩ ৷৷

পদ — রুদ্রাণাং। শঙ্করঃ। চ। অস্মি। বিত্তেশঃ। যক্ষরক্ষসাং।
বসূনাং। পাবকঃ। চ। অস্মি। মেরুঃ। শিখরিণ। অহং।

পদার্থ – (**রুদ্রাণাং, শঙ্করঃ, চ, অস্মি**) রুদ্র রূপধারীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনকারী শঙ্কররূপ আমি (**বিত্তেশঃ, যক্ষরক্ষসাং**) যক্ষ, রাক্ষসদের মধ্যে ধনের স্বামী আমি (**বসূনাং, পাবকঃ**) আট বসুর মধ্যে অগ্নি আমি (**চ**) এবং (**মেরু, শিখরিণ, অহং**) শিখরযুক্ত পর্বতের মধ্যে আমি মেরু।

সরলার্থ – রুদ্র রূপধারীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনকারী শঙ্কররূপ আমি, যক্ষ রাক্ষসদের মধ্যে ধনের স্বামী আমি, আট বসুর মধ্যে অগ্নি আমি এবং শিখরযুক্ত পর্বতের মধ্যে আমি মেরু।

ভাষ্য – যক্ষ্ এবং রাক্ষস থেকে তাৎপর্য মনুষ্যদের দুই শ্রেণীর। **যক্ষ** = পূজ্য দেব এবং **রাক্ষস** = যিনি রক্ষা করে অর্থাৎ অসুর। এইরকম দুই প্রকারের মনুষ্যদের মধ্যে যিনি ধনের স্বামী তা পরমেশ্বরের বিভূতিসমূহের মধ্যে একটি প্রধান বিভূতি, এই অভিপ্রায় থেকে "**যক্ষরক্ষসাম্ বিত্তেশঃ**" বলেছে, এবং বাকী সব বিভূতি স্পষ্ট।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ৷
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ৷৷ ২৪ ৷৷

পদ — পুরোধসাং। চ। মুখ্যং। মাং। বিদ্ধি। পার্থ। বৃহস্পতিম্।
সেনানীনাং। অহং। স্কন্দঃ। সরসাং। অস্মি। সাগরঃ।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**পুরোধসাং, চ, মুখ্যং, মাং, বৃহস্পতিং, বিদ্ধি**) পুরোহিতদের মধ্যে মুখ্য আমাকে বৃহস্পতি জানবে (**সেনানীনাং**) সেনাপতির মধ্যে (**অহং**) আমি (**স্কন্দঃ**) স্কন্দ, এবং (**সরসাং**) জলাশয়ের মধ্যে (**সাগরঃ, অস্মি**) সমুদ্র আমি।

সরলার্থ – হে পার্থ ! পুরোহিতদের মধ্যে মুখ্য আমাকে বৃহস্পতি জানবে, সেনাপতির মধ্যে আমি স্কন্দ, এবং জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র আমি।

ভাষ্য – পুরোহিতের মধ্যে বৃহস্পতি এইজন্য বলা হয়েছে যে, বাণীর পতির নাম "বৃহস্পতি", অর্থাৎ বেদবিৎ ব্যক্তি পুরোহিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। **"স্কন্দতে ইতি স্কন্দঃ"** = যিনি অত্যন্ত গতিযুক্ত তাঁকে "স্কন্দ" বলে অর্থাৎ যাঁর শারীরিক, মানসিক তথা আত্মিক গতি সব থেকে মুখ্য তাকে "স্কন্দ" বলে এবং সেই সেনাপতি পরমাত্মার বিভূতি, অন্য সব স্পষ্ট রয়েছে।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ।। ২৫ ।।

পদ — মহর্ষীণাং। ভৃগুঃ। অহং। গিরাং। অস্মি। একং। অক্ষরং।
যজ্ঞানাং। জপযজ্ঞঃ। অস্মি। স্থাবরাণাং। হিমালয়ঃ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**মহর্ষীণাং, ভৃগুঃ, অহং**) মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু আমি (**গিরাং**) বাণীর মধ্যে (**একং, অক্ষরং, অস্মি**) এক অক্ষর [ওঁ] আমি (**যজ্ঞানাং**) যজ্ঞের মধ্যে (**জপযজ্ঞঃ, অস্মি**) জপযজ্ঞ আমি (**স্থাবরাণাং, হিমালয়ঃ**) স্থাবরের মধ্যে হিমালয় আমি।

সরলার্থ — হে অর্জুন ! মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু আমি, বাণীর মধ্যে এক অক্ষর [ওঁ] আমি, যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ আমি, স্থাবরের মধ্যে হিমালয় আমি।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ।। ২৬ ।।

পদ — অশ্বত্থঃ। সর্ববৃক্ষাণাং। দেবর্ষীণাং। চ। নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং। চিত্ররথঃ। সিদ্ধানাং। কপিলঃ। মুনিঃ।

পদার্থ – (**সর্ববৃক্ষাণাং**) সব বৃক্ষের মধ্যে (**অশ্বত্থঃ**) অশ্বত্থ আমি (**দেবর্ষীণাং**) দেবর্ষীদের মধ্যে (**নারদঃ**) নারদ আমি (**গন্ধর্বাণাং**) গায়নকারীদের মধ্যে (**চিত্ররথঃ**) চিত্ররথ যুক্ত গন্ধর্ব আমি (**চ**) এবং (**সিদ্ধানাং**) সিদ্ধিতে যাঁরা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যাদি গুণকে প্রাপ্ত হয়েছে তাঁদের মধ্যে (**কপিলঃ, মুনিঃ**) কপিল মুনি আমি।

সরলার্থ – সব বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ আমি, দেবর্ষীদের মধ্যে নারদ আমি, গায়নকারীদের মধ্যে চিত্ররথ যুক্ত গন্ধর্ব আমি এবং সিদ্ধিতে যাঁরা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যাদি গুণকে প্রাপ্ত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কপিল মুনি আমি।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ।। ২৭ ।।

পদ — উচ্চৈঃশ্রবসং। অশ্বানাং। বিদ্ধি। মাং। অমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং। গজেন্দ্রাণাং। নরাণাং। চ। নরাধিপং।

পদার্থ – (**অশ্বানাং**) ঘোড়ার মধ্যে (**উচ্চৈঃশ্রবসং**) উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোড়া (**মাং, বিদ্ধি**) আমাকে জানবে। সেই ঘোড়া কিরকম (**অমৃতোদ্ভবম্**) অমৃত থেকে উৎপত্তি যার (**গজেন্দ্রাণাং**) হাতির মধ্যে (**ঐরাবতং**) ঐরাবত (**চ**) এবং (**নরাণাং**) মনুষ্যের মধ্যে (**নরাধিপং**) আমাকে রাজা জানবে।

সরলার্থ – ঘোড়ার মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোড়া আমাকে জানবে। সেই ঘোড়া কিরকম? অমৃত থেকে উৎপত্তি যার। হাতির মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যের মধ্যে আমাকে রাজা জানবে।

ভাষ্য – "উচ্চৈঃশ্রবা" সেই ঘোড়ার নাম যার কান উঁচু। হতে পারে যে, সেই সময়ের ঘোড়াদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু কানযুক্ত ঘোড়ার নাম "উচ্চৈঃশ্রবা" রাখা হতে। "**অমৃতোদ্ভবম্**" বিশেষণ তাকে এইজন্য দেওয়া হয়েছে যে, অমৃত নামক ঘৃতের অর্থাৎ অতিবলিষ্ঠ হওয়ার কারণে ঔপচারিকভাবে তাকে ঘৃত থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলা হয়। পৌরাণিক টীকাকারগণ এর এই অর্থ করেন যে, সমুদ্র মন্থন করে যে চৌদ্দ রত্ন লাভ করা

~~~~~~

হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ঘোড়াও ছিল। এই অর্থ "**অমৃতোদ্ভবম্**" থেকে হয় না, কেননা এর অর্থ তো এটাই হয় যে, অমৃত থেকে যার উৎপত্তি হয়েছে। তাই অমৃত থেকে উৎপত্তি তাঁদের মতে ঘোড়ার নয় এবং যদি সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হওয়া ঘোড়ার তাৎপর্য ব্যাসজীর হতো তো "**অমৃতোদ্ভবম্**" এই অপ্রযুক্ত শব্দ কেন দিল প্রত্যুত "**সাগরোদ্ভম্**" দেওয়াতে তাঁর কী ক্ষতি ছিল। বস্তুত কথা এই যে, যেখানে যেখানে পৌরাণিক অর্থের অবকাশ পাওয়া যায় সেখানে গীতাকে অসম্ভব অর্থের ভাণ্ডার বানিয়ে দিতে এই পৌরাণিক টীকাকারগণ ন্যূনতা করে না। পরবর্তীতে হাতির মধ্যে "ঐরাবত", এরও সেই অর্থ করেছে তাঁরা যে, ঐরাবত সেই হাতির নাম যা সমুদ্র মন্থন থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। এই অর্থ এই প্রকারে লাভ করা যায় যে - "ইরা" অর্থাৎ জলের। সেই জল যার, তার নাম ইরাবান্ এবং ইরাবানে উৎপত্তি হওয়ার নাম "ঐরাবত"। এই অর্থ কি সমুদ্র মন্থনের অসম্ভব কাহিনী থেকেই এসেছে নাকি না ? যেরূপ কদমবন বা দণ্ডিকারণ্যের এই নাম কদম স্তম্ব বা সোজা দণ্ডাকার বৃক্ষ থাকায় এইরূপ নাম হয়েছে। এই প্রকার জলোপর স্থানযুক্ত বনে উৎপন্ন হওয়ায় হাতির নাম 'ঐরাবত' হয়েছে। কিন্তু আমরা যতই এঁনাদের পৌরাণিক ভাবকে নিষ্পত্তি করি, এনাদের মতে তো "দণ্ডিকারণ্য"ও দণ্ডক নামধারী রাজার দেশ, শুক্রের অভিশাপ থেকে বন হয়ে গিয়েছে। এই প্রকার এইরূপ অসম্ভব কথন থেকে গীতার এই বিভূতিসমূহের ব্যাখ্যা করে, যা সর্বথা অসম্ভব।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ৷
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — আয়ুধানাং। অহং। ব্রজং। ধেনূনাং। অস্মি। কামধুক্।
প্রজনঃ। চ। অস্মি। কন্দর্পঃ। সর্পাণাং। অস্মি। বাসুকিঃ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**আয়ুধানাং, অহং, বজ্রং**) শস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র (**ধেনূনাং, অস্মি, কামধুক্**) ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু নামধারী ধেনু (**চ**) এবং (**প্রজনঃ**) সন্তানাদি উৎপন্নকারী (**কন্দর্পঃ, অস্মি**) কাম আমি (**সর্পাণাং**) সর্পের মধ্যে (**বাসুকিঃ, অস্মি**) বাসুকি নামধারী সর্প আমি।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! শস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু নামধারী
~~~~~~

ধেনু এবং সন্তানাদি উৎপন্নকারী কাম আমি, সর্পের মধ্যে বাসুকি নামধারী সর্প আমি।

ভাষ্য – "বজ্র" শব্দের অর্থ এখানে লোহসার এবং "ধেনু" শব্দের অর্থ নবপ্রসূতা গাভী, "বাসুকি" সেই সর্পের নাম যা বস্তুনামক রত্নের দেশে থাকে অর্থাৎ সিংহাসনে অবস্থানকারী।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ৷
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ৷৷ ২৯ ৷৷

পদ — অনন্তঃ। চ। অস্মি। নাগানাং। বরুণঃ। যাদসাং। অহম্।
পিতৃণং। অর্যমা। চ। অস্মি। যমঃ। সংযমতাং। অহম্।

পদার্থ – (**অনন্তঃ, চ, অস্মি, নাগানাং**) হিমালয়ের বৃক্ষে অনন্ত নামক বৃক্ষ আমি (**বরুণঃ, যাদসাং, অহং**) জলচরগণের মধ্যে বরুণ নামক জলচর আমি (**পিতৃণং**) রক্ষাকারীদের মধ্যে (**অর্যমা**) ন্যায়কারী আমি (**চ**) এবং (**সংযমতাং**) সংযমকারীদের মধ্যে (**অহং, যমঃ**) পাঁচ প্রকারের *যম আমি।

সরলার্থ – হিমালয়ের বৃক্ষে অনন্ত নামক বৃক্ষ আমি, জলচরগণের মধ্যে বরুণ নামক জলচর আমি, রক্ষাকারীদের মধ্যে ন্যায়কারী আমি এবং সংযমকারীদের মধ্যে পাঁচ প্রকারের *যম আমি।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ৷
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ৷৷ ৩০ ৷৷

পদ — প্রহ্লাদঃ। চ। অস্মি। দৈত্যনাং। কালঃ। কলয়তাং। অহম্।
মৃগাণাং। চ। মৃগেন্দ্রঃ। অহং। বৈনতেয়ঃ। চ। পক্ষিণাম্।

---

*যম = অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে যম বলে। — যোগদর্শন ২/৩০

~~~~~~

পদার্থ – (**দৈত্যনাং, প্রহ্লাদঃ, অস্মি**) দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ আমি (**চ**) এবং (**কলয়তাং**) গণনাকারীর মধ্যে (**অহং, কালঃ**) "*কালো বিদ্যতে যস্য স কালঃ*" = কালের জ্ঞাত জ্যোতির্বিদ আমি (**চ**) এবং (**মৃগাণাং**) মৃগাদি পশুর মধ্যে (**মৃগেন্দ্রঃ**) সিংহ (**অহং**) আমি (**চ**) আর (**পক্ষিণাম্**) পাখিদের মধ্যে (**বৈনতেয়ঃ**) গরুর আমি।

সরলার্থ – দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ আমি এবং গণনাকারীর মধ্যে কালের জ্ঞাত জ্যোতির্বিদ আমি এবং মৃগাদি পশুর মধ্যে সিংহ আমি আর পাখিদের মধ্যে গরুর আমি।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ৷
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ৷৷ ৩১ ৷৷

পদ — পবনঃ। পবতাং। অস্মি। রামঃ। শস্ত্রভৃতাং। অহং।
ঝাষাণাং। মকরঃ। চ। অস্মি। স্রোতসাং। অস্মি। জাহ্নবী।

পদার্থ – (**পবতাং**) গতিতে চলাচলকারীর মধ্যে (**পবনঃ, অস্মি**) বায়ু আমি (**শস্ত্রভৃতাং**) শস্ত্রধারীদের মধ্যে (**রামঃ, অস্মি, অহং**) আমি রাম (**ঝষাণাং**) মৎস্য জাতির মধ্যে (**মকরঃ**) কুমির আমি (**চ**) এবং (**স্রোতসাং**) শ্রোতের সহিত প্রবাহিত নদীর মধ্যে (**জাহ্নবী, অস্মি**) গঙ্গা আমি।

সরলার্থ – গতিতে চলাচলকারীর মধ্যে বায়ু আমি, শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রাম, মৎস্য জাতির মধ্যে কুমির আমি এবং শ্রোতের সহিত প্রবাহিত নদীর মধ্যে গঙ্গা আমি।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন ৷
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ৷৷ ৩২ ৷৷

পদ — সর্গাণাং। আদিঃ। অন্তঃ। চ। মধ্যং। চ। এব। অহং। অর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা। বিদ্যানাং। বাদঃ। প্রবদতাং। অহং।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**সর্গাণাং**) সমস্ত সৃষ্টি সমূহের (**আদিঃ, অন্তঃ, চ, মধ্যং**) আদি,
~~~~~~

অন্ত এবং মধ্য আমি (**বিদ্যানাং**) সব বিদ্যার মধ্যে (**অধ্যাত্মবিদ্যা**) ব্রহ্মবিদ্যা (**অহং**) আমি (**চ**) এবং (**প্রবদতাং, অহং, বাদঃ**) শাস্ত্রার্থকারী তিন কথনের মধ্যে আমি বাদ।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! সমস্ত সৃষ্টিসমূহের আদি, অন্ত এবং মধ্য আমি। সব বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা আমি এবং শাস্ত্রার্থকারী তিন কথনের মধ্যে আমি বাদ।

ভাষ্য – "**অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ**" এই ২০ তম শ্লোকে যে, আদি, অন্ত, মধ্য কথন করা হয়েছে সেখানে প্রাণীদের কথন রয়েছে এবং এখানে সৃষ্টির কথন করা হয়েছে, এইজন্য পুনরুক্তি দোষ নেই। "**বাদ**" তাকে বলে যাকে রাগ থেকে রহিত ব্যক্তি তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য সম্পাদন করে। "**জল্প**" সেই কথনের নাম যেখানে উভয়ই নিজ নিজ পক্ষের স্থাপন করে অন্যের পক্ষকে উচিতানুচিত তর্ক দ্বারা যেমনতেমন প্রকারে দূষিতে করতে প্রযত্ন করে। "**বিতণ্ডা**" এর মধ্যে উক্ত দুইটি থেকে এই পার্থক্য যে, একজন নিজের পক্ষের স্থাপন করে এবং অন্যজন কেবল তার খণ্ডনই করে, নিজের পক্ষের মণ্ডন করে না। এই তিন কথনের মধ্যে "***বাদ***" কথনরূপ বিভূতি ঈশ্বরের।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ।। ৩৩ ।।

পদ — অক্ষরাণাং। অকারঃ। অস্মি। দ্বন্দ্বঃ। সামাসিকস্য। চ।
অহং। এব। অক্ষয়ঃ। কালঃ। ধাতা। অহং। বিশ্বতোমুখঃ।

পদার্থ – (**অক্ষরাণাং**) অক্ষরসমূহের মধ্যে (**অকারঃ, অস্মি**) অ-কার আমি (**চ**) এবং (**সামাসিকস্য, দ্বন্দ্বঃ**) সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস (**অহং**) আমি (**অক্ষয়ঃ, কালঃ**) ক্ষয় থেকে রহিত কাল (**অহং**) আমি (**ধাতা**) সকলের ধারণকর্তা আমি।

সরলার্থ – অক্ষরসমূহের মধ্যে অ-কার আমি এবং সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস আমি। ক্ষয় থেকে রহিত অর্থাৎ অক্ষয়কাল আমি, সকলের ধারণকর্তা আমি।

ভাষ্য – সব সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসকে ঈশ্বরের বিভূতি এইজন্য বলা হয়েছে যে,

সেখানে দুই পদের অর্থ প্রধান্যতায় থাকে অর্থাৎ উভয়ের সমতা বজায় থাকে, অন্য সমাসে সমতার ভাব নেই। এবং বাকী সব স্পষ্ট রয়েছে।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ।। ৩৪ ।।

পদ — মৃত্যুঃ। সর্বহরঃ। চ। অহং। উদ্ভবঃ। চ। ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ। শ্রীঃ। বাক্। চ। নারীণাং। স্মৃতিঃ। মেধা। ধৃতিঃ। ক্ষমা।

পদার্থ – (**মৃত্যুঃ, সর্বহরঃ, চ, অহং**) সকলের হরণকারী মৃত্যু আমি (**চ**) এবং (**ভবিষ্যতাম্**) ভবিষ্যতের (**উদ্ভবঃ**) উৎকর্ষ আমি (**নারীণাং**) স্ত্রীদের মধ্যে (**কীর্তিঃ**) যশ (**শ্রীঃ**) শোভা (**বাক্**) বাণী (**স্মৃতি**) স্মরণশক্তি (**মেধা**) সত্যাসত্যকে বিচার করার শক্তি (**ধৃতিঃ**) ধারণ শক্তি (**ক্ষমা**) শান্তি, এই সব আমি।

সরলার্থ – সকলের হরণকারী মৃত্যু আমি এবং ভবিষ্যতের উৎকর্ষ আমি। স্ত্রীদের মধ্যে যশ, শোভা, বাণী, স্মরণশক্তি, সত্যাসত্যকে বিচার করার শক্তি, ধারণ শক্তি, শান্তি, এই সব আমি।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ।। ৩৫ ।।

পদ — বৃহৎসাম। তথা। সাম্নাং। গায়ত্রী। ছন্দসাং। অহম্।
মাসানাং। মার্গশীর্ষঃ। অহং। ঋতূনাং। কুসুমাকরঃ।

পদার্থ – (**সাম্নাং**) সামবেদের গানের মধ্যে (**বৃহৎসাম**) বৃহৎসাম আমি (**ছন্দসাং**) বেদের মধ্যে (**গায়ত্রী**) গায়ত্রী আমি (**মাসানাং**) মাসের মধ্যে (**মার্গশীর্ষঃ**) মার্গশীর্ষ (**অহং**) আমি (**ঋতূনাং**) ঋতুসমূহের মধ্যে (**কুসুমাকরঃ, অহং**) বসন্ত আমি।

সরলার্থ – সামবেদের গানের মধ্যে বৃহৎসাম আমি, বেদের মধ্যে গায়ত্রী আমি, মাসের

মধ্যে মার্গশীর্ষ আমি, ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত আমি।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ।। ৩৬ ।।

পদ — দ্যূতং। ছলয়তাং। অস্মি। তেজঃ। তেজস্বিনাং। অহং।
জয়ঃ। অস্মি। ব্যবসায়ঃ। অস্মি। সত্ত্বং। সত্ত্ববতাং। অহং।

পদার্থ – (**ছলয়তাং**) ছলনাকারীদের মধ্যে (**দ্যূতং**) *"দেবনং দ্যূতং"* = দিব্য নীতি (**অস্মি**) আমি অর্থাৎ রাজধর্মের পালনকারী আমি (**তেজস্বিনাং**) তেজস্বীদের মধ্যে (**তেজঃ, অহং**) তেজ আমি, বিজয়ীদের মধ্যে (**জয়ঃ**) জয় আমি, পরিশ্রমীদের মধ্যে (**ব্যবসায়ঃ**) উদ্যম (**অস্মি**) আমি (**সত্ত্ববতাং**) সত্ত্বগুণের অধিকতা যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যরূপ (**সত্ত্বং, অহং**) সত্ত্ব আমি।

সরলার্থ – ছলনাকারীদের মধ্যে দিব্য নীতি আমি অর্থাৎ রাজধর্মের পালনকারী আমি। তেজস্বীদের মধ্যে তেজ আমি, বিজয়ীদের মধ্যে জয় আমি, পরিশ্রমীদের মধ্যে উদ্যম আমি। সত্ত্বগুণের অধিকতা যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যরূপ সত্ত্ব আমি।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ।। ৩৭ ।।

পদ — বৃষ্ণীনাং। বাসুদেবঃ। অস্মি। পাণ্ডবানাং। ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনাং। অপি। অহং। ব্যাসঃ। কবীনাং। উশনা। কবিঃ।

পদার্থ – (**বৃষ্ণীনাং**) যাদবদের মধ্যে (**বাসুদেবঃ, অস্মি**) বসুদেবের পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ আমি (**পাণ্ডবানাং**) পাণ্ডবদের মধ্যে (**ধনঞ্জয়ঃ**) অর্জুন আমি (**মুনীনাং, অপি, অহং, ব্যাসঃ**) মননশীলদের মধ্যে ব্যাস আমি (**কবীনাং**) কবিদের মধ্যে (**উশনা, কবিঃ**) শুক্র নামক কবি আমি।

সরলার্থ – যাদবদের মধ্যে বসুদেবের পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ আমি, পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন আমি, মননশীলদের মধ্যে ব্যাস আমি, কবিদের মধ্যে শুক্র নামক কবি আমি।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ৷
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ৷৷ ৩৮ ৷৷

পদ — দণ্ডঃ। দময়তাং। অস্মি। নীতিঃ। অস্মি। জিগীষতাং।
মৌনং। চ। এব। অস্মি। গুহ্যানাং। জ্ঞানং। জ্ঞানবতাং। অহং।

পদার্থ – (**দময়তাং**) দুষ্টকে দমনকারীর (**দণ্ডঃ**) দণ্ড (**অস্মি**) আমি (**জিগীষতাং**) জয়ের ইচ্ছেকারীর মধ্যে (**নীতিঃ**) নীতি আমি (**গুহ্যানাং**) গুপ্ত পদার্থের মধ্যে (**মৌনং**) বাণীকে বশীভূতকারী আমি (**জ্ঞানবতাং**) জ্ঞানীদের মধ্যে (**জ্ঞানং**) জ্ঞান আমি।

সরলার্থ – দুষ্টকে দমনকারীর দণ্ড আমি, জয়ের ইচ্ছেকারীর মধ্যে নীতি আমি, গুপ্ত পদার্থের মধ্যে বাণীকে বশীভূতকারী আমি, জ্ঞানীদের মধ্যে জ্ঞান আমি।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ৷
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ৷৷ ৩৯ ৷৷

পদ — যৎ। চ। অপি। সর্বভূতানাং। বীজং। তৎ। অহং। অর্জুন।
ন। তৎ। অস্তি। বিনা। যৎ। স্যাৎ। ময়া। ভূতং। চরাচরং।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**যৎ, চ, অপি, সর্বভূতানাং**) যা কিছুই সকল প্রাণীর (**বীজং**) বীজ (**চরাচরং**) স্থাবর হোক বা জঙ্গম হোক (**তৎ, অহং**) তা আমি। (**ন, তৎ, অস্তি, ভূতং**) এইরূপ কোনো বস্তু নেই (**যৎ**) যা (**ময়া, বিনা**) আমার ব্যাতিত (**স্যাৎ**) হতে পারে।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যা কিছুই সকল প্রাণীর বীজ রয়েছে স্থাবর হোক বা জঙ্গম হোক তা আমি। এইরূপ কোনো বস্তু নেই যা আমার ব্যাতিত হতে পারে।

~~~~~~

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ৷
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ৷৷ ৪০ ৷৷

পদ — ন। অন্তঃ। অস্তি। মম। দিব্যানাং। বিভূতীনাং। পরন্তপ।
এষ। তু। উদ্দেশতঃ। প্রোক্তঃ। বিভূতেঃ। বিস্তরঃ। ময়া।

পদার্থ – হে পরন্তপ ! **(মম, দিব্যানাং)** আমার প্রকাশযুক্ত দিব্য **(বিভূতীনাং)** বিভূতি সমূহের **(ন, অন্তঃ, অস্তি)** অন্ত নেই, এবং **(এষঃ, বিভূতেঃ, বিস্তরঃ)** এই বিভূতির বিস্তার যা তোমাকে বললাম **(তু)** ইহা তো **(উদ্দেশতঃ)** নামমাত্র থেকে **(ময়া, প্রোক্তঃ)** আমি কথন করেছি।

সরলার্থ – হে পরন্তপ ! আমার প্রকাশযুক্ত দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নেই, এবং এই বিভূতির বিস্তার যা তোমাকে বললাম ইহা তো নামমাত্র থেকে আমি কথন করেছি।

সং – এখন উপসংহারে সব বিভূতিসমূহের উপলক্ষণরূপে নিম্নে লেখা দুই শ্লোক দ্বারা কথন করছে —

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ৷
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ৷৷ ৪১ ৷৷

পদ — যৎ। যৎ। বিভূতিমৎ। সত্ত্বং। শ্রীমৎ। ঊর্জিতং। এব। বা।
তৎ। তৎ। এব। অবগচ্ছ। ত্বং। মম। তেজোঽংশসম্ভবম্।

পদার্থ – **(যৎ, যুৎ)** যেই যেই **(বিভূতিমৎ)** বিভূতিযুক্ত **(সত্ত্বং)** প্রাণী **(শ্রীমৎ)** লক্ষ্মী, শোভা, কান্তিযুক্ত **(বা)** অথবা **(ঊর্জিতং)** শক্তিশালী ব্যক্তি রয়েছে **(এব)** নিশ্চিতরূপে **(তৎ, তৎ)** সেই সবকিছুকে **(ত্বং)** তুমি **(মম, তেজোঽংশসম্ভবম্)** আমার তেজের অংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে **(অবগচ্ছ)** জানবে।

সরলার্থ – যেই যেই বিভূতিযুক্ত প্রাণী লক্ষ্মী, শোভা, কান্তিযুক্ত অথবা শক্তিশালী ব্যক্তি
~~~~~~

রয়েছে নিশ্চিত রূপে সেই সবকিছুকে তুমি আমার তেজের অংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে জানবে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।। ৪২ ।।

পদ — অথবা। বহুনা। এতেন। কিং। জ্ঞাতেন। তব। অর্জুন।
বিষ্টভ্য। অহং। ইদং। কৃৎস্নং। একাংশেন। স্থিতঃ। জগৎ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! অথবা (**এতেন, বহুনা, জ্ঞানেন, তত্র, কিং**) এই বহু জ্ঞান দ্বারা তোমার কী ? (**ইদং, কমৎস্নং, জগৎ**) এই সম্পূর্ণ জগতকে (**একাংশেন**) এক অংশরূপ স্থানে (**বিষ্টভ্য**) ধারণ করে (**অহং, স্থিতঃ**) আমি স্থিত।

সরলার্থ – অথবা হে অর্জুন ! এই বহু জ্ঞান দ্বারা তোমার কী ? এই সম্পূর্ণ জগতকে এক অংশরূপ স্থানে ধারণ করে আমি স্থিত।

ভাষ্য – এই বিভূতিযোগের বর্ণন [যজুর্বেদ ৩১/৩] মধ্যে এই প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে যে "**পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি**" = এই সম্পূর্ণ সংসার সেই পরমেশ্বরের মহিমা অর্থাৎ তাঁর মহত্ত্বকে বোধনকারী এবং যেই পুরুষের এই মহত্ত্ব রয়েছে তিনি এর থেকে অনেক বড়। সম্পূর্ণ সংসারের প্রাণী সেই পুরুষের এক অংশরূপ এবং তিনি অমৃত অনন্ত, ইত্যাদি বেদ মন্ত্রে সেই পরমাত্মার মহত্ত্বকে সর্বোপরি কথন করে এই সংসারের বিভূতি সমূহকে তাঁর বোধক বর্ণন করেছে। এই আশয়কে নিয়ে এই বিভূতি অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে এই বলা হয়েছে যে, হে অর্জুন ! তোমার বহু কথন থেকে কী প্রয়োজন, আমি এক অংশে এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করছি। এখানে এই সন্দেহ উৎপন্ন হয় যে, এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনার কৃষ্ণের মধ্যে কোনো অপূর্ব শক্তি হবে যার জন্য এইরূপ বললেন ? এর উত্তর এই যে, এখানে কৃষ্ণকে সকলের আশ্রয় হওয়া কথন করা হয়নি। যদি কৃষ্ণই পূর্বোক্ত বিভূতিসমূহকে নিজ আত্মা বর্ণন করতো তো এই অধ্যায়ের ৩৭ নং শ্লোকে এরূপ কেন বলেছে যে "*যাদবদের মধ্যে বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ আমি*" যখন কৃষ্ণ নিজেই সব পদার্থেরকে নিজ বিভূতি বর্ণন করে তো সেই বিভূতিতে

নিজেই নিজেকে কেন ফেললো, কেননা এই বিভূতিকে তো উক্ত মন্ত্রে মরণধর্মযুক্ত কথন করেছে তাহলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়ে সেই মরণধর্মা বিভূতিতে নিজেই নিজেকে কেন গণনা করলো। এর থেকে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন এই বিভূতিসমূহের অন্য কেউ স্বামী, যিনি কান্তিযুক্ত সংসারের বস্তুসমূহকে নিজের বিভূতি কথন করে এবং তিনি অক্ষর পরমাত্মা। যেরূপ উক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ করা হয়েছে, যদি এইরূপ বলা যায় যে, সেই পরমাত্মা কৃষ্ণজী নিজেই, এইজন্য কৃষ্ণজীরই উক্ত সব বিভূতি, তো বিবেচনা করার যোগ্য এই যে, পরমাত্মা কি কৃষ্ণজীর কোনো এক অংশ অথবা কৃষ্ণজী তাঁর অংশ ? পরমাত্মাকে কৃষ্ণজীর অংশ এইজন্য বলা যেতে পারে না যে, এইরূপ কথন বেদ তথা যুক্তি এবং কৃষ্ণজীর বাক্য থেকে বিরুদ্ধ। বেদ বিরুদ্ধ এইজন্য যে, বেদ এই সম্পূর্ণ সংসারকে পরমাত্মার অংশ কথন করে অর্থাৎ একস্থানী বলে। যুক্তি বিরুদ্ধ এইজন্য যে, সেই অসীম পরমাত্মা যিনি কৃষ্ণের মতো অনন্ত আগমাপায়ী উৎপন্ন করে তাঁর বিভূতিতে লয় করে, তাঁকে কৃষ্ণের অংশ কিভাবে কলা যেতে পারে এবং কৃষ্ণজীর বচন বিরুদ্ধ এইজন্য যে "**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতসনাতনঃ**" [গীতা ১৫/৭] এই শ্লোকে কৃষ্ণজী জীবকে নিজের অংশ বলেছেন ব্রহ্মের নয়। যদি অন্য পক্ষে কৃষ্ণকে ব্রহ্মের অংশ মেনে নেওয়া যায় তবুও অবতারবাদীদের কৃষ্ণাবতার নিষ্পত্তি হয়ে যায়, এবং "**এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং**" [ভাগবত০ ১/৩/২৮] ইত্যাদি কৃষ্ণাবতারবাদীদের বচন বিরুদ্ধ হয়ে যায়। কেননা এই বাক্যে অন্য অবতারকে পরমেশ্বরের অংশ এবং অন্য অবতারকে পরমেশ্বরের অংশ এবং কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মান্য করেছে। এই প্রকার বিবেচনা করার মাধ্যমে বিভূতি সমূহের স্বামী কৃষ্ণ প্রতীত হয় না, কিন্তু অন্য কেউ, কৃষ্ণও যাঁর বিভূতি। এইজন্য স্বামী রামানুজ এই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকের এই ভাষ্য করেছে যে "**বহুনৈতেনোচ্যমানেন জ্ঞানেন কিং প্রয়োজনমিদং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎকার্যাবস্থং স্থূল সূক্ষ্ম চ স্বরূপসদ্ভাবে স্থিতৌ প্রবৃত্তি ভেদে চ যথা মৎসংকল্পং নাতিবর্তেত তথা মম মহিম্নঃ অয়ুতায়ুতাংশেন বিষ্টভ্যাহমবস্থিতঃ**" [শ্রী০ ভা০] = অনেক কথন করা জ্ঞান দ্বারা তোমার কী প্রয়োজন, এই সব জড় চেতনরূপ জগৎ কার্যাবস্থা তথা কারণাবস্থাকে প্রাপ্ত হয়ে স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়রূপে সেই পরমাত্মার ইচ্ছাকে উলঙ্ঘন করতে পারে না, এইজন্য "**বিষ্টভ্যাহমবস্থিতঃ**" বলা হয়েছে যে, এই সবকিছুকে পরিচালনা করে আমিই স্থিত। এবং এই অর্থ বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উপাদান করা করা হয়েছে। এর থেকে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ পরমাত্মার সাথে অভেদোপাসনারূপ যোগকে উপলব্ধ করে এইরূপ বলেছিলেন, যেমনঃ এই অধ্যায়ে

[গীতা ১০/১০-১৮] তে কৃষ্ণকে যোগী বলা হয়েছে এবং তাঁর বিভূতিযোগের প্রশ্ন করে অর্জুন এই বিভূতি সমূহকে শ্রবণ করেছে।

ননু – মানলাম যে কৃষ্ণ যোগসামর্থ দ্বারাই এই বিভূতি সমূহকে নিজের বলেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো পরমাত্মারই বিভূতি। এইরূপ মান্য করার পরও এর থেকে কি শোভা দেয় যে, কোথাও বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, কোথাও দমনকারীর মধ্যে দণ্ড আমি, কোথাও ছলের মধ্যে দিব্য নীতি আমি, ইত্যাদি এগুলো বিভূতি কী ? **উত্তর** — এই বিভূতি অধ্যায়কে যদি কেউ চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা বৈদিক ভাবের সহিত পড়ে তো আমাদের বিচারে এই সন্দেহ হতো না যে, এই বিভূতি সমূহ তুচ্ছ। কেননা মহর্ষিব্যাস এই চরাচর সংসারের চমৎকার বস্তুসমূহকে পরমাত্মার বিভূতিরূপে বর্ণন করেছেন। উক্ত বিভূতি সমূহ দ্বারা বিভূষিত পরমাত্মার এই কার্য জগতকে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এইরূপ দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জন্য কল্যাণের আশা দুরাশা। যাঁর বিচারে কৃষ্ণজীর মতো নীতিনিপুণ পরমাত্মার বিভূতি নয়, যাঁর বিচারে দ্বন্দ্ব পর সমান সমতার ভাব পরমাত্মার বিভূতি নয়, যাঁর বিচারে কপিলাদি মুনিদের মননরূপ সিদ্ধি ঈশ্বরের বিভূতি নয়, তিনি এই অনন্ত বিভূতি সমূহ দ্বারা বিভূষিত সংসারে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই ফল চতুষ্টয়ের সারকে জানতে পারে না। এই বিভূতি অধ্যায়ে ব্যাসজী দিকদর্শন করিয়েছে অর্থাৎ নামমাত্র থেকে পরমাত্মার সামর্থ্যকে বর্ণন করেছে। কিন্তু যিনি বেদ ভগবানের রুদ্রাধ্যায়কে পাঠ করেছে তাদের জ্ঞাত হবে যে, রুদ্ররূপধারী বীরের কিরকম কিরকম বিভূতি পরমাত্মা বর্ণন করেছে। অধিক আর কি, যেই লেকেরা কখনো সন্ধ্যাকে অর্থপূর্ণ ভাবে পঠন করেছে, তিনি এই বিভূতি অধ্যায়ের মর্মকে জানতে পারবে যে, উক্ত বিভূতি সমূহ পরমাত্মার নিরূপণে কতটুকু অলঙ্কারের কাজে দেয়।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ

ওতম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ একাদশোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[বিশ্বরূপদর্শনযোগোঃ]

সঙ্গতি – পূর্বাধ্যায়ে ঈশ্বরের কতিপয় বিভূতি সমূহকে কৃষ্ণজী নিজ যোগ দ্বারা বর্ণন করেছে। এখন এই অধ্যায়ে অর্জুন কৃষ্ণের পরম অনুগ্রহের প্রশংসা করে বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছে প্রকাশ করে। বিশ্বরূপ থেকে এখানে তাৎপর্য এই যে, যেই বিশ্বেরূপে কতিপয় বিভূতি সমূহ কৃষ্ণজী অর্জুনের প্রতি কথন করেছে, সেই বিশ্বরূপের দর্শনকে অর্জুন যোগজ সামর্থ্য দ্বারা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে। এবং সেই যোগজ সামর্থ্য এই যে "**পরিণামত্রয় সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্**" [যোগ দর্শন ৩/১৬] = ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই তিনের যে সংযম, তার থেকে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের জ্ঞান হয়ে যায়। এই যোগজ সামর্থ্য থেকে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য কৃষ্ণজী বলছে —

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ৷
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ৷৷ ১ ৷৷

পদ — মদনুগ্রহায়। পরমং। গুহ্যম্। অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ। ত্বয়া। উক্তং। বচ। তেন। মোহঃ। অয়ং। বিগতঃ। মম।

পদার্থ – (**মদনুগ্রহায়**) আমরা অনুগ্রহের জন্য (**যৎ, বচঃ**) যে বচন (**ত্বয়া**) তুমি (**উক্তম্**) বললে (**তেন**) সেই বচন থেকে (**মোহঃ, অয়ং, বিগতঃ, মম**) আমার মোহ নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছে, আপনার সেই বচন (**গুহ্যম্**) গুপ্ত (**অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্**) ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক (**পরমং**) সর্বোত্তম্।

সরলার্থ – আমরা অনুগ্রহের জন্য যে বচন তুমি বললে সেই বচন থেকে আমার মোহ নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছে। আপনার সেই বচন গুপ্ত, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক সর্বোত্তম্।

ভাষ্য – সেই বচন এইরূপ যে, যিনি "**অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং**" [গীতা ২/১১] থেকে শুরু করে "**নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি**" [গীতা ২/২৩] ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা আত্মার নিত্যতা বর্ণন করে আত্মীয়দের মৃত্যুবিষয়ক অর্জুনের মোহ নিবৃত্ত করে তাঁকে অভয় দিয়েছেন।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ৷

~~~~~~

ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ।। ২ ।।

পদ — ভবাপ্যয়ৌ। হি। ভূতানাং। শ্রুতৌ। বিস্তরশঃ। ময়া।
ত্বত্তঃ। কমলপত্রাক্ষ। মাহাত্ম্যং। অপি। চ। অব্যয়ম্।

পদার্থ – (**কমলপত্রাক্ষ**) হে পদ্মপত্রের সদৃশ নেত্রধারী অর্থাৎ সুবিশাল নেত্রধারী কৃষ্ণ ! (**ত্বত্তঃ**) তোমার থেকে (**ভূতানাং, ভবাপ্যয়ৌ**) প্রাণীদের ভব = উৎপত্তি, অপ্যয় = নাশ এই উভয় (**বিস্তরশঃ**) বিস্তারপূর্বক (**ময়া**) আমি (**শ্রুতৌ**) শুনেছি (**চ**) এবং (**অব্যয়ম্**) বিনাশরহিত (**মাহাত্ম্যং**) পরমাত্মার মহত্ত্ব (**অপি**) ও শুনেছি।

সরলার্থ – হে পদ্মপত্রের সদৃশ নেত্রধারী অর্থাৎ সুবিশাল নেত্রধারী কৃষ্ণ ! তোমার থেকে প্রাণীদের ভব = উৎপত্তি, অপ্যয় = নাশ, এই উভয় বিস্তারপূর্বক আমি শুনেছি এবং বিনাশরহিত পরমাত্মার মহত্ত্বও শুনেছি।

ভাষ্য – সপ্তম অধ্যায়ে ভূতের [প্রাণীদের] উৎপত্তি এবং প্রলয়ের যে কথন করা হয়েছে তা আপনার থেকে শুনেছি, তথা "**যঃ সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি**" [গীতা ৮/২০] ইত্যাদি শ্লোকে অব্যয় পরমাত্মার মহত্ত্বও শুনেছি, এবং "**এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ**" [গীতা ১০/৭] "**অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে**" [গীতা ১০/৮] ইত্যাদি শ্লোকে আপনি যে নিজের বিভূতিযোগ দ্বারা পরমভাব থেকে নিজেই নিজেকে কথন করেছেন, সেই মহত্ত্বও শুনেছি।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ।। ৩ ।।

পদ — এবং। এতৎ। যথা। আত্থ। ত্বং। আত্মানং। পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুম্। ইচ্ছামি। তে। রূপম্। ঐশ্বরম্। পুরুষোত্তম।

পদার্থ – হে পরমেশ্বর ! (**এবং**) উক্ত প্রকার (**যথা**) যেরূপ (**আত্মনং, ত্বং, আত্থ**) তুমি নিজেই নিজেকে কথন করেছো (**ঐশ্বরং**) ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থানকারী (**তে, এতৎ,**
~~~~~~

রূপং) তোমার সেই রূপ, হে পুরুষোত্তম ! (**দ্রষ্টং, ইচ্ছামি**) আমি দেখতে ইচ্ছে প্রকাশ করি।

সরলার্থ – হে পরমেশ্বর ! উক্ত প্রকার, যেরূপ তুমি নিজেই নিজেকে কথন করেছো, ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থানকারী তোমার সেই রূপ, হে পুরুষোত্তম ! আমি দেখতে ইচ্ছে প্রকাশ করি।

ভাষ্য – এই শ্লোকে অর্জুন সেই রূপ দেখার ইচ্ছে প্রকট করেছে, যাকে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আত্মত্বোপাসনার অভিপ্রায় থেকে বিভূতি যোগে কথন করেছেন। কৃষ্ণের সেই রূপ নিজের নয় কিন্তু "**ঐশ্বরং**" এই কথন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সেই রূপ ঈশ্বরে মধ্যে অবস্থানকারী বিশ্বরূপ = বিরাটরূপ। পরমেশ্বর এবং পুরুষোত্তম এই দুটি সম্বোধন এই অভিপ্রায়ে দেওয়া যে, পরমেশ্বর বলার মাধ্যমে কৃষ্ণের পরমাত্মা হওয়ার বিষয়ে অজ্ঞানীদের সন্দেহ উৎপন্ন হতো, এইজন্য পুরুষোত্তম বলা হয়েছে। যিনি সব পুরুষদের মধ্যে উত্তম তাঁকে "পুরুষোত্তম" বলে।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ৷
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ৷৷ ৪ ৷৷

পদ — মন্যসে। যদি। তৎ। শক্যং। ময়া। দ্রষ্টুং। ইতি। প্রভো।
যোগেশ্বরঃ। ততঃ। মে। ত্বং। দর্শয়। আত্মানং। অব্যয়ং।

পদার্থ – (**যোগেশ্বরঃ**) যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী হে কৃষ্ণ ! (**যদি**) যদি (**তৎ, ময়া, দ্রষ্টুং, শক্যং**) সেই রূপ আমার দ্বারা দর্শন করা যেতে পারে (**ইতি, মন্যসে, ততঃ**) এইরূপ মনে করো তো (**প্রভো**) হে স্বামিন্ ! (**মে**) আমাকে (**ত্বং**) তুমি (**অব্যয়ং, আত্মানখ**) সেই অব্যয় আত্মাকে (**দর্শয়**) দর্শন করাও।

সরলার্থ – যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী হে কৃষ্ণ ! যদি সেই রূপ আমার দ্বারা দর্শন করা যেতে পারে, এইরূপ মনে করো তো হে স্বামিন্ ! আমাকে তুমি সেই অব্যয় আত্মাকে দর্শন করাও।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এই যে, যদি আমি সেই রূপকে দেখতে পারি অর্থাৎ দেখার যোগ্য হয়ে থাকি তো হে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ! আমাকেও সেই আত্মা অব্যয়ের সাক্ষাৎকার করাও এবং সেই সাক্ষাৎকার ধারণা, ধ্যান, সমাধির সংযম = যোগজ সামর্থ্য দ্বারা হয়। এইজন্য অর্জুন নিজের মধ্যে সেই সামর্থ্য না পেয়ে ভয়ে ভয়ে সেই রূপ দর্শনের ইচ্ছে করেছে।

সং – এখন কৃষ্ণজী নিজের যোগজ সামর্থ্য দ্বারা দর্শন করা সেই বিশ্বরূপকে অর্জুনের প্রতি দেখাতে দেখাতে বলছে —

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ।। ৫ ।।

পদ — পশ্য । মে । পার্থ । রূপাণি । শতশঃ । অথ । সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি । দিব্যানি । নানাবর্ণ–আকৃতীনি । চ ।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**পশ্য, মে, রূপাণি**) আমার রূপকে দেখ (**শতশঃ**) যা শত শত (**অথ, সহস্রশঃ**) এবং হাজার হাজার (**নানাবিধানি**) যা নানাবিধ (**দিব্যানি**) দিব্য প্রকাশরূপ (**চ**) এবং (**নানাবর্ণ–আকৃতীনি**) যাঁর নানা প্রকারের বর্ণ তথা আকৃতি রয়েছে।

সরলার্থ – হে পার্থ ! আমার রূপকে দেখ যা শত শত এবং হাজার হাজার, যা নানাবিধ দিব্য প্রকাশরূপ এবং যাঁর নানা প্রকারের বর্ণ তথা আকৃতি রয়েছে।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ।। ৬ ।।

পদ — পশ্য । আদিত্যান্ । বসূন্ । রূদ্রান্ । অশ্বিনৌ । মরুতঃ । তথা ।
বহূনি । অদৃষ্টপূর্বাণি । পশ্য । আশ্চর্যাণি । ভারত ।

পদার্থ – হে ভারত ! **(পশ্য, আদিত্যান্)** সূর্যকে দেখ **(বসূন্)** বসুসমূহকে **(রুদ্রান্)** রুদ্রসমূহকে **(অশ্বিনৌ)** নক্ষত্রসমূহকে **(মরুতঃ)** বায়ুসমূহকে তথা **(বহূনি, আশ্চর্যাণি)** অনেক আশ্চর্যসমূহকে **(অদৃষ্টপূর্বাণি)** যা পূর্বে কখনো দেখ নি, সেই সবকে **(পশ্য)** দেখ।

সরলার্থ – হে ভারত ! সূর্যকে দেখ, বসুসমূহকে, রুদ্রসমূহকে, নক্ষত্রসমূহকে, বায়ুসমূহকে তথা অনেক আশ্চর্যসমূহকে যা পূর্বে কখনো দেখ নি, সেই সবকে দেখ।

সং – এখন কৃষ্ণ নিজের পরমাত্মরূপ দেহে এই জগতকে দেখাচ্ছে —

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ।। ৭ ।।

পদ — ইহ। একস্থং জগৎ। কৃৎস্নং। পশ্য। অদ্য। সচরাচরং।
মম। দেহে। গুড়াকেশ যৎ। চ। অন্যৎ। দ্রষ্টুং। ইচ্ছসি।

পদার্থ – **(ইহ)** এই পরমাত্মরূপ **(মম, দেহে)** আমার শরীরের **(একস্থং)** একদেশে স্থিত **(কৃৎস্নং)** সম্পূর্ণ জগতকে **(অদ্য, পশ্য)** আজ দর্শন করো **(গুড়াকেশ)** হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন ! সেই জগৎ কিরকম ? **(সচরাচরং)** সেই জগৎ চর-অচর সহিত। **(যৎ, চ, অন্যৎ, দ্রষ্টুং, ইচ্ছসি)** যা কিছু আজ দেখতে চাও সেই সব দেখে নাও।

সরলার্থ – এই পরমাত্মরূপ আমার শরীরের একদেশে স্থিত সম্পূর্ণ জগতকে আজ দর্শন করো। হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন ! সেই জগৎ কিরকম ? সেই জগৎ চর-অচর সহিত। যা কিছু আজ দেখতে চাও সেই সব দেখে নাও।

ভাষ্য – যা কিছু দেখতে ইচ্ছে হয় সেগুলোও দেখ, এর তাৎপর্য এই যে, যখন তোমার যোগ সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়ে যাবে তখন সেই ধারণা, ধ্যান, সমাধির একত্র সংযম থেকে অতীত এবং অনাগত পদার্থেরও জ্ঞান হবে। তাহলে তুমি কেবল এই বর্তমানের চরাচর জগতকে নয় বরং ভূত, ভবিষ্যৎ জগতকেও আমার মধ্যে দেখবে।

~~~~~~

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ৷
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ৷৷ ৮ ৷৷

পদ — ন। তু। মাং। শক্যসে। দ্রষ্টুং। অনেন। এব। স্বচক্ষুষা।
দিব্যং। দদামি। তে। চক্ষুঃ। পশ্য। মে। যোগং। ঐশ্বরং।

পদার্থ – **(মাং)** আমাকে **(অনেন)** এই **(স্বচক্ষুষা)** নিজের চক্ষু দ্বারা **(এব)** নিশ্চিত রূপে **(ন, দ্রষ্টুং, শক্যসে)** তুমি দেখতে পারবে না **(দিব্যং, দদামি, তে চক্ষুঃ)** আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি, যার সাহায্যে **(মে)** আমার **(ঐশ্বরং, যোগং)** ঈশ্বর বিষয়ক যোগকে **(পশ্য)** দর্শন করো।

সরলার্থ – আমাকে নিজের এই চক্ষু দ্বারা নিশ্চিত রূপে তুমি দেখতে পারবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি, যার সাহায্যে আমার ঈশ্বর বিষয়ক যোগকে দর্শন করো।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এ্ইহা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তোমার প্রাকৃত নেত্র অর্থাৎ চর্মচক্ষু দ্বারা সেই দিব্যরূপকে দেখতে পারবে না, সেই দিব্যরূপকে দিব্যচক্ষুই দর্শন করতে পারে। এর থেকে সিদ্ধ হয় যে, যেই যোগের সামর্থ্য দ্বারা কৃষ্ণজী সেই বিশ্বরূপকে দেখেছিল, সেই যোগের সামর্থ্য থেকে সেই বিশ্বরূপ অর্জুনকে দর্শন করান অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, সমাধির সংযম দ্বারা কৃষ্ণ এই রূপকে দেখেছিল এবং এই সামর্থ্য থেকে অর্জুনকে দর্শন করান। এই ধারণা, ধ্যান, সমাধির একত্র সংযমের নামই হলো দিব্যচক্ষু।

সং – যে রূপ কৃষ্ণ অর্জুনকে দর্শন করান, এখন সঞ্জয় নিম্নলিখিত ছয় শ্লোক দ্বারা সেই রূপকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কথন করছে —

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ৷
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ৷৷ ৯ ৷৷
~~~~~~

~~~~~~

পদ — এবং। উক্ত্বা। ততঃ। রাজন্। মহাযোগেশ্বরঃ। হরিঃ।
দর্শয়ামাস। পার্থায়। পরমং। রূপং। ঐশ্বরং।

পদার্থ – হে রাজন্ ! (**এবং, উক্ত্বা**) এইরূপ বলে (**ততঃ**) এর অনন্তর (**মহাযোগেশ্বরঃ, হরিঃ**) মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ (**পরমং, ঐশ্বরং, রূপং**) পরম ঈশ্বর বিষয়ক রূপ (**পার্থায়**) অর্জুনকে (**দর্শয়ামাস**) দর্শন করালেন।

সরলার্থ – হে রাজন্ ! এইরূপ বলে এর অনন্তর মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর বিষয়ক রূপ অর্জুনকে দর্শন করালেন।

সং – এখন সঞ্জয় সেই রূপের বর্ণনা করছে —

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ৷
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — অনেকবক্ত্রনয়নং। অনেকাদ্ভুতদর্শনং।
অনেকদিব্যাভরণং। দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং।

পদার্থ – (**অনেকবক্ত্রনয়নং**) যাঁর মধ্যে অনেক মুখ তথা নেত্র (**অনেকাদ্ভুতদর্শনং**) অনেক অদ্ভুত দর্শন (**অনেকদিব্যাভরণং**) অনেক সুন্দর আভূষণ, এবং (**দিব্যানে-কোদ্যতায়ুধং**) যাঁর মধ্যে প্রকাশযুক্ত অনেক অস্ত্র রয়েছে, পুনরায় সেই রূপ কিরকম,,,।

সরলার্থ – যাঁর মধ্যে অনেক মুখ তথা নেত্র, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক সুন্দর আভূষণ, এবং যাঁর মধ্যে প্রকাশযুক্ত অনেক অস্ত্র রয়েছে। পুনরায় সেই রূপ কিরকম,,, ।

দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ৷
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ৷৷ ১১ ৷৷

পদ — দিব্যমাল্যাম্বরধরং। দিব্যগন্ধানুলেপনং।
~~~~~~

সর্বাশ্চর্যময়ম্। দেবং। অনন্তং। বিশ্বতোমুখং।

পদার্থ – (**দিব্যমাল্যাম্বরধরং**) যেই রূপে দিব্য মালা, দিব্য বস্ত্রের ধারণ (**দিব্যগন্ধা-নুলেপনং**) দিব্য গন্ধযুক্ত বস্তুসমূহের লেপন (**সর্বাশ্চর্যময়ম্**) যা সর্বপ্রকারে আশ্চর্যময় (**দেবং**) প্রকাশস্বরূপ (**অনন্তং**) অনন্ত এবং (**বিশ্বতোমুখং**) সর্বত্র মুখাদি অবয়বের সামর্থ্য রয়েছে। এইরকম রূপ কৃষ্ণজী অর্জুনকে দর্শন করালেন।

সরলার্থ – যেই রূপে দিব্য মালা, দিব্য বস্ত্রের ধারণ, দিব্য গন্ধযুক্ত বস্তুসমূহের লেপন [আবরণ], যা সর্বপ্রকারে আশ্চর্যময়, প্রকাশস্বরূপ, অনন্ত এবং সর্বত্র মুখাদি অবয়বের সামর্থ্য রয়েছে। এইরকম রূপ কৃষ্ণজী অর্জুনকে দর্শন করালেন।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ।। ১২ ।।

পদ — দিবি। সূর্যসহস্রস্য। ভবেৎ। যুগপৎ। উত্থিতা।
যদি। ভাঃ। সদৃশী। সা। স্যাৎ। ভাসঃ। তস্য। মহাত্মনঃ।

পদার্থ – (**সূর্যসহস্রস্য**) সহস্র সূর্যের (**ভাঃ**) প্রভা (**যদি, যুগপৎ, উত্থিতা, ভবেৎ**) যদি একই সময়ে উদয় হয় তো (**সা**) সেই প্রভা (**তস্য, মহাত্মনঃ, ভাসঃ, সদৃশী**) সেই মহাত্মার প্রকাশের সদৃশ অর্থাৎ বরাবর (**স্যাৎ**) হয়।

সরলার্থ – সহস্র সূর্যের প্রভা যদি একই সময়ে উদয় হয় তো সেই প্রভা, সেই মহাত্মার প্রকাশের সদৃশ অর্থাৎ বরাবর হয়।

ভাষ্য – সঞ্জয় সেই স্বরূপের মহিমা এই প্রকার কথন করেছেন যে, অসংখ্য সূর্যের উদয় হওয়ায় প্রভা যেই প্রকার হয়, এই প্রকার তাঁর প্রভা ছিল। লৌকিক মনুষ্যদেরকে এই ব্রহ্মাণ্ডে একটিই সূর্য দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু যার পরিণাম ত্রয়ের [ধারণা, ধ্যান, সমাধির] সংযম দ্বারা সেই পরমাত্মা সহিত যোগ, তাঁর দৃষ্টিতে সহস্র সূর্যের প্রভা এই বিশ্বরূপ = বিরাটরূপে উদয় হচ্ছে।

সং – অর্জুন যেই প্রকার যেই পরমাত্মার শরীরে এই রূপকে দেখেছে, সেই প্রকার এখন সঞ্জয় করছে —

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ।। ১৩ ।।

পদ — তত্র। একস্থং। জগৎ। কৃৎস্নং। প্রবিভক্তং। অনেকধা।
অপশ্যৎ। দেবদেবস্য। শরীরে। পাণ্ডবঃ। তদা।

পদার্থ – (**তত্র**) সেই পরমাত্মা স্বরূপের (**একস্থং, কৃৎস্নং, জগৎ**) এক দেশে [স্থানে] স্থিত সম্পূর্ণ জগতকে (**অনেকধা, প্রবিভক্তং**) যা বিবিধ প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন, (**পাণ্ডবঃ**) অর্জুন (**তদা**) সেই সময় (**দেবদেবস্য, শরীরে**) দেবের দেব যেই পরমাত্মা তাঁর পৃথিবী আদি শরীরে (**অপশ্যৎ**) দর্শন করলো।

সরলার্থ – সেই পরমাত্মাস্বরূপের এক দেশে [স্থানে] স্থিত সম্পূর্ণ জগতকে যা বিবিধ প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন, অর্জুন সেই সময় দেবের দেব যেই পরমাত্মা তাঁর পৃথিবী আদি শরীরে দর্শন করলো।

ভাষ্য – ননু, সপ্তম শ্লোকে কৃষ্ণের পরমাত্মরূপ দেহে এই বিশ্বরূপের কথন করা হয়েছে এবং এখানে প্রকৃতিরূপ দেহে বিশ্বরূপের কথন করা হয়েছে। এই পরস্পর বিরোধ কেন ?
উত্তর – "মম" শব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মার অভেদোপাসনার অভিপ্রায়ে পরমাত্মা এবং সপ্তম শ্লোকে সর্বব্যাপকতার ভাব দ্বারা সবকিছু আচ্ছাদনকারী হওয়ায় পরমাত্মাকে দেহ কথন করা হয়েছে। এবং এখানে দেবের দেব পরমাত্মাকে কৃষ্ণজী তদ্গুণপ্রাপ্তি দ্বারা আত্মা মান্য করে সেই নিজ আত্মভূত পরমাত্মার প্রকৃতিরূপ শরীরে বিশ্বরূপের কথন করেছে। এইজন্য কোথাও কোথাও অধিকরণের ভাব থেকে পরমাত্মায় এবং কোথাও কোথাও তদাত্মভাব থেকে পরমাত্মার প্রকৃতিরূপ শরীরে বিশ্বরূপ বর্ণন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই রূপ প্রকৃতিরই, অতএব এতে কোনো দোষ নেই।

এটাই সেই বৈদিকরূপ যাকে "**সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ....**" [যজু০ ৩১/১] ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণন করা হয়েছে। এটাই সেই বৈদিকরূপ যাকে "**পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি**

ত্রিপাদস্যাঽমৃতং দিবি" [যজু০ ৩১/৩] মন্ত্রে বর্ণন করা হয়েছে। এটাই সেই বৈদিকরূপ যাকে "**বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখঃ**" [যজু০ ১০/১৯] মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে। এটাই সেই বৈদিকরূপ যাকে "**তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ**" [অথর্ব০ ৭/৩/৬] মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে। যতই বলুন এই রূপকে বেদের অনেক মন্ত্রে বর্ণন করা হয়েছে, তবুও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বানানো লেকেরা উক্ত মন্ত্রার্থকে ভুলিয়ে এই বিশ্বরূপকে কৃষ্ণেরই বিশ্বরূপ বর্ণন করে। যদি এখানে কৃষ্ণের রূপের থেকেই তাৎপর্য হতো তো উক্ত শ্লোকে "**পদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি**" এই বেদ মন্ত্র থেকে এই অর্থ কেন নেওয়া হয় না যে, তাঁর একদেশে এই সম্পূর্ণ জগৎ স্থিত। আর যদি এই শ্লোকে কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে ঈশ্বর মনে করে নিজ রূপ দর্শন করান তো কৃষ্ণকে এই অধ্যায়ে যোগেশ্বর কেন বলা হয়েছে। আমাদের বিচারে এই সেই বিশ্বরূপ = বিরাটরূপ যার বর্ণন যজুর্বেদের ৩১ নং অধ্যায়ে রয়েছে। এটা সেই বিরাটরূপ যার বর্ণন সামবেদের ছন্দার্চিক অধ্যায় ৬ মধ্যে রয়েছে। কৃষ্ণজী নিজ যোগজ সামর্থ্য দ্বারা সেই রূপই অর্জুনকে দেখান এবং অর্জুন সেই রূপকে দেখে অর্থবাদ থেকে যোগেশ্বর কৃষ্ণের স্তুতি করে, যার কারণে লেকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় অথবা এরূপ বলা যায় যে, যোগী কৃষ্ণের অণিমাদি সিদ্ধির মধ্য থেকে মহিমা সিদ্ধিকে ব্যাসজী অর্থবাদের মাধ্যমে বর্ধিত করেছে। এবং এই প্রকার বর্ণন করার এই তাৎপর্যও হতে পারে যে, যোগেশ্বর কৃষ্ণ নিজের যোগজ মহত্ত্বকে দেখিয়ে অর্জুনকে তাঁর অনুযায়ী করেছিলেন। সেই মহত্ত্বকে অর্থবাদের মাধ্যমে বর্ণন করা এখানে এইজন্য পরম প্রয়োজন ছিল যে, এই প্রকার বিশ্বরূপ দ্বারা ঈশ্বরীয় ভাবের বর্ণন অলঙ্কাররূপে অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না, যা দেখে নাস্তিকদের হৃদয়েও অত্যন্ত ভয় উৎপন্ন হয়।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ৷
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ৷৷ ১৪ ৷৷

পদ — ততঃ। সঃ। বিস্ময়াবিষ্টঃ। হৃষ্টরোমা। ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য। শিরসা। দেবম্। কৃতাঞ্জলিঃ। অভাষত।

পদার্থ – **(ততঃ)** বিশ্বরূপকে দেখার অনন্তর **(সঃ, ধনঞ্জয়ঃ)** সেই অর্জুন **(বিস্ময়াবিষ্টঃ)** আশ্চর্যময় হয়ে **(হৃষ্টরোমা)** হর্ষের প্রাপ্তিতে দাড়িয়ে গেল রোম যাঁর, এইরূপ অর্জুন **(শিরসা)** মস্তক দ্বারা **(দেবং)** সেই দেব কৃষ্ণকে **(প্রণম্য)** প্রণাম করে **(কৃতাঞ্জলিঃ)** হাত

~~~~~~

জোর করে **(অভাষত)** বললো যে...।

সরলার্থ – বিশ্বরূপকে দেখার অনন্তর সেই অর্জুন আশ্চর্যময় হয়ে হর্ষের প্রাপ্তিতে দাড়িয়ে গেল রোম যাঁর, এইরূপ অর্জুন মস্তক দ্বারা সেই দেব কৃষ্ণকে প্রণাম করে হাত জোর করে বললো যে...।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ৷
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — **পশ্যামি। দেবান্। তব। দেব। দেহে।**
সর্বান্। তথা। ভূতবিশেষসংঙ্ঘান্। ব্রহ্মাণং। ঈশং।
কমলাসনস্থং। ঋষীন্। চ। সর্বান্। উরগান্। চ। দিব্যান্।

পদার্থ – **(দেব)** হে দিব্যগুণসম্পন্ন ! **(তব, দেহে)** তোমার বিরাটরূপ দেহে **(দেবান্)** সূর্যাদি দেব **(ভূতবিশেষসংঙ্ঘান্)** পৃথিবী আদি ভূতবিশেষের সমুদায় নক্ষত্র **(ঋষীন্)** ঋষি **(তথা)** এবং **(উরগান্, চ, দিব্যান্)** উদরের ভরে গমনকারী সর্প **(সর্বান্)** এই সকলকে এবং **(ব্রহ্মাণং, ঈশং, কমলাসনস্থং, পশ্যামি)** ঈশ্বর = ব্রহ্মাকে কমল নামক প্রকৃতিরূপ আসনের উপর স্থিত দেখছি।

সরলার্থ – হে দিব্যগুণসম্পন্ন ! তোমার বিরাটরূপ দেহে সূর্যাদি দেব, পৃথিবী আদি ভূতবিশেষের সমুদায় নক্ষত্র, ঋষি এবং উদরের ভরে গমনকারী সর্প, এই সকলকে এবং ঈশ্বর = ব্রহ্মকে কমল নামক প্রকৃতিরূপ আসনের উপর স্থিত দেখছি।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপং ৷
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — **অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং। পশ্যামি। ত্বাং। সর্বতঃ। অনন্তরূপং।**
ন। অন্তং। ন। মধ্যং। ন। পুনঃ। তব। আদি। পশ্যামি। বিশ্বেশ্বর। বিশ্বরূপ।
~~~~~~

পদার্থ – হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! (**অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং**) অনেক বাহু, উদর, মুখ তথা নেত্র যাঁর মধ্যে (**পশ্যামি, ত্বাং, সর্বতঃ, অনন্তরূপং**) সব দিক থেকে অনন্তরূপ যে তুমি, তোমাকে আমি দেখছি (**ন, অন্তং, ন, মধ্যং**) না তোমার অন্ত রয়েছে না মধ্য রয়েছে (**ন, পুনঃ, তব, আদি**) এবং না তোমার আদি রয়েছে।

সরলার্থ – হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! অনেক বাহু, উদর, মুখ তথা নেত্র যাঁর মধ্যে। সব দিক থেকে অনন্তরূপ যে তুমি, তোমাকে আমি দেখছি। না তোমার অন্ত রয়েছে না মধ্য রয়েছে এবং না তোমার আদি রয়েছে।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ।। ১৭ ।।

পদ — কিরীটিনং। গদিনং। চক্রিণং। চ। তেজোরাশিং। সর্বতঃ। দীপ্তিমন্তং।
পশ্যামি। ত্বাং। দুর্নিরীক্ষ্যং। সমন্তাৎ। দীপ্তানলার্কদ্যুতিং। অপ্রমেয়ং।

পদার্থ — (**সর্বতঃ, দীপ্তিমন্তং, ত্বাং, পশ্যামি**) সমস্ত দিক থেকে প্রকাশযুক্ত তোমাকে দেখছি। তুমি কিরকম ? যাঁকে তেজের প্রভাবে (**সমন্তাৎ, দুর্নিরীক্ষ্যং**) সমস্ত দিকে দুষ্করভাবে দর্শন করা যেতে পারে। পুনরায় কিরকম (**দীপ্তানলার্কদ্যুতিং**) জলন্ত অগ্নি এবং সূর্যের সমান প্রকাশ যাঁর। পুনরায় কিরকম (**অপ্রমেয়ং**) যোগেশ্বর হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নয় (**তেজোরাশিং**) তেজের রাশি (**চক্রিণং**) চক্রধারী (**গদিনং**) গদাধারী, এবং (**কিরীটিনং**) মুকুটধারী।

সরলার্থ – সমস্ত দিক থেকে প্রকাশযুক্ত তোমাকে দেখছি। তুমি কিরকম ? যাঁকে তেজের প্রভাবে সমস্ত দিকে দুষ্করভাবে দর্শন করা যেতে পারে। পুনরায় কিরকম ? জলন্ত অগ্নি এবং সূর্যের সমান প্রকাশ যাঁর। পুনরায় কিরকম ? যোগেশ্বর হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নয়, তেজের রাশি, চক্রধারী, গদাধারী, এবং মুকুটধারী।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ।। ১৮ ।।

~~~~~~

**পদ — ত্বং। অক্ষরং। পরমং। বেদিতব্যং। ত্বং। অস্য। বিশ্বস্য। পরং। নিধানং।
ত্বং। অব্যয়ঃ। শাশ্বতধর্মগোপ্তা। সনাতনঃ। ত্বং। পুরুষঃ। মতঃ। মে।**

পদার্থ – (**পরমং, বেদিতব্যং, ত্বং, অক্ষরং**) জানার যোগ্য পরম অক্ষর তুমি (**অস্য, বিশ্বস্য**) এই সংসারের (**পরং, নিধানং**) পরম আশ্রয় (**ত্বং**) তুমি (**ত্বং, অব্যয়ঃ**) তুমি অব্যয় (**শাশ্বতধর্মগোপ্তা**) তুমি অনাদিকাল থেকে প্রবৃত্ত ধর্মের গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক (**সনাতনঃ, ত্বং, পুরুষঃ**) তুমি সনাতন পুরুষ (**মে, মতঃ**) এই আমার অভিমত।

সরলার্থ – জানার যোগ্য পরম অক্ষর তুমি, এই সংসারের পরম আশ্রয় তুমি, তুমি অব্যয়, তুমি অনাদিকাল থেকে প্রবৃত্ত ধর্মের গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ এই আমার অভিমত।

**অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ৷৷
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ৷৷ ১৯ ৷৷**

**পদ — অনাদিমধ্যান্তং। অনন্তবীর্যং। অনন্তবাহুং। শশিসূর্যনেত্রং।
পশ্যামি। ত্বাং। দীপ্তহুতাশবক্ত্রং। স্বতেজসা। বিশ্বং। ইদং। তপন্তং।**

পদার্থ – (**অনাদিমধ্যান্তং**) তুমি আদি, মধ্য, অন্ত থেকে রহিত (**অনন্তবীর্যং**) অনন্ত বীর্যশালী [প্রভাবশালী] (**অনন্তবাহুং**) অনন্ত বাহু বিশিষ্ট (**শশিসূর্যনেত্রং**) চন্দ্র এবং সূর্যরূপ নেত্র বিশিষ্ট। পুনরায় তুমি কিরকম (**দীপ্তহুতাশবক্ত্রং**) জলন্ত অগ্নির সমান মুখ বিশিষ্ট, এবং (**স্বতেজসা**) নিজের তেজ দ্বারা (**ইদং, বিশ্বং**) এই বিশ্বকে (**তপন্তং**) সন্তাপনকারী (**ত্বাং**) তোমাকে (**পশ্যামি**) আমি দর্শন করছি।

সরলার্থ – তুমি আদি, মধ্য, অন্ত থেকে রহিত, অনন্ত বীর্যশালী [প্রভাবশালী], অনন্ত বাহু বিশিষ্ট, চন্দ্র এবং সূর্যরূপ নেত্র বিশিষ্ট। পুনরায় তুমি কিরকম ? জলন্ত অগ্নির সমান মুখ বিশিষ্ট, এবং নিজের তেজ দ্বারা এই বিশ্বকে সন্তাপনকারী, আমি তোমাকে দর্শন করছি।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ৷
~~~~~~

~~~~~~

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ।। ২০ ।।

পদ — দ্যাবাপৃথিব্যোঃ। ইদং। অন্তরং। হি। ব্যাপ্তং।
ত্বয়া। একেন। দিশঃ। চ। সর্বাঃ। দৃষ্ট্বা। অদ্ভুতং।
রূপং। উগ্রং। তব। ইদং। লোকত্রয়ং। প্রব্যথিতং। মহাত্মন্।

পদার্থ – হে মহাত্মন্ ! (**দ্যাবাপৃথিব্যোঃ**) দ্যুলোক এবং পৃথিবীর (**ইদং, অন্তরং**) এই যে মধ্য [অন্তরিক্ষ] রয়েছে (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**একেন, ত্বয়া, ব্যাপ্তং**) একমাত্র তুমিই ব্যাপ্ত রয়েছো (**চ**) এবং (**দিশঃ, চ, সর্বাঃ**) পূর্বোত্তরাদি সব দিক তোমার দ্বারা পূর্ণ রয়েছে (**তব, ইদং, অদ্ভুতং, রূপং**) তোমার এই অদ্ভুত এবং উগ্ররূপকে (**দৃষ্ট্বা**) দর্শন করে (**লোকত্রয়ং, প্রব্যথিতং**) তিন লোক ব্যাথিত হচ্ছে।

সরলার্থ – হে মহাত্মন্ ! দ্যুলোক এবং পৃথিবীর এই যে মধ্য [অন্তরিক্ষ] রয়েছে নিশ্চিত রূপে একমাত্র তুমিই ব্যাপ্ত রয়েছো এবং পূর্বোত্তরাদি সব দিক তোমার দ্বারা পূর্ণ রয়েছে। তোমার এই অদ্ভুত এবং উগ্ররূপকে দর্শন করে তিন লোক ব্যাথিত হচ্ছে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে সেই বিশ্বরূপের বর্ণন রয়েছে যাঁর দ্বারা প্রকাশলোক এবং পৃথিবীলোকের মধ্যের ভাগ পূর্ণ হচ্ছে এবং যাঁর দ্বারা পূর্বোত্তরাদি সমস্ত দিক পূর্ণ রয়েছে। অধিক আর কি, সেই তেজস্বীরূপ থেকে তিন লোক ভয়ভীত হচ্ছে। এই রূপ কৃষ্ণের কদাপি হতে পারে না। যদি এই রূপ কৃষ্ণের হতো তো এইরূপ ভয়ানক রূপ দ্বারা যখন তিনলোক ভয়ভীত হতো তো দূর্যোধনাদি ভয় পেয়ে ক্ষমা কেন প্রার্থনা করলো না। যদি এইরকম বলা হয় যে, তিনলোকের ভয় পাওয়া উপাচার থেকে বলা হয়েছে যার মূখ্য তাৎপর্য এই যে, সেই সময় কৃষ্ণের ভয়ানক ছিল যখন "**লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং**" এই উপাচার তো পৃথিবী থেকে শুরু করে প্রকাশলোক পর্যন্ত সব স্থানে কৃষ্ণই ছড়িয়ে ছিল এই উপাচার কেন নয় ? এই প্রকার যখন এই উপাচার অর্থাৎ পরমেশ্বরের ভয়ানক রূপ বর্ণনের জন্য একটি অলঙ্কার, তো তাহলে "**মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি**" [কঠ০ ২/৩/২] = উত্তোলন করা বজ্রের সমান পরমাত্মা ভয়ের কারণ, এই ভয় থেকে অগ্নি তপ্ত হয় এবং সূর্য তপ্ত হয়, ইত্যাদি উপনিষদে বর্ণন করা পরমাত্মারই এই ভয়ানকরূপ কেন গ্রহণ করা যায় না। কেননা গীতা উপনিষদের সার এবং
~~~~~~

অবতারবাদীদের মতেও এই গীতা কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়। তাহলে আমরা জিজ্ঞেসা করছি যে, এই ভয়ানকরূপ গীতার কর্তা কোথা থেকে নিয়েছে। যদি উপনিষদ থেকে নিয়েছে তো পূর্বোক্ত প্রতীকে বর্ণন করা ইহা পরমাত্মার রূপ।

ননু — উপনিষদে এই বিশ্বরূপের বিশেষ বর্ণন নেই, এর বিশেষ বর্ণন শ্রীমদ্ভাগবতে রয়েছে, যেখানে মাটি ভক্ষণের সময় যশোদাকে মুখ দেখিয়ে কৃষ্ণ নিজের মুখেই ত্রিলোক দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাহলে কিভাবে বলা যায় যে, ইহা কৃষ্ণের রূপ নয় ?

উত্তর — মাটি ভক্ষণের সময় ত্রিলোককে মুখের মধ্যে দেখানো কৃষ্ণের সামর্থ্যে কতদূর পর্যন্ত সম্ভব ছিল এর বিবরণ তো আমরা পরে করবো। এখন এই কথনের বিবচন করছি যে, ভাগবতের বর্ণন করা বিশ্বরূপ উল্টে কিভাবে গীতায় চলে গেল ? এবং ইহা স্পষ্ট যে, গীতা ভাগবতের পূর্বে এসেছে, যেই সময় গীতার নির্মাণ হয়েছে সেই সময় ভাগবত পুরাণের জন্মই ছিল না, যদি হতো তো যেইপ্রকার "**ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ**" [গীতা ১৩/৪] মধ্যে ব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্রের নাম রয়েছে, এইপ্রকার ব্যাস রচিত ভাগবতের নাম কেন লিখলো না ? এই কথা তো সর্বসম্মত যে, ভাগবত ব্যাসূত্র থেকে পরে তৈরি হয়েছে এবং ব্যাস সূত্রের ভাষ্যে স্বামী শঙ্করাচার্য এবং রামানুজ আদি আচার্য গীতার বিষয়বাক্য রেখেছেন। এই রীতিতে তাঁদের মন্তব্যানুকুল গীতা ব্যাস সূত্রেরও প্রথমে পাওয়া যায়, তাহলে এই আধুনিক পুরাণের বিশ্বরূপের কথা গীতায় কিভাবে ? এটা সেই পরমাত্মার বিশ্বরূপ যাঁর ভয় থেকে সূর্য চন্দ্রমাদির তপ্ত কথন করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদী এই রূপ থেকে এইরূপ লাভ উঠায় যে, যখন সূর্য চন্দ্রমাদি নেত্রধারী সব পরমাত্মারই বর্ণন করা হয়েছে তো "**ব্রহ্মৈবেদং**" [মুণ্ডক০ ২/২/১১] "**আত্মৈবেদং সর্বং**" [ছান্দোগ্য০ ৭/২৬/২] "**ইদং সর্বং যদয়মাত্মা**" [বৃহদা০ ২/৪/৬] "**নান্যতোস্তি দ্রষ্টাঃ**" [বৃহদা০ ৩/৭/২৩] "**নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ**" [বৃহদা০ ৩/৮/১১] "**সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্**" [ছান্দোগ্য০ ৬/২/১] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যে বর্ণিত সব জড় চেতন বস্তুজাত ব্রহ্ম কেন নয় ? এই সবকিছুর উত্তর আমরা "**বেদান্তার্য্যভাষ্য**" [ব্র০ সূ০ ১/৪/২২] মধ্যে করে এসেছি, যিনি দেখতে আগ্রহী সেখানে দেখে নিবেন। উক্ত উপনিষদ বাক্যের মিথ্যার্থ থেকে মায়াবাদীদের মনোরথ এখানে কদাপি সিদ্ধ হতে পারে না, কেননা এই রূপ কৃষ্ণ যুদ্ধের নিশ্চিত পরিণাম দেখানোর জন্য দর্শন করিয়েছেন, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যতার জন্য নয়।

~~~~~~

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘাঃ বিশন্তি কোচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ৷
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ৷৷ ২১ ৷৷

পদ — অমী। হি। ত্বাং। সুরসঙ্ঘাঃ। বিশন্তি। কেচিৎ।
ভীতাঃ। প্রাঞ্জলয়ঃ। গৃণন্তি। স্বস্তি। ইতি। উক্ত্বা।
মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ। স্তুবন্তি। ত্বাং। স্তুতিভিঃ। পুষ্কলাভিঃ।

পদার্থ – **(হি)** নিশ্চিত রূপে **(অমী)** এই **(সুরসঙ্ঘাঃ)** দেবতাগণের সমুদায় **(ত্বাং, বিশন্তি)** তোমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং **(কেচিৎ)** বহু **(ভীতাঃ)** ভয়ভীত ব্যক্তি **(প্রাঞ্জলয়ঃ)** হাত জোড় করে **(গৃণন্তি)** স্তুতি করে। **(মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ)** মহর্ষি সিদ্ধগণের সমুদায় **(স্বস্তি, ইতি, উক্ত্বা)** এই সংসারের কল্যাণ হোক এইরূপ বলে **(পুষ্কলাভিঃ, স্তুতিভিঃ)** বিবিধ স্তুতি দ্বারা **(ত্বাং, স্তুবন্তি)** তোমার স্তুতি করে।

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে এই দেবতাগণের সমুদায় তোমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং বহু ভয়ভীত ব্যক্তি হাত জোড় করে স্তুতি করে। মহর্ষি সিদ্ধগণের সমুদায় এই সংসারের কল্যাণ হোক এইরূপ বলে বিবিধ স্তুতি দ্বারা তোমার স্তুতি করে।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ৷
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — রুদ্রাদিত্যাঃ। বসবঃ। যে। চ। সাধ্যাঃ। বিশ্বে। অশ্বিনৌ।
মরুতঃ। চ। ঊষ্মপাঃ। চ। গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ।
বীক্ষন্তে। ত্বাং। বিস্মিতাঃ। চ। এব। সর্বে।

পদার্থ – রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনী, মরুত এবং ঊষ্মপা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন উক্ত নামধারী মনুষ্য **(চ)** এবং **(গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ)** গন্ধর্ব অর্থাৎ গায়ক, যক্ষ অর্থাৎ অদ্ভুত সামর্থ্যে পূজ্য, অসুর অর্থাৎ অসংস্কারী, সিদ্ধসঙ্ঘাঃ অর্থাৎ সিদ্ধির সমূহ **(সর্বে, এব)** এই সব **(বিস্মিতাঃ)** আশ্চর্য হয়ে **(ত্বাং, বীক্ষন্তে)** তোমাকে দর্শন করে।
~~~~~~

সরলার্থ – রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনী, মরুত এবং ঊষ্মপা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন উক্ত নামধারী মনুষ্য এবং গন্ধর্ব অর্থাৎ গায়ক, যক্ষ অর্থাৎ অদ্ভুত সামর্থ্যে পূজ্য, অসুর অর্থাৎ অসংস্কারী, সিদ্ধসঙ্ঘাঃ অর্থাৎ সিদ্ধির সমূহ, এই সব আশ্চর্য হয়ে তোমাকে দর্শন করে।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ।। ২৩ ।।

পদ — রূপং। মহৎ। তে। বহুবক্ত্রনেত্রং। মহাবাহো। বহুবাহূরুপাদং।
বহূদরং। বহুদংষ্ট্রাকরালং। দৃষ্ট্বা। লোকাঃ। প্রব্যধিতাঃ। তথা। অহং।

পদার্থ – হে মহাবাহো ! (**তে, মহৎ, রূপং**) তোমার যে বিশাল রূপ (**বহুবক্ত্রনেত্রং**) যেখানে বহুমুখ, নেত্র (**বহুবাহূরুপাদং**) বহু বাহু, উরু ও চরণ রয়েছে (**বহূদরং**) বহু বড় উদরবিশিষ্ট রূপকে (**বহুদংষ্ট্রাকরালং**) যিনি বহু দাত দ্বারা ক্রুর [ভয়ানক] (**লোকাঃ, দৃষ্ট্বা, প্রব্যধিতাঃ**) এই রূপ দেখে লোক ব্যাথিত হচ্ছে (**তথা, অহং**) এবং আমিও।

সরলার্থ – হে মহাবাহো ! তোমার যে বিশাল রূপ, যেখানে বহুমুখ, নেত্র, বহু বাহু, উরু ও চরণ রয়েছে, বহু বড় উদরবিশিষ্ট রূপকে যিনি বহু দাত দ্বারা ক্রুর [ভয়ানক], এই রূপ দেখে লোক ব্যাথিত হচ্ছে এবং আমিও।

ভাষ্য – এই ক্রুর [ভয়ানক] রূপের কথন করার ভূমিকা গ্রন্থকর্তা এইজন্য বর্ণন করেছে যে, পরবর্তীতে গিয়ে এই রূপকে কালরূপ অর্থাৎ সকলের ভক্ষণকর্তা রূপে বর্ণন করেছে।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ।। ২৪ ।।

পদ — নভঃ। স্পৃশং। দীপ্তং। অনেকবর্ণং। ব্যাত্তাননং। দীপ্তবিশালনেত্রং।
দৃষ্ট্বা। হি। ত্বাং। প্রব্যথিতান্তরাত্মা। ধৃতিং। ন। বিন্দামি। শমং। চ। বিষ্ণো।

পদার্থ – পুনরায় তোমার সেই রূপ কিরকম (**নভঃ, স্পৃশং**) যা আকাশকে স্পর্শিত অর্থাৎ দ্যুলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে (**দীপ্তং**) প্রকাশমান (**অনেকবর্ণং**) অনেক বর্ণযুক্ত (**ব্যাত্তাননং**) বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট এবং (**দীপ্তবিশালনেত্রং**) প্রদীপ্ত বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট (**হি**) নিশ্চিতরূপে (**ত্বাং, দৃষ্ট্বা**) তোমাকে দেখে (**প্রব্যথিতান্তরাত্মা**) ভয়ভীত মনযুক্ত আমি হে বিষ্ণো ! (**ধৃতিং**) ধৈর্য্যকে (**ন, বিন্দামি**) লাভ করছি না (**চ**) এবং (**ন**) না (**শমং**) শান্তিকে।

সরলার্থ – পুনরায় তোমার সেই রূপ কিরকম ? যা আকাশকে স্পর্শিত অর্থাৎ দ্যুলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, প্রকাশমান, অনেক বর্ণযুক্ত, বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট এবং প্রদীপ্ত বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট। নিশ্চিতরূপে তোমাকে দেখে ভয়ভীত মনযুক্ত আমি হে বিষ্ণো ! ধৈর্য্যকে এবং শান্তিকে লাভ করছি না।

ভাষ্য – এখানে ব্যাপক অর্থের বাচক "**বিষ্ণু**" শব্দ পরমাত্মযোগের কারণে কৃষ্ণকে বলা হয়েছে ।

দ্রংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ৷
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগান্নিবাস ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — দ্রংষ্ট্রাকরালানি। চ। তে। মুখানি। দৃষ্ট্বা। এব। কালানলসন্নিভানি।
দিশঃ। ন। জানে। ন। লভে। চ। শর্ম। প্রসীদ। দেবেশ। জগন্নিবাস।

পদার্থ – হে কৃষ্ণ ! (**কালানলসন্নিভানি**) কালাগ্নির সমান (**চ**) এবং (**দ্রংষ্ট্রাকরালানি**) বড় দাঁতের ভীষণদর্শন (**তে, সুখানি, দৃষ্ট্বা, এব**) তোমার মুখসমূহকে দর্শন করেই (**দিশঃ, ন, জানে**) আমি পূর্বোত্তরাদি দিকসমূহও জানি না অর্থাৎ ভয়ভীত হয়ে ভুলে গিয়েছি (**চ**) এবং (**ন, লভে, শর্ম**) না আমার শান্তি রয়েছে, এইজন্য (**প্রসীদ**) তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও। তুমি কিরকম (**দেবেশ**) ঈশ্বর এবং (**জগান্নিবাস**) সংসারের নিবাস স্থান।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! কালাগ্নির সমান এবং বড় দাঁতের ভীষণদর্শন তোমার মুখসমূহকে

দর্শন করেই আমি পূর্বোত্তরাদি দিকসমূহও জানি না অর্থাৎ ভয়ভীত হয়ে ভুলে গিয়েছি এবং না আমার শান্তি রয়েছে, এইজন্য তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও। তুমি কিরকম ? ঈশ্বর এবং সংসারের নিবাস স্থান।

সং – এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুনকে এই বলেছিল যে, তুমি যা দেখতে চাও সেগুলোও আমি দর্শন করাবো। সেই দ্রষ্টব্য অর্জুনের প্রতি এই অভীষ্ট ছিল যে, যুদ্ধেকে জয়ী হবে, তা যোগসামর্থ্য দ্বারা কৃষ্ণজী অর্জুনকে দর্শন করিয়েছেন। যা অর্জুন নিম্নপর পাঁচটি শ্লোক দ্বারা কথন করেছে —

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ৷
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — অমী। চ। ত্বাং। ধৃতরাষ্ট্রস্য। পুত্রাঃ। সর্বে।
এব। অবনিপালসঙ্ঘৈঃ। ভীষ্মঃ। দ্রোণঃ। সূতপুত্রঃ।
তথা। অসৌ। সহ। অস্যদীয়ৈঃ। অপি। যোধমুখ্যৈঃ।

পদার্থ – (**ধৃতরাষ্ট্রস্য**) ধৃতরাষ্ট্রের (**অমী, সর্বে, পুত্রাঃ**) দুর্যোধনাদি সব পুত্র (**অবনিপালসঙ্ঘৈঃ**) রাজাদের সমুদায়ের (**সহ, এব**) সাথে ভীষ্ম, দ্রোণ তথা (**অসৌ, সূতপুত্রঃ**) তেমনি এই কর্ণ (**অস্যদীয়ৈঃ**) আমাদের (**যোধমুখ্যৈঃ**) মুখ্য যোদ্ধাদের (**সহ, অপি**) সাথেই...।

সরলার্থ – ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি সব পুত্র, রাজাদের সমুদায়ের সাথে ভীষ্ম, দ্রোণ তথা তেমনি এই কর্ণ, আমাদের মুখ্য যোদ্ধাদের সাথেই...।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ৷
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ৷৷ ২৭ ৷৷

পদ — বক্ত্রাণি। তে। ত্বরমাণাঃ। বিশন্তি। দংষ্ট্রাকরালানি। ভয়ানকানি।
কেচিৎ। বিলগ্না। দশনান্তরেষু। সংদৃশ্যন্তে। চূর্ণিতৈঃ। উত্তমাঙ্গৈঃ।

পদার্থ – **(তে, বক্ত্রাণি)** তোমার মুখসমূহে **(ত্বরমাণাঃ)** শীঘ্রতার সহিত **(বিশন্তি)** প্রবেশ করছে। তোমার সেই মুখ কিরকম **(দংষ্ট্রাকরালানি)** যা দাঁতবিশিষ্ট বড় ভয়ংকর এবং **(ভয়ানকানি)** ভয়ানক। তোমার এইরকম ভয়ানক মুখ সমূহে **(কেচিৎ)** অনেক যোদ্ধা **(দশনান্তরেষু)** দাঁতের অভ্যন্তর **(চূর্ণিতৈঃ, উত্তমাঙ্গৈঃ)** চূর্ণিত মস্তকের সহিত **(বিলগ্না, সংদৃশ্যন্তে)** সংযুক্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে।

সরলার্থ – তোমার মুখসমূহে শীঘ্রতার সহিত প্রবেশ করছে। তোমার সেই মুখ কিরকম ? যা দাঁতবিশিষ্ট বড় ভয়ংকর এবং ভয়ানক। তোমার এইরকম ভয়ানক মুখ সমূহে অনেক যোদ্ধা দাঁতের অভ্যন্তর চূর্ণিত মস্তকের সহিত সংযুক্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে।

সং – এখন অর্জুন বলছে যে, এই সব যোদ্ধাগণ জেনে-বুঝে এউ বিশ্বরূপের মূখে প্রবেশ করছে না কিন্তু নিজের কর্মরূপ তরলতার দ্বারা নদীর সমান সাগররূপ মুখের দিকে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে —

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ৷
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — **যথা। নদীনাং। বহবঃ। অম্বুবেগাঃ। সমুদ্রং। এব। অভিমুখাঃ। দ্রবন্তি।**
তথা। তব। অমী। নরলোকবীরাঃ। বিশন্তি। বক্ত্রাণি। অভিতঃ। জ্বলন্তি।

পদার্থ – **(যথা, নদীনাং, বহবঃ, অম্বুবেগাঃ)** যেরূপ নদীসমূহের বহু জলের প্রবাহ **(সমুদ্রং, অভিমুখাঃ, এব)** সমুদ্রের সম্মুখেই **(দ্রবন্তি)** প্রবাহিত হতে থাকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে প্রবেশ করে **(তথা)** এই প্রকার **(অমী)** এই **(নরলোকবীরাঃ)** মনুষ্যলোকের বীরগণ **(জ্বলন্তি, তব, বক্ত্রাণি)** প্রকাশযুক্ত তোমার মুখে **(অভিতঃ, বিশন্তি)** সব দিক থেকে প্রবেশ করছে।

সরলার্থ – যেরূপ নদীসমূহের বহু জলের প্রবাহ সমুদ্রের সম্মুখেই প্রবাহিত হতে থাকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে প্রবেশ করে, এই প্রকার এই মনুষ্যলোকের বীরগণ প্রকাশযুক্ত তোমার মুখে সব দিক থেকে প্রবেশ করছে।

সং – এখন এই ভাবকে অন্য দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট করছে —

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ৷
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ৷৷ ২৯ ৷৷

পদ — **যথা। প্রদীপ্তং। জ্বলনং। পতঙ্গাঃ। বিশন্তি। নাশায়। সমৃদ্ধবেগাঃ।**
তথা। এব। নাশায়। বিশন্তি। লোকাঃ। তব। অপি। বক্ত্রাণি। সমৃদ্ধবেগাঃ।

পদার্থ – (**যথা**) যেই প্রকার (**প্রদীপ্তং, জ্বলনং**) প্রজ্বলিত অগ্নিতে (**পতঙ্গাঃ, বিশন্তি**) পতঙ্গ প্রবেশ করে, তা কিরকম পতঙ্গ (**নাশায়, সমৃদ্ধবেগাঃ**) নিজের নাশের জন্য অতি বেগযুক্ত যার (**তথা, এব**) তেমনিই (**নাশায়**) নাশের জন্য (**সমৃদ্ধবেগাঃ, লোকাঃ**) অতি বেগযুক্তগণ অর্থাৎ দুর্যোধনাদিগণ (**অপি**) ও (**তব, বক্ত্রাণি, বিশন্তি**) তোমার মুখে প্রবেশ করছে।

সরলার্থ – যেই প্রকার প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতঙ্গ প্রবেশ করে। তা কিরকম পতঙ্গ ? নিজের নাশের জন্য অতি বেগযুক্ত যার। তেমনিই নাশের জন্য অতি বেগযুক্তগণ অর্থাৎ দুর্যোধনাদিগণও তোমার মুখে প্রবেশ করছে।

সং – ননু, তোমার বিশ্বরূপ এখানে কী করে ? উত্তর —

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ ৷
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ৷৷ ৩০ ৷৷

পদ — **লেলিহ্যসে। গ্রসমানঃ। সমন্তাৎ। লোকান্।**
সমগ্রান্। বদনৈঃ। জ্বলদ্ভিঃ। তেজোভিঃ। আপূর্য।
জগৎ। সমগ্রং। ভাসঃ। তব। উগ্রাঃ। প্রতপন্তি। বিষ্ণো।

পদার্থ – হে বিষ্ণো ! তুমি (**জ্বলদ্ভিঃ, বদনৈঃ**) নিজের প্রজ্বলিত মুখ দ্বারা (**সমন্তাৎ**) সব দিক থেকে (**সমগ্রান্, লোকান্**) সব লোককে (**গ্রসমানঃ**) গ্রাস করে (**লেলিহ্যসে**)

~~~~~~

আস্বাদন করছো অর্থাৎ পুনঃপুন ভক্ষণ করছো, এবং পুনরায় তুমি কিরকম (**সমগ্রং, জগৎ**) এই সম্পূর্ণ জগতকে (**তেজোভিঃ, আপূর্য**) নিজের প্রকাশ দ্বারা পূর্ণ করে (**তব, উগ্রাঃ, ভাসঃ**) তোমার উগ্র দীপ্তিসমূহ (**প্রতপন্তি**) উত্তপ্ত করছে।

সরলার্থ – হে বিষ্ণো ! তুমি নিজের প্রজ্বলিত মুখ দ্বারা সব দিক থেকে সব লোককে গ্রাস করে আস্বাদন করছো অর্থাৎ পুনঃপুন ভক্ষণ করছো, এবং পুনরায় তুমি কিরকম ? এই সম্পূর্ণ জগতকে নিজের প্রকাশ দ্বারা পূর্ণ করে তোমার উগ্র দীপ্তিসমূহ উত্তপ্ত করছে।

ভাষ্য – এই পূর্বোক্ত শ্লোকে এই যে কথন করা হয়েছে যে, সেই বিশ্বরূপের দাঁতের নিচে এসে দুর্যোধনাদির যোদ্ধাদের মস্তক ভেঙে যাচ্ছিল। নদী সমূহের প্রবাহের সমান সব যোদ্ধা তাঁর সাগররূপী মুখে প্রবেশ করছিল। জলন্ত প্রদীপে পতঙ্গের মতো তাঁর মুখ প্রদীপে সব যোদ্ধা দগ্ধ হচ্ছিল এবং সেই বিশ্বরূপ তাঁদের সকলকে নিজের অনন্ত মুখ দ্বারা ভক্ষণ করছিল। এর মূখ্য তাৎপর্য ইহা নয়, কেননা "**অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ**" [ব্র০ সূ০ ১/২/৯] এই সূত্রের বিষয় বাক্য থেকে আমরা এটা সিদ্ধ করে এসেছি যে, পরমাত্মা কোনো পদার্থের ভক্ষণকর্তা নয় কিন্তু উপাচার থেকে তাঁর ভক্ষণ করা কথন করা হয়েছে। এই প্রকার এখানেও কৃষ্ণজী কালকে বিশ্বরূপ দ্বারা ভক্ষণ করেছেন। এইজন্য সেই কাল ভগবানের মুখে সব যোদ্ধাদের মস্তক চূর্ণ হচ্ছে, এটাই তাৎপর্য।

সং – এখন অর্জুন নিম্নলিখিত শ্লোকে এই প্রশ্ন করেছেন যে আপনি কে ?

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ।। ৩১ ।।

পদ — আখ্যাহি। মে। কঃ। ভবান্। উগ্ররূপঃ।
নমঃ। অস্তু। তে। দেববর। প্রসীদ। বিজ্ঞাতুং।
ইচ্ছামি। ভবন্তং। আদ্যং। ন। হি। প্রজানামি। তব। প্রবৃত্তিম্।

পদার্থ – (**মে**) আমাকে (**আখ্যাহি**) বলো যে, (**উগ্ররূপঃ, ভবান্, কঃ**) উগ্ররূপী কে তুমি (**তে**) তোমাকে (**নমঃ, অস্তু**) নমস্কার (**দেববর**) হে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ! তুমি
~~~~~~

(প্রসীদ) প্রসন্ন হও **(ভবন্তু, আদ্যং)** তোমার আদিকে **(বিজ্ঞাতুং, ইচ্ছামি)** আমি জানার ইচ্ছে প্রকাশ করছি **(হি)** নিশ্চিত রূপে **(তব, প্রবৃত্তিম্, ন, প্রজানামি)** তোমার প্রবৃত্তিকে আমি জানি না।

সরলার্থ – আমাকে বলো যে, উগ্ররূপী কে তুমি, তোমাকে নমস্কার। হে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ! তুমি প্রসন্ন হও। তোমার আদিকে আমি জানার ইচ্ছে প্রকাশ করছি, নিশ্চিত রূপে তোমার প্রবৃত্তিকে আমি জানি না।

ভাষ্য – এই শ্লোকে অর্জুন এই জিজ্ঞেসা করলো যে, তোমার যে ক্রূররূপ রয়েছে, এর প্রয়োজন কী যা আমি জানি না, এর উত্তর কৃষ্ণজী দিচ্ছে —

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ।। ৩২ ।।

পদ — কালঃ। অস্মি। লোকক্ষয়কৃৎ। প্রবৃদ্ধঃ। লোকান্।
সমাহর্তুং। ইহ। প্রবৃত্তঃ। ঋতে। অপি। ত্বাং। ন।
ভবিষ্যন্তি। সর্বে। যে। অবস্থিতাঃ। প্রত্যনীকেষু। যোধাঃ।

পদার্থ – **(কালঃ, অস্মি)** আমি কাল **(লোকক্ষয়কৃৎ)** লোকেদের নাশ করার জন্য **(প্রবৃদ্ধঃ)** বিস্তৃত হচ্ছি **(লোকান্, সমাহর্তুং, ইহ, প্রবৃত্তঃ)** দুর্যোধনাদি লোকেদের নাশ করার জন্য এখানে প্রবৃত্ত হয়েছি **(যে)** যে **(যোধাঃ)** যোদ্ধাগণ **(প্রত্যনীকেষু)** প্রতিপক্ষের সেনায় **(অবস্থিতাঃ)** স্থিত রয়েছে **(ঋতে, অপি, ত্বং, ন, ভবিষ্যন্তি, সর্বে)** তোমার যুদ্ধরূপী ব্যাপার ব্যাতীতও এই সব যোদ্ধা থাকবে না।

সরলার্থ – আমি কাল, লোকেদের নাশ করার জন্য বিস্তৃত হচ্ছি, দুর্যোধনাদি লোকেদের নাশ করার জন্য এখানে প্রবৃত্ত হয়েছি। যে যোদ্ধাগণ প্রতিপক্ষের সেনায় স্থিত রয়েছে, তোমার যুদ্ধরূপী ব্যাপার ব্যাতীতও এই সব যোদ্ধা থাকবে না।

ভাষ্য – এই শ্লোকে "**কালোঽস্মি**" এই কথন থেকে কৃষ্ণজী এই বিশ্বরূপের সম্পূর্ণ বিবরণ করে দিয়েছে যে, এই বিশ্বরূপ উপন্যাস কালের মহিমা দেখানোর জন্য করা হয়েছিল। এবং "**ঋতেঽপি ত্বং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে**" এই কথন থেকে এই বচনকেও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, অর্জুন এবং কৃষ্ণ এই যুদ্ধকে যদি না করতো তবুও কালের মহত্ত্ব এইরূপ ছিল যে, এই দুর্যোধনাদি কদাপি বাঁচতে পারতো না। কেননা তাঁদের দুরাচার তাঁদের হত্যার জন্য স্বয়ং কাল ভগবানের রূপ ধারণ করেছিল। এই ভাবকে কৃষ্ণজী কালের অলঙ্কার থেকে বর্ণন করে অর্জুনকে সেই সময়ের আততায়ী কুলঘাতকদের মারার জন্য উদ্যত করেছে।

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ।। ৩৩ ।।

পদ — তস্মাৎ। ত্বং। উত্তিষ্ঠ। যশঃ। লভস্ব। জিত্বা।
শত্রূন্। ভূঙক্ষ। রাজ্যম্। সমৃদ্ধং। ময়া। এব। এতে।
নিহতাঃ। পূর্বম্। এব। নিমিত্তমাত্রং। ভব। সব্যসাচিন্।

পদার্থ – (**তস্মাৎ**) এইজন্য "যখন তাঁরা সময়ের প্রভাবেই ধর্ম এবং দেশের দ্বেষী হওয়ার কারণে স্বয়ং মারা গিয়েছে" (**ত্বং**) তুমি (**উত্তিষ্ঠ**) উঠে দাঁড়াও এবং (**শত্রূন্, জিত্বা**) শত্রুদেরকে জয় করে (**যশঃ, লভস্ব**) যশ লাভ করো (**সমৃদ্ধং, রাজ্যং**) এই বিশাল রাজ্যকে (**ভুঙক্ষ**) ভোগ করো। (**পূর্বং, এব**) পূর্বেই (**ময়া, এব**) আমিই (**এতে**) এঁদের (**নিহতাঃ**) নিহত করেছি, এইজন্য (**সব্যসাচিন্**) হে বামহস্ত দ্বারাও শস্ত্র চালনাকারী ! তুমি (**নিমিত্তমাত্রং, ভব**) এদের হত্যায় নামমাত্র হও।

সরলার্থ – এইজন্য "যখন তাঁরা সময়ের প্রভাবেই ধর্ম এবং দেশের দ্বেষী হওয়ার কারণে স্বয়ং মারা গিয়েছে", তুমি উঠে দাঁড়াও এবং শত্রুদেরকে জয় করে যশ লাভ করো, এই বিশাল রাজ্যকে ভোগ করো। আমিই পূর্বেই এঁদের নিহত করেছি, এইজন্য হে বামহস্ত দ্বারাও শস্ত্র চালনাকারী ! তুমি এদের হত্যায় নামমাত্র হও।

ভাষ্য – অর্জুনকে তাঁদের মারায় নিমিত্তমাত্র এইজন্য বলা হয়েছে যে, সেই সময়ের ঘটনা

~~~~~~

এই কথাকে সিদ্ধ করতো যে, দুর্যোধনের দল জীবিত থাকবে না। কেননা দুর্যোধন নিজের দুষ্ট কর্মের কারণে দেশ এবং ধর্মের বিরোধী ছিল। এইজন্য কাল ভগবান চান নি যে, সে জীবিত থাকে। সত্য যে, দূরদর্শীগণ কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে মিথ্যা দোষ আরোপ করে যে, এঁরাই কুলের নাশ করেছে আর বাস্তবে কুলের নাশ সেই সময়ের দুষ্টকর্মীগণ করেছিল। যাদবদের নাশ কি কৃষ্ণ এবং অর্জুন মিলে করেছে ? যাঁর বিচারে ৫৬ কোটি যাদব নিজেদের দুষ্ট কর্মের কারণে নাশ হয়ে গিয়েছে তো দুর্যোধনাদি কি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নাশ হওয়া অসম্ভব ছিল। এই শ্লোক কালের অলঙ্কারকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কালের দ্বারা নিহত দুর্যোধনাদিকে অর্জুন নিমিত্তমাত্র থেকে মেরেছে।

সং – যদিও কালরূপ তুমি এই দুর্যোধনাদিকে নিহত করেছেন তথাপি দ্রোণাদি, মহাবলিষ্ঠ যোদ্ধাদের কিভাবে নিহত করবো ? উত্তর —

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ৷
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ৷৷ ৩৪ ৷৷

পদ — দ্রোণং। চ। ভীষ্মং। চ। জয়দ্রথং। চ। কর্ণং।
তথা। অন্যান্। অপি। যোধবীরান্। ময়া। হতান্। ত্বং।
জহি। মা। ব্যথিষ্ঠা। যুধ্যস্ব। জেতাসি। রণে। সপত্নান্।

পদার্থ – দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ এবং কর্ণ (**তথা**) এই প্রকার (**অন্যান্, অপি, যোধবীরান্**) আরও যে বীর যোদ্ধাগণ রয়েছে (**ময়া, হতান্**) আমার দ্বারা নিহতদেরকেই (**ত্বং**) তুমি (**জহি**) মারো (**মা, ব্যথিষ্ঠা**) ভয় পেয়ো না (**যুধ্যস্ব**) যুদ্ধ করো (**রণে**) এই রণে (**সপত্নান্**) প্রতিপক্ষীদেরকে (**জেতাসি**) অবশ্যই জয় করবে। এই বৃত্তান্ত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন।

সরলার্থ – দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ এবং কর্ণ এই প্রকার আরও যে বীর যোদ্ধাগণ রয়েছে, সেই আমার দ্বারা নিহতদেরকেই তুমি মারো। ভয় পেয়ো না, যুদ্ধ করো। এই রণে প্রতিপক্ষীদেরকে অবশ্যই জয় করবে। এই বৃত্তান্ত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন।
~~~~~~

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ৷
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ৷৷ ৩৫ ৷৷

পদ — এতৎ। শ্রুত্বা। বচনং। কেশবস্য। কৃতাঞ্জলিঃ। বেপমানঃ। কিরীটী।
নমস্কৃত্বা। ভূয়। এব। আহ। কৃষ্ণং। সগদ্গদং। ভীতভীতঃ। প্রণম্য।

পদার্থ – (**কেশবস্য**) কৃষ্ণের (**এতৎ, বচনং**) এই বচন (**শ্রুত্বা**) শুনে (**কৃতাঞ্জলিঃ**) দুই হাত জোড় করে (**বেপমানঃ**) কম্পায়মান হয়ে (**কিরীটী**) মুকুটধারী অর্জুন (**নমস্কৃত্বা**) নমস্কার করে (**ভূয়ঃ, এব**) পুনরায় (**ভীতভীতঃ, প্রণম্য**) ভয়ে ভয়ে প্রাণাম করে অর্থাৎ প্রথমে নমস্কার করে পুনরায় ভয়ে ভয়ে প্রণাম করার মাধ্যমে অতিনম্রতার বোধন করেছে, এইরূপ নম্রতা পূর্বক (**সগদ্গদং**) হর্ষের সহিত নিরুদ্ধ কণ্ঠযুক্ত হয়ে (**কৃষ্ণং, আহ**) কৃষ্ণকে বললো যে...।

সরলার্থ – কৃষ্ণের এই বচন শুনে দুই হাত জোড় করে, কম্পায়মান হয়ে, মুকুটধারী অর্জুন নমস্কার করে পুনরায় ভয়ে ভয়ে প্রাণাম করে অর্থাৎ প্রথমে নমস্কার করে পুনরায় ভয়ে ভয়ে প্রণাম করার মাধ্যমে অতিনম্রতার বোধন করেছে, এইরূপ নম্রতা পূর্বক। হর্ষের সহিত নিরুদ্ধ কণ্ঠযুক্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললো যে...।

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ৷
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ৷৷ ৩৬ ৷৷

পদ — স্থানে। হৃষীকেশ। তব। প্রকীর্ত্যা জগৎ। প্রহৃষ্যতি। অনুরজ্যতে। চ।
রক্ষাংসি। ভীতানি। দিশঃ। দ্রবন্তি। সর্বে। নমস্যন্তি। চ। সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।

পদার্থ – (**হৃষীকেশ**) হে বশীকৃতেন্দ্রিয় কৃষ্ণ ! (**তব, প্রকীর্ত্যা**) তোমার যশ দ্বারা এই জগৎ (**প্রহৃষ্যতি**) প্রসন্ন হয় (**অনুরজ্যতে**) এবং প্রেমকে প্রাপ্ত হয় (**ভীতানি, রক্ষাংসি**)

তোমার থেকে ভয়ভীত রাক্ষসগণ (**দিশঃ, দ্রবন্তি**) সকল দিকে পলায়ন করছে (**চ**) এবং (**সর্বে, সিদ্ধসঙ্ঘাঃ**) সব সিদ্ধের সমুদায় (**স্থানে**) যুক্তিযুক্ত যে (**নমস্যন্তি**) তোমাকে নমস্কার করছে।

সরলার্থ – হে বশীকৃতেন্দ্রিয় কৃষ্ণ ! তোমার যশ দ্বারা এই জগৎ প্রসন্ন হয় এবং প্রেমকে প্রাপ্ত হয়। তোমার থেকে ভয়ভীত রাক্ষসগণ সকল দিকে পলায়ন করছে এবং সব সিদ্ধের সমুদায় যুক্তিযুক্ত যে, তোমাকে নমস্কার করছে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে অর্জুন সেই কালরূপ কৃষ্ণের স্তুতি করেছে, যেই যোগেশ্বর নিজ যোগজ সামর্থ্য দ্বারা যুদ্ধের অগ্রীম পরিণাম অর্জুনকে বলেছে। এবং সেই বৈদিক বিশ্বরূপের বর্ণন দ্বারা সেই পরমাত্মার অদ্ভুত বর্ণন করে কালরূপ ভগবানের দাঁতে চূর্ণিত দুর্যোধনাদিকে দেখিয়েছেন। এই প্রকারে যোগেশ্বর কৃষ্ণের স্তুতিতে এই অগ্রিম শ্লোক —

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরমং যৎ ।। ৩৭ ।।

পদ — কস্মাৎ। চ। তে। ন। নমেরন্। মহাত্মন্। গরীয়সে।
ব্রহ্মণঃ। অপি। আদিকর্ত্রে। অনন্ত। দেবেশ। জগন্নিবাস।
ত্বং। অক্ষরং। সৎ। অসৎ। তৎপরং। যৎ।

পদার্থ – হে মহাত্মন্ ! (**কস্মাৎ, চ**) এবং কিজন্য (**তে**) তাঁরা (**ন, নমেরন্**) তোমাকে নমস্কার করবে না অর্থাৎ অবশ্যই করবে (**গরীয়সে, ব্রহ্মণঃ, অপি, আদিকর্ত্রে**) তুমি বড় এবং ব্রহ্মারও আদিকর্তা (**অনন্ত**) হে অনন্ত ! (**দেবেশ**) হে দেবের ঈশ্বরের ! (**জগন্নিবাস**) হে জগতের নিবাস স্থান ! (**ত্বং, অক্ষরং**) তুমি অক্ষর (**সৎ**) প্রকৃতিরূপ এবং (**অসৎ**) কার্যরূপ (**তৎপরং**) সেই কার্য কারণের উপরে (**যৎ**) যে পরমাত্মা তা তুমিই।

সরলার্থ – হে মহাত্মন্ ! এবং কিজন্য তাঁরা তোমাকে নমস্কার করবে না অর্থাৎ অবশ্যই করবে। তুমি বড় এবং ব্রহ্মারও আদিকর্তা, হে অনন্ত ! হে দেবের ঈশ্বরের ! হে জগতের

নিবাস স্থান ! তুমি অক্ষর, প্রকৃতিরূপ এবং কার্যরূপ। সেই কার্য কারণের উপরে যে পরমাত্মা তা তুমিই।

ভাষ্য – এই শ্লোক কৃষ্ণের স্তুতি বিধায়ক, যদি এই স্তুতিমূলক না হতো তো অর্জুনের এই সন্দেহ কেন হতো যে, তোমাকে সকলে নমস্কার কেন করবে না। এর থেকে বোঝা যায় যে, যেই মহত্ত্ব কৃষ্ণের যোগজ সামর্থ্যকে অর্জুনের হৃদয়ে ছিল সেই মহত্ত্ব সেই সময়ে অন্য লোকেদের হৃদয়ে ছিল না।

ননু – যদি কৃষ্ণ বাস্তবে ঈশ্বর ছিল না, ইহা কেবল তাঁর স্তুতিমাত্র করা হয়েছে তো তাহলে এই শ্লোকে ব্রহ্মারও আদিকর্তা কৃষ্ণকে কেন বলা হয়েছে ? এবং অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস ইত্যাদি পদ দ্বারা তাঁকে সম্পূর্ণ সৃষ্টির নিবাস স্থান কেন মানা হয়েছে ? **উত্তর** – যদি এই শ্লোকের পদ থেকেই কৃষ্ণকে ঈশ্বর সিদ্ধ করেন এবং পদের তাৎপর্য না দেখেন তো এই শ্লোকের পদে তো কৃষ্ণকে সৎ এবং অসৎও বলা হয়েছে, তাহলে কৃষ্ণ মিথ্যাও? ভালো, মায়াবাদীগণ তো যেমন তেমন প্রকারে রজ্জু সর্পের সমান এই সব (সৎ এবং অসৎ) অনির্বচনীয় জগৎ রূপী বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান মান্য করে এই দোষ থেকে দুর হয়ে যাবে, কিন্তু বিচারে অবতারবাদীদের কি গতি ? আমাদের বিচারে তো এই পদসমূহের তাৎপর্য এই যে, অর্জুনের যখন সব মনোরথ সেই যোগেশ্বর কৃষ্ণ দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় তো তাকে (সৎ) প্রকৃতিরূপ (অসৎ) কার্যরূপ (তৎপরং) ব্রহ্মরূপ, ইত্যাদি সব গুণ দ্বারা কথন করেছে। যেরূপ একজন অর্থী সমস্ত অর্থ পূর্ণকারীকে রাজা, মহারাজা, রাজেশ্বর আদি শব্দ থেকে কথন করে। এরকমই এখানে অর্জুন করেছেন, এর নাম শাস্ত্রে অর্থবাদ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ৷
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ৷৷ ৩৮ ৷৷

পদ — **ত্বং। আদিদেবঃ। পুরুষঃ। পুরাণঃ। ত্বং। অস্য।**
বিশ্বস্য। পরমং। নিধানম্। বেত্তা। অসি। বেদ্যং। চ।
পরং। চ। ধাম। ত্বয়া। ততং। বিশ্বং। অনন্তরূপ।

পদার্থ – হে কৃষ্ণ ! **(ত্বং, আদিদেবঃ)** তুমি আদিদেব **(পুরুষঃ)** পুরুষ **(পুরাণঃ)** সব

থেকে প্রাচীন (**ত্বং, অস্য, বিশ্বস্য, পরং, নিধানং**) তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান অর্থাৎ ধারণকারী (**বেত্তা, অসি**) তুমি সকলের জ্ঞাতা (**বেদ্যং, চ**) এবং জানার যোগ্য (**চ**) আর (**পরং, ধাম**) পরম ধাম। হে অনন্তরূপ ! (**ত্বাং, ততং, বিশ্বং**) তুমি এই বিশ্বের রচনা করেছ।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! তুমি আদিদেব, পুরুষ, সব থেকে প্রাচীন, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান অর্থাৎ ধারণকারী, তুমি সকলের জ্ঞাতা এবং জানার যোগ্য আর পরম ধাম। হে অনন্তরূপ ! তুমি এই বিশ্বের রচনা করেছ।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ।। ৩৯ ।।

পদ — বায়ুঃ । যমঃ । অগ্নিঃ । বরুণঃ । শশাঙ্কঃ ।
প্রজাপতিঃ । ত্বং । প্রপিতামহঃ । চ । নমঃ । নমঃ । তে ।
অস্তু । সহস্রকৃত্বঃ । পুনঃ । চ । ভূয়ঃ । অপি । নমঃ । নমঃ । তে ।

পদার্থ – হে কৃষ্ণ ! তুমি (**বায়ুঃ**) বায়ু (**যমঃ**) সকলকে নিয়মে আবদ্ধকারী (**বরুণঃ**) জল (**শশাঙ্কঃ**) চন্দ্রমা (**প্রজাপতিঃ**) সূর্য (**প্রপিতামহঃ**) কারণরূপ প্রকৃতি যা সব কার্যসমূহের পিতা, তারও পিতা নামক পালক হওয়ায় তুমি প্রপিতামহ। (**নমঃ, নমঃ, তে, অস্তু**) তোমাকে বারংবার নমস্কার (**পুনঃ, সহস্রকৃত্বঃ**) পুনরায় হাজারবার নমস্কার (**চ**) এবং (**ভূয়ঃ, অপি**) পুনরায় (**তে**) তোমার জন্য (**নমঃ, নমঃ**) বারংবার নমস্কার।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! তুমি বায়ু, সকলকে নিয়মে আবদ্ধকারী, জল, চন্দ্রমা, সূর্য, কারণরূপ প্রকৃতি যা সব কার্যসমূহের পিতা, তারও পিতা নামক পালক হওয়ায় তুমি প্রপিতামহ। তোমাকে বারংবার নমস্কার, পুনরায় হাজারবার নমস্কার এবং পুনরায় তোমার জন্য বারংবার নমস্কার।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব ।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ।। ৪০ ।।

**পদ — নমঃ। পুরস্তাৎ। অথ। পৃষ্ঠতঃ। তে। নমঃ। অস্তু।
তে। সর্বতঃ। এব। সর্ব। অনন্তবীর্য-অমিতবিক্রমঃ। ত্বং।
সর্বং। সমাপ্নোষি। ততঃ। অসি। সর্বঃ।**

পদার্থ – (**নমঃ, পুরস্তাৎ**) তোমাকে সামনে থেকে নমস্কার (**অথ**) এবং (**পৃষ্ঠতঃ, তে**) পেছন থেকে নমস্কার। হে সর্ব ! তুমি (**অনন্তবীর্য-অমিতবিক্রমঃ**) অনন্ত বীর্য এবং অনন্ত বিক্রমশালী (**ত্বং, সর্বং, সমাপ্নোষি**) তুমি সকলকে ব্যাপ্ত করছো (**ততঃ**) অতএব (**সর্বঃ, অসি**) তুমি সবকিছু (**নমঃ, অস্তু, তে, সর্বতঃ, এব**) এইজন্য তোমাকে সব দিক থেকে নমস্কার।

সরলার্থ – তোমাকে সামনে থেকে নমস্কার এবং পেছন থেকে নমস্কার। হে সর্ব ! তুমি অনন্ত বীর্য এবং অনন্ত বিক্রমশালী। তুমি সকলকে ব্যাপ্ত করছো অতএব তুমি সবকিছু এইজন্য তোমাকে সব দিক থেকে নমস্কার।

ভাষ্য – এই শ্লোকে যে কৃষ্ণকে সব কিছু বলা হয়েছে তা অর্থবাদ। স্বামী রামানুজ এর এইরূপ ব্যবস্থা করে যে "**অতঃ সর্বস্য চিদচিদ্বস্তুজাতস্য ত্বচ্ছরীরতয়া ত্বৎপ্রকারত্বাৎ সর্বপ্রকারস্ত্বমেব সর্বশব্দবাচ্যোসীত্যর্থঃ**" = এই সব জড় চেতন পদার্থ সমূহ পরমাত্মা শরীর। এই প্রকার শরীর-শরীরীভাব থেকে সব জড় চেতন বস্তু পরমাত্মার রূপ, এইজন্য বলা হয়েছে যে, তুমি সব। এইরকম সর্বাত্মকবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈত বলে এবং বৈদিক মতানুকূলে তো যোগেশ্বর কৃষ্ণকে সর্বান্তরাত্মা পরমাত্মার সহিত যোগ হওয়ার কারণে "সর্ব" বলা হয়েছে, এইজন্য কোনো দোষ নেই।

সং – এখন এই ভাবকে অর্জুন পরবর্তীতে বর্ণনা করছে যে —

**সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ৷
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ৷৷ ৪১ ৷৷**

**পদ — সখা। ইতি। মত্বা। প্রসভং। যৎ। উক্তং।
হে কৃষ্ণ। হে যাদব। হে সখে। ইতি। অজানতা।**

~~~~~~

মহিমানং। তব। ইদং। ময়া। প্রমাদাৎ। প্রণয়েন। বা। অপি।

পদার্থ – (**সখা, ইতি, মত্বা**) মিত্র মনে করে (**প্রসভং**) অবজ্ঞাকারী বচন, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! (**ইতি, যৎ, উক্ত**) যা আমি বলেছি তা (**তব, মহিমানং, অজানতা**) তোমার মহত্ত্বকে না জেনে (**প্রমাদাৎ**) প্রমাদে (**বা**) অথবা (**প্রণয়েন**) প্রণয়বশত [প্রেমবশত] ভাবে (**উদং, উক্ত**) এইরূপ বলেছি।

সরলার্থ – মিত্র মনে করে অবজ্ঞাকারী বচন, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! যা আমি বলেছি তা তোমার মহত্ত্বকে না জেনে প্রমাদে অথবা প্রণয়বশত [প্রেমবশত] ভাবে এইরূপ বলেছি।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ।। ৪২ ।।

পদ — যৎ। চ। অবহাসার্থং। অসৎকৃতঃ। অসি।
বিহারশয্যাসনভোজনেষু। একঃ। অথবা। অপি। অচ্যুত।
তৎসমক্ষং। তৎ। ক্ষাময়ে। ত্বাং। অহং। অপ্রমেয়ং।

পদার্থ – (**যৎ, চ**) আর যে তোমাকে (**অবহাসার্থং**) পরিহাসের দ্বারা (**অসৎকৃতঃ, অসি**) অনাদর করা হয়েছে (**বিহারশয্যাসনভোজনেষু**) নিজের কার্যে, শয়নে, উপবেশনে, ভোজনের সময়ে (**একঃ**) নির্জনে অনাদর করা হয়েছে, অথবা হে অচ্যুত ! (**তৎসমক্ষং**) নিজের মিত্রের সম্মুখে নিরাদর করা হয়েছে (**তৎ, ত্বাং, অহং, ক্ষাময়ে**) সেগুলোর জন্য তোমার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তুমি কিরকম (**অপ্রমেয়ং**) অপরিমিত উদারতাযুক্ত।

সরলার্থ – আর যে তোমাকে পরিহাসের দ্বারা অনাদর করা হয়েছে নিজের কার্যে, শয়নে, উপবেশনে, ভোজনের সময়ে, নির্জনে অনাদর করা হয়েছে, অথবা হে অচ্যুত ! নিজের মিত্রের সম্মুখে নিরাদর করা হয়েছে, সেগুলোর জন্য তোমার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তুমি কিরকম ? অপরিমিত উদারতাযুক্ত।
~~~~~~

~~~~~~

ভাষ্য – এই কথন থেকে অর্জুন এই সূচিত করেছে যে, তোমার যোগেশ্বর হওয়ার প্রভাব আমি জানতাম না, এইজন্য আমার দ্বারা আপনার যে অবজ্ঞা হয়েছে তা তুমি ক্ষমা করে দাও।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ৷
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ৷৷ ৪৩ ৷৷

পদ — পিতা। অসি। লোকস্য। চরাচরস্য। ত্বং। অস্য।
পূজ্যঃ। চ। গুরুঃ। গরীয়ান্। ন। ত্বৎসমঃ। অস্তি।
অভ্যধিকঃ। কুতঃ। অন্যঃ। লোকত্রয়ে। অপি। অপ্রতিমপ্রভাব।

পদার্থ – (**অপ্রতিমপ্রভাব**) হে অনুপম প্রভাবযুক্ত ! (**চরাচরস্য, লোকস্য, পিতা, অসি**) তুমি চরাচর বিশ্বের পিতা অর্থাৎ পালক (**ত্বং, অস্য**) তুমি এই বিশ্বের (**পূজ্যঃ**) পূজ্য (**চ**) এবং (**গুরুঃ, গরীয়ান্**) বড় গুরু (**লোকত্রয়ে, অপি**) তিন লোকের মধ্যেও (**ন, ত্বৎসমঃ, অন্যঃ, অস্তি**) তোমার সমান অন্য কেউ নেই (**অভ্যধিকঃ, কুতঃ**) অধিক আর কিভাবে হবে।

সরলার্থ – হে অনুপম প্রভাবযুক্ত ! তুমি চরাচর বিশ্বের পিতা অর্থাৎ পালক, তুমি এই বিশ্বের পূজ্য এবং বড় গুরু। তিন লোকের মধ্যেও তোমার সমান অন্য কেউ নেই, অধিক আর কিভাবে হবে।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ৷
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ৷৷ ৪৪ ৷৷

পদ — তস্মাৎ। প্রণম্য। প্রণিধায়। কায়ং। প্রসাদয়ে।
ত্বাং। অহং। ঈশং। ঈড্যং। পিতা। ইব। পুত্রস্য।
সখা। ইব। সখ্যুঃ। প্রিয়ঃ। প্রিয়ায়াঃ। অর্হসি। দেব। সোঢুং।

পদার্থ – (**তস্মাৎ, প্রণম্য**) এইজন্য প্রণাম করে (**প্রণিধায়, কায়ং**) পৃথিবীতে মাথা
~~~~~~

~~~~~~

লাগিয়ে [দণ্ডবৎ প্রণাম করে] (**অহং, ত্বাং, প্রসাদয়ে**) আমি তোমাকে প্রসন্ন করতে চাই, তুমি কিরকম (**ঈশং**) ঈশ্বর (**ঈড্যং**) পূজ্য (**পুত্রস্য, পিতা, ইব**) পুত্রের অপরাধকে পিতার মতো (**সখ্যুঃ, সখা, ইব**) মিত্রের অপরাধকে মিত্রের মতো (**প্রিয়ায়াঃ, প্রিয়ঃ**) স্ত্রীর অপরাধকে পতির মতো, হে দেব (**ত্বং, সোঢুং, অর্হসি**) তুমি সহ্য করার যোগ্য হও অর্থাৎ পিতাদির মতো তুমি আমার অপরাধসমূহকে ক্ষমা করো।

সরলার্থ – এইজন্য প্রণাম করে পৃথিবীতে মাথা লাগিয়ে [দণ্ডবৎ প্রণাম করে] আমি তোমাকে প্রসন্ন করতে চাই। তুমি কিরকম ? ঈশ্বর, পূজ্য। পুত্রের অপরাধকে পিতার মতো, মিত্রের অপরাধকে মিত্রের মতো, স্ত্রীর অপরাধকে পতির মতো, হে দেব তুমি সহ্য করার যোগ্য হও অর্থাৎ পিতাদির মতো তুমি আমার অপরাধসমূহকে ক্ষমা করো।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।। ৪৫ ।।

পদ — অদৃষ্টপূর্বং। হৃষিতঃ। অস্মি। দৃষ্ট্বা। ভয়েন। চ। প্রব্যথিতং। মনঃ। মে।
তৎ। এব। মে। দর্শয়। দেবরূপং। প্রসীদ। দেবেশ। জগন্নিবাস।

পদার্থ – (**অদৃষ্টপূর্বং**) যা পূর্বে কখনো দর্শন হয়নি (**দৃষ্ট্বা**) এইরকম রূপকে দেখে (**হৃষিতঃ, অস্মি**) আমি প্রসন্ন হচ্ছি (**চ**) এবং (**ভয়েন**) ভয় থেকে (**মে, মনঃ**) আমার মন (**প্রব্যথিতং**) ব্যাথ্যাকে প্রাপ্ত হচ্ছে (**মে**) আমাকে (**তৎ, এব**) সেই (**দেবরূপং**) বিশ্বরূপ (**দর্শয়**) দেখাও (**দেবেশ**) হে দেবের দেব (**জগন্নিবাস**) জগতের নিবাস স্থান ! (**প্রসীদ**) তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও।

সরলার্থ – যা পূর্বে কখনো দর্শন হয়নি এইরকম রূপকে দেখে আমি প্রসন্ন হচ্ছি এবং ভয় থেকে আমার মন ব্যাথ্যাকে [ব্যাকুলতাকে] প্রাপ্ত হচ্ছে। আমাকে সেই বিশ্বরূপ দেখাও, হে দেবের দেব ! জগতের নিবাস স্থান ! তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও।

ভাষ্য – এই শ্লোকে অর্জুন অর্জুন পূর্ব বিশ্বরূপ দেখার জিজ্ঞাসা প্রকট করেছে অর্থাৎ সেই দিব্যদৃষ্টিরূপ দীর্ঘনিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে এই সংসারে আসার ইচ্ছে করেন, এইজন্য বলা
~~~~~~

হয়েছে যে, আমাকে পূর্ব দর্শন করাও। একে অবতারবাদীগণ অত্যন্ত জোরপূর্বক অবতারবাদে যুক্ত করে এবং বলে যে, প্রথম রূপে সূর্যলোক পর্যন্ত বিস্তৃত কৃষ্ণ ছিল, তার থেকে ভীত হয়ে অর্জুন পূর্বরূপ দর্শনের ইচ্ছে প্রকট করলো। তাঁদের এই কথন এইজন্য সঙ্গত নয় যে, এর পরে শ্লোকে "**রূপং পরং দর্শিতমাত্তযোগাৎ**" [গীতা ১১/৪৭] এই বাক্য রয়েছে, যার অর্থ এই যে, আমি "**আত্মযোগাৎ**" = নিজের যোগ প্রভাব থেকে দেখিয়ে এসেছি। যেরূপ আমরা যোগের প্রভাব ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই তিনটির সংযম থেকে দেখিয়ে এসেছি। সেই যোগ এখানে আত্মযোগ দ্বারা অভিপ্রেত। এই যোগের স্বামী রামানুজ এই ব্যাখ্যা করেছেন যে "**আত্মনঃ সত্যসংকল্পত্বযোগযুক্তত্বান্**" = আত্মার যে সত্যসংকল্প ধর্মযুক্ত ঈশ্বরের সহিত যোগ রয়েছে, তাঁর সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে কৃষ্ণ এইরূপ দেখিয়েছেন। এই কথা সর্বসম্মত যে, সত্যসংকল্পাদি ধর্ম পরমাত্মার কিন্তু এখানে জীবের ধারণ করার থেকে উক্ত ধর্মের কথন করা হয়েছে। যেরূপ "**এষঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকা বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যকংকল্প ইতি**" [ছান্দোগ্য০ ৮/১/৫] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যে বর্ণন করা হয়েছে। এর থেকে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ নিজের যোগজ সামর্থ্য দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের প্রভাব এবং বিশ্বরূপ অর্জুনকে দর্শন করান। অতএব কৃষ্ণের ঈশ্বর হওয়া কোনো প্রকারেও পাওয়া যায় না।

ননু — ** **কিরীটনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।**
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।। **

[গীতা ১১/৪৬]

পদ — কিরীটীনং। গদিনং। চক্রহস্তং। ইচ্ছামি। ত্বাং। দ্রষ্টুং। অহং। তথা। এব। তেন। এব। রূপেণ। চতুর্ভুজেন। সহস্রবাহো। ভব। বিশ্বমূর্তে।

পদার্থ – (**কিরীটীনং**) মুকুটধারী (**গদিনং**) গদাধারী (**চক্রহস্তং**) হাতে চক্রধারী (**ত্বাং**) তোমাকে (**অহং, তথা, এব, দ্রষ্টুং, ইচ্ছামি**) আমি তেমনি দেখতে চাই, এইজন্য হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে ! (**তেন, এব, চতুর্ভুজেন, রূপেণ, ভব**) সেই চারবাহু যুক্ত রূপ ধারণ করো।

সরলার্থ – মুকুটধারী, গদাধারী, হাতে চক্রধারী তোমাকে আমি তেমনি দেখতে চাই, এইজন্য হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে ! সেই চারবাহু যুক্ত রূপ ধারণ করো।

~~~~~~

এই শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, আমাকে সেই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাও। তাহলে কিভাবে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অবতার ছিল না এবং তিনি সূর্যলোক পর্যন্ত লম্বা একটা সম্পূর্ণ বিশ্বে ব্যাপ্ত বিশ্বরূপ ধারণ করেন নি ?

উত্তর — এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, এর প্রমাণ এই যে, এই শ্লোকে চতুর্ভুজরূপ লেখা রয়েছে। এই রূপের বর্ণন আর্ষ গ্রন্থে কোথাও নেই। মহাভারতে যে মূলত ২৪ হাজার শ্লোক রয়েছে সেখানেও চতুর্ভুজ রূপের কোনো বর্ণন নেই। প্রায়ঃ আধুনিক পুরাণে এর বর্ণন রয়েছে, যেরূপ [দেবী ভাগবত ১/৭/৫] মধ্যে "**চতুর্ভূজমহাবীর্যম্**" ইত্যাদি লেখা রয়েছে এবং আরও [দেবী ভাগবত ২২/৬/৪৭] মধ্যে দেবীকে "**চতুর্ভুজা**" লেখা হয়েছে। চতুর্ভুজ এর অর্থ এই যে, যাঁর চার ভূজা [বাহু বা হাত] রয়েছে এবং চতুর্ভুজ রূপ হওয়া সংসার থেকে বিরুদ্ধও অর্থাৎ প্রকৃতিতে চার বাহুযুক্ত মনুষ্যাকৃতি হতে পারে না।

ননু – যখন সহস্রবাহু এবং বিশ্বরূপ সেই কৃষ্ণকে বলা হয়েছে তো চতুর্ভুজ হওয়ায় কি সমস্যা ? **উত্তর** – " **সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ**" এবং "**বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখ**" ইত্যাদি মন্ত্রে বিরাটরূপযুক্ত পরমাত্মার সহস্রবাহু এবং বিশ্বমূর্তি বর্ণন করা হয়েছে। সেই পরমাত্মার সহিত যোগ হওয়ার কারণে কৃষ্ণকেও সহস্রবাহু এবং বিশ্বমূর্তি বলা হয়েছে, বাস্তবে সহস্র বাহুযুক্ত ব্যক্তি আজ পর্যন্ত কেউই হয়নি।

বিশেষ বিবেচন [অনুবাদক] – উপরোক্ত শ্লোক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর্যমুনি প্রক্ষিপ্ত মান্য করেছেন। কিন্তু তিনি ব্যাতিত সকল আর্য বিদ্বানগণ এই শ্লোকের ভাষ্য বেদানুকূল ভাবে করেছেন। তাই এই স্থলে আমরা অন্য ভাষ্যকারদের কৃত ভাষ্যকেই মান্যতা দিব। কেননা আর্য সমাজের দশ নিয়মের মধ্যে চতুর্থ নিয়ম হচ্ছে – ❝ সত্য গ্রহণে এবং অসত্য পরিত্যাগে সর্বদা উদ্যত থাকা উচিত ❞। তাই আমরা এখানে অন্য ভাষ্যকে মান্যতা দিচ্ছি। চলুন এই শ্লোকের সমাধান আমরা স্বামী সমর্পণানন্দ সরস্বতীর গীতা ভাষ্য [সমর্পণ ভাষ্য] থেকে বিশ্লেষণ করছি —

এখন চতুর্ভুজ রূপ কেনটি, এটা স্পষ্ট করছে। বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপ পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণজীকেও বিষ্ণুর অবতার মনে করা হয় এবং অনেকে তো তাঁকে পূর্ণকলাবতার বলে থাকেন। তাই বিষ্ণুর চার বাহুর বোধ হওয়ার মাধ্যমে কৃষ্ণজীরও চতুর্ভুজ রূপ সঠিক রূপে বোঝা যাবে। কিন্তু একে বোঝার পূর্বে বিষ্ণু শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। শতপথ ব্রাহ্মণে লেখা রয়েছে – "**যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ**" [শত০ ১/৫/১/
~~~~~~

৩] অর্থাৎ বিষ্ণু নাম সংগঠনের।

প্রত্যেক সংগঠনের চার ভুজা [বাহু] হয়ে থাকে —

- **শঙ্খধারিণী** অর্থাৎ কোনো মহান উদ্দেশ্যের জন্য সকলকে একত্রিত করার নিমিত্তে সেই মহান উদ্দেশ্যের ঘোষণাকারী।
- **চক্রধারিণী** অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্যকে সকলের কাছে পৌঁছানোর জন্য তথা যাঁদের পর্যন্ত ঘোষণা পৌঁছিয়েছে এবং যাঁরা তা স্বীকার করেছে, তাঁদের তীব্রগতিতে একত্রিত করার জন্য উত্তম চক্র অর্থাৎ তীব্র যাত্রার সাধন সংগ্রহকারী।
- **গদাধারিণী** অর্থাৎ যে মন্দ অথবা বিপত্তির সহিত লড়াইয়ের জন্য সকলে একত্রিত হয়েছে, তাঁদের লড়াইয়ের জন্য উপযোগী শস্ত্রাস্ত্র একত্রিতকারী।
- **পদ্মধারিণী** অর্থাৎ এই সব সামগ্রীর সংগ্রহার্থ লক্ষ্মী [সম্পদ] একত্রিতকারী অর্থাৎ কোষ-সঞ্চয়কারী।

সংসারের ছোট থেকে ছোট বিষ্ণু অর্থাৎ সংগঠন থেকে শুরু করে মহাবিষ্ণু অর্থাৎ বৃহৎ থেকে বৃহৎ সংগঠনের জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অর্থাৎ ঘোষণা, যান, শস্ত্র তথা ধন এই চারটি বস্তুর আবশ্যকতা রয়েছে। কৃষ্ণজী কেবল নিজ যুগের নয় বরং মহাভারতের অর্থাৎ সমগ্র মানব রাষ্ট্রের নেতা ছিলেন। তিনি ধরিত্রীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তথা ইতরদের মোট পাঁচগণকে নিয়ে মহাভারত নামক সংগঠনে একত্রিত করতে চাইতেন। এইজন্য তাঁর **শঙ্খের** নাম পাঞ্চজন্য ছিল। তীব্র থেকে তীব্র যান প্রস্তুত করার জন্য তিনি স্বয়ং সারথি-কর্ম শিখেছেন তথা অর্জুনের সারথি হয়েছেন, এটাই তাঁর **চক্র** ছিল। জরাসন্ধ, কংসাদির নাশের জন্য রোগ-নিবারিণী, রোগের জন্যও রোগ-রূপ শস্ত্রশক্তি সর্বদা প্রস্তুত রাখতো, এটাই তাঁর **গদা** ছিল। তথা সম্পূর্ণ কৃষ্ণ-ভক্ত রাষ্ট্রের কোষ যা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে একত্রিত হয়েছিল, তা তাঁর **পদ্ম** ছিল। এই হলো কৃষ্ণজীর চতুর্ভুজ রূপ এবং এই রূপ ধারণের লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রজাকে বৈদিক ধর্মের পালনার্থে সংগঠিত করা, তাই তাঁকে বিষ্ণু বলা হয়েছে।

✪ আমরা আশাবাদী যে, পাঠকগণ এখন বুঝতে পেরেছেন চতুর্ভুজ বাহুর প্রকৃত রহস্য। যদি এতেও কারোর বুঝতে অসুবিধা হয় তো অনুরোধ করবো স্বামী রামস্বরূপজীর "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (একটি বৈদিক রহস্য)" নামক গীতা ভাষ্যের অধ্যয়নের জন্য, তাহলে গীতা নিয়ে বিশেষ করে উক্ত শ্লোকের সকল সংশয় দূরীভূত হবে।

সং – এখন সেই যোগেশ্বর কৃষ্ণের যোগকে এই অগ্রিম শ্লোকে বিধান করেছে —

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ৷
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ৷৷ ৪৬ ৷৷

পদ — ময়া। প্রসন্নেন। তব। অর্জুন। ইদং। রূপং। পরং। দর্শিতং। আত্মযোগাৎ। তেজোময়ং। বিশ্বং। অনন্তং। আদ্যং। যৎ। মে। তৎ-অনেন। ন। দৃষ্টপূর্বম্।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**ময়া, প্রসন্নেন**) আমি প্রসন্ন হয়ে (**আত্মযোগাৎ**) নিজের যোগরূপ সামর্থ্য থেকে (**ইদং, পরং, দর্শিতং, তব**) এই পরমরূপ তোমাকে দর্শন করালাম, যা (**তেজোময়ং**) তেজরূপ (**বিশ্বং**) বিশ্বরূপ (**অনন্তং**) অনন্ত এবং (**যৎ, আদ্যং**) যা আমার পূর্বে থেকেই রয়েছে (**তৎ-অনেন, ন, দৃষ্টপূর্বম্**) তোমার পূর্বে এই রূপকে কেউ দেখে নি।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন হয়ে নিজের যোগরূপ সামর্থ্য থেকে পরমরূপ তোমাকে দর্শন করালাম, যা তেজরূপ, বিশ্বরূপ, অনন্ত এবং যা আমার পূর্বে থেকেই রয়েছে। তোমার পূর্বে এই রূপকে কেউ দেখে নি।

সং – "**নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন**" ইত্যাদি উপনিষদ বাক্য দ্বারা কেবল পরমাত্মারই কৃপা থেকে সেই রূপের প্রাপ্তি বর্ণন করা হয়েছে। এই আশয় থেকে পরবর্তীতে বলেছে যে, তোমার উপর পরমাত্মার কৃপা রয়েছে তাই তুমি এই রূপকে দর্শন করলে —

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ৷
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ৷৷ ৪৭ ৷৷

পদ — ন। বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ। ন। দানৈঃ। ন। চ। ক্রিয়াভিঃ। ন। তপোভিঃ। উগ্রৈঃ। এবংরূপঃ।

শক্যঃ। অহং। নৃলোকে। দ্রষ্টুং। ত্বদন্যেন। কুরুপ্রবীর।

পদার্থ – (**কুরুপ্রবীর**) হে কুরুবংশীয় বীর অর্জুন ! (**এবং, রূপঃ**) এই রূপযুক্ত (**অহং**) আমি যোগেশ্বর কৃষ্ণ (**নৃলোকে**) এই সংসারে (**ত্বদন্যেন**) তুমি ব্যাতিত (**ন, দ্রষ্টুং, শক্যঃ**) [এই রূপ] কেউ দেখতে সক্ষম নয় (**বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ**) না বেদ তথা বেদের যজ্ঞাদি প্রকরণের অধ্যয়ন দ্বারা (**ন, দানৈঃ**) না দান দ্বারা (**ন, ক্রিয়াভিঃ**) না কর্ম দ্বারা (**চ**) এবং (**ন, উগ্রৈঃ, তপোভিঃ**) না উগ্র [কঠোর] তপস্যা দ্বারা দেখা যায়।

সরলার্থ – হে কুরুবংশীয় বীর অর্জুন ! এই রূপযুক্ত আমি যোগেশ্বর কৃষ্ণ, এই সংসারে [এই রূপ] কেউ দেখতে সক্ষম নয়। না বেদ তথা বেদের যজ্ঞাদি প্রকরণের অধ্যয়ন দ্বারা, না দান দ্বারা, না কর্ম দ্বারা এবং না উগ্র [কঠোর] তপস্যা দ্বারা দেখা যায়।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এই যে, ঈশ্বরের প্রণিধানরূপ ভক্তি ব্যাতিত বেদের অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা দ্বারা সেই বিশ্বরূপ দর্শন করা যেতে পারে না অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, সমাধির সংযম ব্যাতিত এই রূপকে কেউ দর্শন করতে পারবে না। এই কথন থেকে বেদাদির নিন্দা নয়, বরং তাৎপর্য এই যে, কেবল যজ্ঞাদি থেকে জানা যেতে পারে না। এইজন্য স্বামী রামানুজ লিখেছেন যে "**কেবলৈর্বেদযজ্ঞাদিভির্দ্রষ্টুং ন শক্যঃ**" = কেবল বেদ-যজ্ঞাদি থেকে সেই বিশ্বরূপ দেখা যায় না, কিন্তু ভক্তি সহিত বেদ যজ্ঞাদি দ্বারা দর্শন করা যায়।

সং – এখন কৃষ্ণ সেই যোগজ কালরূপ উপসংহার করে নিজের সৌম্যরূপ অর্জুনকে দেখাচ্ছে —

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্ ৷
ব্যপেতভীঃ প্রতীমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ৷৷ ৪৮ ৷৷

পদ — মা। তে। ব্যথা। মা। চ। বিমূঢ়ভাবঃ। দৃষ্ট্বা। রূপং।
ঘোরং। ঈদৃক্। মম। ইদং। ব্যপেতভীঃ। প্রীতমনাঃ।
পুনঃ। ত্বং। তৎ। এব। মে। রূপং। ইদং। প্রপশ্য।

পদার্থ – (**মম, ইদং**) আমার এই (**ঈদৃক্**) এরূপ (**ঘোরং, রূপং**) ঘোর রূপকে (**দৃষ্ট্বা**) দেখে (**মা, তে, ব্যথা**) তোমার কষ্ট [ভয়] না হোক (**মা, চ, বিমূঢ়ভাবঃ**) তোমার মোহ না হোক (**ব্যপেতভীঃ**) ভয় থেকে রহিত হয়ে (**প্রীতমনাঃ**) প্রসন্ন চিত্তযুক্ত হয়ে (**পুনঃ**) পুনরায় (**ত্বং**) তুমি (**তৎ, এব**) সেই (**মে, ইদং, রূপং**) আমার এই রূপ (**প্রপশ্য**) দেখ।

সরলার্থ – আমার এই এরূপ ঘোর রূপকে দেখে তোমার কষ্ট [ভয়] না হোক, তোমার মোহ না হোক। ভয় থেকে রহিত হয়ে, প্রসন্ন চিত্তযুক্ত হয়ে পুনরায় তুমি সেই আমার এই রূপ দেখ।

সং – এখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি এই বৃত্তান্তের কথন করছে —

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ।। ৪৯ ।।

পদ — ইতি। অর্জুনং। বাসুদেবঃ। তথা। উক্ত্বা। স্বকং। রূপং। দর্শয়ামাস। ভূয়ঃ। আশ্বাসয়ামাস। চ। ভীতম্। এনম্। ভূত্বা। পুনঃ। সৌম্যবপুঃ। মহাত্মা।

পদার্থ – (**ইতি, তথা**) এই প্রকার (**বাসুদেবঃ**) কৃষ্ণ (**অর্জুনং**) অর্জুনকে (**তথা, উক্ত্বা**) বলে (**স্বকং, রূপং, দর্শয়ামাস**) নিজের রূপকে দেখালো (**চ**) এবং (**এনং, ভীতং**) ভয়ভীত অর্জুনকে (**ভূয়ঃ, পুনঃ, সৌম্যবপুঃ, ভূত্বা**) পুনরায় সৌম্য আকারযুক্ত হয়ে মহাত্মা কৃষ্ণ (**আশ্বাসয়ামাস**) শান্তি প্রদান করেন।

সরলার্থ – এই প্রকার কৃষ্ণ অর্জুনকে বলে, নিজের রূপকে দেখালো এবং ভয়ভীত অর্জুনকে পুনরায় সৌম্য আকারযুক্ত হয়ে মহাত্মা কৃষ্ণ শান্তি প্রদান করেন।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ।। ৫০ ।।

~~~~~~

**পদ — দৃষ্ট্বা। ইদং। মানুষং। রূপং। তব। সৌম্যং। জনার্দন।
ইদানীং। অস্মি। সংবৃত্তঃ। সচেতাঃ। প্রকৃতিং। গতঃ।**

পদার্থ – হে জনার্দন ! (**তব, ইদং, মানুষং, রূপং, সৌম্যং, দৃষ্ট্বা**) তোমার এই সৌম্য মনুষ্য রূপকে দেখে (**ইদানীং**) এখন আমি (**সচেতাঃ**) অন্যাকুল চিত্তযুক্ত (**প্রকৃতিং, গতঃ**) স্থিরতাকে প্রাপ্ত (**সংবৃত্তঃ, অস্মি**) হয়েছি অর্থাৎ আমার চিত্ত শান্ত হয়েছে।

সরলার্থ – হে জনার্দন ! তোমার এই সৌম্য মনুষ্য রূপকে দেখে এখন আমি অন্যাকুল চিত্তযুক্ত স্থিরতাকে প্রাপ্ত হয়েছি অর্থাৎ আমার চিত্ত শান্ত হয়েছে।

শ্রীভগবানুবাচ

**সুদুর্দশমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ৷
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ৷৷ ৫১ ৷৷**

**পদ — সুদুর্দশং। ইদং। রূপং। দৃষ্টবানসি। যৎ। মম।
দেবাঃ। অপি। অস্য। রূপস্য। নিত্যং। দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।**

পদার্থ – (**যৎ, ইদং, রূপং, দৃষ্টবানসি**) আমার এই রূপকে যা তুমি দেখলে তা (**সুদুর্দশং**) অনেক দুর্লভতার সহিত দেখা যায় (**অস্য, রূপস্য**) এই রূপের (**দেবাঃ, অপি**) দেবগণও (**নিত্যং**) সর্বদা (**দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ**) দর্শনাভিলাষী।

সরলার্থ – আমার এই রূপকে যা তুমি দেখলে তা অনেক দুর্লভতার সহিত দেখা যায়। এই রূপের দেবগণও সর্বদা দর্শনাভিলাষী।

ভাষ্য – দেব অর্থাৎ দিব্য সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তিও যোগজ সামর্থ্য ব্যাতিত এই বিশ্বরূপ = অতীতানাগত পদার্থের জ্ঞানকে জানতে পারে না। এইজন্য বলেছে যে, দেবগণও এই রূপের দর্শনের জন্য সর্বদা অভিলাষ করে।

সং – ননু, দেব তো তাঁদের বলা হয় যাঁরা শমদমাদি সম্পন্ন তপস্বী, তাহলে তাঁরা এই
~~~~~~

রূপকে কিভাবে জানতে পারে না ? উত্তর —

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ।। ৫২ ।।

পদ — ন। অহং। বেদৈঃ। ন। তপসা। ন। দানেন। ন। চ। ইজ্যয়া।
শক্যঃ। এবংবিধঃ। দ্রষ্টুং। দৃষ্টবানসি। মাং। যথা।

পদার্থ – (**মাং**) আমাকে (**যথা**) যেইপ্রকার (**দৃষ্টবানসি**) তুমি দর্শন করলে (**এবংবিধঃ, দ্রষ্টুং, ইজ্যয়া, ন, শক্যঃ**) এই প্রকারের আমি যজ্ঞ দ্বারা জ্ঞাত হই না (**ন, বেদৈঃ**) না বেদ দ্বারা (**ন, তপসা**) না তপস্যা দ্বারা (**চ**) এবং (**ন, দানেন**) না দান দ্বারা জ্ঞাত হই।

সরলার্থ – আমাকে যেইপ্রকার তুমি দর্শন করলে, এই প্রকারের আমি যজ্ঞ দ্বারা জ্ঞাত হই না, বেদ দ্বারা, না তপস্যা দ্বারা এবং না দান দ্বারা জ্ঞাত হই।

ভাষ্য – এই শ্লোকেরও রামানুজ এই অর্থ করেছে যে "**মদ্ভক্তিঃ রহিতৈর্কবলৈর্যথাবদ-বস্থিতোঽহং দ্রষ্টুং ন শক্যঃ**" = আমার ভক্তি থেকে রহিত যিনি কেবল বেদাদিতে রয়েছে তাঁর কাছে আমি যথার্থ জ্ঞাত হই না। যেরূপ "**আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ**" ইত্যাদি স্মৃতিতে বর্ণন করা হয়েছে যে, আচারহীন ব্যক্তিকে বেদ পবিত্র করতে পারে না।

সং – ননু, কৃষ্ণের আত্মভূত পরমাত্ম তত্ত্ব যখন কেবল বেদাদি থেকে জানা যায় না তো তাহলে কিভাবে জানা যেতে পারে ? উত্তর —

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ।। ৫৩ ।।

পদ — ভক্ত্যা। তু। অনন্যয়া। শক্যঃ। অহং। এবংবিধঃ। অর্জুন।
জ্ঞাতুং। দ্রষ্টুং। চ। তত্ত্বেন। প্রবেষ্টুং। চ। পরন্তপ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**অহং**) আমি (**ভক্ত্যা, তু, অনন্যয়া**) পরমাত্মার একমাত্র ভক্তি দ্বারা (**এবংবিধঃ**) এই প্রকার (**দ্রষ্টুং, শক্যঃ**) দর্শনের যোগ্য হই (**চ**) এবং (**জ্ঞাতুং, শক্যঃ**) জানার যোগ্য হই, হে পরন্তপ ! (**তত্ত্বেন, চ, প্রবেষ্টুং, শক্যঃ**) তত্ত্ব দ্বারা জানার যোগ্য আমি ভক্তি দ্বারাই হই।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমি পরমাত্মার একমাত্র ভক্তি দ্বারা এই প্রকার দর্শনের যোগ্য হই এবং জানার যোগ্য হই, হে পরন্তপ ! তত্ত্ব দ্বারা জানার যোগ্য আমি ভক্তি দ্বারাই হই।

ভাষ্য – অদ্বৈতবাদী টীকাকারগণ "**তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং**" এর অর্থ জীব ব্রহ্মের একতার করেছেন। কিন্তু এই আশয় এখানে কদাপি নয়। যদি এই আশয় হতো তো নিম্নলিখিত শ্লোকে এই ভাব কদাপি করা হতো না যে —

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ৷
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ৷৷ ৫৪ ৷৷

পদ — মৎকর্মকৃৎ। মৎপরমঃ। মৎভক্তঃ। সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ। সর্বভূতেষু। যঃ। সঃ। মাং। এতি। পাণ্ডব।

পদার্থ – (**পাণ্ডব**) হে অর্জুন ! (**মৎকর্মকৃৎ**) যিনি আমার কর্ম করেন (**মৎপরমঃ**) আমিই পরমপ্রিয় যাঁর এবং (**যঃ**) যিনি (**মৎভক্তঃ**) আমার ভক্ত (**সঙ্গবর্জিতঃ**) কুসঙ্গ থেকে বর্জিত (**সর্বভূতেষু, নির্বৈরঃ**) সকল প্রাণীতে রাগদ্বেষ থেকে রহিত (**সঃ**) তিনি (**মাং, এতি**) আমাকে প্রাপ্ত হন।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যিনি আমার কর্ম করেন, আমিই পরমপ্রিয় যাঁর এবং যিনি আমার ভক্ত, কুসঙ্গ থেকে বর্জিত, সকল প্রাণীতে রাগদ্বেষ থেকে রহিত, তিনি আমাকে [পরমাত্মাকে] প্রাপ্ত হন।

ভাষ্য – পূর্ব শ্লোকে যদি "**প্রবেষ্টুং**" এর অর্থ ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার হতো তো এই শ্লোকে "**মৎকর্মকৃৎ**" ইত্যাদি বাক্য থেকে কর্মের বিধান কদাপি পাওয়া যেত না। কেননা ব্রহ্ম

হয়ে যাওয়া মায়াবাদীদের মতে জীব কর্ম করে ব্রহ্ম হয় না কিন্তু জ্ঞান থেকে হয়। এবং এখানে সেই বিশ্বরূপের প্রাপ্তিকে কর্ম দ্বারা বর্ণন করা হয়েছে। আর কথা এটাই যে, বিশ্বরূপে প্রবেশ হওয়ার অর্থ কী ? বিশ্বরূপ তো এঁদের মতে উপাধিযুক্ত অর্থাৎ স্বয়ং মিথ্যা। তাহলে সেই মিথ্যাভূত বিশ্বরূপে প্রবেশ করায় এদের কি লাভ।

ননু – "**স মামেতি পাণ্ডব**" এই বাক্য তো এই ভাব বোধন করে দিয়েছে যে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে তাঁর অভেদ হয়ে যায়, তাহলে কিভাবে বলা হয় যে, জীব ব্রহ্মের অভেদ হয় না ? **উত্তর** – "**মামেতি**" এর অর্থ অভেদ হওয়ার নয়। যেরূপ "**দেবদত্তো গ্রামমেতি**" এর অর্থ কি দেবদত্তের গ্রা হয়ে যাওয়ার, না এর অর্থ এই হয় যে, দেবদত্ত গ্রামকে প্রাপ্ত হয়। এবং সেই প্রাপ্তি এখানে স্বামী রামানুজ এই প্রকার বর্ণন করেছে যে "**য এবং ভূতঃ স মামেতি মাং যথাবদবস্থিতং প্রাপ্নোতি নিরস্তাবিদ্যাদ্যশেষ দোষগন্ধো মদেকানুভবরূপো ভবতীত্যর্থঃ**" = যিনি পূর্বোক্ত রীতিতে আমার কথন করে কর্মকে সম্পাদন করে তিনি আমার যথার্থ স্বরূপকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ অবিদ্যাদি সম্পূর্ণ দোষের নিবৃত্তি হওয়ার কারণে একমাত্র আমারই অনুভব করে, এটাই "**মামেতি**" এর অর্থ।

এই ১১ নং অধ্যায়ের উপসংহারে অনন্যভক্তি দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি কথন করা হয়েছে এবং তাঁর আজ্ঞা করা কর্মের দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তির বিধান হওয়ায় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মায়াবাদীদের অভেদ রূপ প্রাপ্তি গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য নয়। এবং "**সঙ্গবর্জিতঃ, নির্বৈরঃ**" ইত্যাদি কথন থেকে ইহাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যম-নিয়মাদির দ্বারা অর্জুনকে কৃষ্ণ বৈদিক বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন অন্য কোনো কল্পিত বা অসম্ভব রূপ নয়।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ

~~~~~~

ওতম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[ভক্তিযোগোঃ]
~~~~~~

~~~~~~

সঙ্গতি – "**কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসং**" [গীতা ৮/৯] তথা "**যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি**" [গীতা ৮/১১] ইত্যাদি শ্লোকে তুমি নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান কথন করেছো, এবং — **মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।**

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।

[গীতা ১১/৫৪]

এই শ্লোকে এসে সগুণ ব্রহ্মের কথন করেছ। এবং নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ক সন্দেহনিবৃত্তির জন্য অর্জুন এই প্রশ্ন করছে যে —

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।।

পদ — **এবং। সততযুক্তাঃ। যে। ভক্তাঃ। ত্বাং। পর্যুপাসতে।**
যে। চ। অপি। অক্ষরং। অব্যক্তং। তেষাং। কে। যোগবিত্তমাঃ।

পদার্থ – (**এবং**) এই প্রকার (**সততযুক্তাঃ**) চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা নিরন্তর পরমাত্মায় যুক্ত হয়ে (**যে, ভক্তাঃ**) যে ভক্ত (**ত্বাং, পর্যুপাসতে**) তোমার উপাসনা করে (**চ**) এবং (**যে, অপি, অক্ষরং, অব্যক্তং**) যিনি অক্ষর পরমাত্মার উপাসনা করে (**তেষাং**) তাঁদের মধ্যে (**কে**) কে (**যোগবিত্তমাঃ**) বিশেষকরে যোগকে জ্ঞাত হন।

সরলার্থ – এই প্রকার চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা নিরন্তর পরমাত্মায় যুক্ত হয়ে যে ভক্ত তোমার উপাসনা করে এবং যিনি অক্ষর পরমাত্মার উপাসনা করে, তাঁদের মধ্যে কে বিশেষকরে যোগকে জ্ঞাত হন।

ভাষ্য – এই প্রশ্নকে অর্জুন নির্গুণ সগুণের ভাব থেকে উঠিয়েছ। গীতায় অস্মিচ্ছব্দ বাচ্য সগুণ, নির্গুণ উভয় প্রকারের ব্রহ্ম রয়েছে অর্থাৎ "**আমি**" বা "**আমার**" এই শব্দ দ্বারা কৃষ্ণজী কোথাও নির্গুণ কোথাও সগুণ ব্রহ্মের কথন করেছেন।

ননু– তোমাদের বৈদিক মতে তো ব্রহ্ম সর্বথা নির্বিশেষ তাহলে তোমরা পরস্পর বিরুদ্ধ
~~~~~~

সগুণ নির্গুণ এই উভয় ধর্ম ব্রহ্মের মধ্যে কিভাবে মেনে নিলেন ? **উত্তর** – আমাদের মতে ব্রহ্ম সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয় ধর্মযুক্ত। আর এই ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ এইজন্য নয় যে, বিশেষণ যুক্ত হওয়ায় সবিশেষ এবং বিশেষণ রহিত হওয়ায় নির্বিশেষ বলা হয়। যেরূপ "**অপাণিপাদঃ**" [শ্বে০ ৩/১৯] ইত্যাদি বাক্য সবিশেষকে এবং "**সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম**" ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষকে বর্ণন করে। এবং সেই একই বস্তু প্রাকৃত ধর্ম রহিত হওয়ায় নির্বিশেষ আর নিজ ধর্মের সহিত যুক্ত হওয়ায় সবিশেষ, এইজন্য পরস্পর বিরোধ নেই। পরস্পর বিরোধ তাঁদের মতে রয়েছে যাঁরা ঈশ্বরকে প্রাকৃত ধর্মযুক্ত মনে করে নির্গুণ এবং সগুণ মান্য করে। যেরূপ আধুনিক সময়ের সনাতন ভাষ্যকার ঈশ্বরের বিরুদ্ধধর্মাশ্রম মান্য করে। নির্বিশেষবাদী স্বামী শঙ্করাচার্য এর জোরপূর্বক খণ্ডন করেছেন যে, কূটস্থ ব্রহ্ম স্থিতি এবং গতির সমান বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় হতে পারে না। এই ভাবকে আমরা "**বেদান্তার্য্যভাষ্য**" এবং "**আর্যমন্তব্যপ্রকাশ**" এর অনেক স্থানে বর্ণন করে এসেছি যে, নিরাকার ব্রহ্মে নির্গুণ এবং সগুণ পরস্পর বিরোধ ধর্ম হতে পারে না। অস্তু, ঈশ্বরের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ধর্ম নেই কিন্তু এখানে তো কৃষ্ণজী তোমাদের নির্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্ম থেকে বিশেষ করে মূর্তিমানকেই উপাস্য বলেছে। তাহলে তোমাদের নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা কিভাবে শ্রেষ্ঠ ? **উত্তর** – কৃষ্ণজী এখানে মূর্তিমানকে শ্রেষ্ঠ বলেন নি কিন্তু এটা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা সেই পরমাত্মার চিন্তন করে তাঁর জন্য অধিক কঠিন নয় এবং যিনি অসম্প্রজ্ঞাত জ্ঞানযোগ দ্বারা কেবল নির্বিশেষের অনুভব করে তাঁর মার্গে অনেক কঠিনতা রয়েছে। কেননা সম্প্রজ্ঞাত যোগে পরমাত্মার সচ্চিদানন্দাদি গুণাকার বৃত্তিসমূহ উপস্থিত থাকে এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগে সেই সব বৃত্তিসমূহের নিরোধ হয়ে যায়। এই আশয় থেকে এখানে অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গকে কষ্টকর বলা হয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে ইহা অনুভব সিদ্ধও যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মার সচ্চিদানন্দাদি বিশেষণ দ্বারা তাঁর উপাসনা করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কঠিনতা প্রতীত হয় না কিন্তু যখন গুণ সমূহকে বাদ দিয়ে তাঁর অক্ষর স্বরূপে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা তা অত্যন্ত কঠিনতম হয়ে পরে। যেরূপ "**তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্**" [যোগ০ ১/৩] মধ্যে বর্ণন করেছে যে, সেই সময় পরমাত্মার স্বরূপে চিত্তবৃত্তিনিরোধ করা হয়। এই অভিপ্রায় থেকে কৃষ্ণজী বলেছেন যে —

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

~~~~~~

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ৷৷ ২ ৷৷

পদ — ময়ি। আবেশ্য। মনঃ। যে। মাং। নিত্যযুক্তাঃ। উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া। পরয়া। উপেতাঃ। তে। মে। যুক্ততমাঃ। মতাঃ।

পদার্থ – (**যে**) যিনি (**ময়ি, আবেশ্য, মনঃ**) আমার মধ্যে মন যুক্ত করে (**মাং**) আমার (**নিত্যযুক্তাঃ, উপাসতে**) নিত্য যোগের সহিত যুক্ত হয়ে উপাসনা করেন (**তে**) তিনি (**শ্রদ্ধয়া, পরয়া, উপেতাঃ**) পরম শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত (**মে**) আমাকে (**যুক্ততমাঃ, মতাঃ**) যুক্ততম, এই আমার অভিমত।

সরলার্থ – যিনি আমার মধ্যে মন যুক্ত করে আমার নিত্য যোগের সহিত যুক্ত হয়ে উপাসনা করেন তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত আমাকে যুক্ততম, এই আমার অভিমত।

ভাষ্য – "**মাং**" শব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মার হবে। এই ভাবকে সবিশেষবাদ এবং নির্বিশেষবাদ উভয় সম্প্রদায়ের টীকাকারগন মান্য করে যে, "অস্মচ্ছব্দ" দ্বারা এখানে কৃষ্ণজী সগুণ ব্রহ্মের নিরূপণ করেছেন। সেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকারী যোগীকে "**যুক্ততম**" এইজন্য বলা হয়েছে যে, তিনি পরমাত্মার সত্য সঙ্কল্পাদি ধর্মকে ধারণ করে তাঁর সাথে শীঘ্র যুক্ত হয়ে যায় এবং অক্ষরের উপাসক অর্থাৎ নির্জীব সমাধিযুক্তের চিত্তের সকল বৃত্তির নিরোধ করা কঠিন হয়ে যায়। এখানে সাকারের উপাসনার অভিপ্রায় থেকে কৃষ্ণ এই কথন করেন নি যে, যিনি আমার উপাসনা করেন তিনি যুক্ততম। যদি এই অভিপ্রায় থেকে এইরূপ কথন করা হতো তো অন্য স্থানে অক্ষরের উপাসনা বর্ণন করা হতো না আর না তো "**সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং**" [গীতা ১৩/১৪] ইত্যাদি শ্লোকে সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মকে সর্ব ধর্ম থেকে রহিত বর্ণন করা হতো। অধিক আর কি, যদি কৃষ্ণজীর নিজের উপাসনা থেকে সাকারমূর্তি আদির উপাসনা অভিপ্রেত হতো তো কোনো সাকার পদার্থকে এখানে উপাস্য অবশ্যই বর্ণন করতো এবং অভ্যাস থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে ধ্যান এবং ধ্যান থেকে কর্মের ফলকে ত্যাগ, এই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ প্রণালীর কথন করতো না, তাহলে তো যিনি মূর্তির অধিক পূজা করে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা হতো। আমাদের মতে তো এখানে সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগের কথন রয়েছে। এই অভিপ্রায় থেকে নিম্নলিখিত দুই শ্লোক দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মবেত্তার বর্ণন করেছে —
~~~~~~

~~~~~~

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে ৷
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ৷৷ ৩ ৷৷

পদ — যে। তু। অক্ষরং। অনির্দেশ্যং। অব্যক্তং। পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগং। অচিন্ত্যং। চ। কূটস্থং। অচলং। ধ্রুবং।

পদার্থ – **(অক্ষরং, অনির্দেশ্যং)** যে অক্ষর নির্দেশ্য থেকে রহিত অর্থাৎ অনির্দেশ্য **(অব্যক্তং)** সূক্ষ্ম **(সর্বত্রগং)** সর্বত্র ব্যাপক **(অচিন্ত্যং)** যিনি চিন্তনে আসতে পারে না **(কূটস্থং)** নির্বিকার **(অচলং)** এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে না **(চ)** এবং **(ধ্রুবং)** স্থির **(যে)** যিনি **(পর্যুপাসতে)** এইরূপ অক্ষরের উপাসনা করেন...।

সরলার্থ – যে অক্ষর নির্দেশ্য থেকে রহিত অর্থাৎ অনির্দেশ্য, সূক্ষ্ম, সর্বত্র ব্যাপক, যিনি চিন্তনে আসতে পারে না, নির্বিকার, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে না এবং স্থির। যিনি এইরূপ অক্ষরের উপাসনা করেন...।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ৷
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ৷৷ ৪ ৷৷

পদ — সংনিয়ম্য। ইন্দ্রিয়গ্রামং। সর্বত্র। সমবুদ্ধয়ঃ।
তে। প্রাপ্নুবন্তি। মাং। এব। সর্বভূতহিতে। রতাঃ।

পদার্থ – **(তে)** তিনি **(প্রাপ্নুবন্তি, মাং, এব)** আমাকেই প্রাপ্ত হন, যিনি **(সর্বভূতহিতেরতাঃ)** সকল প্রাণীর হিতে রত। তিনি কিরকম **(ইন্দ্রিয়গ্রামং)** ইন্দ্রিয় সমুদায়কে **(সন্নিয়ম্য)** নিরোধ করে **(সর্বত্র, সমবুদ্ধয়ঃ)** সব স্থানে সমবুদ্ধিযুক্ত।

সরলার্থ – তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন, যিনি সকল প্রাণীর হিতে রত। তিনি কিরকম ? ইন্দ্রিয় সমুদায়কে নিরোধ করে সব স্থানে সমবুদ্ধিযুক্ত।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ৷
~~~~~~

~~~~~~

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ৷৷ ৫ ৷৷

**পদ — ক্লেশঃ। অধিকতরঃ। তেষাং। অব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা। হি। গতিঃ। দুঃখং। দেহবদ্ভিঃ। অবাপ্যতে।**

পদার্থ – (**তেষাং, অব্যক্তাসক্তচেতসাং**) সেই অব্যক্ততে যুক্ত চিত্তধারী ব্যক্তিদের (**অধিকতরঃ**) অধিক (**ক্লেশঃ**) কষ্ট হয় (**হি**) নিশ্চিতরূপে (**অব্যক্তা, গতিঃ**) অব্যক্ত বিষয়ক গতি (**দেহবদ্ভিঃ**) দেহধারীদের (**দুঃখং, অবাপ্যতে**) দুঃখের থেকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – সেই অব্যক্ততে যুক্ত চিত্তধারী ব্যক্তিদের অধিক কষ্ট হয়। নিশ্চিতরূপে, অব্যক্ত বিষয়ক গতি দেহধারীদের দুঃখের থেকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – অব্যক্তবিষয়ক গতির প্রাপ্তিকে দুঃখযুক্ত এই অভিপ্রায় থেকে বলা হয়েছে যে, তা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অপেক্ষা কঠিন। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিশেষণাকার বৃত্তি উপস্থিত থাকায় সর্ববৃত্তিনিরোধরূপ কঠিনতা হয় না। এইজন্য এখানে সুখপ্রদানী হওয়ায় তারই উপদেশ করেছে, যেরূপ —

**যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ৷
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ৷৷ ৬ ৷৷**

**পদ — যে। তু। সর্বাণি। কর্মাণি। ময়ি। সংন্যস্য। মৎপরাঃ।
অনন্যেন। এব। যোগেন। মাং। ধ্যায়ন্তঃ। উপাসতে।**

পদার্থ – (**যে**) যে ব্যক্তি (**সর্বাণি, কর্মাণি, ময়ি, সন্ন্যস্য**) সকল কর্মসমূহকে আমাতে অর্পণ করে অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম করে (**অনন্যেন, এব, যোগেন**) ঈশ্বরের অনন্যভক্তি সহিত (**মাং, ধ্যায়ন্তঃ, উপাসতে**) ধ্যান দ্বারা আমার উপাসনা করেন, পুনরায় তিনি কিরকম (**মৎপরাঃ**) আমার পরায়ণ, এবং...।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি সকল কর্ম সমূহকে আমাতে অর্পণ করে অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম করে,
~~~~~~

ঈশ্বরের অনন্যভক্তি সহিত ধ্যান দ্বারা আমার উপাসনা করেন, পুনরায় তিনি কিরকম ? আমার পরায়ণ, এবং...।

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ৷
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ৷৷ ৭ ৷৷

পদ — তেষাং। অহং। সমুদ্ধর্তা। মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি। ন। চিরাৎ। পার্থ। ময়ি। আবেশিতচেতসাং।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**ময়ি, আবেশিতচেতসাং**) আমাতে সংযুক্ত করেছে চিত্ত যিনি (**তেষাং**) তাঁকে (**অহং**) আমি (**মৃত্যুসংসারসাগরাৎ**) মৃত্যুরূপ সংসার সাগর থেকে (**সমুদ্ধর্তা**) উদ্ধারকারী হই (**ন, চিরাৎ। ভবামি**) বিলম্ব নয় অর্থাৎ শীঘ্রই প্রাপ্ত করাই।

সরলার্থ – হে পার্থ ! আমাতে সংযুক্ত করেছে চিত্ত যিনি, তাঁকে আমি মৃত্যুরূপ সংসার সাগর থেকে উদ্ধারকারী হই, বিলম্ব নয় অর্থাৎ শীঘ্রই প্রাপ্ত করাই।

ভাষ্য – যে ব্যক্তি আমার পরায়ণ তাঁদের উদ্ধার করতে আমি বিলম্ব করি না। এখানে কৃষ্ণজীর এই আশয় নয় যে, আমার নামের মালা জপ করে তাঁদের উদ্ধার করতে বিলম্ব করে না। কিন্তু এই তাৎপর্য অবশ্যই যে, যিনি ঈশ্বরপরায়ণ হন তাঁকে উদ্ধার করায় ঈশ্বর বিলম্ব করে না। যেরূপ —

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"

[কঠ০ ১/২/২৩]

ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট রয়েছে যে, পরমাত্মপরায়ণ ব্যক্তিরই পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। যদি ব্যাসজীর তাৎপর্য বসুদেবপর পুত্র কৃষ্ণের ভক্তের উদ্ধারে হতো তো পরবর্তীতে গিয়ে ধ্যান এবং অনুষ্ঠানের উপদেশ করা হতো না। যেরূপ —

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ৷
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ৷৷ ৮ ৷৷

**পদ — ময়ি। এব। মনঃ। আধৎস্ব। ময়ি। বুদ্ধিং। নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি। ময়ি। এব। অতঃ। ঊর্ধ্বং। ন। সংশয়ঃ।**

পদার্থ – **(ময়ি, এব)** আমার মধ্যেই **(মনঃ)** মনকে **(আধৎস্ব)** ধারণ করো **(ময়ি, বুদ্ধিং, নিবেশয়)** আমার মধ্যেই বুদ্ধিকে স্থির করো **(নিবসিষ্যসি, ময়ি, এব)** আমার মধ্যেই নিবাস করো **(অতঃ, ঊর্ধ্বং)** এইরূপ করার অনন্তর আমাকে প্রাপ্ত হবে **(ন, সংশয়ঃ)** এতে কোনো সংশয় নেই।

সরলার্থ – আমার মধ্যেই মনকে ধারণ করো, আমার মধ্যেই বুদ্ধিকে স্থির করো, আমার মধ্যেই নিবাস করো, এইরূপ করার অনন্তর আমাকে প্রাপ্ত হবে এতে কোনো সংশয় নেই।

ভাষ্য – এই শ্লোককে মায়াবাদী টীকাকারগণ সাকারের উপাসনায় যুক্ত করে। কিন্তু তাঁদের মতে "**যত ঊর্দ্ধং মষ্যেব নিবসিষ্যসি**" এরূপ ঘটতে পারে না। কেননা সাকার উপাসনা দ্বারা তাঁদের মতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ সাধন তাঁদের মতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যভূত জ্ঞান অর্থাৎ "তুমি ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপদেশের অনন্তর সেই সমস্ত লোক যেমন তেমন প্রকারে ব্রহ্ম হয়ে যায়। এবং এটাই তাঁদের মতে ব্রহ্মে নিবাস এবং এটাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। অস্তু। এখানে বিচার যোগ্য কথন এই যে, অস্বচ্ছন্দের বাক্য কৃষ্ণজীর অভিপ্রায়ে কোনো সাকার বস্তু নয় বরং সেটাই সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগ, যার বর্ণনা আমরা পূর্বে করে এসেছি এবং তাকেই "**মৎকর্মপরমো ভব**" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরবর্তীতে কথন করেছে —

**অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ।। ৯ ।।**

**পদ — অথ। চিত্তং। সমাধাতুং। ন। শক্নোষি। ময়ি। স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন। ততঃ। মাং। ইচ্ছ। আপ্তুং। ধনঞ্জয়।**

পদার্থ – হে ধনঞ্জয় ! **(অথ)** যদি **(চিত্তং)** চিত্তকে **(ময়ি)** আমার বিষয়ক **(স্থিরং, সমাধাতুং)** স্থিত করতে **(ন, শক্নোষি)** সমর্থ না হও **(ততঃ)** তো **(অভ্যাসযোগেন)**

~~~~~~

অভ্যাসযোগ দ্বারা **(মাং, আপ্তুং, ইচ্ছ)** আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছে কর।

সরলার্থ – হে ধনঞ্জয় ! যদি চিত্তকে আমার বিষয়ক স্থিত করতে সমর্থ না হও তো অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছে কর।

ভাষ্য – মধুসূদন আদি টীকাকারগণ এই শ্লোককে প্রতিমাপূজনে যুক্ত করে, যার গন্ধমাত্রও এই শ্লোকে প্রতীত হয় না। কেননা যদি এই শ্লোক প্রতিমাপূজনের বিধান করতো তো এই অগ্রিম শ্লোকে এই কথন করা হতো না যে —

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব ৷
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — অভ্যাসে। অপি। অসমর্থঃ। অসি। মৎকর্মপরমঃ। ভব।
মদর্থ। অপি। কর্মাণি। কুর্বন্। সিদ্ধি। অবাপ্স্যসি।

পদার্থ – **(অভ্যাসে, অপি, অসমর্থঃ, অসি)** যদি তুমি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তো **(মৎকর্মপরমঃ, ভব)** আমার আশ্রিত হয়ে কর্ম কর **(মদর্থ, অপি, কর্মাণি, কুর্বন্)** আমার অর্থেও কর্মকে করে **(সিদ্ধি, অবাপ্স্যসি)** সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হবে।

সরলার্থ – যদি তুমি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তো আমার আশ্রিত হয়ে কর্ম কর, আমার অর্থেও কর্মকে করে সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হবে।

ভাষ্য – অভ্যাসের অর্থ এখানে সমাধির, অর্থাৎ তুমি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি না করতে পারো তো ঈশ্বর পরায়ণ হয়ে নিষ্কাম কর্মই করো। পৌরাণিক মতে এখানে অভ্যাস এবং মৎকর্মাদি শব্দের অর্থও মূর্তিপূজারই, যেরূপ —

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

অর্থ – রাম কৃষ্ণাদি নামের শ্রবণ করা, তাঁর কীর্তন অর্থাৎ গায়ন করা, স্মরণ করা, পাদসেবনং = সাকার মূর্তির চরণ সেবন করা, অর্চনং = পূজন করা, বন্দনং = নমস্কার
~~~~~~

~~~~~~

করা, দাস্যং = দাসভাব করা, সখ্যং = মৈত্রীভাব করা এবং আত্মনিবেদনং = নিজ আত্মা তাঁকে অর্পন করে দেওয়া, ইত্যাদি সব কথন মধুসূদন আদি টীকাকারগণ মৎকর্মাদি বাক্য থেকে বের করে। যদি এই ভাব এই শ্লোকের হতো তো যোগাভ্যাসের অসমর্থতা বর্ণন করে পুনরায় এইরূপ পূজন কথন করা হতো না। যদি পূর্বপক্ষী এইরূপ বলে যে, যিনি যোগাভ্যাসে অসমর্থ তাঁর জন্য প্রতিমা পূজন ? এর উত্তর এই যে, অষ্টম শ্লোকে এইরূপ কথন করে এসেছে যে,আমাতে মনকে যুক্ত করো এবং নবম শ্লোকে এই কথন করা হয়েছে যে, যদি আমাতে মনকে যুক্ত করতে না পারো তো অভ্যাসযোগ করো। এই প্রকার তাঁদের মতে সাকার পূজার অনন্তর অভ্যাসযোগের বিধান করা হতো না। আমাদের বিচারে তো উত্তরোত্তর নিষ্কামাদিকর্মকে সুখকর প্রতিপাদন করেছে এবং তা সেই প্রতিপাদন কোনো পূজা বিশেষের অভিপ্রায় থেকে নয় বরং শমবিধির অভিপ্রায় থেকে অর্থাৎ রাগদ্বেষের অভাব বোধন করায় তাৎপর্য রয়েছে, যেরূপ "**তুল্যনিন্দাস্তুতি-মৌনী**" [গীতা ১২/১৯] কথন করা হয়েছে। এই অভিপ্রায় থেকে পরমাত্মপরায়ণ আদি এক থেকে একাধিক সুখকর কর্মপর বিধান পরবর্তীতে বর্ণন করেছে —

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ।। ১১ ।।

পদ — অথ। এতৎ। অপি। অশক্তঃ। অসি। কর্তুং। মদ্যোগং। আশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং। ততঃ। কুরু। যতাত্মবান্।

পদার্থ – (**অথ**) যদি (**এতৎ**) এই কার্য (**অপি**) ও (**কর্তুং**) করায় (**অশক্তঃ, অসি**) অসমর্থ হও তো (**মদ্যোগং, আশ্রিতঃ**) আমার যোগকে আশ্রয় করে (**ততঃ**) পুনরায় (**যতাত্মবান্**) যত্নশীল হয়ে (**সর্বকর্মফলত্যাগং, কুরু**) সকল কর্মের ফলের ত্যাগ করো।

সরলার্থ – যদি এই কার্যও করায় অসমর্থ হও তো আমার যোগকে আশ্রয় করে পুনরায় যত্নশীল হয়ে সকল কর্মের ফলের ত্যাগ করো।

ভাষ্য – "**মদ্যোগং**" এর অর্থ এখানে পরমাত্মাপরায়ণ হওয়ার, অর্থাৎ তুমি একমাত্র পরমাত্মাকে আশ্রিয় করে সব কর্মের ফলের ত্যাগ করো।
~~~~~~

~~~~~~

সং – এখন সেই সর্বকর্মত্যাগের ফল কথন করছে —

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাস্যাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ৷
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ৷৷ ১২ ৷৷

পদ — শ্রেয়ঃ। হি। জ্ঞানং। অভ্যাসাৎ। জ্ঞানাৎ। ধ্যানং। বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ। কর্মফলত্যাগঃ। ত্যাগাৎ। শান্তিঃ। অনন্তরঃ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**হি**) নিশ্চিতরূপে (**অভ্যাসাৎ, জ্ঞানং, শ্রেয়ঃ**) অভ্যাস থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ (**জ্ঞানাৎ**) জ্ঞান থেকে (**ধ্যানং**) ধ্যান (**বিশিষ্যতে**) বিশেষ (**ধ্যানাৎ, কর্মফলত্যাগঃ**) ধ্যান থেকে কর্মের ফলের ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, ত্যাগের (**অনন্তরঃ**) পশ্চাতে ব্যক্তি (**শান্তিঃ**) শন্তিকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! নিশ্চিত রূপে অভ্যাস থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান থেকে ধ্যান বিশেষ, ধ্যান থেকে কর্মের ফলের ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, ত্যাগের পশ্চাতে ব্যক্তি শন্তিকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – উক্ত শ্লোকে এই উপনিষদ ভাবকে কথন করা হয়েছে যে —

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা য়েঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ।।
[কঠ০ ২/৩/১৪]

অর্থ – যখন এই মরণধর্মা মনুষ্য নিজের হৃদয়ের সব কামনা সমূহকে ত্যাগ করে তখন তিনি অমৃত হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকার এই শ্লোকে সকল কামনা সমূহের ত্যাগ থেকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথন করা হয়েছে এবং তা ঈশ্বরের ভক্তি দ্বারা হয়ে থাকে। যেরূপ "**সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ**" [যোগ০ ২/৪৫] "**ততঃ প্রত্যকচ চেতনাধিগমোঽপ্যনন্তরায়াভাবশ্চ**" [যোগ০ ১/২৯] ইত্যাদি সূত্রে বর্ণন করেছে যে, নিদিধ্যাসনরূপ ভক্তি দ্বারা সমাধিসিদ্ধি, তার থেকে সর্বগত পরমাত্মার প্রাপ্তি এবং বিঘ্নের অভাব হয়। এই প্রকার সমাধির ভাবকে এই অধ্যায় বর্ণনা করে। এবং যেরূপ বলা হয়েছে যে, নির্গুণের উপাসকদের ক্লেশ হয়, এর অর্থ মধুসূদন স্বামী এইরূপ করেছেন
~~~~~~

~~~~~~

যে, এই কথন সগুণ উপাসনার স্তুতির অভিপ্রায় থেকে করা হয়েছে। এর তাৎপর্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার নিষেধে নয়। অস্তু, প্রসঙ্গগতিতে এই বচন আমরা এখানে কথন করেছি বরং নিন্দাস্তুতি থেকে নির্গুণ ব্রহ্মের নিন্দা স্তুতি কদাপি হতে পারে না। যখন ইনি স্বয়ং এইরূপ লিখেছেন যে —

নির্বেশেষং পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তে নু কম্পন্তে সবিশেষ নিরূপণৈঃ॥

অর্থ – নির্বিশেষ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করায় যিনি অসমর্থ সেই মন্দ ব্যক্তি সগুণ ব্রহ্মের নিরূপণ দ্বারা অনুগ্রহ করা হয় অর্থাৎ তাঁর উপর দয়া করা হয়। এই কথন থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, অক্ষরের উপাসক সন্মার্গে স্থিত। এই সাক্ষাৎকারের উল্টো-সোজা মার্গ তো মন্দ ব্যক্তিদের জন্যই, অক্ষরের উপাসকদের জন্য নয়। এই বিষয়কে আমরা "**বেদান্তর্য্যাভাষ্য**" এর উভয়লিঙ্গাধিকরণে বিস্তারপূর্বক লিখেছি যে, ব্রহ্ম প্রাকৃত রূপ থেকে কখনো সাক্ষাৎকার হয় না। এইজন্য এখানে এর লেখন উপযুক্ত মনে করিনি। প্রকৃত এই যে, নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসকই বাস্তবে যোগবিত্তমা, যেরূপ "**প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ**" [গীতা ৭/১৭] "**জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্**" [গীতা ৭/১৮] ইত্যাদি শ্লোকে ধ্যান করে মধুসূদন আদি টীকাকারগণও অক্ষর ব্রহ্মের উপাসককেই সর্বোপরি রেখে দিয়েছে। আর পূর্বে কথন করা হয়েছে যে, অক্ষরের উপাসকদের অধিক ক্লেশ হয়, এবং সাকারের ভক্ত যোগবিত্তমা বলা হয়েছে, এই লেখনকে এখানে এসে অদ্বৈতবাদী টীকাকারগণ অর্থবাদ করে দিয়েছে এবং শঙ্করাচার্য তো এই শ্লোকের ভাষ্যে সাকারোপাসককে পরতন্ত্র সিদ্ধ করে অক্ষরের উপাসককে স্বতন্ত্র হওয়ায় সর্পোপরি সিদ্ধ করেছে। ঠিক আছে, জড়ত্ববাদের থেকে অধিক সংসারে আর কি পরতন্ত্রতা হতে পারে। এই অভিপ্রায় থেকে "**ন প্রতীকে ন হি সঃ**" [ব্র০ সূ০ ৪/১/৪] ইত্যাদি দর্শন শাস্ত্রের বাক্যে সাকার উপাসকদের নিষেধ করা হয়েছে।

সং – এখন অগ্রিম আট শ্লোকে নিষ্কামকর্মী চতুর্থাশ্রমী ঈশ্বর ভক্তের গুণের বর্ণন করছে—

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ৷
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ৷৷ ১৩ ৷৷
~~~~~~

পদ — অদ্বেষ্টা। সর্বভূতানাং। মৈত্রঃ। করুণঃ। এব। চ।
নির্মমঃ। নিরহঙ্কারঃ। সমদুঃখসুখঃ। ক্ষমী।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**সর্বভূতানাং, অদ্বেষ্টা**) যে ব্যক্তি প্রাণীর সাথে দ্বেষ করে না (**মৈত্রঃ**) বন্ধুত্বপূর্ণ (**করুণঃ, এব, চ**) এবং করুণাযুক্ত (**মির্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ**) মমতা এবং অহংকার থেকে রহিত (**সমদুঃখসুখঃ**) দুঃখ সুখকে সমতা জানেন এবং (**ক্ষমী**) ক্ষমাশীল, পুনরায় কিরকম...।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি প্রাণীর সাথে দ্বেষ করে না, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং করুণাযুক্ত, মমতা এবং অহংকার থেকে রহিত, দুঃখ সুখকে সমতা জানেন এবং ক্ষমাশীল, পুনরায় কিরকম...।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ৷
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ৷৷ ১৪ ৷৷

পদ — সন্তুষ্টঃ। সততং। যোগী। যতাত্মা। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময়ি। অর্পিত। মনোবুদ্ধিঃ। যঃ। মদ্ভক্তঃ। সঃ। মে। প্রিয়ঃ।

পদার্থ – (**সন্তুষ্টঃ, সততং**) যিনি যথাবৎ নিরন্তর সন্তুষ্ট (**যোগী**) পরমাত্মায় যুক্ত থাকেন (**যতাত্মা**) যত্নশীল (**দৃঢ়নিশ্চয়ঃ**) দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত, এবং (**ময়ি, অর্পিত, মনোবুদ্ধিঃ**) যিনি পরমাত্মায় অর্পণ করে দিয়েছে মন অর্থাৎ সংকল্প করার শক্তি এবং বিচার করার শক্তি, (**যঃ**) তিনি (**মদ্ভক্তঃ**) পরমাত্মার ভক্ত এবং (**সঃ, মে, প্রিয়ঃ**) তিনি তাঁর প্রিয়।

সরলার্থ – যিনি যথাবৎ নিরন্তর সন্তুষ্ট পরমাত্মায় যুক্ত থাকেন, যত্নশীল, দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত, এবং যিনি পরমাত্মায় অর্পণ করে দিয়েছে মন অর্থাৎ সংকল্প করার শক্তি এবং বিচার করার শক্তি, তিনি পরমাত্মার ভক্ত এবং তিনি তাঁর প্রিয়।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ৷
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ৷৷ ১৫ ৷৷

~~~~~~

পদ — যস্মাৎ। ন। উদ্বিজতে। লোকঃ। লোকান্। ন। উদ্বিজতে। চ। যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ। মুক্তঃ। যঃ। সঃ। চ। মে। প্রিয়ঃ।

পদার্থ – (**যস্মাৎ**) যাঁর থেকে (**লোকঃ, ন, উদ্বিজতে**) এই প্রাণধারী জীব ভয় করে না (**চ**) এবং (**যঃ**) যে (**লোকাৎ**) লোক [পৃথিবী আদি] থেকে (**ন, উদ্বিজতে**) ভয় করে না (**হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ**) হর্ষ = ইষ্ট বস্তুকে প্রাপ্ত হয়ে প্রসন্ন হওয়া, অমর্ষ = অন্যের অধিক দেখে দুঃখী হওয়া, ভয় = মৃত্যু থেকে ভয় করা, উদ্বেগ = ব্যাকুল থাকা, এই চার প্রকারের চিত্তবৃত্তি থেকে (**যঃ**) যিনি (**মুক্তঃ**) মুক্ত (**সঃ, চ, মে, প্রিয়ঃ**) তিনি পরমাত্মার প্রিয় ভক্ত।

সরলার্থ – যাঁর থেকে এই প্রাণধারী জীব ভয় করে না, এবং যে লোক [পৃথিবী আদি] থেকে ভয় করে না, হর্ষ = ইষ্ট বস্তুকে প্রাপ্ত হয়ে প্রসন্ন হওয়া, অমর্ষ = অন্যের অধিক দেখে দুঃখী হওয়া, ভয় = মৃত্যু থেকে ভয় করা, উদ্বেগ = ব্যাকুল থাকা, এই চার প্রকারের চিত্তবৃত্তি থেকে যিনি মুক্ত, তিনি পরমাত্মার প্রিয় ভক্ত।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।। ১৬ ।।

পদ — অনপেক্ষঃ। শুচিঃ। দক্ষঃ। উদাসীনঃ। গতব্যথঃ। সর্বারম্ভ। পরিত্যাগী। যঃ। মদ্ভক্তঃ। সঃ। মে। প্রিয়ঃ।

পদার্থ – (**অনপেক্ষঃ**) যিনি কারোর আবশ্যকতা রাখে না (**শুচিঃ**) পবিত্র থাকে (**দক্ষঃ**) চতুর (**উদাসীনঃ**) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি বিষয় থেকে নিবৃত্ত থাকে (**গতব্যথঃ**) কোনো প্রকার দুঃখ গ্রাহ্য করে না (**সর্বারম্ভপরিত্যাগী**) পরিগ্রহ যুক্ত সকল আরম্ভ কর্মের যিনি পরিত্যাগ করে দিয়েছে, এইরূপ ভক্ত পরমাত্মার প্রিয়।

সরলার্থ – যিনি কারোর আবশ্যকতা রাখে না; পবিত্র থাকে; চতুর; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি বিষয় থেকে নিবৃত্ত থাকে; কোনো প্রকার দুঃখ গ্রাহ্য করে না; পরিগ্রহ যুক্ত সকল আরম্ভ কর্মের যিনি পরিত্যাগ করে দিয়েছে, এইরূপ ভক্ত পরমাত্মার প্রিয়।
~~~~~~

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙক্ষতি ৷
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ স মে প্রিয়ঃ ৷৷ ১৭ ৷৷

পদ — যঃ। ন। হৃষ্যতি। ন। দ্বেষ্টি। ন। শোচতি। ন। কাঙক্ষতি।
শুভাশুভ। পরিত্যাগী। ভক্তিমান্। যঃ। সঃ। মে। প্রিয়ঃ।

পদার্থ – (**যঃ**) যিনি (**ন, হৃষ্যতি**) কোনো ইষ্ট বস্তুকে প্রাপ্ত হয়ে প্রসন্ন হয় না (**ন, দ্বেষ্টি**) অনিষ্ট বস্তুকে প্রাপ্ত হয়ে দ্বেষ করে না (**ন, শোচতি**) শোক করে না (**ন, কাঙক্ষতি**) ইচ্ছে করে না, এবং (**শুভাশুভ, পরিত্যাগী**) শুভ তথা অশুভ উভয় প্রকারের কর্মফলকে যিনি ত্যাগ করে দিয়েছে, এইরূপ ভক্ত পরমাত্মার প্রিয়।

সরলার্থ – যিনি কোনো ইষ্ট বস্তুকে প্রাপ্ত হয়ে প্রসন্ন হয় না, অনিষ্ট বস্তুকে প্রাপ্ত হয়ে দ্বেষ করে না, শোক করে না, ইচ্ছে করে না, এবং শুভ তথা অশুভ উভয় প্রকারের কর্মফলকে যিনি ত্যাগ করে দিয়েছে, এইরূপ ভক্ত পরমাত্মার প্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ৷
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সংবিবর্জিতঃ ৷৷ ১৮ ৷৷

পদ — সমঃ। শত্রৌ। চ। মিত্রে। চ। তথা। মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু। সমঃ। সংবিবর্জিতঃ।

পদার্থ – (**সমঃ, শত্রৌ, চ, মিত্রে, চ**) যিনি শত্রু তথা মিত্রে সমান (**তথা, মানাপমানয়োঃ**) মান অপমানে সমান, এবং যিনি (**শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু**) শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখে (**সমঃ**) সমান, পুনরায় কিরকম (**সংবিবর্জিতঃ**) কারোর সঙ্গ করে না অর্থাৎ সর্বদা একান্তে থাকে।

সরলার্থ – যিনি শত্রু তথা মিত্রে সমান, মান অপমানে সমান, এবং যিনি শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখে সমান, পুনরায় কিরকম ? কারোর সঙ্গ করে না অর্থাৎ সর্বদা একান্তে থাকে।

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ।। ১৯ ।।

পদ — তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ। মৌনী। সন্তুষ্টঃ। যেন। কেনচিৎ।
অনিকেতঃ। স্থিরমতিঃ। ভক্তিমান্। মে। প্রিয়ঃ। নরঃ।

পদার্থ – (**তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ**) যিনি নিন্দা স্তুতিতে সমান থাকে (**মৌনীঃ**) নিজের বাণীতে দণ্ড রাখে অর্থাৎ আবশ্যকতায় কথা বলে (**সন্তুষ্টঃ, যেন, কেনচিৎ**) যা কিছু তাঁর প্রারব্ধ অনুসারে প্রাপ্ত করে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে (**অনিকেতঃ**) কোনো ঘরে থাকে না, যিনি (**স্থিরমতিঃ**) দৃঢ় নিশ্চয়কারী (**ভক্তিমান্, মে, প্রিয়ঃ, নরঃ**) সেই ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয়।

সরলার্থ – যিনি নিন্দা স্তুতিতে সমান থাকে, নিজের বাণীতে দণ্ড রাখে অর্থাৎ আবশ্যকতায় কথা বলে, যা কিছু তাঁর প্রারব্ধ অনুসারে প্রাপ্ত করে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কোনো ঘরে থাকে না, যিনি দৃঢ় নিশ্চয়কারী, সেই ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয়।

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ।। ২০ ।।

পদ — যে। তু। ধর্ম্যামৃতং। ইদং। যথা। উক্তং। পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানাঃ। মৎপরমাঃ। ভক্তাঃ। তে। অতীব। মে। প্রিয়ঃ।

পদার্থ – (**ইদং, ধর্ম্যামৃতং**) এই ধর্মপূর্বক অমৃতকে যা (**যথা, উক্তং**) পূর্বে বর্ণন করা হয়েছে (**যে**) যে ব্যক্তি (**পর্যুপাসতে**) অনুষ্ঠান করেন, পুনরায় তিনি কিরকম (**শ্রদ্দধানাঃ**) শ্রদ্ধাযুক্ত তথা (**মৎপরমাঃ**) পরমাত্মপরায়ণ (**ভক্তাঃ, তে**) সেই ভক্ত (**অতীব, মে, প্রিয়াঃ**) পরমাত্মার অত্যন্ত প্রিয়।

সরলার্থ – এই ধর্মপূর্বক অমৃতকে যা পূর্বে বর্ণন করা হয়েছে, যে ব্যক্তি অনুষ্ঠান করেন, পুনরায় তিনি কিরকম? শ্রদ্ধাযুক্ত তথা পরমাত্মপরায়ণ, সেই ভক্ত পরমাত্মার অত্যন্ত

~~~~~~

প্রিয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে সন্ন্যাসধর্মের উপদেশ করেছে অর্থাৎ ১২ নং শ্লোকে যে নিষ্কামকর্মের ফল শান্তি কথন করা হয়েছইল সেই শান্তিকে আট শ্লোকে বর্ণন করেছে। সেই শান্তির নাম ধর্মামৃত = মোক্ষধর্ম। এই মোক্ষধর্মের এই শ্লোকাষ্টকে বর্ণন করা হয়েছে। এই উপদেশ বর্ণচতুষ্টয়ের জন্য নয় কিন্তু চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর জন্য। সম্প্রজ্ঞাত তথা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রসঙ্গে এই উপদেশ গ্রন্থকার এখানে প্রসঙ্গ সংগতিতে বর্ণন করেছে। এই উপদেশে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখার যোগ্য যে, যেইসব আধুনিক বেদান্তিগণ এইরূপ বলে যে, সন্ন্যাসীর জন্য কোনো বিশেষ কর্তব্য থাকে না তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যায়। এখানে কৃষ্ণজী এর খণ্ডন করে এই শ্লোকে স্পষ্ট রীতিতে এই বর্ণন করেছে যে, সর্বথা নিরপেক্ষ হয়েও সন্ন্যাসী পরমাত্মার ভক্ত হয়ে থাকে। এই অভিপ্রায় থেকে প্রায় সব শ্লোকের অন্তে "**যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ**" এই কথন করা হয়েছে অর্থাৎ এই প্রকার ভক্ত যাঁরা রয়েছে, তাঁরা পরমাত্মার প্রিয়। আর এখানেই নয় "**প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ**" [গীতা ৭/১৭] ইত্যাদি শ্লোকেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি আমার প্রিয়। আধুনিক বেদান্তিদের মতানুকূল এই ধর্ম্যামৃতের সঙ্গতি তখন প্রযুক্ত হয় যখন প্রত্যেক শ্লোকের অন্তে ভক্তির স্থানে জীবকে ব্রহ্মভাবের উপদেশ করা হয়েছে কিন্তু এইরকমটা নয়। এই "ষটক" মধ্যে পরমাত্মার বিভূতি এবং তাঁর ধ্যানকর্তা যোগেশ্বরের সেই পরমাত্মার উপাস্য উপাসকভাব সম্বন্ধ নিরূপণ করা হয়েছে।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

৷৷ ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়া দ্বিতীয়ং ষটকং সমাপ্তম্ ৷৷
~~~~~~

ওওম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

শ্রীমদ্ভগবদগীতায়া তৃতীয়ং ষটকং

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগঃ]

সঙ্গতি – প্রথম "ষটক" মধ্যে জীবাত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করে অর্জুনের শোক মোহাদির নিবৃত্তি করেছে আবার মধ্যম "ষটক" মধ্যে পরমাত্মার বিভূতি এবং তাঁর ধ্যানকর্তা যোগেশ্বরের সাথে তাঁর সম্বন্ধ নিরূপণ করেছে। এখন তৃতীয় "ষটক" মধ্যে জীব, ঈশ্বর, প্রকৃতি এই তিনটির গুণ তথা পার্থক্যের বর্ণনা স্পষ্ট রীতিতে করা হয়েছে। এবং জীব তথা প্রকৃতির সম্বন্ধে যে চার বর্ণ এবং চার আশ্রম রয়েছে সেগুলোর ধর্মেরও এই ষটেক বিশেষ বর্ণনা রয়েছে। মায়াবাদীদের মতে এই "ষটক" এর সঙ্গতি পূর্বের দুই ষটক থেকে এই প্রকার যে, তাঁদের মতে প্রথম ষটেক "ত্বং" পদার্থ অর্থাৎ জীবের নিরূপণ, মধ্যম ষটেক "তৎ" পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরূপণ এবং এই তৃতীয় ষটেক তৎ ও ত্বং পদার্থের অভেদরূপ মহাবাক্যের অর্থকে নিরূপণ করা হয়েছে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের একতা এই "ষটক" মধ্যে বিশেষ বর্ণন করা হয়েছে।

গীতার পূর্বোত্তর দেখার মাধ্যমে তাঁদের এই সঙ্গতি অসঙ্গত প্রতীত হয়। কেননা যদি জীব ব্রহ্মের একতাকে এই ষটক প্রতিপাদন করতো তো জীবকে ব্রহ্মবোধনকারী বাক্য এর মধ্যে অবশ্যই হতো, আমরা দৃঢ়তা পূর্বক বলছি যে, জীবকে ব্রহ্ম বোধনকারী বাক্য এর মধ্যে একটিও নেই।

ননু – "**ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত**" [গীতা ১৩/২] এই শ্লোকে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে ক্ষেত্র বলেছে, এর থেকে পাওয়া যায় যে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে ব্রহ্মভাবের উপদেশ করা হয়েছে তথা "**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ**" [গীতা ১৫/৭] এর মধ্যে জীবকে নিজের অংশ বর্ণন করেছে এবং অংশ অংশীর পার্থক্য পাওয়া যায়। তাহলে ইহা কিভাবে বলা যায় যে, এই "ষটক" জীব ব্রহ্মের একতাকে বর্ণন করে না ? **উত্তর** – যদি নিজেই নিজেকে ক্ষেত্রজ্ঞ করার মাধ্যমে এখানে জীব ব্রহ্মের একতা হয়ে যায় তো "**অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ**" [গীতা ৯/২৪] এবং "**ভূতানামস্মি চেতনা**" [গীতা ১০/২২] ইত্যাদি শ্লোকে জীব ব্রহ্মের একতা কেন নেই ? যদি এইরূপ বলে যে, এই বাক্যে তো পরমাত্মা নিজের বিভূতি বর্ণন করেছে, এইজন্য পরমাত্মাকে সর্বোপরি বোধন করায় এই বাক্যের তাৎপর্য রয়েছে। তো উত্তর এই যে, এই ক্ষেত্রজ্ঞাধ্যায়েও পরমাত্মাই নিজেই নিজেকে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং তিনি জীবকে নিজের অংশ বর্ণন করেছে, এই প্রকার এখানেও পরমাত্মার মহত্ত্বের বর্ণন রয়েছে, জীবকে ব্রহ্ম কথন করা হয়নি। যেরূপ তাঁদের মতানুকূল "**তত্ত্বমসি**" বাক্যে জীবকে ব্রহ্মভাবের উপদেশ করা হয়েছে। যদি এইরূপ বলে যে, যখন জীবকে পরমাত্মার অংশ বর্ণন করে দিলেন তো

~~~~~~

তাহলে জীব ব্রহ্মের একতায় ন্যূনতাই কেন থাকবে ? এর উত্তর এই যে, অংশ বর্ণন করার তাৎপর্য পরমাত্মা থেকে বিভক্ত হয়ে জীবের অংশ হওয়ার নয় কিন্তু তাঁর একদেশী হওয়ায় অংশ বলা হয়েছে। যেরূপ "**পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি**" [যজুর্বেদ ৩১/৩] এই মন্ত্রে সকল ভূতকে পরমাত্মার একদেশী হওয়ায় অংশরূপ বর্ণন করা হয়েছে। এই অংশ বোধক বাক্য জীব ব্রহ্মের একতাকে বিধান করে না বরং তাঁর একদেশে হওয়ায় অংশরূপ জীবকে বিধান করে। মায়াবাদীদের অংশ-অংশী ভাবের দ্বারা বিশেষ খণ্ডন যাঁরা দেখতে চায় তাঁরা "**কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা**" [ব্র০ সূ০ ২/১/২৬] এই সূত্রের ভাষ্য তথা অংশাধিকরণ **বেদান্তর্য্যভাষ্য**" মধ্যে দেখে নিবেন। এখানে আমরা বিস্তারের ভয়ে লিখছি না। এবং পূর্বোত্তর বিচার করার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মায়াবাদীগণ তিন ষটেকর সঙ্গতি মায়াবাদে সংযুক্ত করার জন্য মায়ামাত্র থেকে রচনা করে। প্রথমের দুই ষটক তৎ ও ত্বং পদের বর্ণন করে এবং এই "ষটক" সেই দুইয়ের পার্থক্যের বর্ণন করে। এই কথন সর্বদা বিপরীত, কেননা প্রকৃতি এবং জীবের ভেদ, জীব ঈশ্বরের ভেদ, জীবের সাত্ত্বিক, রাজস, তামসাদি স্বভাব, চার বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, ইত্যাদি পার্থকের অনেক কথন এই ষটক বর্ণন করে। সত্য তো এটা যে, যেমন তেমন ভাবে জীব ব্রহ্মের একতার করেছে তাঁরা এবং মধ্যম ষটেক তো এই কথা বলতে পারে কিন্তু এখানে জীব ব্রহ্মের একতার গন্ধমাত্রও নেই তাহলে এই ষটককে জীব ব্রহ্মের একতাকে বোধক কিভাবে বলে ? কিন্তু বিচার করুন এই ষটককে যদি জীব ব্রহ্মের একতার বোধক না বলতো তো মধ্যম ষটেক বর্ণন করা একতাকে এই ষটক নিবৃত্ত করে দিত। এইজন্য তাঁরা একে জীব ব্রহ্মের একতার ভাণ্ডার মান্য করেছে। অস্তু, এই ছয় অধ্যায়ের সত্যার্থ থেকে জ্ঞাত হয়ে যাবে যে, এই "ষটক" এর তত্ত্ব কি, দেখুন —

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ।। ১ ।।

পদ — ইদং। শরীরং। কৌন্তেয়। ক্ষেত্রং। ইতি। অভিধীয়তে।
এতৎ। যঃ। বেত্তি। তং। প্রাহুঃ। ক্ষেত্রজ্ঞঃ। ইতি। তদ্বিদঃ।

পদার্থ – (**কৌন্তেয়**) হে অর্জুন (**ইদং, শরীরং**) এই প্রকৃতিরূপ শরীর (**ক্ষেত্রং, ইতি,**
~~~~~~

অভিধীয়তে) ক্ষেত্র নামে কথন করা হয়েছে **(এতৎ, যঃ, বেত্তি)** একে যিনি জানেন **(তং)** তাঁকে **(ক্ষেত্রজ্ঞঃ)** ক্ষেত্রজ্ঞ নামে **(তদ্বিদঃ, প্রাহুঃ)** জ্ঞাত ব্যক্তি কথন করেন।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! এই প্রকৃতিরূপ শরীর ক্ষেত্র নামে কথন করা হয়েছে। একে যিনি জানেন তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে জ্ঞাত ব্যক্তি কথন করেন।

ভাষ্য – কৌন্তেয় = কুন্তীর পুত্র হওয়ায় অর্জুনকে সম্বোধন করেছে। ক্ষেত্র এর অর্থ এখানে প্রকৃতি। তা এই প্রকারের যে, যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাকে "ক্ষেত্র" বলে। কেননা ইহা ছিন্ন ভিন্ন হতে থাকে অর্থাৎ পরিণামী হওয়ায় একে ক্ষেত্র বলা হয়েছে এবং এর জ্ঞাতা হওয়ায় জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথন করা হয়েছে।

সং – এখন এই প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রের সর্বজ্ঞাতা পরমাত্মার বর্ণন করছে —

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ৷
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ৷৷ ২ ৷৷

পদ — ক্ষেত্রজ্ঞং। চ। অপি। মাং। বিদ্ধি। সর্বক্ষেত্রেষু। ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ। জ্ঞানং। যৎ। তৎ। জ্ঞানং। মতং। মম।

পদার্থ – হে ভারত ! **(সর্বক্ষেত্রেষু)** প্রকৃতির ব্রহ্মাণ্ডরূপ সকল ক্ষেত্রে **(ক্ষেত্রজ্ঞং, চ, অপি, মাং, বিদ্ধি)** ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকেই জানবে, কেননা **(ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ, যৎ, জ্ঞানং)** ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান **(তৎ, জ্ঞানং, মম, মতং)** সেই জ্ঞান আমার জ্ঞাত।

সরলার্থ – হে ভারত ! প্রকৃতির ব্রহ্মাণ্ডরূপ সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকেই জানবে, কেননা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমার জ্ঞাত।

ভাষ্য – এই শ্লোকে প্রকৃতির সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞাতা পরমাত্মা নিজেই নিজেকে কথন করেছে, এইজন্য এই শ্লোকে পরমাত্মার বর্ণন রয়েছে। মায়াবাদীদের মতানুসারে এই শ্লোকে কৃষ্ণজী জীব ব্রহ্মের একতার বর্ণন করেছে, তা এই প্রকার যে, ক্ষেত্রজ্ঞ নামক

জীবকে কৃষ্ণজী নিজেই নিজে বলেছেন তো এর অর্থ এই যে, জীবের জীবভাব যা অবিদ্যা থেকে কল্পিত রয়েছে তাকে ত্যাগকরে হে অর্জুন ! তুমি এই জীবকে পরমাত্মরূপ থেকে জানো অর্থাৎ অন্তঃকরণাদি সব উপাধি সমূহ থেকে রহিত জীবকে অসংসারী ব্রহ্মরূপ জানো এবং এই অর্থে উপনিষদের এই চারটি বাক্য প্রমাণ দিয়েছেন — "**অয়মাত্মা ব্রহ্ম**" [বৃহদা০ ২/৫/১৯] "**অহং ব্রহ্মাস্মি**" "**তত্ত্বমসি**" "**প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম**" [ঐত০ ৩/১/৩] (১) এই জীবাত্মা ব্রহ্ম (২) আমি ব্রহ্ম (৩) তুমি ব্রহ্ম (৪) এই আনন্দস্বরূপ প্রজ্ঞান নামযুক্ত জীব ব্রহ্ম। মায়াবাদীগণ উক্ত বাক্যের এইরূপ অর্থ করে। সারাংশ এই যে, মায়া থেকে কল্পনা করা এই প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্র রজ্জু সর্পের মতো তাঁদের মতে মিথ্যা। এই মিথ্যারূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম সত্য। এই প্রকার ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান রয়েছে তা তাঁদের মতে যথার্থ জ্ঞান। এইজন্য বলেছে যে "**যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম**" এই প্রকারের যে জ্ঞান রয়েছে তা পরমাত্মার যথার্থরূপ দ্বারা ইষ্ট। মায়াবাদীদের এই অর্থের গন্ধমাত্রও এই শ্লোকে পাওয়া যায় না। যদি এই শ্লোকে তাঁদের মান্য করা বাক্যের এই অর্থ হতো তো জীবকে ব্রহ্মরূপে গীতার কোনো না কেনো স্থানে ব্যাসজী অবশ্যই বর্ণন করতো কিন্তু এইরকম কোথাও কথন করে নি যে, এই জীব ব্রহ্ম। এবং তাঁদের মতে এই বাক্যের যে অর্থ করেছে তা সর্বথা অসঙ্গত। সত্যার্থ এই যে — (১) এই সর্বগত আত্মা ব্রহ্ম, এই বাক্যে আত্মা নাম পরমাত্মার (২) বামদেব পরমাত্মার সত্য সংকল্পাদি ধর্মকে ধারণ করে বলেছেন যে, আমি ব্রহ্ম (৩) ছান্দোগ্যে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলেছেন যে, তোমার সেই সত্যস্বরূপ রয়েছে যা মরে না (৪) ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ তথা আনন্দস্বরূপ। পূর্বোত্তর সঙ্গতি থেকে এর অর্থ "**বেদান্তর্য্যভাষ্য-ভূমিকা**" মধ্যে লিখেছি, তা এখানে লিখলে অধিক বিস্তার হতো এইজন্য এখানে লেখা হয়নি। সারাংশ এই যে, যদি মায়াবাদীদের মতানুকূল এই প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্র ব্রহ্মে রজ্জু সর্পের মতো কল্পিত হয় এবং জীব ব্রহ্মের একতাই এই শ্লোকের তত্ত্ব হতো তো চতুর্থ শ্লোকে গিয়ে এইরূপ বলা হয়েছে যে, আমার পূর্বে ঋষিগণ, বেদ তথা ব্রহ্মসূত্র এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপকে বিস্তারপূর্বক কথন করেছে। তো তাহলে সেই বিস্তাররূপ কথনে কল্পিতের কাহিনী এবং জীব ব্রহ্মের একতা অবশ্যই হতো কিন্তু বেদ ও ব্রহ্মসূত্রে জীব ব্রহ্মের একতা এবং কল্পিতের কাহিনীর গন্ধমাত্রও নেই। বরং পরমাত্মারকে জীবের উপাস্য কথন করা হয়েছে। যেরূপঃ

যন্মে ছিদ্রঞ্চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণন্বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু।
শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ।।

[যজুর্বেদ ৩৬/২]

অর্থ – হে পরমাত্মন্ ! আমার চক্ষু, হৃদয় এবং মনের যে ছিদ্র রয়েছে সেগুলো তুমি পূর্ণ করো। এই সম্পূর্ণ ভুবনের পতি যে তুমি রয়েছো, আমাদের জন্য কল্যাণকারী হও। ইত্যাদি মন্ত্রে পরমেশ্বরকে জীবের উপাস্যদেব কথন করেছে এবং এই অর্থকে (১) "**অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ**" [ব্র০ সূ০ ১/২/৩] (২) "**কর্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ**" [ব্র০ সূ০ ১/২/৪] (৩) "**শব্দবিশেষাৎ**" [ব্র০ সূ০ ১/২/৫] (৪) "**স্মৃতেশ্চ**" [ব্র০ সূ০ ১/২/৫] মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে যে — (১) জীব কখনো ব্রহ্ম হতে পারে না (২) ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক (৩) জীব ব্রহ্মের কথনকারী শব্দেরও ভেদ রয়েছে (৪) স্মৃতি দ্বারাও জীব ব্রহ্মের ভেদ পাওয়া যায়। ইত্যাদি বেদ এবং ব্রহ্মসূত্রে জীব ব্রহ্মের পার্থক্য স্পষ্ট রয়েছে। তাহলে তাঁদের জীব ব্রহ্মের একতার কথা বিস্তারপূর্বক বেদ এবং ব্রহ্মসূত্রে কোথায় ? এবং এই কথা কোথায় যে, সেই প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্র কল্পিত। যদি এই ক্ষেত্র কল্পিত হতো তো এর এই প্রকার পার্থক্যরূপে বর্ণন কেন করা হতো ? ভেদরূপ থেকে বর্ণন করার কারণে সিদ্ধ হয় যে, উভয়ই এক নয়।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যনশ্চ যৎ ৷
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ৷৷ ৩ ৷৷

পদ — তৎ। ক্ষেত্রং। যৎ। চ। যাদৃক্। চ। যদ্বিকারি। যতঃ। চ। যৎ।
সঃ। চ। যঃ। যৎপ্রভাবঃ। চ। তৎ। সমাসেন। মে। শৃণু।

পদার্থ – (**যঃ**) যে (**তৎ, ক্ষেত্রং**) সেই প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্র (**যৎ, চ**) যেরূপ (**যাদৃক্, চ**) যেই স্বভাবযুক্ত (**যদ্বিকারি**) যে যে বিকারযুক্ত (**চ**) এবং (**যতঃ, যৎ**) যে যে কারণে উৎপন্ন হয় (**সঃ, চ**) সেই ক্ষেত্রজ্ঞ (**যৎপ্রভাবঃ**) যেরূপ প্রভাবযুক্ত (**তৎ**) সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ (**সমাসেন**) সংক্ষেপে (**মে**) আমার কাছে (**শৃণু**) শ্রবণ করো।

সরলার্থ – সেই প্রকৃতিরূপ যে ক্ষেত্র যেরূপ, যে স্বভাবযুক্ত, যে যে বিকারযুক্ত, এবং যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ প্রভাবযুক্ত, সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ সংক্ষেপে আমার কাছে শ্রবণ করো।

ভাষ্য – এই শ্লোকে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণন করার জন্য উপক্রম

করেছে।

সং – ননু, তুমি যে বলছো আমার কাছে থেকে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপের বর্ণন সংক্ষেপে শোনো, তো তোমার পূর্বে কেউ এর বিস্তারপূর্বক বর্ণন করেছে ? উত্তর —

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ।। ৪ ।।

পদ — ঋষিভিঃ। বহুধা। গীতং। ছন্দোভিঃ। বিবিধৈঃ। পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ। চ। এব। হেতুমদ্ভিঃ। বিনিশ্চিতৈঃ।

পদার্থ – (**ঋষিভিঃ**) ঋষিগণ (**বহুধা**) বহু প্রকারে (**গীতং**) বর্ণন করেছেন (**বিবিধৈঃ, ছন্দোভিঃ**) ঋগ্ তথা যজুরাদি বেদে (**পৃথক**) পৃথক পৃথক ভাবে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য বর্ণনা রয়েছে (**চ**) এবং (**ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ**) ব্রহ্মসূত্রের পদেও এর বর্ণন করেছে, সেই ব্রহ্মসূত্র কিরকম (**হেতুমদ্ভিঃ**) যুক্তিযুক্ত এবং (**বিনিশ্চিতৈঃ**) নিশ্চিত অর্থযুক্ত।

সরলার্থ – ঋষিগণ বহু প্রকারে বর্ণন করেছেন। ঋগ্ তথা যজুরাদি বেদে পৃথক পৃথক ভাবে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য বর্ণনা রয়েছে এবং ব্রহ্মসূত্রের পদেও এর বর্ণন করেছে, সেই ব্রহ্মসূত্র কিরকম ? যুক্তিযুক্ত এবং নিশ্চিত অর্থযুক্ত।

ভাষ্য – প্রকৃতি, প্রকৃতির কার্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার ঋষিগণ, বেদ এবং ব্রহ্মসূত্রে বিস্তারপূর্বক বর্ণন করা হয়েছে। যেরূপঃ "**যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্**" [বৃহদা০ ৩/৭/৩] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যে শরীররূপ ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। পুরুষসুক্তাদিতেও বেদ বর্ণন করেছে তথা বেদান্তশাস্ত্রের প্রকৃত্যধিকরণ এবং প্রয়োজনবত্ত্বাদি অধিকরণে ব্রহ্মসূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার বিস্তারপূর্বক বর্ণন করা হয়েছে যে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ সর্বথা সত্য, কদাপি মিথ্যা নয়।

সং – এখন ক্ষেত্রের স্বরূপান্তর্গত এই মহাভূতাদি বিশ্ববর্গের বর্ণনা করছে —

~~~~~~

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ৷
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ৷৷ ৫ ৷৷

পদ — মহাভূতানি। অহঙ্কারঃ। বুদ্ধিঃ। অব্যক্তং। এব। চ।
ইন্দ্রিয়াণি। দশ। একং। চ। পঞ্চ। চ। ইন্দ্রিয়গোচরাঃ।

পদার্থ – (**মহাভূতানি**) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চ মহাভূত (**অহঙ্কারঃ**) অহংকার (**বুদ্ধিঃ**) তথা অহংকারের কারণ মহত্ত্বরূপ বুদ্ধি (**অব্যক্তং**) প্রকৃতি (**ইন্দ্রিয়াণি, দশ, একং, চ**) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয় (**পঞ্চ, চ, ইন্দ্রিয়গোচরাঃ**) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং...।

সরলার্থ – পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চ মহাভূত, অহংকার তথা অহংকারের কারণ মহত্ত্বরূপ বুদ্ধি, প্রকৃতি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং...।

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ৷
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ৷৷ ৬ ৷৷

পদ — ইচ্ছা। দ্বেষঃ। সুখং। দুঃখং। সংঘাতঃ। চেতনা। ধৃতিঃ।
এতৎ। ক্ষেত্রং। সমাসেন। সবিকারং। উদাহৃতং।

পদার্থ – (**ইচ্ছা**) অনুকূল পদার্থের প্রাপ্তির সংকল্প (**দ্বেষঃ**) প্রতিকূল পদার্থে অপ্রিয় বুদ্ধি (**সুখং**) যা নিজে নিজের অনুকূল প্রতীত হয় (**দুঃখং**) যা নিজে নিজের প্রতিকূল প্রতীত হয়, পঞ্চতত্ত্বের মিশ্রণ এই যে শরীর তার নাম "সংঘাত", বিচারকারী শক্তির নাম "চেতনা" এবং ব্যাকুল হওয়ার পর চিত্তকে দৃঢ়তা প্রদানকারী শক্তির নাম "ধৃতি" (**এতৎ, ক্ষেত্রং**) এই ক্ষেত্র (**সবিকারং**) বিকারের সহিত (**সমাসেন**) সংক্ষেপে (**উদাহৃতং**) বর্ণন করা হয়েছে।

সরলার্থ – অনুকূল পদার্থের প্রাপ্তির সংকল্প, প্রতিকূল পদার্থে অপ্রিয় বুদ্ধি, যা নিজে
~~~~~~

~~~~~~

নিজের অনুকূল প্রতীত হয়, যা নিজে নিজের প্রতিকূল প্রতীত হয়, পঞ্চতত্ত্বের মিশ্রণ এই যে শরীর তার নাম "সংঘাত", বিচারকারী শক্তির নাম "চেতনা" এবং ব্যাকুল হওয়ার পর চিত্তকে দৃঢ়তা প্রদানকারী শক্তির নাম "ধৃতি", এই ক্ষেত্র বিকারের সহিত সংক্ষেপে বর্ণন করা হয়েছে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্র নিজ কার্যের সহিত বর্ণন করা হয়েছে। এটা সাংখ্য শাস্ত্রের প্রক্রিয়া, এরমধ্যে কোনো মিথ্যাভূত বস্তুর নাম প্রকৃতি নয় বরং জগতের কারণের নাম "প্রকৃতি"। মায়াবাদীগণ এর অর্থ মিথ্যাভূত মায়ার করেন। যদি এখানে মায়ার অর্থ হতো তো এর মিথ্যাপনে গ্রন্থকার অবশ্যই কিছু বলতেন, কিন্তু এখানে তো "**সবিকারমুদাহৃতং**" এই বিশেষণ দিয়ে প্রকৃতির কার্যকে বিকারী এবং প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রকে পরিণামী নিত্য মান্য করেছে। তাঁদের মতে মায়া নিত্য নয়, এটাই এই ক্ষেত্ররূপ প্রকৃতি এবং তাঁদের মায়ার বৃহৎ পার্থক্য।

সং – এখন ক্ষেত্র = প্রকৃতির প্রতিপাদনানন্তর ক্ষেত্রজ্ঞ = জীবের প্রতিপাদন করার জন্য অগ্রিম পাঁচ শ্লোকে তাঁর সদ্গুণ কথন করেছে —

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ৷
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ৷৷ ৭ ৷৷

পদ — অমানিত্বং। অদম্ভিত্বং। অহিংসা। ক্ষান্তিঃ। আর্জবং।
আচার্যোপাসনং। শৌচং। স্থৈর্যং। আত্মবিনিগ্রহঃ।

পদার্থ – (**অমানিত্বং**) অভিমান না করা (**অদম্ভিত্বং**) দম্ভ না করা [লোভের বশীভূত হয়ে অপগুণ সমূহকে লুকিয়ে সদ্গুণ দ্বারা প্রকট করার নাম দম্ভ] (**অহিংসা**) হিংসা না করা (**ক্ষান্তিঃ**) শান্তি অব্যাহত রাখা (**আর্জবং**) কারোর সহিত ছল না করা (**আচার্যোপাসনং**) গুরুর সেবা করা (**শৌচং**) পবিত্রতা বজায় রাখা (**স্থৈর্যং**) দৃঢ়তা রাখা (**আত্মবিনিগ্রহঃ**) মনকে খারাপ বাসনাসমূহ থেকে রুদ্ধ করে রাখা।

সরলার্থ – অভিমান না করা, দম্ভ না করা, হিংসা না করা, শান্তি অব্যাহত রাখা, কারোর
~~~~~~

সহিত ছল না করা, গুরুর সেবা করা, পবিত্রতা বজায় রাখা, দৃঢ়তা রাখা, মনকে খারাপ বাসনাসমূহ থেকে রুদ্ধ করে রাখা।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ।। ৮ ।।

পদ — ইন্দ্রিয়ার্থেষু। বৈরাগ্যং। অনহঙ্কারঃ। এব। চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং।

পদার্থ – **(ইন্দ্রিয়ার্থেষু, বৈরাগ্যং)** ইন্দ্রিয়ের অর্থ-শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে ইচ্ছা না রাখা **(অনহংকারঃ)** অহংকার না করা **(চ)** এবং **(জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং)** জন্ম, মৃত্যু, জরা = বৃদ্ধাবস্থা, ব্যাধি = রোগ, দুঃখ, এগুলোতে দোষানুদর্শনং অর্থাৎ দোষ দেখবে।

সরলার্থ – ইন্দ্রিয়ের অর্থ-শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে ইচ্ছা না রাখা; অহংকার না করা এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা = বৃদ্ধাবস্থা, ব্যাধি = রোগ, দুঃখ, এগুলোতে দোষানুদর্শনং অর্থাৎ দোষ দেখা।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ।। ৯ ।।

পদ — অসক্তিঃ। অনভিষ্বঙ্গঃ। পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং। চ। সমচিত্তত্বং। ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।

পদার্থ – **(পুত্রদারগৃহাদিষু)** পুত্র, স্ত্রী, গৃহ আদি পদার্থে **(অসক্তিঃ)** আসক্ত না হওয়া **(অনভিষ্বঙ্গঃ)** এগুলোতে মমতা না করা **(ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু)** ইষ্ট-অনুকূল, অনুষ্ট প্রতিকূল, এর প্রাপ্তিতে **(নিত্যং, চ, সমচিত্তত্বং)** সর্বদা একরস অর্থাৎ সমভাব থাকা।

সরলার্থ – পুত্র, স্ত্রী, গৃহ আদি পদার্থে আসক্ত না হওয়া, এগুলোতে মমতা না করা, ইষ্ট-অনুকূল, অনুষ্ট প্রতিকূল, এর প্রাপ্তিতে সর্বদা একরস অর্থাৎ সমভাব থাকা।

~~~~~~

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ৷
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — ময়ি। চ। অনন্যযোগেন। ভক্তিঃ। অব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বং। অরতিঃ। জনসংসদি।

পদার্থ – (**অনন্যযোগেন**) একমাত্র পরমাত্মায় যুক্ত হয়ে (**ময়ি**) আমাতে (**অব্যভিচারিণী, ভক্তিঃ**) অন্যের মধ্যে না হওয়া ভক্তি করা (**চ**) এবং (**বিবিক্তদেশসেবিত্বং**) একান্ত স্থানে থাকা (**জনসংসদি**) জনসমাগমে (**অরতিঃ**) প্রীতি না রাখা।

সরলার্থ – একমাত্র পরমাত্মায় যুক্ত হয়ে আমাতে অন্যের মধ্যে না হওয়া ভক্তি করা এবং একান্ত স্থানে থাকা জনসমাগমে প্রীতি না রাখা।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ৷
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ৷৷ ১১ ৷৷

পদ — অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতৎ। জ্ঞানং। ইতি। প্রোক্তং। অজ্ঞানং। যৎ। অতঃ। অন্যথা।

পদার্থ – (**অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং**) আত্মোন্নতি বিষয়ক জ্ঞানে সর্বদা প্রবৃত থাকা (**তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্**) তত্ত্বজ্ঞানের জন্য পুনঃপুন শাস্ত্রের অভ্যাস করা (**এতৎ, জ্ঞানং, ইতি, প্রোক্তং**) ইহাই জ্ঞান কথন করা হয়েছে (**যৎ**) যা (**অতঃ, অন্যথা**) এগুলো থেকে ভিন্ন তা (**অজ্ঞানং**) অজ্ঞান।

সরলার্থ – আত্মোন্নতি বিষয়ক জ্ঞানে সর্বদা প্রবৃত থাকা, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য পুনঃপুন শাস্ত্রের অভ্যাস করা, ইহাই জ্ঞান কথন করা হয়েছে। যা এগুলো থেকে ভিন্ন তা অজ্ঞান।

ভাষ্য – এইব শ্লোকে জীবের জ্ঞানপ্রদ গুণের কথন করা হয়েছে এবং এগুলো থেকে ভিন্ন
~~~~~~

মানিত্ব, দম্ভিত্ব, হিংসাদি সব আত্মজ্ঞানের বিরোধী হওয়ায় অজ্ঞানপ্রদ বলা হয়েছে। এই গুণের মধ্যে "**তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্**" ইত্যাদি গুণকে মায়াবাদীগণ জীব ব্রহ্মের একতায় প্রয়োগ করে। তাঁদের মতে "আমি ব্রহ্ম" ইহাই তত্ত্বজ্ঞান এবং বাকী সব মিথ্যাজ্ঞান। কিন্তু গীতার কর্ত্তা ব্যাসজীর তাৎপর্য এরূপ নয়, ব্যাসজী উক্ত বিশ (২০) প্রকার সাধনকে যা অমানিত্ব থেকে শুরু করে তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত কথন করা হয়েছে, তা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বর্ণিত হয়েছে।

সং – এখন সেই জ্ঞেয় পদার্থ "ব্রহ্ম" পরবর্তী ৬ শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে —

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ৷
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ৷৷ ১২ ৷৷

পদ — জ্ঞেয়ং। যৎ। তৎ। প্রবক্ষ্যামি। যৎ। জ্ঞাত্বা। অমৃতং। অশ্নুতে।
অনাদিমৎ। পরং। ব্রহ্ম। ন। সৎ। তৎ। ন। অসৎ। উচ্যতে।

পদার্থ – (**যৎ, জ্ঞেয়ং, তৎ, প্রবক্ষ্যামি**) যা জানার যোগ্য তা আমি কথন করছি (**যৎ, জ্ঞাত্বা**) যাঁকে জেনে (**অমৃতং, অশ্নুতে**) জীব অমৃতকে ভোগ করে (**পরং, ব্রহ্ম**) তিনি পরমব্রহ্ম (**অনাদিমৎ**) অনাদি (**ন, তৎ, সৎ, ন, অসৎ, উচ্যতে**) তাঁকে না সৎ বলা যায় এবং না অসৎ বলা যায়।

সরলার্থ – যা জানার যোগ্য তা আমি কথন করছি, যাঁকে জেনে জীব অমৃতকে ভোগ করে, তিনি পরমব্রহ্ম, তিনি অনাদি, তাঁকে না সৎ বলা যায় এবং না অসৎ বলা যায়।

ভাষ্য – "অমৃত" শব্দের অর্থ এখানে মুক্তির, উক্ত ব্রহ্মের জ্ঞান থেকে ব্যক্তি মুক্তিকে লাভ করে। সংসারে স্থূল কারণ "সৎ" এবং কার্যকারণ "অসৎ" বলা হয়, এই উভয় অবস্থা থেকে রহিত হওয়ার কারণে ব্রহ্মকে সৎ এবং অসৎ থেকে ভিন্ন কথন করা হয়েছে।

সং – ননু, যখন তিনি সৎ-অসৎ উভয়ই নন অর্থাৎ সর্বথা নির্বিশেষ তো তাহলে তাঁকে

~~~~~~

কিভাবে জানা যেতে পারে ? উত্তর —

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।। ১৩ ।।

পদ — সর্বতঃ । পাণিপাদং । তৎ । সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং ।
সর্বতঃ । শ্রুতিমৎ । লোকে । সর্বং । আবৃত্য । তিষ্ঠতি ।

পদার্থ – **(তৎ)** সেই ব্রহ্ম **(সর্বতঃ, পাণিপাদং)** সকল দিকে হস্তপদাদি শক্তিযুক্ত **(সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং)** সকল দিকে চক্ষু, মস্তক এবং মুখবিশিষ্ট **(সর্বতঃ, শ্রুতিমৎ)** সকল দিকে শ্রবণ শক্তিযুক্ত এবং **(লোকে, সর্বং, আবৃত্য, তিষ্ঠতি)** তিনি এই সংসারে সকলকে ব্যাপ্ত করে স্থিত আছেন।

সরলার্থ – সেই ব্রহ্ম সকল দিকে হস্তপদাদি শক্তিযুক্ত, সকল দিকে চক্ষু, মস্তক এবং মুখবিশিষ্ট, সকল দিকে শ্রবণ শক্তিযুক্ত এবং তিনি এই সংসারে সকলকে ব্যাপ্ত করে স্থিত আছেন।

ভাষ্য – এই শ্লোকে বর্ণিত অঙ্গের এই অর্থ নয় যে, তিনি সমস্ত হস্তপাদাদি অবয়বযুক্ত। যদি এই অর্থ হতো তো "**অপাণিপাদঃ**" [শ্বে০ ৩/১৯] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্য থেকে বিরুদ্ধ হতো। এই বিরোধকে পরিহার করার জন্য স্বামী রামানুজ এর এই অর্থ করেছেন যে "**সর্বতশ্চচতুরাদিকার্যকৃৎ**" = তিনি সকল দিকে চক্ষু আদির কার্যকে করতে পারেন। এই প্রকার সর্বত্র শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তিনি অভাববৎ নির্বিশেষ নয় কিন্তু নিজের গুণের দ্বারা সবিশেষ। মায়াবাদীদের মতে হস্তপদাদি অবয়বযুক্ত হয়েও নির্গুণ এই প্রকারে হতে পারে যে, তাঁদের মতে রজ্জু সর্পের মতো তাঁর মধ্যে হস্তপদাদি অবয়ব কল্পিত। এইজন্য সেই কল্পিত অবয়ব দ্বারা অধিষ্ঠানভূত জ্ঞেয় ব্রহ্মের কোনো হানি নেই। কিন্তু এই অর্থ যদি এই শ্লোকের হতো তো নিম্নলিখিত শ্লোকে নির্গুণ সগুনের বিরোধ এই প্রকার নির্মূল করা হতো না। যেরূপ —

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
~~~~~~

~~~~~~

অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ৷৷ ১৪ ৷৷

পদ — সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং। সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং। সর্বভৃৎ। চ। এব। নির্গুণং। গুণভোক্তৃ। চ।

পদার্থ – (**সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং**) সেই ব্রহ্ম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণের দ্বারা জ্ঞাতব্য (**সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্**) তিনি স্বয়ং সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে রহিত (**অসক্তং**) সমস্ত বন্ধন থেকে রহিত (**সর্বভূৎ**) সকলকে ধারণকারী (**নির্গুণং**) নির্গুণ (**চ**) এবং (**গুণভোক্তৃ**) সকল গুণের ভোক্তা।

সরলার্থ – সেই ব্রহ্ম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণের দ্বারা জ্ঞাতব্য, তিনি স্বয়ং সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে রহিত, সমস্ত বন্ধন থেকে রহিত, সকলকে ধারণকারী, নির্গুণ এবং সকল গুণের ভোক্তা।

ভাষ্য – নির্গুণ তথা সগুণের পার্থক্য এখানে এই প্রকারে নির্মূল করেছে যে, সেই পরমাত্মা স্বয়ং নির্গুণ এবং এই সমস্ত প্রাকৃত জগতের ধারণ করায় গুণকে উপলব্ধ করে, এইজন্য ভোক্তা কথন করা হয়েছে, বাস্তবে তিনি ভোক্তা নন। অদ্বৈতবাদীদের মতে এর এই অর্থ হয় যে, দেহ ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে তদাত্ম্যাভ্যাস দ্বারা তিনি জীবভাবকে প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত এবং ভোক্তা হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যথার্থ ব্রহ্ম, ভোক্তা নন। এই মিথ্যাবাদের অর্থ যদি এই শ্লোকে হতো তো অগ্রিম শ্লোকে এরূপ বলা হতো না যে —

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ৷
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — বহিঃ। অন্তঃ। চ। ভূতানাং। অচরং। চরং। এব। চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ। তৎ। অবিজ্ঞেয়ং। দূরস্থং। চ। অন্তিকে। চ। তৎ।

পদার্থ – (**ভূতানাং**) সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সকল প্রাণীর (**বহিঃ**) বাহিরে (**চ**) এবং (**অন্তঃ**) ভেতরে (**অচরং, চরং, এব, চ**) তিনি স্থির এবং চলমানও (**সূক্ষ্মত্বাৎ, তৎ, অবিজ্ঞেয়ং**) সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয় (**দূরস্থং**) দূরে (**চ**) এবং (**অন্তিকে, চ, তৎ**) জ্ঞানের দ্বারা
~~~~~~

উপলব্ধ হওয়ার কারণে নিকটে।

সরলার্থ – সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সকল প্রাণীর বাহিরে এবং ভেতরে, তিনি স্থির এবং চলমানও, সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয়, দূরে এবং জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধ হওয়ার কারণে নিকটে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে রজ্জু সর্পের মতো ব্রহ্মের গুণকে কল্পিত মনে করে তাঁকে নির্গুণ সিদ্ধ করা হয়নি বরং ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব দ্বারা বাহিরে এবং ভেতরে কথন করা হয়েছে। নির্বিকার হওয়ায় অচল, উৎপত্তি-স্থিতি আদি ক্রিয়ার কর্তা হওয়ায় চলমান। সূক্ষ্ম হওয়ায় দুর্বিজ্ঞেয়, জ্ঞানচক্ষু রহিত ব্যক্তির থেকে দূরে এবং জ্ঞানচক্ষু যুক্তের জন্য সমীপে কথন করা হয়েছে। এই প্রকারের বিরোধ পরিহার শ্রুতি-স্মৃতিতে তখনি করা হয়েছে যখন সেই ব্রহ্মের গুণ রজ্জুসর্পের সমান কল্পিত নয়, তাহলে সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম কিরকম —

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ।। ১৬ ।।

পদ — অবিভক্তং। চ। ভূতেষু। বিভক্তং। ইব। চ। স্থিতং।
ভূতভর্তৃ। চ। তৎ। জ্ঞেয়ং। গ্রসিষ্ণু। প্রভবিষ্ণু। চ।

পদার্থ – **(ভূতেষু, অবিভক্তং)** ভূতদের মধ্যে অবিভক্ত অর্থাৎ বিভাগ প্রাপ্ত নয় **(চ)** এবং **(বিভক্তং, ইব, স্থিতং)** বিভক্তের সমান প্রতীত হয় **(ভূতভর্তৃ, চ, তৎ, জ্ঞেয়ং)** তিনি সকল ভূতের স্বামী **(গ্রসিষ্ণু)** সকলের লয়কারী **(চ)** এবং **(প্রভবিষ্ণু)** সকলের উৎপত্তিকারী।

সরলার্থ – ভূতদের মধ্যে অবিভক্ত অর্থাৎ বিভাগ প্রাপ্ত নয় এবং বিভক্তের সমান প্রতীত হয়, তিনি সকল ভূতের স্বামী, সকলের লয়কারী এবং সকলের উৎপত্তিকারী।

ভাষ্য – অদ্বৈতবাদীগণ এর অর্থ এইরূপ করে যে, যেরূপে একই আকাশ ঘট মঠাদি উপাধি থেকে ভিন্ন হয়েও ঘটাকাশ এবং মঠাকাশ বলা হয়। এই প্রকার সেই ব্রহ্মই সমস্ত দেহে প্রবিষ্ট হয়ে “**বিভক্তমিব চ স্থিতম্**” = বিভক্তের সমান প্রতীত হয়। বাস্তবে তিনি

বিভক্ত হন না কিন্তু। মহাকাশের সমান একই। এই অর্থ করা মায়াবাদীদের সর্বথা ত্রুটি রয়েছে। কেননা সেই শুদ্ধব্রহ্ম অজ্ঞানরূপ উপাধিতে আবদ্ধ হন না, যদি তিনি এঁদের মতানুকূল অজ্ঞানরূপ উপাধিতে এসেই জীব হতো তো এরূপ বলা হতো না যে —

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ৷
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ৷৷ ১৭ ৷৷

পদ — জ্যোতিষাং। অপি। তৎ। জ্যোতিঃ। তমসঃ। পরং। উচ্যতে।
জ্ঞানং। জ্ঞেয়ং। জ্ঞানগম্যং। হৃদি। সর্বস্য। ধিষ্ঠিতং।

পদার্থ – **(জ্যোতিষাং, অপি, তৎ, জ্যোতিঃ)** সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি **(তমসঃ, পরং, উচ্যতে)** অজ্ঞানরূপ তম থেকে উর্ধ্বে বলা হয় **(জ্ঞানং)** জ্ঞানস্বরূপ **(জ্ঞানগম্যং, জ্ঞেয়ং)** জ্ঞান দ্বারা জানার যোগ্য জ্ঞেয় এবং **(হৃদি, সর্বস্য, ধিষ্ঠিতং)** সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত।

সরলার্থ – সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি, অজ্ঞানরূপ তম থেকে উর্ধ্বে বলা হয়, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান দ্বারা জানার যোগ্য জ্ঞেয় এবং সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত।

ভাষ্য – এই শ্লোকে স্পষ্ট রীতিতে বর্ণন করেছে যে, ব্রহ্ম কোনো উপাধিতে আবদ্ধ হয়ে জীব হন না, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ এবং অজ্ঞানান্ধকারের উর্ধ্বে।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয় চোক্তং সমাসতঃ ৷
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ৷৷ ১৮ ৷৷

পদ — ইতি। ক্ষেত্রং। তথা। জ্ঞানং। জ্ঞেয়ং। চ। উক্তং। সনাসতঃ।
মদ্ভক্তঃ। এতৎ। বিজ্ঞায়। মদ্ভাবায়। উপপদ্যতে।

পদার্থ – **(ইতি, ক্ষেত্রং, তথা, জ্ঞানং)** এই ক্ষেত্র তথা জ্ঞান **(চ)** এবং **(জ্ঞেয়ং)** জানার যোগ্য ব্রহ্ম **(সমাসতঃ)** সংক্ষেপে **(উক্তং)** কথন করা হয়েছে **(এতৎ, বিজ্ঞায়)** এঁকে

~~~~~~

জেনে **(মদ্ভক্তঃ)** আমার ভক্ত **(মদ্ভাবায়)** আমার ভাবকে **(উপপদ্যতে)** প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – এই ক্ষেত্র তথা জ্ঞান এবং জানার যোগ্য ব্রহ্ম সংক্ষেপে কথন করা হয়েছে। এঁকে জেনে আমার ভক্ত আমার ভাবকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – **"মদ্ভাবায়োপপদ্যতে"** এর অর্থ মায়াবাদীগণ এইরূপ করে যে, সেই জীব ব্রহ্ম হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে এর অর্থ এই যে, ক্ষেত্র = প্রকৃতি এবং জ্ঞেয় = ব্রহ্ম উভয়ের পূর্ণ জ্ঞানকে উপলব্ধ করে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সত্য-সঙ্কল্পাদি ব্রহ্মের ধর্মকে ধারণ করে মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়।

সং – ননু, যদি জ্ঞেয় ব্রহ্ম কৃষ্ণের থেকে ভিন্ন হতো তো তিনি **"মদ্ভাবায়োপপদ্যতে"** এরূপ কদাপি বলতো না বরং **"তদ্ভাবায়োপপদ্যতে"'** = সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মের ভাবকে প্রাপ্ত হয়, এরূপ বলতো। এর থেকে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণই পরমেশ্বর তথা তাঁরই অংশ ভূলে জীব হয়েছে এবং একমাত্র চেতনে এই সব প্রাকৃত ধর্ম রজ্জুসর্পের সমান কল্পিত। এই সন্দেহের নিবৃত্তির জন্য এখন প্রকৃতি, পুরুষ তথা পরমাত্মা এই তিনকে অনাদি বর্ণন করা হয়েছে —

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ।। ১৯ ।।

পদ — প্রকৃতিং। পুরুষং। চ। এব। বিদ্ধি। অনাদি। উভৌ। অপি।
বিকারান্। চ। গুণান্। চ। এব। বিদ্ধি। প্রকৃতিসম্ভবান্।

পদার্থ – **(প্রকৃতিং, পুরুষং, চ, এব)** প্রকৃতি তথা জীবাত্মা **(উভৌ, অপি)** এই উভয়কেই **(অনাদি, বিদ্ধি)** অনাদি জানবে **(বিকারান্, চ, গুণান্, চ, এব)** পরিণামাদি বিকার এবং সত্ত্বাদি গুণ এগুলোও **(প্রকৃতিসম্ভবান্)** প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে **(বিদ্ধি)** জানবে।

সরলার্থ – প্রকৃতি তথা জীবাত্মা এই উভয়কেই অনাদি জানবে। পরিণামাদি বিকার এবং সত্ত্বাদি গুণ এগুলোও প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে জানবে।
~~~~~~

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ৷
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ৷৷ ২০ ৷৷

পদ — কার্যকারণকর্তৃত্বে। হেতুঃ। প্রকৃতিঃ। উচ্যতে।
পুরুষঃ। সুখদুঃখানাং। ভোক্তৃত্বে। হেতুঃ। উচ্যতে।

পদার্থ – **(কার্যকারণকর্তৃত্বে)** কার্য = এই শরীর রূপ কার্য, কারণ = মন সহিত ইন্দ্রিয়বর্গ, এদের কর্তৃত্ব করায় **(প্রকৃতিঃ, হেতুঃ, উচ্যতে)** প্রকৃতি উপাদান কারণ কথন করা হয়েছে। এবং **(পুরুষঃ)** জীবাত্মা **(সুখদুঃখানাং)** সুখ দুঃখের **(ভোক্তৃত্বে)** ভোগ করায় **(হেতুঃ, উচ্যতে)** কারণ কথন করা হয়েছে।

সরলার্থ – কার্য = এই শরীর রূপ কার্য, কারণ = মন সহিত ইন্দ্রিয়বর্গ, এদের কর্তৃত্ব করায় প্রকৃতি উপাদানকারণ কথন করা হয়েছে। এবং জীবাত্মা সুখ দুঃখের ভোগ করায় কারণ কথন করা হয়েছে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্গুণান্ ৷
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদস্যোনিজন্মসু ৷৷ ২১ ৷৷

পদ — পুরুষঃ। প্রকৃতিস্থঃ। হি। ভুঙ্ক্তে। প্রকৃতিজান্। গুণান্।
কারণং। গুণসঙ্গঃ। অস্য। সদস্যোনিজন্মসু।

পদার্থ – **(পুরুষঃ, প্রকৃতিস্থঃ)** প্রকৃতিতে স্থির হওয়া এই জীবরূপ পুরুষ **(হি)** নিশ্চিত রূপে **(প্রকৃতিজান্, গুণান্)** প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হওয়া গুণকে **(ভুঙ্ক্তে)** ভোগ করে **(অস্য, গুণসঙ্গঃ)** এই জীবাত্মার প্রকৃতির গুণের সহিত যে সম্বন্ধ রয়েছে তা **(সদস্যোনিজন্মসু)** উঁচু-নিচু যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হওয়ার **(কারণং)** কারন।

সরলার্থ – প্রকৃতিতে স্থির হওয়া এই জীবরূপ পুরুষ নিশ্চিত রূপে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হওয়া গুণকে ভোগ করে। এই জীবাত্মার প্রকৃতির গুণের সহিত যে সম্বন্ধ রয়েছে তা উঁচু-নিচু যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হওয়ার কারণ।

ভাষ্য – প্রকৃতির অর্থ এখানে মায়াবাদীগণ মায়ার করেছে এবং **"গুণসঙ্গঃ"** এর অর্থ সেই মায়ার গুণে আবদ্ধ হয়ে যে অধ্যাস [মিথ্যা জ্ঞান] হয় যে, এটা আমি, এটা আমার, এই অধ্যাসই জীবের জন্মের কারণ এবং সেই অধ্যাস থেকে রহিত ব্যক্তিই তাঁদের মতে পরমেশ্বর। তাঁদের অধ্যাসবাদের এই অর্থ যদি গীতায় হতো তো না জীবকে অনাদি বলা হতো আর না প্রকৃতিকে অনাদি বলা হতো। কেননা তাঁদের মতে জীব অধ্যাস [মিথ্যা জ্ঞান] থেকে উৎপন্ন হয় এইজন্য অনাদি নয়। এবং মায়াও স্বরূপের অজ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় এইজন্য মায়াও অনাদি নয়। যদি তাঁদের অধ্যাসের দর্শন গীতায় হতো তো অনাদি পদার্থের কথন গীতায় কদাপি হতো না এবং না তো তৃতীয় অনাদি পদার্থ যা পরমাত্মা, তাঁকে সকলের স্বামী কথন করা হতো। যেরূপ —

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্পুরুষঃ পরঃ ।। ২২ ।।

পদ — উপদ্রষ্টা। অনুমন্তা। চ। ভর্ত্তা। ভোক্তা। মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মা। ইতি। চ। অপি। উক্তঃ। দেহে। অস্মিন্। পুরুষঃ। পরঃ।

পদার্থ – (**উপদ্রষ্টা**) সাক্ষী (**অনুমন্তা**) জীবকৃত কর্মের শুভাশুভ ফলের দাতা (**ভর্ত্তা**) সব জীবকে তাঁর কর্মানুসার ফল দিয়ে ভরণপোষণকারী (**ভোক্তা**) একমাত্র নিজ আনন্দস্বরূপের অনুভব কর্তা (**মহেশ্বরঃ**) সব থেকে বৃহৎ সামর্থ্যযুক্ত (**পরমাত্মা**) পরমেশ্বর (**অস্মিন্, দেহপ**) এই দেহে (**পরঃ, পুরুষঃ, উক্তঃ**) পরম পুরুষও কথন করা হয়েছে।

সরলার্থ – সাক্ষী জীবকৃত কর্মের শুভাশুভ ফলের দাতা, সব জীবকে তাঁর কর্মানুসার ফল দিয়ে ভরণপোষণ কারী, একমাত্র নিজ আনন্দস্বরূপের অনুভব কর্তা সব থেকে বৃহৎ সামর্থ্যযুক্ত পরমেশ্বর এই দেহে পরম পুরুষও কথন করা হয়েছে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে স্পষ্ট রীতিতে জীব এবং প্রকৃতি থেকে পরমাত্মা ভিন্ন বর্ণনা করেছে। এর থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে ঈশ্বর মান্য করা যদি যথার্থ হতো তো এই ক্ষেত্রজ্ঞাধ্যায়ে জ্ঞেয় ব্রহ্মকে নিজের থেকে ভিন্ন বর্ণনা করতো না আর না

~~~~~~

তো প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান থেকে মোক্ষ মানতো। যেরূপ নিম্নের শ্লোকে বর্ণন করেছে যে —

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

পদ — যঃ। এবং। বেত্তি। পুরুষং। প্রকৃতিং। চ। গুণৈঃ। সহ।
সর্বথা। বর্তমানঃ। অপি। ন। সঃ। ভূয়ঃ। অভিজায়তে।

পদার্থ – (**যঃ, এবং, পুরুষং**) যিনি এই প্রকার পরমাত্মপুরুষকে (**চ**) এবং (**গুণৈঃ, সহ**) গুণের সহিত (**প্রকৃতিং, বেত্তি**) প্রকৃতিকে জানেন (**সঃ**) তিনি (**সর্বথা, বর্তমানঃ, অপি**) সর্বদা সংসারে থেকেও (**ভূয়ঃ**) পুনরায় (**ন, অভিজায়তে**) কর্মফল ভোগের জন্য জন্ম ধারণ করে না।

সরলার্থ – যিনি এই প্রকার পরমাত্মপুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্বদা সংসারে থেকেও পুনরায় কর্মফল ভোগের জন্য জন্ম ধারণ করে না।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই কথন করা হয়েছে যে, পরমাত্মাকে উপলব্ধকারী ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হওয়ার অনন্তর জন্ম নেয় না বরং মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়।

সং – এখন পরমাত্মার জ্ঞানের প্রকার কথন করেছে —

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥

পদ — ধ্যানেন। আত্মনি। পশ্যন্তি। কেচিৎ। আত্মনং। আত্মনা।
অন্যে। সাংখ্যেন। যোগেন। কর্মযোগেন। চ। অপরে।

পদার্থ – (**কেচিৎ**) অনেক ব্যক্তি (**ধ্যানেন, আত্মনি, পশ্যন্তি**) ধ্যান দ্বারা পরমাত্মাকে
~~~~~~

~~~~~~

দর্শন করে, কেউ (**আত্মনা**) সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সদ্বিবেক থেকে (**আত্মনং**) পরমাত্মাকে জ্ঞাত হন (**অন্যে, সাংখ্যেন, যোগেন**) কেউ বৈদিক বাক্যের শ্রবণ তথা সেগুলো যুক্তিপূর্বক মনন দ্বারা (**চ**) এবং (**কর্মযোগেন, অপরে**) কেউ নিষ্কামকর্ম দ্বারা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হন।

সরলার্থ – অনেক ব্যক্তি দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করে, কেউ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সদ্বিবেক থেকে পরমাত্মাকে জ্ঞাত হন, কেউ বৈদিক বাক্যের শ্রবণ তথা সেগুলো যুক্তিপূর্বক মনন দ্বারা এবং কেউ নিষ্কামকর্ম দ্বারা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হন।

সং – এখন মন্দ অধিকারীদের জন্য পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধন কথন করছে —

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ।। ২৫ ।।

পদ — অন্যে। তু। এবং। অজানন্তঃ। শ্রুত্বা। অন্যেভ্যঃ। উপাসতে।
তে। অপি। চ। অতিতরন্তি। এব। মৃত্যুঃ। শ্রুতিপরায়ণাঃ।

পদার্থ – (**অন্যে, তু, এবং, অজানন্তঃ**) অন্যরা উক্ত প্রকারের শ্রবণ, মননাদিকে না জেনে (**অন্যেভ্যঃ, শ্রুত্বা**) অন্যের থেকে শ্রবণ করে (**উপাসতে**) পরমাত্মার উপাসনা করে (**তে অপি**) তাঁরাও (**মৃত্যুং**) এই মৃত্যুরূপ সংসার সাগরকে (**অতিতরন্তি, এব**) অতিক্রম করে। তাহলে তাঁরা কিরকম (**শ্রুতিপরায়ণাঃ**) বৈদিক মার্গকে আশ্রয়কারী।

সরলার্থ – অন্যরা উক্ত প্রকারের শ্রবণ, মননাদিকে না জেনে অন্যের থেকে শ্রবণ করে পরমাত্মার উপাসনা করে তিনি তাঁরাও এই মৃত্যুরূপ সংসার সাগরকে অতিক্রম করে। তাহলে তাঁরা কিরকম ? বৈদিক মার্গকে আশ্রয়কারী।

ভাষ্য – এই শ্লোকে মন্দ অধিকারী যাঁরা শ্রবণ, মনন দ্বারা পরমাত্মাকে জানতে পারে না তাঁদের জন্য পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধন কথন করা হয়েছে অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম, মন্দ তিন প্রকারের অধিকারীদেরকে পরমাত্মার প্রাপ্তি কথন করেছে। কেবল ধ্যান দ্বারা উত্তম অধিকারীদেরকে তথা শ্রবণ, মনন দ্বারা মধ্যম অধিকারীদেরকে এবং উক্ত উভয় সাধনে
~~~~~~

যিনি অসমর্থ সেই অধিকারীদের জন্য "**শ্রুতিপরায়ণাঃ**" বলে কেবল বৈদিকমার্গের শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমাত্মার প্রাপ্তি কথন করেছে। সারাংশ এই যে, মন্দ থেকে মন্দ অধিকারীকেও কোনো প্রতীকাদি মার্গদ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি কথন করে নি এবং না তো জীব ব্রহ্মের একতা দ্বারা কারোর পরমাত্মপ্রাপ্তি কথন করেছে।

সং – এখন এই চর অচর জগতের উৎপত্তির কারণ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ বর্ণন করছে —

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ।। ২৬ ।।

পদ — যাবৎ। সংজায়তে। কিঞ্চিৎ। সত্ত্বং। স্থাবর। জঙ্গমং।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ। সংযোগাৎ। তৎ। বিদ্ধি। ভরতর্ষভ।

পদার্থ – **(ভরতর্ষভ)** হে ভরতকূলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! **(যাবৎ)** যত **(স্তাবর, জঙ্গমং, সত্ত্বং, কিঞ্চিৎ, সংজায়তে)** স্থাবর, জঙ্গম আদি যা কিছু চরাচর যেকোনো পদার্থ উৎপন্ন হয় তা **(ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ)** পরমাত্মা এবং প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে **(তৎ, বিদ্ধি)** উৎপন্ন হয়েছে, এরূপ জানবে।

সরলার্থ – হে ভরতকূলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! স্থাবর, জঙ্গম আদি যা কিছু চরাচর যেকোনো পদার্থ উৎপন্ন হয় তা পরমাত্মা এবং প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এরূপ জানবে।

ভাষ্য – মায়াবাদীগণ এর এই অর্থ করে যে, সংসারে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তা ক্ষেত্র = অনির্বচনীয় অবিদ্যা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ = পরমাত্মা, এই দুইয়ের যে মিথ্যাজ্ঞান থেকে তাদাত্ম্যাধ্যাস রয়েছে তার থেকে সমস্ত সংসার উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রজ্ঞাধ্যায়ে কোনো স্থানেও ক্ষেত্র এর অর্থ মায়া বা অবিদ্যা নয়। এইজন্য তাঁদের এই অবিদ্যক অর্থ সর্বথা নির্মূল।

সং – এখন এই প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে পরমাত্মার নিত্যতা বর্ণন করছে —

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।। ২৭ ।।

পদ — সমং। সর্বেষু। ভূতেষু। তিষ্ঠন্তং। পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎসু। অবিনশ্যন্তং। যঃ। পশ্যতি। সঃ। পশ্যতি।

পদার্থ – (**সর্বেষু, ভূতেষু**) সব প্রাণীদের মধ্যে (**সমং, তিষ্ঠন্তং, পরমেশ্বরং**) একরস থেকে পরমাত্মাকে (**যঃ, পশ্যতি**) যিনি জানেন (**সঃ, পশ্যতি**) তিনি সঠিক জানেন, সেই পরমাত্মা কেমন (**বিনশ্যৎসু, অবিনশ্যন্তং**) যিনি এই সব নাশবান্ পদার্থের নাশ হওয়ার পরও অবিনাশী স্থির থাকেন।

সরলার্থ – সব প্রাণীদের মধ্যে একরস থেকে পরমাত্মাকে যিনি জানেন তিনি সঠিক জানেন, সেই পরমাত্মা কেমন ? যিনি এই সব নাশবান্ পদার্থের নাশ হওয়ার পরও অবিনাশী স্থির থাকেন।

সং – এখন পরমাত্মার এই যথার্থজ্ঞানের ফল কথন করছে —

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ।। ২৮ ।।

পদ — সমং। পশ্যন্। সর্বত্র। সমবস্থিতং। ঈশ্বরং।
ন। হিনস্তি। আত্মনা। আত্মানং। ততঃ। যাতি। পরাং। গতিং।

পদার্থ – (**সর্বত্র, সমবস্থিতং, ঈশ্বরং**) সর্বত্র একরস পরমাত্মাকে (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**সমং, পশ্যন্**) একরস দর্শনকারী ব্যক্তি (**আত্মনা**) নিজে নিজের দ্বারা (**আত্মানং**) নিজেই নিজেকে (**ন, হিনস্তি**) হনন করে না (**ততঃ**) এই যথার্থ জ্ঞানের অনন্তর (**পরাং, গতিং**) মুক্তিকে (**যাতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – সর্বত্র একরস পরমাত্মাকে নিশ্চিত রূপে একরস বদর্শনকারী ব্যক্তি নিজে

নিজের থেকে নিজেই নিজেকে হনন করে না। এই যথার্থ জ্ঞানের অনন্তর মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – নিজে নিজের থেকে নিজেকে হনন তাকে বলে যিনি মনুষ্যবর্গের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ ফলচতুষ্টয় দ্বারা ভ্রষ্ট হয়ে অধগতিকে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে সর্বগত দর্শন করেন তিনি তাঁর এই উত্তম জ্ঞান দ্বারা মন্দকর্মের কারণে নিজেই নিজের নাশ করেন না।

সং – ননু, কাউকে পরমাত্মা সুখী করলো কাউকে দুঃখী, কাউকে উঁচু এবং কাউকে নিচু, এরূপ বিষমদৃষ্টিযুক্ত পরমাত্মাকে একরস কিভাবে দেখা যেতে পারে ? উত্তর —

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ৷
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ৷৷ ২৯ ৷৷

পদ — প্রকৃত্যা। এব। চ। কর্মাণি। ক্রিয়মাণানি। সর্বশঃ।
যঃ। পশ্যতি। তথা। আত্মানং। অকর্তারং। সঃ। পশ্যতি।

পদার্থ – (**সর্বশঃ, কর্মাণি**) সকল প্রকারের কর্ম (**প্রকৃত্যা, এব, ক্রিয়মাণানি**) প্রকৃতি দ্বারা সম্পাদন করা হয় (**যঃ, পশ্যতি, তথা, আত্মনং**) যিনি এই প্রকার পরমাত্মাকে দেখেন (**অকর্তারং, সঃ, পশ্যতি**) তিনি তাঁকে [পরমাত্মাকে] অকর্তা দর্শন করেন।

সরলার্থ – সকল প্রকারের কর্ম প্রকৃতি দ্বারা সম্পাদন করা হয়। যিনি এই প্রকার পরমাত্মাকে দেখেন তিনি তাঁকে [পরমাত্মাকে] অকর্তা দর্শন করেন।

ভাষ্য – জীব কর্ম করায় স্বতন্ত্র হওয়ার কারণে জীব প্রকৃতি থেকে যে শুভাশুভ কর্ম করে সেই কর্মের ফল প্রদানকারী কেবল পরমাত্মা, এইজন্য তাঁর মধ্যে পূর্বোক্ত বিষমদৃষ্টির দোষ আসে না।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ৷

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ৷৷ ৩০ ৷৷

পদ — যদা। ভূতপৃথগভাবং। একস্থং। অনুপশ্যতি।
ততঃ। এব। চ। বিস্তারং। ব্রহ্ম। সম্পদ্যতে। তদা।

পদার্থ – (**যদা**) যখন (**ভূতপৃথগভাবং**) পৃথিবী আদি ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহকে (**একস্থং, অনুপশ্যতি**) এক পরমাত্মায় স্থিত দেখে এবং (**ততঃ, এব, চ, বিস্তারং**) সেই পরমাত্মা থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার দর্শন করে (**তদা**) তখন (**ব্রহ্ম, সম্পদ্যতে**) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যখন পৃথিবী আদি ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহকে এক পরমাত্মায় স্থিত দেখে এবং সেই পরমাত্মা থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার দর্শন করে তখন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এই যে, যিনি পৃথিবী আদি ভূতদের ভেদকে প্রলয়কালে একমাত্র পরমাত্মার আশ্রিত মান্য করে এবং পুনরায় উৎপত্তিকালে বিস্তার জানেন তিনি "**ব্রহ্ম সম্পদ্যতে**" = ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। অদ্বৈতবাদীগণ এর এই অর্থ করে যে, যেই প্রকার রজ্জুতে কল্পি সর্প রজ্জু থেকে ভিন্ন নয় এবং সুবর্ণের কুণ্ডলী সুবর্ণ থেকে ভিন্ন নয়, এই প্রকার সকল ভূতকে যিনি ব্রহ্মে কল্পিত মান্য করে তিনি "**ব্রহ্ম সম্পদ্যতে**" = ব্রহ্ম হয়ে যায়। তাঁদের এই অর্থ এখানে এইজন্য হতে পারে না যে, উক্ত শ্লোকে কল্পিত হওয়ার কথা কোথাও নেই এবং না তো ব্রহ্ম হওয়ার কথন রয়েছে কিন্তু ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়ার কথন রয়েছে। যেমনঃ কেউ এরূপ বললো যে "**দেবদত্তো গ্রামং সম্পদ্যতে**" এর এই অর্থ হয় যে, দেবদত্ত গ্রামকে প্রাপ্ত হয়, গ্রাম হয়ে যায় না। স্বামী রামানুজ এর এই অর্থ করেছেন যে "**ব্রহ্ম সম্পদ্যতে = অনবচ্ছিন্ন জ্ঞানৈকাকারমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ**" = অপরিমিত জ্ঞানধারী যে পরমাত্মা রয়েছে, তাঁকে জীব প্রাপ্ত হয় ইহা জ্ঞানগম্য প্রাপ্তি বলা হয় অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা তাঁকে উপলব্ধ করা।

সং – ননু, যখন তিনি সব প্রাণীর ভেতর স্থিত রয়েছপ তো তাহলে জীবের মতো পাপ পূণ্যের ভাগী কেন হন না ? এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নের তিন শ্লোক দ্বারা দেওয়া হয়েছে —

~~~~~~

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ৷
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ৷৷ ৩১ ৷৷

পদ — অনাদিত্বান্। নির্গুণত্বাৎ। পরমাত্মা। অয়ং। অব্যয়ঃ।
শরীরস্থঃ। অপি। কৌন্তেয়। ন। করোতি। ন। লিপ্যতে।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**অনাদিত্বান্, নির্গুণত্বাৎ**) অনাদি তথা নির্গুণ হওয়ায় (**অয়ং, অব্যয়ঃ**) এই নির্বিকার পরমাত্মা (**শরীরস্থঃ, অপি**) শরীরের ভেতর থেকেও (**ন, করোতি**) কিছু করে না এবং (**ন, লিপ্যতে**) না সঙ্গদোষকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! অনাদি তথা নির্গুণ হওয়ায় এই নির্বিকার পরমাত্মা শরীরের ভেতর থেকেও কিছু করে না এবং না সঙ্গদোষকে প্রাপ্ত হয়।

সং – ননু, তিনি কিভাবে সঙ্গদোষকে প্রাপ্ত হয় না ? উত্তর —

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ৷
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ৷৷ ৩২ ৷৷

পদ — যথা। সর্বগতং। সৌক্ষ্ম্যাৎ। আকাশং। ন। উপলিপ্যতে।
সর্বত্র। অবস্থিতঃ। দেহে। তথা। আত্মা। ন। উপলিপ্যতে।

পদার্থ – (**সৌক্ষ্ম্যাৎ**) সূক্ষ্ম হওয়ায় (**যথা**) যেরূপ (**সর্বগতং**) সর্বব্যাপক (**আকাশং**) আকাশ (**ন, উপলিপ্যতে**) সঙ্গদোষকে প্রাপ্ত হয় না (**তথা**) এই প্রকার (**আত্মা, সর্বত্র, দেহে, অবস্থিতঃ**) পরমাত্মা সমস্ত দেহে স্থিত হয়েও (**ন, উপলিপ্যতে**) সঙ্গদোষকে প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – সূক্ষ্ম হওয়ায় যেরূপ সর্বব্যাপক আকাশ সঙ্গদোষকে প্রাপ্ত হয় না এই প্রকার পরমাত্মা সমস্ত দেহে স্থিত হয়েও সঙ্গদোষকে প্রাপ্ত হয় না।
~~~~~~

~~~~~~

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ৷
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ৷৷ ৩৩ ৷৷

পদ — যথা। প্রকাশয়তি। একঃ। কৃৎস্নং। লোকং। ইমং। রবিঃ।
ক্ষেত্রং। ক্ষেত্রী। তথা। কৃৎস্নং। প্রকাশয়তি। ভারত।

পদার্থ – হে ভারত ! (**ইমং, কৃৎস্নং, লোকং**) এই সম্পূর্ণ সংসারকে (**যথা**) যেমন (**একঃ, রবিঃ, প্রকাশয়তি**) এক সূর্য প্রকাশ করে (**তথা**) এই প্রকার (**কৃৎস্নং, ক্ষেত্রং**) এই সম্পূর্ণ প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রকে (**ক্ষেত্রী**) ক্ষেত্রবান পরমাত্মা (**প্রকাশয়তি**) প্রকাশ করেন।

সরলার্থ – হে ভারত ! এই সম্পূর্ণ সংসারকে যেমন এক সূর্য প্রকাশ করে, এই প্রকার এই সম্পূর্ণ প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রকে ক্ষেত্রবান পরমাত্মা প্রকাশ করেন।

সং – এখন ক্ষেত্র তথা ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদজ্ঞানের মহত্ত্ব এবং কর্ম থেকে মুক্তির জ্ঞানের মহত্ত্ব বর্ণন করে এই অধ্যায়ের সমাপ্ত করেছে —

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ৷
ভূতপ্রকৃতি মোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ৷৷ ৩৪ ৷৷

পদ — ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ। এবং। অন্তরং। জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতি। মোক্ষং। চ। যে। বিদুঃ। যান্তি। তে। পরং।

পদার্থ – (**ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ**) ক্ষেত্র = প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ = পরমাত্মা, এই উভয়ের (**অন্তরল**) পার্থক্য এবং (**ভূতপ্রকৃতি, মোক্ষং**) জীবের প্রকৃতিরূপ স্বাভাবিক যে কর্ম তার মুক্তি অর্থাৎ কর্মের ত্যাগকে (**জ্ঞানচক্ষুষা**) জ্ঞানচক্ষু দ্বারা (**যে, বিদুঃ**) যিনি জানেন (**তে**) তিনি (**পরং**) পরমাত্মাকে (**যান্তি**) প্রাপ্ত হন।

সরলার্থ – ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ = পরমাত্মা, এই উভয়ের পার্থক্য এবং জীবের
~~~~~~

~~~~~~

প্রকৃতিরূপ স্বাভাবিক যে কর্ম তার মুক্তি অর্থাৎ কর্মের ত্যাগকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যিনি জানেন তিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

ভাষ্য – এই শ্লোকে ক্ষেত্র = প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ = পরমাত্মার ভেদজ্ঞান দ্বারা মুক্তির কথন করেছে। এর থেকে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, মায়াবাদীদের একত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ নয়, এবং ৩০ নং শ্লোকে তাঁরা যেরূপ অর্থ করেছিল যে, রজ্জু সর্পের সমান এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে কল্পিত মান্য করে যিনি জীব ব্রহ্মের একত্বকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই ভাবকে ব্যাসজী প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান প্রতিপাদন করে সর্বথা নির্মূল করে দিয়েছেন। এবং মায়াবাদীগণ "**ভূতপ্রকৃতি**" এর অর্থ অবিদ্যা করে "**ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং**" এর অর্থ অবিদ্যানশের করেছেন। ইহাও তাঁদের মতে ঘটে না। কেননা তাঁদের মতে সকল ভেদজ্ঞান অবিদ্যক। তাহলে সেই অবিদ্যক ভেদজ্ঞানকে রেখে তাঁদের অবিদ্যার নাশ কিভাবে বলতে পারে ? সারাংশ এই যে, তাঁদের মতে মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, এগুলো একই বস্তুর নাম এবং সেই অবিদ্যারূপ মায়ায় এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কল্পিত। এই অবিদ্যার অর্থে যদি এখানে "**ভূতপ্রকৃতি**" শব্দ বা প্রয়োগ হতো তো এই অধ্যায়ে প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য প্রতিপাদন করা হতো না, যাকে কোনো মায়াবাদী সহস্র যুক্তি/উক্তি দ্বারাও নির্মূল বা লুকাতে পারবে না, তাহলে "**ভূতপ্রকৃতি মোক্ষং**" এর অর্থ এই ভেদজ্ঞানের নাশক কিভাবে হতে পারে। অতএব এর সেই অর্থই সঠিক যে, প্রাণীদের মধ্যে স্বাভাবিক কর্ম করার প্রকৃতি রয়েছে তাকে নিষ্কামকর্ম দ্বারা যিনি মোক্ষ নামক ত্যাগ করেন তিনি পরমপদ মুক্তিকে প্রাপ্ত হন।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ
~~~~~~

ওতম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[প্রকৃতিগুণত্রয়বিভাগযোগোঃ]

সঙ্গতি – পূর্ব অধ্যায়ে প্রকৃতি, পুরুষ তথা পরমাত্মার পার্থক্য বর্ণনা করে "**কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু**" [গীতা ১৩/২১] এই বাক্য থেকে প্রকৃতির গুণের সঙ্গে জীবের জন্মের হেতু বর্ণনা করা হয়েছে। এখন কিপ্রকারে প্রকৃতির গুণ বন্ধনের হেতু [কারণ] হয় এবং সেগুলো থেকে পুরুষ [ব্যক্তি/জীবাত্মা] কিভাবে বাঁচতে পারে এই বিষয়কে বিস্তারপূর্বক বর্ণন করার জন্য এই অধ্যায়ের প্রারম্ভ করে প্রথম দুই শ্লোকে এই জ্ঞানের মহত্ত্বের বর্ণনা করছে —

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ৷
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ৷৷ ১ ৷৷

পদ — পরং। ভূয়ঃ। প্রবক্ষ্যামি। জ্ঞানানাং। জ্ঞানং। উত্তনং।
যৎ। জ্ঞাত্বা। মুনয়ঃ। সর্বে। পরাং। সিদ্ধিং। ইতঃ। গতাঃ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**জ্ঞানানাং**) যা সব জ্ঞানের মধ্যে (**উত্তমং, জ্ঞানং**) উত্তম জ্ঞান (**পরং**) পরম শ্রেষ্ঠ তা (**ভূয়ঃ, প্রবক্ষ্যামি**) পুনরায় তোমাকে উপদেশ করছি (**যৎ, জ্ঞাত্বা**) যাকে জেনে (**সর্বে, মুনয়ঃ**) সকল মুনি (**ইতঃ**) এর দ্বারা (**পরাং, সিদ্ধি**) মুক্তিকে (**গতাঃ**) প্রাপ্ত হয়েছে।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যা সব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান, পরম শ্রেষ্ঠ তা পুনরায় তোমাকে উপদেশ করছি। যাকে জেনে সকল মুনি এর দ্বারা মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়েছে।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ৷
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ৷৷ ২ ৷৷

পদ — ইদং। জ্ঞানং। উপাশ্রিত্য। মম। সাধর্ম্যং। আগতাঃ।
সর্গে। অপি। ন। উপজায়ন্তে। প্রলয়ে। ন। ব্যথন্তি। চ।

পদার্থ – (**ইদং, জ্ঞানং**) এই জ্ঞানকে (**উপাশ্রিত্য**) লাভ করে যিনি (**মম**) আমার

(সাধর্ম্যং) সমতুল্যতাকে **(আগতাঃ)** প্রাপ্ত হয়েছে **(সর্গে, অপি, ন, উপজায়ন্তে)** এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না **(চ)** এবং **(প্রলয়ে, ন, ব্যথন্তি)** না প্রলয় কালে দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – এই জ্ঞানকে লাভ করে যিনি আমার সমতুল্যতাকে প্রাপ্ত হয়েছে, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না এবং না প্রলয় কালে দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – **"সাধর্ম্য"** শব্দের অর্থ এখানে তদ্ধর্মতাপত্তির। পরমাত্মাকে পরমভক্তি দ্বারা তাঁর গুণকে নিজের মধ্যে ধারণ করাকে **"তদ্ধর্মতাপত্তির"** বলে। পরমাত্মা যেমন সত্যসঙ্কল্প তেমনি সত্যসঙ্কল্প হওয়া, তিনি যেমন নিষ্পাপ তেমনি নিষ্পাপ হওয়া এবং পাপ রহিত হওয়া, তিনি যেমন বিজ্ঞানী তেমনি বিজ্ঞানকে ধারণ করা, ইত্যাদি অনেক পরমাত্মার ধর্ম রয়েছে যেগুলো ধারণ করার মাধ্যমে তদ্ধর্মতাপত্তি বলা যায়। এই তদ্ধর্মতাপত্তিই বৈদিকমতে মুক্তি এবং একেই ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিও বলে। যেরূপ **"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে"** [ছান্দোগ্য০ ৮/১৫/১] ইত্যাদি বাক্যে বর্ণন করা হয়েছে, আর এরূপ বলা হয়েছে যে, পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না এবং দুঃখ প্রাপ্ত হয় না, এই কথন এই জ্ঞানের স্তুতির অভিপ্রায় থেকে বলা হয়েছে, বাস্তবে নয়। যদি এই কথন বাস্তবিক হতো তো ব্রহ্মলোকবাসীদের মুক্তি থেকে ফিরে আসা কৃষ্ণজী কেন কথন করেছে।

সং – এখন জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতিকে ঈশ্বরাধীন কথন করছে —

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ।। ৩ ।।

পদ — মম। যোনিঃ। মহদ্। ব্রহ্ম। তস্মিন্। গর্ভ। দধামি। অহং।
সম্ভবঃ। সর্বভূতানাং। ততঃ। ভবতি। ভারত।

পদার্থ – হে ভারত ! **(মম)** আমার অধীন **(যোনিঃ)** উপাদান কারণ **(মহদ্ ব্রহ্ম)** যে প্রকৃতি রয়েছে **(তস্মিন্)** তার মধ্যে **(অহং)** আমি **(গর্ভ, দধামি)** গর্ভকে ধারণ করাই

(ততঃ) এর দ্বারা **(সর্বভূতানাং)** সকল প্রাণীদের **(সম্ভবঃ, ভবতি)** উৎপত্তি হয়।

সরলার্থ – হে ভারত ! আমার অধীন উপাদান কারণ যে প্রকৃতি রয়েছে, তার মধ্যে আমি গর্ভকে ধারণ করাই। এর দ্বারা সকল প্রাণীদের উৎপত্তি হয়।

ভাষ্য – "**মহদ্ ব্রহ্ম**" এখানে প্রকৃতির নাম, তা এই প্রকারে যে, সকল কার্যসমূহ থেকে প্রকৃতি বড় হওয়ার কারণে "মহৎ" বলা হয়েছে, কার্যের বৃদ্ধির হেতু হওয়ায় "ব্রহ্ম" এবং মহৎ নাম মহত্ত্বের, তার বৃদ্ধির হেতু হওয়া প্রকৃতিকে "**মহদ্ ব্রহ্ম**" বলা হয়েছে। মায়াবাদীদের মতে এখানে "**মহদ্ ব্রহ্ম**" মায়ার নাম। তাঁদের মতে মায়া থেকেই ঈশ্বরের মধ্যে কর্তৃত্ব রয়েছে, বাস্তবে নেই। কিন্তু সেই মায়া তাঁদের মতে ব্রহ্মের অজ্ঞানই, কোনো ভিন্ন বস্তু নয়। এবং এখানে মহদ্ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি ব্রহ্ম থেকে বাস্তবে ভিন্ন কথন করা হয়েছে, এইজন্য এর অর্থ প্রকৃতি হবে, ব্রহ্ম নয়।

সং – এখন সেই প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণ দ্বারা নিমিত্তকারণরূপ পরমাত্মাকে ভিন্ন কথন করছে —

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ৷
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ৷৷ ৪ ৷৷

পদ — সর্বযোনিষু। কৌন্তেয়। মূর্ত্তয়ঃ। সম্ভবন্তি। যাঃ।
তাসাং। ব্রহ্ম। মহৎ। যোনিঃ। অহং। বীজপ্রদঃ। পিতা।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! **(সর্বযোনিষু)** সকল যোনির মধ্যে **(যাঃ, মূর্ত্তয়ঃ)** যে মূর্তিসমূহ **(সম্ভবন্তি)** উৎপন্ন হয় **(তাসাং)** সেগুলোর **(ব্রহ্ম, মহৎ, যোনিঃ)** প্রকৃতি উপাদান কারণ এবং **(অহং)** আমি **(বীজপ্রদঃ, পিতা)** বীজদাতা পিতা।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! সকল যোনির মধ্যে যে মূর্তিসমূহ উৎপন্ন হয় সেগুলোর প্রকৃতি উপাদান কারণ এবং আমি বীজদাতা পিতা।

~~~~~~

ভাষ্য – এই শ্লোকে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, একমাত্র প্রকৃতিই কারণ নয় বরং তার সাথে নিমিত্তকারণ পরমাত্মা দ্বারা সংসারের উৎপত্তি হয়, ইহাই বৈদিক সাংখ্য শাস্ত্রকারদের মত।

ননু – "**ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ**" [সাংখ্য০ ১/৯২] ইত্যাদি সূত্রে সাংখ্যকার ঈশ্বরকে মান্য করে নি ? **উত্তর** – সাংখ্য শাস্ত্রকার ঈশ্বরকে মান্য করে, যদি এই শাস্ত্র ঈশ্বরকে না মানতো তো "**সমাধি সুষুপ্তি মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা**" [সা০ ৫/১১৬] মধ্যে সমাধি, সুষুপ্তি এবং অচেতন অবস্থায় জীবের ব্রহ্মরূপতা কেন কথন করতো তথা "**স হি সর্ববিৎ সর্বকর্ত্তা**" [সা০ ৩/৫৬] ইত্যাদি সূত্রে সর্বজ্ঞ এবং সর্বকর্তা ঈশ্বরকে কেন মান্য করেছেন। আর উক্ত সূত্রে যে ঈশ্বরের অসিদ্ধি প্রদর্শিত হয়েছে তা অবৈদিক লোকেদের ঈশ্বরকে দেখানো হয়েছে। কেননা প্রত্যক্ষের এই লক্ষণে যে, তদাকার প্রতীতিযুক্ত বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তা প্রত্যক্ষ, এই লক্ষণ ঈশ্বরের মধ্যে না ঘটায় পূর্বপক্ষীগণ এই লক্ষণে অব্যপ্তি দোষ দিয়েছে যে, তোমাদের এই লক্ষণ ঈশ্বরের মধ্যে ঘটতে পারে না। কেননা তিনি নিত্য মুক্ত, তাঁর কোনো পদার্থের সাথে সম্বন্ধ বা তাঁর কোনো জ্ঞান হয় না। এই ভাবকে সিদ্ধান্তীগণ এইরূপে খণ্ডন করেছে যে "**ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ**" এইরকম ঈশ্বর আমাদের মতে অসিদ্ধি যা নামমাত্রের নিত্যমুক্ত এবং যাঁর কোনো পদার্থের সাথে সম্বন্ধ থাকে না, এইরূপ পাষাণ কল্প ঈশ্বর অবৈদিক লোকেরা মান্য করে, এই তাৎপর্য সূত্রাকারের। এইজন্য সাংখ্যদর্শনের উপর কেউ নিরীশ্বরবাদের দোষ যুক্ত করতে পারে না। বৈদিক সময় থেকে সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরকে মেনে আসছে। এইজন্য গীতায় ঈশ্বর মান্যকারী সাংখ্যের সিদ্ধান্তের উল্লেখ রয়েছে, যেরূপ উক্ত শ্লোকে প্রকৃতিকে উপাদানকারণ এবং পরমাত্মাকে নিমিত্তকারণ মানা হয়েছে।

সং – এখন এই উপাদানকারণ প্রকৃতির গুণ যেই প্রকার জীবের বন্ধনের কারণ হয় সেই কারণকে বর্ননা করছে —

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ৷
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ৷৷ ৫ ৷৷

পদ — সত্ত্বং। রজঃ। তমঃ। ইতি। গুণাঃ। প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
~~~~~~

নিবধ্নন্তি। মহাবাহো। দেহে। দেহিনং। অব্যয়ং।

পদার্থ – (**মহাবাহো**) হে বিশাল বাহুযুক্ত অর্জুন ! (**সত্ত্বং**) সত্ত্বগুণ (**রজঃ**) রজোগুণ (**তমঃ**) তমোগুণ (**ইতি, গুণাঃ**) এই গুণসমূহ (**প্রকৃতিসম্ভবাঃ**) প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় এবং (**অব্যয়ং, দেহিনং**) বিকার রহিত জীবাত্মাকে (**দেহে, নিবধ্নন্তি**) আবদ্ধ করে নেয়।

সরলার্থ – হে বিশাল বাহুযুক্ত অর্জুন ! সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ, এই গুণসমূহ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় এবং বিকার রহিত জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে নেয়।

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ন্ ৷
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ৷৷ ৬ ৷৷

পদ — তত্র। সত্ত্বং। নির্মলত্বাৎ। প্রকাশকং। অনাময়ং।
সুখসঙ্গেন। বধ্নাতি। জ্ঞানসঙ্গেন। চ। অনঘ।

পদার্থ – (**অনঘ**) হে নিষ্পাপ অর্জুন ! (**তত্র**) উক্ত তিন গুণের মধ্যে (**সত্ত্বং**) সত্ত্বগুণ (**নির্মলত্বাৎ**) নির্মল হওয়ায় (**প্রকাশকং**) প্রকাশক (**অনাময়ং**) দুঃখ থেকে রহিত তা (**সুখসঙ্গেন**) সুখের সঙ্গ দ্বারা (**বধ্নাতি**) জীবকে আবদ্ধ করে নেয় (**চ**) এবং (**জ্ঞানসঙ্গেন**) জ্ঞানের সঙ্গ থেকেও জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে নেয়।

সরলার্থ – হে নিষ্পাপ অর্জুন ! উক্ত তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ায় প্রকাশক, দুঃখ থেকে রহিত তা [সেই গুণ] সুখের সঙ্গ দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে নেয় এবং জ্ঞানের সঙ্গ থেকেও জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে নেয়।

ভাষ্য – যদিও সত্ত্বগুণ নির্মল এবং প্রকাশকারী তথাপি সুখ এবং জ্ঞানের সঙ্গ দ্বারা জীবের বন্ধনের কারণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অধিকতা হওয়ার কারণে জীবের দিব্য এবং অধিক জ্ঞানবান শরীর প্রাপ্ত হয়।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ৷

তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ।। ৭ ।।

**পদ — রজঃ। রাগাত্মকং। বিদ্ধি। তৃষ্ণা। সঙ্গসমুদ্ভবং।
তৎ। নিবধ্নাতি। কৌন্তেয়। কর্মসঙ্গেন। দেহিনং।**

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**রজঃ**) রজোগুণকে (**রাগাত্মকং, বিদ্ধি**) রাগযুক্ত জানবে (**তৃষ্ণা, সঙ্গসমুদ্ভবং**) ইহা তৃষ্ণার সঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয় এবং (**তৎ**) তা (**কর্মসঙ্গেন**) কর্মের সঙ্গ থেকে (**দেহিনং**) জীবাত্মাকে (**নিবধ্নাতি**) আবদ্ধ করে নেয়।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! রজোগুণকে রাগযুক্ত জানবে, ইহা তৃষ্ণার সঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয় এবং তা কর্মের সঙ্গ থেকে জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে নেয়।

**তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ।। ৮ ।।**

**পদ — তমঃ। তু। অজ্ঞানজং। বিদ্ধি। মোহনং। সর্বদেহিনাং।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ। তৎ। নিবধ্নাতি। ভারত।**

পদার্থ – হে ভারত ! (**তমঃ**) তমোগুণকে (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**অজ্ঞানজং**) অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন (**বিদ্ধি**) জানবে (**সর্বদেহিনাং**) ইহা সব প্রাণীদেরকে (**মোহনং**) মোহ প্রাপ্তকারী এবং (**প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ**) প্রমাদ = অবিবেক, আলস্য তথা নিদ্রা দ্বারা (**তৎ**) ইহা জীবদেরকে (**নিবধ্নাতি**) আবদ্ধ করে নেয়।

সরলার্থ – হে ভারত ! তমোগুণকে নিশ্চিত রূপে অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন জানবে। ইহা সব প্রাণীদেরকে মোহ প্রাপ্তকারী এবং প্রমাদ = অবিবেক, আলস্য তথা নিদ্রা দ্বারা ইহা জীবদেরকে আবদ্ধ করে নেয়।

ভাষ্য – এই প্রকার সত্ত্ব, রজো, তমো এই তিনটি গুণ জীবের প্রাকৃত বন্ধনের হেতু [কারণ]।

~~~~~~

সং – এখন যে-যে বিষয়ে যে-যে গুণ মুখ্য বন্ধনের হেতু সেগুলোর বর্ণন করছে —

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ৷
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ৷৷ ৯ ৷৷

পদ — সত্ত্বং। সুখে। সঞ্জয়তি। রজঃ। কর্মণি। ভারত।
জ্ঞানং। আবৃত্য। তু। তমঃ। প্রমাদে। সঞ্জয়তি। উত।

পদার্থ – হে ভারত ! (**সত্ত্বং**) সত্ত্বগুণ (**সুখে, সঞ্জয়তি**) সুখে যুক্ত করে (**রজঃ**) রজোগুণ (**কর্মণি**) কর্মে এবং (**তমঃ**) তমোগুণ (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**জ্ঞানং, আবৃত্য**) জ্ঞানকে আবৃত করে (**প্রমাদে, সঞ্জয়তি**) প্রমাদে যুক্ত করে "**উত**" শব্দ এখানে অপি এর অর্থে অর্থাৎ প্রমাদেও যুক্ত করে এবং নিদ্রা আলস্যাদিতেও আবদ্ধ করে।

সরলার্থ – হে ভারত ! সত্ত্বগুণ সুখে যুক্ত করে, রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ নিশ্চিত রূপে জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদে যুক্ত করে "**উত**" শব্দ এখানে অপি এর অর্থে অর্থাৎ প্রমাদেও যুক্ত করে এবং নিদ্রা আলস্যাদিতেও আবদ্ধ করে।

সং – ননু, প্রাণীদের শরীর তিন গুণের হয়, তাহলে এক-এক গুণ তাঁকে উক্ত বিষয়ে কিভাবে যুক্ত করে ? উত্তর —

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ৷
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — রজঃ। তমঃ। চ। অভিভূয়। সত্ত্বং। ভবতি। ভারত।
রজঃ। সত্ত্বং। তমঃ। চ। এব। তমঃ। সত্ত্বং। রজঃ। তথা।

পদার্থ – হে ভারত ! (**সত্ত্বং**) সত্ত্বগুণ (**রজঃ**) রজোগুণ (**চ**) এবং (**তমঃ**) তমোগুণকে দাবিয়ে (**ভবতি**) প্রধান হয়ে যায় (**চ**) আর (**রজঃ**) রজোগুণ (**সত্ত্বং**) সত্ত্বগুণ তথা (**তমঃ**) তমোগুণকে দাবিয়ে অধিক হয়ে যায় (**তথা**) এই প্রকার (**এব**) নিশ্চিত রূপে
~~~~~~

(তমঃ) তমোগুণ সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণকে দাবিয়ে অধিক হয়।

সরলার্থ – হে ভারত ! সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণকে দাবিয়ে প্রধান হয়ে যায় আর রজোগুণ, সত্ত্বগুণ তথা তমোগুণকে দাবিয়ে অধিক হয়ে যায়। এই প্রকার নিশ্চিত রূপে তমোগুণ সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণকে দাবিয়ে অধিক হয়।

ভাষ্য – যে ব্যক্তির প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণের অধিকতা হয়ে যায় তখন সে অন্য গুণ সমূহকে দাবিয়ে সত্ত্বগুণ প্রধান হয়ে যায়। যাঁর মধ্যে তমোগুণের অধিকতা হয়ে যায় সে অন্য দুই গুণকে দাবিয়ে তমোগুণ প্রধান হয়ে যায় এবং যাঁর মধ্যে রজোগুণের বিশেষতা হয়ে যায় সে অন্য দুই গুণকে দাবিয়ে রজোগুণ প্রধান হয়ে যায়।

সং – এখন উক্ত গুণের যে-যে ব্যক্তির মধ্যে অধিকতা হয়ে থাকে, তাঁদের পরিচয়ের চিহ্ন বর্ণন করছে —

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ।। ১১ ।।

পদ — সর্বদ্বারেষু। দেহে। অস্মিন্। প্রকাশঃ। উপজায়তে।
জ্ঞানং। যদা। তদা। বিদ্যাৎ। বিবৃদ্ধং। সত্ত্বং। ইতি। উত।

পদার্থ – **(অস্মিন্, দেহে)** এই দেহে **(সর্বদ্বারেষু)** সকল ইন্দ্রিয়ে **(যদা)** যখন **(প্রকাশ, জ্ঞানং)** প্রকাশরূপ জ্ঞান **(উপজায়তে)** উৎপন্ন হয় **(তদা)** তখন **(সত্ত্বং, বিবৃদ্ধং)** সত্ত্বগুণকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত **(বিদ্যাৎ)** জানবে।

সরলার্থ – এই দেহে সকল ইন্দ্রিয়ে যখন প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন সত্ত্বগুণকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত জানবে।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা ।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ।। ১২ ।।

~~~~~~

পদ — লোভঃ। প্রবৃত্তিঃ। আরম্ভঃ। কর্মণাং। অশমঃ। স্পৃহা।
রজসি। এতানি। জায়ন্তে। বিবৃদ্ধে। ভরতর্ষভ।

পদার্থ – **(ভরতর্ষভ)** হে ভরতকুলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! **(রজসি, বিবৃদ্ধে)** রজোগুণের অধিক হওয়ার পর **(লোভঃ)** লোভের **(প্রবৃত্তিঃ)** প্রচেষ্টাকারী হওয়া **(কর্মণাং, আরম্ভঃ)** কর্মের আরম্ভ করা **(অশমঃ)** মনকে রুদ্ধ করতে পারে না অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা **(স্পৃহা)** ইচ্ছা রাখা **(এতানি, রজসি, জায়ন্তে)** এগুলো রজোগুণ প্রধান ব্যক্তির চিহ্ন জানবে।

সরলার্থ – হে ভরতকুলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! রজোগুণের অধিক হওয়ার পর লোভের প্রচেষ্টাকারী হওয়া, কর্মের আরম্ভ করা, মনকে রুদ্ধ করতে পারে না অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, ইচ্ছা রাখা, এগুলো রজোগুণ প্রধান ব্যক্তির চিহ্ন জানবে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ।। ১৩ ।।

পদ — অপ্রকাশঃ। অপ্রবৃত্তিঃ। চ। প্রমাদঃ। মোহঃ। এব। চ।
তমসি। এতানি। জায়ন্তে। বিবৃদ্ধে। কুরুনন্দন।

পদার্থ – **(কুরুনন্দন)** হে কুরুবংশের বৃদ্ধিকারী অর্জুন ! **(তমসি, বিবৃদ্ধে)** তমোগুণের অধিক হওয়ার পর **(অপ্রকাশঃ)** জ্ঞানের না হওয়া **(অপ্রবৃত্তিঃ)** অলস হয়ে যাওয়া **(প্রমাদঃ)** অজ্ঞানী হওয়া **(চ)** এবং **(মোহঃ)** মোহে ফেঁসে যাওয়া **(এব)** নিশ্চিত রূপে **(এতানি, জায়ন্তে)** এই চিহ্ন তমোগুণ প্রধান ব্যক্তির, এরূপ জানবে।

সারলার্থ – হে কুরুবংশের বৃদ্ধিকারী অর্জুন ! তমোগুণের অধিক হওয়ার পর জ্ঞানের না হওয়া, অলস হয়ে যাওয়া, অজ্ঞানী হওয়া এবং মোহে ফেঁসে যাওয়া, নিশ্চিত রূপে এই চিহ্ন তমোগুণ প্রধান ব্যক্তির, এরূপ জানবে।

ভাষ্য – সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তির এই চিহ্ন হয় যে, তিনি সত্যাসত্য বস্তুর বিবেকের দিকে
~~~~~~

যায় এবং রজোগুণ প্রধান কর্মের আরম্ভের দিকে ঝুঁকে পড়ে তথা তমোগুণ প্রধান ব্যক্তি অজ্ঞান, অসত্য, মিথ্যাভিমান এবং মোহাদি অবনতি-কারক বিষয়ে যুক্ত হয়ে যায়।

সং – এখন সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তিকে উত্তম যোনির প্রাপ্তি কথন করছে —

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ৷
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ৷৷ ১৪ ৷৷

পদ — যদা। সত্ত্বে। প্রবৃদ্ধে। তু। প্রলয়ং। যাতি। দেহভৃৎ।
তদা। উত্তমবিদাং। লোকান্। অমলান্। প্রতিপদ্যতে।

পদার্থ – (**দেহভৃৎ**) প্রাণধারী জীব (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**সত্ত্বে, প্রবৃদ্ধে**) সত্ত্বগুণের অধিকারী হওয়ার পর (**যদা**) যখন (**প্রলয়ং, যানি**) দেহকে ত্যাগ করে (**তব**) তখন (**উত্তমবিদাং**) জ্ঞানী ব্যক্তিদের (**অমলান্, লোকান্**) নির্মল জন্মকে (**প্রতিপদ্যতে**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – প্রাণধারী জীব নিশ্চিত রূপে সত্ত্বগুণের অধিককারী হওয়ার পর যখন দেহকে ত্যাগ করে তখন জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্মল জন্মকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – "লোক" শব্দের অর্থ এখানে লোক্ = দর্শন ধাতু দ্বারা অবস্থাবিশেষ জন্মের অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি বিদ্বান পুরুষদের যোনিকে প্রাপ্ত হয়। অথবা তাঁরা ঋষিদের জন্মকে প্রাপ্ত হয় এবং তাঁদের জন্ম নির্মল হয়।

সং – এখন রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিকে কর্মীগণের যোনী এবং তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিকে মূঢ়যোনির প্রাপ্তি কথন করছে —

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ৷
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — রজসি। প্রলয়ং। গত্বা। কর্মসঙ্গিষু। জায়তে।
তথা। প্রলীনঃ। তমসি। মূঢ়যোনিষু। জায়তে।

পদার্থ – **(রজসি)** রজোগুণে অধিক হওয়ার পর **(প্রলয়ং, গত্বা)** প্রাণ ত্যাগ করলে **(কর্মসঙ্গিষু, জায়তে)** কর্মপ্রধান পুরুষের জন্মকে প্রাপ্ত হয় **(তথা)** তেমনি **(তমসি)** তমোগুণের অধিক হওয়ার পর **(প্রলীনঃ)** প্রাণ ত্যাগে **(মূঢ়যোনিষু, জায়তে)** মূঢ় জন্মকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – রজোগুণে অধিক হওয়ার পর প্রাণ ত্যাগ করলে কর্মপ্রধান পুরুষের জন্মকে প্রাপ্ত হয় তেমনি তমোগুণের অধিক হওয়ার পর প্রাণ ত্যাগে মূঢ় জন্মকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – "মূঢ়যোনি" শব্দের অর্থ এখানে পশু আদি যোনি এবং "কর্মসঙ্গি" এর অর্থ কর্মপ্রধান মনুষ্য জন্মের অর্থাৎ উক্ত গুণপ্রধান ব্যক্তি কর্মপ্রধান পুরুষের যোনি এবং পশু আদি যোনিতে জন্ম নেয়।

সং – এখন তিন গুণের সুখ, দুঃখ তথা অজ্ঞান, এই তিন ফল বর্ণনা করছে —

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ।। ১৬ ।।

পদ — কর্মণঃ। সুকৃতস্য। আহুঃ। সাত্ত্বিকং। নির্মলং। ফলং।
রজসঃ। তু। ফলং। দুঃখং। অজ্ঞানং। তমসঃ। ফলং।

পদার্থ – ঋষিগণ **(সুকৃতস্যহুঃ, কর্মণঃ)** উত্তম কর্মের **(সাত্ত্বিকং, নির্মল)** সাত্ত্বিক তথা নির্মল **(ফলং)** ফল **(আহু)** কথন করেছেন **(রজসঃ)** রজোগুণের **(তু)** নিশ্চিত রূপে **(দুঃখং, ফলং)** দুঃখযুক্ত ফল হয়, এবং **(তমসঃ)** তমোগুণের **(অজ্ঞানং, ফলং)** ফল অজ্ঞান কথন করেছেন।

সরলার্থ – ঋষিগণ উত্তম কর্মের সাত্ত্বিক তথা নির্মল ফল কথন করেছেন। রজোগুণের

~~~~~~

নিশ্চিত রূপে দুঃখযুক্ত ফল হয়, এবং তমোগুণের ফল অজ্ঞান কথন করেছেন।

ভাষ্য – এই শ্লোকের ভাব এই যে, সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি উত্তম জন্মকে প্রাপ্ত করে শুভ কর্ম সম্পাদন করে, তাঁর ফল শুভ হয়। রজোগুণ কর্ম-যোনিতে রাজস কর্ম করে দুঃখরূপ ফল পায়। এবং তমোগুণ প্রধান ব্যক্তি তামস যোনিতে অজ্ঞানরূপ ফলকে প্রাপ্ত করে।

সং – এখন উক্ত ভাবকে পুনরায় দৃঢ়তার জন্য এই প্রকারে কথন করছে —

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

পদ — সত্ত্বাৎ। সংজায়তে। জ্ঞানং। রজসঃ। লোভঃ। এব। চ।
প্রমাদমোহৌ। তমসঃ। ভবতঃ। অজ্ঞানং। এব। চ।

পদার্থ – (**সত্ত্বাৎ**) সত্ত্বগুণ থেকে (**জ্ঞানং, সংজায়তে**) জ্ঞান উৎপন্ন হয় (**রজসঃ**) রজোগুণ থেকে (**লোভঃ, এব**) লোভই উৎপন্ন হয় (**চ**) এবং (**তমসঃ**) তমোগুণ থেকে (**প্রমাদমোহৌ**) প্রমাদ তথা মোহ (**ভবতঃ**) হয় (**চ**) এবং (**অজ্ঞানং**) অজ্ঞান হয়।

সরলার্থ – সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ থেকে লোভই উৎপন্ন হয় এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ তথা মোহ [উৎপন্ন] হয় এবং অজ্ঞান [উৎপন্ন] হয়।

সং – এখন তিন গুণের ফলকে উত্তম, মধ্যম, অধম কথন করছে —

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

পদ — ঊর্ধ্বং। গচ্ছন্তি। সত্ত্বস্থাঃ। মধ্যে। তিষ্ঠন্তি। রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ। অধঃ। গচ্ছন্তি। তামসাঃ।
~~~~~~

পদার্থ – (**সত্ত্বস্থাঃ**) যিনি সত্ত্বগুণে স্থিত তিনি (**ঊর্ধ্বং, গচ্ছন্তি**) উচ্চে গমন করেন (**রাজসাঃ**) রজোগুণধারী (**মধ্যে, তিষ্ঠন্তি**) মধ্যে অবস্থিত, এবং (**তামসাঃ**) তমোগুণধারী যিনি (**জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ**) এই নিম্ন গুণে স্থিত থাকে, তিনি (**অধঃ, গচ্ছন্তি**) নিম্নে গমন করেন।

সরলার্থ – যিনি সত্ত্বগুণে স্থিত তিনি উচ্চে গমন করেন। রজোগুণধারী মধ্যে অবস্থিত, এবং তমোগুণধারী যিনি তিনি এই নিম্ন গুণে স্থিত থাকে, নিম্নে গমন করেন।

ভাষ্য – এই শ্লোকে উঁচু-নিচু আদি ভাব কোনো স্থানবিশেষের আশয় থেকে কথন করা হয় নি কিন্তু অবস্থাবিশেষের অভিপ্রায় থেকে কথন করা হয়েছে অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি ঋষি মুনিদের অবস্থাকে, রজোগুণপ্রধান ব্যক্তি রাজ্যাদি মধ্যম সুখের এবং তামসী ব্যক্তি নিন্দিত দুঃখযুক্ত নিচু যোনিকে প্রাপ্ত হয়। মধুসূদন স্বামী পৌরাণিকভাবকে নিয়ে "**ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি**" আদি শব্দের অর্থ এখানে ব্রহ্মলোকাদি স্থানবিশেষের প্রাপ্তি কথন করেছেন। যদি এইরূপ হতো তো ব্যাস, বশিষ্ঠাদি সত্ত্বভাব ব্যক্তি এই লোকে [পৃথিবীতে] জন্ম কখনো নিতো না এবং না তো কোনো ব্রহ্মলোক বা দেবলোকে জন্ম নিত। অতএব উক্ত শব্দ দ্বারা স্থানবিশেষে অভিপ্রায় নয় বরং অবস্থাবিশেষ সহিত তাৎপর্য রয়েছে।

সং – এখন প্রাকৃতিক গুণের বন্ধন থেকে রহিত হওয়ার উপায় বর্ণন করছে —

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ৷
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — ন। অন্যং। গুণেভ্যঃ। কর্তারং। যদা। দ্রষ্টা। অনুপশ্যতি।
গুণেভ্যঃ। চ। পরং। বেত্তি। মদ্ভাবং। সঃ। অধিগচ্ছতি।

পদার্থ – (**যদা**) যখন (**দ্রষ্টা**) জীব (**গুণেভ্যঃ**) গুণ দ্বারা (**অন্যং, কর্তারং**) অন্য কর্তাকে (**ন, অনুপশ্যতি**) দেখে না (**চ**) এবং (**গুণেভ্যঃ, পরং, বেত্তি**) গুণের উপরে যে পরমাত্মা রয়েছে তাঁকে জানে (**সঃ**) সেই ব্যক্তি (**মদ্ভাবং**) আমার ভাবকে (**অধিগচ্ছতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যখন জীব গুণ দ্বারা অন্য কর্তাকে দেখে না এবং গুণের উপরে যে পরমাত্মা রয়েছে তাঁকে জানে সেই ব্যক্তি আমার ভাবকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – "মদ্ভাবং" এর অর্থ এখানে কৃষ্ণজীর তাৎপর্যের, কিন্তু মায়াবাদীগণ এর এই অর্থ করে যে, যখন প্রকৃতির গুণকে জীব কর্তা মনে করে নেয় তখন ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই শব্দের অর্থ যদি এখানে জীবের ব্রহ্ম হওয়ার হতো তো [গীতা ৪/১০] [গীতা ১৩/১৮] [গীতা ১০/৬] মধ্যেও "মদ্ভাব" এর অর্থ জীবের ব্রহ্ম হওয়ার উচিত ছিল কিন্তু এইরকম নয়। [গীতা ৪/১০] মধ্যে স্বামী শঙ্করাচার্য 'মদ্ভাব' এর অর্থ "মুক্তি" করেছেন। [গীতা ১৩/১৮] মধ্যেও "মুক্তি" করেছেন এবং [গীতা ১০/৬] মধ্যে বিষ্ণুভক্তের করেছেন। এই প্রকার যখন কোনো স্থানেও মদ্ভাব এর জীবের ব্রহ্ম হওয়ার নেই তো এখানে এর অর্থ জীবের ব্রহ্ম হওয়ার কিভাবে হতে পারে ? এবং যা মধুসূদন স্বামী লিখেছেন যে "**মদ্ভাবং মদ্রূপতাং স দ্রষ্টাধিগচ্ছতি**" = আমার স্বরূপকে জীব প্রাপ্ত হয়ে যায়, এই অর্থ করা উক্ত স্বামীজীর ভ্রম। এইজন্য "মদ্ভাব" এর অর্থ এখানে কৃষ্ণজীর তাৎপর্যেরই অর্থাৎ যিনি প্রাকৃতিক গুণের কারণে জীবকে বন্ধন মানতো এবং সেই প্রকৃতির গুণ থেকে পরমাত্মাকে উপরে মানতো, এইরূপ জিজ্ঞাসু উক্ত তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণজীর কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগরূপ ভাবকে প্রাপ্ত হতো। এই ভাবকে পরবর্তী শ্লোকে বর্ণন করেছে যে —

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ।। ২০ ।।

পদ — গুণান্। এতান্। অতীত্য। ত্রীন্। দেহী। দেহসমুদ্ভবান্। জন্মমৃত্যুজরা। দুঃখৈঃ। বিমুক্তঃ। অমৃতং। অশ্নুতে।

পদার্থ – (**দেহসমুদ্ভবান্**) শরীর থেকে উৎপন্ন (**এতান্, ত্রীন্, গুণান্**) এই তিন গুণকে (**অতীত্য**) উল্লঙ্ঘন করে (**জন্মমৃত্যুজরা**) জন্ম = উৎপত্তি, মৃত্যু = মরণ, জরা = বৃদ্ধাবস্থার (**দুঃখৈঃ**) দুঃখ থেকে (**বিমুক্তঃ**) মুক্ত হয়ে (**দেহী**) জীবাত্মা (**অমৃতং, অশ্নুতে**) মুক্তিকে ভোগ করে।

~~~~~~

সরলার্থ – শরীর থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণকে উল্লঙ্ঘন করে জন্ম = উৎপত্তি, মৃত্যু = মরণ, জরা = বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা মুক্তিকে ভোগ করে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই ভাবকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রাকৃত গুণের বন্ধন থেকে রহিত ব্যক্তি মুক্তিকে প্রাপ্ত করে, মায়াবাদীদের সিদ্ধান্তানুকূল ব্রহ্ম হয়ে মুক্ত হয় না। ব্রহ্ম তো প্রথম থেকেই নিত্যমুক্ত তাহলে ব্রহ্ম হয়ে মুক্তিকে প্রাপ্ত করা কী ? আর তাঁদের মতে মুক্তির অর্থ অবিদ্যার নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মভাবের প্রাপ্তি। অবিদ্যানিবৃত্তির অর্থ তাঁদের মতে এই যে, এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে রজ্জু সর্পের সমান কল্পিত মনে করা অর্থাৎ এর অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা চরাচর জগতের মিথ্যা হয়ে যাওয়া। যদি তাঁদের এই আশয় গীতায় হতো তো পরবর্তী শ্লোকে তিন গুণ থেকে মুক্তির নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণন করা হতো না। বরং তিন গুণ এবং তিন গুণযুক্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে মিথ্যা সিদ্ধ করে দেওয়া হতো কিন্তু এইরূপ নেই। প্রত্যুত এর থেকে সর্বথা বিপরীত, যেরূপ ক্ষেত্রজ্ঞাধ্যায়ের অন্তে প্রকৃতি পুরুষের তাত্ত্বিক পার্থক্য বর্ণন করা হয়েছে, এই অর্থ নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকট হয়, যেরূপ —

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঁঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ৷
বিমাচারঃ কথং চৈতাংত্রীন্গুণানতিবর্ততে ৷৷ ২১ ৷৷

পদ — কৈঃ। লিঙ্গৈঃ। ত্রীন্। গুণান্। এতান্। অতীতঃ। ভবতি। প্রভো।
কিমাচারঃ। কথং। চ। এতান্। ত্রীন্। গুণান্। অতিবর্ততে।

পদার্থ – (**প্রভো**) হে স্বামিন্ ! (**কৈঃ, লিঙ্গৈঃ**) কোন হেতুর [কারণের] দ্বারা (**এতান্, ত্রীন্, গুণান্**) এই তিন গুণ থেকে (**অতীতঃ, ভবতি**) মুক্ত হওয়া যায় (**চ**) এবং (**কিমাচারঃ**) কোন অনুষ্ঠান দ্বারা (**কথং**) কোন প্রকারে (**এতান্, ত্রীন্, গুণান্**) এই তিন গুণকে (**অতিবর্ততে**) উল্লঙ্ঘন করা যায় ।

সরলার্থ – হে স্বামিন্ ! কোন হেতুর [কারণের] দ্বারা এই তিন গুণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং কোন অনুষ্ঠান দ্বারা কোন প্রকারে এই তিন গুণকে উল্লঙ্ঘন করা যায় ।
~~~~~~

ভাষ্য – এই শ্লোকে তিন গুণ থেকে মুক্তির আচার = অনুষ্ঠানের প্রশ্ন করা এই বচনকে সিদ্ধ করায় যে, গীতার সিদ্ধান্তে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় সদাচারই, মায়াবাদীদের মতানুকূল এই সম্পূর্ণ জগতকে মিথ্যা মনে করা নয়, এই উত্তরই কৃষ্ণজী নিম্নলিখিত শ্লোকে দিয়েছে —

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তি চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ।। ২২ ।।

পদ — প্রকাশং । চ । প্রবৃত্তি । চ । মোহং । এব । চ । পাণ্ডব ।
ন । দ্বেষ্টি । সংপ্রবৃত্তানি । ন । নিবৃত্তানি । কাঙ্ক্ষতি ।

পদার্থ – (**পাণ্ডব**) হে পাণ্ডুর পুত্র অর্জুন ! (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**প্রকাশং**) সত্ত্বগুণ (**প্রবৃত্তি**) রজোগুণ (**মোহং**) তমোগুণ (**সংপ্রবৃত্তানি**) এদের মহত্ত্ব হওয়ার পর (**ন, দ্বেষ্টি**) যিনি দ্বেষ করেন না (**নিবৃত্তানি**) নিবৃত্ত হওয়ার পর (**ন, কাঙ্ক্ষতি**) ইচ্ছে করে না, পুনরায় সেই ব্যক্তি কিরকম... ।

সরলার্থ – হে পাণ্ডুর পুত্র অর্জুন ! নিশ্চিত রূপে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ, এদের মহত্ত্ব হওয়ার পর যিনি দ্বেষ করেন না, নিবৃত্ত হওয়ার পর ইচ্ছে করে না, পুনরায় সেই ব্যক্তি কিরকম... ।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ।। ২৩ ।।

পদ — উদাসীনবৎ । আসীনঃ । গুণৈঃ । যঃ । ন । বিচাল্যতে ।
গুণাঃ । বর্ত্তন্তে । ইতি । এবং । যঃ । অবতিষ্ঠতি । ন । ইঙ্গতে ।

পদার্থ – (**যঃ**) যিনি (**উদাসীনবৎ**) উদাসীন ব্যক্তির মতো (**আসীনঃ**) অবস্থান করেন (**গুণৈঃ, ন, বিচাল্যতে**) গুণের কারণে প্রভাবিত হন না (**গুণাঃ, বর্ত্তন্তে**) গুণের

আচরণ করেন **(ইতি, এবং)** এই প্রকার **(যঃ, অবতিষ্ঠতি)** যিনি স্থির থাকেন **(ন, ইঙ্গতে)** গুণের অধিন হওয়ার চেষ্টা করেন না, সেই ব্যক্তিকে গুণাতীত বলে। পুনরায় তিনি কিরকম...।

সরলার্থ – যিনি উদাসীন ব্যক্তির মতো অবস্থান করেন গুণের কারণে প্রভাবিত হন না, গুণের আচরণ করেন, এই প্রকার যিনি স্থির থাকেন, গুণের অধিন হওয়ার চেষ্টা করেন না, সেই ব্যক্তিকে গুণাতীত বলে। পুনরায় তিনি কিরকম...।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ।। ২৪ ।।

পদ — সমদুঃখসুখঃ। স্বস্থঃ। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ। ধীরঃ। তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।

পদার্থ – **(সমদুঃখসুখঃ)** যিনি সুখ-দুঃখ উভয়কে সমান জানেন **(স্বস্থঃ)** সর্বদা প্রসন্ন থাকেন **(সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ)** মাটি, পাথর, সোনাকে সমান জানেন **(তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ)** শত্রু-মিত্র যাঁর কাছে সমান **(ধীরঃ)** ধৈর্য্যযুক্ত এবং যিনি **(তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ)** নিজের নিন্দা তথা স্তুতিতে একরস [একসমান] থাকেন, তাঁকে গুণাতীত বলে। পুনরায় তিনি কিরকম...।

সরলার্থ – যিনি সুখ-দুঃখ উভয়কে সমান জানেন, সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, মাটি, পাথর, সোনাকে সমান জানেন, শত্রু-মিত্র যাঁর কাছে সমান, ধৈর্য্যযুক্ত এবং যিনি নিজের নিন্দা তথা স্তুতিতে একরস [একসমান] থাকেন, তাঁকে গুণাতীত বলে। পুনরায় তিনি কিরকম...।

মানাপমানয়োস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ।। ২৫ ।।

পদ — মানাপমানয়োঃ। তুল্যঃ। তুল্যঃ। মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী। গুণাতীতঃ। সঃ। উচ্যতে।

পদার্থ – (**মানাপমানয়োঃ, তুল্যঃ**) মান-অপমানে একরস [একরকম] থাকেন (**মিত্রারিপক্ষয়োঃ**) মিত্র-শত্রুর পক্ষে (**তুল্যঃ**) এক সমান থাকেন (**সর্বারম্ভপরিত্যাগী**) সকল সকাম কর্মের আরম্ভের ত্যাগ করেছেন যিনি (**সঃ, গুণাতীতঃ, উচ্যতে**) তাঁকে গুণাতীত বলে।

সরলার্থ – মান-অপমানে একরস [একরকম] থাকেন, মিত্র-শত্রুর পক্ষে এক সমান থাকেন, সকল সকাম কর্মের আরম্ভের ত্যাগ করেছেন যিনি, তাঁকে গুণাতীত বলে।

সং – এখন কৃষ্ণজী গুণাতীতের কর্তব্যে পরমাত্মার অনন্যভক্তির বিধান করে এই অধ্যায়কে সমাপ্ত করছে —

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ৷
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — মাং। চ। যঃ। অব্যভিচারেণ। ভক্তিযোগেন। সেবতে।
সঃ। গুণান্। সমতীত্য। এতান্। ব্রহ্মভূয়ায়। কল্পতে।

পদার্থ – (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**মাং, চ**) পরমাত্মাকে (**অব্যভিচারেণ, ভক্তিযোগেন**) অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা (**সেবতে**) সেবন করে (**সঃ**) তিনি (**এতান্, গুণান্, সমতীত্য**) এই গুণ সমূহকে উল্লঙ্ঘন করে (**ব্রহ্মভূয়ায়**) ব্রহ্মভাব মুক্তির (**কল্পতে**) যোগ্য হয়ে যায়।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা সেবন করে তিনি এই গুণ সমূহকে উল্লঙ্ঘন করে ব্রহ্মভাব মুক্তির যোগ্য হয়ে যায়।

ভাষ্য – "মাং" শব্দের অর্থ এখানে পরমেশ্বরের, যেরূপ আমরা পূর্ব অধ্যায়ে নিরূপণ করে এসেছি। "**অব্যভিচারী ভক্তিযোগ**" তাকে বলে যেখানে পরমাত্মাকে ত্যাগ করে অন্য কারোর ভক্তি হবে না "**ব্রহ্মভূয়ায়**" এর অর্থ ব্রহ্মভাবের।

যেরূপ স্বামী রামানুজ লিখেছেন যে "**ব্রহ্মভাব যোগ্যো ভবতি**" = ব্রহ্মের ভাব যা সত্যসঙ্কল্পাদি রয়েছে, গুণাতীত ব্যক্তি সেই ভাব সমূহের যোগ্য হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ভাব সমূহকে ধারণ করার যোগ্য হয়। অদ্বৈতবাদীদের মতে এখানে "**ব্রহ্মভূয়ায়**" এর অর্থ নির্গুণ ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার। প্রথমতো এই অর্থ তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে এইরূপে বিরুদ্ধ যে

[গীতা ১৩/৫] মধ্যে এই বিষয় প্রদিপাদন করে এসেছি যে। নির্গুণব্রহ্মের উপাসকদের অধিক কষ্ট হয়, এইজন্য কৃষ্ণজী বলেছেন যে, আমার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করো। যখন এই প্রকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই কৃষ্ণজীর ইষ্ট ছিল তো এখানে গুণাতীতদের জন্য নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তির কথন কেন করলো ? এবং "মাং" শব্দ দ্বারা যদি কৃষ্ণজীরই গ্রহণ হতো তো পরবর্তী শ্লোকে নিজেই নিজেকে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বললেন কেন ?

সাকারবাদীদের মতে কি সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মের থেকেও বড় ? "**এতেচাং শকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং**" [ভাগবত০ ১/৩/২৮] ইত্যাদি পৌরাণিক বাক্যে কৃষ্ণজীকে স্বয়ং ব্রহ্ম তো শুনেছিলাম কিন্তু ব্রহ্মাই প্রতিষ্ঠা = আশ্রয় এখানেই এসে সাকারবাদীগণ কৃষ্ণজীকে বানিয়েছেন। আমাদের বিচারে কৃষ্ণজী ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা কখনো হতে পারে না, কেননা কৃষ্ণজী উৎপত্তি-বিনাশযুক্ত। অথবা এরূপ বলা যায় যে, সাকারবাদীদের মতে সোপাধিক কৃষ্ণজী [জন্ম-মৃত্যুযুক্ত] এবং ব্রহ্ম উৎপত্তি-বিনাশ থেকে রহিত অর্থাৎ নিরূপাধিক। এখানে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলার মাধ্যমে এই বচন স্পষ্ট হয়ে যায় যে "অহং" শব্দের অর্থ কৃষ্ণও নিজেই নিজেকে মানতো না বরং "অহং" শব্দের অর্থ বাচ্য ঈশ্বরকে মান্য করে। এইজন্য সেই ঈশ্বরকে বেদরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলা যেতে পারে, যেরূপ "**জন্মাদ্যস্য যতঃ**" [ব্র০ সূ০ ১/১/২] মধ্যে বেদরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরকে মানা হয়েছে।

মায়াবাদীরা এর এই অর্থ করে যে, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এখানে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে এই অভিপ্রায় থেকে বলেছেন যে, যতটুকু এই কার্যরূপ জগৎ রয়েছে তা সব উপাধিযুক্ত ব্রহ্মে স্থিত। যেমনঃ সুবর্ণের ভূষণ সুবর্ণ থেকে ভিন্ন নয় আর মাটির বিকার মাটি থেকে ভিন্ন নয় তথা রজ্জু সর্প রজ্জুরূর অধিষ্ঠান থেকে ভিন্ন নয়, এবং সেই সোপাধিক সাকার ব্রহ্ম নিরুপাধি = নির্গুণ ব্রহ্মে কল্পিত এবং কৃষ্ণজী নির্গুণ ব্রহ্ম। এইজন্য কৃষ্ণরূপ নির্গুণ ব্রহ্মে কল্পিত হওয়ায় কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে বলেছেন যে, আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। এখানে পুনরায় সেই অবাস্তব প্রভাতের ন্যায় এসে গেল যে, যেই বিষয় থেকে ভয়ভীত হয়ে সাকারবাদী "অহং" শব্দের অর্থ নিরাকার ব্রহ্মের মানতো না সেই বচনকে পুনরায় এখানে মানতে হয়েছে যে "অহং" শব্দের অর্থ নিরাকার ব্রহ্মের। এবং তাঁরা যে এখানে কল্পিতের কাহিনী নির্গত করেছে তার গন্ধমাত্রও এই শ্লোকে নেই। দেখুন —

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ৷

শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ।। ২৭ ।।

**পদ — ব্রহ্মণঃ । হি । প্রতিষ্ঠা । অহং । অমৃতস্য । অব্যয়স্য । চ ।
শাশ্বতস্য । চ । ধর্মস্য । সুখস্য । ঐকান্তিকস্য । চ ।**

পদার্থ – (**অহং**) আমি (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**ব্রহ্মণঃ**) বেদের (**প্রতিষ্ঠা**) আশ্রয়, সেই বেদ কিরকম ? (**অমৃতস্য**) যা মুক্তির প্রতিপাদক হওয়ায় অমৃত এবং (**অব্যয়স্য**) যেই ঈশ্বরের জ্ঞানরূপে নিত্য বর্তমান অব্যয় তাঁর আমি প্রতিষ্ঠা (**চ**) এবং (**শাশ্বতস্য**) নাশ রহিত (**ধর্মস্য**) বৈদিক ধর্মের আমি প্রতিষ্ঠা (**চ**) এবং (**ঐকান্তিকস্য, সুখস্য, চ**) ঈশ্বরীয় নিয়মানুকূল চলায় জীব যে সুখ প্রাপ্ত হয় তারও প্রতিষ্ঠা আমি।

সরলার্থ – আমি নিশ্চিত রূপে বেদের আশ্রয়, সেই বেদ কিরকম ? যা মুক্তির প্রতিপাদক হওয়ায় অমৃত এবং যেই ঈশ্বরের জ্ঞানরূপে নিত্য বর্তমান অব্যয় তাঁর আমি প্রতিষ্ঠা এবং নাশ রহিত বৈদিক ধর্মের আমি প্রতিষ্ঠা এবং ঈশ্বরীয় নিয়মানুকূল চলায় জীব যে সুখ প্রাপ্ত হয় তারও প্রতিষ্ঠা আমি।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কৃষ্ণজী বেদ এবং বৈদিকধর্মের প্রতিষ্ঠা নিজেই নিজেকে বলেছেন, এতে সন্দেহ কিসের। মর্যাদাপুরুষোত্তম পুরুষকে বেদ এবং বৈদিকধর্মের প্রতিষ্ঠা বলা হয়েছে, এবং "অহং" শব্দের বাচ্য এখানে ঈশ্বর মান্য করায় এই প্রকার ব্যবস্থা যে "**সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি**" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার বেদরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বর্ণন করেছে। এবং সেই পরমাত্মা বৈদিকধর্মের প্রবর্তক হওয়ায় বৈদিকধর্মের প্রতিষ্ঠাও। এই প্রকার এই শ্লোকে "অহং" শব্দের অর্থ কৃষ্ণ বা ঈশ্বর মান্য করার মাধ্যমেও উভয় প্রকারে বৈদিক অর্থে কোনো দোষ নেই।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, প্রকৃতিগুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

ওঽম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

"গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য"

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[পুরুষোত্তমযোগোঃ]

সঙ্গতি – পূর্ব প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ নামক অধ্যায়ে তথা গুণত্রয়বিভাগযোগে প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য এবং প্রকৃতির গুণ থেকে পৃথক থাকার প্রকার বর্ণন করে এখন এই অধ্যায়ে পরমাত্মা সাথে জীবের যোগ করানোর জন্য সংসাররূপ বৃক্ষের অসঙ্গতারূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন কথন করেছে —

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ।। ১ ।।

পদ — ঊর্ধ্বমূলং। অধঃশাখং। অশ্বত্থং। প্রাহুঃ। অব্যয়ং।
ছন্দাংসি। যস্য। পর্ণানি। যঃ। তং। বেদ। সঃ। বেদবিৎ।

পদার্থ – (**ঊর্ধ্বমূলং**) ঊর্ধ্বেই মূলকারণ যার (**অধঃশাখং**) নিচে শাখা যার, এইরূপ (**অশ্বত্থং**) সংসাররূপ বৃক্ষকে (**অব্যয়ং, প্রাহুঃ**) সনাতন বলে, এবং (**ছন্দাংসি**) বেদ (**যস্য, পর্ণানি**) যার পত্র (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**তং**) সেই সংসাররূপ বৃক্ষকে (**বেদ**) জানেন (**সঃ**) তিনি (**বেদবিৎ**) বেদের জ্ঞাতা।

সরলার্থ – উপরেই মূলকারণ যার নিচে শাখা যার, এইরূপ সংসাররূপ বৃক্ষকে সনাতন বলে, এবং বেদ যার পত্র। যে ব্যক্তি সেই সংসাররূপ বৃক্ষকে জানেন, তিনি বেদের জ্ঞাতা।

ভাষ্য – সকলের অধিষ্ঠান এবং সর্বোপরি কারণ হওয়ায় এখানে পরমাত্মার নাম "ঊর্ধ্ব", সেই ঊর্ধ্ব মূল অর্থাৎ আশ্রয় যার তার নাম "ঊর্ধ্বমূল"। "অধঃশাখং" সংসাকে এইজন্য বলা হয়েছে যে, প্রকৃতি দ্বারা হিমালয় তথা সমুদ্রাদি নানা প্রকারের কার্যসমূহ ভূগোলের রচনার অনন্তর শাখারূপ পেছন থেকে নির্মিত হতে থাকে। "**অশ্বত্থং**" বৃক্ষকে রূপক মনে করে সংসারকে এইজন্য বর্ণন করা হয়েছে যে, অশ্বত্থ = অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো অতি মনোহর হয়, এই প্রকার এই সংসার অতি মনোহর। "**শ্বস্তিষ্ঠতীতি শ্বত্থঃ, ন শ্বস্তিষ্ঠতীতি অশ্বত্থঃ**" = যা ভবিষ্যত কালে থাকবে না তার নাম "অশ্বত্থ"। এই কথন থেকে সংসারকে অনিত্য সিদ্ধ করেছে যে, এই সংসাররূপ বৃক্ষ সর্বদা থাকে না কিন্তু নিজের আয়ু ভোগ

করে বিনাশ হয়ে যায়। "সনাতন" বিশেষণ এইজন্য দেওয়া হয়েছে যে, প্রবাহরূপে এই সংসার অনাদি অর্থাৎ এর উৎপত্তি তথা প্রলয়ের ধারা সর্বদা চলে আসছে, যেরূপ "**সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ**" [ঋগ্বেদ ১০/১৯০/৩] এই মন্ত্রে বর্ণন করা হয়েছে। এই শ্লোকের মূল কঠোপনিষদে এই প্রকারে রয়েছে যে "**ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ**" [কঠ০ ২/৩/১]। গীতার উক্ত শ্লোকে সনাতন শব্দের স্থানে "অব্যয়" শব্দ রয়েছে, যার অর্থ প্রবাহরূপে অনাদি অনন্ত হওয়ায় নিত্যের। এবং বেদকে সংসাররূপ বৃক্ষের পত্র এইজন্য বলা হয়েছে যে, যেই প্রকার মধ্যাহ্নের তাপ থেকে সন্তপ্ত ব্যক্তিদের জন্য পত্র ছায়া প্রদানকারী হয়, এই প্রকার বেদ সংসারনল থেকে সন্তপ্তগণের জন্য শান্তিপ্রদ, এবং বৃক্ষের শোভারূপ হওয়ায় বেদকে পত্রস্থানীয় বর্ণন করা হয়েছে। যিনি এই প্রকারে এই বৃক্ষকে জানেন তাঁকে বেদবেত্তা এইজন্য বলা হয়েছে যে, সংসারকে যথাবস্থিত জ্ঞাত হওয়াই বেদের উপদেশ। এবং যিনি এর অন্যথা জানেন তিনি বেদকে জানেন না। যেরূপ মায়াবাদীগণ একে রজ্জু সর্পের সমান মিথ্যা মান্য করে, তাঁদের বেদবেত্তা বলা যায় না। যদি বাস্তবে সংসার রজ্জু সর্পের সমান কল্পিত হতো তো উপনিষদকার একে সনাতন বলতো না এবং গীতার কর্তাও একে "অব্যয়" পদ দ্বারা কথন করতো না। অব্যয় শব্দের অর্থ এখানে বিকার রহিতের নয় বরং প্রবাহরূপে নিত্য হওয়ার। মায়াবাদীদের মতে উক্ত দুই বিশেষণ সংসারে এইজন্য ঘটতে পারে না যে, তাঁদের মতে মরুস্থলের জলের সমান এই সংসার ভ্রমমাত্র। এবং যুক্তি এটাই যে, যদি এই সংসার ভ্রমমাত্র হতো তো একে "অশ্বত্থ" এর অলঙ্কার দ্বারা বর্ণন করা হতো না। অশ্বত্থের অর্থ সেটাই যা উপরে করে এসেছি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালে থাকবে না। এর থেকে পাওয়া যায় যে, ভবিষ্যৎ কালে সেই বস্তুই থাকে না যা অনিত্য। নিজ আয়ু ভোগ করে যা নষ্ট হয়ে যায় তাকে "অনিত্য" বলে। এবং মায়াবাদীদের মতে মিথ্যার এই অর্থ যে, যা যেই দেশ-কালে যেখানে প্রতীত হয় তা সেই দেশ-কালে সেখানে থাকে না, যেরূপ মরুস্থলের জলাদি যেই দেশ-কালে প্রতীত হয় সেই দেশ-কালে সেখানে থাকে না। এরূপ মিথ্যাপন সংসারে নেই। কেননা মহর্ষি ব্যাস এই শ্লোকে সংসারকে নিজ দেশ-কালে ভাব পদার্থ সিদ্ধ করেছে এবং এইজন্য এই বচনের উপর শক্তি দিয়েছে যে, যিনি এই প্রকার এর সত্যকে জানেন তিনি বেদের জ্ঞাতা। বিশেষ করে মায়াবাদীদের মিথ্যার্থীর নির্মলতা এর থেকেও পাওয়া যায় যে, তাঁরা মিথ্যার নাশ কেবল জ্ঞান দ্বারাই মান্য করে, এইজন্য তাঁদের মতে মিথ্যার লক্ষ্মণ এটাও যে, যেই বস্তুর তার অধিষ্ঠান জ্ঞান থেকে নাশ হয় তাকে মিথ্যা বলে। যেরূপ রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানের জানার থেকে সর্পরূপ মিথ্যাভ্রান্তি নাশ

~~~~~~

হয়ে যায়। যদি এই অর্থের অভিপ্রায় থেকে গীতায় সংসারকে "অশ্বত্থ" বলা হতো তো অসঙ্গতারূপী শস্ত্র দ্বারা এর ছেদন তৃতীয় শ্লোকে বলা হতো না, কিন্তু জ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা এর ছেদন বলেছে। যেরূপ মিথ্যাভূত বস্তু সমূহের জ্ঞান দ্বারা নাশ হয়ে যায়। অধিক আর কি, এই মনোরথমাত্রের মিথ্যা প্রবাহে পরে আধুনিক বেদান্তিগণ সহস্র বর্ষ থেকে সংসারের মিথ্যার্থের মালা জপ করতে করতে ভারতভূমিকে মরুস্থলের জল সমান ভারত সন্তানদের জন্য মিথ্যাভূমি করে দিয়েছে এবং বৈদিক ধর্মের উপদেশ এই পর্যন্ত তুলে দিয়েছে যে "**যস্তং বেদ স বেদবিৎ**" ইত্যাদি বাক্যের অর্থাভ্যাস করে ভারত সন্তানদের সংসারের ধর্ম, অর্থ, কাম তথা মোহরূপ ফলচতুষ্টয় থেকে সর্বথা বঞ্চিত করে দিয়েছে। দেখুন অগ্রিম শ্লোকে এই ফল গীতায় কত অপূর্বতার সহিত প্রতিপাদন করেছে যে —

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ৷
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ৷৷ ২ ৷৷

পদ — অধঃ। চ। ঊর্ধ্বং। প্রসৃতাঃ। তস্য। শাখাঃ।
গুণপ্রবৃদ্ধাঃ। বিষয়প্রবালাঃ। অধঃ। চ। মূলানি।
অনুসন্ততানি। কর্মানুবন্ধীনি। মনুষ্যলোকে।

পদার্থ – (**তস্য, শাখাঃ**) সেই সংসাররূপ বৃক্ষের শাখা (**অধঃ**) নিচে (**ঊর্ধ্বং**) উপরে (**প্রসূতাঃ**) ছড়িয়ে রয়েছে, তাহলে সেই শাখা কিরকম ? (**গুণপ্রবৃদ্ধাঃ**) প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণে প্রবৃদ্ধা অর্থাৎ পুষ্ট। শাখায় তো পত্রও হয় এর পত্র আছে কি ? (**বিষয়প্রবালাঃ**) শব্দ, স্পর্শ, রূপাদি বিষয় যুক্ত পত্র রয়েছে। বৃক্ষে তো নিচে ছোট ছোট মূলও থাকে যার সাহায্যে বৃক্ষ স্থিত থাকে, সেই মূল এই সংসাররূপ বৃক্ষের কী ? (**মনুষ্যলোকে**) মনুষ্যরূপ এই সংসারে (**কর্মানুবন্ধীনি**) বাসনারূপ কর্ম (**অধঃ, চ, মূলানি**) নিচের মূল রয়েছে যা (**অনুসন্ততানি**) অগোছালো ছড়িয়ে রয়েছে।

সরলার্থ – সেই সংসাররূপ বৃক্ষের শাখা নিচে-উপরে ছড়িয়ে রয়েছে, তাহলে সেই শাখা কিরকম ? প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণে প্রবৃদ্ধা অর্থাৎ পুষ্ট। শাখায় তো পত্রও হয় এর পত্র আছে কি ? শব্দ, স্পর্শ, রূপাদি বিষয় যুক্ত পত্র রয়েছে। বৃক্ষে তো নিচে ছোট ছোট মূলও থাকে যার সাহায্যে বৃক্ষ স্থিত থাকে, সেই মূল এই সংসাররূপ বৃক্ষের
~~~~~~

~~~~~~

কী? মনুষ্যরূপ এই সংসারে বাসনারূপ কর্ম নিচের মূল রয়েছে যা অগোছালো ছড়িয়ে রয়েছে।

ভাষ্য – ননু, এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল তো ব্রহ্ম কথন করা হয়েছে তাহলে এখানে কর্মকে মূল কেন কথন করলো ? **উত্তর** – সম্পূর্ণ সংসাররূপ বৃক্ষের সর্বাধার ব্রহ্মই মূল, এখানে কেবল মনুষ্যলোকের মূল তার বাসনারূপ কর্মকে কথন করা হয়েছে, এই কথন থেকে এই বচন স্পষ্ট হয়ে যায় যে "মূল" শব্দের অর্থ এখানে উপাদান কারণের নয় বরং নিমিত্তকারণের। যেরূপ জীবের কর্ম জীবের জন্মে নিমিত্তকারণ, আর যদি "মূল" শব্দের অর্থ এখানে উপাদান কারণের নেওয়া হয় তো "**অহং বীজপ্রদঃ পিতা**" ইত্যাদি নিমিত্তকারণ প্রতিপাদক বাক্যের সাথে বিরোধ হবে। এই প্রকার এই সংসাররূপ বৃক্ষকে শাখাপল্লবাদি দ্বারা পূর্ণ কথন করে এখন চতুর্য়াশ্রমীর জন্য তাঁর অসঙ্গতার উপায় বর্ণন করছে —

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ।। ৩ ।।

পদ — ন। রূপং। অস্য। ইহ। তথা। উপলভ্যতে। ন।
অন্তঃ। ন। চ। আদিঃ। ন। চ। সংপ্রতিষ্ঠা। অশ্বত্থং।
এনং। সুবিরূঢ়মূলং। অসঙ্গশস্ত্রেণ। দৃঢ়েন। ছিত্ত্বা।

পদার্থ – **(অস্য)** এই সংসাররূপ বৃক্ষের **(ইহ)** এই লোকে **(তথা, রূপং, ন, উপলভ্যতে)** তেমন রূপ উপলব্ধ হয় না **(ন, অন্তঃ)** না অন্ত পাওয়া যায় **(ন, চ, আদিঃ)** না আদি পাওয়া যায় **(ন, চ)** আর না **(সংপ্রতিষ্ঠা)** এর স্থিতির মূল পাওয়া যায় **(এনং, অশ্বত্থং)** এই সংসাররূপ বৃক্ষের **(সুবিরূঢ়মূলং)** যার মূল দৃঢ় **(দৃঢ়েন, অসঙ্গশস্ত্রেণ)** দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা **(ছিত্ত্বা)** ছেদন করে সেই পরমাত্মরূপ পরমপদকে অন্বেষণ করা উচিত।

সরলার্থ – এই সংসাররূপ বৃক্ষের এই লোকে তেমন রূপ উপলব্ধ হয় না। না অন্ত পাওয়া যায়, না আদি পাওয়া যায় আর না এর স্থিতির মূল পাওয়া যায়। এই সংসাররূপ বৃক্ষের,
~~~~~~

~~~~~~

যার মূল দৃঢ়, দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করে সেই পরমাত্মরূপ পরমপদকে অন্বেষণ করা উচিত।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই সংসাররূপ বৃক্ষকে অপ্রমেয় বর্ণন করা হয়েছে অর্থাৎ এর আদি অন্তের বাস্তবে জানা বা জানতে পারা দুর্বিজ্ঞেয়। এই অভিপ্রায় থেকে বলেছে যে, এর রূপ নেই, না আদি পাওয়া যায়, না অন্ত পাওয়া যায় আর না এর সঠিক মূল পাওয়া যায় যে, ইহা কখন থেকে বিদ্যমান। এই কথন থেকে এই বচনকে সিদ্ধ করেছে যে, সেই পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমাত্মার এই সংসাররূপী বিভূতি অতি গভীর। এর মূল বড় দৃঢ়। কেবল অসঙ্গতারূপ শস্ত্র দ্বারাই এর ছেদন হতে পারে অন্য কোনো প্রকারে এর ছেদন হতে পারে না। মায়াবাদীগণ এই শ্লোকে এই সংসারকে অনির্বচনীয় সিদ্ধ করেছেন যার অর্থ মিথ্যা। এর উপর স্বামী শঙ্করাচার্য এরূপ লিখেছেন যে "**স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়া গন্ধর্বনগরসমত্বান্ দৃষ্টনষ্ট স্বরূপঃ**" = এই সংসার কিরকম, স্বপ্ন তথা মরুস্থলের জলের সমান। এবং মিথ্যা কল্পিত গন্ধর্ব্বনগরের সমান দৃষ্টনষ্ট স্বরূপ অর্থাৎ যেই সময় দৃশ্যমান হয় সেই সময় দেখা যায় না। যদি এই অর্থ উক্ত শ্লোকের হতো তো সংসারকে অন্তরহিত বর্ণন করা হতো না এবং না তো অসঙ্গ শস্ত্র অর্থাৎ বৈরাগ্য দ্বারা তার ত্যাগের কথন করা হতো। পুনরায় তো মনোরথমাত্রের মনোময়ি কল্পনা নিষ্পত্তি করে দেওয়ায় ঘর তৈরি হয়ে যেত। তাহলে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, এই তিন প্রকারের ইচ্ছাকে ত্যাগ করে চতুর্থাশ্রমী লোকেদের ভিক্ষা প্রার্থনার কী আবশ্যকতা ছিল ? সারাংশ এই যে, এই শ্লোকে যতি এবং বিরক্ত লোকেদের সংসারের ত্যাগ কথন করা হয়েছে এবং অন্য আশ্রমীদেীকে সংসারের শোভা বর্ণন করেছেন।

সং – ননু, সেই চতুর্থাশ্রমী অসঙ্গশস্ত্র দ্বারা এই সংসাররূপ বৃক্ষের ছেদন করে কি করবে ? উত্তর —

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ।। ৪ ।।

পদ — **ততঃ। পদং। তৎ। পরিমার্গিতব্যং। যস্মিন্।**
গতা। ন। নিবর্তন্তি। ভূয়ঃ। তং। এব। চ। আদ্যং।
~~~~~~

পুরুষং। প্রপদ্যে। যতঃ। প্রবৃত্তিঃ। প্রসৃতা। পুরাণী।

পদার্থ – (**ততঃ**) এর অনন্তর (**তৎ, পদং**) সেই পদ (**পরিমার্গিতব্যং**) অন্বেষণ করা উচিত (**যস্মিন্, গতা**) যাঁকে প্রাপ্ত হয়ে (**ভূয়ঃ**) পুনরায় (**ন, নিবর্তন্তি**) আবৃত্তি করে না (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**তং, আদ্যং, পুরুষং**) সেই সকলের আদি মূল পুরুষকে (**প্রপদ্যে**) আমি প্রাপ্ত হই (**যতঃ**) যাঁর দ্বারা এই সংসাররূপ বৃক্ষের (**পুরাণী**) প্রাচীন (**প্রবৃত্তিঃ**) বিস্তাররূপ রচনা (**প্রসৃতা**) বিস্তৃত হয়েছে।

সরলার্থ – এর অনন্তর সেই পদ অন্বেষণ করা উচিত, যাঁকে প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় [এই সংসারকে] আবৃত্তি করে না। নিশ্চিত রূপে সেই সকলের আদি মূল পুরুষকে আমি প্রাপ্ত হই, যাঁর দ্বারা এই সংসাররূপ বৃক্ষের প্রাচীন বিস্তাররূপ রচনা বিস্তৃত হয়েছে।

ভাষ্য – ইহা সেই পদ যাঁকে "**তদ্বিষ্ণো পরমং পদং**" [ঋগ্বেদ ১/২২/২০] ইত্যাদি মন্ত্রে নিরাকারের পদ কথন করা হয়েছে। এখানে মায়াবাদীগণ এই অর্থকে স্বীকার করে যে, ইহা নির্গুণ ব্রহ্মের পদ কিন্তু নিজের মায়াবাদের অর্থের সামান্য চমক অবশ্যই যুক্ত করে দেয় যাহাতে তাঁদের মতে মায়ার কারণ সংসাররূপ বৃক্ষের প্রবৃত্তি হয়। যখন এই পরমপদে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বীকার রয়েছে তো তাহলে মায়ার কথন কেন ? এবং পরবর্তী ষষ্ঠ শ্লোকে গিয়ে এই কথন করেছে যে, তিনি স্বতঃপ্রকাশ তাহলে শুদ্ধ ব্রহ্মে মায়ার পর্দা কেন ? অর্থাৎ মায়ার পর্দা কথন করা সর্বথা অসঙ্গত।

সং – এখন পরমাত্মপদকে প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তির কথন করছে —

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ।। ৫ ।।

পদ — নির্মানমোহাঃ। জিতসঙ্গদোষাঃ। অধ্যাত্মনিত্যাঃ।
বিনিবৃত্তকামাঃ। দ্বন্দ্বৈঃ। বিমুক্তাঃ। সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ।
গচ্ছন্তি। অমূঢ়াঃ। পদং। অব্যয়ং। তৎ।

পদার্থ – (**নির্মানমোহাঃ**) যাঁর মান এবং মোহ নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছে (**জিতসঙ্গদোষাঃ**) যিনি সঙ্গদোষকে জয় করেছে (**অধ্যাত্মনিত্যাঃ**) যিনি পরমাত্মায় তৎপর (**বিনিবৃত্তকামাঃ**) যার কামনা নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছে (**সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ**) সুখ-দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি (**দ্বন্দ্বৈঃ**) দ্বন্দ্ব থেকে (**বিমুক্তাঃ**) যিনি মুক্ত হয়েছে (**অমূঢ়াঃ**) মোহ থেকে রহিত ব্যক্তি (**তৎ, অব্যয়ং, পদং**) সেই নির্বিকার পদকে (**গচ্ছন্তি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যাঁর মান এবং মোহ নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছে, যিনি সঙ্গদোষকে জয় করেছে, যিনি পরমাত্মায় তৎপর, যাঁর কামনা নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছে, সুখ-দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি দ্বন্দ্ব থেকে যিনি মুক্ত হয়েছে, [সেই] মোহ থেকে রহিত ব্যক্তি সেই নির্বিকার পদকে প্রাপ্ত হয়।

সং – যাঁকে পূর্বোক্ত গুণযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, এখন সেই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করছে —

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।। ৬ ।।

পদ — ন। তৎ। ভাসয়তে। সূর্যঃ। ন। শশাঙ্কঃ। ন। পাবকঃ।
যৎ। গত্বা। ন। নিবর্তন্তে। তৎ। ধাম। পরমং। মম।

পদার্থ – (**তৎ**) তাঁকে (**সূর্যঃ**) সূর্য (**ন, ভাসয়তে**) প্রকাশ করতে পারে না (**ন, শশাঙ্কঃ**) না চন্দ্রমা প্রকাশ করতে পারে (**ন, পাবকঃ**) না অগ্নি প্রকাশ করতে পারে (**যৎ, গত্বা**) যাঁকে প্রাপ্ত হয়ে (**ন, নিবর্তন্তে**) পুনরায় আবৃত্তিরূপ ভক্তি করতে হয় না (**তৎ**) তা (**মম**) আমার (**পরমং**) সবথেকে উৎকৃষ্ট (**ধাম**) স্থান।

সরলার্থ – তাঁকে সূর্য প্রকাশ করতে পারে না, না চন্দ্রমা প্রকাশ করতে পারে, না অগ্নি প্রকাশ করতে পারে, যাঁকে প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় আবৃত্তিরূপ ভক্তি করতে হয় না তা আমার সবথেকে উৎকৃষ্ট স্থান।

~~~~~~

ভাষ্য – **"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং"** [মুণ্ডক০ ২/২/১০] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্য থেকে এই শ্লোক নেওয়া হয়েছে। **"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা"** [মুণ্ডক০ ৩/১/৮] ইত্যাদি বাক্যে তাঁকে ইন্দ্রিয়গোচর কথন করা হয়েছে। এবং তাঁকেই দ্বাদশ অধ্যায়ে অক্ষর ব্রহ্ম কথন করা হয়েছে, যাঁর প্রাপ্তি সাকারবাদী টীকাকারগণ দেহধারী লোকেদের জন্য দুষ্কর মনে করেছিল তা এখানে কৃষ্ণজী **"তদ্ধাম পরমং মম"** এই বাক্য বলে নিজেরও উপাস্যদেব মেনে নিয়েছে। মায়াবাদীগণ এর এই অর্থ করে যে, এখানে "ষষ্ঠী" এর অর্থ পার্থক্যের নয় কিন্তু **"রাহোঃ শিরঃ"** এই বাক্যের সমান রাহুর শির [মস্তক] রয়েছে, এই কথা নয়, প্রত্যুত রাহুই শির — এই অর্থ লাভ হয় অর্থাৎ আমার ধাম নয় আমিই ধাম, এই অর্থ। এই অর্থ মানার পরও নির্গুণের প্রাপ্তি সাকারবাদী লোকেদের অবশ্যই মানতে হবে অর্থাৎ এরূপ বলতে পারবে না যে, দেহধারী ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হতে পারবে না। সার এই হয় যে, "অহং" শব্দের বাচ্যার্থ যদি এখানে নির্গুণ ব্রহ্ম মানা হয় তবুও কৃষ্ণজীর মহত্ত্ব এর থেকে সিদ্ধ হয় না। কেননা তাঁদের মতে কৃষ্ণজী সগুণ ব্রহ্ম, এবং এখানে কৃষ্ণজী নির্গুণ ব্রহ্মকে আত্মত্বেন উপাসনার অভিপ্রায় থেকে বর্ণন করেছেন। মধুসূদন স্বামী তো এখানেও এই পদের প্রাপ্তি **"অহং ব্রহ্মাস্মি"** এই বাক্য দ্বারা মেনেছেন, যার গন্ধমাত্রও এই শ্লোকে নেই এবং তা এইজন্য মেনেছেন যে, তাঁদের মতে যখন জীব ব্রহ্ম হয়ে যায় তো তখন পুনরাবৃত্তি হয় না। আর তাঁদের মতে জীবকে ব্রহ্ম বানানোর এই প্রকার রয়েছে যে, অন্তঃকরণ বা অবিদ্যায় যা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব তাই জীব। এই পক্ষে যেমন জলরূপ উপাধির নিষ্পত্তি থেকে সূর্যের প্রতিবিম্ব বিম্বরূপ হয়ে যায় এই প্রকার অন্তঃকরণাদি উপাধির নিষ্পত্তির থেকে জীব ব্রহ্মের একতা হয়ে যায়। এবং যেই পক্ষে বুদ্ধির সাথে একত্রিত যে ব্রহ্মের অংশ তাঁর নাম জীব, সেই পক্ষে ঘটাকাশের ঘটরূপ উপাধির বিস্ফোরণের মতো ঘটাকাশ মহাকাশরূও হয়ে যায়, এই প্রকার বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন জীবরূপ অংশ বুদ্ধিরূপ উপাধির নিষ্পত্তির থেকে ব্রহ্মরূপ হয়ে যায়। এবং প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, আভাসবাদ আদি তাঁদের অনেক বাদ রয়েছে। এই বাদ সমূহ থেকে আমাদের বিবাদ কিসের ! এখানে বিচার যোগ্য কথন এই যে, জীবের স্বরূপ কী, যদি জীব বাস্তবে ঘটাকাশের সমানই ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয় এবং স্বয়ং তাঁর কোনো স্বরূপ নেই তো তাঁদের এই বাদের অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া সত্য হতে পারে। কিন্তু যখন জীব নিত্য যেরূপ **"নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্য তাভ্যঃ"** [ব্র০ সূ০ ২/৩/১৭] মধ্যে জীবকে উৎপত্তিশূণ্য বলা হয়েছে এবং শ্রুতিতেও তাঁকে নিত্য বলা হয়েছে তো পুনরায় তাঁর ব্রহ্ম থেকে জীব হওয়া তথা জীবভাব নাশ হয়ে ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া কিভাবে সিদ্ধ হতে পারে ?
~~~~~~

ননু – অংশাঅংশীভাব থেকে জীব ব্রহ্মের অংশ হতে পারে এতে কী দোষ ? **উত্তর** – অংশাঅংশীভাব থেকে জীব ব্রহ্মের অংশ কখনোই প্রতিপাদন করা হয় নি কিন্তু "**পাদোঽস্যবিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যাঽমৃতদিবি**" [যজুর্বেদ ৩১/৩] এই মন্ত্রে ব্রহ্মের একদেশী হওয়ায় জীবকে অংশ কথন করা হয়েছে, বাস্তবে জীব ব্রহ্মের অংশ নয়। স্বামী শঙ্করাচার্য এর উপর এইরূপ লিখেছেন যে "**অংশ ইবাংশো নহি নিরবয়বস্য মুখ্যোংশঃ সম্ভবতি**" [ব্র০ সূ০ ২/৩/৪৩ শঙ্কর ভাষ্য] = অংশের সমান, বাস্তবে নিরবয়বের অংশ হতে পারে না। যখন তাঁর খণ্ড হয়ে জীব অংশই হতে পারে না তো তাহলে জীবের ব্রহ্ম হওয়া কিভাবে সম্ভব, দেখুন —

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ।। ৭ ।।

পদ — মম। এব। অংশঃ। জীবলোকে। জীবভূতঃ। সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানি। ইন্দ্রিয়াণি। প্রকৃতিস্থানি। কর্ষতি।

পদার্থ – (**জীবলোকে**) এই সংসারে (**জীবভূতঃ, সনাতনঃ**) এই যে সনাতন জীব রয়েছে তা (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**মম, অংশঃ**) সেই পরমাত্মার অংশ, এই জীব (**মনঃষষ্ঠানি**) মন ষষ্ঠ যেখানে এরূপ (**প্রকৃতিস্থানি**) প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত (**ইন্দ্রিয়াণি**) ইন্দ্রিয় সমূহকে (**কর্ষতি**) গমনাগমনে সাথে নিয়ে যায়।

সরলার্থ – এই সংসারে এই যে সনাতন জীব রয়েছে তা নিশ্চিত রূপে সেই পরমাত্মার অংশ, এই জীব মন ষষ্ঠ যেখানে এরূপ প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত ইন্দ্রিয় সমূহকে গমনাগমনে সাথে নিয়ে যায়।

ভাষ্য – "সনাতন" শব্দ কথন করার মাধ্যমে এখানে এই বচন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, জীব ঘটাকাশ বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো ব্রহ্মের অংশ নয় বরং আদিকাল হতে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন ব্রহ্মের বিভূতিরূপ। যদি ব্রহ্মই জীবভাবকে প্রাপ্ত হতো তো এই অধ্যায়ের ১৭ নং শ্লোকে জীব ঈশ্বরের পার্থক্যের কথন করা হতো না আর না তো [গীতা ১৩/১৬] মধ্যে জীবকে অনাদি মান্য করা হতো ! এবং গীতার পূর্বোত্তর বিচার করার মাধ্যমে এখানে

"অংশ" শব্দের অর্থ ঈশ্বরের বিভূতির, মহাকাশ থেকে ঘটাকাশ তথা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের সমান অংশ নয়।

সং – এখন জীবের গমনাগমনের কথন করছে —

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাঽপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ।। ৮ ।।

পদ — শরীরং। যৎ। অবাপ্নোতি। যৎ। চ। অপি। উৎক্রামতি। ঈশ্বরঃ। গৃহীত্বা। এতানি। সংযাতি। বায়ুঃ। গন্ধান্। ইব। আশয়াৎ।

পদার্থ – (**যৎ**) যে কালে (**ঈশ্বরঃ**) জীব (**শরীরং**) শরীরকে (**অবাপ্নোতি**) প্রাপ্ত হয় (**যৎ, চ, অপি, উৎক্রামতি**) এবং যে সময়ে ত্যাগ করে, সেই সময় যেই প্রকার (**বায়ুঃ**) বায়ু (**আশয়াৎ**) পুষ্প থেকে (**গন্ধান্, ইব**) গন্ধকে গ্রহণ করে নিয়ে যায়, এই প্রকার (**এতানি**) পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে (**গৃহীত্বা**) গ্রহণ করে (**সংযাতি**) জীবাত্মা নিয়ে যায়।

সরলার্থ – যে কালে জীব শরীরকে প্রাপ্ত হয় এবং যে সময়ে ত্যাগ করে, সেই সময় যেই প্রকার বায়ু পুষ্প থেকে গন্ধকে গ্রহণ করে নিয়ে যায়, এই প্রকার পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে গ্রহণ করে জীবাত্মা নিয়ে যায়।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ।। ৯ ।।

পদ — শ্রোত্রং। চক্ষুঃ। স্পর্শনং। চ। রসনং। ঘ্রাণং। এব। চ। অধিষ্ঠায়। মনঃ। চ। অয়ং। বিষয়ান্। উপসেবতে।

পদার্থ – (**শ্রোত্রং**) কর্ণ (**চক্ষুঃ**) নেত্র (**স্পর্শনং**) ত্বক (**রসনং**) জিহ্বা (**ঘ্রাণং**) নাসিকা (**চ**) এবং (**মনঃ**) মনকে (**অধিষ্ঠায়**) আশ্রয় করে (**অয়ং**) এই জীবাত্মা (**বিষয়ান্**) বিষয় সমূহকে (**উপসেবতে**) ভোগ করে।

সরলার্থ – কর্ণ, নেত্র, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা এবং মনকে আশ্রয় করে এই জীবাত্মা বিষয় সমূহকে ভোগ করে।

সং – এখন ইন্দ্রিয়ের সহিত গমনাগমনযুক্ত জীবাত্মাকে জ্ঞানীদের বিষয়ে কথন করছে —

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং ৷
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — উৎক্রামন্তং। স্থিতং। বা। অপি। ভুঞ্জানং। বা। গুণান্বিতং।
বিমূঢ়াঃ। ন। অনুপশ্যন্তি। পশ্যন্তি। জ্ঞানচক্ষুষঃ।

পদার্থ – (**উৎক্রামন্তং**) শরীর ত্যাগের সময় (**স্থিতং, বা, অপি**) অথবা শরীরে স্থিত (**ভুঞ্জানং**) ভোগকারীকে (**বা, গুণান্বিতং**) অথবা গুণের সহিত মিলিত হওয়া জীবকে (**বিমূঢ়াঃ**) মূর্খ ব্যক্তি (**ন, অনুপশ্যন্তি**) দেখতে পারে না (**জ্ঞানচক্ষুষঃ, পশ্যন্তি**) জ্ঞানচক্ষুযুক্ত ব্যক্তিই দেখতে পারে।

সরলার্থ – শরীর ত্যাগের সময় অথবা শরীরে স্থিত ভোগকারীকে অথবা গুণের সহিত মিলিত হওয়া জীবকে মূর্খ ব্যক্তি দেখতে পারে না, জ্ঞানচক্ষুযুক্ত ব্যক্তিই দেখতে পারে।

সং – এখন জীবাত্মা বিষয়ক অনুভবজ্ঞান প্রতিপাদন করছে —

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং ৷
যতন্তোঽপ্যাকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ৷৷ ১১ ৷৷

পদ — যতন্তঃ। যোগিনঃ। চ। এনং। পশ্যন্তি। আত্মনি। অবস্থিতং।
যতন্তঃ। অপি। অকৃতাত্মানঃ। ন। এনং। পশ্যন্তি। অচেতসঃ।

পদার্থ – (**যতন্তঃ**) প্রযত্ন করে (**যোগিনঃ**) যোগীগণ (**এনং**) এই জীবাত্মাকে (**আত্মনি, অবস্থিতং**) নিজ শরীরে স্থিত (**পশ্যন্তি**) দর্শন করে, এবং (**অকৃতাত্মানঃ**) মলিন

~~~~~~

অন্তঃকরণযুক্ত (**অচেতসঃ**) অবিবেকীগণ (**যতন্তঃ**) প্রযত্ন করেও (**এনং**) এঁকে [এই জীবাত্মাকে] (**ন, পশ্যন্তি**) দেখতে পায় না।

সরলার্থ – প্রযত্ন করে যোগীগণ এই জীবাত্মাকে নিজ শরীরে স্থিত দর্শন করে, এবং মলিন অন্তঃকরণযুক্ত অবিবেকীগণ প্রযত্ন করেও এঁকে [এই জীবাত্মাকে] দেখতে পায় না।

সং – এই প্রকার জীবাত্মার পার্থক্য প্রতিপাদন করে এখন কৃষ্ণজী বিভূতিযোগ দ্বারা পরমাত্মার বিভূতিকে পুনরায় বর্ণন করছে —

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ।। ১২ ।।

পদ — যৎ। আদিত্যগতং। তেজঃ। জগৎ। ভাসয়তে। অখিলং।
যৎ। চন্দ্রমসি। যৎ। অগ্নৌ। তৎ। তেজঃ। বিদ্ধি। মামকং।

পদার্থ – (**যৎ, আদিত্যগতং, তেজঃ**) সূর্যে যে তেজ রয়েছে যার দ্বারা (**অখিলং, জগৎ, ভাসয়তে**) সম্পূর্ণ জগতকে প্রকাশ করে (**চ**) এবং (**যৎ**) যে [তেজ] (**চন্দ্রমসি**) চন্দ্রমাতে (**অগ্নৌ**) অগ্নিতে রয়েছে (**তৎ, তেজঃ**) সেই তেজ (**মামকং, বিদ্ধি**) আমার জানবে।

সরলার্থ – সূর্যে যে তেজ রয়েছে যার দ্বারা সম্পূর্ণ জগতকে প্রকাশ করে এবং যে [তেজ] চন্দ্রমাতে, অগ্নিতে রয়েছে সেই তেজ আমার জানবে।

ভাষ্য – "**তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি**" [মুণ্ডক০ ২/২/১০] ইত্যাদি উপনিষদ বাক্য থেকে এই শ্লোক নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ এই যে, সেই পরমাত্মার প্রকাশ থেকেই এই সম্পূর্ণ বিশ্ববর্গ প্রকাশিত হয়।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
~~~~~~

~~~~~~

পুষ্ণামিচৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ৷৷ ১৩ ৷৷

পদ — গাং। আবিশ্য। চ। ভূতানি। ধারয়ামি। অহং। ওজসা।
পুষ্ণামি। চ। ঔষধীঃ। সর্বাঃ। সোমঃ। ভূত্বা। রসাত্মকঃ।

পদার্থ – **(অহং)** আমি **(গাং)** পৃথিবীতে **(আবিশ্য)** প্রবেশ করে **(ওজসা)** নিজের শক্তি দ্বারা **(ভূতানি, ধারয়মি)** সকল প্রাণীদেরকে ধারণ করে **(রসাত্মকঃ, সোমঃ, ভূত্বা)** রসরূপ সোম হয়ে **(সর্বাঃ, ঔষধীঃ)** সকল ঔষধিসমূহকে **(পুষ্ণামি)** পুষ্ট করি।

সরলার্থ – আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করে নিজের শক্তি দ্বারা সকল প্রাণীদেরকে ধারণ করে রসরূপ সোম হয়ে সকল ঔষধিসমূহকে পুষ্ট করি।

ভাষ্য – **"যেনদ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া"** [যজুর্বেদ ৩২/৬] ইত্যাদি মন্ত্র থেকে এই ভাব নেওয়া হয়েছে যেখানে পৃথিবী আদির আধার পরমাত্মাকেই বর্ণন করা হয়েছে। পূর্বোক্ত প্রকারে "অহং" শব্দের বাচ্য এখানে পরমাত্মা, যাঁর তদ্ধর্মতাপত্তির ভাব থেকে কৃষ্ণজী আত্মত্বেন প্রয়োগ করেছেন। যেরূপ **"বৈশ্বানর"** এর অর্থ পরমাত্মার করেছেন কোনো দেব বিশেষের নয়।

সং – এখন সেই বৈশ্বানরকে কৃষ্ণজী আত্মত্বেন কথন করেছে —

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ৷
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ৷৷ ১৪ ৷৷

পদ — অহং। বৈশ্বানরঃ। ভূত্বা। প্রাণিনাং। দেহং। আশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ। পচামি। অন্নং। চতুর্বিধং।

পদার্থ – **(অহং)** আমি **(বৈশ্বানরঃ, ভূত্বা)** বৈশ্বানর অগ্নি হয়ে **(প্রাণিনাং)** জীবের **(দেহং)** দেহকে **(আশ্রিতঃ)** আশ্রয় করে রয়েছি, এবং আমিই **(প্রাণাপানসমাযুক্তঃ)** প্রাণ তথা অপানবায়ুর সাথে মিলিত হয়ে **(অন্নং, চতুর্বিধং)** চার প্রকারের অন্নকে **(পচামি)** পরিপাক করি।
~~~~~~

~~~~~~

সরলার্থ – আমি বৈশ্বানর অগ্নি হয়ে জীবের দেহকে আশ্রয় করে রয়েছি, এবং আমিই প্রাণ তথা অপানবায়ুর সাথে মিলিত হয়ে চার প্রকারের অন্নকে পরিপাক করি।

ভাষ্য – চার প্রকারের অন্ন এগুলো — **ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, চোষ্য**। (১) যা দাঁত দ্বারা চিবিয়ে খাওয়া যায় তা "**ভক্ষ্য**", (২) যা দাঁত ছাড়াও খাওয়া যায় তা "**ভোজ্য**", (৩) যা জিহ্বা দ্বারা চেটে খাওয়ার যায় তা "**লেহ্য**", (৪) যা ইক্ষুদণ্ডের সমান চুষে খাওয়া যায় তাকে "**চোষ্য**" বলে।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ।। ১৫ ।।

পদ — সর্বস্য। চ। অহং। হৃদি। সন্নিবিষ্টঃ। মত্তঃ।
স্মৃতিঃ। জ্ঞানং। অপোহনং। চ। বেদৈঃ। চ। সর্বৈঃ। অহং।
এব। বেদ্যঃ। বেদান্তকৃৎ। বেদবিৎ। এব। চ। অহং।

পদার্থ – (**সর্বস্য**) সকল মনুষ্যের (**হৃদি**) হৃদয়ে (**অহং, সন্নিবিষ্টঃ**) আমি স্থিত (**মত্তঃ**) আমার থেকে (**স্মৃতিঃ, জ্ঞানং**) স্মৃতি এবং জ্ঞান হয় (**চ**) আর (**অপোহনং**) এই দুইয়ের আবৃতও আমার থেকেই হয় (**বেদৈঃ, চ, সর্বৈঃ**) সকল বেদকে (**বেদ্যঃ**) জানার যোগ্য (**অহং, এব**) আমিই (**বেদান্তকৃৎ**) বেদান্তের সম্প্রদায়ের সম্পাদনকারী এবং (**বেদবিৎ**) বেদের জ্ঞাতা (**অহং, এব**) আমিই।

সরলার্থ – সকল মনুষ্যের হৃদয়ে আমি স্থিত, আমার থেকে স্মৃতি এবং জ্ঞান হয় আর এই দুইয়ের আবৃতও আমার থেকেই হয়, সকল বেদকে জানার যোগ্য আমিই। বেদান্তের সম্প্রদায়ের সম্পাদনকারী এবং বেদের জ্ঞাতা আমিই।

ভাষ্য – এই শ্লোকে পরমাত্মাকে অন্তর্যামীরূপে কথন করেছে, যেরূপ বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে পরমাত্মাকে সকলের অন্তর্যামী বর্ণন করা হয়েছে। এবং এরূপ বলা হয়েছে যে "স্মৃতি এবং জ্ঞানের উৎপত্তিও আমার থেকেই হয় আর এগুলো না হওয়াও আমার থেকেই হয়" এই নিমিত্তকারণের অভিপ্রায় থেকে কথন করা হয়েছে যে, পূর্বকৃত
~~~~~~

~~~~~~

কর্মের কারণে পরমাত্মাই সকলকে স্মৃতি আদি প্রদান করে এবং হরন করে নেয়, যেরূপ [ব্র০ সূ০ ৩/৩/৪২] মধ্যে পূর্বকৃত কর্মের অপেক্ষা থেকে পরমাত্মাকে ফলদাতা কথন করা হয়েছে। যদি এর অর্থ এরূপ মানা যায় যে, ভালো-মন্দ সব জ্ঞান কৃষ্ণই প্রদান করে তো তাহলে কৃষ্ণজী "**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**" [গীতা ১৮/৩৬] মধ্যে এরূপ কেন বলেছেন ? কেননা যখন সকলের জ্ঞান এবং অজ্ঞানের কারণ কৃষ্ণই তো সকল ধর্ম কৃষ্ণেরই পক্ষ থেকে তাহলে তার নিষেধ কেন ? এবং [গীতা ১৬/১৯] মধ্যে বলেছে যে, যেসব লোক অহংকারাদি থেকে নিজ বা পরদেহে আমার সহিত দ্বেষ করে তাঁদের আমি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। তাহলে সেই বেচারাদের কি অপরাধ, কেননা স্মৃতি জ্ঞানাদি তো সব কৃষ্ণেরই পক্ষ থেকে হয়। যদি এই মান্যতা করা হয় যে, এই শ্লোকের এই অর্থই সঠিক তো পূর্বোক্ত সহস্র তর্ক গীতাকে পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধ করে, এবং উপনিষদের সাথে সঙ্গত করার মাধ্যমে এর এই অর্থ লাভ হয় যে, অন্তর্যামীরূপে পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে স্থিত, তিনি পূর্বকৃত কর্মের অপেক্ষা দ্বারা জ্ঞান এবং স্মৃতি প্রদান করেন আর তিনিই মন্দকর্মের কারণে জ্ঞান তথা স্মৃতিকে হরণ করে নেয়, তিনি বেদান্তকৃত বৈদিক সিদ্ধান্তের স্থিরকারী এবং তিনি বেদের বেত্তা। মায়াবাদীগণ এই শ্লোকের অর্থকে নিজেদের পক্ষে এই প্রকারে টানে যে, যখন সকলের হৃদয়ে তিনি স্থিত তো এই অর্থ লাভ হয় যে, তিনিই জীবরূপ হয়ে গিয়েছে। যদি এই শ্লোকের এই তাৎপর্য হতো তো ১৭ নং শ্লোকে গিয়ে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে জীব থেকে ভিন্ন কেন বর্ণন করেছেন ? এইজন্য এই শ্লোকের আশয় পরমাত্মাকে সর্বান্তর্যামী এবং সব থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করার, যেরূপ অগ্রিম শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে যে —

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ৷
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — দ্বৌ। ইমৌ। পুরুষৌ। লোকে। ক্ষরঃ। চ। অক্ষরঃ। এব। চ।
ক্ষরঃ। সর্বাণি। ভূতানি। কূটস্থঃ। অক্ষরঃ। উচ্যতে।

পদার্থ – (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**দ্বৌ, ইমৌ, পুরুষৌ, লোকে**) এই পুরুষ সংসারে দুই (**ক্ষরঃ**) ক্ষর (**চ**) এবং (**অক্ষরঃ**) অক্ষর (**ক্ষরঃ, সর্বাণি, ভূতানি**) সকল প্রাণী ক্ষর (**চ**) এবং (**কূটস্থঃ, অক্ষরঃ, উচ্যতে**) অক্ষর কূটস্থ বলা হয়।
~~~~~~

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে এই পুরুষ সংসারে দুই – ক্ষর এবং অক্ষর রয়েছে। সকল প্রাণী ক্ষর এবং অক্ষর কূটস্থ বলা হয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে "ক্ষর" শব্দ দ্বারা প্রকৃতি তথা তার কার্যভাব এবং "অক্ষর" শব্দ দ্বারা জীবাত্মার কথন করা হয়েছে। কূট নাম লৌহ পিণ্ডের, এই লৌহ পিণ্ডের সমান যে নিশ্চল তাকে "কূটস্থ" বলে। এবং মায়াবাদীদের মতে কূট নাম মায়ার, সেই মায়ার আবরণ এবং বিশেষ শক্তি দ্বারা যে স্থির তাঁর নাম কূটস্থ অর্থাৎ মায়ার আবরণ এবং বিশেষ শক্তি দ্বারা যে ব্রহ্ম জীবরূপ হয়ে গিয়েছে তার অর্থ এখানে কূটস্থের। যদি এই অর্থ সঠিক হতো তো কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে ঔপাধিকরূপে ভিন্ন কথন করতো না। কেননা যখন তাঁদের মতে কৃষ্ণের রূপও উপাধিযুক্ত তাহলে বেচারা জীবরূপ ব্রহ্ম উপাধিতে ফেঁসে কী অপরাধ করেছে যে তাঁকে তুচ্ছ মনে করে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে বড় সিদ্ধ করেছে। এই প্রকার বিবেচনা করার মাধ্যমে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, কূটস্থের অর্থ এখানে নির্বিকার হওয়ার অভিপ্রায় জীবের, ব্রহ্মের নয়।

সং – এখন সেই জীবের থেকে পরমাত্মার পার্থক্য সিদ্ধ করছে —

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ৷
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ৷৷ ১৭ ৷৷

পদ — উত্তমঃ। পুরুষঃ। তু। অন্যঃ। পরমাত্মা। ইতি। উদাহৃতঃ।
যঃ। লোকত্রয়ং। ভবিশ্য। বিভর্তি। অব্যয়ঃ। ঈশ্বরঃ।

পদার্থ – **(যঃ)** যিনি **(লোকত্রয়ং, আবিশ্য)** তিন লোকে প্রবেশ করে **(বিভর্তি)** এই সম্পূর্ণ সংসারকে ধারণ করছে তিনি **(অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ)** অব্যয়, ঈশ্বর তথা **(উত্তমঃ, পুরুষঃ)** উত্তম পুরুষ এবং তিনি পূর্বোক্ত প্রকৃতি তথা জীব থেকে **(অন্যঃ)** ভিন্ন **(পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ)** পরমাত্মা নাম দ্বারা কথন করা হয়েছে।

সরলার্থ – যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে এই সম্পূর্ণ সংসারকে ধারণ করছে তিনি অব্যয়, ঈশ্বর তথা উত্তম পুরুষ। এবং তিনি পূর্বোক্ত প্রকৃতি তথা জীব থেকে ভিন্ন, পরমাত্মা নাম দ্বারা কথন করা হয়েছে।

~~~~~~

সং – এখন সেই পরমাত্মপুরুষকে কৃষ্ণজী " অহংগ্রহ" উপাসনার ভাব থেকে আত্নবাচী শব্দ দ্বারা কথন করছে —

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ৷
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ৷৷ ১৮ ৷৷

পদ — যস্মাৎ । ক্ষরং । অতীতঃ । অহং । অক্ষরাৎ । অপি । চ । উত্তমঃ ।
অতঃ । অস্মি । লোকে । বেদে । চ । প্রথিতঃ । পুরুষোত্তমঃ ।

পদার্থ – (**যস্মাৎ**) এইজন্য (**অহং**) আমি (**ক্ষরং**) ক্ষর অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে (**অতীতঃ**) ঊর্ধ্বে (**অক্ষরাৎ, অপি, চ**) এবং অক্ষররূপ জীব থেকে (**উত্তমঃ**) শ্রেষ্ঠ (**অতঃ**) এইজন্য (**লোকে**) সংসারে (**বেদে**) বেদের মধ্যে (**পুরুষোত্তমঃ, প্রথিতঃ**) উত্তম পুরুষ প্রসিদ্ধ আমি।

সরলার্থ – এইজন্য আমি ক্ষর অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে ঊর্ধ্বে এবং অক্ষররূপ জীব থেকে শ্রেষ্ঠ। এইজন্য সংসারে বেদের মধ্যে উত্তম পুরুষ প্রসিদ্ধ আমি।

সং – এখন সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মার জ্ঞানের ফল কথন করছে —

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ৷
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — যঃ । মাং । এবং । অসংমূঢ়ঃ । জানাতি । পুরুষোত্তমং ।
সঃ । সর্ববিৎ । ভজতি । মাং । সর্বভাবেন । ভারত ।

পদার্থ – হে ভারত ! (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**মাং**) আমাকে (**এবং**) এই প্রকার (**অসংমূঢ়ঃ**) মোহ থেকে রহিত (**পুরুষোত্তমং, জানাতি**) পুরুষোত্তম জানেন (**সঃ**) তিনি (**সর্ববিৎ**) সব জানেন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ (**সর্বভাবেন**) সকল প্রকারে (**মাং**) আমার (**ভজতি**) ভজনা করেন।

সরলার্থ – হে ভারত ! যে ব্যক্তি আমাকে এই প্রকার মোহ থেকে রহিত পুরুষোত্তম জানেন তিনি সব জানেন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, [তিনি] সকল প্রকারে আমার ভজনা করেন।
~~~~~~

সং – এখন কৃষ্ণজী নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক গীতা শাস্ত্রের স্তুতি করে এই অধ্যায়কে সমাপ্ত করছে —

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ ৷
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎকৃতকৃত্যশ্চ ভারত ৷৷ ২০ ৷৷

পদ — ইতি। গুহ্যতমং। শাস্ত্রং। ইদং। উক্তং। ময়া। অনঘ।
এতৎ। বুদ্ধা। বুদ্ধিমান্। স্যাৎ। কৃতকৃত্যঃ। চ। ভারত।

পদার্থ – **(অনঘ)** হে নিষ্পাপ অর্জুন ! **(ইদং)** এই **(ইতি, গুহ্যতমং)** অতি গোপনীয় শাস্ত্র **(ময়া, উক্তং)** আমি কথন করলাম **(এতৎ, বুদ্ধা)** একে জেনে **(বুদ্ধিমান্, স্যাৎ)** পুরুষ বুদ্ধিমান হয় এবং হে ভারত **(কৃতকৃত্যঃ)** কৃতকৃত্য হয় অর্থাৎ কৃতার্থ হয়।

সরলার্থ – হে নিষ্পাপ অর্জুন ! এই অতি গোপনীয় শাস্ত্র আমি কথন করলাম, একে জেনে পুরুষ বুদ্ধিমান হয় এবং হে ভারত কৃতকৃত্য হয় অর্থাৎ কৃতার্থ হয়।

ভাষ্য – কৃষ্ণজী এই উত্তম পুরুষের আত্মত্বেন প্রতিপাদন আত্মোপাসনার অভিপ্রায়ে করেছেন। যেরূপ "**ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্**" [গীতা ১৪/২৭] মধ্যে নিজেই নিজেকে পরমাত্মত্বেন কথন করেছে। যদি এখানে বাস্তবে কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে পরমাত্মরূপে কথন করতো তো ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার অর্থ কী হতো, এবং "**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি**" [গীতা ১৮/৬১] ইত্যাদি কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন প্রতিপাদক শ্লোকের কী অর্থ হতো ? এবং পূর্বোত্তর বিচার করার মাধ্যমে সিদ্ধ হয় যে, এই অধ্যায়ে কৃষ্ণজী পরমাত্মার সহিত জীবের তদ্ধর্মতাপত্তি দ্বারা যোগ কথন করেছে।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

~~~~~~

ওঁ৩ম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[দেবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগোঃ]
~~~~~~

সঙ্গতি – পূর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাসনারূপ কর্মকে জীবের জন্মের কারণ কথন করা হয়েছে এবং সেই বাসনাসমূহকে জীবের প্রকৃতি বলা হয়েছে অর্থাৎ শুভ বাসনাসমূহ মনুষ্যের দৈবীপ্রকৃতি এবং অশুভ বাসনাসমূহ থেকে আসুরীপ্রকৃতি নির্মিত হয়। এইজন্য দৈবীপ্রকৃতি এবং আসুরীপ্রকৃতির বিবেক করার জন্য এই অধ্যায়ে প্রথমে সাত্ত্বিকী শুভ বাসনাযুক্ত গুণ বর্ণনা করেছে —

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১ ॥

পদ — অভয়ং। সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ। জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং। দমঃ। চ। যজ্ঞঃ। চ। স্বাধ্যায়ঃ। তপঃ। আর্জবং।

পদার্থ – (**অভয়ং**) সন্মার্গে কারোর দ্বারা ভীত না হওয়া (**সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ**) মনকে শুদ্ধ রাখা (**জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ**) জ্ঞান = সত্যাসত্যের বিচার, যোগ = বৈদিককর্মের অনুষ্ঠান, অবস্থিতিঃ = এগুলোতে নিজের দৃঢ়তা রাখা (**দানং**) যোগ্য পাত্রকে দান করা (**দমঃ**) ইন্দ্রিয় সমূহকে রুদ্ধ করা (**চ**) এবং (**যজ্ঞঃ**) নিষ্কামকর্ম করা (**চ**) তথা (**স্বাধ্যায়ঃ**) অর্থ সহিত বেদের বিচার করা (**তপঃ**) ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত দ্বারা শরীরাদিকে বশে রাখা (**আর্জবং**) কপটতা শূন্য থাকা।

সরলার্থ – সন্মার্গে কারোর দ্বারা ভীত না হওয়া, মনকে শুদ্ধ রাখা, জ্ঞান = সত্যাসত্যের বিচার, যোগ = বৈদিককর্মের অনুষ্ঠান, অবস্থিতিঃ = এগুলোতে নিজের দৃঢ়তা রাখা, যোগ্য পাত্রকে দান করা, ইন্দ্রিয় সমূহকে রুদ্ধ করা, এবং নিষ্কামকর্ম করা তথা অর্থ সহিত বেদের বিচার করা, ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত দ্বারা শরীরাদিকে বশে রাখা, কপটতা শূন্য থাকা।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥

পদ — অহিংসা। সত্যং। অক্রোধঃ। ত্যাগঃ। শান্তিঃ। অপৈশুনং।

~~~~~~

দয়া। ভূতেষু। অলোলুপ্ত্বং। মার্দবং। হ্রীঃ। অচাপলং।

পদার্থ – (**অহিংসা**) কোনো প্রাণীকে দুঃখ না দেওয়া (**সত্যং**) যেরূপ হৃদয়ে তেমনই প্রকাশ করা (**অক্রোধঃ**) ক্রোধ না করা (**ত্যাগঃ**) উদারতা রাখা (**শান্তিঃ**) সহনশীল থাকা (**অপৈশুনং**) অপ্রতক্ষ্য ভাবে কোনো ব্যক্তির দোষ প্রকট না করা (**ভূতেষু, দয়া**) দুঃখী প্রাণিদের উপর কৃপা করা (**অলোলুপ্ত্বং**) বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ার পরও ইন্দ্রিয়কে অবিকারী রাখা (**মার্দবং**) ক্রুর স্বভাব না রাখা (**হ্রীঃ**) মন্দকর্মে লোকলজ্জা থেকে ভীতি হওয়া (**অচাপলং**) ব্যর্থ চপলতা দ্বারা হাত-পা আদি না চালানো, এবং...।

সরলার্থ – কোনো প্রাণীকে দুঃখ না দেওয়া, যেরূপ হৃদয়ে তেমনই প্রকাশ করা, ক্রোধ না করা, উদারতা রাখা, সহনশীল থাকা, অপ্রতক্ষ্য ভাবে কোনো ব্যক্তির দোষ প্রকট না করা, দুঃখী প্রাণিদের উপর কৃপা করা, বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ার পরও ইন্দ্রিয়কে অবিকারী রাখা, ক্রুর স্বভাব না রাখা, মন্দকর্মে লোকলজ্জা থেকে ভীতি হওয়া, ব্যর্থ চপলতা দ্বারা হাত-পা আদি না চালানো, এবং...।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ৷
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ৷৷ ৩ ৷৷

পদ — তেজঃ। ক্ষমাঃ। ধৃতিঃ। শৌচং। অদ্রোহঃ। নাতিমানিতা।
ভবন্তি। সম্পদং। দৈবীং। অভিজাতস্য। ভারত।

পদার্থ – (**তেজঃ**) নিজের গুণগৌরব দ্বারা তেজস্বী থাকা (**ক্ষমাঃ**) স্বসামর্থ্য থাকার পরও কারোর অনুপকার করায় তাঁর সাথে দ্বেষ না করা (**ধৃতিঃ**) বিপদ বৃদ্ধির পর দৃঢ় থাকা (**শৌচং**) শরীর, মন, বাণী দ্বারা পবিত্র থাকা (**অদ্রোহঃ**) কারোর সাথে দ্বেষ না করা (**নাতিমানিতা**) অভিমান না করা, হে ভারত ! (**দৈবীং, সম্পদং, অভিজাতস্য**) দৈবীসম্পদ অর্থাৎ সাত্ত্বিক বাসনাকে আশ্রয় করে যে ব্যক্তি উৎপন্ন হয়েছে তাঁর মধ্যে এই পূর্বোক্ত গুণ (**ভবন্তি**) থাকে।

সরলার্থ – নিজের গুণ গৌরব দ্বারা তেজস্বী থাকা, স্বসামর্থ্য থাকার পরও কারোর
~~~~~~

অনুপকার করায় তাঁর সাথে দ্বেষ না করা, বিপদ বৃদ্ধির পর দৃঢ় থাকা, শরীর, মন, বাণী দ্বারা পবিত্র থাকা, অভিমান না করা, হে ভারত ! দৈবীসম্পদ অর্থাৎ সাত্ত্বিক বাসনাকে আশ্রয় করে যে ব্যক্তি উৎপন্ন হয়েছে তাঁর মধ্যে এই পূর্বোক্ত গুণ থাকে।

ভাষ্য – যোগ্যতার অনুকূল এর এই অর্থ করে নেওয়া যে, তেজ, বৃত্তি, ক্ষমা, এগুলো দৈবীসম্পত্তিযুক্ত ক্ষত্রিয়ের। শৌচ, অদ্রোহ, বৈশ্যের এবং অভিমান না করা শূদ্রের মূখ্য ধর্ম।

সং – এখন আসুরী সম্পত্তিযুক্তের ভাবের কথন করছে —

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ।। ৪ ।।

পদ — দম্ভঃ। দর্পঃ। অভিমানঃ। চ। ক্রোধঃ। পারুষ্যং। এব। চ।
অজ্ঞানং। চ। অভিজাতস্য। পার্থ। সম্পদং। আসুরীং।

পদার্থ – (**দম্ভঃ**) নিজের অপগুণসমূহকে লুকিয়ে লোভবশত উদারভাব প্রকট করা (**দর্পঃ**) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অপমান করার জন্য যে গর্ব তাকে "দর্প" বলে (**অভিমানঃ**) নিজের মধ্যে পূজ্য বুদ্ধি রাখা (**ক্রোধঃ**) দ্বেষাগ্নি দ্বারা অন্তঃকরণে দাহরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়া (**পারুষ্যং**) কাউকে দুঃখ প্রদানের জন্য কুবচন বলা (**অজ্ঞানং**) বিপরীত বুদ্ধি রাখা, দূর্ভাগ্য আদি থেকে সকল দোষের গ্রহণ করা (**আসুরীং, সম্পদং, অভিজাতস্য**) আসুরী সম্পত্তির বাসনাসমূহকে নিয়ে যে ব্যক্তি উৎপন্ন হয়েছে তাঁর মধ্যে পূর্বোক্ত দোষ থাকে।

সরলার্থ – নিজের অপগুণসমূহকে লুকিয়ে লোভবশত উদারভাব প্রকট করা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অপমান করার জন্য যে গর্ব তাকে "দর্প" বলে, নিজের মধ্যে পূজ্য বুদ্ধি রাখা, দ্বেষাগ্নি দ্বারা অন্তঃকরণে দাহরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়া, কাউকে দুঃখ প্রদানের জন্য কুবচন বলা, বিপরীত বুদ্ধি রাখা, দূর্ভাগ্য আদি থেকে সকল দোষের গ্রহণ করা, আসুরী সম্পত্তির বাসনাসমূহকে নিয়ে যে ব্যক্তি উৎপন্ন হয়েছে তাঁর মধ্যে পূর্বোক্ত দোষ থাকে।

~~~~~~

সং – এখন দৈবীসম্পদ এবং আসুরীসম্পদের ফল কথন করছে —

দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ৷
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ৷৷ ৫ ৷৷

পদ — দৈবী। সম্পদ্। বিমোক্ষায়। নিবন্ধায়। আসুরী। মতা।
মা। শুচঃ। সম্পদং। দৈবীং। অভিজাতঃ। অসি। পাণ্ডব।

পদার্থ – (**দৈবী, সম্পদ্, বিমোক্ষায়**) মুক্তির জন্য দৈবীসম্পদ এবং (**নিবন্ধায়**) বন্ধনের জন্য (**আসুরী, মতা**) আসুরী সম্পদ মান্য করা হয়েছে, হে পাণ্ডব ! (**মা, শুচঃ**) তুমি শোক করো না (**দৈবীং, সম্পদং, অভিজাতঃ, অসি**) তুমি পূণ্যরূপী বাসনাকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়েছ।

সরলার্থ – মুক্তির জন্য দৈবীসম্পদ এবং বন্ধনের জন্য আসুরী সম্পদ মান্য করা হয়েছে, হে পাণ্ডব ! তুমি শোক করো না, তুমি পূণ্যরূপী বাসনাকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়েছ।

ভাষ্য – এই শ্লোকে কৃষ্ণজী এই বোধন করিয়ে দিয়েছেন যে, তোমার [অর্জুনের] বাসনারূপ পূর্ব প্রকৃতি দৈবী ছিল, এইজন্য তুমি দৈবীসম্পদের গুণযুক্ত, তাই শোক করো না।

সং – ননু, দেব-অসুর তো অলৌকিক মান্য করা হয়েছে, আমি তো মনুষ্য, আমাকে দেব কিভাবে বলা যেতে পারে ? উত্তর —

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ৷
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ৷৷ ৬ ৷৷

পদ — দ্বৌ। ভূতসর্গৌ। লোকে। অস্মিন্। দৈবঃ। আসুরঃ। এব। চ।
দৈবঃ। বিস্তরশঃ। প্রোক্তঃ। আসুরং। পার্থ। মে। শৃণু।
~~~~~~

পদার্থ – (**অস্মিন্, লোকে**) এই সংসারে (**দ্বৌ, ভূতসর্গৌ**) দুই প্রকারের মনুষ্যের সৃষ্টি হয়েছে (**দৈবঃ**) যিনি পূর্বোক্ত দৈবীসম্পত্তিযুক্ত তিনি দেব এবং যিনি দম্ভাদি আসুরী সম্পত্তির ভাবযুক্ত তিনি (**আসুরঃ**) অসুর (**দৈবঃ, বিস্তরশঃ, প্রোক্তঃ**) দেব বিষয়ক বিস্তার পূর্বক বর্ণন করা হয়েছে, হে পার্থ ! (**আসুরং, মে, শৃণু**) আসুর প্রাণীবর্গের বিষয়ে আমার কাছে শ্রবণ করো।

সরলার্থ – এই সংসারে দুই প্রকারের মনুষ্যের সৃষ্টি হয়েছে। যিনি পূর্বোক্ত দৈবীসম্পত্তিযুক্ত তিনি দেব এবং যিনি দম্ভাদি আসুরী সম্পত্তির ভাবযুক্ত তিনি অসুর। দেব বিষয়ক বিস্তার পূর্বক বর্ণন করা হয়েছে, হে পার্থ ! আসুর প্রাণীবর্গের বিষয়ে আমার কাছে শ্রবণ করো।

ভাষ্য – এই সংসারে কৃষ্ণজী স্পষ্ট সিদ্ধ করে দিয়েছে যে, দেবতা এবং অসুর কোনো বিশেষ যোনি নয় বরং এগুলো হলোঃ দেহধারী মনুষ্যদের মধ্যে দিব্যগুণ যুক্ত “দেবতা” এবং দম্ভাদি অপগুণযুক্ত “অসুর” বলে অভিহিত করা হয়।

সং – এখন অসুরের ভাবকে সপ্তম শ্লোক থেকে শুরু করে ২০ তম শ্লোক পর্যন্ত বর্ণন করছে —

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ।। ৭ ।।

পদ — প্রবৃত্তিং। চ। নিবৃত্তিং। চ। জনাঃ। ন। বিদুঃ। আসুরাঃ।
ন। শৌচং। ন। অপি। চ। আচারঃ। ন। সত্যং। তেষু। বিদ্যতে।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**আসুরাঃ, জনাঃ**) অসুর স্বভাবযুক্ত ব্যক্তি (**প্রবৃত্তিং**) প্রবৃত্তি (**চ**) এবং (**নিবৃত্তিং**) নিবৃত্তিকে (**ন, বিদুঃ**) জানে না (**ন, শৌচং**) না পবিত্রতাকে (**ন, অপি, চ, আচারঃ**) আর না আচার জানে (**ন, সত্যং, তেষু, বিদ্যতে**) না তাঁর মধ্যে সত্য থাকে।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! অসুর স্বভাবযুক্ত ব্যক্তি প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিকে জানে না, না পবিত্রতাকে জানে আর না আচার জানে, না তাঁর মধ্যে সত্য থাকে।

ভাষ্য – প্রবৃত্তি, নিবৃত্তির অর্থ এখানে ধর্মের প্রবৃত্তি এবং অধর্মের নিবৃত্তির অর্থাৎ অসুর ব্যক্তি ধর্মাধর্মকে জানে না, এবং বাকী সব স্পষ্ট।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ।। ৮ ।।

পদ — অসত্যং। অপ্রতিষ্ঠং। তে। জগৎ। আহুঃ। অনীশ্বরং।
অপর। স্পরসম্ভুতং। কিং। অন্যৎ। কামহৈতুকং।

পদার্থ – (**তে**) সেই অসুর ব্যক্তি (**জগৎ, অনীশ্বরং, আহুঃ**) জগতকে ঈশ্বরের দ্বারা নির্মিত মান্য করে না (**অসত্যং**) অসত্য (**অপ্রতিষ্ঠং**) ধর্মাধর্মের ব্যবস্থা থেকে রহিত মান্য করে (**অপর, স্পরসম্ভুতং**) ***"অপরশ্চ পরশ্চেতি, অপরস্পরম্"*** = অন্যাঽন্য থেকে যাঁদের উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ আপসে স্ত্রী-পুরুষের কারণেই মনুষ্যাদি যোনি মান্য করে (**কামহৈতুকং**) স্ত্রী-পুরুষের কামনা থেকে মনুষ্যবর্গ নির্মিত হয়েছে মনে করে (**কিং, অন্যৎ**) অদৃষ্টাদি অন্য কারণ কী অর্থাৎ আর কিছুই নয়।

সরলার্থ – সেই অসুর ব্যক্তি জগতকে ঈশ্বরের দ্বারা নির্মিত মান্য করে না, অসত্য, ধর্মাধর্মের ব্যবস্থা থেকে রহিত মান্য করে, অন্যাঽন্য থেকে যাঁদের উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ আপসে স্ত্রী-পুরুষের কারণেই মনুষ্যাদি যোনি মান্য করে, স্ত্রী-পুরুষের কামনা থেকে মনুষ্যবর্গ নির্মিত হয়েছে মনে করে, অদৃষ্টাদি অন্য কারণ কী অর্থাৎ আর কিছুই নয়।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ।। ৯ ।।

পদ — এতাং। দৃষ্টিং। অবষ্টভ্য। নষ্টাত্মানঃ। অল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্তি। উগ্রকর্মাণঃ। ক্ষয়ায়। জগতোঃ। অহিতাঃ।

পদার্থ – (**এতাং, দৃষ্টিং, অবষ্টভ্য**) এই পূর্বোক্ত নাস্তিকভাবের দৃষ্টিকে নিয়ে (**নষ্টাত্মানঃ**) সেই নষ্ট আত্মা (**অল্পবুদ্ধয়ঃ**) তুচ্ছ বুদ্ধি এবং (**উগ্রকর্মাণঃ**) ক্রুর কর্মযুক্ত (**অহিতাঃ**)

এরূপ অনুপকারী ব্যক্তি (**জগতঃ, ক্ষয়ায়, প্রভবন্তি**) সংসারের নাশার্থ হয়, পুনরায় সে কিরকম...।

সরলার্থ – এই পূর্বোক্ত নাস্তিকভাবের দৃষ্টিকে নিয়ে সেই নষ্ট আত্মা তুচ্ছ বুদ্ধি এবং ক্রুর কর্মযুক্ত। এরূপ অনুপকারী ব্যক্তি সংসারের নাশার্থ হয়, পুনরায় সে কিরকম...।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদগৃহীত্বাঽসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ।। ১০ ।।

পদ — কামং। আশ্রিত্য। দুষ্পূরং। দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাৎ। গৃহীত্বা। অসদ্গ্রহান্। প্রবর্তন্তে। অশুচিব্রতাঃ।

পদার্থ – (**দুষ্পূরং, কামং, আশ্রিত্য**) পূর্ণ না হওয়া কামনা সমূহকে নিয়ে (**দম্ভমান-মদান্বিতাঃ**) দম্ভ, মান এবং গর্বে সর্বদা মত্ত হয়ে থাকে (**অসদ্গ্রহান্**) মিথ্যা বচনকে (**মোহাৎ, গৃহীত্বা**) মোহকে গ্রহণ করে (**প্রবর্তন্তে**) আচরণ করে এবং (**অশুচিব্রতাঃ**) অপবিত্র বস্তু সমূহের প্রতিজ্ঞা করে।

সরলার্থ – পূর্ণ না হওয়া কামনা সমূহকে নিয়ে দম্ভ, মান এবং গর্বে সর্বদা মত্ত হয়ে থাকে, মিথ্যা বচনকে, মোহকে গ্রহণ করে আচরণ করে এবং অপবিত্র বস্তু সমূহের প্রতিজ্ঞা করে।

ভাষ্য – “অসদ্গ্রহ” এর অর্থ এই যে, সেই মিথ্যাবিশ্বাস থেকে অপূজ্য বস্তুসমূহকে পূজ্য মনে করে এবং বিবিধ প্রকারের মিথ্যা ব্রত করে দেব-দেবতাদেরকে বশীভূত করায় রত থাকে। পুনরায় তিনি কিরকম —

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ।। ১১ ।।

পদ — চিন্তাং। অপরিমেয়াং। চ। প্রলয়ান্তাং। উপাশ্রিতাঃ।

~~~~~~

কামোপভোগপরমাঃ। এতাবৎ। ইতি। নিশ্চিতাঃ।

পদার্থ – (**অপরিমেয়াং, চিন্তাং**) অসীম চিন্তাকে (**উপাশ্রিতাঃ**) আশ্রয় করে থাকে (**প্রলয়ান্তাং**) যা মৃত্যু পর্যন্ত স্থিত থাকে (**কামোপভোগপরমাঃ**) কামের ভোগ করাই যাঁর পরম উদ্দেশ্য (**এতাবৎ, ইতি, নিশ্চিতাঃ**) বিষয়রূপ সুখই সুখ এরূপ নিশ্চয়কারী।

সরলার্থ – অসীম চিন্তাকে আশ্রয় করে থাকে, যা মৃত্যু পর্যন্ত স্থিত থাকে। কামের ভোগ করাই যাঁর পরম উদ্দেশ্য, বিষয়রূপ সুখই সুখ এরূপ নিশ্চয়কারী।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ৷
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ৷৷ ১২ ৷৷

পদ — আশাপাশশতৈঃ। বদ্ধাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে। কামভোগার্থং। অন্যায়েন। অর্থসঞ্চয়ান্।

পদার্থ – (**আশাপাশশতৈঃ**) *আশা* = অপ্রাপ্ত পদার্থের ইচ্ছারূপী *পাশশতৈঃ* = সহস্র জালে (**বদ্ধাঃ**) আবদ্ধ হয়েছে এবং (**কামক্রোধপরায়ণাঃ**) কাম তথা ক্রোধকে আশ্রয় করে (**কামভোগার্থং**) কামের ভোগার্থে (**অন্যায়েন**) অন্যায়ের দ্বারা (**অর্থসঞ্চয়ান্**) ধন সঞ্চয়ের (**ঈহন্তে**) ইচ্ছে করে।

সরলার্থ – অপ্রাপ্ত পদার্থের ইচ্ছারূপী সহস্র জালে আবদ্ধ হয়েছে এবং কাম তথা ক্রোধকে আশ্রয় করে কামের ভোগার্থে অন্যায়ের দ্বারা ধন সঞ্চয়ের ইচ্ছে করে।

সং – এখন তাঁর অন্যায়ের দ্বারা ধন সঞ্চয়ের প্রকার কথন করছে —

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ৷
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ৷৷ ১৩ ৷৷

পদ — ইদং। অদ্য। ময়া। লব্ধং। ইমং। প্রাপ্স্যে। মনোরথং।
~~~~~~

ইদং। অস্তি। ইদং। অপি। মে। ভবিষ্যতি। পুনঃ। ধনং।

পদার্থ – (**ইদং, অদ্য, ময়া, লব্ধং**) এগুলো আজ আমার প্রাপ্ত হয়েছে (**ইমং, মনোরথং, প্রাপ্স্যে**) এই মনোরথকে প্রাপ্ত করবো (**ইদং, অস্তি**) এই ধন আমার ঘরে রয়েছে (**ইদং, ধনং, পুনঃ, ভবিষ্যতি**) এই ধন ভবিষ্যতকালে আরও বৃদ্ধি হবে, এই প্রকারের (**মনোরথং**) মনোরথ অন্যায় দ্বারা ধন সঞ্চয় করার জন্য করে থাকে।

সরলার্থ – এগুলো আজ আমার প্রাপ্ত হয়েছে, এই মনোরথকে প্রাপ্ত করবো, এই ধন আমার ঘরে রয়েছে, এই ধন ভবিষ্যতকালে আরও বৃদ্ধি হবে, এই প্রকারের মনোরথ অন্যায় দ্বারা ধন সঞ্চয় করার জন্য করে থাকে।

সং – এখন সেই আসুরী সম্পত্তিযুক্ত ব্যক্তির ক্রোধ তথা অভিমানের বর্ণন করছে —

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ।। ১৪ ।।

পদ — অসৌ। ময়া। হতঃ। শত্রুঃ। হনিষ্যে। চ। অপরান্। অপি।
ঈশ্বরঃ। অহং। অহং। ভোগী। সিদ্ধঃ। অহং। বলবান্। সুখী।

পদার্থ – (**অসৌ, শত্রুঃ, ময়া, হতঃ**) এই শত্রু তো আমি হত্যা করেছি (**চ**) এবং (**অপরান্, অপি, হনিষ্যে**) বাকিদেরও হত্যা করবো (**অহং, ঈশ্বরঃ**) আমি ঈশ্বর (**অহং, ভোগী**) আমি ভোগকারী (**অহং, সিদ্ধঃ**) আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমি সুখী, ইত্যাদি অভিমানের কথন করতে থাকে।

সরলার্থ – এই শত্রু তো আমি হত্যা করেছি এবং বাকিদেরও হত্যা করবো। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগকারী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমি সুখী, ইত্যাদি অভিমানের কথন করতে থাকে।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।

যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — আঢ্যঃ। অভিজনবান্। অস্মি। কঃ। অন্যঃ। অস্তি। সদৃশঃ। ময়া। যক্ষ্যে। দাস্যামি। মোদিষ্য। ইতি। অজ্ঞান। বিমোহিতাঃ।

পদার্থ – (**আঢ্যঃ, অস্মি**) আমি ধনবান (**অভিজনবান্**) বিবিধ ব্যক্তিসম্পন্ন (**অন্যঃ**) এবং (**কঃ**) কে (**ময়া, সদৃশঃ, অস্তি**) আমার সমান রয়েছে (**যক্ষ্যে**) আমি যজ্ঞ করবো (**দাস্যামি**) দান করবো (**মোদিষ্য**) প্রসন্ন হবো (**ইতি, অজ্ঞান, বিমোহিতাঃ**) এই প্রকার অজ্ঞান থেকে মোহকে প্রাপ্ত হয়ে অসুর ব্যক্তিগণ এইরূপ মনোরথের সাথে প্রবাহিত হয়ে চলে যায়।

সরলার্থ – আমি ধনবান, বিবিধ ব্যক্তিসম্পন্ন, এবং কে আমার সমান রয়েছে, আমি যজ্ঞ করবো, দান করবো, প্রসন্ন হবো। এই প্রকার অজ্ঞান থেকে মোহকে প্রাপ্ত হয়ে অসুর ব্যক্তিগণ এইরূপ মনোরথের সাথে প্রবাহিত হয়ে চলে যায়।

ভাষ্য – আসুরীসম্পত্তিতে যজ্ঞ করা এই অভিপ্রায় থেকে যে, অসুর ব্যক্তি দেব-দেবতা সমূহকে প্রসন্ন করার জন্য মনোরথের যজ্ঞকে মনে করে। যেরূপ দশম শ্লোকে "**অসদ্গ্রহ**" শব্দ দ্বারা মনোরথমাত্রের দেব-দেবতা সমূহের উপাসক হওয়া আসুরী সম্পত্তিতে কথন করা হয়েছে। এই প্রকার মিথ্যাভূত দেবতা সমূহকে প্রসন্ন করার জন্য যে যজ্ঞ রয়েছে তাও আসুরী সম্পত্তির ভাব এবং বৈদিক যজ্ঞ দৈবীসম্পত্তির ভাব। যেরূপ "**নায়ংলোকেঽস্তি অযজ্ঞস্য**" [গীতা ৪/৩১] = যিনি যজ্ঞ করে না, তাঁকে এই সংসারও সংস্কার করতে পারে না, পরলোকের তো কথাই নেই। ইত্যাদি বাক্যে বৈদিক যজ্ঞের বর্ণনা রয়েছে।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ৷
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ। মোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ। কামভোগেষু। পতন্তি। নরকে। অশুচৌ।

পদার্থ – (**অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ**) বিবিধ উপাস্য দেবের মধ্যে যাঁর চিত্ত ভ্রমকে প্রাপ্ত হচ্ছে (**মোহজালসমাবৃতাঃ**) অজ্ঞানরূপ মোহজালে ফেঁসে রয়েছে (**কামভোগেষু, প্রসক্তাঃ**) বিষয়ভোগে আসক্ত (**অশুচৌ, নরকে, পতন্তি**) তিনি ঘোর নরকে [দুঃখে] পতিত হন।

সরলার্থ – বিবিধ উপাস্য দেবের মধ্যে যাঁর চিত্ত ভ্রমকে প্রাপ্ত হচ্ছে, অজ্ঞানরূপ মোহজালে ফেঁসে রয়েছে, বিষয়ভোগে আসক্ত, তিনি ঘোর নরকে [দুঃখে] পতিত হন।

ভাষ্য – "নরক" শব্দের অর্থ এখানে কোনো স্থানবিশেষের নয় বরং বিষয় পরায়ণ হওয়ায় স্বশরীরই তাঁর জন্য ঘোর নরকের ভাণ্ডার হয়ে যায়, যেরূপ পরবর্তী ২১নং শ্লোকে কথন করবো যে, কামক্রোধাদিই নরকের দ্বার।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ।। ১৭ ।।

পদ — আত্মসম্ভাবিতাঃ। স্তব্ধা। ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে। নামযজ্ঞৈঃ। তে। দম্ভেন। অবিধিপূর্বকং।

পদার্থ – (**আত্মসম্ভাবিতাঃ**) নিজের প্রশংসায় রত (**স্তব্ধা**) অবিবেকী হয় (**ধনমানমদান্বিতাঃ**) ধনের কারণে যে মান এবং অহংকার, তাতে গ্রস্থ থাকে (**তে**) সেই অসুর (**নামযজ্ঞৈঃ**) নামমাত্রের যজ্ঞ দ্বারা (**দম্ভেন**) দম্ভ থেকে (**অবিধিপূর্বকং**) অবিধিপূর্বক (**যজন্তে**) যজ্ঞ করে।

সরলার্থ – নিজের প্রশংসায় রত, অবিবেকী হয়। ধনের কারণে যে মান এবং অহংকার, তাতে গ্রস্থ থাকে। সেই অসুর নামমাত্রের যজ্ঞ দ্বারা দম্ভ থেকে অবিধিপূর্বক যজ্ঞ করে।

ভাষ্য – অবৈদিক হওয়ায় এঁদের যজ্ঞকে অবিধিপূর্বক বলা হয়েছে অর্থাৎ "**যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ**" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা একমাত্র পরমাত্মার পূজন করে না বরং বিবিধ উপাস্যদেব মান্য করে মোহজালে আবদ্ধ থাকে, এই অভিপ্রায় থেকে এঁদের যজ্ঞকে অবিধিপূর্বক বলা হয়েছে ।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ।। ১৮ ।।

পদ — অহঙ্কারং। বলং। দর্পং। কামং। ক্রোধং। চ। সংশ্রিতাঃ।
মাং। আত্মপরদেহেষু। প্রদ্বিপন্তঃ। অভ্যসূয়কাঃঃ।

পদার্থ – অহংকার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধকে (**সংশ্রিতাঃ**) আশ্রয় করে (**আত্মপরদেহেষু**) নিজ দেহে অথবা অন্য দেহে (**মাং, প্রদ্বিপন্তঃ**) আমার সহিত দ্বেষ করে এবং (**অভ্যসূয়কাঃঃ**) নিন্দুক।

সরলার্থ – অহংকার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধকে আশ্রয় করে নিজ দেহে অথবা অন্য দেহে আমার সহিত দ্বেষ করে এবং নিন্দুক [নিন্দা করে]।

ভাষ্য – "অহংকার" শব্দের অর্থ এখানে মিথ্যা অভিমানের অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে থাকে না তাকে মেনে নেওয়া, এবং অর্থও "বল" শব্দের। শ্রেষ্ঠের অবজ্ঞা করার জন্য যে মদ তার নাম "দর্প"। কাম তথা ক্রোধের অর্থ পূর্বে বলে এসেছি। "মাং" শব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মার অর্থাৎ সেই ব্যক্তি পরমাত্মাকে নিজ তথা অপরের দেহে ব্যাপক মানে না। যেরূপ ৮নং শ্লোকে কথন করা হয়েছে যে, তিনি জগতকে ঈশ্বরের নির্মিত মানে না। এখানে অস্মচ্ছব্দের প্রয়োগ কৃষ্ণজী এই জন্য দিয়েছে যে, অগ্রিম শ্লোকে ঈশ্বর তাঁদের আসুরী যোনিতে পতিত করার বর্ণনা করেছেন। "মাং" শব্দের ঈশ্বরবাচী হওয়ার অন্য যুক্তি এই যে, আত্মার সহিত দ্বেষ করার অর্থ এখানে শাস্ত্রীয় মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করা এবং শাস্ত্র শব্দের শব্দের মূখ্যার্থ বেদ। যেরূপ "**শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**" [ব্র০ সূ০ ১/১/৩] মধ্যে ব্যাসজী নিরূপণ করেছেন। এর থেকে পাওয়া যায় যে, বৈদিক ঈশ্বরের সহিত দ্বেষ করা এখানে আসুরী ভাব কথন করা হয়েছে, কৃষ্ণের সহিত দ্বেষ করাকে নয়।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ।। ১৯ ।।

পদ — তান্। অহং। দ্বিষতঃ। ক্রূরান্। সংসারেষু। নরাধমান্।

ক্ষিপামি। অজস্রং। অশুভান্। আসুরীষু। এব। যোনিষু।

পদার্থ – (**অহং**) আমি (**তান্**) সেই (**দ্বিষতঃ, ক্রূরান্**) দ্বেষকারী স্বভাবযুক্ত অসুরকে (**নরাধমান্, অশুভান্**) যে অশুভ কার্য সম্পাদনকারী অধম নিচ ব্যক্তি রয়েছে, তাঁকে (**অজস্রং**) নিরন্তর (**সংসারেষু**) এই সংসারে (**আসুরীষু, এব, যোনিষু**) আসুরী যোনিতেই (**ক্ষিপামি**) নিক্ষেপ করি।

সরলার্থ – আমি সেই দ্বেষকারী স্বভাবযুক্ত অসুরকে, যিনি অশুভ কার্য সম্পাদনকারী অধম নিচ ব্যক্তি রয়েছে, তাঁকে নিরন্তর এই সংসারে আসুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করি।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ৷
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ৷৷ ২০ ৷৷

পদ — আসুরীং। যোনিং। আপন্নাঃ। মূঢ়াঃ। জন্মনি। জন্মনি।
মাং। অপ্রাপ্য। এব। কৌন্তেয়। ততঃ। যান্তি। অধমাং। গতিং।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**আসুরীং, যোনিং, আপন্নাঃ**) আসুরী জন্মকে প্রাপ্ত হয়ে (**মূঢ়াঃ**) মোহকে প্রাপ্ত অসুরগণ (**জন্মনি, জন্মনি**) প্রত্যেক জন্মে (**মাং, অপ্রাপ্য**) আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে (**ততঃ**) এর থেকেও (**অধমাং, গতিং**) নীচ গতিকে (**যান্তি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! আসুরী জন্মকে প্রাপ্ত হয়ে, মোহকে প্রাপ্ত অসুরগণ প্রত্যেক জন্মে আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে এর থেকেও নীচ গতিকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – "মাং" শব্দের অর্থ এখানে মধুসূদন স্বামী আদি টীকাকারগণও কৃষ্ণের করেন নি বরং বেদমার্গের করেছেন যে, সেই অসুরগণ বেদমার্গকে প্রাপ্ত না হয়ে নীচ গতিকে প্রাপ্ত হয়। কেবল মধুসূদনাদি এই অর্থ করেন নি বরং স্বামী শঙ্করাচার্যও লিখেছেন যে "**মচ্ছিষ্ট সাধুমার্গমপ্রাপ্যত্যর্থঃ**" = আমার উপদেশ করা সৎমার্গকে প্রাপ্ত না হয়ে নীচ গতিকে প্রাপ্ত হয়।

সাকারবাদীদের আমি এবং আমার শব্দ দ্বারা সাকার কৃষ্ণের গ্রহণের যে দৃঢ়ব্রত ছিল তা এখানে এসে ভঙ্গ হয়ে গেছে অর্থাৎ স্বামী শঙ্করাচার্য আদি আচার্যগণও এই বচনকে মেনে নিয়েছে যে, আমি এবং আমার শব্দ দ্বারা যেখানে কৃষ্ণজী কথন করেছে সেখানে সব স্থানে কৃষ্ণের গ্রহণ নেই কিন্তু যোগ্যতার অনুসারে অর্থের গ্রহণ করা যায়। এই কথন থেকে **"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু"** [গীতা ৯/৩৪] ইত্যাদি সমস্ত মার্গ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই সব স্থানেও যোগ্যতার অনুসারে বৈদিক অর্থেরই গ্রহণ রয়েছে, কৃষ্ণের নয়।

সং – ননু, উক্ত আসুরী ভাবের মূল কী, যেই মূলের ত্যাগের মাধ্যমে ব্যক্তি এই আসুরীয় সম্পত্তির মোহজাল থেকে নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে ? উত্তর —

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ৷
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ৷৷ ২১ ৷৷

পদ — ত্রিবিধং। নরকস্য। ইদং। দ্বারং। নাশনং। আত্মনঃ।
কামঃ। ক্রোধঃ। তথা। লোভঃ। তস্মাৎ। এতৎ। ত্রয়ং। ত্যজেৎ।

পদার্থ – **(আত্মনঃ, নাশনং)** নিজ আত্মাকে নষ্টকারী **(নরকস্য, দ্বারং, ইদং, ত্রিবিধং)** এই নরকের দ্বার তিন প্রকারের হয় **(কামঃ)** কাম **(ক্রোধঃ)** ক্রোধ **(তথা)** এবং **(লোভঃ)** লোভ **(তস্মাৎ)** এইজন্য **(এতৎ, ত্রয়ং)** এই তিনটিকে **(ত্যজেৎ)** ত্যাগ করো।

সরলার্থ – নিজ আত্মাকে নষ্টকারী, এই নরকের দ্বার তিন প্রকারের হয়- কাম, ক্রোধ এবং লোভ। এইজন্য এই তিনটিকে ত্যাগ করো।

সং – এখন এই তিনটির ত্যাগের ফল কথন করছে —

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ৷
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ৷৷ ২২ ৷৷

~~~~~~

পদ — এতৈঃ। বিমুক্তঃ। কৌন্তেয়। তমোদ্বারৈঃ। ত্রিভিঃ। নরঃ।
আচরতি। আত্মনঃ। শ্রেয়ঃ। ততঃ। যাতি। পরাং। গতিং।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**এতৈঃ, ত্রিভিঃ, তমোদ্বারৈঃ**) উক্ত তিন প্রকারের নরক দ্বার থেকে (**বিমুক্তঃ, নরঃ**) মুক্ত ব্যক্তি (**আত্মনঃ, শ্রেয়ঃ, আচরতি**) নিজের হিতের আচরণ করেন (**ততঃ**) এর থেকে (**পরাং, গতিং, যাতি**) পরমগতি মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! উক্ত তিন প্রকারের নরক দ্বার থেকে মুক্ত ব্যক্তি, নিজের হিতের আচরণ করেন। এর থেকে পরমগতি মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়।

সং – এখন পরমাত্মার বেদরূপ আজ্ঞা পালন করাকেই কল্যাণের মার্গ কথন করছে —

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

পদ — যঃ। শাস্ত্রবিধিং। উৎসৃজ্য। বর্ততে। কামকারতঃ।
ন। সঃ। সিদ্ধিং। আবাপ্নোতি। ন। সুখং। ন। পরাং। গতিং।

পদার্থ – (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**শাস্ত্রবিধিং**) বেদের আজ্ঞাকে (**উৎসৃজ্য**) ত্যাগ করে (**কামকারতঃ**) নিজ ইচ্ছানুসারে (**বর্ততে**) আচরণ করেন (**সঃ**) সেই ব্যক্তি (**ন, সিদ্ধিং, আবাপ্নোতি**) সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না (**ন, সুখং**) না সুখকে (**ন, পরাং, গতিং**) না মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি বেদের আজ্ঞাকে ত্যাগ করে নিজ ইচ্ছানুসারে আচরণ করেন, সেই ব্যক্তি সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না, না সুখকে [প্রাপ্ত হয়], না মুক্তিকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – "সিদ্ধি" শব্দের অর্থ এখানে মনুষ্যজন্মের ধর্মাদি ফলচতুষ্টয়ের। এইজন্য স্বামী শঙ্করাচার্য এই অর্থ করেছেন যে "**পুরুষার্থযোগ্যতাং ন আপ্নোতি**" = সেই ব্যক্তি অর্থরূপী যোগ্যতাকে প্রাপ্ত হয় না, এবং "শাস্ত্র" শব্দের অর্থ এখানে বেদ, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
~~~~~~

সং – এখন কৃষ্ণজী বৈদিকমার্গকে সর্বোপরি কথন করে এই অর্থের উপসংহার করছে —

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ৷
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ৷৷ ২৪ ৷৷

পদ — তস্মাৎ। শাস্ত্রং। প্রমাণং। তে। কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা। শাস্ত্রবিধানোক্তং। কর্ম। কর্তুং। ইহ। অর্হসি।

পদার্থ – হে অর্জুন ! **(কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ)** এই কার্য করার যোগ্য, এই কার্য করার যোগ্য নয়, এই ব্যবস্থায় **(তে, শাস্ত্রং, প্রমাণং)** তোমার জন্য শাস্ত্র [বেদ] প্রমাণ **(তস্মাৎ)** এইজন্য **(শাস্ত্রবিধানোক্তং)** শাস্ত্রের বিধি দ্বারা কথন করা কর্ম **(ইহ)** এই সংসারে **(কর্তুং, অর্হসি)** তোমার করার যোগ্য।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! এই কার্য করার যোগ্য, এই কার্য করার যোগ্য নয়, এই ব্যবস্থায় তোমার জন্য শাস্ত্র [বেদ] প্রমাণ। এইজন্য শাস্ত্রের বিধি দ্বারা কথন করা কর্ম এই সংসারে তোমার করার যোগ্য।

ভাষ্য – এই শ্লোকে অর্জুনের বৃত্তিসমূহকে সকল দিক থেকে দূর করে কৃষ্ণজী একমাত্র বৈদিক পথের উপর নিয়ে এসেছে।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, দেবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

~~~~~~

ওতম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

" গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোঃ]
~~~~~~

~~~~~~

সঙ্গতি – পূর্বের ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী এবং আসুরী সম্পত্তির বর্ণন কর হয়েছে। যেখানে সর্বোপরি এই বচনকে সিদ্ধ করেছে যে, যিনি শাস্ত্রীয় মর্যাদা ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচার করেন তিনি এই সংসারে মনুষ্য জন্মের ফলচতুষ্টয়কে উপলব্ধ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকে সর্বোপরি কথন করার জন্য এবং শাস্ত্রীয় সত্ত্বাগুণ প্রধান ব্যক্তির যজ্ঞ, দান, তপ আদি সৎকর্মের বর্ণন করার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ করছে —

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ ৷
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ৷৷ ১ ৷৷

পদ — যে। শাস্ত্রবিধিং। উৎসৃজ্য। যজন্তে। শ্রদ্ধয়া। অন্বিতাঃ।
তেষাং। নিষ্ঠা। তু। কা। কৃষ্ণ। সত্ত্বং। আহো। রজঃ। তমঃ।

পদার্থ – হে কৃষ্ণ ! (**যে**) যে ব্যক্তি (**শাস্ত্রবিধিং**) শাস্ত্রের আজ্ঞাকে (**উৎসৃজ্য**) ত্যাগকরে (**শ্রদ্ধয়া, অন্বিতাঃ**) শ্রদ্ধাপূর্বক (**যজন্তে**) উপাসনারূপ কর্ম করে (**তেষাং**) তাঁর (**কা, নিষ্ঠা**) শ্রদ্ধা কিরকম (**সত্ত্বং**) সাত্ত্বিকী (**রজঃ**) রাজসী (**আহো**) অথবা (**তমঃ**) তামসী ? "তু" শব্দ এখানে পক্ষান্তরের জন্য এসেছে।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! যে ব্যক্তি শাস্ত্রের আজ্ঞাকে ত্যাগকরে শ্রদ্ধাপূর্বক উপাসনারূপ কর্ম করে, তাঁর শ্রদ্ধা কিরকম ? সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী ?

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এই যে, যেই ব্যক্তি অসুর নয় এবং শাস্ত্রবিধি ত্যাগকরে শ্রদ্ধাপূর্বক নিজের উপাস্যদেবের উপাসনা করে তাঁর শ্রদ্ধা তিন গুণের মধ্যে কোন গুণযুক্ত বলা যায় ? এই পক্ষে "তু" শব্দ রয়েছে, এর উত্তর কৃষ্ণজী এইরূপ দেয় যে —

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ৷
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ৷৷ ২ ৷৷

পদ — ত্রিবিধা। ভবতি। শ্রদ্ধা। দেহিনাং। সা। স্বভাবজা।
~~~~~~

সাত্ত্বিকী। রাজসী। চ। এব। তামসী। চ। ইতি। তাং। শৃণু।

পদার্থ – **(দেহিনাং, শ্রদ্ধা, ত্রিবিধা, ভবতি)** মনুষ্যের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী তিন প্রকারের হয় **(সা, স্বভাবজা)** এবং তা নিজ স্বাভাবিক সাত্ত্বিকাদি গুণ থেকে উৎপন্ন হয় **(তাং)** সেগুলো **(শৃণু)** শ্রবণ করো।

সরলার্থ – মনুষ্যের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী তিন প্রকারের হয় এবং তা নিজ স্বাভাবিক সাত্ত্বিকাদি গুণ থেকে উৎপন্ন হয়, সেগুলো শ্রবণ করো।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ৷৷ ৩ ৷৷

পদ — সত্ত্বানুরূপা। সর্বস্য। শ্রদ্ধা। ভবতি। ভারত।
শ্রদ্ধাময়ঃ। অয়ং। পুরুষঃ। যঃ। যচ্ছ্রদ্ধঃ। সঃ। এব। সঃ।

পদার্থ – হে ভারত ! **(সর্বস্য)** সকল প্রাণীদের **(সত্ত্বানুরূপা, শ্রদ্ধা, ভবতি)** নিজ অন্তঃকরণের অনুকূলই শ্রদ্ধা হয় **(অয়ং, পুরুষঃ, শ্রদ্ধাময়ঃ)** এই সমস্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত **(যঃ)** যে ব্যক্তি **(যচ্ছ্রদ্ধঃ)** যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হয় **(সঃ, এব, সঃ)** তিনি তেমনি হন।

সরলার্থ – হে ভারত ! সকল প্রাণীদের নিজ অন্তঃকরণের অনুকূলই শ্রদ্ধা হয়। এই সমস্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত, যে ব্যক্তি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হয় তিনি তেমনি হন।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই ভাব স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পূর্বকৃত কর্মের বাসনা থেকে যেরূপ অন্তঃকরণ নির্মিত হয় তেমনি শ্রদ্ধা হয়। শাস্ত্রীয় মনুষ্যগণ শাস্ত্র বিবেক দ্বারা রজোগুণ তথা তমোগুণের তিরস্কার করে সত্ত্বপ্রধান হয়ে যায়। এইজন্য তাঁদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী হয়। এবং রাজসিক, তামসিক লোক জপ আদি সাধনাবিহীন হওয়ায় নিজের রাজসী, তামসী শ্রদ্ধার পরিবর্তন করতে পারে না, এইজন্য তাঁরা রাজসী এবং তামসী শ্রদ্ধাযুক্ত হয়। যেরূপ —

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।

~~~~~~

প্রেতান্ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ।। ৪ ।।

পদ — যজন্তে। সাত্ত্বিকাঃ। দেবান্। যক্ষরক্ষাংসি। রাজসাঃ।
প্রেতান্। ভূতগণান্। চ। অন্যে। যজন্তে। তামসাঃ। জনাঃ।

পদার্থ – (**সাত্ত্বিকাঃ, দেবান্, যজন্তে**) সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেব অর্থাৎ বিদ্বানদের সৎকার করে (**রাজসাঃ**) রাজসী ব্যক্তি (**যক্ষরক্ষাংসি**) যক্ষ = বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, রক্ষাংসি = পাপীদের সৎকার করে (**অন্যে, তামসাঃ, জনা**) এবং অন্য তামসী ব্যক্তি (**ভূতগণান্**) অগ্ন্যাদি ভূত পদার্থের (**চ**) এবং (**প্রেতান্**) মৃত ব্যক্তির (**যজন্তে**) পূজা করে।

সরলার্থ – সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেব অর্থাৎ বিদ্বানদের সৎকার করে, রাজসী ব্যক্তি যক্ষ = বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, রক্ষাংসি = পাপীদের সৎকার করে, এবং অন্য তামসী ব্যক্তি অগ্ন্যাদি ভূত পদার্থের এবং মৃত ব্যক্তির পূজা করে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে রাজসী ব্যক্তিদের পূজ্য যক্ষ, রাক্ষস এই অভিপ্রায় থেকে কথন করা হয়েছে যে, তাঁরা নিজ রাজসভাবের প্রভাবে যক্ষ, রাক্ষসকেই পূজ্য মনে করে। সত্ত্বপ্রধান বিদ্বান দেবের সেগুলোতে বিবেক হয় না।

ননু – [গীতা ১০/২৩] মধ্যে যক্ষের অর্থ “দেব” করেছে এবং এখানে অন্য করেছে, এই পরস্পর বিরোধ কেন ? **উত্তর** – সেখানে “যক্ষ” শব্দ মনুষ্য জাতিকে দেবাসুর বিভাগে বিভক্ত করে দেওয়ার জন্য এসেছিল এইজন্য রাক্ষসদের অপেক্ষা পূজ্য হওয়ায় সেখানে যক্ষ শব্দের অর্থ দেব করা হয়েছে এবং এখানে সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের পূজ্য হওয়ার অভিপ্রায়ে দেব, যক্ষ, রাক্ষসাদি ভিন্ন-ভিন্ন ভাবযুক্ত ব্যক্তির বর্ণন করা হয়েছে। এইজন্য “দেব” শব্দের অর্থ এখানে বিদ্বান এবং “যক্ষ” শব্দের অর্থ কেবল বল থেকে প্রতিষ্ঠিত শারীরিক বলধারীর। যেই প্রকার যক্ষ শব্দের অর্থ কেনোপনিষদে ঈশ্বরবিষয়ক রয়েছে এবং পৌরাণিক পরিভাষায় ভূত আদি যোনির মান্য করা হয়। এই প্রকার এখানেও প্রকরণ ভেদে অর্থ ভিন্ন রয়েছে। এইজন্য কোনো দোষ নেই। পৌরাণিক টীকাকারগণ যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত এখানে যোনিবিশেষ মেনেছে, সেই লোকগণ এরূপ মান্য করে যে, বায়ুময় দেহবিশেষকে প্রাপ্ত হয়ে যিনি অগ্ন্যাকার মুখধারী হয় তিনি “প্রেত” এবং অনেক
~~~~~~

প্রকারের অলৌকিক, ভয়ানক, শরীরধারী ভূতকে সেই লোকগণ যক্ষ, রাক্ষস মান্য করে। তাদের এই কল্পনা গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ, কেননা [গীতা ১৬/৬] মধ্যে দুই প্রকারের মনুষ্যের সৃষ্টির কথা রয়েছে – দেব ও অসুর। এর থেকে পাওয়া যায় যে, গীতার কর্তা মহর্ষি ব্যাসের মতে ভূত, প্রেত, পিশাচাদি কোনো যোনিবেশেষ নয়।

সং – ননু, তামসীভাবযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেক প্রকারের তপস্বী দেখা যায়, তাহলে তাদের শ্রদ্ধা তামসী কিভাবে থাকলো ? উত্তর —

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ।। ৫ ।।

পদ — অশাস্ত্রবিহিতং। ঘোরং। তপ্যন্তে। যে। তপঃ। জনাঃ।
দম্ভা। অহঙ্কারসংযুক্তাঃ। কামরাগবলান্বিতাঃ।

পদার্থ – (**অশাস্ত্রবিহিতং**) যার বিধান বেদ করে নি এবং যা (**ঘোরং**) পীড়া প্রদানাকী (**যে, জনাঃ**) যে ব্যক্তি (**তপঃ, তপ্যন্তে**) এরূপ তপস্যা করে (**দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ**) তিনি দম্ভ তথা অহংকারের সহিত যুক্ত (**কামরাগবলান্বিতাঃ**) কাম = শব্দাস্পর্শাদি বিষয়, রাগ = সেগুলোর কামনা তথা বল = সেগুলোতে আগ্রহ, এই তিনটি বিষয়ের সাথে অন্বিতাঃ = যুক্ত। পুনরায় তিনি কিরকম...।

সরলার্থ – যার বিধান বেদ করে নি এবং যা পীড়া প্রদানাকী, যে ব্যক্তি এরূপ তপস্যা করে তিনি দম্ভ তথা অহংকারের সহিত যুক্ত। কাম = শব্দাস্পর্শাদি বিষয়, রাগ = সেগুলোর কামনা তথা বল = সেগুলোতে আগ্রহ, এই তিনটি বিষয়ের সাথে অন্বিতাঃ = যুক্ত।

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ।। ৬ ।।

পদ — কর্ষয়ন্তঃ। শরীরস্থং। ভূতগ্রামং। অচেতসঃ।
মাং। চ। এব। অন্তঃ। শরীরস্থং। তান্। বিদ্ধি। আসুরনিশ্চয়ান্।

পদার্থ – **(শরীরস্থং)** তাঁর শরীরে স্থিত **(ভূতগ্রামং)** ভূতের যে সমুদায় রয়েছে, সেগুলো তাঁকে **(কর্ষয়ন্তঃ)** ক্ষীণ করে **(অচেতসঃ)** অজ্ঞানী করে **(অন্তঃ, শরীরস্থং, মাং, চ)** এবং তাঁর শরীরে ব্যাপকরূপে যে পরমাত্মা স্থিত রয়েছ তাঁকেও নিজ অজ্ঞানতা দ্বারা দূষিত করে **(তান্)** তাঁকে **(আসুরনিশ্চয়ান্, বিদ্ধি)** অসুরের নিশ্চয়যুক্ত জানবে।

সরলার্থ – তাঁর শরীরে স্থিত ভূতের যে সমুদায় রয়েছে, সেগুলো তাঁকে ক্ষীণ করে, অজ্ঞানী করে। এবং তাঁর শরীরে ব্যাপকরূপে যে পরমাত্মা স্থিত রয়েছ তাঁকেও নিজ অজ্ঞানতা দ্বারা দূষিত করে, তাঁকে [সেই ব্যক্তিকে] অসুরের নিশ্চয়যুক্ত জানবে।

ভাষ্য – পঞ্চম শ্লোকে যে শাস্ত্র শব্দ এসেছে তার অর্থ মধুসূদন স্বামীও বেদ করেছেন যে, যিনি বৈদিক আজ্ঞা থেকে বিরূপ তপ করে তিনি অসুরের নিশ্চয়যুক্ত। এবং উক্ত শ্লোকে কৃষ্ণজী যে অস্মচ্ছন্দ দ্বারা তাঁর শরীরে পরমাত্মার ব্যাপ্যব্যাপক ভাবকে ওনার নিজের দোষে দূষিত বলেছেন। তার অর্থ এই যে, তিনি পরমাত্মার ব্যাপ্যব্যাপকভাবকে জেনেও কাম, রাগাদি, পাপ, পিচাশ থেকে পলায়ন করে না অর্থাৎ **"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং"** [যজুর্বেদ ৪০/১] ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রকে লক্ষ্য রেখে তিনি পরধনাপহরণাদি দোষ থেকে দূর হয় না, এই ভাব থেকে তাঁকে ঈশ্বরীয় ভাব থেকে দ্বেষকারী বলা হয়েছে।

সং – এখন সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক লোকেদের পরিচয়ের চিহ্নভূত আহার, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, এই চার পদার্থকে বর্ণনা করছে —

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ৷
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ৷৷ ৭ ৷৷

পদ — আহারঃ। তু। অপি। সর্বস্য। ত্রিবিধঃ। ভবতি। প্রিয়ঃ।
যজ্ঞঃ। তপঃ। তথা। দানং। তেষাং। ভেদং। ইমং। শৃণু।

পদার্থ – **(আহারঃ, তু, অপি, সর্বস্য)** সব লোকেদের ভেজনও **(ত্রিবিধঃ, প্রিয়ঃ, ভবতি)** তিন প্রকারের প্রিয় হয় এবং এই প্রকার যজ্ঞ, দান, তপস্যা, এগুলোও তিন প্রকারের হয় **(তেষাং)** তাঁদের **(ইমং, ভেদং)** এই ভেদকে **(শৃণু)** শ্রবণ করো।

সরলার্থ – সব লোকেদের ভেজনও তিন প্রকারের প্রিয় হয় এবং এই প্রকার যজ্ঞ, দান, তপস্যা, এগুলোও তিন প্রকারের হয়। তাঁদের এই ভেদকে শ্রবণ করো।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ।। ৮ ।।

পদ — আয়ুঃ। সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ। স্নিগ্ধাঃ। স্থিরাঃ। হৃদ্যাঃ। আহারাঃ। সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।

পদার্থ – **(আয়ুঃ, সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ)** *আয়ু* = বয়স, *সত্ত্ব* = উৎসাহ, *বল* = শরীরের সামর্থ্য, *আরোগ্য* = রোগ না হওয়া, *সুখ* = চিত্তের প্রসন্নতা, *প্রীতি* = রুচি, *বিবর্ধনাঃ* = এগুলো বৃদ্ধিকারী **(আহারাঃ)** ভোজন **(সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ)** সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়, যা **(রস্যাঃ)** রসযুক্ত **(স্নিগ্ধাঃ)** স্নিগ্ধ [সরু/সরল] **(স্থিরাঃ)** চিরস্থায়ী ফলযুক্ত **(হৃদ্যাঃ)** হৃদয়কে প্রসন্নকারী অর্থাৎ দুর্গন্ধাদি দোষ থেকে রহিত।

সরলার্থ – বয়স, উৎসাহ, শরীরের সামর্থ্য, রোগ না হওয়া, চিত্তের প্রসন্নতা, রুচি, এগুলো বৃদ্ধিকারী ভোজন সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। যা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ [সরু/সরল], চিরস্থায়ী ফলযুক্ত, হৃদয়কে প্রসন্নকারী অর্থাৎ দুর্গন্ধাদি দোষ থেকে রহিত।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ।। ৯ ।।

পদ — কট্বম্ললবণতাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারাঃ। রাজসস্য। ইষ্টা। দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।

পদার্থ – **(কট্বম্ললবণতাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ)** *কটু* = অত্যন্ত কঠোর, *অম্ল* = আমলকীর রসের মতো রসযুক্ত, *লবণ* = অতি লবণাক্ত, *উষ্ণ* = অতি উষ্ণ, *তীক্ষ্ণ* = তীক্ষ্ণাদি, *রূক্ষ* = মসৃণতা শূণ্য, *বিদাহিনঃ* = প্রদাহ উৎপন্নকারী **(আহারাঃ)** ভোজন **(রাজসস্য)** রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিদের **(ইষ্টা)** প্রিয় হয়, যা **(দুঃখশোকাময়প্রদাঃ)** *দুঃখ*

~~~~~~

= তৎকাল দুঃখ, *শোক* = পরবর্তীতে অনুশোচনা, *আময়* = রাজযক্ষ্মাদি রোগ, *প্রদাঃ* = উৎপন্নকারী।

সরলার্থ – অত্যন্ত কঠোর, আমলকীর রসের মতো রসযুক্ত, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণাদি, মসৃণতা শূণ্য, প্রদাহ উৎপন্নকারী ভোজন রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। যা তৎকাল দুঃখ, পরবর্তীতে অনুশোচনা, রাজযক্ষ্মাদি রোগ উৎপন্নকারী।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ।। ১০ ।।

পদ — যাতযামং। গতরসং। পূতি। পর্যুষিতং। চ। যৎ।
উচ্ছিষ্টং। অপি। চ। অমেধ্যং। ভোজনং। তামসপ্রিয়ং।

পদার্থ – (**যাতযামং**) যা শীতল হয়ে গেছে (**গতরসং**) যার রস বেড়িয়ে গেছে (**পূতি**) দুর্গন্ধাদিযুক্ত (**পর্যুষিতং, চ, যৎ**) যা অনেক বাসি হয়ে গেছে (**উচ্ছিষ্টং**) যা উচ্ছিষ্ট (**চ**) এবং (**অমেধ্যং**) অপবিত্র হয়েছে, এই প্রকারের (**ভোজনং**) ভোজন (**তামসপ্রিয়ং**) তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।

সরলার্থ – যা শীতল হয়ে গেছে, যার রস বেড়িয়ে গেছে, দুর্গন্ধাদিযুক্ত, যা অনেক বাসি হয়ে গেছে, যা উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র হয়েছে, এই প্রকারের ভোজন তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।

সং – এই তিন প্রকারের ভোজন কথন করার অনন্তর এখন সাত্ত্বিকাদি ভেদ দ্বারা যজ্ঞের তিন প্রকারের কথন করছে —

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ।। ১১ ।।

পদ — অল্পফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ। যজ্ঞঃ। বিধিদৃষ্টঃ। যঃ। ইজ্যতে।
~~~~~~

যষ্টব্যং। এব। ইতি। মনঃ। সমাধায়। সঃ। সাত্ত্বিকঃ।

পদার্থ – (**যঃ, যজ্ঞঃ**) যে যজ্ঞ (**বিধিদৃষ্টঃ**) শাস্ত্রবিহিত হয় (**যষ্টব্যং, এব, ইতু, মনঃ, সমাধায়**) তা অবশ্যই করা উচিত, এরূপ মনের সংকল্প করে (**অল্পফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ**) নিষ্কামকর্মী ব্যক্তিদের দ্বারা (**ইজ্যতে**) করা হয় (**সঃ, সাত্ত্বিকঃ**) তা সাত্ত্বিক হয়ে থাকে।

সরলার্থ – যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত হয় তা অবশ্যই করা উচিত। এরূপ মনের সংকল্প করে নিষ্কামকর্মী ব্যক্তিদের দ্বারা করা হয় [যে যজ্ঞ], তা সাত্ত্বিক হয়ে থাকে।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ।। ১২ ।।

পদ — অভিসন্ধায়। তু। ফলং। দম্ভার্থং। অপি। চ। এব। যৎ।
ইজ্যতে। ভরতশ্রেষ্ঠ। তং। যজ্ঞং। বিদ্ধি। রাজসম্।

পদার্থ – (**ভরতশ্রেষ্ঠ**) হে ভরতকূলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (**অভিসন্ধায়, তু, ফলং**) ফলের ইচ্ছে করে (**ইজ্যতে**) যে যজ্ঞ করা হয় (**তং, যজ্ঞং**) সেই যজ্ঞকে (**রাজসং, বিদ্ধি**) রাজসিক জানবে (**চ**) এবং (**দম্ভার্থং**) দেখানোর জন্য যে যজ্ঞ করা হয় তাকে (**অপি**) ও রাজসিক জানবে।

সরলার্থ – হে ভরতকূলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! ফলের ইচ্ছে করে যে যজ্ঞ করা হয় সেই যজ্ঞকে রাজসিক জানবে এবং দেখানোর জন্য যে যজ্ঞ করা হয় তাকেও রাজসিক জানবে।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ।। ১৩ ।।

পদ — বিধিহীনং। অসৃষ্টান্নং। মন্ত্রহীনং। অদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং। যজ্ঞং। তামসং। পরিচক্ষতে।

পদার্থ – (**বিধিহীনং**) যার বিধান বেদাদি শাস্ত্রে নেই (**অসৃষ্টান্নং**) যে যজ্ঞে পাত্রকে অন্নাদি দান দেওয়া হয় না (**মন্ত্রহীনং**) মন্ত্র রহিত হয় অর্থাৎ যে যজ্ঞ বৈদিক মন্ত্র ব্যাতিত

করা হয় (**অদক্ষিণং**) যে যজ্ঞে বিদ্বানদের দক্ষিণা দেওয়া হয় না (**শ্রদ্ধাবিরহিতং**) যা শ্রদ্ধা বহির্ভূত হয় (**যজ্ঞ, তামসং, পরিচক্ষতে**) এরূপ যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলে।

সরলার্থ – যার বিধান বেদাদি শাস্ত্রে নেই, যে যজ্ঞে পাত্রকে অন্নাদি দান দেওয়া হয় না, মন্ত্র রহিত হয় অর্থাৎ যে যজ্ঞ বৈদিক মন্ত্র ব্যাতিত করা হয়, যে যজ্ঞে বিদ্বানদের দক্ষিণা দেওয়া হয় না, যা শ্রদ্ধা বহির্ভূত হয়, এরূপ যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলে।

সং – এখন তিন প্রকারের তপস্যার কথন করছে —

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ৷
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ৷৷ ১৪ ৷৷

পদ — দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং। শৌচং। আর্জবং।
ব্রহ্মচর্যং। অহিংসা। চ। শরীরং। তপ। উচ্যতে।

পদার্থ – (**দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং**) *দেব* = পরমাত্মার পূজন, *দ্বিজ* = ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সৎকার, *গুরু* = আচার্য এবং *প্রাজ্ঞ* = বিদ্বান এদের পূজন (**শৌচং**) পবিত্র থাকা (**আর্জবং**) সরল প্রকৃতি রাখা [সরলতা বজায় রাখা] (**ব্রহ্মচর্যং**) শম, দম, সম্পন্ন হয়ে বেদাধ্যয়ন করা (**অহিংসা**) কারোর প্রাণ হরণ না করা (**শরীরং, তপঃ, উচ্যতে**) এগুলোকে শরীরের তপস্যা বলা হয়।

সরলার্থ – পরমাত্মার পূজন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সৎকার, আচার্য এবং বিদ্বান — এদের পূজন, পবিত্র থাকা, সরল প্রকৃতি রাখা [সরলতা বজায় রাখা], শম, দম, সম্পন্ন হয়ে বেদাধ্যয়ন করা, কারোর প্রাণ হরণ না করা, এগুলোকে শরীরের তপস্যা বলা হয়।

ভাষ্য – পৌরাণিক টীকাকারগণ “দেব” শব্দের অর্থ এখানে সূর্য, অগ্নি, দূর্গা আদির পূজার করেছেন যা গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। “দেব” শব্দের অর্থ “**এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্বাঃ**” [যজুর্বেদ ৩২/৪] এবং “**একোদেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ**” [শ্বেতা০

~~~~~~

৬/১১] ইত্যাদি বেদ-উপনিষদের বাক্য থেকে এখানে পরমাত্মার রয়েছে, এইজন্য "দেব" শব্দ এখানে অগ্ন্যাদির বাচক নয়।

ননু – তোমাদের মতে "দেব" সূর্যাদিরও বাচক তাহলে তার সূর্যাদি অর্থ এখানে কেন নেওয়া হয় না ? **উত্তর** – দেবপূজা ব্যাতিত জড়পদার্থের পূজা বৈদিকমতে কোথাও মানা হয়নি, হ্যাঁ আচার্যাদির পূজাও দেবপূজা বলা হয় কিন্তু আচার্যাদির এখানে "গুরু" শব্দ পৃথক গ্রহণ রয়েছে, এইজন্য "দেব" শব্দের অর্থ এখানে আচার্যাদির নয়। এবং "প্রাজ্ঞ" শব্দ দ্বারা এখানে বিদ্বানের পৃথক গ্রহণ রয়েছে, এইজন্য বিদ্বানের অর্থও এখানে "দেব" শব্দ থেকে আসে না। অতএব যোগ্যতা-বল থেকে "দেব" শব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মারই হয়। এইজন্য এই শব্দ অনেকার্থবাচী হওয়ার পরেও এখানে ঈশ্বরার্থবাচী হওয়ায় কোনো দোষ নেই। **ননু** – পূজা তো তোমাদের মতে পরমাত্মারই হতে পারে তাহলে অন্য দেহধারীদের পূজ্য কেন বললে ? **উত্তর** – ঈশ্বরত্বেনভক্তিরূপ পূজন আমাদের মতে কেবল পরমাত্মারই এবং সৎকাররূপ পূজন ইতর [পরমাত্মার থেকে নিচু] প্রাণীদেরও হতে পারে, এইজন্য কোনো দোষ নেই।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ৷
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — অনুদ্বেগকরং। বাক্যং। সত্যং। প্রিয়হিতং। চ। যৎ।
স্বাধ্যায়ভ্যাসনং। চ। এব। বাঙ্ময়ং। তপঃ। উচ্যতে।

পদার্থ – **(যৎ, বাক্যং, অনুদ্বেগকরং)** যে বাক্য কাউকে দুঃখ প্রদান করে না **(সত্যং)** সত্য **(প্রিয়হিতং)** শুনতে মধুর এবং হিতকর **(বাঙ্ময়ং, তপঃ, উচ্যতে)** তা বাণীর তপস্যা বলা হয় **(স্বাধ্যায়ভ্যাসনং, চ, এব)** বেদের পঠন এবং অভ্যাস করাও বাণীর তপস্যা।

সরলার্থ – যে বাক্য কাউকে দুঃখ প্রদান করে না, সত্য, শুনতে মধুর এবং হিতকর, তা বাণীর তপস্যা বলা হয়। বেদের পঠন এবং অভ্যাস করাও বাণীর তপস্যা।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ৷
~~~~~~

~~~~~~

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ।। ১৬ ।।

**পদ — মনঃপ্রসাদঃ। সৌম্যত্বং। মৌনং। আত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিঃ। ইতি। এতৎ। তপঃ। মানসং। উচ্যতে।**

পদার্থ – **(মনঃপ্রসাদঃ)** মনকে প্রসন্ন রাখা অর্থাৎ কোনো বিষয় থেকে ব্যাকুল না থাকা **(সৌম্যত্বং)** সকলের হিতৈষী হওয়া **(মৌনং)** একাগ্রবৃত্তি থেকে পরমাত্মার চিন্তন করা **(আত্মবিনিগ্রহঃ)** অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা মনকে সর্বথা রুদ্ধ করে নেওয়া **(ভাবসংশুদ্ধিঃ)** অন্তঃকরণকে শুদ্ধ রাখা অর্থাৎ ব্যবহারকালে কপট রহিত হওয়া **(ইতি, এতৎ)** এগুলোকে **(মানসং, তপঃ, উচ্যতে)** মনের তপস্যা বলা হয়।

সরলার্থ – মনকে প্রসন্ন রাখা অর্থাৎ কোনো বিষয় থেকে ব্যাকুল না থাকা, সকলের হিতৈষী হওয়া, একাগ্রবৃত্তি থেকে পরমাত্মার চিন্তন করা, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা মনকে সর্বথা রুদ্ধ করে নেওয়া, অন্তঃকরণকে শুদ্ধ রাখা অর্থাৎ ব্যবহারকালে কপট রহিত হওয়া, এগুলোকে মনের তপস্যা বলা হয়।

**শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ।। ১৭ ।।**

**পদ — শ্রদ্ধয়া। পরয়া। তপ্তং। তপঃ। তৎ। ত্রিবিধং। নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ। যুক্তঃ। সাত্ত্বিকং। পরিচক্ষতে।**

পদার্থ – **(ত্রিবিধং, তপঃ)** মন, বাণী তথা শরীর দ্বারা যে তিন প্রকারের তপস্যা বর্ণন করা হয়েছে **(পরয়া, শ্রদ্ধয়া)** অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত **(অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ, যুক্তঃ, নরৈঃ, তপ্তং)** ফলের ইচ্ছে না করে, যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত তপকে **(সাত্ত্বিকং, পরিচক্ষতে)** সাত্ত্বিক বলে।

সরলার্থ – মন, বাণী তথা শরীর দ্বারা যে তিন প্রকারের তপস্যা বর্ণন করা হয়েছে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত, ফলের ইচ্ছে না করে, যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত তপকে সাত্ত্বিক [তপস্যা] বলে।
~~~~~~

~~~~~~

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ ৷
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসাং চলমধ্রুবম্ ৷৷ ১৮ ৷৷

পদ — সৎকারমানপূজার্থং। তপঃ। দম্ভেন। চ। এব। যৎ।
ক্রিয়তে। তৎ। ইহ। প্রোক্তং। রাজসং। চলং। অধ্রুবং।

পদার্থ – **(সৎকারমানপূজার্থং)** *সৎকার* = নিজের স্তুতি [প্রশংসা], *মান* = নিজের সন্মান, *পূজা* = নিজ শরীরের সেবাদি, *অর্থং* = এই সব প্রয়োজনের জন্য সম্পাদিত তপ **(দম্ভেন, চ, এব, যৎ, ক্রিয়তে)** এবং যা দম্ভের সহিত করা হয় **(তৎ)** সেই তপ **(রাজসং, ইহ, প্রোক্তং)** রাজসিক বলে অভিহিত হয়। তা কিরকম **(চলং)** তুচ্ছ ফলযুক্ত এবং **(অধ্রুবং)** অদৃঢ়।

সরলার্থ – নিজের স্তুতি [প্রশংসা], নিজের সন্মান, নিজ শরীরের সেবাদি, এই সব প্রয়োজনের জন্য সম্পাদিত তপ এবং যা দম্ভের সহিত করা হয় সেই তপ রাজসিক বলে অভিহিত হয়। তা কিরকম ? তুচ্ছ ফলযুক্ত এবং অদৃঢ়।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ৷
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — মূঢ়গ্রাহেণ। আত্মনঃ। যৎ। পীড়য়া। ক্রিয়তে। তপঃ।
পরস্য। উৎসাদনার্থং। বা। তৎ। তামসং। উদাহৃতং।

পদার্থ – **(মূঢ়গ্রাহেণ, যৎ, তপঃ, ক্রিয়তে)** নিজের অবিবেকতা সহিত যে তপস্যা করা হয় এবং **(আত্মনঃ)** শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে **(পীড়য়া)** কষ্ট দিয়ে যে তপস্যা করা হয় **(পরস্য, উৎসাদনার্থং, বা)** অথবা অন্য ব্যক্তিকে পীড়া প্রদানের জন্য যে তপস্যা করা হয় **(তৎ, তামসং, উদাহৃতং)** তাকে তামসিক তপস্যা বলে।

সরলার্থ – নিজের অবিবেকতা সহিত যে তপস্যা করা হয় এবং শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে কষ্ট দিয়ে যে তপস্যা করা হয় অথবা অন্য ব্যক্তিকে পীড়া প্রদানের জন্য যে তপস্যা করা হয় তাকে তামসিক তপস্যা বলে।
~~~~~~

~~~~~~

সং – এখন দানের সাত্ত্বিকাদি ভেদ বর্ণন করছে —

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ৷
দেশে কালে চ পাত্রে তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ৷৷ ২০ ৷৷

পদ — দাতব্যং। ইতি। যৎ। দানং। দীয়তে। অনুপকারিণে।
দেশে। কালে। চ। পাত্রে। চ। তৎ। দানং। সাত্ত্বিকং। স্মৃতং।

পদার্থ – (**যৎ, দানং, দাতব্যং**) যা দান প্রদানের যোগ্য (**ইতি**) এই প্রকারের নিশ্চিত রূপে (**অনুপকারিণে, দীয়তে**) বিনা প্রত্যাবর্তনকারী মনুষ্যের জন্য যা প্রদান করা হয় অর্থাৎ নিজ ভৃত্যাদিকে প্রদান করা হয়নি যিনি তাঁর উপকার করছে (**তৎ, দানং**) এরূপ দান (**দেশে, কালে, চ, পাত্রে**) দেশ, কাল এবং পাত্রে দেওয়া হয়েছে একে (**সাত্ত্বিকং, স্মৃতং**) সাত্ত্বিক বলা হয়। এবং...।

সরলার্থ – যা দান প্রদানের যোগ্য, এই প্রকারের নিশ্চিত রূপে বিনা প্রত্যাবর্তনকারী মনুষ্যের জন্য যা প্রদান করা হয় অর্থাৎ নিজ ভৃত্যাদিকে প্রদান করা হয়নি যিনি তাঁর উপকার করছে এরূপ দান দেশ, কাল এবং পাত্রে দেওয়া হয়েছে একে সাত্ত্বিক বলা হয়।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ ৷
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ৷৷ ২১ ৷৷

পদ — যৎ। তু। প্রত্যুপকারার্থং। ফলং। উদ্দিশ্যঃ। বা। পুনঃ।
দীয়তে। চ। পরিক্লিষ্টং। তৎ। দানং। রাজসং। স্মৃতং।

পদার্থ – (**যৎ, তু**) যে দান (**প্রত্যুপকারার্থং**) নিজ উপকার করার বিনিময়ে প্রদান করা হয় (**বা**) অথবা (**ফলং, উদ্দিশ্যঃ**) কোনো লাভকে উদ্দেশ্য রেখে (**দীয়তে**) প্রদান করা হয় (**চ**) এবং (**পরিক্লিষ্টং**) অনুতাপযুক্ত হয় অর্থাৎ দান প্রদানের পর অনুতাপ উৎপন্ন হয় (**তৎ, দানং**) সেই দানকে (**রাজসং, স্মৃতং**) রাজসিক বলা হয়।
~~~~~~

সরলার্থ – যে দান নিজ উপকার করার বিনিময়ে প্রদান করা হয় অথবা কোনো লাভকে উদ্দেশ্য রেখে প্রদান করা হয় এবং অনুতাপযুক্ত হয় অর্থাৎ দান প্রদানের পর অনুতাপ উৎপন্ন হয় সেই দানকে রাজসিক বলা হয়।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ৷
অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ৷৷ ২২ ৷৷

পদ — অদেশকালে। যৎ। দানং। অপাত্রেভ্যঃ। চ। দীয়তে।
অসৎকৃতং। অবজ্ঞাতং। তৎ। তামসং। উদাহৃতং।

পদার্থ – **(যৎ, দানং)** যে দান **(অদেশকালে)** উত্তম স্থান এবং উত্তম সময়ে দেওয়া হয় না **(অপাত্রেভ্যঃ, চ, দীয়তে)** এবং অপাত্রের জন্য দেওয়া হয় **(অসৎকৃতং)** সৎকার পূর্বক দেওয়া হয় না **(অবজ্ঞাতং)** অবজ্ঞাপূর্বক অর্থাৎ "নিয়ে যা" এই প্রকার অবজ্ঞা করে দেওয়া হয় **(তৎ, তামসং, দানং, উদাহৃতং)** তাকে তামসিক দান বলে।

সরলার্থ – যে দান উত্তম স্থান এবং উত্তম সময়ে দেওয়া হয় না এবং অপাত্রের জন্য দেওয়া হয়, সৎকার পূর্বক দেওয়া হয় না, অবজ্ঞাপূর্বক অর্থাৎ "নিয়ে যা" এই প্রকার অবজ্ঞা করে দেওয়া হয়, তাকে তামসিক দান বলে।

সং – এখন বেদ-উপনিষদের শ্রদ্ধালু ব্যক্তির যজ্ঞাদিকর্ম যেই ঈশ্বরের নামের সহিত প্রারম্ভ করা হয় তেই নামের বর্ণন করছে —

ওঁ তৎসদিতিনির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ৷
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরাঃ ৷৷ ২৩ ৷৷

পদ — ওঁ। তৎ। সৎ। ইতি। নির্দেশঃ। ব্রহ্মণঃ। ত্রিবিধঃ। স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ। তেন। বেদাঃ। চ। যজ্ঞাঃ। চ। বিহিতাঃ। পুরাঃ।

পদার্থ – **(ব্রহ্মণঃ)** ব্রহ্ম = পরমাত্মার **(নির্দেশঃ)** নাম **(ওঁ তৎ সৎ)** ওওম্, তৎ, সৎ **(ইতি)** এই **(ত্রিবিধঃ, স্মৃতঃ)** তিন প্রকারের কথন করা হয়েছে। যেই ব্রহ্মের এই তিন

~~~~~~

প্রকারের নাম **(তেন)** তিনি **(পুরাঃ)** পূর্বকালে **(ব্রাহ্মণাঃ)** বেদবেত্তা ব্যক্তি **(বেদাঃ)** বেদ **(চ)** এবং **(যজ্ঞাঃ)** যজ্ঞ **(বিহিতাঃ)** রচনা করেছেন।

সরলার্থ – পরমাত্মার নাম ও৩ম্, তৎ, সৎ। এই তিন প্রকারের কথন করা হয়েছে। যেই ব্রহ্মের এই তিন প্রকারের নাম তিনি পূর্বকালে বেদবেত্তা ব্যক্তি, বেদ এবং যজ্ঞ রচনা করেছেন।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।। ২৪ ।।

পদ — তস্মাৎ। ওঁ। ইতি। উদাহৃত্য। যজ্ঞদানতপঃ। ক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে। বিধানোক্তাঃ। সততং। ব্রহ্মবাদিনাং।

পদার্থ – **(তস্মাৎ)** এইজন্য **(ওঁ, ইতি, উদাহৃত্য)** ওঙ্কারের উচ্চারণ করে **(যজ্ঞদানতপঃ, ক্রিয়াঃ)** যজ্ঞ, দান, তপ এইসব ক্রিয়া **(ব্রহ্মবাদিনাং)** বৈদিক ব্যক্তিদের মধ্যে **(সততং)** নিরন্তর **(প্রবর্তন্তে)** প্রবৃত্ত হয়, সেই যজ্ঞাদি কিরকম **(বিধানোক্তাঃ)** যা বৈদিক।

সরলার্থ – এইজন্য ওঙ্কারের উচ্চারণ করে যজ্ঞ, দান, তপ এইসব ক্রিয়া বৈদিক ব্যক্তিদের মধ্যে নিরন্তর প্রবৃত্ত হয়। সেই যজ্ঞাদি কিরকম ? যা বৈদিক।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ।। ২৫ ।।

পদ — তৎ। ইতি। অনভিসন্ধায়। ফলং। যজ্ঞতপঃ। ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াঃ। চ। বিবিধাঃ। ক্রিয়ন্তে। মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! **(মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ)** মোক্ষের আকাঙ্ক্ষাকারী **(ফলং, অনভিসন্ধায়)** ফলের ইচ্ছে না করে **(যজ্ঞতপঃ, ক্রিয়াঃ)** যজ্ঞ তপস্যার ক্রিয়া
~~~~~~

(দানক্রিয়াঃ, চ, বিবিধাঃ) এবং দানের বিবিধ প্রকারের ক্রিয়া **(তৎ, ইতি)** "তৎ" শব্দের উচ্চারণ করে করেন।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! মোক্ষের আকাঙক্ষাকারী ফলের ইচ্ছে না করে যজ্ঞ তপস্যার ক্রিয়া এবং দানের বিবিধ প্রকারের ক্রিয়া "তৎ" শব্দের উচ্চারণ করে করেন।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ৷
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — সদ্ভাবে। সাধুভাবে। চ। সৎ। ইতি। এতৎ। প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে। কর্মণি। তথা। সৎ। শব্দঃ। পার্থ। যুজ্যতে।

পদার্থ – হে পার্থ ! **(সদ্ভাবে)** সত্য **(চ)** এবং **(সাধুভাবে)** সাধুভাবে **(সৎ, ইতি, এতৎ)** "সৎ" শব্দের **(প্রযুজ্যতে)** প্রয়োগ করা হয় **(তথা)** এই প্রকার **(প্রশস্তে, কর্মণি)** মঙ্গলকার্যে **(সচ্ছব্দঃ, যুজ্যতে)** "সৎ" শব্দের প্রয়োগ হয়।

সরলার্থ – হে পার্থ ! সত্য এবং সাধুভাবে "সৎ" শব্দের প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার মঙ্গলকার্যে "সৎ" শব্দের প্রয়োগ হয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকের ভাব এই যে "**তদ্বিষ্ণো পরমং পদং**" এবং "**যত্তৎপদমনুত্তমম্**" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মচারী "তৎ" শব্দের কথন করে পরমাত্মার জ্ঞানরূপী যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে। "**সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ**" এই বাক্যে "সচ্ছব্দ" দ্বারা পরমাত্মারূপী যজ্ঞের বর্ণন করেছে, এবং "ওত্তম্" শব্দ তো প্রায় সকল বৈদিক মন্ত্রে আসে এইজন্য তার উদাহরনের আবশ্যকতা নেই। আর এখানে যে মায়াবাদীগণ "তৎ" শব্দের প্রয়োগার্থ "**তত্ত্বমসি**" লিখেছে তা সঠিক নয়। কেননা তত্ত্বমসি মধ্যে "তৎ" শব্দ জীবের জন্য আসে, ব্রহ্মের জন্য নয়। যদি "তৎ" শব্দ সর্বত্র ব্রহ্মের জন্য আসতো তো "**তস্যতাবদেবচিরং**" "**তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব**" [গীতা ২/১] "**তস্য কার্যং ন বিদ্যতে**" [গীতা ৩/১৭] "**তস্মাৎ যুদ্ধ্যস্ব ভারত**" [গীতা ২/১] ইত্যাদি স্থানে "তৎ" শব্দের প্রয়োগ ব্রহ্মে কেন নেই অর্থাৎ এইসব স্থানে "তৎ" শব্দ অন্যার্থবাচী কেন ?

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ৷
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ৷৷ ২৭ ৷৷

পদ — যজ্ঞে। তপসি। দানে। চ। স্থিতিঃ। সৎ। ইতি। চ। উচ্যতে।
কর্ম। চ। এব। তদর্থীয়ং। সৎ। ইতি এব। অভিধীয়তে।

পদার্থ – **(যজ্ঞে)** যজ্ঞ **(তপসি)** তপস্যা **(চ)** এবং **(দানে)** দানে **(স্থিতিঃ)** যে নিষ্ঠা রয়েছে **(সৎ, ইতি, চ, উচ্যতে)** তা "সৎ" শব্দ দ্বারা বলা হয় **(কর্ম, চ, এব, তদর্থীয়ং)** অথবা যজ্ঞ, দান, এবং তপস্যার জন্য যে কর্ম করা হয় **(সৎ, ইতি, এব, অভিধীয়তে)** তাকেও "সৎ" বলে।

সরলার্থ – যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানে যে নিষ্ঠা রয়েছে তা "সৎ" শব্দ দ্বারা বলা হয়। অথবা যজ্ঞ, দান, এবং তপস্যার জন্য যে কর্ম করা হয় তাকেও "সৎ" বলে।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ৷
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — অশ্রদ্ধয়া। হুতং। দত্তং। তপঃ। তপ্তং। কৃতং। চ। যৎ।
অসৎ। ইতি। উচ্যতে। পার্থ। ন। চ। তৎ। প্রেত্য। নঃ। ইহ।

পদার্থ – হে পার্থ ! **(অশ্রদ্ধয়া, হুতং)** অশ্রদ্ধা দ্বারা হবন করা **(দত্তং)** দান করা **(তপঃ, তপ্তং)** তপস্যা করা **(কৃতং, চ, যৎ)** এবং যা কিছু কর্ম অশ্রদ্ধার সহিত করা হয় **(অসৎ, ইতি, উচ্যতে)** তাকে "অসৎ" বলে **(তৎ)** সেই [অসৎ] কর্ম **(ন, চ, প্রেত্য)** না পরলোকে **(ন, ইহ)** না এই সংসারে ফলিত হয়।

সরলার্থ – হে পার্থ ! অশ্রদ্ধা দ্বারা হবন করা, দান করা, তপস্যা করা এবং যা কিছু কর্ম অশ্রদ্ধার সহিত করা হয় তাকে "অসৎ" বলে। সেই [অসৎ] কর্ম না পরলোকে, না এই সংসারে ফলিত হয়।

ভাষ্য – যেই প্রকার "সৎ" শব্দের প্রয়োগ ব্রহ্মেও হয় এবং অন্য সৎ পদার্থেও হয়, এই প্রকার "তৎ" শব্দের প্রয়োগও ব্রহ্ম এবং ইতর পদার্থে হয়। এইজন্য মায়াবাদীদের

তত্ত্বমসি এবং তত্ত্বদর্শী ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিষয়কেই “তৎ” শব্দের আগ্রহ করা সর্বথা নির্মূল। মহর্ষি ব্যাসের তো এই নামত্রয় থেকে তাৎপর্য এই যে, প্রায় বৈদিক ব্যক্তিদের মধ্যে শুভ কর্মের প্রারম্ভে এবং সৎসৎ বস্তুবিষয়কের মধ্যে উক্ত নাম ব্রহ্ম বিষয়ক হয়। এবং এমনি সংজ্ঞা দ্বারা কেউ নিজ পুত্র অথবা অক্ষরের নাম “ও৩ম্ তৎ সৎ” রাখে তবে কি তাঁর বোধ হয় না। এর থেকে সার এই নির্গত হয় যে, এই শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ অধ্যায়ে বৈদিক শ্রদ্ধালু ব্যক্তির কর্মে “সৎ” আদি সচ্ছব্দবাচ্য ব্রহ্মের সত্ত্বা হওয়ায় তাঁদের কর্ম “সৎ” হয়।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

ওতম্

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

[কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্]

"গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্য "

অথ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে

[মোক্ষসন্ন্যাসযোগোঃ]

সঙ্গতি – সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রের উপসংহাররূপ এই অধ্যায়ে সন্ন্যাস তথা ত্যাগের তত্ত্ব এবং বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্মের প্রতিপাদন করে **"মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি"** [গীতা ১৮/৫৯] ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত মুখ্য প্রয়োজন যুদ্ধরূপ অর্থের নিগমন করেছে অর্থাৎ মনুষ্য জন্মের ধর্ম, অর্থ, কাম তথা মোক্ষরূপ ফলচতুষ্টয়কে বর্ণন করে এর আদি মূল ক্ষাত্রধর্মে গীতাশাস্ত্রের উপসংহার করছে —

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ৷৷
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ৷৷ ১ ৷৷

পদ — সন্ন্যাসস্য। মহাবাহো। তত্ত্বং। ইচ্ছামি। বেদিতুং।
ত্যাগস্য। চ। হৃষীকেশ। পৃথক্। কেশিনিসূদন।

পদার্থ – (**মহাবাহো**) হে বিশাল বাহুযুক্ত ! (**হৃষীকেশ**) হে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ! (**কেশিনিসূদন**) হে কেশি দৈত্যের হন্তা কৃষ্ণ ! (**সন্ন্যাসস্য, তত্ত্বং**) সন্ন্যাসের তত্ত্বকে (**চ**) তথা (**ত্যাগস্য, তত্ত্বং**) ত্যাগের তত্ত্বকে (**পৃথক্**) ভিন্ন ভিন্ন (**বেদিতুং, ইচ্ছামি**) জানার ইচ্ছে করছি।

সরলার্থ – হে বিশাল বাহুযুক্ত ! হে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ! হে কেশি দৈত্যের হন্তা কৃষ্ণ ! সন্ন্যাসের তত্ত্বকে তথা ত্যাগের তত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্ন জানার ইচ্ছে করছি।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ৷
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ৷৷ ২ ৷৷

পদ — কাম্যানাং। কর্মণাং। ন্যাসং। সন্ন্যাসং। কবয়ঃ। বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং। প্রাহুঃ। ত্যাগং। বিচক্ষণাঃ।

পদার্থ – (**কবয়ঃ**) সন্ন্যাসের তত্ত্বকে জ্ঞাত ব্যক্তি (**কাম্যানাং, কর্মণাং**) কাম্য কর্মের (**ন্যাসং**) ত্যাগকে (**সন্ন্যাসং, বিদুঃ**) সন্ন্যাস বলে এবং (**বিচক্ষণাঃ**) বুদ্ধিমান ব্যক্তি (**সর্বকর্মফলত্যাগং**) সকল কর্মের ফলত্যাগকে (**ত্যাগং, প্রাহুঃ**) ত্যাগ বলে।

সরলার্থ – সন্ন্যাসের তত্ত্বকে জ্ঞাত ব্যক্তি কাম্য কর্মের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকল কর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলে।

ভাষ্য – মিথ্যা বিশ্বাস থেকে সকাম কর্ম করার নাম "কাম্য কর্ম" এবং সেই কর্মকে ত্যাগের নাম এখানে সন্ন্যাস। আর কর্মমাত্র নিষ্কামকরার নাম "ত্যাগ"। এই প্রকার ত্যাগ এবং সন্ন্যাসের ভেদ রয়েছে। এই কথন থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মের ত্যাগকে যা আধুনিক লোকেরা বলে তা সঠিক নয়। কেননা বৈদিক কর্মের ত্যাগ কোনো আর্ষ গ্রন্থে কথন করা হয়নি। এইজন্য সপ্তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে "**নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে**" = নিয়ত বেদবিহিত কর্মের ত্যাগ হতে পারে না।

সং – এখন কৃষ্ণজী যজ্ঞাদি কর্মের ত্যাগে পূর্বপক্ষ দ্বারা মতভেদ দেখিয়ে স্বয়ং সিদ্ধান্ত কথন করছে —

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ৷
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ৷৷ ৩ ৷৷

পদ — ত্যাজ্যং। দোষবৎ। ইতি। একে। কর্ম। প্রাহুঃ। মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ। কর্ম। ন। ত্যাজ্যং। ইতি। চ। অপরে।

পদার্থ – **(একে, মনীষিণঃ)** অনেক মননশীল ব্যক্তি **(দোষবৎ, কর্ম)** দোষযুক্ত কর্মকে **(ত্যাজ্যং)** ত্যাগের যোগ্য **(প্রাহুঃ)** কথন করে, এবং **(যজ্ঞদানতপঃ)** যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই কর্মসমূহকে **(ন, ত্যাজ্যং)** ত্যাগ করা উচিত নয় **(ইতি, চ)** এই বচনকে **(অপরে, প্রাহুঃ)** আরো ব্যক্তি কথন করে।

সরলার্থ – অনেক মননশীল ব্যক্তি দোষযুক্ত কর্মকে ত্যাগের যোগ্য কথন করে। এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই কর্মসমূহকে ত্যাগ করা উচিত নয় ; এই বচনকে অন্য ব্যক্তি কথন করে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই কথন করা হয়েছে যে, প্রবৃত্তিরূপ দোষ থেকে যজ্ঞাদি কর্মও দোষযুক্ত হয় অর্থাৎ সেগুলো সম্পাদনেও অনেক আড়ম্বর করতে হয়, এইজন্য যজ্ঞাদি

~~~~~~

কর্মও করা উচিত নয়। এবং অনেক ব্যক্তি বলে যে, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই কর্মকে কদাপি ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা এই কর্মসমূহ মনুষ্যকে পবিত্রকারী, এই বিষয়ে কৃষ্ণজী নিজের সিদ্ধান্ত কথন করেছেন যে —

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ৷
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ৷৷ ৪ ৷৷

পদ — নিশ্চয়ং। শৃণু। মে। তত্র। ত্যাগে। ভরতসত্তম।
ত্যাগঃ। হি। পুরুষব্যাঘ্র। ত্রিবিধঃ। সংপ্রকীর্তিতঃ।

পদার্থ – (**ভরতসত্তম**) হে ভরতকূলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (**তত্র, ত্যাগে**) পূর্বোক্ত ত্যাগের বিষয়ে (**মে, নিশ্চয়ং, শৃণু**) আমার সিদ্ধান্তকে শ্রবণ করো (**পুরুষব্যাঘ্র**) হে সকল ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**ত্যাগঃ**) ত্যাগ (**ত্রিবিধঃ, সংপ্রকীর্তিতঃ**) তিন প্রকারের কথন করা হয়েছে।

সরলার্থ – হে ভরতকূলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! পূর্বোক্ত ত্যাগের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তকে শ্রবণ করো। হে সকল ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! নিশ্চিত রূপে ত্যাগ তিন প্রকারের কথন করা হয়েছে।

সং – এখন সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদ থেকে তিন প্রকারের বর্ণন করে এগুলোর মধ্যে প্রথম তামসিক ত্যাগের স্বরূপ দেখানোর জন্য কৃষ্ণজী যজ্ঞাদি কর্মের অবশ্য কর্তব্য করেছেন —

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ৷
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ৷৷ ৫ ৷৷

পদ — যজ্ঞঃ। দানং। তপঃ। কর্ম। ন। ত্যাজ্যং। কার্যং। এব। তৎ।
যজ্ঞঃ। দানং। তপঃ। চ। এব। পাবনানি। মনীষিণাম্।
~~~~~~

পদার্থ – (**যজ্ঞ, দানং, তপঃ, কর্ম**) যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম (**ন, ত্যাজ্যং**) ত্যাগের যোগ্য নয় (**তৎ, কার্যং, এব**) এগুলো করা আবশ্যক, কেননা (**যজ্ঞঃ**) যজ্ঞ (**দানং**) দান (**তপঃ, চ, এব**) এবং তপস্যা (**মনীষিণাম্**) মনুষ্যকে (**পাবনানি**) পবিত্র করে।

সরলার্থ – যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগের যোগ্য নয়, এগুলো করা আবশ্যক। কেননা যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা মনুষ্যকে পবিত্র করে।

সং – ননু, যদি এই যজ্ঞাদি কর্ম অবশ্য কর্তব্য তাহলে এগুলো যদি কোনো ফলের ইচ্ছে করেও করা হয় তো দোষ কিসের ? উত্তর —

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ।। ৬ ।।

পদ — এতানি। অপি। তু। কর্মাণি। সঙ্গং। ত্যক্ত্বা। ফলানি। চ।
কর্তব্যানি। ইতি। যে। পার্থ। নিশ্চিতং। মতং। উত্তমং।

পদার্থ – (**এতানি, অপি, তু, কর্মাণি**) নিশ্চিত রূপে এই কর্মও (**সঙ্গং, ত্যক্ত্বা**) সঙ্গকে ত্যাগ করে (**ফলানি, চ**) এবং ফলকে ত্যাগ করে (**কর্তব্যানি**) সম্পাদন করার যোগ্য (**ইতি, মে**) এই আমার (**নিশ্চিতং**) সিদ্ধান্ত করা (**উত্তমং, মতং**) উত্তম মত।

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে এই কর্মও সঙ্গকে ত্যাগ করে এবং ফলকে ত্যাগ করে সম্পাদন করার যোগ্য। এই আমার সিদ্ধান্ত করা উত্তম মত।

সং – এখন উক্ত বৈদিক কর্মের ত্যাগকে তামসিক কথন করছে —

নিয়তস্য তু সন্নাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ।। ৭ ।।

পদ — নিয়তস্য। তু। সন্ন্যাসঃ। কর্মণঃ। ন। উপপদ্যতে।
মোহাৎ। তস্য। পরিত্যাগঃ। তামসঃ। পরিকীর্তিতঃ।

পদার্থ – (**নিয়তস্য, তু কর্মণঃ**) নিয়ত বৈদিক কার্যের (**সন্নাসঃ**) ত্যাগ (**ন, উপপদ্যতে**) হতে পারে না (**মোহাৎ**) মোহ থেকে (**তস্য, পরিত্যাগঃ**) উক্ত যজ্ঞাদি কর্মের ত্যাগ (**তামসঃ, পরিকীর্তিতঃ**) তামসিক কথন করা হয়েছে।

সরলার্থ – নিয়ত বৈদিক কার্যের ত্যাগ হতে পারে না। মোহ থেকে উক্ত যজ্ঞাদি কর্মের ত্যাগ তামসিক কথন করা হয়েছে।

ভাষ্য – প্রথমতো তো যজ্ঞাদি কর্মের ত্যাগ হতে পারে না, কেননা "**কুর্বন্নেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ**" [যজুর্বেদ ৪০/২] ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা এই কর্ম মনুষ্যের জন্য নিয়ত করা হয়েছে। যদি কেউ মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা এর ত্যাগ করে তো তাকে "তামসিক" বলা হয়।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ।। ৮ ।।

পদ — দুঃখং। ইতি। এব। যৎ। কর্ম। কায়ক্লেশ। ভয়াৎ। ত্যাজেৎ।
স। কৃত্বা। রাজসং। ত্যাগং। ন। এব। ত্যাগফলং। লভেৎ।

পদার্থ – (**কায়ক্লেশ, ভয়াৎ**) শরীরের পরিশ্রমরূপ ক্লেশের ভয়ে (**যৎ, কর্ম**) যা কর্ম রয়েছে তা সব (**দুঃখং, এব**) দুঃখই (**ইতি**) এরূপ জেনে (**ত্যজেৎ**) ত্যাগ করে তো (**সঃ**) সেই ব্যক্তি (**রাজসং, ত্যাগং**) রাজসিক ত্যাগ (**কৃত্বা**) করে (**এব**) কখনোই (**ত্যাগফলং**) ত্যাগের ফলকে (**ন, লভেৎ**) প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – শরীরের পরিশ্রমরূপ ক্লেশের ভয়ে যা কর্ম রয়েছে তা সব দুঃখই, এরূপ জেনে ত্যাগ করে তো সেই ব্যক্তি রাজসিক ত্যাগ করে, কখনোই ত্যাগের ফলকে প্রাপ্ত হয় না।

কার্যমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন ৷
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ৷৷ ৯ ৷৷

পদ — কার্যং। ইতি। এব। যৎ। কর্ম। নিয়তং। ক্রিয়তে। অর্জুন।
সঙ্গং। ত্যক্ত্বা। ফলং। চ। এব। সঃ। ত্যাগঃ। সাত্ত্বিকঃ। মতাঃ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**যৎ, কর্ম**) যে কর্ম (**সঙ্গং, ত্যক্ত্বা**) সঙ্গকে ত্যাগ করে (**চ**) এবং (**ফলং, এব**) ফলের ইচ্ছে ত্যাগ করে (**কার্যং, ইতি, এব**) অবশ্য কর্তব্য মনে করে (**নিয়তং, ক্রিয়তে**) নিয়মপূর্বক করে (**সঃ, ত্যাগঃ**) সেই ত্যাগ (**সাত্ত্বিকঃ, মতাঃ**) সাত্ত্বিক মানা হয়েছে।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যে কর্ম সঙ্গকে ত্যাগ করে এবং ফলের ইচ্ছে ত্যাগ করে অবশ্য কর্তব্য মনে করে নিয়মপূর্বক করে সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক মানা হয়েছে।

সং – ননু, কর্ম করে সঙ্গ থেকে রহিত কিভাবে হতে পারে ? উত্তর —

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে ৷
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ৷৷ ১০ ৷৷

পদ — ন। দ্বেষ্টি। অকুশলং। কর্ম। কুশলে। ন। অনুষজ্জতে।
ত্যাগী। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ। মেধাবী। ছিন্নসংশয়ঃ।

পদার্থ – (**অকুশলং, কর্ম**) যিনি অশুভ কর্মে (**ন, দ্বেষ্টি**) দ্বেষ করে না এবং (**কুশলে**) শুভ কর্মে (**ন, অনুষজ্জতে**) অত্যন্ত রাগী হন না (**মেধাবী**) বুদ্ধিমান পুরুষ (**সত্ত্বসমাবিষ্টঃ**) যিনি সত্ত্বগুণ প্রধান (**ত্যাগী**) এরূপ ত্যাগকারী (**ছিন্নসংশয়ঃ**) সকল সংশয় থেকে রহিত হয়ে যায়।

সরলার্থ – যিনি অশুভ কর্মে দ্বেষ করে না এবং শুভ কর্মে অত্যন্ত রাগী হন না, বুদ্ধিমান পুরুষ, যিনি সত্ত্বগুণ প্রধান, এরূপ ত্যাগকারী [ব্যক্তি] সকল সংশয় থেকে রহিত হয়ে যায়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই কথন করা হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি কর্ম করেও অসঙ্গ হতে পারে যিনি নিন্দিত কর্মের নিন্দা করে না এবং শুভকর্মে এমন রাগান্বিত হয়ে যায় না যে, সেগুলোর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এরূপ ব্যক্তি কর্ম করেও কর্মের সঙ্গকে রহিত হতে পারে।

সং – ননু, সন্ন্যাসধর্মে তো সকল কর্মের ত্যাগের কথন করা হয়েছে তাহলে তুমি কিভাবে বলো যে, কর্ম করেও ত্যাগী হতে পারে ? উত্তর –

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ ৷
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ৷৷ ১১ ৷৷

পদ — ন। হি। দেহভৃতা। শক্যং। ত্যক্তুং। কর্মাণি। অশেষতঃ।
যঃ। তু। কর্মফলত্যাগী। সঃ। ত্যাগী। ইতি। অভিধীয়তে।

পদার্থ – (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**দেহভৃতা**) দেহধারী ব্যক্তি দ্বারা (**অশেষতঃ, কর্মাণি**) সম্পূর্ণ কর্ম (**ত্যক্তুং, ন, শক্যং**) ত্যাগ করা যায় না, এইজন্য (**যঃ**) যিনি (**কর্মফলত্যাগী**) কর্মের ফলকে ত্যাগ করেন (**সঃ, ত্যাগী**) তাঁকেই ত্যাগী (**ইতি, অভিধীয়তে**) কথন করা হয়।

সরলার্থ – নিশ্চিত রূপে দেহধারী ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ কর্ম ত্যাগ করা যায় না, এইজন্য যিনি কর্মের ফলকে ত্যাগ করেন তাঁকেই ত্যাগী, কথন করা হয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এটা স্পষ্ট সিদ্ধ করে দিয়েছে যে, কোনো দেহধারী এরূপ ত্যাগী হতে পারে না যিনি সকল কর্মকে ত্যাগ করেন। ত্যাগ এতটুকু অংশে বলা হয় যে, যেই ব্যক্তি নিষ্কামকর্ম করেন এবং সেই কর্মের সঙ্গে নিমগ্ন হন না তাঁকে ত্যাগী বলে। এই দুই শ্লোককে মায়াবাদীগণ নিজেদের মতে এই প্রকারে যুক্ত করেছে যে "আমি ব্রহ্ম" এই ভাব থেকে যাঁর সংশয় দূর হয়েছে তাঁকে "**ছিন্নসংশয়ঃ**" বলে। এবং "**দেহভৃত**" এর অর্থ এনারা এরূপ করেছে যে, যাঁরা অজ্ঞান থেকে শরীর ধারণ করেছে তিনি সকল কর্মকে ত্যাগ করতে পারে না এবং যাঁর জ্ঞান হয়ে যায় তিনি সকল কর্মকে ত্যাগ করতে পারে। গ্রন্থকর্তা মহর্ষি ব্যাসের ভাব এখানে ছিন্নসংশয় দ্বারা অহংব্রহ্মাস্মি এবং দেহভৃত দ্বারা

~~~~~~

অবিদ্যা দ্বারা নিজেই নিজেকে কর্তা ভোক্তা মেনে যে দেহধারণ করছে তার নয় বরং দেহভৃত এর অর্থ পার্থিব শরীরধারীর। এবং যে কল্পিত শরীরধারীর অর্থ করে এই শ্লোককে অজ্ঞানী পুরুষ বিষয়ক যুক্ত করেছেন যে, অজ্ঞানী ব্যক্তি সকল কর্মকে ত্যাগ করতে পারে না এবং জ্ঞানী ত্যাগ করতে পারে, এই ব্যাখ্যান গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ। কেননা গীতায় যদি এই আশয় হতো যে, অজ্ঞানতা থেকে আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি অভিমান দ্বারা দেহভূত এর অর্থ দেহধারীর হতো তো নিম্নলিখিত শ্লোকে সকাম কর্মীকে তিন প্রকারের কর্মের ফল কথন করা হতো না। যেরূপ —

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ৷
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ৷৷ ১২ ৷৷

পদ — অনিষ্টং। ইষ্টং। মিশ্রং। চ। ত্রিবিধং। কর্মণঃ। ফলং।
ভবতি। অত্যাগিনাং। প্রেত্য। ন। তু। সন্ন্যাসিনাং। ক্বচিৎ।

পদার্থ – (**অনিষ্টং**) প্রতিকূল (**ইষ্টং**) অনুকূল (**মিশ্রং**) উভয় প্রকারের মিশ্রিত (**ত্রিবিধং, কর্মণঃ, ফলং**) এই তিন প্রকারের কর্মফল (**প্রেত্য**) মৃত্যুর অনন্তর (**অত্যাগিনাং**) সকাম কর্মীদের (**ভবতি**) হয় (**সন্ন্যাসিনাং**) সন্ন্যাসীদের (**ক্বচিৎ**) কখনো (**ন, তু**) হয় না।

সরলার্থ – প্রতিকূল, অনুকূল উভয় প্রকারের মিশ্রিত এই তিন প্রকারের কর্মফল মৃত্যুর অনন্তর সকাম কর্মীদের হয়, সন্ন্যাসীদের কখনো হয় না।

ভাষ্য – এখানে সন্ন্যাসী এর অর্থ নিষ্কামকর্মীর, যেরূপ "**স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ**" [গীতা ৬/১] মধ্যে নিরূপণ করা হয়েছে যে, যিনি কর্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগকরে কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। অন্য কেউ যিনি কর্ম করেন না তাঁকে সন্ন্যাসী বলা যায় না।

সং – যেই প্রকারে নিষ্কামকর্মীর কর্ম বন্ধনের হেতু [কারণ] হয় না, তা নিচের চার শ্লোক দ্বারা বর্ণন করছে —

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ৷
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ৷৷ ১৩ ৷৷
~~~~~~

পদ — পঞ্চ। এতানি। মহাবাহো। কারণানি। নিবোধ। মে।
সাংখ্যে। কৃতান্তে। ভোক্তানি। সিদ্ধয়ে। সর্বকর্মণাং।

পদার্থ – হে মহাবাহো ! (**সর্বকর্মণাং, সিদ্ধয়ে**) সকল কর্মের সিদ্ধির জন্য (**এতানি**) এই (**পঞ্চ, কারণানি**) পাঁচ কারণ (**মে, নিবোধ**) আমার থেকে শ্রবণ করো, যা (**সাংখ্যে**) জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্রে (**ভোক্তানি**) কথন করা হয়েছে, সেই শাস্ত্র কিরকম (**কৃতান্তে**) যেখানে সত্যাসত্যের অন্ত নির্ণয় করা হয়েছে।

সরলার্থ – হে মহাবাহো ! সকল কর্মের সিদ্ধির জন্য এই পাঁচ কারণ আমার থেকে শ্রবণ করো, যা জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্রে কথন করা হয়েছে। সেই শাস্ত্র কিরকম ? যেখানে সত্য-অসত্যের অন্ত নির্ণয় করা হয়েছে।

সং – এখন উক্ত পাঁচ কারণের কথন করছে —

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ।। ১৪ ।।

পদ — অধিষ্ঠানং। তথা। কর্তা। করণং। চ। পৃথগ্বিধং।
বিবিধাঃ। চ। পৃথক্। চেষ্টাঃ। দৈবং। চ। এব। অত্র। পঞ্চমং।

পদার্থ – (**অধিষ্ঠানং**) শরীর (**কর্তা**) শরীরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত জীব (**করণং, চ, পৃথগ্বিধম্**) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয়রূপ করণ (**বিবিধাঃ, চ, পৃথক্, চেষ্টাঃ**) অন্য অনেক প্রকারের পূর্বকৃত কর্ম (**চ**) এবং (**দৈবং, এব, অত্র, পঞ্চমং**) পঞ্চম পরমাত্মা, এই পাঁচ কর্মের কারণ।

সরলার্থ – শরীর, শরীরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত জীব, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয়রূপ করণ, অন্য অনেক প্রকারের পূর্বকৃত কর্ম এবং পঞ্চম পরমাত্মা, এই পাঁচ কর্মের কারণ।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই কথন করা হয়েছে যে, শরীরধারী জীব যে কর্ম করে তার কর্তা কেবল জীবই নয় বরং শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রারব্ধ কর্ম, জীব এবং পরমাত্মা, এই পাঁচ কারণ

~~~~~~

কর্মে রয়েছে। কর্ম বিষয়ে এই পাঁচ কারণ এই অভিপ্রায় থেকে প্রতিপাদন করেছে যে, পরবর্তী ১৭ নং শ্লোকে গিয়ে এই বর্ণন করেছে যে, যিনি কর্মের উক্ত পাঁচ হেতু [কারণ] কে জানেন, তাঁর কর্ম করায় অহঙ্কারের ভাব হয় না এবং অহঙ্কারের ভাব না হওয়ার কারণে তিনি কর্মে লিপ্ত হন না। এইজন্য তিনি কর্মের বন্ধনে আসেন না। যেরূপ **"ন কর্ম লিপ্যতে নরে"** [যজুর্বেদ ৪০/২] মধ্যে বর্ণন করেছে যে, অহঙ্কারের ভাবকে ত্যাগ করে যিনি নিষ্ককামতার সহিত কর্ম করেন তিনি অশুভ কর্মের বন্ধনে আসেন না। এই ভাবকে বর্ণন করার জন্য নিম্নের শ্লোকে কেবল জীবকে কর্তা মানা হয়নি।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ ৷
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ৷৷ ১৫ ৷৷

পদ — শরীরবাঙ্মনোভিঃ। যৎ। কর্ম। প্রারভতে। নরঃ।
ন্যায্যং। বা। বিপরীতং। বা। পঞ্চ। এতে। তস্য। হেতবঃ।

পদার্থ – (**শরীরবাঙ্মনোভিঃ**) শরীর, বাণী এবং মন থেকে (**নরঃ**) ব্যক্তি (**যৎ, কর্ম, প্রারভতে**) যেই কর্মকে প্রারম্ভ করে (**ন্যায্যং, বা, বিপরীতং, বা**) শুভ হোক অথবা অশুভ হোক (**পঞ্চ, এতে, তস্য, হেতবঃ**) সেই কর্মের উক্ত পাঁচ হেতু [কারণ] থাকে।

সরলার্থ – শরীর, বাণী এবং মন থেকে ব্যক্তি যেই কর্মকে প্রারম্ভ করে শুভ হোক অথবা অশুভ হোক সেই কর্মের উক্ত পাঁচ হেতু [কারণ] থাকে।

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ ৷
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ৷৷ ১৬ ৷৷

পদ — তত্র। এবং। সতি। কর্তারং। আত্মানং। কেবলং। তু। যঃ।
পশ্যতি। অকৃতবুদ্ধিত্বান্। ন। সঃ। পশ্যতি। দুর্মতিঃ।

পদার্থ – (**তত্র**) কর্ম বিষয়ে (**এবং, সতি**) উক্ত পাঁচ হেতুর হওয়ার পরও (**কেবলং, আত্মানং**) কেবল জীবাত্মাকে (**তু**) নিশ্চিত রূপে (**যঃ**) যিনি (**কর্তারং**) কর্তা, (**পশ্যতি**)
~~~~~~

~~~~~~

দেখেন (**অকৃতবুদ্ধিত্বান্**) অজ্ঞানী হওয়ায় (**সঃ, দুর্মতিঃ**) সেই মন্দবুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তি (**ন, পশ্যতি**) সঠিক দেখেন না।

সরলার্থ – কর্ম বিষয়ে উক্ত পাঁচ হেতুর হওয়ার পরও কেবল জীবাত্মাকে নিশ্চিত রূপে যিনি কর্তা দেখেন, অজ্ঞানী হওয়ায় সেই মন্দবুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তি সঠিক দেখেন না।

ভাষ্য – "**অকৃতবুদ্ধি**" এর অর্থ মায়াবাদীগণ এইরূপ করেন যে "আমি ব্রহ্ম" যতক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞান হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি অকৃতবুদ্ধিই থাকে। তাঁদের মতে জীবাত্মায় কর্তৃত্ব অবিদ্যা থেকে আসে। সেই অবিদ্যার কর্তাপনকে যখন ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে তখন সে কর্তা থাকে না, এই ভাব থেকে তাঁরা এই শ্লোকের ব্যাখ্যান করেছে। কিন্তু এই ভাব গীতায় নেই, যদি এই ভাব থেকে এখানে জীবাত্মাকে অকর্তা কথন করা হতো তো অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা, দৈব, এই কর্মের পাঁচ হেতু কথন করা হতো না। এই পাঁচটি একত্রিত হয়ে কর্মের কর্তা হয়, এইজন্য কেবল জীবাত্মাকে অকর্তা বলা হয়েছে।

সং – এখন এই অকর্তাপনের ফল কথন করছে —

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ।। ১৭ ।।

পদ — যস্য। ন। অহঙ্কৃতঃ। ভাবঃ। বুদ্ধিঃ। যস্য। ন। লিপ্যতে।
হত্বা। অপি। সঃ। ইমান্। লোকান্। ন। হন্তি। ন। নিবধ্যতে।

পদার্থ – (**যস্য**) যেই ব্যক্তির (**অহং, কৃতঃ**) আমি কর্তা, এই (**ভাবঃ**) ভাব (**ন**) নেই, আর (**যস্য**) যাঁর (**বুদ্ধিঃ**) বুদ্ধি (**ন, লিপ্যতে**) পাপরূপী কর্মকে প্রাপ্ত হয় না (**সঃ**) সেই ব্যক্তি (**ইমান্, লোকান্**) এই সংসারকে (**হত্বা, অপি**) হত্যা করেও (**ন, হন্তি**) হত্যা করেন না, এবং (**ন, নিবধ্যতে**) না তো বন্ধনকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যেই ব্যক্তির, আমি কর্তা এই ভাব নেই আর যাঁর বুদ্ধি পাপরূপী কর্মকে প্রাপ্ত হয় না সেই ব্যক্তি এই সংসারকে হত্যা করেও হত্যা করেন না, এবং না তো বন্ধনকে প্রাপ্ত হয়।
~~~~~~

~~~~~~

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এই যে, যে ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম করে এবং যাঁর বুদ্ধি পাপরূপ কর্মে লিপ্ত হয় না অর্থাৎ যাঁর হৃদয়ে পাপের বাসনাই উৎপন্ন হয় না সেই ব্যক্তি যদি সেই নিষ্কামতার কর্তব্যে কাউকে হত্যাও করে তবুও তিনি হিংসা করেন না এবং না তো সে সেই হিংসারূপ দোষের ভাগী হয়। কেননা তাঁর হৃদয়ে হিংসার বাসনা নেই। এইজন্য সেই ব্যক্তি সেই মন্দকর্মের দেষের ভাগী হয় না। যেরূপ সংসারেও সংকল্পপূর্বক হিংসাকারীকে পাপী মানা হয় এবং যাঁর সংকল্প = উদ্দেশ্য হিংসা করার নয়, তাঁর দ্বারা যদি দৈবইচ্ছা থেকে হিংসা হয়েও যায় তবুও সে সেই হিংসারূপ দোষের ভাগী মানা হয় না। কেননা সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব নেই কিন্তু দৈবের কর্তৃত্ব মানা হয়। এই প্রকার নিষ্কামকর্মী ব্যক্তি যিনি সর্বথা পাপের বাসনা থেকে রহিত তিনি যদি যুদ্ধাদিতেও হিংসা করেন তো তবুও সেই হিংসা তাঁকে পাপের ভাগী করে না। কেননা সে ক্ষাত্রধর্মের কর্তব্য মান্য করে করে, কোনো অন্য ইচ্ছে থেকে নয়। এইজন্য দোষের ভাগী হতে পারে না। আর ১২নং শ্লোকে যে ইষ্ট, অনিষ্ট তথা মিশ্র এই তিন প্রকারের কর্মের ফল বর্ণন করা হয়েছে তা সকামকর্মীদের জন্য ছিল, নিষ্কাম কর্মীদের জন্য নয়। সেই নিষ্কামকর্মীদের এই শ্লোকে বর্ণন রয়েছে যে, তাঁদের মধ্যে অহংকারের অভাব হওয়ায় মন্দকর্মের দোষযুক্ত হয় না। যেরূপ "**ন কর্ম লিপ্যতে নরে**" [যজুর্বেদ ৪০/২] এই মন্ত্রেও বর্ণন করা হয়েছে যে, নিষ্কামকর্মীকে মন্দকর্ম স্পর্শ করেন না, এবং এই আশয়কে —

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

[গীতা ৫/১০]

ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করা হয়েছে যে, যিনি স্বার্থকে ত্যাগ করে ঈশ্বরার্পণ কর্ম করেন তিনি কমলপত্রের সমান পাপ থেকে যুক্ত হন না।

ননু – এখানে তো লেখা রয়েছে যে, তিনি সকল সৃষ্টির হত্যা করেও পাপের ভাগী হন না, এরূপ নিষ্কামকর্ম কী ? **উত্তর** – "**হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে**" এই কথন নিষ্কামকর্মীর স্তুতির অভিপ্রায় থেকে অর্থাৎ তিনি কাউকে হনন [হত্যা] করেন না, কেননা ঈশ্বর পরায়ণ হওয়ায় তাঁর মধ্যে হনন করার কোনো বাসনাই থাকে না। যদি তাঁর দ্বারা হঠাৎ এরকম হয়েও যায় তবুও তিনি দোষের ভাগী নন, এই প্রকার তাঁর স্তুতি করা হয়েছে। মায়াবাদীদের মতে এই শ্লোক সন্ন্যাস বিষয়ক এইরূপ যে, সেই সন্ন্যাসী যাঁর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হওয়ায় কর্তৃত্বের ভাব থাকে না, তিনি যদি সম্পূর্ণ সংসারকে হননও করে তবুও তিনি পাপী হন না। অহংকারের ভাবকে তাঁদের মতে তাদাত্ম্যাধ্যাস বলা হয়
~~~~~~

~~~~~~

অর্থাৎ যিনি শরীরে আত্মবুদ্ধি করে নিজেই নিজেকে কর্তা ভোক্তা মনে করে হিংসাদি পাপ করেন তিনি পাপের ভোগী এবং যিনি এরূপ বুজে নেয় যে, এই সব শরীরাদি মায়া কল্পিত আর আমি স্বয়ংপ্রকাশ অসংগ চেতন, এরূপ মান্যকারী তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তি পাপের ভোগী হয় না, কেননা তিনি ব্রহ্ম হয়ে গিয়েছে। এইজন্য তাঁর সাথে পাপ যুক্ত হয় না। এই ব্রহ্ম হওয়ার ভাব এবং এই প্রকারের অসঙ্গতা যদি পাপ থেকে মুক্তির সাধন হতো তো অগ্রিম শ্লোকে কর্তাপনের নিম্নলিখিত কারণ কথন করা হতো না, যেরূপ —

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা ৷
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ৷৷ ১৮ ৷৷

পদ — জ্ঞানং। জ্ঞেয়ং। পরিজ্ঞাতা। ত্রিবিধা। কর্মচোদনা।
করণং। কর্ম। কর্তা। ইতি। ত্রিবিধঃ। কর্মসংগ্রহঃ।

পদার্থ – (**জ্ঞানং**) জ্ঞান (**জ্ঞেয়ং**) বিষয় (**পরিজ্ঞাতা**) জ্ঞাতা (**ত্রিবিধা**) এই তিন প্রকারের (**কর্মচোদনা**) কর্মের প্রবর্তক হয়, এবং (**করণং**) কর্মের সাধন (**কর্ম**) যজ্ঞাদি কর্ম (**কর্তা**) কার্য সম্পাদনকারী (**ইতি**) এই (**ত্রিবিধঃ**) তিন (**কর্মসংগ্রহঃ**) কর্মের সংগ্রহ করার হেতু [কারণ]।

সরলার্থ – জ্ঞান, বিষয়, জ্ঞাতা, এই তিন প্রকারের কর্মের প্রবর্তক হয়, এবং কর্মের সাধন, যজ্ঞাদি কর্ম, কার্য সম্পাদনকারী, এই তিন কর্মের সংগ্রহ করার হেতু [কারণ]।

ভাষ্য – এই প্রকার জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, এই তিনটি কর্মে প্রবৃত্তকারী এবং করণ [সাধন], কর্ম, কর্তা, এই তিনটি কর্মের সংগ্রহকারী। এবং এই ছয় পদার্থ সত্ত্বাদি গুণের ভেদ থেকে তিন-তিন প্রকারের। যেরূপ —

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ৷
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ৷৷ ১৯ ৷৷

পদ — জ্ঞানং। কর্ম। চ। কর্তা। চ। ত্রিধা। এব। গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে। গুণসংখ্যানে। যথাবৎ। শৃণু। তানি। অপি।
~~~~~~

পদার্থ – (**জ্ঞানং**) জ্ঞান (**কর্ম**) ক্রিয়া (**চ**) এবং (**কর্তা**) কর্তা (**গুণভেদতঃ**) সত্ত্বাদি গুণের ভেদ থেকে (**গুণসংখ্যানে**) সাংখ্য শাস্ত্রে (**ত্রিধা, এব**) তিন প্রকারের (**প্রোচ্যতে**) কথন করা হয়েছে (**তানি, অপি**) সেগুলোও তুমি (**যথাবৎ, শৃণু**) সঠিক রূপে শ্রবণ করো।

সরলার্থ – জ্ঞান, ক্রিয়া এবং কর্তা, সত্ত্বাদি গুণের ভেদ থেকে সাংখ্য শাস্ত্রে তিন প্রকারের কথন করা হয়েছে। সেগুলোও তুমি সঠিক রূপে শ্রবণ করো।

ভাষ্য – ননু, ১৪নং এবং ১৭নং অধ্যায়ে সত্ত্বাদি গুণের বর্ণন করেছে তাহলে এখানে পুনরায় সেগুলোর বর্ণনের পুনরুক্তি কেন করা হয়েছে ? **উত্তর** – এখানে পুনরুক্তি করা হয় নি, কেননা ১৪নং অধ্যায়ে সত্ত্বাদি গুণের কথনের হেতু বর্ণন করা হয়েছে এবং ১৭নং অধ্যায়ে সত্ত্বাদি গুণযুক্ত পুরুষের এবং উপাসনার ভেদ কথন করে সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিকে দৈবীসম্পত্তি যুক্ত কথন করেছে। এবং এই অধ্যায়ে জ্ঞানকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই ভেদ দ্বারা তিন প্রকারের কথন করা হয়েছে। এইজন্য এখানে পুনরুক্তি দোষ নেই।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ।। ২০ ।।

পদ — সর্বভূতেষু। যেন। একং। ভাবং। অব্যয়ং। ঈক্ষতে।
অবিভক্তং। বিভক্তেষু। তৎ। জ্ঞানং। বিদ্ধি। সাত্ত্বিকং।

পদার্থ – যে ব্যক্তি (**সর্বভূতেষু**) সর্বভূতে (**যেন**) যেই জ্ঞান দ্বারা (**একং**) এক (**অব্যয়ং**) বিকার রহিত (**ভাবং**) ভাবকে (**ঈক্ষতে**) দর্শন করেন (**তৎ, জ্ঞানং**) সেই জ্ঞানকে (**সাত্ত্বিকং, বিদ্ধি**) সাত্ত্বিক জানবে। সেই ভাব কেমন (**বিভক্তেষু, অবিভক্তং**) যা বিভাগযুক্ত পদার্থে অবিভক্ত = বিভক্ত নয়।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি সর্বভূতে যেই জ্ঞান দ্বারা এক বিকার রহিত ভাবকে দর্শন করেন। সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানবে। সেই ভাব কেমন ? যা বিভাগযুক্ত পদার্থে অবিভক্ত = বিভক্ত নয়।

~~~~~~

ভাষ্য – এই শ্লোকে পরমাত্মার সর্বব্যাপকতা বর্ণন করেছে যে, যেই ব্যক্তি এই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে পরমাত্মাকে সর্বগত জানেন তিনি "সাত্ত্বিক" জ্ঞানযুক্ত।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ।। ২১ ।।

পদ — পৃথক্ত্বেন। তু। যৎ। জ্ঞানং। নানাভাবান্। পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি। সর্বেষু। ভূতেষু। তৎ। জ্ঞানং। বিদ্ধি। রাজসম্।

পদার্থ – **(সর্বেষু, ভূতেষু)** যিনি সর্বভূতে **(যৎ, জ্ঞানং)** যেই জ্ঞানকে **(পৃথক্ত্বেন)** পৃথক করে **(পৃথগ্বিধান্, নানাভাবান্)** ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানা ভাবকে **(বেত্তি)** জানেন **(তৎ, জ্ঞানং, রাজসং, বিদ্ধি)** সেই জ্ঞানকে রাজসিক জানবে।

সরলার্থ – যিনি সর্বভূতে যেই জ্ঞানকে পৃথক করে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানা ভাবকে জানেন, সেই জ্ঞানকে রাজসিক জানবে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই সিদ্ধ করেছে যে, যেই পরমাত্মাকে "**যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং**" [বৃহদা০ ৩/৭/৩] ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমস্ত ভূতে ওতপ্রোত কথন করা হয়েছে, তাঁকে পৃথিবী তথা অগ্নি আদি ভূতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে যে জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন বর্ণন করেন তা রাজসিক জ্ঞান। এই শ্লোকে "**জ্ঞানং বেত্তি**" এই কথা উপাচার দ্বারা কথন করা হয়েছে "**জ্ঞানং বেত্তি**" এরূপ হওয়া উচিত ছিল, যেরূপ "**এধাংসি পচন্তি**" = নারীরা রন্ধন করে, এই উপাচার থেকে বলা হয়, প্রত্যুত পাচক রন্ধন করে এবং নারীরা রন্ধননের সাধক, এবং জ্ঞানও এখানে জানার সাধন।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।। ২২ ।।

পদ — যৎ। তু। কৃৎস্নবৎ। একস্মিন্। কার্যে। সক্তং। অহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থবৎ। অল্পং। চ। তৎ। তামসং। উদাহৃতং।
~~~~~~

~~~~~~

পদার্থ – (**একস্মিন্, কার্যে**) এক কার্যে (**কৃৎস্নবৎ**) সম্পূর্ণের সমান (**যৎ, সক্তং**) যে জ্ঞান হয় (**তৎ**) তা (**তামসং, উদাহৃতং**) তামসিক বলা হয়, সেই জ্ঞান কিরকম (**অতত্ত্বার্থবৎ**) যা মিথ্যার সমান (**অল্পং, চ**) তুচ্ছ এবং (**অহৈতুকং**) যুক্তি রহিত।

সরলার্থ – এক কার্যে সম্পূর্ণের সমান যে জ্ঞান হয় তা তামসিক বলা হয়। সেই জ্ঞান কিরকম ? যা মিথ্যার সমান, তুচ্ছ এবং যুক্তি রহিত।

ভাষ্য – কোনো এক প্রতিমাদি পদার্থে যিনি ঈশ্বরভাব মেনে নেয়, এইরূপ জ্ঞানকে এই শ্লোকে তামসিক জ্ঞান কথন করা হয়েছে। কেননা তা অহেতুক, যুক্তিহীন। এই শ্লোকের ভাষ্য স্বামী শঙ্করাচার্যও প্রতিমা পূজনকে তামসিক জ্ঞান কথন করেছেন। যেরূপ "**দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা পাষাণদার্বাদি মাত্র ইত্যেবমেকস্মিন্ কার্যেসক্ত মহেতুকং হেতুবর্জিতম্** " = জীব দেহমাত্র এবং ঈশ্বর পাষাণ তথা কাষ্ঠরূপ, এই প্রকারের কোনো এক কার্যে যে জ্ঞান রয়েছে তাকে তামসিক জ্ঞান বলে। মধুসূদন স্বামীও এই শ্লোকের অর্থে প্রতিমায় ঈশ্বরবুদ্ধিকে তামসিক জ্ঞানই মেনেছেন। যেরূপ "**প্রতিমাদৌ বা অহেতু কং হেতুপ্রতিপত্তিসৃতদ্রহিতম্**" = প্রতিমাদি মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে তা যুক্তিযুক্ত রহিত হওয়ায় তামসিক। এবং উক্ত শ্লোকে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই তিন ভেদ বর্ণন করা হয়েছে।

সং – এখন কর্মের তিন ভেদ কথন করছে —

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ৷৷ ২৩ ৷৷

পদ — নিয়তং। সঙ্গরহিতং। অরাগদ্বেষতঃ। কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনা। কর্ম। যৎ। তৎ। সাত্ত্বিকং। উচ্যতে।

পদার্থ – যে কর্ম (**নিয়তং**) নিয়মপূর্বক (**সঙ্গরহিতং**) নিস্কামতা থেকে (**অরাগদ্বেষতঃ**) বিনা রাগদ্বেষ থেকে (**কৃতং**) করা হয়, (**অফলপ্রেপ্সুনা**) যা ফলের ইচ্ছা না কারে করা হয় (**যৎ, কর্ম**) এইরকম যে কর্ম রয়েছে (**তৎ**) তা (**সাত্ত্বিকং, উচ্যতে**) সাত্ত্বিক কথন করা হয়েছে।
~~~~~~

সরলার্থ – যে কর্ম নিয়মপূর্বক, নিস্কামতা থেকে বিনা রাগদ্বেষ থেকে করা হয়, যা ফলের ইচ্ছা না কারে করা হয়। এইরকম যে কর্ম রয়েছে তা সাত্ত্বিক কথন করা হয়েছে।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ ৷
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ৷৷ ২৪ ৷৷

পদ — যৎ। তু। কামেপ্সুনা। কর্ম। সাহঙ্কারেণ। বা। পুনঃ।
ক্রিয়তে। বহুলায়াসং। তৎ। রাজসং। উদাহৃতং।

পদার্থ – **(যৎ, তু)** যে কর্ম **(কামেপ্সুনা)** কামনাযুক্ত হয়ে করা হয় **(পুনঃ)** পুনরায় **(সাহঙ্কারেণ)** অহংকার দ্বারা **(ক্রিয়তে)** করা হয় **(বা)** অথবা **(বহুলায়াসং)** যেই কর্মে ফলের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করতে হয় **(তৎ, কর্ম)** সেই কর্ম **(রাজসং, উদাহৃতং)** রাজসিক কথন করা হয়েছে।

সরলার্থ – যে কর্ম কামনাযুক্ত হয়ে করা হয়, পুনরায় অহংকার দ্বারা করা হয় অথবা যেই কর্মে ফলের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করতে হয় সেই কর্ম রাজসিক কথন করা হয়েছে।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ৷
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ৷৷ ২৫ ৷৷

পদ — অনুবন্ধং। ক্ষয়ং। হিংসাং। অনপেক্ষ্য। চ। পৌরুষং।
মোহাৎ। আরভ্যতে। কর্ম। যৎ। তৎ। তামসং। উচ্যতে।

পদার্থ – **(অনুবন্ধং)** ভবিষ্যতকালে যার অশুভ ফল হবে **(ক্ষয়ং)** কর্মকর্তার শক্তির ক্ষয় **(হিংসাং)** প্রাণীদের হনন করা **(চ)** এবং **(পৌরুষং)** নিজ সামর্থ্য **(অনপেক্ষ্য)** উক্ত চার বচনকে বিচার না করে **(যৎ, কর্ম)** যে কর্ম **(মোহাৎ, আরভ্যতে)** মোহ দ্বারা প্রারম্ভ করা হয় **(তৎ, তামসং,উচ্যতে)** তাকে তামসিক বলে।

সরলার্থ – ভবিষ্যতকালে যার অশুভ ফল হবে, কর্মকর্তার শক্তির ক্ষয়, প্রাণীদের হনন করা এবং নিজ সামর্থ্য, উক্ত চার বচনকে বিচার না করে যে কর্ম মোহ দ্বারা প্রারম্ভ করা হয় তাকে তামসিক বলে।

~~~~~~

সং – এখন তিন প্রকারের কর্তার কথন করছে —

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ৷
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ৷৷ ২৬ ৷৷

পদ — মুক্ত। সঙ্গঃ। অনহংবাদী। ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ। নির্বিকারঃ। কর্তা। সাত্ত্বিক। উচ্যতে।

পদার্থ – (**মুক্তসঙ্গঃ**) সঙ্গ থেকে রহিত (**অনহংবাদী**) নিরভিমানী (**ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ**) *ধৃতি* = ধৈর্য্য, *উৎসাহ* = দৃঢ়তা, এই দুইয়ের সহিত যিনি *সমন্বিতঃ* = যুক্ত (**সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ, নির্বিকারঃ**) কার্য সিদ্ধ হোক অথবা না হোক উভয় অবস্থায় চিত্তে বিকার উৎপন্নকারী হন না (**কর্তা, সাত্ত্বিকঃ, উচ্যতে**) এরূপ কর্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

সরলার্থ – সঙ্গ থেকে রহিত, নিরভিমানী, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা, এই দুইয়ের সহিত যিনি যুক্ত, কার্য সিদ্ধ হোক অথবা না হোক উভয় অবস্থায় চিত্তে বিকার উৎপন্নকারী হন না, এরূপ কর্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ ৷
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ৷৷ ২৭ ৷৷

পদ — রাগী। কর্মফলপ্রেপ্সুঃ। লুব্ধঃ। হিংসাত্মকঃ। অশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ। কর্তা। রাজসঃ। পরিকীর্তিতঃ।

পদার্থ – (**রাগী**) যিনি কামাদির ইচ্ছে থেকে কোনো কার্যের প্রারম্ভ করেন (**কর্মফলপ্রেপ্সুঃ**) কর্মফলের ইচ্ছেকারী (**লুব্ধঃ**) লোভী (**হিংসাত্মকঃ**) পরহিতের সর্বদা হননকারী (**অশুচিঃ**) শৌচহীন (**হর্ষশোকান্বিতঃ**) কখনো প্রসন্নতা আর কখনো শোকে অবস্থানকারী (**কর্তা, রাজসঃ, পরিকীর্তিতঃ**) এরূপ কর্তাকে রজোগুণযুক্ত বলা হয়।

সরলার্থ – যিনি কামাদির ইচ্ছে থেকে কোনো কার্যের প্রারম্ভ করেন, কর্মফলের ইচ্ছেকারী, লোভী, পরহিতের সর্বদা হননকারী, শৌচহীন, কখনো প্রসন্নতা আর কখনো শোকে অবস্থানকারী, এরূপ কর্তাকে রজোগুণযুক্ত বলা হয়।
~~~~~~

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ৷
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ৷৷ ২৮ ৷৷

পদ — অযুক্তঃ। প্রাকৃতঃ। স্তব্ধঃ। শঠঃ। নৈষ্কৃতিকঃ। অলসঃ।
বিষাদী। দীর্ঘসূত্রী। চ। কর্তা। তামসঃ। উচ্যতে।

পদার্থ – (**অযুক্তঃ**) বিষয় লম্পট হওয়ায় সেই কর্মের অযোগ্য (**প্রাকৃতঃ**) শাস্ত্রের সংস্কার থেকে শূন্য (**স্তব্ধঃ**) একগুঁয়ে, জেদী (**নৈষ্কৃতিকঃ**) অন্যকে প্রতারণাকারী (**অলসঃ**) অলস (**শঠঃ**) অন্যকে হানি জন্য সত্যকে অন্যথা প্রকটকারী (**বিষাদী**) সর্বদা অনুতাপ উৎপন্ন করার কার্যকারী (**দীর্ঘসূত্রী**) বিলম্বকারী (**কর্তা, তামসঃ, উচ্যতে**) এরূপ কর্তাকে তামসিক গুণযুক্ত বলা হয়।

সরলার্থ – বিষয় লম্পট হওয়ায় সেই কর্মের অযোগ্য, শাস্ত্রের সংস্কার থেকে শূন্য, একগুঁয়ে, জেদী, অন্যকে প্রতারণাকারী, অলস, অন্যকে হানি জন্য সত্যকে অন্যথা প্রকটকারী, সর্বদা অনুতাপ উৎপন্ন করার কার্যকারী, বিলম্বকারী, এরূপ কর্তাকে তামসিক গুণযুক্ত বলা হয়।

সং – এখন বুদ্ধি এবং ধৃতির তিন-তিন ভেদ বর্ণন করছে —

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ৷
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ৷৷ ২৯ ৷৷

পদ — বুদ্ধেঃ। ভেদং। ধৃতেঃ। চ। এব। গুণতঃ। ত্রিবিধং। শৃণু।
প্রোচ্যমানং। অশেষেণ। পৃথক্ত্বেন। ধনঞ্জয়।

পদার্থ – হে ধনঞ্জয় ! (**বুদ্ধেঃ, ভেদং**) বুদ্ধির ভেদ (**চ**) এবং (**ধৃতেঃ**) ধৃতির ভেদ (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**গুণতঃ**) সত্ত্বাদি গুণের ভেদে (**ত্রিবিধং**) তিন প্রকারের বর্ণন করা হয়েছে, সেগুলো (**শৃণু**) শ্রবণ করো, যা (**অশেষেণ**) সম্পূর্ণ রীতিতে (**পৃথক্ত্বেন**) ভিন্ন ভিন্ন করে (**প্রোচ্যমানং**) বর্ণন করা হয়েছে।

~~~~~~

সরলার্থ – হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধির ভেদ এবং ধৃতির ভেদ নিশ্চিত রূপে সত্ত্বাদি গুণের ভেদে তিন প্রকারের বর্ণন করা হয়েছে। সেগুলো শ্রবণ করো, যা সম্পূর্ণ রীতিতে ভিন্ন ভিন্ন করে বর্ণন করা হয়েছে।

ভাষ্য – বুদ্ধির অর্থ এখানে জ্ঞানশক্তি এবং ধৃতির অর্ধ ধারণকারী ক্রিয়াশক্তির, এই প্রকার বুদ্ধি এবং ধৃতির ভেদ রয়েছে।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে ৷
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ৷৷ ৩০ ৷৷

পদ — প্রবৃত্তিং। চ। নিবৃত্তিং। চ। কার্যাকার্যে। ভয়াভয়ে।
বন্ধং। মোক্ষং। চ। যা। বেত্তি। বুদ্ধিঃ। সা। পার্থ। সাত্ত্বিকী।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**প্রবৃত্তিং**) প্রবৃত্তি (**চ**) এবং (**নিবৃত্তি**) নিবৃত্তি (**কার্যাকার্যে**) *কার্য* = করার যোগ্য এবং *অকার্য* = করার যোগ্য নয় (**ভয়াভয়ে**) *ভয়* = ভীতি হওয়া এবং *অভয়* = ভীতি না হওয়া, এই উভয়কে (**বন্ধং, মোক্ষং, চ**) বন্ধন তথা মুক্তিকে (**যা, বুদ্ধিঃ, বেত্তি**) যে বুদ্ধি জানে (**সা, সাত্ত্বিকী**) তা সাত্ত্বিক বুদ্ধি।

সরলার্থ – হে পার্থ ! প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, করার যোগ্য এবং করার যোগ্য নয়, ভীতি হওয়া এবং ভীতি না হওয়া এই উভয়কে, বন্ধন তথা মুক্তিকে, যে বুদ্ধি জানে তা সাত্ত্বিক বুদ্ধি।

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ ৷
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ৷৷ ৩১ ৷৷

পদ — যয়া। ধর্ম। অধর্ম। চ। কার্যং। চ। অকার্যং। এব। চ।
অযথাবৎ। প্রজানাতি। বুদ্ধিঃ। সা। পার্থ। রাজসী।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**যয়া**) যেই বুদ্ধি দ্বারা ব্যক্তি (**ধর্ম**) ধর্ম (**অধর্ম**) অধর্ম (**কার্যং, অকার্যং, চ**) কার্য তথা অকার্যকে (**এব**) নিশ্চিত রূপে (**অযথাবৎ, প্রজানাতি**) যথার্থ রীতিতে জানে না (**সা, রাজসী, বুদ্ধিঃ**) তা রাজসিক বুদ্ধি।
~~~~~~

~~~~~~

সরলার্থ – হে পার্থ ! যেই বুদ্ধি দ্বারা ব্যক্তি ধর্ম, অধর্ম, কার্য তথা অকার্যকে নিশ্চিত রূপে যথার্থ রীতিতে জানে না, তা রাজসিক বুদ্ধি।

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ৷
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ৷৷ ৩২ ৷৷

পদ — অধর্মং। ধর্মং। ইতি। যা। মন্যতে। তমসা। আবৃতা।
সর্বার্থান্। বিপরীতান্। চ। বুদ্ধিঃ। সা। পার্থ। তামসী।

পদার্থ – হে পার্থ ! **(যা, বুদ্ধিঃ)** যে বুদ্ধি **(অধর্মং, ধর্মং, ইতি, মন্যতে)** অধর্মকে ধর্ম মনে করে **(সর্বার্থান্, বিপরীতান্)** সব অর্থকে উল্টো বুঝে **(তামসা, আবৃতা)** তা তমোগুণ দ্বারা আবৃত তামসিক বুদ্ধি বলে।

সরলার্থ – হে পার্থ ! যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম মনে করে, সব অর্থকে উল্টো বুঝে, তা তমোগুণ দ্বারা আবৃত তামসিক বুদ্ধি বলে।

সং – এখন ধৃতির ভেদ বর্ণন করছে —

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ৷
যোগেনব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ৷৷ ৩৩ ৷৷

পদ — ধৃত্যা। যয়া। ধারয়তে। মনঃ। প্রাণেন্দ্রিয়। ক্রিয়াঃ।
যোগেন। অব্যভিচারিণ্যা। ধৃতিঃ। সা। পার্থ। সাত্ত্বিকী।

পদার্থ – হে পার্থ ! যে ব্যক্তি **(যয়া, ধৃত্যা)** যেই বৃত্তি দ্বারা **(মনঃ, প্রাণেন্দ্রিয়, ক্রিয়াঃ)** মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহকে **(যোগেন)** যোগের সহিত **(ধারয়তে)** ধারণ করেন **(সা, সাত্ত্বিকী, ধৃতিঃ)** তা সাত্ত্বিকী বৃত্তি বলা হয় **(অব্যভিচারিণ্যা)** যা ব্যভিচারী নয় অর্থাৎ দৃঢ়তাযুক্ত।

সরলার্থ – হে পার্থ ! যে ব্যক্তি যেই ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহকে যোগের সহিত ধারণ করেন তা সাত্ত্বিকী ধৃতি বলা হয়, যা ব্যভিচারী নয় অর্থাৎ দৃঢ়তাযুক্ত।
~~~~~~

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ।। ৩৪ ।।

পদ — যয়া। তু। ধর্মকামার্থান্। ধৃত্যা। ধারয়তে। অর্জুন।
প্রসঙ্গেন। ফলাকাঙ্ক্ষী। ধৃতিঃ। সা। পার্থ। রাজসী।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**যয়া, ধৃত্যা**) যেই ধৃতি দ্বারা ব্যক্তি (**ধর্মকামার্থান্**) ধর্ম, অর্থ, কাম, মনুষ্যজন্মের এই তিন ফলকে (**ধারয়তে**) ধারণ করেন, সেই ব্যক্তি কিরকম (**প্রসঙ্গেন, ফলাকাঙ্ক্ষী**) সেই কর্মের সঙ্গ থেকে যিনি ফলের ইচ্ছেকারী, এরূপ ব্যক্তির উক্ত তিন ফলের ধারণের হেতু যে ধৃতি (**সা, রাজসী**) তা রজোগুণযুক্ত বলা হয়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যেই ধৃতি দ্বারা ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম, মনুষ্যজন্মের এই তিন ফলকে ধারণ করেন, সেই ব্যক্তি কিরকম ? সেই কর্মের সঙ্গ থেকে যিনি ফলের ইচ্ছেকারী, এরূপ ব্যক্তির উক্ত তিন ফলের ধারণের হেতু যে ধৃতি রয়েছে, তা রজোগুণযুক্ত বলা হয়।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ।। ৩৫ ।।

পদ — যয়া। স্বপ্নং। ভয়ং। শোকং। বিষাদং। মদং। এব। চ।
ন। বিমুঞ্চতি। দুর্মেধাঃ। ধৃতিঃ। সা। পার্থ। তামসী।

পদার্থ – হে পার্থ ! (**যয়া, দুর্মেধাঃ**) যেই ধৃতি দ্বারা দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি (**স্বপ্নং**) নিদ্রায় সংকল্প বিকল্প (**ভয়ং**) ভীতি হওয়া (**শোকং**) সন্তাপ (**বিষাদং**) সর্বদা ব্যাকুল থাকা (**মদং**) বিষয়ের মদে উন্মত্ত থাকা (**এব, চ**) এবং এগুলো কখনো (**ন, বিমুঞ্চতি**) ত্যাগ করে না (**সো, তামসী, ধৃতিঃ**) তা তমোগুণযুক্ত ধৃতি বলা হয়।

সরলার্থ – হে পার্থ ! যেই ধৃতি দ্বারা দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি নিদ্রায় সংকল্প বিকল্প, ভীতি হওয়া, সন্তাপ, সর্বদা ব্যাকুল থাকা, বিষয়ের মদে উন্মত্ত থাকা এবং এগুলো কখনো ত্যাগ

করে না, তা তমোগুণযুক্ত ধৃতি বলা হয়।

সং – এখন সুখকে তিন প্রকারের বর্ণন করছে —

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ।। ৩৬ ।।

পদ — সুখং। তু। ইদানীং। ত্রিবিধং। শৃণু। মে। ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাৎ। রমতে। যত্র। দুঃখান্তং। চ। নিগচ্ছতি।

পদার্থ – (**ভরতর্ষভ**) হে ভরতকূলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (**ইদানীং**) এখন (**সুখং**) সুখের (**ত্রিবিধং**) তিন প্রকারের (**শৃণু**) শ্রবণ করো (**যত্র**) যে সুখে (**অভ্যাসাৎ**) যম-নিয়মাদির অভ্যাস দ্বারা (**রমতে**) ব্যক্তি যুক্ত থাকে (**দুঃখান্তং, চ**) এবং দুঃখের অন্তকে (**নিগচ্ছতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – হে ভরতকূলে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এখন তিন প্রকারের সুখের শ্রবণ করো। যে সুখে যম-নিয়মাদির অভ্যাস দ্বারা ব্যক্তি যুক্ত থাকে এবং দুঃখের অন্তকে প্রাপ্ত হয়।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ।। ৩৭ ।।

পদ — যৎ। তৎ। অগ্রে। বিষং। ইব। পরিণামে। অমৃতোপমং।
তৎ। সুখং। সাত্ত্বিকং। প্রোক্তং। আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং।

পদার্থ – (**যৎ, তৎ, অগ্রে**) পূর্বোক্ত এইরূপ যে সুখ শুরুতে (**বিষং, ইব**) বিষের সমান অনিষ্ট প্রতীত হয় (**পরিণামে**) শেষে (**অমৃতোপমং**) অমৃতের সমান হয় (**তৎ, সুখং**) সেই সুখ (**সাত্ত্বিকং, প্রোক্তং**) সাত্ত্বিক বলা হয়েছে, এবং (**আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং**) আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে সেই সুখ উৎপন্ন হয়।

সরলার্থ – পূর্বোক্ত এইরূপ যে সুখ শুরুতে বিষের সমান অনিষ্ট প্রতীত হয়, শেষে অমৃতের সমান হয়। সেই সুখ সাত্ত্বিক বলা হয়েছে এবং আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে সেই সুখ উৎপন্ন হয়।

~~~~~~

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ।। ৩৮ ।।

পদ — বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ। যৎ। তৎ। অগ্রে। অমৃতোপমং।
পরিণামে। বিষং। ইব। তৎ। সুখং। রাজসং। স্মৃতং।

পদার্থ – (**বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ**) বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে (**যৎ, তৎ**) যে সুখ (**অগ্রে**) শুরুতে (**অমৃতোপমং**) অমৃতের সমান এবং (**পরিণামে**) শেষে (**বিষং, ইব**) বিষের সমান প্রতীত হয় (**তৎ, সুখং**) সেই সুখ (**রাজসং, স্মৃতং**) রজো গুণযুক্ত বলা হয়।

সরলার্থ – বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে যে সুখ শুরুতে অমৃতের সমান এবং শেষে বিষের সমান প্রতীত হয়, সেই সুখ রজো গুণযুক্ত বলা হয়।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ।। ৩৯ ।।

পদ — যৎ। অগ্রে। চ। অনুবন্ধে। চ। সুখং। মোহনং। আত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং। তৎ। তামসং। উদাহৃতং।

পদার্থ – (**যৎ, অগ্রে**) যে সুখ শুরুতে (**চ**) এবং (**অনুবন্ধে**) শেষে (**আত্মনঃ**) আত্মাকে (**মোহনং**) মোহিতকারী হয়, যে সুখ (**নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং**) নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদে উৎপন্ন হয় (**তৎ, সুখং**) সেই সুখ (**তামসং, উদাহৃতং**) তমো গুণযুক্ত বলা হয়।

সরলার্থ – যে সুখ শুরুতে এবং শেষে আত্মাকে মোহিতকারী হয়, যে সুখ নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদে উৎপন্ন হয়, সেই সুখ তমো গুণযুক্ত বলা হয়।

সং – এখন সকল পদার্থকেও তিন গুণযুক্ত কথন করছে —

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
~~~~~~

~~~~~~

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ।। ৪০ ।।

পদ — ন। তৎ। অস্তি। পৃথিব্যাং। বা। দিবি। দেবেষু। বা। পুনঃ।
সত্ত্বং। প্রকৃতিজৈঃ। মুক্তং। যৎ। এভিঃ। স্যাৎ। ত্রিভিঃ। গুণৈঃ।

পদার্থ – (**পৃথিব্যাং**) পৃথিবীতে (**ন, তৎ, অস্তি**) এরূপ কোনো পদার্থ নেই (**যৎ**) যা (**সত্ত্বং**) সত্ত্বাদি = সত্ত্ব, রজো, তমো (**এভিঃ, ত্রিভিঃ, গুণৈঃ**) এই তিন গুণ থেকে (**মুক্তং**) পৃথক। এই গুণসমূহ কিরকম (**প্রকৃতিজৈঃ**) যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে (**বা**) অথবা (**দিবি**) দিব্যলোকের (**দেবেষু**) দেবগণের মধ্যেও এরূপ কোনো পদার্থ নেই যা তিন গুণযুক্ত নয়।

সরলার্থ – পৃথিবীতে এরূপ কোনো পদার্থ নেই যা সত্ত্বাদি = সত্ত্ব, রজো, তমো, এই তিন গুণ থেকে পৃথক। এই গুণসমূহ কিরকম ? যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে অথবা দিব্যলোকের দেবগণের মধ্যেও এরূপ কোনো পদার্থ নেই যা তিন গুণযুক্ত নয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকের আশয় এই যে, সম্পূর্ণ প্রকৃতিতে পদার্থ তিন গুণযুক্ত হয়, কেবল পরমাত্মাই গুণাতীত অথবা তাঁর ভক্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে গুণাতীত হতে পারে। অন্য সকল জীব, প্রকৃতির সত্ত্বাদি ভাব দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আকৃতিকে ধারণ করছে।

সং – এখন মনুষ্যের বর্ণচতুষ্টয়ের ভেদও এই সত্ত্বাদি গুণ দ্বারাই হওয়ার কথন করছে —

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ।। ৪১ ।।

পদ — ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং। শূদ্রাণাং। চ। পরন্তপ।
কর্মাণি। প্রবিভক্তানি। স্বভাবপ্রভবৈঃ। গুণৈঃ।

পদার্থ – (**পরন্তপ**) হে শত্রুদের পীড়িতকারী অর্জুন ! (**ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং**) *ব্রাহ্মণ* = ব্রহ্মবেত্তা, *ক্ষত্রিয়* = ক্ষতি থেকে রক্ষাকারী, *বিশাং* = ব্যাবসাদি কর্ম দ্বারা সম্পূর্ণ সংসারে
~~~~~~

প্রবিষ্টকারী এবং (**শূদ্রাণাং**) দাস ভাবযুক্ত লোকেদের (**কর্মাণি**) কর্ম (**স্বভাবপ্রভবৈঃ, গুণৈঃ**) নিজের স্বাভাবিক গুণ অনুসারে (**প্রবিভক্তানি**) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়।

সরলার্থ – হে শত্রুদের পীড়িতকারী অর্জুন ! *ব্রাহ্মণ* = ব্রহ্মবেত্তা, *ক্ষত্রিয়* = ক্ষতি থেকে রক্ষাকারী, *বিশাং* = ব্যাবসাদি কর্ম দ্বারা সম্পূর্ণ সংসারে প্রবিষ্টকারী এবং দাস ভাবযুক্ত লোকেদের কর্ম নিজের স্বাভাবিক গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়।

ভাষ্য – ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিদের কর্ম তাঁদের স্বভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয় অর্থাৎ শমদমাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ এবং শৌর্যাদি প্রকৃতিযুক্ত ক্ষত্রিয় ধর্মের যোগ্য হয়, এবং স্ব-স্ব গুণ থেকে বৈশ্যাদি বর্ণ হয়।

সং – এখন যেই গুণ দ্বারা স্বাভাবিক সত্ত্বাদিপ্রধান প্রকৃতিযুক্ত ব্রাহ্মণাদি লোকেদের পরিচয় হয়, তার কথন করছে —

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ।। ৪২ ।।

পদ — শমঃ। দমঃ। তপঃ। শৌচং। ক্ষান্তিঃ। আর্জবং। এব। চ।
জ্ঞানং। বিজ্ঞানং। আস্তিক্যং। ব্রহ্মকর্ম। স্বভাবজমং।

পদার্থ – (**শমঃ**) মনকে রুদ্ধ করা (**দমঃ**) চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করা (**তপঃ**) ব্রহ্মচর্যাদি তপ (**শৌচং**) বাহ্য অভ্যন্তর উভয় প্রকারের শুদ্ধি রাখা (**ক্ষান্তিঃ**) শক্তিসম্পন্ন হয়েও সহনশীল থাকা (**আর্জবং**) সরলতা (**জ্ঞানং**) বৈদিকজ্ঞান (**বিজ্ঞানং**) অনুষ্ঠানরূপ = ঈশ্বরের সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান (**আস্তিক্যং**) বৈদিকধর্মে শ্রদ্ধা (**ব্রহ্মকর্ম, স্বভাবজমং**) এই নয়টি সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তির হয়ে থাকে।

সরলার্থ – মনকে রুদ্ধ করা, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করা, ব্রহ্মচর্যাদি তপ, বাহ্য অভ্যন্তর উভয় প্রকারের শুদ্ধি রাখা, শক্তিসম্পন্ন হয়েও সহনশীল থাকা, সরলতা, বৈদিকজ্ঞান, অনুষ্ঠানরূপ = ঈশ্বরের সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান, বৈদিকধর্মে শ্রদ্ধা, এই নয়টি সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তির হয়ে থাকে।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্ ৷
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ৷৷ ৪৩ ৷৷

পদ — শৌর্যং। তেজঃ। ধৃতিঃ। দাক্ষ্যং। যুদ্ধে। চ। অপি। অপলায়নং।
দানং। ঈশ্বরভাবঃ। চ। ক্ষাত্রং। কর্ম। স্বভাবজং।

পদার্থ – (**শৌর্যং**) উৎসাহপূর্বক যুদ্ধে প্রহার করা (**তেজঃ**) স্বরূপ থেকে তেজস্বী হওয়া (**ধৃতিঃ**) বিপত্তিতেও ব্যাকুল না হওয়া (**দাক্ষ্যং**) আপত্তিতেও বুদ্ধিকে স্থির রাখা (**যুদ্ধে, চ, অপি, অপলায়নং**) শস্ত্র প্রহারের সময়ও যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা (**দানং**) দান প্রদানের ভাব (**ঈশ্বরভাবঃ**) এবং ঈশ্বরে শ্রদ্ধা রাখা (**ক্ষাত্রং, কর্ম, স্বভাবজং**) এগুলো ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম।

সরলার্থ – উৎসাহপূর্বক যুদ্ধে প্রহার করা, স্বরূপ থেকে তেজস্বী হওয়া, বিপত্তিতেও ব্যাকুল না হওয়া, আপত্তিতেও বুদ্ধিকে স্থির রাখা, শস্ত্র প্রহারের সময়ও যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা, দান প্রদানের ভাব এবং ঈশ্বরে শ্রদ্ধা রাখা, এগুলো ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ৷
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ৷৷ ৪৪ ৷৷

পদ — কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং। বৈশ্যকর্ম। স্বভাবজং।
পরিচর্যাত্মকং। কর্ম। শূদ্রস্য। অপি। স্বভাবজং।

পদার্থ – (**কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং**) *কৃষি* = ক্ষেত উৎপাদন করা, *গোরক্ষ্য* = গাভীর রক্ষা করা, *বাণিজ্যং* = ব্যবসা করা (**বৈশ্যকর্ম, স্বভাবজং**) এগুলো বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম (**পরিচর্যাত্মকং, কর্ম**) সেবারূপ কর্ম (**শূদ্রস্য, অপি**) শূদ্রেরও (**স্বভাবজং**) স্বাভাবিক কর্ম।

সরলার্থ – ক্ষেত উৎপাদন করা, গাভীর রক্ষা করা, ব্যবসা করা, এগুলো বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম। সেবারূপ কর্ম শূদ্রেরও স্বাভাবিক কর্ম।

~~~~~~

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ৷
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ৷৷ ৪৫ ৷৷

পদ — স্বে। স্বে। কর্মণি। অভিরতঃ। সংসিদ্ধিং। লভতে। নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ। সিদ্ধিং। যথা। বিন্দতি। তৎ। শৃণু।

পদার্থ – (**স্বে, স্বে**) নিজ নিজ (**কর্মাণি**) কর্মে (**অভিরতঃ**) যুক্ত (**নরঃ**) ব্যক্তি (**সংসিদ্ধিং**) সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় (**স্বকর্মনিরতঃ**) নিজ কর্মে যুক্ত ব্যক্তি (**যথা**) যেই প্রকার (**সিদ্ধিং**) সিদ্ধিকে (**বিন্দতি**) লাভ করে (**তৎ**) তা (**শৃণু**) শ্রবণ করো।

সরলার্থ – নিজ নিজ কর্মে যুক্ত ব্যক্তি সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়। নিজ কর্মে যুক্ত ব্যক্তি যেই প্রকার সিদ্ধিকে লাভ করে তা শ্রবণ করো।

সং – ননু, চতুর্দশ অধ্যায়ে সত্ত্বাদি গুণকে বন্ধনের হেতু বলা হয়েছে এবং এরূপ বর্ণন করা হয়েছে যে, গুণাতীত ব্যক্তিই অমৃতকে প্রাপ্ত হয়। তাহলে এখানে এসে নিজ নিজ সাত্ত্বিকাদি কর্ম দ্বারা সিদ্ধির প্রাপ্তি কিভাবে কথন করলো ? উত্তর —

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ৷
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ৷৷ ৪৬ ৷৷

পদ — যতঃ। প্রবৃত্তিঃ। ভূতানাং। যেন। সর্বং। ইদং। ততং।
স্বকর্মণা। তং। অভ্যর্চ্য। সিদ্ধিং। বিন্দতি। মানবঃ।

পদার্থ – (**যতঃ**) যাঁর দ্বারা (**ভূতানাং**) পৃথিবী আদি সমস্ত ভূতের (**প্রবৃত্তিঃ**) উৎপত্তি হয় এবং (**যেন**) যিনি (**সর্বে, ইদং, ততং**) এই সম্পূর্ণ জগতের বিস্তার করেছেন (**স্বকর্মণা**) নিজ কর্ম দ্বারা (**তং**) তাঁর (**অভ্যর্চ্য**) পূজা করে (**মানবঃ**) মনুষ্য (**সিদ্ধিং**) সিদ্ধিকে (**বিন্দতি**) লাভ করে।

সরলার্থ – যাঁর দ্বারা পৃথিবী আদি সমস্ত ভূতের এবং যিনি এই সম্পূর্ণ জগতের বিস্তার
~~~~~~

করেছেন, নিজ কর্ম দ্বারা তাঁর পূজা করে মনুষ্য সিদ্ধিকে লাভ করে।

ভাষ্য – এই শ্লোকে এই বর্ণন করা হয়েছে যে, যেই ব্যক্তি পরমাত্মপরায়ণ হয়ে কর্মকে করে তিনি ফলচতুষ্টয়রূপী সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হন। **ননু** – কর্মকে ত্যাগ করে সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হওয়া গীতায় কোথাও লেখা নেই এবং গুণাতীতের অর্থও এই যে, নিষ্কামতা থেকে কর্মকে করে যিনি গুণকে অতিক্রম করে যান তাঁকে গুণাতীত বলে। যেরূপ এই অধ্যায়ের ৫৬ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সকল কর্মকে করেও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি অব্যয় পদকে প্রাপ্ত হয় ? **উত্তর** – স্বকর্ম দ্বারা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার অর্থ এই যে, যেই ব্যক্তি নিজ স্বভাবপ্রাপ্ত যোগ্যতার দ্বারা ঈশ্বর আজ্ঞানুকূল কর্ম করে তাঁর আজ্ঞা পালন করেন তিনিই স্বকর্ম দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করেন।

সং – ননু, যদি ব্যক্তি সর্বথা কর্মকে ত্যাগকরে একমাত্র ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে তাঁরই ভজন করে, যেরূপ চতুর্থাশ্রমী লোক ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের কর্মকে ত্যাগকরে "**তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সমলোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ**" এই প্রকারের শমবিধিযুক্ত হয়, এরূপ করার মাধ্যমে সিদ্ধিকে প্রাপ্ত কেন হবে না ? উত্তর —

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ।। ৪৭ ।।

পদ — শ্রেয়ান্। স্বধর্মঃ। বিগুণঃ। পরধর্মাৎ। স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং। কর্ম। কুর্বন্। ন। আপ্নোতি। কিল্বিষং।

পদার্থ – (**পরধর্মাৎ, স্বনুষ্ঠিতাৎ**) অপরের উত্তমপ্রকারে অনুষ্ঠান করা ধর্মের থেকে (**শ্রেয়ান্, স্বধর্মঃ, বিগুণঃ**) নিজের গুণরহিত ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা (**স্বভাবনিয়তং, কর্ম**) স্বভাব থেকে নিয়ত যে কর্ম তা (**কুর্বন্**) সম্পাদন করতে ব্যক্তি (**কিল্বিষং**) পাপকে (**ন, আপ্নোতি**) প্রাপ্ত হয় না।

সরলার্থ – অপরের উত্তমপ্রকারে অনুষ্ঠান করা ধর্মের থেকে নিজের গুণরহিত ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বভাব থেকে নিয়ত যে কর্ম তা সম্পাদন করতে ব্যক্তি পাপকে প্রাপ্ত হয় না।

ভাষ্য – নিজের স্বভাবপ্রাপ্ত স্বধর্মের অপেক্ষা যদি অপরের ধর্ম উত্তমপ্রকার সেবন করা হয় তবুও স্বভাবপ্রাপ্ত ধর্মই শ্রেষ্ঠ। এই শ্লোক অর্জুনের স্বাভাবিক ক্ষাত্রধর্মকে দৃঢ় করে অর্থাৎ যে অর্জুন যুদ্ধে হিংসাদি দোষ থেকে ভয়ভীত হয়ে সন্ন্যাসধর্মের দিকে যাচ্ছিল, তার থেকে নিবৃত্ত করে এবং এটা সিদ্ধ করে যে, স্বভাবপ্রাপ্ত ধর্মকে পালন করেই ব্যক্তি সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়। এবং [গীতা ৩/৩৫] মধ্যেও স্বধর্মের অর্থ নিজ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত ধর্মের, জন্ম থেকে প্রাপ্ত ধর্মের নয়।

সং – এখন প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত ক্ষাত্রধর্মকে প্রকারন্তরে দোষ রহিত সিদ্ধ করছে —

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ।। ৪৮ ।।

পদ — সহজং। কর্ম। কৌন্তেয়। সদোষং। অপি। ন। ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভাঃ। হি। দোষেণ। ধূমেন। অগ্নিঃ। ইব। আবৃতাঃ।

পদার্থ – (**কৌন্তেয়**) হে অর্জুন ! (**সহজং**) স্বভাবজন্য নিজ প্রকৃতি থেকে যে প্রাপ্ত কর্ম, তা (**সদোষং, অপি**) দোষযুক্ত হয় তবুও তাকে ব্যক্তি (**ন, ত্যজেৎ**) ত্যাগ করে না। (**হি**) নিশ্চিত রূপে (**সর্বারম্ভাঃ**) সকল কর্ম (**দোষেণ**) দোষ দ্বারা (**আবৃতাঃ**) ব্যাপ্ত হয় (**ইব**) যেরূপ (**অগ্নিঃ**) অগ্নি (**ধূমেন**) ধোঁয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! স্বভাবজন্য নিজ প্রকৃতি থেকে যে প্রাপ্ত কর্ম হয়, তা দোষযুক্ত হয় তবুও তাকে ব্যক্তি ত্যাগ করে না। নিশ্চিত রূপে সকল কর্ম দোষ দ্বারা ব্যাপ্ত হয় যেরূপ অগ্নি ধোঁয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত।

সং – ননু, তাহলে কিভাবে সেই কর্মের দোষ থেকে ব্যক্তি মুক্ত হতে পারে ? উত্তর —

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ।। ৪৯ ।।

পদ — অসক্তবুদ্ধিঃ। সর্বত্র। জিতাত্মা। বিগতস্পৃহঃ।

~~~~~~

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং। পরমাং। সন্ন্যাসেন। অধিগচ্ছতি।

পদার্থ – (**অসক্তবুদ্ধিঃ, সর্বত্র**) যাঁর বুদ্ধি সেই সব কর্মের ফলে বদ্ধ নয় অর্থাৎ সব স্থানে নিষ্কামতার কারণে সঙ্গ থেকে বিবর্জিত (**জিতাত্মা**) যিনি নিজের মনকে জয় করে নিয়েছেন (**বিগতস্পৃহঃ**) যাঁর সকল কামনাসমূহ দূর হয়ে গিয়েছে (**পরমাং**) সর্বোপরি (**নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং**) কর্ম থেকে রহিত হয়ে যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সিদ্ধিকে ব্যক্তি (**সন্ন্যাসেন**) সন্ন্যাস দ্বারা (**অধিগচ্ছতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – যাঁর বুদ্ধি সেই সব কর্মের ফলে বদ্ধ নয় অর্থাৎ সব স্থানে নিষ্কামতার কারণে সঙ্গ থেকে বিবর্জিত, যিনি নিজের মনকে জয় করে নিয়েছেন, যাঁর সকল কামনাসমূহ দূর হয়ে গিয়েছে, সর্বোপরি কর্ম থেকে রহিত হয়ে যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সিদ্ধিকে ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – সন্ন্যাসের অর্থ এখানে নিষ্কামকর্ম করার, কর্মের ত্যাগের নয়। কেননা পরবর্তী ৫৬ নং শ্লোকে এই কথন করা হয়েছে যে, কর্মকে করেও ব্যক্তি সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়।

সং – এখন যেইপ্রকার এই নিষ্কামতারূপী সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়ে ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বর্ণন করছে —

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ৷
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ৷৷ ৫০ ৷৷

পদ — সিদ্ধিং। প্রাপ্তঃ। যথা। ব্রহ্ম। তথা। আপ্নোতি। নিবোধ। মে।
সমাসেন। এব। কৌন্তেয়। নিষ্ঠা। জ্ঞানস্য। যা। পরা।

পদার্থ – (**কৌন্তেয়**) হে অর্জুন ! (**যথা**) যেইপ্রকার (**সিদ্ধিং, প্রাপ্তং**) সিদ্ধিকে প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে (**আপ্নোতি**) প্রাপ্ত হয় (**তথা**) সেই প্রকার (**মে**) আমার থেকে (**নিবোধ**) জ্ঞাত হও, এবং (**জ্ঞানস্য**) জ্ঞানের যে (**পরা, নিষ্ঠা**) সবথেকে বৃহৎ নিষ্ঠা রয়েছে তাকেও (**সমাসেন**) সংক্ষেপে শ্রবণ করো।
~~~~~~

~~~~~~

সরলার্থ – হে অর্জুন ! যেইপ্রকার সিদ্ধিকে প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার আমার থেকে জ্ঞাত হও, এবং জ্ঞানের যে সবথেকে বৃহৎ নিষ্ঠা রয়েছে তাকেও সংক্ষেপে শ্রবণ করো।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ৷
শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ৷৷ ৫১ ৷৷

পদ — বুদ্ধ্যা। বিশুদ্ধয়া। যুক্তঃ। ধৃত্যা। আত্মানং। নিয়ম্য। চ।
শব্দাদীন্। বিষয়ান্। ত্যক্ত্বা। রাগদ্বেষৌ। ব্যুদস্য। চ।

পদার্থ – (**বুদ্ধ্যা, বিশুদ্ধয়া**) শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা (**যুক্তঃ**) যুক্ত (**ধৃত্যা**) আত্মিক বল দ্বারা (**আত্মানং, নিয়ম্য**) মনকে রুদ্ধ করে (**শব্দাদীন্**) শব্দ স্পর্শাদি (**বিষয়ান্**) বিষয়কে (**ত্যক্ত্বা**) ত্যাগ করে (**চ**) এবং (**রাগদ্বেষৌ**) রাগদ্বেষকে (**ব্যুদস্য**) ত্যাগ করে ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত আত্মিক বল দ্বারা মনকে রুদ্ধ করে, শব্দ স্পর্শাদি বিষয়কে ত্যাগ করে এবং রাগ দ্বেষকে ত্যাগ করে, ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

সং – ননু, আর কোন কোন গুণযুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ? উত্তর —

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ৷
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ৷৷ ৫২ ৷৷

পদ — বিবিক্তসেবী। লঘ্বাশী। যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরঃ। নিত্যং। বৈরাগ্যং। সমুপাশ্রিতঃ।

পদার্থ – (**বিবিক্তসেবী**) একান্তসেবী (**লঘ্বাশী**) পরিমিত ভোজনকারী (**যতবাক্কায়-মানসঃ**) জয় করেছেন শরীর, বাণী তথা মন যিনি (**ধ্যানযোগপরঃ, নিত্যং**) এবং সর্বদা ঈশ্বরবিষয়ক চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপী সমাধিতে যুক্ত থাকেন (**বৈরাগ্যং**) বৈরাগ্যকে (**সমুপাশ্রিতঃ**) আশ্রয় করে [সেই ব্যক্তি] ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।
~~~~~~

সরলার্থ – একান্তসেবী, পরিমিত ভোজনকারী, জয় করেছেন শরীর, বাণী তথা মন যিনি এবং সর্বদা ঈশ্বরবিষয়ক চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপী সমাধিতে যুক্ত থাকেন, বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে [সেই ব্যক্তি] ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

সং – ননু, পুনরায় সেই ব্যক্তি কিরকম ? উত্তর —

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ৷
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ৷৷ ৫৩ ৷৷

পদ — অহঙ্কারং। বলং। দর্পং। কামং। ক্রোধং। পরিগ্রহং।
বিমুচ্য। নির্মমঃ। শান্তঃ। ব্রহ্মভূয়ায়। কল্পতে।

পদার্থ – (**অহঙ্কারং**) অভিমান (**বলং**) ধর্ম থেকে বিরুদ্ধ বল (**দর্পং**) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তিরস্কারকারী যে মদ তার নাম দর্প (**কামং**) কাম (**ক্রোধং**) ক্রোধ (**পরিগ্রহং**) ভোগের সাধনের অধিক সংগ্রহ (**বিমুচ্য**) এই সবকিছুকে ত্যাগ করে (**নির্মমঃ**) মমতা থেকে রহিত তথা (**শান্তঃ**) চিত্তের সকল বিক্ষেপ থেকে রহিত ব্যক্তি (**ব্রহ্মভূয়ায়, কল্পতে**) ব্রহ্মের ভাবকে প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – অভিমান, ধর্ম থেকে বিরুদ্ধ বল, দর্প = শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তিরস্কারকারী যে মদ তার নাম দর্প, কাম, ক্রোধ, ভোগের সাধনের অধিক সংগ্রহ, এই সবকিছুকে ত্যাগ করে মমতা থেকে রহিত তথা চিত্তের সকল বিক্ষেপ থেকে রহিত ব্যক্তি ব্রহ্মের ভাবকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – উক্ত শ্লোকের অদ্বৈতবাদীগণ এই অর্থ করেন যে, সব বস্তু সমূহের ত্যাগ করে যিনি পরমহংস সন্ন্যাসী হয়, যাঁর কাছে কৌপীন মাত্রই শেষ, সেই ব্যক্তির পূর্বোক্ত সাধন কথন করা হয়েছে এবং "**ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে**" এর অর্থ তাঁদের মতে এই যে, এরূপ সন্ন্যাসী নিজেই নিজেকে ব্রহ্ম মনে করে, কিন্তু এই প্রকার জীবের ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার ভাব এই শ্লোকে কদাপি নেই। কেননা "**ব্রহ্মণোভাবঃ ব্রহ্মভূয়ঃ**" = ব্রহ্মের যে ভাব তার নাম "**ব্রহ্মভূয়**", এবং ব্রহ্মের ভাবযুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের সত্য সঙ্কল্পাদি গুণের ধারণ করায় তা

প্রাপ্ত হয়। যেরূপ আমরা তদ্ধর্মতাপত্তিতে প্রতিপাদন করে এসেছি, আর যদি এখানে "**ব্রহ্মভূয়ায়**" এর অর্থ ব্রহ্ম হওয়ার হতো তো অগ্রিমা শ্লোকে এরূপ কেন বলা হয়েছে যে, উক্ত গুণযুক্ত ব্যক্তি ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম হওয়ার অনন্তরও কি কাউকে ভক্তি করতে হয় ? এবং পূর্বোক্তর বিচার করার মাধ্যমে সার এই বের হয় যে, উক্ত গুণযুক্ত নিষ্কামকর্মী ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ৷
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ৷৷ ৫৪ ৷৷

পদ — ব্রহ্মভূতঃ। প্রসন্নাত্মা। ন। শোচতি। ন। কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ। সর্বেষু। ভূতেষু। মদ্ভক্তি। লভতে। পরাং।

পদার্থ – (**ব্রহ্মভূতঃ**) ব্রহ্মের গুণকে ধারনকারী ব্যক্তি (**প্রসন্নাত্মা**) প্রসন্নচিত্ত হয়ে (**ন, শোচতি**) শোক করে না এবং (**ন, কাঙ্ক্ষতি**) না কোনো বস্তুর ইচ্ছা করে (**সমঃ, সর্বেষু, ভূতেষু**) সকল প্রাণীদেরকে সমদৃষ্টিতে দেখে (**পরাং**) সব থেকে বৃহৎ (**মদ্ভক্তি**) আমার ভক্তিকে (**লভতে**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – ব্রহ্মের গুণকে ধারনকারী ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত হয়ে শোক করে না এবং না কোনো বস্তুর ইচ্ছা করে। সকল প্রাণীদেরকে সমদৃষ্টিতে দেখে সব থেকে বৃহৎ [শ্রেষ্ঠ] আমার ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – এই ভক্তিকে "**পরাং**" এইজন্য বলা হয়েছে যে, এই নির্গুণ উপাসনারূপী সব উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পূর্বে চার প্রকারের ভক্তকে নিরূপণ করে যে জ্ঞানীকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ মানা হয়েছে, সেই জ্ঞানী ভক্তের ভক্তি এখানে "**পরাং**" শব্দ দ্বারা কথন করা হয়েছে।

সং – এখন এই নির্গুণ ভক্তির ফল কথন করছে —

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ৷
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ৷৷ ৫৫ ৷৷

পদ — ভক্ত্যা। মাং। অভিজানাতি। যাবান্। যঃ। চ। অস্মি। তত্ত্বতঃ। ততঃ। মাং। তত্ত্বতঃ। জ্ঞাত্বা। বিশতে। তদনন্তরম্।

পদার্থ – যে ব্যক্তি (**ভক্ত্যা**) উক্ত ভক্তি দ্বারা (**যাবান্**) যতটুকু (**যঃ, চ, অস্মি**) যা কিছু আমি (**মাং**) ঠিক তেমনই আমাকে (**তত্ত্বতঃ**) বাস্তবরূপে (**অভিজানাতি**) উত্তমপ্রকারে জেনে সেই ব্যক্তি (**মাং**) আমাকে (**তত্ত্বতঃ**) স্বরূপ থেকে (**জ্ঞাত্বা**) উত্তমপ্রকার জেনে (**তদনন্তরং**) তারপর (**বিশতে**) পরমাত্মাকে জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত করে।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি উক্ত ভক্তি দ্বারা যতটুকু যা কিছু আমি ঠিক তেমনই আমাকে বাস্তবরূপে উত্তমপ্রকারে জেনে সেই ব্যক্তি, আমাকে স্বরূপ থেকে উত্তমপ্রকার জেনে তারপর পরমাত্মাকে জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত করে।

ভাষ্য – "**ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া**" [গীতা ৮/২২] ইত্যাদি শ্লোকে যে ভক্তি বর্ণন করা হয়েছে সেই ভক্তি দ্বারা এখানে পরমাত্মার প্রাপ্তি কথন করেছে। মায়াবাদীগণ "**বিশতে**" এর অর্থ ব্রহ্মে অভেদরূপে প্রবিষ্ট হওয়ার করেন অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার অনন্তর জীব ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই অর্থ এখানে কদাপি সত্য হতে পারে না, কেননা নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ বর্ণন করা হয়েছে যে, ব্যক্তি পরমাত্মার শরণকে প্রাপ্ত হয়েই সেই অব্যয় পদকে প্রাপ্ত হয়। তাহলে ব্রহ্ম হয়ে পুনরায় ব্রহ্মের শরণকে প্রাপ্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ৷৷ ৫৬ ৷৷

পদ — সর্বকর্মাণি। অপি। সদা। কুর্বাণঃ। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাৎ। অবাপ্নোতি। শাশ্বতং। পদং। অব্যয়ং।

পদার্থ – (**সর্বকর্মাণি, অপি**) সকল কর্মকেও (**সদা, কুর্বাণঃ**) সর্বদা সম্পাদন করে (**মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ**) আমার আশ্রিত হয়ে (**মৎপ্রসাদাৎ**) আমার কৃপা থেকে (**শাশ্বতং**) নিরন্তর (**অব্যয়ং**) বিকার রহিত (**পদং**) পদকে (**অবাপ্নোতি**) প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ – সকল কর্মকেও সর্বদা সম্পাদন করে আমার আশ্রিত হয়ে, আমার কৃপা থেকে, নিরন্তর বিকার রহিত পদকে প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য – মায়াবাদীগণ এই শ্লোকের সঙ্গতি পূর্ব শ্লোক থেকে এরূপে যুক্ত করেছে যে, ব্রাহ্মণ সকল কর্মকে সন্ন্যাস = ত্যাগ করে ব্রহ্ম হয়ে যায় এবং ক্ষত্রিয়াদিকে কর্ম করতে হয়। এইজন্য এখানে কৃষ্ণজী অর্জুনকে জ্ঞানের অনন্তর কর্মের উপদেশ করেছেন। তাঁদের এই সঙ্গতি গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিরুদ্ধ, কেননা যদি অর্জুনের সন্ন্যাসের অধিকর না থাকতো তো কৃষ্ণজী বার বার তাঁকে সন্ন্যাসের উপদেশ করতো না।

সং – এখন অগ্রিম শ্লোকে কৃষ্ণজী অর্জুনকে পুনরায় সন্ন্যাসের উপদেশ করছে —

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ ৷
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ৷৷ ৫৭ ৷৷

পদ — চেতসা। সর্বকর্মাণি। ময়ি। সন্ন্যস্য। মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগং। উপাশ্রিত্য। মচ্চিত্তঃ। সততং। ভব।

পদার্থ – (**চেতসা**) মন থেকে (**সর্বকর্মাণি**) সকল কর্মকে (**ময়ি, সন্ন্যস্য**) আমায় অর্পণ করে (**মৎপরঃ**) আমার পরায়ণ হয়ে (**বুদ্ধিযোগং**) নিষ্কামকর্মরূপী বুদ্ধিযোগকে (**উপাশ্রিত্য**) আশ্রয় করে (**মচ্চিত্তঃ**) আমার মধ্যে চিত্তযুক্ত (**সততং, ভব**) সর্বদা হও।

সরলার্থ – মন থেকে সকল কর্মকে আমায় অর্পণ করে, আমার পরায়ণ হয়ে, নিষ্কামকর্মরূপী বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় করে, আমার মধ্যে চিত্তযুক্ত সর্বদা হও।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ৷
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ৷৷ ৫৮ ৷৷

পদ — মচ্চিত্তঃ। সর্বদুর্গাণি। মৎপ্রসাদাৎ। তরিষ্যসি।
অথ। চেৎ। ত্বং। অহঙ্কারাৎ। ন। শ্রোষ্যসি। বিনঙ্ক্ষ্যসি।

পদার্থ – (**মচ্চিত্তঃ**) আমার মধ্যে চিত্তযুক্ত হয়ে (**সর্বদুর্গাণি**) ভবসংসারের এই সব দুষ্কর মার্গকে (**মৎপ্রসাদাৎ**) আমার কৃপা দ্বারা (**তরিষ্যসি**) উত্তীর্ণ হয়ে যাবে (**অথ, চেৎ**)

কদাচিৎ (**অহঙ্কারাৎ**) অভিমান থেকে (**ত্বং**) তুমি (**ন, শ্রোষ্যসি**) শ্রবণ না করো তো (**বিনঙ্ক্ষ্যসি**) বিনাশকে প্রাপ্ত হবে।

সরলার্থ – আমার মধ্যে চিত্তযুক্ত হয়ে ভবসংসারের এই সব দুষ্কর মার্গকে আমার কৃপা দ্বারা উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। কদাচিৎ [কখনো] অভিমান থেকে তুমি শ্রবণ না করো তো বিনাশকে প্রাপ্ত হবে।

ভাষ্য – উক্ত দুই শ্লোকে "**মাং**" তথা "**মৎ**" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ কৃষ্ণজী পরমাত্মার দিক থেকে করেছেন। যেরূপ ৪৬নং শ্লোকে পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা সিদ্ধি কথন করেছে। এবং উক্ত শ্লোকেও পরমাত্মার শরণকে প্রাপ্ত হয়েই সকল দুর্গম মার্গের সুগম হওয়া বর্ণন করেছে, অন্যথা নয়। যদি মায়াবাদীদের এই ভাবের কথন এখানে হতো যে, ক্ষত্রিয় হওয়ায় অর্জুনের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার ছিল না এইজন্য দাস ভাবের উপদেশ করেছে তো নিম্নলিখিত শ্লোকে অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্মের জন্য উদ্যত করা হতো না। আর যদি কৃষ্ণ নিজের শরণের উপদেশ পূর্ব শ্লোকে করতো তো এই পরবর্তী শ্লোকে একমাত্র পরমাত্মার শরণাগত হওয়ার উপদেশ অর্জুনকে করতো না, যেরূপ —

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ৷
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ৷৷ ৫৯ ৷৷

পদ — যৎ। অহঙ্কারং। আশ্রিত্য। ন। যোৎস্য। ইতি। মন্যসে।
মিথ্যা। এষ। ব্যবসায়ঃ। তে। প্রকৃতিঃ। ত্বং। নিযোক্ষ্যতি।

পদার্থ – (**অহঙ্কারং, আশ্রিত্য**) অহঙ্কারকে আশ্রয় করে (**ন, যোৎস্য**) আমি যুদ্ধ করবো না (**ইতি**) এরূপ (**যৎ**) যা (**মন্যসে**) তুমি মনে করো তো (**ব্যবসায়ঃ**) এগুলো তোমার নিশ্চিতরূপে (**মিথ্যা, এষ**) মিথ্যা ধারণা। (**তে, প্রকৃতিঃ**) তোমার ক্ষাত্রধর্মের স্বভাব (**ত্বাং**) তোমাকে (**নিযোক্ষ্যতি**) যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত করবে।

সরলার্থ – অহঙ্কারকে আশ্রয় করে আমি যুদ্ধ করবো না এরূপ যা তুমি মনে করো তো এগুলো তোমার নিশ্চিতরূপে মিথ্যা ধারণা। তোমার ক্ষাত্রধর্মের স্বভাব তোমাকে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত করবে।

~~~~~~

সং – এখন সেই ক্ষাত্রধর্মের স্বভাবে পূর্বকর্মকে হেতু কথন করছে —

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা ।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ।। ৬০ ।।

পদ — **স্বভাবজেন। কৌন্তেয়। নিবদ্ধঃ। স্বেন। কর্মণা।**
কর্তুং। ন। ইচ্ছসি। যৎ। মোহাৎ। করিষ্যসি। অবশঃ। অপি। তৎ।

পদার্থ – হে কৌন্তেয় ! (**মোহাৎ**) মোহ দ্বারা (**যৎ**) যেই যুদ্ধকে (**কর্তুং**) করার (**ন, ইচ্ছসি**) তুমি ইচ্ছে করছো না (**তৎ**) সেই যুদ্ধকে (**স্বভাবজেন, কর্মণা**) নিজ স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা (**নিবদ্ধঃ**) আবদ্ধ হয়ে (**অবশঃ, অপি**) অবশ্যই (**করিষ্যসি**) করবে।

সরলার্থ – হে কৌন্তেয় ! মোহ দ্বারা যেই যুদ্ধকে করার তুমি ইচ্ছে করছো না, সেই যুদ্ধকে নিজ স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়ে অবশ্যই করবে।

সং – এখন এই প্রকৃতিরূপ অধীনতার অনন্তর অর্জুনকে ঈশ্বরাধীন নিরূপণ করছে —

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ।। ৬১ ।।

পদ — **ঈশ্বরঃ। সর্বভূতানাং। হৃদ্দেশে। অর্জুন। তিষ্ঠতি।**
ভ্রাময়ন্। সর্বভূতানি। যন্ত্রারূঢ়ানি। মায়য়া।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**যন্ত্রারূঢ়ানি**) পরমাত্মার নিয়মরূপ যন্ত্রে স্থিত (**সর্বভূতানি**) সকল প্রাণীদেরকে (**মায়য়া**) নিজ প্রকৃতিরূপ মায়া দ্বারা (**ভ্রাময়ন্**) ভ্রমণ করিয়ে (**ঈশ্বরঃ**) পরমাত্মা (**সর্বভূতানাং**) সকল প্রাণীর (**হৃদ্দেশে**) হৃদয়ের মধ্যে (**তিষ্ঠতি**) স্থিত।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! পরমাত্মার নিয়মরূপ যন্ত্রে স্থিত সকল প্রাণীদেরকে নিজ প্রকৃতিরূপ মায়া দ্বারা ভ্রমণ করিয়ে পরমাত্মা সকল প্রাণীর হৃদয়ের মধ্যে স্থিত।
~~~~~~

~~~~~~

ভাষ্য – "মায়া" শব্দের অর্থ এখানে "প্রকৃতি" এবং ঈশ্বর সর্বনিয়ন্তা হওয়ার তাৎপর্য "**যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্**" [বৃহদা০ ৩/৭/৩] ইত্যাদি বাক্য থেকে গীতায় এসেছে।

সং – এখন কৃষ্ণ অর্জুনকে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার উপদেশ করছে —

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ।। ৬২ ।।

পদ — তং । এব । শরণং । গচ্ছ । সর্বভাবেন । ভারত ।
মৎপ্রসাদাৎ । পরাং । শান্তিং । স্থানং । প্রাপ্স্যসি । শাশ্বতং ।

পদার্থ – **(ভারত)** হে অর্জুন ! তুমি **(সর্বভাবেন)** সকল প্রকারে **(তং, এব, শরণং)** সেই ঈশ্বরের শরণকে **(গচ্ছ)** প্রাপ্ত হও **(মৎপ্রসাদাৎ)** সেই পরমাত্মার কৃপা থেকে **(পরাং, শান্তিং)** সর্বোপরি শান্তি এবং **(শাশ্বতং)** অচল **(স্থানং)** পদকে **(প্রাপ্স্যসি)** প্রাপ্ত হবে।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! তুমি সকল প্রকারে সেই ঈশ্বরের শরণকে প্রাপ্ত হও। সেই পরমাত্মার কৃপা থেকে সর্বোপরি শান্তি এবং অচল পদকে প্রাপ্ত হবে।

ভাষ্য – "**পরাংশান্তি**" এর অর্থ এখানে "সমাধি" এবং "**স্থান**" শব্দের অর্থ পরমাত্মার স্বরূপের। যেরূপ "**তদ্বিষ্ণো পরমং পদং**" [ঋগ্বেদ ১/২২/২০] ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মার স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই স্বরূপের অর্জুনকে উপদেশ করেছে। এখানে মায়াবাদীগণ "**স্থান**" শব্দের অর্থ করেন যে, ব্রহ্মরূপ হয়ে যিনি স্থিত তার নাম স্থান অর্থাৎ তাঁর শরণকে প্রাপ্ত হয়ে তুমি ব্রহ্ম হয়ে যাবে। যদি ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার উক্ত শ্লোকে উপদেশ হতো তো "**তমেব শরণং গচ্ছ**" এই কথন করা হতো না। কেননা যিনি যাঁর শরণকে প্রাপ্ত হয় তিনি স্বয়ং শরণরূপ হন না। এবং তর্ক এই যে, শরণ তাঁর নেওয়া যায় যিনি নিজের থেকে অধিক, আর ঈশ্বর ঈশ্বর সর্বস্বামী। যাঁর শরণাগত হয়ে জীবের শান্তি কথন করা হয়েছে। তিনি অনন্ত তথা কল্যাণ গুণের রাশি ব্রহ্ম, তিনি জীব কখনোই হতে পারে না। এই অভিপ্রায় থেকে স্বামী রামানুজ এর অর্থ বিষ্ণুপদের করেছেন।

সং – এখন গীতাশাস্ত্রের উপসংহা করতে কৃষ্ণজী এই বৈদিক জ্ঞানের মহিমা কথন করছেন —
~~~~~~

~~~~~~

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ৷
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ৷৷ ৬৩ ৷৷

পদ — ইতি। তে। জ্ঞানং। আখ্যাতং। গুণাৎ। সুখতরং। ময়া।
বিমৃশ্য। এতৎ। অশেষেণ। যথা। ইচ্ছসি। তথা কুরু।

পদার্থ – (**গুহ্যাদ্, সুখতরং**) গূঢ় থেকে গূঢ় (**ইতি, জ্ঞানং**) এই জ্ঞান (**ময়া**) আমি (**তে**) তোমার জন্য (**অশেষেণ**) সম্পূর্ণ রীতিতে (**আখ্যাতং**) বর্ণন করলাম (**এতৎ**) একে (**বিমৃশ্য**) বিচার করে (**যথা, ইচ্ছসি**) যেমন তোমার ইচ্ছে হবে (**তথা, কুরু**) তেমনি করো।

সরলার্থ – গূঢ় থেকে গূঢ় এই জ্ঞান আমি তোমার জন্য সম্পূর্ণ রীতিতে বর্ণন করলাম। একে বিচার করে যেমন তোমার ইচ্ছে হবে তেমনি করো।

ভাষ্য – এই বৈদিকজ্ঞান যার উপদেশ কৃষ্ণজী অর্জুনকে করেছেন মায়াবাদীগণ একে এইরূপ ভাষ্য করেন যে, এই গুপ্ত জ্ঞান দ্বারা জীব ব্রহ্ম হয়ে যায়। এর সম্পূর্ণ অধিকার তো জন্মগুণী ব্রাহ্মণের রয়েছে, কেননা তিনি সব কর্মের ত্যাগ করে ব্রহ্ম হয়ে যায় এবং ক্ষত্রিয়াদির নিজ-নিজ বর্ণের কর্মেই কল্যাণ হয়। অথবা বিনা সন্ন্যাসেই তাঁকে হিরণ্যগর্ভের সমান "**অহংব্রহ্মাস্মি**" এর উপদেশ করা হয় বা মৃত্যুর অনন্তর অন্য জন্মে তাঁদের ব্রহ্মণের জন্ম প্রাপ্ত হয়, তাহলে তিনি এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম হতে পারেন। এই পৌরাণিক অর্থের গন্ধমাত্রও গীতায় নেই। যদি তাঁদের এই মনোরথ মাত্রের সন্ন্যাসের বর্ণন গীতায় হতো তো অর্জুনকে সন্ন্যাসধর্মের উপদেশ কখনো করা হতো না। অধিক আর কি, তাঁদের সর্বকর্মরূপ সন্ন্যাসই যখন গীতায় নির্মূল তো তাহলে তাঁদের মিথ্যার্থের তো কথাই নেই।

সং – এখন উপসংহারে কৃষ্ণজী পরমদয়ালুতার সহিত অর্জুনকে গীতা শাস্ত্রের অনন্য ভক্তিরূপ তত্ত্বের পুনরায় উপদেশ করছে —

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ৷
~~~~~~

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ।। ৬৪ ।।

পদ — সর্বগুহ্যতমং। ভূয়ঃ। শৃণু। মে। পরমং। বচঃ।
ইষ্টঃ। অসি। মে। দৃঢ়ং। ইতি। ততঃ। বক্ষ্যামি। তে। হিতং।

পদার্থ – **(মে)** আমার **(সর্বগুহ্যতমং)** সবচেয়ে গোপনীয় পরম রহস্য **(পরমং)** শ্রেষ্ঠ **(বচঃ)** বচন **(ভূয়ঃ)** পুনরায় **(শৃণু)** শ্রবণ করো **(ইষ্ট, অসি, মে, দৃঢ়ং)** তুমি বিশেষত রূপে আমার মিত্র হও **(ততঃ)** এইজন্য **(তে)** তোমার **(হিতং)** কল্যাণকারী বচন **(বক্ষ্যামি)** কথন করছি।

সরলার্থ – আমার সবচেয়ে গোপনীয় পরম রহস্য শ্রেষ্ঠ বচন পুনরায় শ্রবণ করো। তুমি বিশেষত রূপে আমার মিত্র হও, এইজন্য তোমার কল্যাণকারী বচন কথন করছি।

সং – এখন কৃষ্ণজী বৈদিকধর্মে অর্জুনের শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করার জন্য উপসংহারে পুনরায় নিজের বৈদিকমতের দৃঢ়তার উপদেশ করছে —

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ।। ৬৫ ।।

পদ — মন্মনা। ভব। মদ্ভক্তঃ। মদ্যাজী। মাং। নমঃ। কুরু।
এব। এষ্যসি। সত্যং। তে। প্রতিজানে। প্রিয়ঃ। অসি। মে।

পদার্থ – হে অর্জুন ! **(মন্মনাঃ)** আমার মতো মননশীল হও **(মদ্যাজী)** আমার মতো যজ্ঞশীল হও **(মদ্ভক্তঃ)** আমার ভক্ত হও **(মাং, নমঃ, কুরু)** আমাকে নমস্কার করো **(সত্যং, তপ, প্রতিজানে)** আমি তোমার প্রতি এই সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এরূপ করার পর **(মাং, এব, এষ্যসি)** তুমি আমাকেই [আমার ভাবকে] প্রাপ্ত হবে **(প্রিয়ঃ, অসি, মে)** তুমি আমার প্রিয়।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমার মতো মননশীল হও, আমার মতো যজ্ঞশীল হও, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার করো, আমি তোমার প্রতি এই সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এরূপ করার পর তুমি আমাকেই [আমার ভাবকে] প্রাপ্ত হবে, তুমি আমার প্রিয়।

ভাষ্য – এই শ্লোকের "**মামেবৈষ্যসি**" এই বাক্যে "মাং" শব্দের অর্থ বৈদিকধর্মের অর্থাৎ এরূপ করার পর তুমি বৈদিকধর্মকে প্রাপ্ত হবে। যেরূপ [গীতা ১৬/২০] শ্লোকে "মাং" শব্দ বৈদিকধর্মের জন্য এসেছে, এই প্রকার এখানেও সেই ভাব রয়েছে।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।। ৬৬ ।।

পদ — সর্বধর্মান্ । পরিত্যজ্য । মাং । একং । শরণং । ব্রজ ।
অহং । ত্বাং । সর্বপাপেভ্যঃ । মোক্ষয়িষ্যামি । মা । শুচঃ ।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**সর্বধর্মান্**) বেদ বিরোধী সকল ধর্মকে (**পরিত্যজ্য**) ত্যাগ করে (**মাং, একং, শরণং, ব্রজ**) আমার এক বৈদিক ধর্মরূপী শরণকে প্রাপ্ত হও, এরূপ করার পর (**অহং**) আমি (**ত্বাং**) তেমাকে (**সর্বপাপেভ্যঃ**) সকল পাপ থেকে (**মোক্ষয়িষ্যামি**) মুক্ত করবো (**মা, শুচঃ**) শোক করো না।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! বেদ বিরোধী সকল ধর্মকে ত্যাগ করে আমার এক বৈদিক ধর্মরূপী শরণকে প্রাপ্ত হও, এরূপ করার পর আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করবো, [তুমি] শোক করো না।

ভাষ্য – উক্ত দুই শ্লোকে সম্পূর্ণ গীতার অর্থের ব্যাসজী সংগ্রহ করে দিয়েছেন। যার ভাব এই যে, গীতার তাৎপর্য পরমাত্মার অনন্যভক্তিতে। যেরূপ পূর্বে অনেক স্থানে বর্ণন করা হয়েছে যে, পরমাত্মা একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হয় এবং একমাত্র পরমাত্মারই ভক্তিকে অনন্যভক্তি বলে অর্থাৎ যেখানে পরমাত্মা থেকে ইতর [নিচু] বস্তুর ধ্যান হবে না। যেরূপ "**অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ**" [বৃহদা০ ৩/৮/১০] মধ্যে নিরূপণ করা হয়েছে যে, এই অক্ষর পরমাত্মাকে জেনে এই সংসার থেকে প্রয়াণ করেন তিনি ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি বাক্যে একমাত্র পরমাত্মার ভক্তির কথন করা হয়েছে। এই অনন্যভক্তিকে দৃঢ় করার জন্য কৃষ্ণজী সকল ধর্মকে ত্যাগ করে একমাত্র বৈদিকধর্মের শরণেরই আশ্রয় নিয়েছেন। এই শ্লোকে ধর্ম শব্দের অর্থ ধর্মাভ্যাস অর্থাৎ যা উত্তম ধর্মের সমান প্রতীত হয় আর বাস্তবে মিথ্যা সেগুলো ত্যাগ করে তুমি একমাত্র বৈদিক

ধর্মের আশ্রয় নাও। মায়াবাদীগণ এই দুই শ্লোকের বৃহৎ ভাষ্য করেছেন। প্রথম শ্লোকের এই ভাষ্য করেছেন যে "**তত্ত্বমসি**" তথা "**অহং ব্রহ্মাস্মি**" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যিনি জীব ব্রহ্মের অভেদ বুঝে নেন তাঁর জন্য কৃষ্ণজী প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান এবং আমার = পরমেশ্বরের অত্যন্ত প্রিয় হয়। কিন্তু শ্লোকের "**মদ্যাজী**" আদি শব্দ তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে সর্বথা বিপরীত। কেননা তাঁদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় এবং এই শ্লোকে যজ্ঞ তথা নমস্কার করার থেকেও ভগবৎ প্রাপ্তি কথন করেছে। এইজন্য তাঁদের মতানুকূল জীব ব্রহ্মের একতার অর্থ এই শ্লোক কদাপি দেয় না। আর "**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য**" এই দ্বিতীয় শ্লোকের ভাষ্যে মায়াবাদীগণ এই অর্থ করেন যে, বর্ণাশ্রমের সকল ধর্মের ত্যাগ করে একমাত্র ভগবৎ শরণের এখানে উপদেশ করা হয়েছে এবং ভগবৎ শরণের তাঁরা তিনটি অর্থ করেছেন — (১) আমি সেই পরমেশ্বরের (২) পরমেশ্বর আমার (৩) সেই পরমেশ্বর আমি। এই অর্থ গীতার আশয় থেকে সর্বথা বিপরীত। কেননা "**স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ**" [গীতা ১৮/৪৬] শ্লোকে এই কথন করে এসেছে যে, চার বর্ণ নিজ নিজ কর্ম থেকে পরমাত্মার পূজন করে সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়। যখন এই শ্লোকে বর্ণের ধর্ম দ্বারা পরমাত্মার পূজনের হেতু কথন করা হয়েছে তো এখানে এসে ত্যাগের কথনের তাৎপর্য কী ? স্বামী শঙ্করাচার্য এর এইরূপ অর্থ করেছেন যে, সকল ধর্মকে ত্যাগ করে এই শ্লোকে সন্ন্যাসের বিধান করা হয়েছে। তাঁর এই কথন এইজন্য সঙ্গত নয় যে, তাঁর মতে সন্ন্যাসের অধিকার কেবল ব্রাহ্মণের তাহলে কৃষ্ণজী অর্জুনকে এরূপ সন্ন্যাসের উপদেশ কেন করলো, যার অধিকারই অর্জুনের ছিল না। যদি এরূপ বলা হয় যে, অর্জুনকে লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণদের জন্য এই উপদেশ করা হয়েছে তবুও তা সঠিক নয়। কেননা সকল কর্মের ত্যাগের "**ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ**" এই অধ্যায়ের ১১ নং শ্লোকে খণ্ডন করা হয়েছে। এইজন্য বেদ বিরুদ্ধ ধর্মের ত্যাগেই এখানে কৃষ্ণজীর তাৎপর্য।

সং – এখন এই সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রের অর্থের উপসংহার করে কৃষ্ণজী এই ব্রহ্মবিদ্যার অনধিকারীর জন্য নিষেধ কথন করছে —

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ।। ৬৭ ।।

পদ — ইদং। তে। ন। অতপস্কায়। ন। অভক্তায়। কদাচন।

ন। চ। অশুশ্রূষবে। বাচ্যং। ন। চ। মাং। যঃ। অভ্যসূয়তি।

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**তে**) তোমার জন্য কথন করা (**ইদং**) এই গীতাশাস্ত্র (**অতপস্কায়**) বিষয়লম্পট [তপস্যাহীন] ব্যক্তিকে (**ন, বাচ্যং**) বলবে না (**ন, অভক্তায়**) যিনি ঈশ্বরের ভক্ত নয় তাঁকে বলবে না (**ন, চ, অশুশ্রূষবে**) যিনি শুনতে চান না তাঁকেও বলবে না (**ন, চ, মাং, যঃ, অভ্যসূয়তি**) এবং যিনি কৃষ্ণজীর উপদেশের নিন্দা করে তাঁকেও (**কদাচন**) কখনো বলবে না।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! তোমার জন্য কথন করা এই গীতাশাস্ত্র বিষয়লম্পট [তপস্যাহীন] ব্যক্তিকে বলবে না, যিনি ঈশ্বরের ভক্ত নয় তাঁকে বলবে না, যিনি শুনতে চান না তাঁকেও বলবে না এবং যিনি কৃষ্ণজীর উপদেশের নিন্দা করে তাঁকেও কখনো বলবে না।

ভাষ্য – এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, অনধিকারী ব্যক্তিকে উক্ত ব্রহ্মবিদ্যারূপ এই শাস্ত্রের উপদেশ করা উচিত নয়।

যঃ ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ।। ৬৮ ।।

পদ — **যঃ। ইদং। পরমং। গুহ্যং। মদ্ভক্তেষু। অভিধাস্যতি।**
ভক্তি। ময়ি। পরাং। কৃত্বা। মাং। এব। এষ্যতি। অসংশয়ঃ।

পদার্থ – (**যঃ**) যে ব্যক্তি (**ইমং, পরমং, গুহ্যং**) এই পরম গুহ্য জ্ঞানকে (**মদ্ভক্তেষু**) আমার বৈদিক ভক্তদের মধ্যে (**অভিধাস্যতি**) কথন করবে তিনি (**ময়ি**) আমার বৈদিক মার্গে (**পরাং, ভক্তিং, কৃত্বা**) পরমভক্তি করে (**মাং, এব, এষ্যসি**) আমার বৈদিক মার্গকে প্রাপ্ত হবে (**অসংশয়ঃ**) এতে কোনো সংশয় নেই।

সরলার্থ – যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য জ্ঞানকে আমার বৈদিক ভক্তদের মধ্যে কথন করবে তিনি আমার বৈদিক মার্গে পরমভক্তি করে, আমার বৈদিক মার্গকে প্রাপ্ত হবে, এতে কোনো সংশয় নেই।

~~~~~~

ভাষ্য – এই শ্লোকে "**মামেকং শরণং ব্রজ**" এর সমান "**মাং**" শব্দের অর্থ বৈদিকমার্গের। যদি এই শব্দের অর্থ এখানে কৃষ্ণের জন্য হতো তো তা সঙ্গত নয়। কেননা এই অধ্যায়ের শ্লোক ৪৬ এবং ৬১ মধ্যে কৃষ্ণজী নিজের থেকে ভিন্ন পরমাত্মার বর্ণন করে এসেছেন এবং সেই বর্ণনের "**তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত**" ৬২ নং শ্লোকে এই কথন করে, হে অর্জুন ! তুমি সকল ভাব দ্বারা সেই পরমাত্মার শরণকে প্রাপ্ত হও, এরূপ ঈশ্বর বিষয়ক উপসংহার করে এসেছেন। এইজন্য এই স্থানে "মাং" শব্দের অর্থ বৈদিকমার্গের অথবা কৃষ্ণজী মাং শব্দের প্রয়োগ এখানে এই অভিপ্রায় থেকে করেছেন যে, যিনি এই গীতা শাস্ত্র ভক্তদের মধ্যে শোনান তিনি আমাকে প্রাপ্ত হবেন অর্থাৎ তিনি আমার মতো দৃঢ় হবেন। যেরূপ উক্ত প্রকারে গীতা শাস্ত্রকে মান্যকারী ব্যক্তিকে পরবর্তী শ্লোকে নিজের প্রিয় কথন করেছেন —

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ৷
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ৷৷ ৬৯ ৷৷

পদ — ন। চ। তস্মাৎ। মনুষ্যেষু। কশ্চিৎ। মে। প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা। ন। চ। মে। তস্মাৎ। অন্যঃ। প্রিয়তরঃ। ভুবি।

পদার্থ – (**মনুষ্যেষু**) সকল মনুষ্যের মধ্যে (**তস্মাৎ**) সেই ব্যক্তির থেকে (**কশ্চিৎ**) কেউ (**মে, প্রিয়কৃত্তমঃ**) আমার অতি প্রিয় (**ন, চ, ভবিতা**) হবে না (**চ**) এবং (**তস্মাৎ, অন্যঃ**) তাঁর থেকে অন্য (**প্রিয়তরঃ**) প্রিয় (**ভুবি**) সংসারে (**ন, মে**) আমার নেই যিনি এই গীতা শাস্ত্রকে ঈশ্বরের ভক্তদের মধ্যে শ্রবণ করান।

সরলার্থ – সকল মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তির থেকে কেউ আমার অতি প্রিয় হবে না এবং তাঁর থেকে অন্য [কেউ] প্রিয় সংসারে আমার নেই, যিনি এই গীতা শাস্ত্রকে ঈশ্বরের ভক্তদের মধ্যে শ্রবণ করান।

সং – এখন এর অধ্যয়ন কর্তার ফল কথন করছে —

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ৷
~~~~~~

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ৷৷ ৭০ ৷৷

**পদ — অধ্যেষ্যতে। চ। যঃ। ইমং। ধর্ম্যং। সংবাদং। আবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন। তেন। অহং। ইষ্টঃ। স্যাং। ইতি। মে। মতিঃ।**

পদার্থ – হে অর্জুন ! (**আবয়োঃ**) আমাদের দুজনের (**ধর্ম্যং**) ধর্মপূর্বক (**ইমং, সংবাদং**) এই সংবাদকে (**যঃ, অধ্যেষ্যতে**) যিনি অধ্যয়ন করবে (**তেন**) তাঁর থেকে (**অহং**) আমি (**জ্ঞানযজ্ঞেন**) জ্ঞানরূপী যজ্ঞ দ্বারা (**ইষ্টঃ, স্যাং**) প্রসন্ন হব (**ইতি, মে, মতিঃ**) এই আমার সম্মতি।

সরলার্থ – হে অর্জুন ! আমাদের দুজনের ধর্মপূর্বক এই সংবাদকে যিনি অধ্যয়ন করবে তাঁর থেকে আমি জ্ঞানরূপী যজ্ঞ দ্বারা প্রসন্ন হব, এই আমার সম্মতি।

ভাষ্য – এখানে "**ইষ্ট**" শব্দের অর্থ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজিত হওয়ার নয় বরং "তাঁর জ্ঞানরূপী যজ্ঞ দ্বারা আমি প্রসন্ন হবো"এই অর্থ। এই অর্থ দ্বারা কৃষ্ণজী নিজেই নিজেকে ঈশ্বর প্রতিপাদিত করেননি বরং নিজের অভিমত প্রতিপাদন করেছেন। যদি এর অর্থ এখানে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজিত হওয়ারও নেওয়া হতো তবুও সার এই বের হতো যে, সাত্ত্বিক জ্ঞান = পরমাত্মার একত্ব জ্ঞান দ্বারা কৃষ্ণ পূজিত হন অর্থাৎ এই বৈদিক জ্ঞান দ্বারা কৃষ্ণজী নিজের সৎকার মনে করেন, মিথ্যা জ্ঞান থেকে নয়। এই প্রকারে গীতা শাস্ত্রের তাৎপর্য নিরাকার উপাসনায়, কৃষ্ণাদি বিগ্রহের উপাসনায় নয়।

সং – এখন গীতা শাস্ত্রের শ্রবণকর্তার ফল কথন করছে —

**শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ৷
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ৷৷ ৭১ ৷৷**

**পদ — শ্রদ্ধাবান্। অনসূয়ঃ। চ। শৃণুয়াৎ। অপি। যঃ। নরঃ।
সঃ। অপি। মুক্তঃ। শুভান্। লেকান্। প্রাপ্নুয়াৎ। পুণ্যকর্মণাং।**

পদার্থ – এই শাস্ত্রকে (**যঃ**) যিনি (**শ্রদ্ধাবান্**) আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত (**অনসূয়ঃ, চ**) তথা অনিন্দুক (**নরঃ**) ব্যক্তি (**অপি**) ও (**শৃণুয়াৎ**) শ্রবণ করেন (**সঃ, অপি**) তিনিও (**মুক্তঃ**)

~~~~~~

এখান থেকে শরীর ত্যাগকরে **(পুণ্যকর্মণাং)** পবিত্র কর্মকারী **(শুভান্, লোকান্)** উত্তম অবস্থাকে **(প্রাপ্নুয়াৎ)** প্রাপ্ত হন।

সরলার্থ – এই শাস্ত্রকে যিনি আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত তথা অনিন্দুক ব্যক্তিও শ্রবণ করেন, তিনিও এখান থেকে শরীর ত্যাগকরে পবিত্র কর্মকারী উত্তম অবস্থাকে প্রাপ্ত হন।

সং – এখন কৃষ্ণজী অর্জুনের সন্দেহনিবৃত্তির জিজ্ঞাসা করছে —

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ৷
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ৷৷ ৭২ ৷৷

পদ — কচ্চিৎ। এতৎ। শ্রুতং। পার্থ। ত্বয়া। একাগ্রেণ। চেতসা।
কচ্চিৎ। অজ্ঞানসম্মোহঃ। প্রণষ্টঃ। তে। ধনঞ্জয়।

পদার্থ – হে পার্থ ! **(কচ্চিৎ, ত্বয়া, একাগ্রেণ, চেতসা)** তুমি কি একাগ্রচিত্ত থেকে **(এতৎ, শ্রুতং)** এই শাস্ত্রের শ্রবণ করেছ ? হে ধনঞ্জয় ! **(কচ্চিৎ, তে, অজ্ঞানসম্মোহঃ, প্রণষ্টঃ)** তোমার অজ্ঞানরূপ মোহ কি নষ্ট হয়েছে ?

সরলার্থ – হে পার্থ ! তুমি কি একাগ্রচিত্ত থেকে এই শাস্ত্রের শ্রবণ করেছ ? হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানরূপ মোহ কি নষ্ট হয়েছে ?

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ৷
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ৷৷ ৭৩ ৷৷

পদ — নষ্টঃ। মোহঃ। স্মৃতিঃ। লব্ধা। ত্বৎপ্রসাদাৎ। ময়া। অচ্যুত।
স্থিতঃ। অস্মি। গতসন্দেহঃ। করিষ্যে। বচনং। তব।

পদার্থ – **(অচ্যুত)** হে কৃষ্ণ ! **(ত্বৎপ্রসাদাৎ)** তোমার কৃপায় **(মোহঃ, নষ্টঃ)** আমার মোহ
~~~~~~

নষ্ট হয়েছে **(ময়া)** আমি **(স্মৃতিঃ, লব্ধা)** ক্ষাত্রধর্মের জ্ঞানরূপ স্মৃতিকে লাভ করেছি, এখন আমি **(গতসন্দেহঃ)** সন্দেহ রহিত **(স্থিতঃ, অস্মি)** হয়েছি **(তব, বচনং, করিষ্যে)** তোমার আততায়ীদেরকে বধকারী বচনকে পূর্ণ করবো।

সরলার্থ – হে কৃষ্ণ ! তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হয়েছে আমি ক্ষাত্রধর্মের জ্ঞানরূপ স্মৃতিকে লাভ করেছি, এখন আমি সন্দেহ রহিত হয়েছি। তোমার আততায়ীদেরকে বধকারী বচনকে পূর্ণ করবো।

সং – এখানে পর্যন্ত কৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদ সমাপ্ত হলো। এখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি এই সংবাদের উপসংহার শোনাচ্ছেন —

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ৷
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ৷৷ ৭৪ ৷৷

পদ — ইতি। অহং। বাসুদেবস্য। পার্থস্য। চ। মহাত্মনঃ।
সংবাদং। ইমং। অশ্রৌষং। অদ্ভুতং। রোমহর্ষণং।

পদার্থ – হে ধৃতরাষ্ট্র ! **(বাসুদেবস্য)** কৃষ্ণ **(পার্থস্য, চ, মহাত্মনঃ)** এবং মহাত্মা অর্জুনের **(ইমং, অদ্ভুতং, সংবাদং, ইতি)** এই আশ্চর্যজনক সংবাদকে **(রোমহর্ষণং)** যা রোমাঞ্চ পুলকিতকারী **(অহং)** আমি **(অশ্রৌষং)** শ্রবণ করলাম।

সরলার্থ – হে ধৃতরাষ্ট্র ! কৃষ্ণ এবং মহাত্মা অর্জুনের এই আশ্চর্যজনক সংবাদকে যা রোমাঞ্চ পুলকিতকারী [তা] আমি শ্রবণ করলাম।

সং – ননু, কৃষ্ণজী তো এই সংবাদ যুদ্ধভূমিতে করেছিলেন, তাহলে সঞ্জয় কিভাবে শ্রবণ করলো ? উত্তর —

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্ ৷

~~~~~~

যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ম্ ৷৷ ৭৫ ৷৷

পদ — ব্যাসপ্রসাদাৎ। শ্রুতবান্। এতৎ। গুহ্যং। অহং। পরং।
যোগং। যোগেশ্বরাৎ। কৃষ্ণাৎ। সাক্ষাৎ। কথয়তঃ। স্বয়ং।

পদার্থ – (**এতৎ, পরমং, গুহ্যং**) এই পরম গুহ্য সংবাদকে (**যোগং**) যিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধকারী (**স্বয়ং, সাক্ষাৎ, কথয়তঃ**) স্বয়ং সাক্ষাৎ কথন করে (**যোগেশ্বরাৎ, কৃষ্ণাৎ**) যোগেশ্বর কৃষ্ণের থেকে (**ব্যাসপ্রসাদাৎ**) ব্যাসজীর দ্বারা (**অহং, শ্রুতবান্**) আমি শ্রবণ করেছি অর্থাৎ কৃষ্ণজী থেকে ব্যাসজী এবং ব্যাসজী থেকে সঞ্জয় শুনেছেন।

সরলার্থ – এই পরম গুহ্য সংবাদকে যিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধকারী স্বয়ং সাক্ষাৎ কথন করে যোগেশ্বর কৃষ্ণের থেকে ব্যাসজীর দ্বারা আমি শ্রবণ করেছি অর্থাৎ কৃষ্ণজী থেকে ব্যাসজী এবং ব্যাসজী থেকে সঞ্জয় শুনেছেন।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ৷
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ৷৷ ৭৬ ৷৷

পদ — রাজন্। সংস্মৃত্য। সংস্মৃত্য। সংবাদং। ইমং। অদ্ভুতং।
কেশবার্জুনয়োঃ। পুণ্যং। হৃষ্যামি। চ। মুহুঃ। মুহুঃ।

পদার্থ – হে রাজন্ ! (**কেশবার্জুনয়োঃ**) কৃষ্ণ এবং অর্জুনের (**পুণ্যং**) পবিত্র (**অদ্ভুতং**) আশ্চর্যজনক (**ইমং, সংবাদং**) এই সংবাদকে (**সংস্মৃত্য, সংস্মৃত্য**) বারম্বার স্মরণ করে (**হৃষ্যামি, চ, মুহুঃ, মুহুঃ**) আমি পুনঃ পুনঃ প্রসন্ন হই।

সরলার্থ – হে রাজন্ ! কৃষ্ণ এবং অর্জুনের পবিত্র আশ্চর্যজনক এই সংবাদকে বারম্বার স্মরণ করে আমি পুনঃ পুনঃ প্রসন্ন হই।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ৷
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ৷৷ ৭৭ ৷৷
~~~~~~

পদ — তৎ। চ। সংস্মৃত্য। সংস্মৃত্য। রূপং। অত্যদ্ভুতং। হরেঃ।
বিস্ময়ঃ। মে। মহান্। রাজন্। হৃষ্যামি। চ। পুনঃ। পুনঃ।

পদার্থ – হে রাজন্ ! (**হরেঃ**) কৃষ্ণের (**অত্যদ্ভুতং, রূপং**) অতি অদ্ভুত রূপকে (**তৎ, চ, সংস্মৃত্য, সংস্মৃত্য**) বার-বার স্মরণ করে (**মে**) আমি (**মহান্, বিস্ময়ঃ**) অনেক আশ্চর্য হচ্ছি (**হৃষ্যামি, চ, পুনঃ, পুনঃ**) এবং তাঁকে স্মরণ করে আমি বার-বার প্রসন্ন হই।

সরলার্থ – হে রাজন্ ! কৃষ্ণের অতি অদ্ভুত রূপকে বার-বার স্মরণ করে আমি অনেক আশ্চর্য হচ্ছি এবং তাঁকে স্মরণ করে আমি বার-বার প্রসন্ন হই।

সং – এখন সঞ্জয় নিজের নীতি-নিপুণতা দ্বারা পাণ্ডবদের বিজয় কথন করছে —

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ৷
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ৷৷ ৭৮ ৷৷

পদ — যত্র। যোগেশ্বরঃ। কৃষ্ণঃ। যত্র। পার্থঃ। ধনুর্ধরঃ।
তত্র। শ্রীঃ। বিজয়ঃ। ভূতিঃ। ধ্রুবা। নীতিঃ। মতিঃ। মম।

পদার্থ – হে ধৃতরাষ্ট্র ! (**যত্র, যোগেশ্বরঃ, কৃষ্ণঃ**) যেই পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ (**যত্র, পার্থঃ, ধনুর্ধরঃ**) এবং যেখানে ধনুকধারী অর্জুন রয়েছে (**তত্র**) সেই পক্ষে (**শ্রীঃ**) লক্ষ্মী (**বিজয়ঃ**) শত্রুদের জয় করা (**ভূতিঃ**) প্রতিদিন ধনের বৃদ্ধি এবং (**নীতিঃ**) ন্যায়, এই চারটি বিষয় (**ধ্রুবা**) অবশ্যই থাকবে (**মম, মতিঃ**) এই আমার সম্মতি।

সরলার্থ – হে ধৃতরাষ্ট্র ! যেই পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুকধারী অর্জুন রয়েছে সেই পক্ষে লক্ষ্মী, *বিজয়* অর্থাৎ শত্রুদের জয় করা, প্রতিদিন ধনের বৃদ্ধি এবং ন্যায়, এই চারটি বিষয় অবশ্যই থাকবে এই আমার সম্মতি।

ভাষ্য – কৃষ্ণজীকে যোগেশ্বর কথন করে শ্রী, বিজয়, ভূতি = ধনের বৃদ্ধি, ইত্যাদি ফলের বর্ণনা করা এই বিষয়কে সূচিত করে যে, কৃষ্ণজী পুরুষোত্তম ছিলেন যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা

~~~~~~

রূপ গীতাশাস্ত্রে বর্ণাশ্রমের মর্যাদাকে বেঁধে দিয়েছেন।

ইতি শ্রীমদার্য্যমুনিনোপনিবদ্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগপ্রদীপার্য্য ভাষ্যে, মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

।। ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়া তৃতীয়ং ষটকং সমাপ্তম্ ।।

।। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।।

~~~~~~

গীতাযোগপ্রদীপার্য্যভাষ্যং

জ্ঞান এর সমান পবিত্র এই পার্থিব বৈদিক শাস্ত্রে অন্য কিছু পাওয়া যায় না। সেই জ্ঞানকে, চিরকাল থেকে কর্মযোগের সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়ে সাধক নিজেই নিজের মধ্যে স্বয়ং লাভ করে নেয়।